সেরা সাতটি থ্রিলার

ফ্রেডরিক ফরসাইথ

সূচিপত্র

‘দ্য ডে অফ দ্য জ্যাকল’

জেলের ভেতরে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের জন্য নির্দিষ্ট ডেথ রো-তে কারারক্ষি উকিলকে নিয়ে এল। চাবি দিয়ে একটি সেল-এর দরজা খুলে তাঁকে ভেতরে ঢুকিয়ে সে অন্যদিকে চলে গেল। উকিল দেখলেন তাঁর মক্কেল ফরাসি বিমানবাহিনীর অন্যতম লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জাঁ মারি বাস্তিয়েঁ তিরি একপ্যাকেট তাস নিয়ে নিজের মনে পেশেন্স খেলছেন।

'আসুন মঁশিয়ে' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কর্ণেল বললেন, 'জেনারেল দ্যগল তাহলে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ বাতিল করলেন?'

'দুঃখিত কর্ণেল' উকিল বললেন, 'রাষ্ট্রপতি আপনার প্রাণদণ্ডের আদেশ বহাল রেখেছেন। ১১ই মার্চ তারিখে সকালবেলা ফায়ারিং স্কোয়াডে আপনাকে গুলি করে হত্য করা হবে। অতএব আপনি মৃত্যুদণ্ডের জন্য মানসিকভাবে তৈরি হোন। এত চেষ্টা করেও আপনাকে বাঁচাতে পারলাম না এটাই যা দুঃখের ব্যাপার...'

'মিছিমিছি আক্ষেপ করছেন, মঁশিয়ে' কর্ণেল বললেন, 'দেখবেন শেষমুহূর্তে প্রায় অলৌকিকভাবে আমি ঠিক বেঁচে যাব, আমার অনুগত সৈনিকদের একজনও আমার দিকে রাইফেল তুলবে না।'

মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মক্কেল তার আত্মবিশ্বাস বজায় রেখেছে দেখে উকিল অবাক হলেন, মনে মনে কর্ণেলের জন্য তাঁর অনুকম্পা হল। খানিক বাদে কারারক্ষি দরজা খুলে দিতে উকিল বাইরে বেরিয়ে এলেন।

পরদিন কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরিকে জেল থেকে নিয়ে আসা হল ফোর সিভরি দুর্গে, এখানে আসার পরে আসন্ন মৃত্যুর কোনও আভাস পেলেন না তিনি। দুর্গের ভেতরে একটি নির্জন ঘরে তাঁকে আটকে রাখা হল।

মার্চ ১১, ১৯৬৩। সকাল ছ'টা চল্লিশ। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরিকে দুর্গের ভেতরে এক চওড়া আঙ্গিনায় একটা খুঁটির সঙ্গে পিছমোড়া করে বাঁধা হল। বছরের এই সময়ের অসহ্য ঠাণ্ডা বাতাস চামড়ায় জ্বালা ধরিয়ে দেয়। কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরি দেখলেন বিমানবাহিনীর একদল সৈনিক খানিক দূরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তাদের রাইফেলের নল তাঁরই দিকে তাক করল। তাদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ানো একজন অফিসার তলোয়ার হাতে চরম মুহূর্তের অপেক্ষা করছেন। সামনের সারিতে দাঁড়ানো কয়েকটি সৈনিক এবং অফিসারটির মুখও কর্ণেলের চেনা ঠেকল, ক'দিন আগেও এরা ছিল তাঁর অনুগত। সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে একসময় পেছন থেকে একজন সৈনিক এগিয়ে এসে কর্ণেলের দু'চোখ ঢেকে দিল, খানিক তফাতে দাঁড়ানো দুর্গের পাদ্রি কর্ণেলের আত্মার সদগতির জন্য বাইবেলের স্তোত্র আওড়ালেন। পাদ্রির স্তোত্র আবৃত্তি শেষ হতেই ফায়ারিং পার্টির অফিসার তলোয়ার নামিয়ে চাপাগলায় গুলি ছোঁড়ার হুকুম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুড়িটা রাইফেল একসঙ্গে গর্জে উঠল। ফায়ারিং স্কোয়াডে এইভাবেই এয়ারফোর্স কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হল। কুড়িটা রাইফেলের গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরির দেহ, তবু অফিসারের নির্দেশে ম্যাগাজিনে গুলি ভরে সৈনিকেরা আরও একবার গুলি ছুঁড়ল, গুলির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল খুঁটিতে বাঁধা কর্ণেলের মৃতদেহ।

সামরিক বাহিনীর এক গুপ্ত সংগঠন বহুদিন ধরেই ফরাসি রাষ্ট্রপতি জেনারেল শার্ল দ্যগলকে হত্যা

করার চক্রান্ত করে আসছে, বিমানবাহিনীর কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরি ছিলেন সেই সংগঠনের নেতা। সংগঠনের নেতাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার পরে সন্ত্রাসপুষ্ট এই চক্রান্তের অবসান ঘটবে এমনটাই ধরে নিয়েছিলেন ফরাসি রাষ্ট্রপতি আর তাঁর সরকার। কিন্তু বাস্তবে ফল দাঁড়াল ঠিক উল্টো, রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করার চক্রান্তে যারা জড়িত ছিলেন দলনেতার প্রাণদণ্ডের পরে সামরিক বাহিনীর সেইসব অফিসার এবারে একজোট হলেন।

পরের ঘটনাবলী জানার আগে কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরির মৃত্যুদণ্ডের আগের ইতিহাসের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই হবে।

আগস্ট ২২, ১৯৬২। প্রচণ্ড গরম পড়েছে প্যারিতে, সন্ধের পরেও তাপমাত্রা আটকে আছে তেইশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। প্যারি শহরের বাসিন্দাদের অনেকেই এই অসহ্য গরমে টিকতে না পেরে অফিস নয়ত কল-কারখানা থেকে কম করে হপ্তাখানেকের ছুটি নিয়ে শহর ছেড়ে সপরিবারে চলে যাচ্ছে সমুদ্রের ধারে কোনও গ্রামের দিকে। অসহ্য গরমে ভরা ঐ তারিখটিতে কিছু লোক রাষ্ট্রপতি জেনারেল শার্ল দ্যগলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল।

আগস্ট মাসের সেই দিনটিতে সন্ধ্যে নাগাদ যেসব ঘটনা ঘটল তার বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হল। এলিজে প্রাসাদের সাজানো কামরায় সেদিন মন্ত্রিসভার অধিবেশন চলছিল। প্রাসাদের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়েছিল ষোলটা সিত্রোঁ সেলুন গাড়ি, ঐসব গাড়িতে চেপে মন্ত্রিরা এসেছেন অধিবেশনে যোগ দিতে। অধিবেশন শেষ হতে এদিন দেরি হচ্ছে, গাড়ির ভেতরে গরমে টিকতে না পেরে চালকেরা সবাই বাইরে বেরিয়ে এসেছে। একে অন্যের সঙ্গে সুখ দুঃখের গল্প করছে। মন্ত্রিদের অন্দরমহলের কেলেংকারি নিয়ে কমবয়সী ছোকরা চালকেরা মেতে উঠেছে রসালো আলোচনায়। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ জমকালো উর্দি পরা এক আর্দালি প্রাসাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, মোটা কাচের এপাশ থেকে তাকে দেখতে পেয়েই চালকেরা আধপোড়া সিগারেট ফেলে যে যার গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর্দালি প্রাসাদের ভেতরে ঢোকার দরজার পাল্লাদুটো দু'হাতে টেনে খুলে ফেলল। অধিবেশন শেষে মন্ত্রিরা এবারে বাইরে বেরিয়ে এসে যে যার গাড়িতে চেপে বসলেন। তাঁরা চলে যাবার পরে দেখা গেল দুটি সিত্রোঁ তখনও দাঁড়িয়ে আছে। দু'টি গাড়ির একটির মাথায় ফরাসি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পতাকা। চালকের আসনে বসা লোকটির নাম ফ্রান্সি ম্যারু। পুলিশের গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা তার আছে, প্রচণ্ড চাপ আর উত্তেজনার মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্রচণ্ড জোরে গাড়ি চালানোর ক্ষমতা থাকার জন্য তাকে রাষ্ট্রপতি দ্যগলের ব্যক্তিগত গাড়ির চালক করে রাখা হয়েছে। গাড়িতে এখন চালক ম্যারু ছাড়া আর কেউ নেই। অন্য গাড়িটিও এবারে ম্যারুর গাড়ির পেছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই গাড়িটির চালকও ম্যারুর মতই পুলিশের গাড়ি চালাত।

আরও কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। রাত পৌনে আটটা নাগাদ রাষ্ট্রপতি দ্যগল তাঁর স্ত্রী মাদাম ইভনকে সঙ্গে নিয়ে দরজার পাল্লা খুলে বেরিয়ে এলেন, স্ত্রীর হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গাড়ির দু'পাশে এসে দাঁড়ালেন। প্রাসাদের আর্দালি ছুটে এসে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে ধরতে মাদাম দ্যগল ভেতরে ঢুকে বসলেন পেছনের সিটে, রাষ্ট্রপতি দ্যগল বসলেন তাঁর পাশে। ফরাসি সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া আর ক্যাভালরি ইউনিটের চীফ অফ স্টাফ কর্ণেল আলেঁ দ্য বসিয়ু এবারে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন প্রাসাদের ভেতর থেকে, গাড়ির দরজা খুলে তিনি বসলেন সামনের আসনে চালকের পাশে। সম্পর্কে ইনি রাষ্ট্রপতি দ্যগলের জামাই। দু'জন বিশেষ সহচরও এবারে প্রাসাদের ভেতর থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এলেন, এঁদের মধ্যে একজন আলজিরিয়ান, নাম অঁরি দিজুদে, আজ রাষ্ট্রপতির প্রধান দেহরক্ষির দায়িত্ব তাঁকেই দেয়া হয়েছে। চালকের পাশে বসেই অঁরি জ্যাকেটের ভেতরে খাপে ঝোলানো রিভলভারটা দেখে নিলেন। রাষ্ট্রপতির গাড়ি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছোনো পর্যন্ত রাস্তা আর দু'পাশের ফুটপাতের দিকে নজর রাখাই হবে তাঁর একমাত্র কাজ। তাঁর সঙ্গি জাঁ দুক্রে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তাবাহিনীর প্রধান তিনি এসে বসলেন পেছনের আসনে।

সন্ধ্যে সাতটা পঞ্চাশ বাজতেই সাদা হেলমেট পরা প্রথম ও দ্বিতীয় পাইলট মোটরবাইকে চেপে এসে দাঁড়াল প্রাসাদের ফটকের সামনে, ফটকের লোহার পাল্লা দুটো খুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় পাইলট মোটরবাইক চালিয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁদের পেছন পেছন বেরিয়ে এল রাষ্ট্রপতির গাড়ি। দ্বিতীয়

গাড়িটি রাষ্ট্রপতির গাড়ির পেছন পেছন নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে চলল।

প্রাসাদের বাইরে এসে রাষ্ট্রপতির গাড়ির চালক ফ্রান্সি ম্যারু দেখল সূর্য ডুবলেও পশ্চিম আকাশে তার গেরুয়া লাল ছোপের সঙ্গে আসন্ন রাতের কালচে আভা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। রাস্তায় গাড়িঘোড়া খুব কম চলছে দেখে সে অবাক হল। অ্যাভেনিউ দ্য মারিনিতে বাদাম গাছের নিচে স্কুটার চেপে এক যুবক অনেকক্ষণ কারও জন্য অপেক্ষা করছিল, রাষ্ট্রপতির কনভয়ের সাইরেনের তীব্র আওয়াজ শুনেই সে স্কুটারের এঞ্জিন চালু করল। রাষ্ট্রপতির গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে যাবার খানিক বাদে ট্রাফিক পুলিশ রাস্তা খুলে দিতে সে গতি বাড়িয়ে এগোল বৃদ্ধ রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে। ফ্রান্সি ম্যারু বুলেভা দ্য আঁভালিদে পৌঁছোনোর খানিক বাদে স্কুটার চালিয়ে সেই যুবক গতি খানিকটা বাড়িয়ে এসে হাজির হল সেখানে। বুলেভা দ্য আঁভালিদ আর রু দ্য ভারেলের মোড়ে এক কাফের সামনে সে স্কুটার দাঁড় করাল। কাফের পেছনে এসে সেই যুবক টেলিফোনের রিসিভার তুলে একটা নম্বর ডায়াল করল।

ফরাসি বিমানবাহিনীর যে অফিসারের প্রাণদণ্ড কার্যকর করার বিবরণ দিয়ে এ কাহিনী শুরু হয়েছে সেই লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জাঁ মারি বাস্তিয়েঁ তিরি তখন মোদঁর প্রান্তে একটি কাফেতে বসে নিজের মনে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। ফরাসি উপনিবেশ আলজিরিয়াকে রাষ্ট্রপতি দ্যগল উপনিবেশের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তুলে দিয়েছেন সেখানকার জাতীয়তাবাদী নেতাদের হাতে, এই ঘটনায় ফরাসি সামরিক বাহিনীর একশ্রেণীর অফিসার তাঁর ওপরে ক্ষুব্ধ, ও এ এস নামে এক গুপ্ত সমিতি তাঁরা গড়ে তুলেছেন রাষ্ট্রপতি দ্যগলকে হত্যা করাই যাদের একমাত্র লক্ষ। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরির বয়স পঁয়ত্রিশ। বিবাহিত, বাড়িতে স্ত্রী ছাড়াও আছে তাঁর তিনটি ছেলেমেয়ে। খাঁটি দেশপ্রেমিক হলেও কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরি রাষ্ট্রপতি দ্যগলকে অন্তর থেকে ঘৃণা করেন। তিনি ও এ এস গুপ্ত সমিতির প্রথম সারির নেতাদের একজন।

মদের দোকানের মালিক খানিক বাদে রিসিভার সমেত টেলিফোনখানা এনে রাখল সামনের টেবিলে। কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরি রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন। চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে চাপাগলায় ওপাশের লোকটিকে বললেন। 'ঠিক আছে অজস্র ধন্যবাদ।' বিয়ারের দাম আগেই দেয়াছিল। রিসিভার নামিয়ে কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরি কাফের বাইরে বেরিয়ে এলেন। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজের ভাঁজ দু'বার খুললেন, আবার বন্ধ করলেন। উল্টোদিকের একটি দোতলা বাড়ির একটি ফ্ল্যাট। তার একটি ঘরের খোলা জানালায় বসে এক যুবতী তাকিয়েছিল তাঁর দিকে, ঘরের ভেতরে বেশ কিছু লোক বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এবারে যুবতী জানালার দিকে পেছন ফিরে বসল, তাদের লক্ষ করে বলল 'দু'নম্বর রুট।' ঘরের ভেতরে যারা বসে আছে তাদের মধ্যে পাঁচজন সদ্যযুবক, সবে গোঁফ গজালেও এখনও তারা পুরোপুরি 'খুনি' হয়ে উঠতে পারেনি। এতক্ষণ বসে বসে তারা নিস্ফল আক্রোশে শুধু হাত মোচড়াচ্ছিল। মেয়েটির মুখের ঐ সংকেতবাক্য কানে যেতে শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রচণ্ড উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল। উপস্থিত বাকি সাতজন এদের চাইতে বয়সে বড়। তারা ঐ পাঁচটি সদ্য যুবকের চেয়ে বয়সে বড়, তাই সংকেতবাক্য কানে যাওয়া সত্ত্বেও কোনও উত্তেজনা প্রকাশ না করে যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে বসে রইল। গুপ্ত সমিতির নেতাদের মধ্যে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরির পরেই লেফটেন্যান্ট আঁখে বুগর্ণে দ্য লা তসনে, তিনিও আছেন ঐ সাতজনের মধ্যে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী এই সামরিক অফিসারটি বিবাহিত, দুটি ছেলেমেয়ের বাবা। এই ক'জন ছাড়া আরও একজন আছে সেই ঘরে। উনচল্লিশ বছর বয়সী ওয়াতেঁ নামে এই লোকটি একসময় আলজিরিয়ায় কৃষি এঞ্জিনিয়ারের পেশায় ছিল। গত দু'বছরের মধ্যে সে হয়ে উঠেছে ও এ এস গুপ্ত সমিতির এক সাংঘাতিক খুনে বন্দুকবাজ। অল্প খুঁড়িয়ে চলাফেরা করে বলে সমিতির সবাই তাকে ল্যাংড়া নামে উল্লেখ করে। যুবতীর মুখে সংকেতবাক্য শোনার খানিক বাদে ঐ বারোজন লোক ঐ বাড়ির ভেতরের দিকের একটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে পেছনের এক গলিতে চলে এল, সেখানে ছ'টা গাড়ি দাঁড় করানো এগুলো সবই চুরি করে আনা। তখন সময় কাঁটায় কাঁটায় সাতটা পঞ্চান্ন।

লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরি নিজে বৈমানিক। বৈমানিকের চোখেই রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করার পরিকল্পনার খুঁটিনাটি দিনের পর দিন তিনি নিজে হিসেব কষে দেখেছেন। হত্যাকাণ্ডের জন্য যে জায়গাটা

তিনি বেছে নিয়েছেন সেটা অ্যাভিনিউ দ্য লা লিবারেশিয়োঁ, এই সোজা পথটা এখান থেকে গিয়ে মিশেছে পেতি-ক্ল্যামারের চৌমাথায়। গুপ্ত সমিতির বাছা বাছা বন্দুকবাজেরা চৌমাথার প্রায় দুশো গজ দূরে একটা এস্তাফেত ভ্যানের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতির গাড়ির দিকে একসঙ্গে রাইফেল ছুঁড়বে এটাই ভেবে রেখেছিলেন তিনি। তাঁর পরিকল্পনা ঠিক হলে রাষ্ট্রপতির গাড়িটা রাইফেলের পাল্লার মধ্যে এসে পড়লে কম করে দেড়শো গরম শিসের বুলেট ঢুকবে তার ভেতরে। রাষ্ট্রপতি একা নয়। তাঁর পেছনের গাড়ির ভেতরে যারা থাকবে তারাও হবে বন্দুকবাজদের শিকার। দুটো গাড়ির আরোহীদের সবাইকে খতম করে বন্দুকবাজেরা দৌড়ে ঢুকে পড়বে পাশের গলিতে, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটে গাড়িতে চেপে তারা পালিয়ে যাবে।

লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরি স্থির করেছেন গুলি ছোঁড়ার প্রথম সংকেত তিনিই দেবেন। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ নেড়ে তিনি সংকেত দেবেন, সেই সংকেত এস্তাফেত ভ্যানের পাশে দাঁড়ানো বন্দুকবাজদের দলনেতা বিমানবাহিনীর সার্জেন্ট বার্নিয়েরের চোখে ধরা পড়বে, তাঁর ইশারায় বন্দুকবাজেরা রাষ্ট্রপতির গাড়ির দিকে রাইফেল তাক করবে। গাড়ি চালিয়ে রাষ্ট্রপতির রক্ষিদের এই ফাঁকে ব্যস্ত রাখবেন লেফটেন্যান্ট বুগর্নে দ্য লা তসনে, তাঁর পাশে সাবমেশিনগান নিয়ে তৈরি থাকবে ল্যাংড়া জর্জ ওয়াতেঁ।

নির্দিষ্ট সময়ে শহরের ট্রাফিকের ভিড় কাটিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্যগলের কনভয় ফাঁকা এলাকায় যখন এসে পৌছোল তখন কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যে আটটা সতেরো। পেছনের আসন থেকে খস্‌খস্ আওয়াজ ভেসে আসছে। চালক ফ্রাঁসি ম্যারু জানে পেছনের আসনে বসে বৃদ্ধ রাষ্ট্রপতি ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছেন।

লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরি যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে রাষ্ট্রপতির কনভয়ের দূরত্ব তখনও কম করে মাইলখানেক। এত নিখুঁত পরিকল্পনা সত্ত্বেও বাস্তিয়েঁ তিরি হিসেবে একটা বড় ভুল করে ফেলেছিলেন, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার আগে এ ভুলটা তিনি ধরতে পারেননি। রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করার পরিকল্পনা করতে গিয়ে বাস্তিয়েঁ তিরি সূর্যের উদয়াস্তের লগ বই ঘেঁটে হিসেব করেছিলেন যে ২২শে আগস্ট তারিখে সন্ধ্যে হবে ঠিক আটটা পঁয়ত্রিশে। কাজ সেরে বাড়ির দিকে রওনা হতে রাষ্ট্রপতি যদি ঐদিন দেরি করেন তাহলেও তাঁকে সদলবলে হত্যা করার মত যথেষ্ট সময় হাতে থাকবে, দিনের আলো থাকতে থাকতেই কাজ হাসিল করা যাবে। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরির দুর্ভাগ্য সূর্যের উদয়াস্তের যে লগবই বা পঞ্জিকা তিনি দেখেছিলেন তা ছিল একবছর আগের অর্থাৎ ১৯৬১ সালের, ঐদিন আটটা পঁয়ত্রিশেই সন্ধ্যে হয়েছিল। কিন্তু তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬২ সালের ২২শে আগস্ট তারিখে সন্ধ্যে হয়েছিল আরও আগে, আটটা বেজে দশ মিনিটে। হিসেবের এই গরমিল নজরে পড়ার পরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বাস্তিয়েঁ তিরির মাথা খারাপ হতে বসেছিল। ঐ পঁচিশ মিনিটের হিসেব ঠিক থাকলে ফ্রান্স সমেত ইওরোপের ইতিহাস আজ গোটা দুনিয়ার চেহারাটাই বদলে দিত এটুকু আঁচ করে জেলের ভেতরে তাঁর আত্মহত্যা করার সাধ জেগেছিল।

সে যাকগে। সন্ধ্যে আটটা আঠারোয় বাতিস্তেঁ তিরি দেখলেন রাষ্ট্রপতির কনভয় ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে তাঁর দিকে, কোনও দিকে না তাকিয়ে হাতের কাগজ নেড়ে তিনি চরম সংকেত পাঠালেন। প্রায় একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে সার্জেন্ট বার্ণিয়ে সংকেত চোখে পড়তে না পড়তে রাষ্ট্রপতির কনভয় তাঁর কাছে পৌছে গেল, নববুই ডিগ্রি কোটে দাঁড়িয়ে তিনি চাপাগলায় সহগামীদের গুলি ছোঁড়ার হুকুম দিলেন। হুকুম পেয়েই বন্দুকবাজের দল যে যার রাইফেলের ট্রিগারে চাপ দিল। ঘন্টায় সত্তর মাইল বেগে ফ্রাঁসি ম্যারু গাড়ি চালানো সত্ত্বেও একসঙ্গে অনেকগুলো বুলেট পেছন থেকে লাগল গাড়িটার গায়ে, পেছনের কাচ ফেটে রাষ্ট্রপতির বিশাল নাকের প্রায় গা ঘেঁষে একটা বুলেট বেরিয়ে গেল, চালকের পাশ থেকে রাষ্ট্রপতির জামাই কর্ণেল দ্য বসিয় 'মাথা নিচু করুন! শুয়ে পড়ুন!' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাদাম দ্যগল ঘাড় হেঁট করে স্বামীর কোলে মাথা গুঁজলেন। 'হতভাগাগুলো ফের উৎপাত শুরু করেছে?' বলে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের ভাঙ্গা কাচ দিয়ে তাকালেন বাইরের দিকে।

গুলি লেগে রাষ্ট্রপতির গাড়ির দুটো চাকা জখম হয়েছে। চাকার চাপ আচমকা কমে যাবার দরুন গাড়িটা অল্প কাত হয়ে খানিকটা সামনের দিকে হড়কে গেল। থরথর করে কাঁপছে স্টিয়ারিং হুইল, কিন্তু পুলিশের

গাড়ির অভিজ্ঞ চালক ফ্রান্সি ম্যারু এতটুকু ভয় পেল না, অ্যাক্সিলারেটর থেকে সে পা তুলে নিল, তারপরে গাড়ি যেদিকে হড়কেছে সেদিকেই স্টিয়ারিং হুইল অল্প ঘুরিয়ে দিল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রাষ্ট্রপতির গাড়ি আবার তার ক্ষমতা ফিরে পেল—আভিনিউ দ্য বোয়া যে মোড় থেকে বেরিয়েছে রাষ্ট্রপতির সিত্রোঁ ছুটে চলল সেদিকে। আশ্চর্যের ব্যাপার, রাষ্ট্রপতির গাড়ির পেছন পেছন রক্ষিদের যে গাড়িটা ছুটে আসছে বন্দুকবাজদের একটি বুলেটও তার গায়ে লাগেনি।

অ্যাভিনিউ দ্য বোয়াতে পরিকল্পনা অনুযায়ী গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন লেফটেন্যান্ট বুগর্ণে দ্য লা তসনে, তাঁর গাড়ির এঞ্জিন চালু আছে। ল্যাংড়া ওয়াতেঁ সাব মেশিনগান নিয়ে তৈরি আছে গাড়ির ভেতরে। হঠাৎ রাষ্ট্রপতির গাড়িটাকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসতে দেখে চমকে গেলেন লেফটেন্যান্ট তসনে; হিসেব করে দেখলেন বাধা দেবার জন্য ঐ গাড়ির সামনে গিয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই, রাষ্ট্রপতির গাড়ির চালক ম্যারু গাড়িসমেত তাঁকে চাকার নিচে পিষে ফেলবে। ঘাবড়ে গিয়ে লেফটেন্যান্ট তসনে বড় রাস্তায় নামলেন আর তখনই তাঁর চোখে পড়ল পাশ দিয়ে যে গাড়িটা ছুটে যাচ্ছে সেটা রাষ্ট্রপতির নয়; তসনে জানেন ও গাড়িটা রাষ্ট্রপতির গাড়ির পেছন পেছন ছুটে যাচ্ছে, গাড়ির ভেতরে আছেন রাষ্ট্রপতির প্রধান দেহরক্ষি দিজুদে আর কমিশনার জাঁ দুক্রে।

তসনে ঘাবড়ে গেলেও ল্যাংড়া ওয়াতেঁ বসে নেই, পাশের খোলা জানালা দিয়ে সামনের সিত্রোঁটা তাক করে সে একনাগাড়ে সাবমেশিনগান ছুঁড়ে যাচ্ছে, গুলির আওয়াজে দু'পাশের ফুটপাত ধরে যারা হাঁটছে সেই শান্ত নারীপুরুষেরা দিশাহারা হয়ে ছুটছে যে যেদিকে পারে। সামনের সিত্রোঁটায় যে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং বসে আছেন তাতে ভুল নেই, পেছনের ভাঙ্গা কাচের ভেতর দিয়ে তাঁর বিশাল নাক আর লম্বাটে মুখের একপাশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে!

'পেছনের গাড়ির উল্লুকদুটো বসে বসে কি করছে!' ক্ষুব্ধ রাষ্ট্রপতি নিজের মনে বলে উঠলেন। 'গুলি ছুঁড়ছো না কেন?' প্রধান দেহরক্ষি দিজুদে পড়লেন মুশকিলে। ভারী সার্ভিস রিভলভারটা অনেকক্ষণ আগেই জ্যাকেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে চলে এসেছে তাঁর হাতের মুঠোয়। কিন্তু দিজুদে দেখলেন পাশে পাশে দুষমণের যে গাড়িটা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে যাচ্ছে তাকে তাক করে ট্রিগার টিপতে গেলে দু'একটা গুলি ঠিক বিঁধে যাবে তাঁর গাড়ির চালকের গায়ে।

'হুঁশিয়ার! আঁরি!' পাশে থেকে কমিশনার জাঁ দুক্রে গাড়িব চালককে লক্ষ করে চেঁচিয়ে বললেন, 'যাই ঘটুক না কেন সামনে রাষ্ট্রপতির গাড়িটাকে যেন কোনমতেই ছেড়োনা, ঠিক ওর পেছন পেছন চলো!' পরিকল্পনা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির গাড়িকে লেফটেন্যান্ট তসনের আর বাধা দে হলনা। মোটরসাইকেল নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পাইলট পিছিয়ে পড়েছিল তারাও এবারে এগিয়ে এসে রাষ্ট্রপতির গাড়ির আগে পজিশন নিল। ও এ এস-এর পরিকল্পনা আরও একবার ব্যর্থ হল, রাষ্ট্রপতির কনভয় চৌমাথা পেরিয়ে ছুটে চলল ভিলা কুবলের দিকে। রাষ্ট্রপতির জীবনহানির প্রচেষ্টার বিবরণ কমিশ্যাব দুক্রে ট্রান্সমিটারে ভিলাকুবলের অফিসারদের জানিয়ে দিলেন। দশ মিনিটের ভেতর রাষ্ট্রপতির কনভয় এসে রাষ্ট্রপতির গাড়িকে ঘিরে দাঁড়ালেন, পেছনের দরজা খুলে মাদাম দ্যগলকে হাত ধরে বের করে আনলেন। ভয়ে মাদাম দ্যগলের মুখ তখন ছাই-এর মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। পাশের দরজা খুলে নেমে এলেন রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্যগল, পোসাকে লেগে থাকা জানালার ভাঙ্গা কাচের কুচিগুলো হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেললেন। খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতির বিশেষ হেলিকপ্টার। 'চলো এবারে ঘরে ফিরতে হবে', বলে স্ত্রীর হাত ধরে সেদিকে এগিয়ে চললেন। বিমানবাহিনীর কিছু অফিসার হেলিকপ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের দিকে একবার তাকালেন জেনারেল দ্যগল, পুলিশের পদস্থ অফিসারেরা তখনও তাঁর শারীরিক কুশল নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছেন। ও এ এস সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে দ্যগল বললেন, 'ওরা সরাসরি গুলি ছুঁড়তে পারেনা।' এটুকু বলেই স্ত্রীর হাত ধরে উঠে পড়লেন হেলিকপ্টারে প্রধান দেহরক্ষি দিজুদেও উঠলেন পেছন পেছন। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপাবে পাখা ঘুরতে লাগল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হেলিকপ্টার মাটি ছেড়ে উঠে পড়ল আকাশে। সপ্তাহের শেষে স্ত্রীকে নিয়ে ছুটি কাটাতে গেলেন বৃদ্ধ রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্যগল।

রাষ্ট্রপতির গাড়ির চালক ফ্রান্সি ম্যারু এখনও স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসে আছে, মাদাম দ্যাগলের মত সে নিজেও খানিক আগের ঘটে যাওয়া ঘটনায় ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। ভয়ে তার মুখও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ও এ এস বন্দুকবাজদের গুলিতে একসঙ্গে দুটো টায়ার জখম হবার ফলে গাড়িটা এখন পুরো অকেজো হয়ে গেছে, রাষ্ট্রপতি ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসার মধ্যে চাকা দুটো সারিয়ে গাড়িটা আবার ঠিকঠাক করে ফেলতে হবে।

'সাবাশ ফ্র্যান্সি' পেছনের গাড়ি থেকে অনেকক্ষণ আগেই নেমেছেন কমিশনার জাঁ দুক্রে, এগিয়ে এসে তিনি এবারে বাহবা জানিয়ে বললেন, 'তোমার মত সাহসী লোক ছিল বলেই রাষ্ট্রপতি এবারেও বেঁচে গেলেন।'

শস্তা বাহবা পেতে রাজি নয় ম্যারু, দায়সারা গোছের ধন্যবাদ জানিয়ে সে গাড়ি থেকে নেমে চাকায় কতটা জখম হয়েছে উবু হয়ে বসে তাই দেখতে লাগল।

* * *

ফরাসি রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্যগলের জীবননাশের প্রচেষ্টার খবর চাপা রইলনা, তিনি সস্ত্রীক ছুটি কাটাতে রওনা হবার পরেপরেই তা ছড়িয়ে পড়ল গোটা দুনিয়ায়। অন্যদিকে, ফরাসি পুলিশ হাত গুটিয়ে রইলনা, হেডকোয়ার্টার সুরেত-এ গোয়েন্দা পুলিশ 'নাশিওনাল' ও 'জাঁদামেরি' এ বিষয়ে শুরু করল ব্যাপক তদন্ত। তবে ও এ এস সন্ত্রাসবাদীদের প্রচেষ্টা এখানেই থেমে রইলনা, কিছুদিন পরে ফরাসি গোয়েন্দা পুলিশ আরও একজন লোককে নিয়ে শুরু করল ব্যাপক অনুসন্ধান। গোয়েন্দা পুলিশের খাতায় 'শেয়াল' ছদ্মনামের আড়ালে এই লোকটি আসলে ছিল এক উন্নত পর্যায়ের ভাড়াটে খুনি, শেয়ালের মতই যে ছিল ভয়ানক ধূর্ত। শেয়ালের মতই হিংস্র ও রক্তলোলুপ এই খুনির ছিল সর্বত্র অবাধ গতিবিধি।

১৯৬২ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে কিছু সূত্র এল গোয়েন্দা পুলিশের হাতে। লিওঁর দক্ষিণে প্যারি থেকে মার্সেই যাবার পথে জাতীয় সড়কে গোয়েন্দা পুলিশ রাস্তা আটকে যাত্রীদের খানাতল্লাশি করছে। সন্দেহের বশে চারজন যাত্রী সমেত একটা গাড়ি থামাল তারা। যাত্রীদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি তিনজনের কাছেই ছিল পরিচয়পত্র। জেরার জবাবে চতুর্থ যাত্রী জানাল তার পরিচয়পত্র হারিয়ে গেছে। এই জবাবে খুশি হতে পারলনা গোয়েন্দারা চতুর্থ যাত্রীটিকে তারা স্থানীয় ভালেঁসের থানায় নিয়ে এল, সেখানে যাচাই-এর জন্য লোকটির আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে পাঠানো হল প্যারিতে। বারোঘন্টা পরে পাঠানো রিপোর্টে জানা গেল আঙ্গুলের ছাপ বাইশ বছর বয়সী এক ছোকরা সৈনিকের। পালিয়ে যাবার জন্য তার নামে পুলিশজারি করা হয়েছে ফৌজি দপ্তর থেকে, পলাতক সেই সৈনিকের নাম পিয়েরদানি মাগাদ। থানায় নিয়ে আসার পরে জেরার জবাবে সন্দেহজনক যাত্রীটি তার নাম বলেছিল পিয়েরদানি মাগাদ। জেরা করার জন্য মাগাদকে নিয়ে আসা হল গোয়েন্দা পুলিশের আঞ্চলিক দপ্তরে, সেখানে জেরার জবাবে গোয়েন্দারা যা জানতে চাইছে এমনই অনেক খবর বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—রাষ্ট্রপতিকে হত্যার প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি লোকের নাম। সেইসঙ্গে অস্ত্র আমদানি করতে মদত দিয়েছে যারা তাদেরও সবার নাম উদ্ধার হল তার বিবৃতি থেকে। মাগাদের সেই বিবৃতির ভিত্তিতে একজন বাদে বাকি সবাইকে পুলিশ কদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার করল। ধরা পড়লনা শুধু একজন সে হল জর্জ ওয়াতেঁ ও এস এস এর সদস্যরা যাকে ডাকেন ল্যাংড়া নামে। মাগাদ নামে এই পলাতক সৈনিকের দেয়া বিবৃতির ভিত্তিতে যারা ধরা পড়ল তাদের মধ্যে ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরি, লেফটেন্যান্ট বুগর্ণে দ্য লা তসনে, সার্জেন্ট বার্ণিয়ে এবং সামরিক বাহিনীর আরও অনেক অফিসার ও এন সি ও। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারিতে এইসব অপরাধীদের বিচার শুরু হল। পাশাপাশি ও এ এস গুপ্ত সমিতির হাঁড়ির খবর জানতে কমবয়সী গোয়েন্দারা অনেকেই ওপরওয়ালার নির্দেশে গিয়ে নাম লেখালো ঐ সমিতিতে। সন্ত্রাসবাদী ঐ সংগঠনের যেসব গুরুত্বপূর্ণ খবর পুলিশের গোয়েন্দারা জোগাড় করতে পারতেন না এর ফলে সেসব খবর খুব সহজেই গোপনে জমা পড়তে লাগল তাঁদের দপ্তরে। গোপন খবর পাচার করার পাশাপাশি বাছা বাছা ও এ এস নেতাদের গোপনে সবার চোখের আড়ালে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার কাজও এইসব গোয়েন্দারা সুচারুভাবে সমাধা করত। গোপন খবরের খোঁজে দলে নাম লেখানো এইসব গোয়েন্দাদের অনেকেরই পরিচয় ও এস এস সদস্যরা জেনে ফেলল, তাদের অনেকেই নিষ্ঠুরভাবে

খুন হল ও এস এস সদস্যদের হাতে, ও এস এস সদস্যরা এদের হত্যা করে নাক কান কেটে নিল। তারপরে সেই বিকৃত মৃতদেহগুলো ঝুলিয়ে দিল কোনও বাড়ির বারান্দায়, গাছে, নয়ত রাস্তার ধারে কোনও ল্যাম্পপোস্টে।

আদালতে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরি আর তাঁর সহযোগীদের বিচাব যখন চলছে এমনই সময় কর্ণেল আঁতোয়া আর্গো নামে ও এস এস সংগঠনের অন্য এক সদস্যের নাম ছড়িয়ে পড়ল গোটা ফ্রান্সে। প্যারির বিখ্যাত ইকোল পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃতী ছাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জেনারেল দ্যগলের মুক্তিফৌজে লেফটেন্যান্টের পদে যোগ দিয়ে নাৎসীদের সঙ্গে লড়াই করে দেশকে বাঁচিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ফরাসি রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্যগল তাঁকে এক ক্যাভালরি রেজিমেন্টের অধিনায়কের দায়িত্ব দিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠিয়েছিলেন আলজিরিয়ায়। বেঁটে গাট্টাগোট্টা চেহারার কর্ণেল আর্গো নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ হলেও ছিলেন বুদ্ধিমান, দেশের রাজনীতি কোন চেহারা নিচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন। অল্প সময়ের মধ্যে সামরিক বাহিনীর আরও অনেক পদস্থ অফিসারের মত তিনি নিজেও দলের আচরণে ক্ষুব্ধ হলেন, তাঁকে উৎখাত করার মনোবাসনা নিয়ে যোগ দিলেন ও এস এস সংগঠনে। দ্যগল আর তাঁর অনুগামীদের দেশ থেকে উৎখাত করতে হলে সন্ত্রাসের পাশাপাশি তাঁদের সংগঠনের গঠনশীল ভাবমূর্তি দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরা দরকার এই সহজ সরল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন কর্ণেল আর্গো। ফ্রান্সের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী জর্জ বিদোকে তিনি পাশে পেয়েছিলেন। বিদো ছিলেন ও এস এস এর রাজনৈতিক প্রতিরোধ পরিষদ বা রাজনৈতিক শাখার নেতা। ও এস এস কেন দ্যগল বিরোধী, কেন তারা তাঁকে সরাতে চায় তা ফ্রান্স সমেত গোটা পশ্চিম ইউরোপের সামনে তুলে ধরতে কর্ণেল আর্গো ফ্রান্সের সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনে জর্জ বেদোর পরপর কয়েকটি সাক্ষাৎকার প্রচারের ব্যবস্থা করলেন, পাশাপাশি সন্ত্রাসের পথেও তিনি এগোলেন সিনেমায় থিয়েটারে, বাজারে, ব্যাঙ্কে ও এস এস সন্ত্রাসবাদীরা দলবদ্ধভাবে হানা দিতে শুরু করল। তাদের বোমা আর বুলেটের আঘাতে সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ দলে দলে প্রাণ দিতে লাগল। এরই মধ্যে রাষ্ট্রপতি দ্যগলকে হত্যা করার আরও একটি পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেল। রাষ্ট্রপতির প্রকাশ্যে ভাষণ দেবার কথা ছিল; পুলিশ তদন্ত করে জানল সেখানেই পাশের বাড়ির কর্ণিশ থেকে হত্যাকারী তাঁর পিঠ লক্ষ করে গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরি হয়েছিল। ওদিকে কর্ণেল আর্গোর বুদ্ধিতে ও এস এস যে ক্রমেই ফ্রান্সের মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তা দ্যগলের চোখ এড়ায়নি। কর্ণেল আর্গো ঐসময় ছিলেন জার্মানিতে, দ্যগল জার্মান পুলিশের সাহায্যে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে এলেন ফ্রান্সে। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের বিভিন্ন জেলে কর্ণেল আর্গোকে আটকে রাখলেন দ্যগল। কর্ণেল আর্গোকে বেশ কিছুদিন আটকে রাখতে পারলে ও এস এস-এর মনোবল ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে এটাই ধরে নিয়েছিলেন জেনারেল দ্যগল। কিন্তু কর্ণেল আর্গোকে জেলে আটকে রাখলেও ও এস এস-এর মনোবলকে যে মত অত সহজে ভাঙ্গা যায় না জেনারেল দ্যগল তা যেমন বুঝতে পারেননি তেমনই জানতে পারেননি কর্ণেল আর্গোর অনুপস্থিতিতে তাঁরই অন্যতম সহকারী কর্ণেল মার্ক রদ্যাঁ যে রাষ্ট্রপতি দ্যগলকে হত্যা করার দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন নিজের হাতে। স্বভাবে কর্ণেল মার্ক রদ্যাঁ কর্ণেল আর্গোর ঠিক উল্টো, সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের সামনে পারতপক্ষে তিনি আসেননা একা নিসঙ্গ জীবনযাপনকারী এই লোকটির চলাফেরা যেন ছায়ার মত; দ্যগলের পুলিশ ও গোয়েন্দারা দূরে থাক, ও এস এস-এর ওপরতলার সদস্যরাও তাঁর মুখ দেখার সুযোগ খুব কমই পেয়েছেন। তারা এও জানে কর্ণেল আর্গোর মতই ভয়ানক নিষ্ঠুর ও চতুর এই কর্ণেল রদ্যাঁ।

১১ই মার্চ তারিখে ভিয়েনার এক ছোট হোটেলের কামরায় বসে বেতারে সকালবেলার খবর শুনছেন কর্ণেল মার্ক রদ্যাঁ। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরিকে ফায়ারিং স্কোয়াডে সেদিনই সকালবেলা হত্যা করা হয়েছে ফরাসি চ্যানেল থেকে প্রচারিত এখবর আরও অনেকের মত তিনিও শুনলেন। পুঞ্জীভূত ক্রোধ আর ঘৃণায় একসময় চাপা উত্তেজনা জাগিয়ে তুলল তাঁর মনে, নব, ঘুরিয়ে রেডিও বন্ধ করে তিনি এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালেন ইজিচেয়ার ছেড়ে। খোলা জানালার কাছে এসে সিগারেট ধরালেন কর্ণেল রদ্যাঁ ভেতরের উত্তেজনা চাপতে না পেয়ে জেনারেল দ্যগল-এর উদ্দেশে গালিগালাজ করতে করতে একেরপর এক সিগারেট খেয়ে চললেন।

লম্বা, পাতলা ছিপছিপে গড়নের লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রদ্যাঁর মুখখানা খুব কুশ্রী, দুনিয়ার একরাশ ঘেন্না, চাপা রাগ আর বিতৃষ্ণা বাসা বেঁধেছে সেখানে, খাটো কপালের নিচে কুতকুতে চোখদুটোয় প্রতিহিংসার আগুন সবসময় ধিকধিক জ্বলছে।

কর্ণেল রদ্যাঁর বাবা পেশায় ছিলেন মুচি, পুরুষানুক্রমে তাঁরা রাস্তায় বসে জুতো সেলাই করে এসেছেন, কিন্তু মার্ক রদ্যাঁর ভাগ্য তাঁকে নিয়ে গেল অন্যপথে। শৈশব থেকে উচ্চাশার আগুনের আঁচে ঝলসে যাবার ফলে বাপ ঠাকুর্দার সনাতন পেশা তাঁর গ্রহণ করা হলনা। রাস্তায় বাপের পাশে বসে জুতো সেলাই করা শিখলেও শেষপর্যন্ত তিনি হলেন সেপাই, যৌবনে পা দিয়েই মার্ক নাম লেখালেন ফরাসি ফৌজে। তখন দ্বিতীয় মহাসমর সবে বেধেছে। উচ্চাভিলাষী মার্ক অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ সেপাই থেকে হলেন এন সি ও বা নন কমিশণ্ড অফিসার। ঐতিহাসিক নরম্যাণ্ডির যুদ্ধে পেলেন ওয়ারেন্ট অফিসারের পদ, পরে প্যারির লড়াই-এ অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে হলেন কমিশণ্ড অফিসার। লেখাপড়া না জানা মার্ক রদ্যাঁর কাঁধে উঠল লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদার পেতলের তারা। কিন্তু ১৯৮৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে তিনি পড়লেন মুশকিলে। জুতো সেলাই আর লড়াই ছাড়া অন্য কোনও কাজ তিনি শেখেননি। মার্ক দেখলেন একসময় প্যারির মুক্তিসংগ্রামে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে যে অসামরিক বিপ্লবীরা নাৎসী ফৌজের সঙ্গে লড়াই করেছিল, আজ তারাই হয়ে উঠেছে দেশের সর্বেসর্বা, তাঁর মত লড়াকু ফৌজি কমরেডদের কথা ভুলে গিয়ে তারা শুধু সাম্যবাদের বুলি আওড়াচ্ছে। মার্ক এও দেখলেন নতুন প্রজন্মের যেসব ছেলে ফৌজে ঢুকছে তারা সবাই ধনী বাপের সন্তান, লড়াই শেখার কোনও আগ্রহ তাদের নেই। নানারকম প্রভাব খাটিয়ে উঁচু পদে উঠে বেশকিছু বানিয়ে নেয়া, এটাই তাদের একমাত্র লক্ষ। এমনই সব অফিসার মাথার ওপরে চেপে বসায় মার্ক রদ্যাঁর জীবন হয়ে উঠল দুর্বিসহ। মেজর মার্ক রদ্যাঁ ভেবে দেখলেন ফৌজে থাকতে হলে তাঁকে প্যারি ছেড়ে দূরের কোনও না কোনও ফরাসি উপনিবেশে চলে যেতেই হবে, উপনিবেশের ফরাসি সেনাবাহিনীতে যেসব অফিসার এখনও আছেন তাঁরাও তাঁরই মত পোড়খাওয়া অভিজ্ঞ মানুষ নতুন প্রজন্মের কোনও কমবয়সী অফিসার তাঁদের মধ্যে নেই। মেজর রদ্যাঁ বদলি নিয়ে চলে এলেন ফরাসি ইন্দোচীনে। এখানকার লড়াই শেষ হতে হতে তিনি প্রোমোশন পেলেন লেফটেন্যান্ট কর্ণেলের পদে, তারপরে তাঁকে পাঠানো হল আলজিরিয়ায়।

ইন্দোচীনে লড়াই চলার সময়ে ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকেও লক্ষ রাখছিলেন কর্ণেল মার্ক রদ্যাঁ, ইন্দোচীন থেকে ফ্রান্সের সরে আসার ঘটনা মারাত্মক প্রভাব ফেলল তাঁর মনে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আর তাঁদের বন্ধু সাম্যবাদীরা হাতে হাত মিলিয়ে ফ্রান্সের চরম ক্ষতি করে চলেছেন, অন্যান্য আরও অনেক ফৌজি অফিসারের মত কর্ণেল মার্ক রদ্যাঁর মনেও এই ধারণা দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেল, তাঁদের অনেকেই চাইলেন এবারে ফরাসি সামরিক বাহিনীর কোনও বড় নেতৃস্থানীয় পদস্থ অফিসার এসে দেশের হাল ধরুক। সাপ, বিষাক্ত বিছে আর পোকামাকড়ে ভর্তি ইন্দোচীনের জঙ্গলে প্রচণ্ড লড়াই করার পরেও ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ দেশের সৈনিকদের কথা মনে রাখেনি, বরং সুযোগ পেলেই তারা তাদের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করছে এটা নিজের কানে শুনেছেন কর্ণেল রদ্যাঁ আব তাই তথাকথিত শহুরে রাজনীতির ওপরে তাঁর ক্ষোভ গেল বেড়ে। আলজিরিয়ায় বদলি হবার পরে তিনি দেখলেন ফরাসিদের হাত থেকে আলজিরিয়াকে মুক্ত করতে আলজিরিয়ার জাতীয়তাবাদীরা প্রাণ দিচ্ছে দলে দলে। ফরাসি ফৌজের সন্ত্রাসের সঙ্গে তাল রেখে বাড়ছে বিপ্লবীদলের কার্যকলাপ-বিপ্লবের আগুন। গ্রাম থেকে শহরে ক্রমে দেশের সর্ব ছড়িয়ে পড়ছে। শহরে এফ এল এন জাতীয়তাবাদীরা লড়াই না করে শুধু সন্ত্রাস চালাচ্ছে। যখন তখন যেখানে সেখানে বোমা ছুঁড়ে নাগরিক জীবন সন্ত্রস্ত করে তুলছে তারা। বিপ্লবীদের এই সন্ত্রাস নিষ্ঠুর হাতে দমন করতে লাগলেন কর্ণেল মার্ক রদ্যাঁ, আর তার দলে তাঁর নাম হয়ে গেল 'ফৌজি কসাই'।

১৯৫৮ সাল জেনারেল দ্যগল ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হলেন। রাজনীতিটা

ভালই বুঝতেন দ্যগল কূটনৈতিক চাল দিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। গোড়ায় আলজিরিয়া ফ্রান্সেরই থাকবে বললেও শেষপর্যন্ত সেই নীতি থেকে সরে এলেন দ্যগল। রাষ্ট্রপতির পদ পাবার পরেই আলজিরিয়াকে ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে তিনি মুক্তি দিলেন। চল্লিশের দশকের গোড়ায় নাৎসীবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই-এর যে তরুণ সমরনায়ক ছিলেন স্বপ্নের নায়ক, যুদ্ধ শেষ হবার অনেক পরে যাটের দশকের গোড়ায় সেই জেনারেল দ্যগলই কর্ণেল মার্ক রদ্যাঁ আর তাঁর মত আরও অনেক ফরাসি সেনা অফিসারের কাছে হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ শয়তান। কর্ণেল রদ্যাঁর মত আরও অনেক ফৌজি অফিসারের প্রচুর বিষয়সম্পত্তি এমনকি জমিদারি ছিল আলজিরিয়ায়। ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার ফলে সেসবই তাঁদের হারাতে হল। আনুগত্যের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দ্যগল এভাবে পেছন থেকে পিঠে ছুরি মারবেন তা স্বপ্নেও ভাবেনিনি তাঁরা। জমিদারি হল বাজেয়াপ্ত, যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি জলের দরে বেচে ফৌজি কম্যাণ্ডারেরা একজোট হয়ে গড়ে তুললেন ও এ এস নামে এক গুপ্তসংঘ যাদের একমাত্র লক্ষ হল জেনারেল দ্যগলকে হত্যা করা। ও এ এস-এর প্রধানের পদ পেলেন কর্ণেল আঁতোয়া আর্গো, তাঁর সুযোগ্য সহকারী হয়ে এলেন কর্ণেল মার্ক রদ্যাঁ। জেনারেল দ্যগল কর্ণেল আর্গোকে জেলে পাঠানোর পরে কর্ণেল রদ্যাঁই তাঁর জায়গায় বসলেন কর্ণেল আঁতোয়া। আর্গো যতটা প্রতিভাবান ছিলেন সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষমতা ততটাই ছিল কর্ণেল মার্ক রদ্যাঁর।

১৯৬৩ সালের ১১ই মাচ তারিখে বেতারে সকালবেলার খবরে ফায়ারিং স্কোয়াডে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার খবর শোনার পরে ঠাণ্ডা মাথায় গোটা পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করতে বসলেন মার্ক রদ্যাঁ, কিভাবে রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্যগলকে হত্যা করা যায় তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন। রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করার লোক হয়ত পাওয়া যাবে। কিন্তু কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পরে ও এস এস নেতারা তাঁকে হত্যা করতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন জেনারেল দ্যগল তা জানেন। আর তাই নিজের সিকিউরিটি বা নিরাপত্তা তিনি আগের চাইতে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। সিকিউরিটির সেই বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে সবার নজর এড়িয়ে রাষ্ট্রপতিকে বন্দুকের নাগালের মধ্যে পাওয়া সহজ হবেনা, আর তেমনই ওস্তাদ ভাড়াটে খুনিও সহজে পাওয়া যাবেনা তাও জানেন কর্ণেল রদ্যাঁ। এদিকে যেসব গোয়েন্দা সদস্য সেজে সংগঠনে নাম লিখিয়েছে তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ যখন তখন হানা দিচ্ছে এ এস এস-এর বিভিন্ন গোপন ডেরায়, বিনা ওয়ারেন্টে বড় বড় নেতাদের অনেককে ধরে নিয়ে গিয়ে গোপনে খতম করে লাশ পুঁতে ফেলছে। দেশের একাধিক ব্যাঙ্কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা ও এস এস সংগঠনের কিছু অ্যাকাউন্টও এর মাঝে পুলিশ সিল করেছে এমন খবর প্যারি থেকে পৌঁছেছে তাঁর কাছে। এভাবে আর কিছুদিন চললে গোটা সংগঠনটাই লোপ পাবে। আর তার আগে তাঁদের ওপরে ফরাসি জনসাধারণের যেটুকু আস্থা আর সহানুভূতি গড়ে উঠেছিল তা এভাবেই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে।

ঘরের এক কোণে খাটে পাতা গদির ওপরে পড়ে আছে তাঁর ব্রিফকেস ফরাসি কারেনসি নোটে ওটা একসময় ফুলে ফেঁপে ছিল ঠিকই, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে বিদেশের এই হোটেলে দুবেলা থাকা খাওয়ার খরচ জোগাতে জোগাতে সেই ব্রিফকেসের ফোলাপেট যথেষ্ট শুকিয়ে এসেছে। ফরাসি পুলিশের চোখ এড়িয়ে আজ কতদিন হল তিনি পড়ে আছেন অস্ট্রিয়ার এক পাহাড়ি শহরের এই অজানা অখ্যাত হোটেলে, বেতারে দেশের খবর শুনে আর রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করার পরিকল্পনার ছক কষে কাটছে তাঁর অবসর। নাঃ এভাবে আর চলবেনা। চলতে পারেনা। শেষ দুটো টান মেরে সিগারেটের পোড়া টুকরোটা ফেলে দিয়ে কর্ণেল রদ্যাঁ যেন আচমকা অনুভব করলেন হাতের টাকাকড়ি সব ফুরিয়ে আসার আগে যে ভাবেই হোক মাথা খাটিয়ে মতলব একটা বের করতেই হবে। এ তাঁর কাছে বাঁচা মরার প্রশ্ন। কর্ণেল আঁতোয়া আর্গো গ্রেপ্তার হবার পরে সংগঠনের বর্তমান প্রধান হিসেবে তাঁর নাম অনেক আগেই সুরেত-এর গোয়েন্দা দপ্তরের রেকর্ডে নথিবদ্ধ হয়েছে এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত। তাঁর খোঁজে নিশ্চয়ই গোটা ইওরোপ চষে ফেলছে তারা। কথাটা মনে হতেই হিমশীতল অনুভূতির এক অজানা স্রোত বয়ে গেল তাঁর শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে। তাহলে তো ফরাসি

পুলিশের গোয়েন্দারা যেকোন মুহূর্তে এখানেও এসে হাজির হতে পারে। এইমুহূর্তে তিনি যেখানে লুকিয়ে আছেন দুর্গম পাহাড়ি এলাকা হলেও তা ইওরোপের বাইরে নয়।

ওস্তাদ ভাড়াটে খুনি হিসেবে ফরাসি পুলিশ তো অনেককেই চেনে। খোলা জানালা দিয়ে দূরের পাহাড় আর বনজঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কথাটা মাথায় এল, তাঁদের সবার নামে মোটা ফাইলও আছে পুলিশের গোয়েন্দাদের দপ্তরে। কিন্তু এমন কাউকে যদি পাওয়া যায় ফরাসি পুলিশ যাকে চেনা দূরে থাক নামও কখনও শোনেনি। তাহলে? যেকোন অসম্ভবকে সম্ভব করার মত সিকিউরিটির সব বাধা পেরোনোর ক্ষমতা যদি সে লোকের সত্যিই থেকে থাকে।

এমন এক লোকের অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা কে জানে, তবু তাকে নিয়েই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ছক মনে মনে তৈরি করে ফেললেন কর্ণেল রদ্যাঁ, সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে কোন দিক থেকে কি ধরনের বাধা আসতে পারে তাও ভেবে দেখলেন। সবশেষে ভেতরে ভেতরে যেন দারুণ আস্বস্ত হলেন, লাঞ্চ না খেয়ে গ্রেটকোট চাপিয়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে বেরিয়ে এলেন বাইরে। ভাবনা চিন্তার ফাঁকে পরপর অনেকগুলো সিগারেট খেয়েছেন। তারই প্রক্রিয়ায় মাথা ঝিমঝিম করছিল, বাইরে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় সেই ভাবটা কেটে গেল। অ্যাডলারস্ট্রাসের ডাকঘরে ঢুকে দক্ষিণ জার্মানি, ইটালি, স্পেন আর অস্ট্রিয়ার কয়েকটা জায়গায় টেলিগ্রাম করলেন, সবাইকে একই কথা লিখলেন বিশেষ কাজে দূরে যাচ্ছেন, তাই কয়েক হপ্তা তাঁকে পাওয়া যাবেনা।

বাইরের একটা রেস্তোরায় সাধারণ পদ দিয়ে লাঞ্চ সারলেন কর্নেল মার্ক রদ্যাঁ। তারপরে বরফ মাড়িয়ে ফিরে এলেন হোটেলে। বিল মিটিয়ে ব্যাগ নিয়ে রওনা হলেন যাকে চাইছেন সেই মানুষের খোঁজে। তেমন অন্তত একজন লোক দুনিয়ার কোথাও নিশ্চয়ই আছে এবিষয়ে নিশ্চিত কর্ণেল রদ্যাঁ।

* * *

একইসময়ে বি ও এসির একটি যাত্রিবাহী কমেট বিমান এসে নামল লণ্ডন বিমানবন্দরে। যাত্রীদের মধ্যে ছিল কর্ণেল রদ্যাঁর মতই লম্বা পাতলা ছিপছিপে গড়নের এক ইংরেজ যুবক, চুলের রং যার লালচে সোনালি। যুবকটি এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের বেইরুট থেকে, আরব দুনিয়ায় টানা ছ'মাস কাটানোর দরুন তার টকটকে লাল মুখে পড়েছে তামাটে ছোপ। কর্ণেল রদ্যাঁ যেমন চাইছেন ঠিক তেমনই ভাবে সবার নজর এড়িয়ে গোপনে একটা কাজ সে হালে সেরে এসেছে মিশরে। কাজের পারিশ্রমিক বাবদ সুইস ব্যাঙ্কে তার গোপন অ্যাকাউন্টে বেশ কিছু টাকা জমা পড়েছে অল্প কিছুদিন আগে। যারা তাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিল তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী দু'জন জার্মান ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষজ্ঞকে সবার নজর এড়িয়ে গুলি ছুঁড়ে সে খুন করেছে, তাদের লাশ দুটো মিশরী পুলিশ পুঁতে রেখেছে মরুভূমির গরম বালুর নিচে। পুরোনো জার্মানির কিছু ধনী নাৎসীর উদ্যোগে ইস্রায়েলকে ধ্বংস করার যে পরিকল্পনার বীজ বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছিল নিউ ইয়র্কের কয়েকজন কোটিপতি ইহুদীর চালে তা অঙ্কুরেই ধ্বংস হল। কাস্টমসের বেড়া অনায়াসে এড়িয়ে ইংরেজ যুবকটি বিমানবন্দরের বাইরে বেরিয়ে এল, ট্যাক্সি চেপে খুশি মনে রওনা হল মেফেয়ারে নিজের ফ্ল্যাটের দিকে।

টানা তিনমাস পাগলের মত তাকে খুঁজে বেড়ালেন কর্ণেল রদ্যাঁ, তিনমাসে তার সম্পর্কে নানারকম তথ্য জোগাড় করলেন। যাবতীয় তথ্য আলাদা তিনটি পুরু ম্যানিলা কাগজের খামে পুরে মুখ আঁটলেন তিনি। মার্চ মাসের মাঝামাঝি নাগাদ ফিরে এলেন অস্ট্রিয়ায়। রাজধানী ভিয়েনার ব্র্যাকনের্যালিতে পেনশন ক্লেইস্ট নামে এক বোর্ডিং-এ এসে উঠলেন। বোর্ডিং-এ উঠেই সংগঠনের ওপর তলার দু'জন বিশ্বস্ত সহকারীকে টেলিগ্রাম করলেন। জরুরি টেলিগ্রাম পেয়ে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাঁরা এসে হাজির হলেন—ইতালির বলজানো থেকে এলেন রেণে মঁক্রেয়ায় আর রোম থেকে এলেন আঁদ্রে কার্সোঁ। ও এস এস সংগঠনের চাঁই হিসেবে ফরাসি পুলিশের দপ্তরে দু'জনের নামেই রেকর্ড আছে তাই দু'জনকেই ভুয়ো পরিচয় আর জাল পাসপোর্ট নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। কর্ণেল রদ্যাঁ নিজেও 'শুলজ' এই জার্মান নাম নিয়ে উঠেছেন পেনশন ক্লেইস্ট বোর্ডিং-এ।

কাঁটায় কাঁটায় সকাল দশটা বেজে তিপ্পান্ন মিনিট, ট্যাক্সি থেকে নেমে একটা ফুলের দোকানের শোকেস-

এর সামনে দাঁড়িয়ে গলার টাই ঠিক করলেন আঁদ্রে কাসোঁ। পেনশন ক্রেইস্ট বোর্ডিং-এ ঢুকতেই রিসেপশন, সেখানে কর্মরত যুবকটিকে নিখুঁত জার্মানে বললেন, 'হের শুলজ-এর সঙ্গে আমার সকাল এগারোটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ওঁর ঘরটা কোনদিকে?'

'হের শুলজ?' যুবকটি খাতায় একপলক চোখ বুলিয়ে বলল, 'আপনি আসবেন উনি জানেন?'

'আলবাৎ জানেন', আঁদ্রে কাসোঁ বললেন, 'বললাম তো ওঁর সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। উনি কত নম্বর ঘরে আছেন তাই বলুন।'

'দোতলায় উঠে চৌষট্টি নম্বর কামরা', সংক্ষেপে বলে অন্য একটি খাতা খুলে বসল যুবক। এগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলেন আঁদ্রে, এদিক ওদিক তাকিয়ে কয়েক পা এগোতে কামরাটা পেয়ে গেলেন। কিন্তু কামরার গায়ে টোকা মারতে যাবেন তার আগেই পেছন থেকে আচমকা লোহার মত মজবুত একটা হাত তাঁর ডান হাতখানা চেপে ধরল। চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে দেখলেন কঠোর চেহারার এক পুরুষের মুখ, না কামানো গালে ঘন সবজে দাড়ি গোঁফ গজানো কঠোর চেহারার এক পুরুষের মুখ, ঘন কালো জোড়ো ভুরুর নিচে সাপের মত একজোড়া হিংস্র চোখ তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। আতঙ্কে আঁদ্রের গা হিম হয়ে এল। তাঁর মনে পড়ে গেল কয়েক মাস আগে ফরাসি গোয়েন্দাদের অনুরোধে জার্মান পুলিশ একটি হোটেল থেকে তাঁদের সংগঠনের নেতা কর্ণেল আঁতোয়া আদ্রেঁকে এভাবেই গ্রেপ্তার করেছিল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে লোকটিকে চিনতে পারলেন আঁদ্রে। ইন্দোচীনে আর ভিয়েতনামে যে বিদেশী ফৌজ লড়তে গিয়েছিল এই লোকটি ছিল তাদের মধ্যে। আঁদ্রের এখনও মনে আছে এ লোকটি জাতে পোল নাম ভিকতর কওয়ালস্কি, পদমর্যাদায় কর্পোর‍্যাল, জঙ্গলের মধ্যে মুখোমুখি হাতাহাতি লড়াই-এ এই কওয়ালস্কি বিশেষজ্ঞ। তার মাথার ওপর দিয়ে তাকাতে সিঁড়ির মাথায় ছোট একটি খুপরি ঘর আঁদ্রের নজরে এল, কর্ণেল রদ্যাঁ যে বিশেষ নিরাপত্তার কথা ভেবেই পুরোনো এই ফৌজি সহযোদ্ধাকে আনিয়েছেন আর সিঁড়ির মাথায় ঐ খুপরি ঘরে বসে সে কর্ণেল রদ্যাঁর কামরার দিকে নজর রাখে এটুকু বুঝতে তাঁর বাকি রইল না।

লোকটি তখনও তাঁর ডান হাতখানা একইভাবে চেপে ধরে আছে। তার কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় বললেন আঁদ্রে, 'কার্পোরাল ভিকতর। আমি আঁদ্রে কাসোঁ, কর্ণেল রদ্যাঁর সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।' কিন্তু তাঁর কথায় লোকটি আদৌ পাত্তা দিলনা, অগত্যা বাঁ হাতেই আঁদ্রে চৌষট্টি নম্বর দরজায় টোকা দিলেন।

'কে?' ভেতর থেকে চেনা গলা ভেসে এল, 'ব্যাপার কি'

'কে একটা লোক এসে হাজির হয়েছে' মেঘ ডাকা আওয়াজে বলে উঠল দৈত্যাকৃতি কওয়ালস্কি। পরমুহূর্তে দরজা খুলে গেল, আঁদ্রে দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কর্ণেল মার্ক রদ্যাঁ।

'ওঃ তুমি, আঁদ্রে!' তাঁকে দেখে রদ্যাঁ বললেন, 'আমি খুব দুঃখিত। দৈত্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছেড়ে দাও, কর্পোর‍্যাল এ আমার চেনা লোক।' সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যের হাতের মুঠো ঢিলে হয়ে এল, পা চালিয়ে কামরার ভেতরে ঢুকলেন আঁদ্রে, দেখলেন কর্ণেল রদ্যাঁ মুখ বাড়িয়ে লোকটিকে কিছু নির্দেশ দিয়ে ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বাইরে সরু সূঁচের মত বৃষ্টি ঝরেই চলেছে একনাগাড়ে। সময়টা জুন মাস হলেও কামরার ভেতরে কনকনে ঠাণ্ডা। গ্যাসের আগুনের আঁচে সেই ঠাণ্ডা অনেকটা কেটে গেছে। করমর্দন সেরে আগুনের সামনে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসলেন দু'জনে।

'ব্যাপার কি, মার্ক।' অবাক চোখে কর্ণেল রদ্যাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আঁদ্রে এতদিন পরে কর্পোর‍্যাল কওয়ালস্কিকে এনে হাজির করেছো কেন? তুমি কি নিজের জন্য ভয় পাচ্ছো?'

'তোমার ধারণা ভুল 'আঁদ্রে', ব্রিফকেস-এর পাশে রাখা একটা ম্যানিলা কাগজের খাম ইশারায় দেখিয়ে বললেন, 'অনেক খেটেখুটে এই ফাইল আমি তৈরি করেছি, পাছে এগুলো বেহাত হয় একথা ভেবেই ওকে নিয়ে এসেছি। আমায় ধরতে যে বা যারা আসুক, কম করে মিনিটখানেক সময় ও আমায় ঠিক দেবে সেই ফাঁকে আমি এটা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে পারব....।

'খুব দামি আর গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে ওতে?' বললেন আঁদ্রে কাসোঁ।

'ঠিক তাই', সায় দিয়ে কর্ণেল রদ্যাঁ বললেন, 'একটু অপেক্ষা করো রেণেকেও আসতে বলেছি। ও এলে তারপরে সব খুলে বলব।'

তাঁর কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়ল। তারপরেই কাতরে উঠে নিখুঁত ফরাসিতে কেউ বলে উঠল। 'হের শুলজ জলদি দরজা খুলুন.....'

'ও এসে গেছে', বলতে বলতে দরজা খুললেন রদ্যাঁ, দেখলেন রেণে মঁক্রেয়ার চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে, তাঁকে চেপে রেখেছে দৈত্যাকৃতি সেই পোলিশ কর্পোর‍্যাল।

'ছেড়ে দাও ভিকতর' রদ্যাঁ বললেন 'এঁর আসার কথা ছিল' ছাড়া পেয়ে রেণে মঁক্রেবার ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দরজা ভাল করে এঁটে দিলেন কর্ণেল রদ্যাঁ। কামরার ভেতরে গ্যাসের আগুনের খুব কাছে মুখোমুখি দুটো আরাম চেয়ারে বসেছেন রদ্যাঁ আর কাসোঁ, মঁক্রেয়ার এসে বসলেন রদ্যাঁর বিছানায়। এবারে আলমারি খুলে ফরাসি ব্র্যাণ্ডি বের করলেন রদ্যাঁ, অতিথিদের তাই দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। পুরোনো ব্র্যাণ্ডি পেটে যেতে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন কাসোঁ আর মঁক্রেয়ার। মঁক্রেয়ার নিজেও ফৌজি অফিসার হলেও মঁক্রেয়ারের চাকরি জীবনের বেশির ভাগই কেটেছে ফৌজি পে অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টসের দপ্তরে। হিসাব রক্ষকের কাজে অভিজ্ঞ তাই ও এ এস সংগঠনে তিনিই পেয়েছেন কোষাধ্যক্ষের পদ।

অন্যদিকে, আঁদ্রে কাসোঁ হলেন অসামরিক ব্যক্তি, একসময় আলজিরিয়ায় তিনি ছিলেন এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। আলজিরিয়া সম্পর্কে দ্যগলের নীতি দারুণ নাড়া দিয়েছিল তাঁকে। ফরাসি শাসন থেকে মুক্ত হবার পরে ফরাসি কৃষক, ফরাসি দোকানদার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি ছেড়ে পথের ভিখিরির মত আলজিরিয়া ছেড়ে পালাচ্ছে প্রাণের দায়ে এ দৃশ্য নিজের চোখে দেখেছেন তিনি। এরপরেই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বেছে নিলেন কাসোঁ, ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের পদে চাকরির মেয়াদ যখন শেষ হয়েছে সেইসময় কিছু ও এস এস সদস্যকে ব্যাঙ্কে হানা দিয়ে তিন কোটি ফ্রাঁ লুঠ করতে তিনি মদত জোগালেন, পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন, বউ ছেলেমেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে পুরো সময়ের সদস্য হিসেবে যোগ দিলেন ও এস এস সংগঠনে।

'এসো খোলাখুলি ভাবে কথা বলি' কর্ণেল রদ্যাঁ বলতে শুরু করলেন। 'অনেক চেষ্টা করেও জেনারেল দ্যগলকে আমরা সরাতে পারিনি। উল্টে আমাদের সংগঠনের প্রচুর সদস্য হয় পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে নয়ত লম্বা মেয়াদে জেল খাটছে। কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরির প্রাণদণ্ডের ঘটনা এটাই প্রমাণ করছে যে ও এস এসকে রুখতে দ্যগলের প্রশাসন কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে। কর্ণেল আঁতোয়া আর্গোকে যেভাবে ফরাসি পুলিশ জার্মানি থেকে গ্রেপ্তার করল তাদের মরিয়া হয়ে ওঠায় ভাবটা তাতে আরও প্রকট হয়েছে। ফরাসি পুলিশের প্রচুর গোয়েন্দা আমাদের সংগঠনে ঢুকে পড়েছে তা তোমরা জানো, এদের খুঁজে বের করার মত সময় এইমুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। দ্যগলকে হত্যা করতে পারে এমন বহু বন্দুকবাজ আমাদের সংগঠনে আছে, কিন্তু এই জাতীয় পরিকল্পনাগুলো যেকোনও মুহূর্তে পুলিশের কাছে ফাঁস হয়ে যাবার মস্ত ঝুঁকি আছে তাও তোমাদের অজানা নয়।

মক্রেয়ার আর কাসোঁ কিছু না বলে তাকিয়ে আছেন রদ্যাঁর মুখের দিকে। তাঁর প্রতিটি শব্দের অর্থ ভেঙ্গেচুরে বুঝতে চাইছেন তাঁরা।

'.....সংগঠন চালাতে গেলে প্রচুর টাকা দরকার।' রদ্যাঁ আবার খেই ধরলেন, 'কিন্তু শুধু ব্যাঙ্ক আর সরকারি মেলভ্যান লুঠ করলেই তো সে টাকার প্রয়োজন মিটবেনা। অন্যদিকে সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ছে দেখে দ্যগল বিরোধী যেসব [illegible] ব্যবসায়ী আর শিল্পপতি ছিলেন, তাঁরাও এখন টাকাকড়ি জোগাতে কিন্তু কিন্তু করতে [illegible] করেছেন। অতএব [illegible]গলকে যত শীগগির সম্ভব খতম করতে না পারলে আমরা আর টিকতে [illegible] না এটাই হল সাফ [illegible]।'

'তাহলে' [illegible] মুখ খুললেন [illegible]য়ার, 'আপনি কি করতে চান কোন পথে এগোবেন বলে ঠিক করেছেন?'
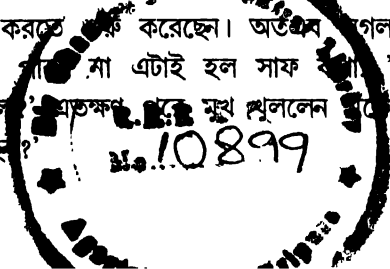
'আমি অনেক ভেবে শেষপর্যন্ত এটাই বুঝেছি যে দ্যগলকে খতম করতে হলে আমাদের বাইরের কারও সাহায্য নিতে হবে। এককথায় সে হবে এমন লোক যার নাম ফরাসি পুলিশের গোয়েন্দারা এখনও শোনেনি। তার সম্পর্কে কোনও রেকর্ড এখনও তৈরি হয়নি। তবে এটাও ঠিক যে এমন কাউকে পাবার বিনিময়ে আমাদের প্রচুর টাকা খরচ করতে হবে।'

'পরিকল্পনাটি খুবই ভাল।' কাসোঁ আর মঁক্লেয়ার একসঙ্গে বললেন, 'কিন্তু তেমন কাউকে পাচ্ছেন কোথায় কর্ণেল?'

'বলছি' একটু থেমে দম নিলেন কর্ণেল রদ্যাঁ। একঢোক ব্র্যাণ্ডি গলায় ঢেলে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'মার্চের গোড়ায় কর্ণেল বাস্তিয়েঁ তিরিকে যেদিন ওরা ফায়ারিং স্কোয়াডে খুন করল সেদিনই আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম। পুরো তিন মাস গোটা ইওরোপ খুঁজে মোট তিনটে নাম পেয়েছি। আমার মতে এরা তিনজনেই যোগ্য, তবে যোগ্যতা অনুযায়ী এদের প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্থান দিয়েছি। একটা করেই কপি। পড়ে নিন।' বলে খাম খুলে দুই তাড়া টাইপ করা কাগজ বের করে এগিয়ে দিলেন তাঁদের দিকে।

'এ আর এমন কি করেছেন।' ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে কাগজগুলো রদ্যাঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন রেণে মঁক্লেয়ার। 'আমাদের সংগঠনেও ওস্তাদ পিস্তলবাজ কম করে জনা পঞ্চাশেক এখনও খুঁজলে পাওয়া যাবে....।

'পুরোটা না পড়ে ওসব বলবেন না রেণে', তাঁকে বাধা দিয়ে কাসোঁ নিজের হাতে ধরা কাগজগুলো খুটিয়ে উল্টেপাল্টে পড়লেন। শেষ কাগজটিতে টাইপ করা কিছু বিবরণের দিকে মঁক্লেয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সেই বিবরণ পড়ে মঁক্লেয়ার আর কিছু বললেন না, তবে বিবরণ পড়ে অবাক হয়েছেন তাঁর চোখমুখ দেখেই তা আঁচ করলেন কর্ণেল রদ্যাঁ।

'আমি যে লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি সংখ্যায় তারা খুবই কম', গম্ভীর গলায় বললেন রদ্যাঁ, 'তবে ওখানে যে ক'জনের নাম আছে জেনে রাখুন কোনও দেশের পুলিশ এখনও তাদের খোঁজ পায়নি। যাক, যে তিনজনের নাম লেখা আছে প্রথম দ্বিতীয় আর তৃতীয় জনকে আমরা জার্মান আফ্রিকান আর ইংরেজ বলে উল্লেখ করব। বলুন, আঁদ্রে, ফাইল পড়ে আপনার কি মনে হচ্ছে?'

'বেশ', কর্ণেল রদ্যাঁ মঁক্লেয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলুন রেণে', আপনার কি মত?'

'আমিও একই কথা বলব', কাসোঁর মতে সায় দিয়ে মঁক্লেয়ার বললেন, 'দ্বিতীয় বলে যাকে উল্লেখ করেছেন সেই জার্মানটির বয়স অনেক। এমন একটা বড় কাজ ওর পোষাবে বলে আমার মনে হয় না। তাছাড়া ও এমন কি-ইবা করেছে? হিটলারের আমলের যেসব কট্টর নাৎসী এখনও বেঁচে আছে তাদের অনেকে ইস্রায়েলের কয়েকজন এজেন্টকে খতম করেছে, তার বেশি কিছু নয়। আর তৃতীয় অর্থাৎ আফ্রিকানটা? আমার মতে প্যাট্রিস লুমুম্বাকে ও হয়ত খতম করেছে, তাই বলে জেনারেল দ্যগলকেও ও টার্গেট করতে পারবে এটা আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই। প্রথম জায়গায়, যাকে বসিয়েছেন সেই ইংরেজ ছেলেটির আরও একটা যোগ্যতা আছে—ও আমাদের মতই গরগর করে ফরাসি বলতে পারে।'

'আমার নিজেরও তাই মত', মাথা নেড়ে বললেন কর্ণেল রদ্যাঁ, 'এই ইংরেজ ছেলেটিই আমাদের কাজের পক্ষে একমাত্র উপযুক্ত লোক কিন্তু একটাই ভাবনার ব্যাপার। ও প্রচুর দর হাঁকবে। তা এবারে বলুন রেণে, এই মুহূর্তে আমাদের তহবিলের অবস্থা কেমন?'

'খুব ভাল যে নয় তা আপনি নিজেও তো জানেন, কর্ণেল' বললেন মঁক্লেয়ার, 'তবে খরচও আগের চেয়ে ঢের কমেছে। আমাদের কি এন আর-এর ওস্তাদ নাইটেরা এখন সবাই সস্তার হোটেলে উঠবে। রেডিও, টিভিতে সাক্ষাৎকারও এখন ওঁরা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, কর্ণেল সংগঠনের আয় সাংঘাতিক কমে এসেছে। এক্ষুণি মোটা কিছু টাকা হাতে না এলে সংগঠন চালানো সত্যিই মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।'

'বুঝতে পেরেছি', ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন কর্ণেল রদ্যাঁ 'যেভাবে হোক টাকা তুলতেই হবে। অথচ এই কাজে ইংরেজ ছেলেটি কত চাইবে না জেনে কিভাবেই বা ছেলেরা অ্যাকশনে নামবে?'

'তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে ওর সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করে কথাবার্তা বলতে হবে।' কাসোঁ বললেন,

'জেনে নিতে হবে কাজটা করতে ওর কত টাকা দরকার।'

'তাহলে এবারে যা বলি মন দিয়ে শুনুন', গম্ভীর গলায় বললেন কর্ণেল রদ্যাঁ, 'আমাদের পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবার পক্ষে ঐ ইংরেজটিই উপযুক্ত লোক এবিষয়ে আমরা তিনজনই একমত হতে পেরেছি। এখন ঠিক বেলা একটা, লণ্ডনে আমার যে লোক আছে এখনই টেলিফোনে তার সঙ্গে কথা বলছি, যে ইংরেজটির সম্পর্কে আমরা আগ্রহী তার সঙ্গে যত শীগগির সম্ভব যোগাযোগ করে এখানে পাঠিয়ে দেবার কথা বলে দিচ্ছি। আজ সন্ধ্যেবেলা লণ্ডন থেকে প্লেনে চাপলে রাতের মধ্যেই ভিয়েনায় পৌঁছোতে পারবে, রাতে ডিনারের পরেই সে দেখা করতে পারে আমাদের সঙ্গে। এসব ভেবেই এই বোর্ডিংয়ে তোমাদের জন্য দুটো কামরা আমি আগে থেকে বুক করেছি। পাশাপাশি ঘর, যাতে কর্পোর‍্যাল কওয়ালস্কি কাছ থেকে আমাদের তিনজনের ওপরে নজর রাখতে পারে।' বলে আর্মচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কর্ণেল রদ্যাঁ। কর্পোর‍্যাল কওয়ালস্কিকে ডেকে পঁয়ষট্টি আর ছেষট্টি নম্বর কামরার চাবি আনতে বললেন। কওয়ালস্কি বেরিয়ে যেতে রদ্যাঁ বললেন, 'আমায় তাহলে এবারে বেরোতে হচ্ছে। এখানকার বড় ডাকঘর থেকে লণ্ডনে টেলিফোন করতে হবে। কর্পোর‍্যাল কওয়ালস্কিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা দু'জন আর বাইরে কোথাও বেরিওনা। চৌষট্টি নম্বর ঘরের ভেতর থেকে দরজা এঁটে বসে থেকো। আমি ফিরে এসে দরজায় টোকা দেব—তিনবার টোকা, বিরতি তারপরে ফের দু'বার। মোট পাঁচবার টোকা দিলে বুঝবে আমি ফিরে এসেছি।'

'এতো আমাদের পুরোনো সংকেত। কর্ণেল রেগে বললেন 'তিন যোগ দু'বার।'

'ঠিক' কর্ণেল রদ্যাঁ বললেন। 'তোমাদের সঙ্গে পিস্তল আছে?'

দু'জনেই ঘাড় নেড়ে বললেন। হ্যাঁ, আছে' কর্পোর‍্যাল কওয়ালস্কি চাবি নিয়ে আসতে চৌষট্টি নম্বর ঘরে মঁক্রেয়ার আর কার্সোঁকে রেখে তাকে সঙ্গে নিয়ে ডাকঘরের দিকে রওনা হলেন কর্ণেল মার্ক রদ্যাঁ।

* * *

সূর্য অনেকক্ষণ হল ডুবে গেলেও চারপাশ আঁধার হয়ে আসতে এখনও দেরি আছে। সোনালি চুল ইংরেজ যুবকটি এসে দাঁড়াল পেনশন ক্লেইস্ট বোর্ডিং-এর সামনে। কাচের দরজার ওপাশে রিসেপশন কাউন্টারে কেরানি পেছন ফিরে বসে কাজ করছে নিজের মনে।

আধপোড়া সিগারেটটা পায়ে মাড়িয়ে যুবকটি কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। রিসেপশনে না থেমে সে এগোল লাগোয়া ওপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে। দরজা খোলার আওয়াজ কাউন্টারে কেরানির কানে ঠিকই পৌঁছেছে, ভেতরে যে একজন ঢুকেছে মুখ না ফিরিয়েও তা সে ঠিকই টের পেয়েছে। মুখ ফিরিয়ে সে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই যুবকটি পৌঁছে গেছে সিঁড়ির নিচে, ওখানে দাঁড়িয়েই সে নিখুঁত জার্মান কেরানিকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'গুটেন আবেণ্ড', যার অর্থ শুভ সন্ধ্যা। অল্প তাচ্ছিল্যের সুর ফুটে বেরোলো তার গলায়।

রিসেপশনের কেরানিটি প্রত্যাভিবাদন জানাল, ততক্ষণে যুবকটি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। তার সংযত পা ফেলার ভঙ্গিতে ফুটে ওঠা প্রখর আত্মবিশ্বাস চোখে পড়তে রিসেপশনের কেরানিটি অবাক হল। হাতের কাজ থামিয়ে সে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

সিঁড়ির মাথায় করিডরে পা দিয়ে থামল সেই যুবক, দেখল সামনের ঘরটির নম্বর আটষট্টি। সে আর পা বাড়ালনা, চৌষট্টি নম্বর ঘরটা কত দূরে হতে পারে সেখানে দাঁড়িয়ে হিসেব করতে লাগল। যুবক দেখল তার হাতের বাঁদিকে দেয়ালের গায়ে একটা চোরকুঠরি। তার সামনে ঝুলছে মোটা লাল পর্দা, পর্দার ওপাশে একপাটি কালো জুতোর আগা চোখে পড়তেই ঝুল যেখানে শেষ হয়েছে সেদিকে চোখ পড়তে যুবকটি চমকে উঠল। একপাটি কালো জুতোর মাথা ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে তা সে স্পষ্ট দেখতে পেল, আর একপাও না এগিয়ে পেছন ফিরে সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। কোনও ভূমিকা না করে রিসেপশনের কেরানিকে যুবক বলল, 'চৌষট্টি নম্বর ঘরে হের শুলজের সঙ্গে কথা আছে আপনি কানেকশন দিন।' তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে কেরানি সুইচবোর্ডের চাবি ঘোরাল। তারপরে সামনে রাখা টেলিফোনটা এগিয়ে দিল। রিসিভার তুলে যুবকটি কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল কারও নাম না নিয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'পনেরো সেকেণ্ড

সময় দিচ্ছি এর মধ্যে আপনার পোষা গরিলা যদি চোরকুঠরি ছেড়ে বেরিয়ে না আসে তাহলে আমি লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছি।' এটুকু বলেই যুবক রিসিভার নামিয়ে রাখল, তারপরে সিঁড়ি বেয়ে আবার ওপরে উঠতে লাগল।

টেলিফোনে হুমকি শুনে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন কর্ণেল রদ্যাঁ, ইংরেজ যুবকটি সিঁড়ি বেয়ে করিডরে উঠে আসতে রদ্যাঁ তাকে দেখলেন তারপরে গলা নামিয়ে ডাকলেন, 'ভিকতর! বেরিয়ে এসো?' সে ডাক শুনে দৈত্যাকৃতি কর্পোর‍্যাল ভিকতর কওয়ালস্কি চোরকুঠরি থেকে বেরিয়ে এল। যুবকটিকে দেখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। 'সব ঠিক আছে ভিকতর' কর্ণেল রদ্যাঁ বললেন, 'একে আমিই ডেকে এনেছি' বলে যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলেন নিজের ঘরের দিকে, কওয়ালস্কিও তাঁদের পেছন পেছন এল। তিনজনে ভেতরে ঢোকার পরে কর্ণেল রদ্যাঁ ভিকতর কওয়ালস্কিকে দরজা এঁটে দিতে বললেন। তারপরে তাকালেন ইংরেজ যুবকটির দিকে। ইংরেজ যুবকটি লম্বায় প্রায় ছ'ফিট, বয়স ত্রিশ বত্রিশের বেশি নয় অন্তত মুখ দেখে তাই মনে হল। পাতলা ছিপছিপে গড়ন হলেও সে যে যথেষ্ট শক্তিমান তা বুঝতে পারলেন রদ্যাঁ। যুবকের মুখের গড়ন আর চোখের চাউনি একই সঙ্গে তার সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর প্রখর আত্মসংযমের পরিচয় দিচ্ছে। বাইরে থেকে অচেনা এই ইংরেজ যুবকটিকে দেখে খুশি হলেন কর্ণেল রদ্যাঁ। তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার ক্ষমতা এর আছে এমনই বিশ্বাস জাগল তাঁর মনে। যুবকের চোখের দিকে তাকাতে চমকে উঠলেন রদ্যাঁ, দেখলেন সে সোজা তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। খোলা চোখে তাকিয়ে থাকলেও সে চোখের চাউনিতে কেমন যেন এক অদ্ভুত ঘন কুয়াশামাখা বলে তাঁর মনে হল। জীবনে অনেকরকম চাউনি দেখেছেন রদ্যাঁ। কাপুরুষদের জলভরা চোখের চাউনি, সৈনিকদের সদাসতর্ক চাউনি! কিন্তু এমন অদ্ভুত চোখের চাউনি আগে কখনও দেখেননি তিনি। যুবকটির কুয়াশাঘেরা চোখের চাউনিতে কোনও অভিব্যক্তি ফোটেনি ঠিকই কিন্তু তার একটা অর্থ যে আছে এবিষয়ে তিনি নিশ্চিত। একদা বহু যুদ্ধে যিনি শত্রুর মুখোমুখি হয়েছেন সেই কর্ণেল মার্ক রদ্যাঁ যুবকের এই দুর্বোধ্য চাউনির দিকে তাকিয়ে কেন কে জানে শিউরে উঠলেন।

ভেতরের সেই অস্বস্তি কাটাতে তিনি মুখ খুললেন, অল্প হেসে বললেন, 'আপনার পরিচয় আমরা জানি। এবারে নিজের পরিচয় দিচ্ছি, আমি কর্ণেল মার্ক রদ্যাঁ.....।'

'আপনার পরিচয়ও আমি জানি', তাঁর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে যুবক বলল, 'কর্ণেল আঁতোয়া আর্গো গ্রেপ্তার হবার পরে এখন আপনিই ও এস এস সংগঠনের সর্বেসর্বা।' টেবিলের এক ধারে পাশাপাশি বসেছেন মঁক্লেয়ার আর কাসোঁ, ইশারায় তাঁদের দেখিয়ে সে বলল, 'আপনি মেজর রেণে মক্লেয়ার আর আপনার পাশে যিনি বসেছেন উনি মঁশিয়ে আদ্রেঁ কাসোঁ। মঁশিয়ে কাসোঁ আপনি যে ফৌজি অফিসার নন, একসময় আলজিরিয়ার ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ছিলেন, তাও আমার অজানা নয়

ডেস্কে নিজের চেয়ারে বসলেন কর্ণেল রদ্যাঁ, ইংরেজ যুবকটি বসল তাঁর মুখোমুখি চেয়ারে।

'আপনি তো আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন দেখছি।' বললেন আঁদ্রে কাসোঁ।

'জানি বইকি', এতটুকু দমে না গিয়ে যুবক বলল, 'এই পেশায় অনেক কিছু জানতে হয়, অনেক খোঁজখবর রাখতে হয়। আপনারা কেন আমায় লণ্ডন থেকে এত দূরে এই ভিয়েনায় ডেকে পাঠিয়েছেন তাও কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি। আসুন, আমরা খোলাখুলি কথা বলি। আমি কে, কি আমার পেশা তা যেমন আপনারা জানেন তেমনই আপনারা কে তাও আমার অজানা নয়। এও জানি ফরাসি পুলিশ আপনাদের ধরার জন্য পাগলের মত গোটা ইওরোপ চষে বেড়াচ্ছে। আমি টাকার বিনিময়ে কাজ করি, নিজের পেশায় প্রয়োজনে যেখানে খুশি যাই তবে এই মুহূর্তে কেউ আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছেনা। টাকার বিনিময়ে মানুষ খুন করা আমার পেশা তাই আপনারা আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন জেনেই বুঝলাম আপনারা আমায় দিয়ে কোনও কাজ করাতে চান কাউকে খতম করতে চান। ফৌজি অফিসারদের নিয়ে তৈরি নিষিদ্ধ ফরাসি সংগঠন ও এস এস আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে জেনে আমি চলে এলাম ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। পুরোনো ফরাসি খবরের কাগজের ফাইল ঘেঁটে আপনাদের সংগঠন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জোগাড় করলাম। এবারে বলুন আমায় দিয়ে আপনারা কি করাতে চান, কাকে খতম করতে চান কোনও সংকোচ না করে বলে ফেলুন।'

ইংরেজ যুবকটির কথার ধরনে কর্ণেল রদ্যাঁ আর তাঁর সহযোগী দু'জন অভিভূত হলেন—একজন পেশাদার

গুপ্ত ঘাতককে এত খোলাখুলিভাবে কথা বলতে এর আগে দেখেননি তাঁরা।

'খবরের কাগজে আমাদের সংগঠন সম্পর্কে এপর্যন্ত যা যা ছেপে বেরিয়েছে সে সবই যখন আপনি পড়ে জেনেছেন তখন আমাদের সম্পর্কে আপনাকে নতুন করে আর কিছুই বলার নেই' যুবকটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন কর্ণেল রদাঁ্যা। 'আমরা এও বিশ্বাস করি যে রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্যগল যে নীতির সাহায্যে দেশ চালাচ্ছেন তাতে ফ্রান্সের উপকার কিছুই হচ্ছেনা। আমরা যারা এতদিন ফরাসি ফৌজে কাটিয়েছি তাদের সবারই আলজিরিয়ায় কিছু না কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, অফিসার থেকে সেপাই সবার। 'আলজিরিয়া ফ্রান্সেরই' ক্ষমতায় আসার আগে ও পরে এ বুকনি বারবার সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ঝেড়েছেন দ্যগল। তার পরেই রাতারাতি নীতি পাল্টে উনি আলজিরিয়াকে স্বাধীনতা দিলেন আর জমিজমা বাড়িঘর সব হারিয়ে আমরা হয়ে দাঁড়ালাম পথের ভিখিরি। এখন ওঁর কথাবার্তা আচার আচরণ সব হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বৈরাচারী এক নায়কের মত দেশের সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার পর্যন্ত উনি কেড়ে নিতে চলেছেন। এই পরিস্থিতিতে জেনারেল দ্যাগলকে হত্যা করলে তবেই ফরাসি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আবার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমরা মনে করি। ওঁকে হত্যা করার জন্য আগে অনেকবার চেষ্টা করেছি আমরা কিন্তু দুঃখের বিষয় সেসব চেষ্টা একবারও সফল হতে পারেনি। জেনারেল দ্যগলকে হত্যা করার এই কাজটা আমরা তাই কোনও পেশাদারকে দিয়ে করাতে চাই, আর এই জন্যই আমরা এতদিন আপনাকে খুঁজে বেড়িয়েছি। কিন্তু সবার আগে আমরা যা জানতে চাই তা হল একাজ আদৌ সম্ভব কিনা।'

'আপনি নিজে যখন একজন ফৌজি অফিসার', কর্ণেল রদাঁ্যার দিকে তাকিয়ে ইংরেজ যুবকটি বলল, 'তখন এটা নিশ্চয়ই জানেন যে এমন কোনও মানুষ নেই বুলেট যার দেহ ভেদ করেনা।' কয়েক মুহূর্ত থেমে সে বলল, 'জেনারেল দ্যগল বাইরে বেশি আসেন তাই তাঁকে হত্যা করা খুবই সম্ভব। তবে এখানে যে প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠতে পারে তা হল ওঁর মত ব্যক্তিত্বকে হত্যা করে পালিয়ে যাওয়া কি খুব সহজ হবে? আমি বলব তা খুবই কঠিন প্রায় অসম্ভব বলেই ধরে নেয়া যেতে পারে। খানিক আগে আপনি জেনারেল দ্যগলকে স্বৈরাচারী এক নায়ক বলছিলেন না? আমি বলব যে স্বৈরাচারী এক নায়ক নির্ভয়ে যখন তখন জনতার সামনে বেরিয়ে আসতে পারেন তাকে হত্যা করার জন্য এমন কোনও পেশাদার গুপ্তঘাতককে কাজে লাগানো দরকার যার মৃত্যুভয় মোটেও নেই। আদর্শই যার ধ্যান জ্ঞান অথচ প্রাণের ভয় এতটুকু নেই এমন লোকেরাই জেনারেল দ্যগলের হত্যাকারী হবার পক্ষে আদর্শ।' বলে একটু থামল সে, তারপরে বিদ্রুপের সুরে বলল, 'আপনারা আদর্শ নিয়ে এত মাথা ঘামান অথচ এই কাজটুকু করে উঠতে পারলেন না। আমি তো বলব জেনারেল দ্যগলকে আগে একাধিকবার আপনারা হত্যা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেকবারই নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছিল আপনাদের লোকেদের কাছে, তাই একবারও আপনারা সফল হতে পারেননি।'

'কি যাতা সব বলছেন!' যুবকের মন্তব্য শুনে ফুঁসে উঠতে যাচ্ছিলেন আদ্রেঁ কাসোঁ। কিন্তু তার আগেই কর্ণেল রদাঁ্যা হাত নেড়ে তাঁকে থামিয়ে দিলেন।

'মিছিমিছি মাথা গরম না করে ব্যাপারটা গভীরভাবে ভেবে দেখুন', কাসোঁর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে যুবকটি বলল, 'একাধিকবার হত্যার প্রয়াস চালিয়ে আপনারা বিফল হলেন আর তার ফলে আপনাদের যিনি শিকার সেই জেনারেল দ্যগল বুঝলেন্ন তাঁর জীবন নেবার জন্য ভবিষ্যতে আরও প্রচেষ্টা চালানো হবে, আর এটা বুঝেই সিকিউরিটির এমন এক বেড়াজাল নিজের চারপাশে গড়ে তুললেন যা রীতিমত দুর্ভেদ্য। দ্যগলকে হত্যা করতে আপনারা শুধু ব্যর্থ হয়েছেন তাই নয়। সেইসঙ্গে যারা একাজ সত্যিই করতে পারে তাদের জন্যও কাজটা কষ্টসাধ্য করে তুলেছেন। জজ ওয়াতেঁ অথবা বাস্তিয়েঁ তিরির মত লোকের নেতৃত্বেও সাফল্যের মুখ দেখতে পাননি আপনারা। যাক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে আপনারা অবশ্যই আমায় লণ্ডন থেকে এখানে ডেকে আনেননি। তবে যে কাজ আপনারা করতে চাইছেন পেশাদার লোক ছাড়া আর কেউ তা করে উঠতে পারবেনা এতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে সেজন্য যথেষ্ট মূল্যও দিতে হবে বইকি।'

'বেশ', দুই মহাযাত্রীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে কর্ণেল রদাঁ্যা যুবকটিকে বললেন,

'এবারে বলুন, কত পারিশ্রমিক পেলে আপনি জেনারেল দ্যগলকে হত্যা করতে পারবেন?'

'আমার নগদ পাঁচ লাখ চাই।' যুবকটি স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আগাম বাবদ অর্ধেক দেবেন, কাজ শেষ হলে দেবেন বাকি অর্ধেক।'

'পাঁচ লাখ, মানে ফ্রাঁ?' বললেন মঁক্রেয়ার।

'যুবক বলল 'পাঁচ লাখ ডলার।'

'এ কি বলছে কি?' মঁক্রেয়ার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, 'পাগল নাকি?'

'মোটেও পাগল নই', শান্তগলায় যুবক বলল, 'গুপ্তঘাতক হিসেবে এইমুহূর্তে দুনিয়ায় আমার চাইতে সেরা একজনও নেই সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন বলেই না আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, তাইনা? সেরা লোক বলেই আমার পারিশ্রমিকও কিছু বেশি।'

'তাহলেও ওর চেয়ে অনেক কম পারিশ্রমিকে আরও লোক পাওয়া যাবে', বলে উঠলেন আঁদ্রে কাসোঁ।

'তা পাবেন ঠিকই', দৃঢ়গলায় যুবক বলল, 'কিন্তু তারা হয় আগাম টাকা নিয়ে কেটে পড়বে নয় কাজটা করতে গিয়ে হয় পুলিশের হাতে ধরা পড়বে নয়ত কেন সে কাজটা করতে পারলনা সেই ব্যাখ্যা শোনাবে। আমি এই পেশায় সেরা লোক, বিশেষজ্ঞও বলতে পারেন, তাই আমার পারিশ্রমিকও আর সবার চেয়ে বেশি।' একটু থেমে যুবকটি বলল, 'তাছাড়া দু'দিন বাদে আপনারাই হবেন ফ্রান্সের অধীশ্বর। সর্বেসর্বা। তার বিনিময়ে পাঁচ লাখ ডলার এমন কি বেশি আপনারাই বলুন।'

'আপনি হয়ত ঠিকই বলছেন' কর্ণেল মার্ক রদ্যাঁ বললেন, 'আসলে মুশকিল কি জানেন এই মুহূর্তে নগদ পাঁচ লাখ ডলার আমাদের হাতে নেই।'

'তাও আমার অজানা নয়' যুবকটি বলল, 'কিন্তু কাজটা আমায় দিয়ে করাতে হলে যে ঐ পারিশ্রমিক দিতেই হবে। একটা কথা মনে রাখবেন, আপনাদের রাষ্ট্রপতিকে খতম না করলেও কিন্তু আমার দিন দিব্যি চলবে। আগের কাজগুলোর বাবদ যে পারিশ্রমিক পেয়েছি তাতে কয়েক বছর কিছু না করলেও আমায় চলবে। দুঃখিত টাকাটা জোগাড় করতে যখন আপনাদের এতই অনীহা তখন আমার আশা আর করবেন না। আমি আজই লণ্ডন ফিরে যাব।' বলে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'যাচ্ছেন কোথায়, বসুন।' কর্ণেল রদ্যাঁ তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার চেয়ারে বসিয়ে বললেন, 'এত কষ্ট করে যখন আপনার খোঁজ পেয়েছি তখন জানবেন টাকা আমরা ঠিকই জোগাড় করব।'

'পারিশ্রমিক পেলে আমি নিশ্চয়ই আপনাদের কাজ করে দেব' চেয়ারে বসতে বসতে যুবক বলল, 'কিন্তু আমার আরও কিছু শর্ত আছে।' বেশ তো কর্ণেল রদ্যাঁ বললেন, 'সেগুলো বলুন শুনি।'

'আপনাদের সংগঠনে এখন পুলিশের অনেক লোক ঢুকে পড়েছে তাই কোনও কিছুই আর গোপন থাকছেনা।' যুবকটি বলল, 'তাই আমার মত একজন বাইরের লোক আপনাদের দরকার হয়ে পড়েছে যার সম্পর্কে ফরাসি পুলিশ এখনও কিছু জানেনা। কিন্তু বাইরের লোক আমার ব্যাপারটা আপনাদের সংগঠনের আর ক'জন জেনেছেন তাই বলুন।'

'বিশ্বাস করুন', কর্ণেল রদ্যাঁ বললেন, 'আমরা এই তিনজন বাদে আর কেউ জানে না।'

'বেশ' যুবকটি বলল, 'আর কেউ যেন জানতে না পারে। আব আপনাদের মিটিং-এর সব বিবরণ আর ফাইলপত্র পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলতে হবে। কথাবার্তা যা হবে সব আপনাদের তিনজনের মগজে রেখে দেবেন, ভুলেও কোথাও কিছু লিখে রাখতে যাবেন না। আরও একটা কথা—কর্ণেল আঁতোয়া আর্গোর মত ফরাসি পুলিশ যদি আপনাদের কাউকে ধরে তখন আমি কাজ ছেড়ে চলে যাব। একাজ করতে তখন আমি আর বাধ্য থাকব না। তাই যতদিন কাজ শেষ না হয় ততদিন আপনারা সবসময় কড়া নিরাপত্তার মধ্যে থাকবেন। বলুন রাজি?'

'রাজি', কর্ণেল রদ্যাঁ বললেন, 'আর কি শর্ত আছে?'

'যে কাজের জন্য আমায় নিয়ে এসেছেন তার পরিকল্পনার পুরো খসড়া আমি করব, এর কোনও বিবরণ বা কৈফিয়ৎ আমি কাউকে দেবনা। এমনকি আপনাকেও দেবনা। আগাম টাকাটা পাবার পরে আমি হঠাৎ

উধাও হয়ে যাব তখন আমার কাছ থেকে কোনও খবর আপনারা পাবেন না। আমার লণ্ডনের ঠিকানা আর ফোন নম্বর শীগগিরই পাল্টে ফেলব, তার আগে ওগুলো আপনাদের জানিয়ে দেব। খুব জরুরি দরকার না পড়লে ভুলেও আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবেন না। আমার সুইজারল্যাণ্ডে ব্যাংকের ঠিকানা আপনাদের দিয়ে যাব আগাম টাকাটা সেখানে জমা পড়েছে খবর পেলেই আমি আপনাদের কাজে হাত দেব, তার আগে নয়। আগেই বলেছি এ কাজের পরিকল্পনা বা ছক আমি নিজে তৈরি করব। নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী আসল কাজটুকু কবে করব সেই দিনক্ষণ তৈরি করব, তাই আপনারা আমায় কোনভাবেই যেন তাড়া দেবেন না। আমার কোনও কাজে বাধাও দেবেন না। বলুন রাজি?

'বেশতো রাজি' বলে একটু থেমে কর্নেল রদ্যাঁ বললেন, 'ফরাসি পুলিশের অনেক লোক যেমন আমাদের সংগঠনে গোপনে ঢুকে পড়েছে তেমনই আমাদের অনেক সদস্যও ফরাসি সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে উঁচু পদে কাজ করছে দরকার মত তাদের কাছ থেকে অনেক গোপন খবর আমরা পাই। সেসব খবর কিন্তু দামি খবর যা আপনার কাজে লাগতে পারে।

'বেশতো' খানিক ভেবে যুবকটি বলল, 'তেমন দরকারি মনে হলে প্যারিতে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য একটা ফোন নম্বর আমায় দেবেন, যখন ফ্রান্সে থাকব তখন ঐ নম্বরে টেলিফোন করে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নতুন কি যোগ হল তার বিবরণ জেনে নেব। কিন্তু আমি কখন কোথায় যাচ্ছি, কি করে বেড়াচ্ছি তা কিন্তু আপনাদের জানাতে বাধ্য থাকবনা। আরেকটা কথা—ফ্রান্সে টেলিফোনে যার সঙ্গে কথা বলব সে যেন আমার ফ্রান্সে থাকার কারণ কোনমতেই জানতে না পারে, বেশি কৌতূহল দেখালে শুধু বলবেন আমি আপনাদের হয়ে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে আছি; তার বেশি একটি কথাও নয়। তবে খবরের কাগজে, বেতারে বা টিভিতে যা দেখানো আর জানানো হয় তা দিয়ে আমার দরকার নেই। আমার দরকার শুধু বিশ্বস্ত সূত্র থেকে সংগৃহীত গোপন খবর। কেমন ঠিক আছে?'

'বেশ, খুব ভাল কথা' কর্নেল রদ্যাঁ বললেন, আমাদের তরফ থেকে কোনও সাহায্য বা গোপন আস্তানা ছাড়াই আপনি কাজ করতে চাইছেন এত খুব ভাল কথা। তবে আপনার তো জাল কাগজপত্রের দরকার হবে। আমার হাতে দু'জন ভাল, দক্ষ জালিয়াত আছে, দরকার হলে....

'না থাক', যুবক বলল, 'আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেব, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'কিন্তু এত শীগগির এত টাকা কোথা থেকে জোগাড় করব তাইত ভেবে পাচ্ছি না।' মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন রেণে মঁক্রেয়ার।

'কেন মেজর', যুবক বলল, 'আপনাদের এতবড় সংগঠন একটার পর একটা ব্যাঙ্ক লুঠ করুন না কেন দেখবেন আমার যা চাহিদা তার চেয়েও ঢের বেশি টাকা হাতে উঠে আসবে।'

'ইনি এবারে লণ্ডনে ফিরে যাবেন, সহযোগীদের দিকে তাকিয়ে বললেন কর্নেল রদ্যাঁ তোমাদের যদি কিছু বলার থাকে তো বলে নাও।'

'একটা কথা।' আদ্রে কাসোঁ বললেন, 'আগাম বাবদ আড়াই লাখ ডলার হাতিয়ে নিয়ে কাজটা না করেই যদি ইনি গা ঢাকা দেন তখন কি হবে....।'

'এপ্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক' যুবকটি বলল, 'কিন্তু আপনাদের সংগঠনে এত বন্দুকবাজ আর পিস্তলবাজ আছে জানার পরে এমন একটা ঝুঁকি আমি কেন নিতে যাব বলুন দেখি!'

'আর যদি এর উল্টোটা হয়', কাসোঁ হেসে বললেন, 'ধরুন কাজটা হয়ে যাবার পরে আমরাই যদি আপনাকে ফাঁকি দিই, যদি বাকি টাকাটা না দিই, তখন কি হবে?'

'তেমন কিছু ঘটলে আমায় আবার নতুন করে কাজে নামতে হবে', যুবক বলল 'আর তখন আপনাদের মাথাই হবে আমার পিস্তলের টার্গেট।'

'যাক, যথেষ্ট হয়েছে।' কর্নেল রদ্যাঁ বললেন, 'আপনাকে আর ধরে রাখবনা। তবে একটা কথা—আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হলনা। আসল নাম বলতে না চাইলে বলবেন না কিন্তু একটা ছদ্মনামেরও তো দরকার আছে। তেমন কোনও নাম ঠিক করেছেন কি?

'বেশতো' একটু ভেবে যুবক বলল, বেশ 'আমি তো সবকিছু শেয়ালের মত লুকিয়ে চুপিচুপি করতে চাইছি, তা আপনারা নাহয় আমায় শৃগাল বলেই উল্লেখ করবেন।'

'তাই নাহয় হবে', মুচকি হেসে কর্ণেল রদ্যাঁ বললেন, 'সত্যিই খুব ভাল ছদ্মনাম বেছেছেন।'

কর্ণেল রদ্যাঁ, মেজর রেণে মক্রেয়ার আর আঁদ্রে কাসোঁ শৃগাল ছদ্মনামধারী ইংরেজ যুবকটির হাতে হাত মেলালেন। মেলাল কর্পোর‍্যাল ভিকতর কওয়ালস্কিও। এই প্রথম তার মুখে হাসি ফুটল।

'তাহলে ঐ কথাই রইল', ইংরেজ যুবকটিকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার আগে গলা যতদূর সম্ভব নামিয়ে কর্ণেল রদ্যাঁ বললেন, 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করে তো লাভ নেই, তাই আপনি নিজেও আপনার পরিকল্পনার ছক কষতে লেগে যান। আচ্ছা। তাহলে আজকের মত বিদায়। গুডনাইট।'

যেভাবে সবার নজর এড়িয়ে পা টিপে টিপে এসেছিল ঠিক তেমনইভাবে পা টিপে টিপে বোর্ডিং ছেড়ে বেরিয়ে এল সেই ইংরেজ যুবক। রাতটা বিমানবন্দরের হোটেলে কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলায় প্রথম বিমানে চেপে সে ফিরে গেল লণ্ডনে।

যুবক যখন বেরিয়ে এল বোর্ডিং থেকে তখন কাঁটায় কাঁটায় রাত ন'টা। পরের তিন ঘন্টা মানে রাত বারোটা পর্যন্ত মক্রেয়ার আর কাসোঁ এই দুজনের মিলিত বাক্যবাণে জেরবার হলেন কর্ণেল মার্ক রদ্যাঁ।

'পাঁচ লাখ ডলার! ওরে বাবা।' হতাশা ভরা গলায় বারবার বলতে লাগলেন মক্রেয়ার 'রাতারাতি এতগুলো টাকা কোথা থেকে পাব তাইত বুঝতে পারছিনা!'

'কেন', কর্ণেল রদ্যাঁ বললেন, 'শৃগালের পরামর্শ মেনে ব্যাঙ্ক লুঠ করো। বসে থেকে থেকে আর বড় বড় বুকনি ঝেড়ে আমাদের মস্তান ছোকরাগুলোর তো দেদার চর্বি বেড়েছে এবারে ওদের সবকটাকে কাজে লাগাও, তাহলেই টাকা হাতে এসে যাবে।'

'যত বড় ওস্তাদই হোক,' কাসোঁ বললেন, 'এ লোকটা ঠিক আমার মনের মত হলনা। একা একা কাজ করবে আমাদের কারও বুদ্ধি নেবেনা, বড্ড অহংকারী লোক, দেখে নেবেন ও আমাদের ইচ্ছেমত এক পাও চলবেনা।'

'মঁশিয়ে কাসোঁ', গম্ভারগলায় বললেন, 'কর্ণেল রদ্যাঁ অহংকার করার মত কিছু যার ভেতরে আছে সেই অহংকার করে। এইমুহূর্তে পেশাদার গুপ্তঘাতক হিসেবে শৃগালের প্রতিদ্বন্দ্বী একজনও দুনিয়ায় নেই এটাই ওর অহংকার। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্য একজন পেশাদার গুপ্তঘাতক আমাদের দরজায় তাই মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমরা যে দায়িত্ব তাকে দিচ্ছি। অতএব বলে রাখছি এ কাজ যদি কেউ করে উঠতে পারে তো শৃগালই পারবে। এবারে শর্ত অনুযায়ী ওর কাজকর্ম নিয়ে ওকে ব্যস্ত থাকতে দিন, ওর কাজকর্ম নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে যাবেন না। সংগঠনের প্রধান হিসেবে এটা আমার নির্দেশ তা মনে রাখবেন।'

রাতটা বিমানবন্দরের হোটেলে কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলার বিমানে চেপে সেই ইংরেজ যুবক ফিরে গেল লণ্ডনে।

পারিশ্রমিকের টাকা জোগাড় করতে ও এস এস সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শেষপর্যন্ত শৃগালের পরামর্শকেই কাজে লাগালেন—১৯৬৩ সালের জুন আর জুলাই দুটো মাস তাঁদের সদস্যারা ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক ব্যাঙ্ক আর জুয়েলারির দোকানে হানা দিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা সোনাদানা আর হিরে জহরত লুঠ করল। লুঠপাট চালাতে গিয়ে রিভলভার, পিস্তল আর সাব-মেশিনগান এসব আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করল তারা, বেশ কিছু খুন-জখমও হল এর ফলে। এসব অপরাধের প্রত্যেকটির মূলে যে ও এস এস আছে এসম্পর্কে পুলিশ কতৃপক্ষ নিশ্চিত হলেও হঠাৎ এই সংগঠনের এত টাকার দরকার কেন পড়ল অনেক চেষ্টা করেও এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেননা তাঁরা। এসব সংগঠিত অপরাধ দমনের দায়িত্ব চাপাল অপরাধ

বিভাগের কমিশনার মরিক বুভের কাঁধে। সেইন নদীর তীরে নিজের ছোট অফিসের কামরার দেয়ালে তিনি একখানা তালিকা ঝোলালেন—জুন জুলাই, এ দু'মাসে যতটাকা লুঠ হয়েছে তার পরিমাণ তিনি উল্লেখ করলেন সেই তালিকায়, জুলাই-এর শেষে হিসেব করে দেখলেন লুঠ করা অর্থের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে চার লাখ ডলার।

অন্যদিকে পেশাদার ইংরেজ গুপ্তঘাতক শৃগাল নিজেও চুপ করে বসে নেই, বিভিন্ন লাইব্রেরিতে গিয়ে জেনারেল দ্যগলের আত্মজীবনী এবং তাঁর ওপরে ইংরেজি আর ফরাসিতে লেখা প্রায় সব বই-ই সে পড়ে ফেলল, দ্যগল-এর স্বভাব সম্পর্কে কোথাও কোনও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ যখন চোখে পড়ত তখনই সে তা আলাদাভাবে নোট করে রাখতে লাগল।

ফরাসি রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্যগল সম্পর্কে লেখা একাধিক বই পড়ে শৃগাল জানতে পারল যে তিনি পৃথিবীর এক অত্যন্ত অহঙ্কারী মানুষ নিজের পছন্দসই ছাড়া বাকি সব জিনিসই তিনি তাচ্ছিল্যের নজরে দেখেন। নিজের জীবন নিরাপদ করতে তাঁর চারপাশের নিরাপত্তার বেড়াজালকে সুদৃঢ় করেছেন দ্যগল আর তাই ফ্রান্সের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এককথায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বেড়াজাল ভেদ করে সে তাঁর ওপর মারণ আঘাত হানবে গোড়ায় অনেক ভেবেও তা ঠিক করে উঠতে পারলনা শৃগাল, শেষকালে পুরোনো ফরাসি খবরের কাগজ ঘেঁটে জানল ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি হবার পরে দ্যগল এক প্রথা চালু করেছিলেন শরীর খারাপ অথবা প্রতিকূল আবহাওয়া এসব উপেক্ষা করে বছরের এক নির্দিষ্ট দিনে তিনি এলিজেঁ প্রাসাদের বাইরে জনসভায় এসে অবশ্যই হাজির হবেন। এই অজানা তথ্যটুকু সে নোট করে নিল রাতের পর রাত জেগে অনেক মাথা ঘামিয়ে। শৃগাল শেষপর্যন্ত জেনারেল দ্যগলের জীবনের ওপরে আঘাত হানার দিন স্থির করল। এবারে সেই আঘাত হানার আগে সে নানাভাবে তৈরি হতে লাগল।

জুলাই ১৪, ১৯৬৩। লণ্ডন বিমানবন্দরের দোতলায় এসে দাঁড়াল শৃগাল, চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে তাকাল খানিক দূরে রানওয়ের দিকে। অল্প কিছুক্ষণ পরে কোপেনহেগেন থেকে একটি বিমান এসে দাঁড়াল সেখানে। রোদ ঝলমলে দিনে খুব সকাল থেকে শৃগাল দাঁড়িয়ে আছে এখানে।

চলমান সিঁড়ি লাগানোর পরে যাত্রিরা একে একে বেরিয়ে এলেন বিমানের ভেতর থেকে। আশেপাশে বিভিন্ন বয়সের আরও অনেক নারীপুরুষ চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে তাকিয়ে আছেন তাই শৃগালকে সন্দেহ করার মত কিছু ঘটেনি। দূরবীণের পুরু শক্তিশালী কাচের এপাশ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা যাত্রিদের দৈর্ঘ শরীরের গড়ন মুখের ধাঁচ এসবই সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। অষ্টম যাত্রিটিকে দেখে আগ্রহী হয়ে উঠল শৃগাল, পরনে ডেনিশ পাদ্রির পোষাক। ঐ যাত্রিটি শৃগালেরই সমবয়সী, শরীরের গড়নও তারই মত।

অভিবাসন দপ্তরে ছাড়পত্র দেখাল সেই পাদ্রি, ভিসা দেখিয়ে নিজের মালপত্র নিয়ে সেই পাদ্রি বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে চাপল, নিজের স্পোর্টস গাড়িতে চেপে তার পিছু নিল শৃগাল। হাফমুন স্ট্রিটের এক ছোটখাটো হোটেলে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি। ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে দরজা ঠেলে হোটেলে ঢুকল পাদ্রি, খাতায় নাম লিখে আগাম খরচ দিয়ে এগিয়ে এসে উঠল লিফটে। ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে হোটেলে এসে ঢুকে পড়েছে শৃগাল, রিসেপশন কাউন্টারের উল্টোদিকে খাতায় নাম লিখে আগাম খরচ দিল। কামরার একটি চাবি পাদ্রির হাতে তুলে দিল রিসেপশনিস্ট, অন্য চাবিটি ঝুলিয়ে দিল পেছনে আঁটা সারি সারি আংটার একটিতে, প্রায় একইসময়ে তার পিছু নিয়ে শৃগালও এসে ঢুকে পড়েছে সেই হোটেলে, রিসেপশন কাউন্টারের উল্টোদিকে সারি সারি শোফার একটিতে বসে খবরের কাগজে মুখ ঢেকে নজর রাখছে সামনের দিকে। শৃগাল দেখল পাদ্রির কামরায় দ্বিতীয় চাবিটি সাতচল্লিশ নম্বর আংটায় ঝুলিয়ে দিল রিসেপশনিস্ট যুবতী, ততক্ষণ মালপত্র নিয়ে পাদ্রি গিয়ে ঢুকেছে লিফটে। কিছুক্ষণ পরে পাদ্রি লিফটে চেপে নেমে এল নিচে, লাঞ্চ সারতে রেস্তোরাঁর দিকে সে পায়ে পায়ে এগোল। খানিক বাদে রিসেপশনিস্ট যুবতীও চেয়ার ছেড়ে উঠে ঢুকে পড়ল পেছনের অফিস ঘরে।

এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল শৃগাল সবার নজর এড়িয়ে পা টিপে টিপে ওপরে উঠে এসে দাঁড়াল সাতচল্লিশ

নম্বর কামরার সামনে, চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে ছোট ছুরির ফলা আর অভ্রের পাতের সাহায্যে দরজায় গ্যা-তালার স্প্রিং খুলে ঢুকে গেল ভেতরে। এদিক ওদিক তাকাতে একসময় তার চোখ পড়ল খাটের পাশে দাঁড় করানো ছোট টেবিলের দিকে। শৃগাল দেখল সেই টেবিলের ওপরেই পড়ে আছে একখানা পাসপোর্ট। পাসপোর্টের মলাট উল্টে ভেতরের নাম আর ফোটোটা একবার খুঁটিয়ে দেখল শৃগাল, আর কিছু না ছুঁয়ে শুধু পাদ্রির পাসপোর্টখানা হাতিয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে এল বাইরে, যে ভাবে এসেছিল ঠিক সেভাবে সবার নজর এড়িয়ে সে নেমে এল নিচে। আড়চোখে দু'পাশে তাকিয়ে বেরিয়ে এল হোটেলের বাইরে। একতলার রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ সেরে সেই ড্যানিশ পাদ্রি তখন চুমুক দিচ্ছে ধোঁয়া ওঠা কফির পেয়ালায়। খানিক বাদে ওপরে নিজের ঘরে ঢুকে পাদ্রি দেখল তার আর সব জিনিস ঠিক আছে বটে। কিন্তু পাসপোর্টখানা যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে একথা জানাল সে। ম্যানেজার সব শুনে বোঝাতে চাইল শুধু পাদ্রির পাসপোর্ট চুরি করতে কোনও চোর ঘরে ঢুকবে কেন ? তাছাড়া সত্যিসত্যি চোর ঘরে ঢুকলে তো ভেতরের আরও অনেক দামি জিনিস সে চুরি করতে পারত। তার চেয়েও বড় কথা দিনেদুপুরে সবার সামনে চোর তাঁর তালাবন্ধ ঘরে ঢুকবেই বা কি করে? ওসব নয়, আসলে কোপেনহেগেন থেকে লণ্ডন আসার পথে তাঁর পাসপোর্ট নিশ্চয়ই কোথাও হারিয়ে গিয়ে থাকবে। হোটেলের ম্যানেজারের সিদ্ধান্ত সত্যি বরে ধরে নিয়ে সেই পাদ্রি আর থানাপুলিশ করলনা। লণ্ডনে ড্যাকিশ দূতাবাসে গিয়ে জানাল তার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে, অতএব তাকে যেন লণ্ডনে পনেরোদিন থাকার অনুমতিপত্র তৈরি করে দেয়া হয়। দূতাবাসের কর্মিরা সেই অনুরোধ রাখতে উপযুক্ত কাগজপত্র তৈরি করে দিল, রেকর্ডে লেখা হল কোপেনহেগেন থেকে আগত পাদ্রি পেরজেনসেনের নামে ইস্যু করা পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে।

দু'দিন পরে ১৬ই জুলাই তারিখে একই রকম ঘটনা আবার ঘটল। এবারে শৃগাল যার পাসপোর্ট হাতিয়ে নিল সে এক আমেরিকান ছাত্র নাম মার্টি শুলবার্গ। পাদ্রি জেনসেন আর মার্টি শুলবার্গ দু'জনেরই শরীরের গড়ন যে তার মত তা লক্ষ করেছিল শৃগাল, এও লক্ষ করেছিল যে পাদ্রির সব চুল পাকা আর মার্টি শুলবার্গের চুল বাদামি। চশমা ছিল দু'জনেরই চোখে পাদ্রির চোখে। সোনার চশমা আর শুলবার্গের চোখে ছিল মোটা ফ্রেমের চশমা।

থিয়েটারের সাজপোষাক যারা বিক্রি করে শৃগাল এরপরে এসে হাজির হল এমনই এক দোকানে সেখান থেকে এল চশমার দোকানে, তারপরে এর মার্কিন যুবক যুবতীদের পোষাক বিক্রি করে এমন একটি দোকানে। চশমার দোকান থেকে কিনল স্বচ্ছ নীলচে রং-এর একজোড়া কনট্যাক্ট লেনস, একটা সোনার ফ্রেমের আরেকটা মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। এছাড়া কিনল টি-শার্ট, সাদা রং-এর ট্রাউজার্স, নীল রং নাইলনের উইণ্ডচিটার মাড় দেয়া গোল কলার সমেত পাদ্রির সাদা শার্ট, এসব পোষাক থেকে প্রস্তুতকারকের নাম ঠিকানা ছাপানো লেবেলও তুলে ফেলল। এছাড়া কিনল চুলে পাক ধবানোর সাদা কলপ সেইসঙ্গে কিনল একশিশি বাদামি কলপ। কিনল চুলে কলপ লাগানোর ছোট ব্রাশও। এবারে তার দরকার বিদেশে যাবার পাসপোর্ট সেজন্য দরকার হল একটা ভুয়ো নাম। গাড়ি চালিয়ে একদিন শৃগাল এল টেমস ভ্যালির এক গ্রামে, এখানকার সমাধিক্ষেত্র ঘুরে এমন একটি নামের সমাধিফলক খুঁজে বের করল বত্রিশ বছর আগে ১৯৩১ সালে যে মারা গেছে মাত্র আড়াই বছর বয়সে। মৃতের নাম আলেকজান্ডার জেমস কোয়েন্টিন ডুগ্যান। স্থানীয় সেন্ট মার্ক গির্জায় গিয়ে সেখানকার বৃদ্ধ পাদ্রির সঙ্গে দেখা করল, এক সলিসিটর প্রতিষ্ঠানের তরুণ অংশীদার হিসেবে নিজের পরিচয় দিল শৃগাল। গির্জার পুরোনো খাতাপত্র ঘেঁটে পাদ্রি জানালেন ডুগ্যান পরিবার অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। পরিবারের শেষ পুরুষ দুর্ঘটনায় মারা গেছে মাত্র আড়াই বছর বয়সে। ১৯২৯ সালের ৩রা এপ্রিল যে তার জন্ম হয়েছিল শ্যামবোর্ণ ফিসলে গ্রামে তা পাদ্রির নজর এড়িয়ে লিখে নিল শৃগাল। বৃদ্ধ পাদ্রির কৌতূহল নিরসন করতে শৃগাল জানাল ডুগ্যান বংশের এক পুরুষ ছিলেন তাদের প্রতিষ্ঠানের মক্কেল, তাঁর যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি মারা যাবার আগে তিনি নিজের নাতি নাতনিদের নামে উইল করে দিয়ে গেছেন, সেই ডউইল সম্পর্কে বিশদ খোঁজখবর নিতে তার এখানে আসা।

লণ্ডনে ফিরে এসে শৃগাল জন্মমৃত্যুর রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে ডুগ্যানের জন্ম মৃত্যুর সার্টিফিকেটের

নকল বের করে নিল শৃগাল, এবারে বাড়ি ফিরে ব্রিটিশ পাসপোর্টের আবেদনের ফর্ম সে পূরণ করল, নাম লিখল আলেকজাণ্ডার জেমস কোয়ান্টিন ডুগ্যান, জন্মতারিখ দিল ১৯২৯ সালের ৩রা এপ্রিল পেশায় লিখল ব্যবসায়ী। আবেদনকারীর বাবা মা-এর নামের জায়গায় মৃত ডুগ্যানের বাবা মা-এর নাম লিখে দিল। ডুগ্যানের বার্থ সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকলও জুড়ে দিল আবেদনের সঙ্গে, সেন্ট মার্ক গির্জায় বৃদ্ধ পাদ্রির সই জোগাড় করে নিয়েছে আগেই। সরু নিব-এর কলম দিয়ে সেই সই রেফারি হিসেবে হুবহু জাল করে বসিয়ে দিল আবেদনের ফর্মে। সেন্টমার্ক গির্জার সিলমোহর জাল করে তার ছাপ বসিয়ে দিল পাদ্রির সই-এর নিচে।

ক'দিন পরেই পাসপোর্ট এসে পৌঁছোল শৃগালের হাতে। এবার বাড়ির দরজার তালা এঁটে সে এসে হাজির হল লণ্ডন বিমানবন্দরে। নগদ টাকা দিয়ে টিকেট কেটে কোপেনহেগেনগামী বিমানে চেপে বসল। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে পৌঁছে হোটেলে উঠল শৃগাল, উঠল নামী হোটেলে। পরদিন ড্যানিশ দোকানের লেবেল আঁটা সাদা শার্ট মোজা অন্তর্বাস আর একজোড়া কালো চামড়ার জুতো কিনল। এই লেবেলগুলোর জন্যই তার এসব কেনা। এগুলো কেটে এঁটে দেবে লণ্ডন থেকে কেনা জামাকাপড়ে লাগিয়ে দেবে পাদ্রির কলারে। ড্যানিশ পাদ্রির ছদ্মবেশে যাতে ধরা না পড়ে সেজন্যই এসব করছে সে। এরপরে গির্জা ও ধর্মতত্ত্বের ওপরে একটা বইও কিনল শৃগাল, পেট পুরে খাওয়া দাওয়া সেরে এরপরে সে বিমানবন্দরে পৌঁছে ব্রাসেলসে যাবার বিমানে চেপে বসল।

ক্ষুদে, ছোট, মাঝারি, বড় সবরকম আকারের আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির প্রতিষ্ঠান হিসেবে লিজ-এর ফাব্রিক নাশিওনাল কোম্পানি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক আগেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। এখানকার ডিজাইন এঞ্জিনীয়ার ছিলেন পল গুসেন। আত্মরক্ষার জন্য যুবতীরা হাতব্যাগে যে ক্ষুদে অটোমেটিক পিস্তল রাখে তা থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর মেশিনগান তৈরির একাধিক নক্সা একসময় বেরিয়েছে তাঁর মাথা থেকে, পরে তিনি বিভাগীয় প্রধানের পদও অর্জন করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে নাৎসী বাহিনী বেলজিয়াম দখল করল। ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য নানারকম আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করিয়ে নিতে লাগল তারা। এসব আগ্নেয়াস্ত্রের নকশা যেমন পল গুসেন তৈরি করতেন তেমনই গুপ্ত বিপ্লবী দলের জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচুর নকশাও তৈরি করেছেন তিনি, একসময় তাঁদের অনেককে তিনি গোপনে বেলজিয়ামের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয়ও দিতেন। শুধু তাই নয়। তাঁর নকশা অনুযায়ী তৈরি অনেক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যাকফায়ার হয়ে একসময় প্রচুর নাৎসী সৈনিককে খতম করেছিল।

অথচ খুবই পরিতোপের বিষয়, পল গুসেনের মত এক আদর্শবাদী দেশপ্রেমিককেও কর্মজীবনের মাঝামাঝি এসে জেল খাটতে হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পাঁচ ছ'বছর পরের ঘটনা সেটা। ঐসময় তাঁর প্রতিষ্ঠান আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির এক বড় অর্ডার পেয়েছিল এক বিদেশী খদ্দেরের কাছ থেকে। দু'পক্ষের কথাবার্তা চলার সময়ে হঠাৎ কিছু মোটা টাকা পাচার হয়ে গেল, ঘুষ নেবার অভিযোগে পুলিশ পল গুসেনকে গ্রেপ্তার করে তুলল আদালতে আসামির কাঠগড়ায়। বিচার শুরু হবার পরে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আদালতে দেয়া সাক্ষ্য জানালেন পল গুসেন এক সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মি, তাঁর নকশায় তৈরি অনেক আগ্নেয়াস্ত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অকেজো হয়ে প্রচুর নাৎসী সৈনিককে বধ করেছে, তাই এমন এক মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিক আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির বরাত পাবার জন্য মোটা টাকা ঘুষ খেয়েছেন একথা তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন না। তবু বিচারক পল গুসেনকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন, আপীলে সেই আদেশ কমে পাঁচবছরে এসে দাঁড়াল। ভাল কয়েদীর রেকর্ড থাকার ফলে শেষপর্যন্ত সাড়ে তিন বছর পরেই খালাস পেয়ে জেলের বাইরে এলেন পল গুসেন।

জেলে থাকতেই পল গুসেন শুনেছিলেন তাঁর স্ত্রী তাঁকে ডিভোর্স করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে গেছেন। দেনার দায়ে শহরতলীর ছবির মত সুন্দর বাড়িটাও বিক্রি হয়ে গেছে। তবু হতাশ হলেন না পল, রাজধানী

ব্রাসেলসের বাইরে ছোট একটা ফ্ল্যাট তিনি ভাড়া নিলেন, কোম্পানিতে অনেকদিন চাকরি করার সূত্রে বেশকিছু টাকা পাওনা হয়েছিল। এছাড়া ব্যাঙ্কে কিছু পুঁজিও তাঁর ছিল, এই টাকাগুলো আদায় করলেন পল। তারপরে ফ্ল্যাটের নিচে একফালি গ্যারেজে গড়ে তুললেন নিজের ওয়ার্কশপ। আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কাজ নতুন করে শুরু করলেন পল গুসেন, জেলে থাকতে মেয়াদ খাটতে আসা প্রচুর কুখ্যাত অপরাধীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, ছাড়া পাওয়ার পরে এদের অনেকেই ফিরে গিয়েছিল তাদের পুরোনো পেশায়। এবারে তারাই হয়ে উঠল তাঁর খদ্দের—তাদের ফরমাশ অনুযায়ী নানারকম আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিজের ওয়ার্কশপে তৈরি করতে লাগলেন তিনি। ইওরোপের বিভিন্ন দেশের অন্ধকার পাতালপুরীর বাসিন্দা যারা সেইসব খুনে গুণ্ডা বদমাশদের আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করে তিন চার বছরের মধ্যেই প্রচুর টাকার মালিক হলেন পল গুসেন। ওয়ার্কশপে বসে জলের মত টাকা কামাতে লাগলেন তিনি।

আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে গেলে যেকোন বেলজিয়ান নাগরিককে নিজের পরিচয়পত্র দেখাতে হয়। গুসেন জানেন কখনও প্রয়োজনে আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে হলেও তিনি নিজের পরিচয়পত্র আগ্নেয়াস্ত্রের দোকানে দেখাতে পারবেন না যেহেতু অতীতে তাঁর একবার জেল খাটবার রেকর্ড আছে পুলিশের কাছে। এসব ক্ষেত্রে তিনি জাল পরিচয়পত্র কাজে লাগান, একাজে এক পকেটমার আর এক জালিয়াত তাঁকে সাহায্য করে। এরা দু'জনেই একসময় জেল খেটেছিল তাঁর সঙ্গে।

পল গুসেন তাঁর ওয়ার্কশপে সবার নজর এড়িয়ে কিছু বেআইনি কাজ করবার করে চলেছেন এমন সন্দেহ মনে এলেও পুলিশের কর্তারা তাঁকে ধরতে পারেনি। যদিও জাল জালিয়াতির অনেক সরঞ্জাম ছিল তাঁর ওয়ার্কশপে। তবু একবার পুলিশের চীফ ইন্সপেক্টর এসে হাজির হলেন সেখানে। গুসেন আগে থেকেই তৈরি ছিলেন নিজের হাতে তৈরি একটি নকল ধাতুর মূর্তি তিনি চীফ ইন্সপেক্টরকে উপহার দিলেন। সন্দেহজনক কিছু নাগালের মধ্যে না পেয়ে চীফ ইন্সপেক্টর ভেতরে ভেতরে রাগে গজরাতে গজরাতে বিদায় নিলেন।

* * *

জুলাই ২১, ১৯৬৩। এক অচেনা ইংরেজ খদ্দেরের জন্য ভর দুপুরবেলা ওয়ার্কশপে অপেক্ষা করছেন পল গুসেন। এক চেনা বড় খদ্দের এই অচেনা খদ্দেরের কথা তাঁকে টেলিফোনে আগাম জানিয়েছেন।

নির্দিষ্ট সময়ে সেই অচেনা ইংরেজ এসে হাজির হল। পল গুসেন দেখলেন তার বয়স কোনমতেই ত্রিশ বত্রিশের বেশি হবেনা। লোকটির চুলের রং সোনালি, চোখে কালো চশমা। লোকটিকে নিজের অফিস কামরায় নিয়ে এলেন পল, মুখোমুখি চেয়ারে বসিয়ে গোড়াতেই বললেন, 'চশমাটা খুলে ফেলুন।' যুবক ইতস্তত করছে দেখে পল বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কাববার করতে এসেছেন; আমি মনে করি যদি আমরা দু'জনে দু'জনকে বিশ্বাস করতে পারি শুধু তাহলেই আমাদের মধ্যে কারবারের সম্পর্ক টিকতে পারে।'

যুবকটি এবারে চশমা খুলে গুসেনের দিকে তাকাল, পল গুসেন অবাক হয়ে দেখলেন সে চোখের চাউনি বড় অদ্ভুত, শীতের ধূসর কুয়াশা ছাড়া আর কিছু নেই সে চাউনিতে। অস্বস্তি বোধ হতে চোখ সরিয়ে নিলেন তিনি; দু'টো কাচের গ্লাস আলমারি থেকে বের করলেন পল, টেবিলে গ্লাসদুটো রেখে ছোট ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা বিয়ার ঢেলে গ্লাসদুটো কানায় কানায় ভরলেন। একটি গ্লাস যুবকের সামনে রেখে বললেন, 'বলুন মঁশিয়ে, আপনার জন্য কি করতে পারি।'

'আপনার কাছে কেন আসছি সেকথা লুই আপনাকে বলেনি?' বিয়ারে আলতো করে ঠোঁট ভিজিয়ে বলল যুবক।

'মঁশিয়ে লুই শুধু এটুকু বলেছেন যে উনি অনেকদিন থেকে আপনাকে চেনেন,' বিয়ারের চুমুক দিয়ে বললেন পল গুসেন। 'আর এও বলেছেন যে আপনি আমায় দিয়ে একটা আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করাতে চান যার দাম নগদ স্টার্লিং পাউণ্ডে আপনি মেটাবেন।'

'এতখানি যখন জেনেছেন', গ্লাসে আবার চুমুক দিয়ে যুবক বলল, 'তখন বলতে বাধা নেই যে বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি আছে এমন কিছু পয়সাওয়ালা লোককে আমি খতম করতে চাই আর সেজন্য দরকার এক

বিশেষ ধরনের শক্তিশালী রাইফেল আমি আপনাকে দিয়ে তৈরি করাতে চাই।'

'বাঃ, সাবাস', যুবকের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন পল গুসেন, 'কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে খতম করার ব্যাপারে আপনি আমারই মত এক বিশেষজ্ঞ। তাই আপনার কাজটা করে আনন্দ পাব বলেই মনে হচ্ছে। এবারে বলুন ঠিক কি রকম রাইফেল আপনি চাইছেন?'

'প্রথমে রাইফেলের আয়তন প্রসঙ্গে আসছি', যুবক বলল, 'দৈর্ঘ নয়, বিভিন্ন অংশের প্রস্থ আর মাপের কথা বলছি; হ্যাঁ, চেম্বার আর নিচের অংশটা হবে ঠিক এমনই, এতটা বড়', বলে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনি দিয়ে এমন একটা বৃত্ত আঁকল যার ব্যাস আড়াই ইঞ্চির কম দেখাচ্ছে।

'তার মানে গুলি একবারই চলবে', বললেন পল গুসেন, 'বারবার রিপিট করা যাবেনা। গ্যাস চেম্বার হলে বেশ বড় হয়ে যাবে, আার স্প্রিং লাগাতে গেলে আয়তন যাবে বেড়ে।'

'আমার মনে হচ্ছে এই রাইফেলটা বোল্ট অ্যাকশন হতেই হবে।'

'হ্যাঁ বেশ', একটা রাইফেলকে কতটা ছোট করে গড়া যায় মনে মনে তাই ভাবতে ভাবতে হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেললেন পল গুসেন। হাসিমুখে বললেন।

'বলুন, তারপর?'

'বোল্ট অ্যাকশনেরও কতগুলো ব্যাপার আছে', যুবক বলতে লাগল। 'মাউজার ৭.৯২ বা লী এনফিল্ড ৩০৩-এর মত হাতলসমেত বোল্ট হলে চলবেনা। বোল্টটাকে সরে আসতে হবে কাঁধের কাছে যাতে ওটা দু'আঙ্গুলে ধরে ব্রিচে গুলি ভরা যায়। এছাড়া ট্রিগার গার্ড আমার না হলেও চলবে। এছাড়া এমন ট্রিগার দরকার যা শুধু গুলি ছোঁড়ার সময় পরিয়ে নিতে হবে, অন্যসময় খুলে রাখলেই চলবে।'

'কেন জানতে পারি?' জানতে চাইলেন পল গুসেন।

'কারণ রাইফেলটাকে একটা সরু কেস বা টিউবে পুরে আমি নিয়ে যেতে চাই।' ইংরেজ যুবক বলল, 'আর সেই কেস বা টিউবটা এমন হতে হবে যাতে বাইরে থেকে দেখলে কোনরকম সন্দেহ মনের ভেতরে উঁকি না দেয়। এবারে বলুন তো, এই রাইফেলে কি আলগা ট্রিগার লাগানো যাবে?'

'নিশ্চয়ই লাগানো যাবে', বললেন পল গুসেন, 'যদি চান তাহলে সটগানের মত এক গুলির রাইফেলও বানিয়ে দেয়া যায়। বোল্ট-এর ঝামেলা না থাকলেও তাতে কবজা লাগান। তাই বোল্ট থাকা না থাকা একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আসলে আপনি যে রাইফেল চাইছেন তা বানাতে হলে পুরোটাই নিজেদের বানিয়ে নিতে হবে। একটা ধাতুর টুকরো নিয়ে আগে ব্রিচ আর চেম্বার তৈরি করতে হবে। আমার এই ছোট ওয়ার্কশপের পক্ষে কাজটা খুব কঠিন বুঝতেই পারছেন, তবে অসম্ভব নয়।'

'মালটা বানাতে কদ্দিন লাগবে?'

'তা মাসকয়েক তো বটেই' বললেন পল গুসেন।

'মরেছে।' যুবক বলল, 'অত সময় যে আপনাকে আমি দিতে পারছিনা, মঁশিয়ে!'

'তাহলে দোকান থেকে সাধারণ রাইফেল আগে কিনতে হবে,' বললেন পল গুসেন, 'তারপরে দরকার মত তার কাটছাঁট করতে হবে। যাক, বলুন, তার পরে আর কি কি হবে?'

'শুনুন', যুবক বলল 'রাইফেল যতদূর সম্ভব হালকা হতে হবে, বুঝেছেন? নল যেন এক ফুটের বেশি লম্বা না হয়।'

'কতটা দূর থেকে গুলি ছুঁড়বেন?'

'তা ধরুন একশো ত্রিশ মিটার দূর থেকে।'

'তাক করবেন কোথায়, বুকে না মাথায়?'

'হয়ত মাথাই তবে বুকও তাক করতে পারি।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে বুক অথবা মাথা কোথায় তাক করবেন তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেননি, মনে হচ্ছে আপনি শিকারের দিকে রাইফেল তাক করার সময় তার সামনে দিয়ে অনেকে হেঁটে চলে বেড়াবেন কেমন, তাই তো?'

'হয়ত তাই।'

ভুলে যাবেননা প্রথম গুলি ছোঁড়ার পরে ফাঁকা কার্তুজ বের করে ব্রিচ এঁটে আবার তাক করতে ঢের সময় লাগবে, এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয়বার গুলি ছোঁড়ার সুযোগ আপনি পাবেন ভাবছেন?'

'বোধহয় সুযোগ পাবনা মনে হচ্ছে', যুবকটি বলল, 'তবে সাইলেনসার ব্যবহার করলে গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ হবেনা আর কেউ কিছু টেরও পাবেনা, সেই সুযোগে গুলি ছোঁড়ার আরেকটা সুযোগ আমি পেতে পারি। আর প্রথম গুলি 'শিকার'-এর মাথায় বেঁধার পরেও পালিয়ে যাবার জন্য সাইলেনসার আমার দরকার হবে, কোনদিক থেকে বুলেট ছুটে এসেছে লোকে তা টের পাবার আগে পালিয়ে যাবার জন্য কয়েকটা মিনিট সময় আমার দরকার।'

'হুঁম, আপন মনে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন পল গুসেন, 'শিকার'-এর মাথা যখন তাক করতে চান তখন কয়েকটা এক্সপ্লোসিভ কার্ট্রিজ আপনাকে বানিয়ে দেব। কি বলছি বুঝলেন?'

'বুঝলাম', তবু বলল, 'গ্লিসারিন না মার্কারি কোনটা দেবেন?'

'তা মার্কারিই ভাল অনেক বেশি সাফ', গম্ভীরগলায় বললেন পল গুসেন, 'ইয়ে....রাইফেলটা সম্পর্কে আর কিছু বলবেন কি?'

'বলব বইকি', যুবক বলল, 'রাইফেলের আয়তন কমাতে নলের নিচের কাঠ পুরোপুরি বাদ দেবেন। স্টেনগানের মত ফ্রেম-স্টক রাখবেন, তার তিনটে অংশ ওপরের নিচের আর কাঁধে ঠেশ দেবার জায়গাটা আলাদা করে স্ক্রু খুলে নিলে হয়ে যায় তিনটে আলগা রড। এছাড়াও লাগবে সাইলেনসার আর টেলিস্কোপিক সাইট, যে দুটো আলাদা করে খুলে নেয়া যাবে।'

বিয়ারে চুমুক দেবার ফাঁকে গভীর ভাবে কিছুক্ষণ ভাবলেন পল গুসেন, গ্লাস খালি হয়ে আসতে যুবক বলল, 'কি মশাই যা চাইছি করে দিতে পারবেন?'

'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে?' বিনীত হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে বললেন পল, 'দুঃখিত, একটু ভাবছিলাম' হ্যাঁ, কি বলছিলেন যেন কাজটা করতে পারব কিনা? আপনার চাহিদা বড্ড জটিল হলেও বলছি যা চাইছেন তাই তৈরি করে দেব, এখনও পর্যন্ত কোনও কাজে হেরে যাইনি। আপনি শিকারে যেতে চান কিন্তু এমনভাবে হাতিয়ার বয়ে নিয়ে যেতে চান যাতে কারও চোখে না পড়ে, কারও সন্দেহ না হয়। শিকারে যাবার জন্য আপনি হান্টিং রাইফেল চাইছেন আর তাই পাবেন। হরিণ আর খরগোশ মারার জন্য ২২ বোরের মত ছোট হলে যেমন চলবেনা, তেমনই ৩০০ বোর-এর মত বড়ও নয়; নিরাশ হবার কিছু নেই। সূক্ষ্ম কাজ আর কারিগরি সমেত এমনই দামি রাইফেল ব্রাসেলসের অনেক দোকানে আমার চোখে পড়েছে। এক্সপ্লোসিভ কার্ট্রিজ ভরে ছুঁড়লে তা দিয়ে বড় দু'পেয়ে শিকারও সহজে মারা যায়, বুঝলেন কিনা....তা এবারে বলুন তো আপনি যাকে মারতে চান সেই' শিকারটি দাঁড়িয়ে থাকবে না নড়াচড়া করবে?'

'দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'তাহলে তো কোনও ভাবনাই আর থাকছে না', হাসিমুখে বললেন পল গুসেন, 'তিনটে আলাদা রড দিয়ে ফ্রেম স্টক আর স্ক্রু-আঁটা ট্রিগার, এসবই হাতের কাজ। সাইলেনসার লাগানোর জন্য নলের আগাটা হয় ছেঁটে দিতে হবে নয়ত ইঞ্চি আটেকের মত ছেঁটে দিলেই হবে কিন্তু তাতে নিশানা কিন্তু কমে যাবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনার তাক কেমন মঁশিয়ে ভাল তো?'

মুখে কিছু না বলে যুবকটি সায় দেবার ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বোঝাল তার হাতের তাক ভালই বলা চলে।

'তাহলে ভাবনা নেই', বললেন পল গুসেন, 'একশো ত্রিশ মিটার দূরে দাঁড়ানো স্থির যে কারও মাথায় আপনার ছোঁড়া গুলি ঠিক গেঁথে যাবে। টেলিস্কোপিক সাইট আর সাইলেনসার আমি নিজেই তৈরি করে নেব। মুশকিল একটাই হান্টিং রাইফেলে টেলিস্কোপিক সাইট লাগালেও কেউ কখনও সাইলেনসার বসায় না। যাক, আপনি বলছিলেন রাইফেলটার বিভিন্ন অংশ বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ফাঁকা নলের একটা কেস আপনার দরকার তা এব্যাপারে কিছু ভেবেছেন?'

জবাব না দিয়ে ইংরেজ যুবক চেয়ার ছেড়ে উঠে পল গুসেনের পাশে এসে দাঁড়াল, জ্যাকেটের ভেতরে ডান হাত গুঁজে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে কি না কি বের করে জ্যাকেটের ভেতর থেকে এমনই ভীতির ছাপ ফুটল পল গুসেনের দু'চোখে। কিন্তু পিস্তল বা ছুরিছোরা নয়, জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা পেনসিল টেনে বের করল সেই যুবক, গুসেনের সামনে রাখা ডেস্ক প্যাডের সাদা পাতায় পল গুসেন যে ফাঁপা নলের কেস-এর কথা বলছিলেন পেনসিলের কয়েকটা রেখার সাহায্যে তার নকশা নিমেষে ফুটিয়ে তুলল, নকশাটা গুসেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ভাল করে দেখুন কিছু বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ', আড়চোখে নকশাটা দেখে বললেন, 'বুঝতে পারছি।'

'হুঁম', নিজের মনে চাপাগলায় বলতে লাগলেন পল গুসেন অ্যালুমিনিয়মের ফাঁপা খণ্ড খণ্ড টিউব দিয়ে কেসটা তৈরি করার কথা বলছেন, স্ক্রু দিয়ে যার জোড়গুলো আঁটা থাকবে' পেনসিল দিয়ে নকশার একটা জায়গায় আলতো টোকা মেরে যুবক বলল, 'রাইফেলের স্টকের একটা পা থাকবে এখানে আর এখানে থাকবে আরেকটা পা। দুটোই লুকোনো থাকবে এই নলের ভেতরে। রাইফেলের কাঁধে ঠেস দেওয়ার এই জায়গার পুরোটাই থাকবে এখানে। আবার এখানে দেখুন বলতে বলতে নকশার আরেক জায়গায় টোকা মেরে সে বলল, 'বোল্টসমেত রাইফেলের ব্রিট থাকছে সবচেয়ে মোটা অংশটায় সেটা নল পর্যন্ত সরু হয়ে আসবে, তাই না? এই এখানে আর এখানে থাকছে টেলিস্কোপিক সাইট আর সাইলেনসার। এরপর আসছে কার্ট্রিজের প্রসঙ্গ, ওগুলো গুঁজে দেওয়া যাবে তলার এই ছোট পা-ও যেমন বললাম গোটা জিনিসটা খুলে তেমনই ঢুকিয়ে নিলে কারও কোনও সন্দেহ হবেনা। আবার ভাল করে দেখুন স্ক্রু খুলে ওর সাতটা অংশ আলাদা করে নিলেই টেলিস্কোপিক সাইট, সাইলেনসার, কার্ট্রিজ, এসব বেরিয়ে পড়বে, এছাড়া তিনটে পা দিয়ে ফ্রেম স্ট্রাকটাও তুলে বসানো যাবে। এইভাবে আমার মনের মত রাইফেলটা পেয়ে গেলেন কেমন?'

কয়েক সেকেণ্ড ঘাড় ঝুঁকিয়ে পল গুসেন নকসাটার সঙ্গে একাত্ম হয়ে রইলেন, তারপরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, মাথা সোজা রেখে ডান হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললেন, 'সত্যি, আশ্চর্য প্রতিভা আছে আপনার মানতেই হচ্ছে, ধরা দূরে থাক কেউ সন্দেহ করতে পারবেনা। অথচ কত সহজ?....যান মশাই, কথা দিচ্ছি যেমন চাইছেন তেমন একখানা রাইফেল আমি আপনাকে তৈরি করে দেব।'

'অশেষ ধন্যবাদ' যুবক বলল, 'কিন্তু মনে রাখবেন ঠিক দু'হপ্তার মধ্যে জিনিসটা আমার চাই। বলুন এত শীগগির তৈরি করে দিতে পারবেন?' 'একশোবার পারব' প্রখর আত্মবিশ্বাস ফুটে বেরোলো পল গুসেনের গলায়। বন্দুক কিনতে তিনটে দিন লাগবে, তারপরে আপনার ফরমাশ মতন কেটেকুটে তৈরি করতে আরও হপ্তাখানেক। টেলিস্কোপিক সাইট আমি ঠিক জোগান করে নেব, জিনিসটা হাতে পাবার পরে একশো ত্রিশ মিটারের মধ্যে শিকার'কে খতম করার জন্য জিরো 'জিরোইং' করে নেবেন। সাইলেন্সার তৈরি করা এক্সপ্লোসিভ কার্তুজ তৈরি করা বাইরের কেসিং বানালে দিনরাত খাটলে ঐসময়ের মধ্যে হয়ে যাবে। আপনি নাহয় দু'একদিন আগে এসে একবার দেখে যাবেন। জিনিসটা ভাল করে দেখে যদি আর কিছু জোড়া বা বাদ দেবার থাকে বলবেন। আপনি করেছি পরে আসুন।

'বেশ' যুবক বলল, 'আজ থেকে ঠিক সাতদিন পরে কিন্তু দু'হপ্তার মধ্যে যে কোনদিন আসতে পারি। আমায় চৌঠা অগাস্টের মধ্যে যে ভাবে হোক লণ্ডনে ফিরে যেতেই হচ্ছে, তাই দু'হপ্তার বেশি একটি সময় আপনাকে দিতে পারবনা।'

'বেশ তো, পল বললেন, 'পয়লা অগাস্ট এসে যদি জিনিসটা দেখে যান তাহলে চৌঠা অগাস্টের মধ্যে আপনি মাল ডেলিভারি পাবেন।'

'খুব ভাল' যুবক বিয়ারের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, 'এবারে খরচখরচা কত পড়বে তাই বলুন।'

'যে জিনিস চাইছেন' চোখ পিটপিট করতে করতে পল গুসেন বললেন, দু'পেয়ে 'শিকার' মারার হাতিয়ার হলেও তা হবে এক অদ্ভুত শিল্প, গোটা ইওরোপে আমি ছাড়া আর কোনও কারিগর এ জিনিস তৈরি করতে পারবে না তা আমি বাজি রেখে বলতে পারি। আপনার মত এই পেশায় আমিও জানবেন সবার সেরা, বিশেষজ্ঞ বললে বেশি বলা হবেনা। আমার ফি পড়বে একহাজার ইংলিশ পাউণ্ড। এছাড়া কার্ট্রিজ টেলিস্কোপিক

সাইট এসবের জন্য আরও দুশো পাউণ্ড পড়বে। আপনার রাইফেলের জন্য মোট খরচ পড়বে বারোশো ইংলিশ পাউণ্ড।

দরাদরি না করে পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে যুবক তাঁর সামনে রেখে বলল, 'আজ এই পাঁচশো পাউণ্ড আগাম দিয়ে যাচ্ছি, এগারোদিন পরে এসে বাকি সাতশো পাউণ্ড দিয়ে আমার মাল নিয়ে যাব কেমন তাই তো?'

'আপনার সঙ্গে কাজ করা সত্যিই আনন্দের বিষয়' নোটগুলো গুছিয়ে আলমারির ভেতরে লকারে রেখে চাবি দিয়ে পাল্লা এঁটে বললেন পল গুসেন।

'আরেকটা কথা বলে যাচ্ছি দেখবেন ভুলে যাবেন না যেন', ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে বলল সেই ইংরেজ যুবক 'যে আমায় আপনার কাছে পাঠিয়েছে সেই লুই-এর সঙ্গে আর যেন কোনও মতেই যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন না, আর আমি কে, কাদের হয়ে কাজ করছি এসব খোঁজ খবর লুই বা আর কারও কাছে নেবার চেষ্টা করবেন না। যদি করেন তাহলে জানবেন সে খবর আমার কানে ঠিকই পৌঁছোবে আর তখন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারেবেনা। ক'দিন বাদে ফিরে আসব আগেই বলেছি। এসে যদি টের পাই আপনি পুলিশে খবর দিয়েছেন বা আমায় ধরার জন্য ফাঁদ পেতেছেন তাহলেও কিন্তু আপনি মরবেন, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারবেনা, কি বললাম বুঝতে পেরেছেন, মঁশিয়ে গুসেন?' পল গুসেনের চোখে চোখ রেখে কথাগুলো বলল সেই যুবক, ভাবলেশহীন সেই চাউনির দিকে তাকিয়ে ভেতরে ভেতরে সত্যিই কেঁপে উঠলেন মঁশিয়ে পল গুসেন। ইওরোপের অনেক কুখ্যাত খুনে গুণ্ডা বদমাশের সঙ্গে তিনি কারবার করেছেন, কিন্তু এমন নির্মম ভাবলেশহীন চাউনি তাদের কারও চোখে দেখেননি। পল গুসেন অনুভব করলেন এই ইংরেজ ছোকরা সত্যিই মৃত্যুদূত সে যা বলছে তা নিছক হুমকি বা হুঁশিয়ারি নয়। মঁশিয়ে গুসেন গোড়ায় ভেবেছিলেন জোরে চেঁচিয়ে উঠবেন, কিন্তু যুবকের চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন, মেজাজ যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা করে গলা নামিয়ে বললেন, 'আপনি কে কার হয়ে বা কার বিরুদ্ধে কাজ করছেন এসব জানার এতটুকু আগ্রহ আমার নেই, জেনে রাখুন যে রাইফেলটা আপনাকে তৈরি করে দেব তাতে কোনও নম্বর মার্কা বা নির্মাতার নাম ঠিকানাও থাকবেনা। এসব দেখে পুলিশ যাতে আমার খোঁজ না পায় তা দেখা যে আমারই স্বার্থ আশা করি তা বুঝতে পারছেন, আচ্ছা যথেষ্ট ধন্যবাদ আপনাকে গুড নাইট।'

সেই ব্রিটিশ যুবক শৃগাল বাইরে বেরিয়ে এল, ট্যাক্সি চেপে চলে এলো শহরের মাঝখানে হোটেল আমিগোতে। ফরাসি রাষ্ট্রপতিকে খতম করার জন্য বিশেষ ধরনের রাইফেল তৈরির বায়না দিয়ে ভাড়াটে খুনি শৃগাল এরপরে লুই নামে তার এক চেনাশোনা লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করল। লুই যখন কাটাঙ্গায় ছিল তখন থেকে তাকে চেনে শৃগাল। পাসপোর্ট পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স আর বিমা পলিসি থেকে শুরু করে সরকারি শীলমোহরের ছাপ দেয়া যেকোন দেশের সরকারি দলিল আর কাগজপত্র জাল করার ওস্তাদ কারিগরদের গোপন আস্তানার হদিশ দেবার উপযুক্ত লোক হল এই লুই। বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি আর জালিয়াতি কারবারে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস হল ইওরোপের বজ্জাত আর পাপিষ্ঠদের মহাতীর্থ। স্রেফ এসব কারবার করে খেয়ে পরে টিকে আছে এমন প্রচুর ওস্তাদ এখানে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিন্তু ওস্তাদ হলেও তাদের মধ্যে কজন সত্যিসত্যিই বিশ্বস্ত সে প্রশ্ন থেকেই যায়—এদের অনেকেই 'মাল' তৈরি করার টাকা আগাম পাবার পরেও প্রতিপক্ষের টাকা খেয়ে নয়ত পাকড়ধর খাবার ভয়ে পুলিশের কাছে সব কথা উগরে দেয়। ও এস এস এর তিন চাঁই-এর সঙ্গে তার মোলাকাতের খবর এরই মাঝে চর মারফত পুলিশের কানে পৌঁছেছে কিনা কে জানে, তাই এইমুহূর্তে তার এমন লোক দরকার যে একইসঙ্গে কারিগর হিসেবে ওস্তাদ আর বিশ্বাসভাজন।

লুই যার হদিশ দিলরু ন্যুভের এক বার-এ এসে সেই লোককে পেয়ে গেল শৃগাল। লুই-এর কাছ থেকে বিশেষ দরকারে এসেছে শোনার পরে লোকটা তাকে নিয়ে এল পর্দা ঢাকা তেমনই এক খুপরি কেবিনে। রাস্তায় দাঁড়ানো সস্তার বেশ্যাদের নিয়ে খানিক সময় কাটাতে পেঁচি মাতালেরা যেখানে এসে ঢোকে। তব

নিজের নামে ইস্যু করা একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স পকেট থেকে বের করল শৃগাল। কোনও ভূমিকা না করে বলল, এটা যার লাইসেন্স, সে আর বেঁচে নেই। ব্রিটেনে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হয়েছে তাই এই লাইসেন্স-এর প্রথম পাতাটা আমার নামে করে দিতে হবে', বলে ডুগানের নামে ইস্যু করা পাসপোর্টখানা এগিয়ে দিল। জালিয়াত দেখল পাসপোর্টখানা একদম আনকোরা নতুন, মাত্র তিনদিন আগে তা ইস্যু করা হয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্সটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'এত খুব সোজা কাজ দেখছি। ব্যস, শুধু এইটুকু?' 'না' শৃগাল বলল, 'আরও কাজ আছে একটা ফরাসি পরিচয়পত্র আমায় বানিয়ে দিতে হবে', বলে একটা ফোটো বের করে সামনে রাখল।

ফরাসি পরিচয়পত্র যেভাবেই হোক একটা জোগাড় হয়ে যাবে। আত্মবিশ্বাসে ভরা গলায় বল জালিয়াত। তার নির্দেশে ওয়েটার একে খালি মগে আবার বিয়ার ঢেলে দিল, মগে চুমুক দিয়ে ফোটোটা ইশারায় দেখিয়ে বলল, 'কিন্তু এই ফোটোর যে কাজটার কথা বলছেন সেটা আপনার ফরমাশ মত করা কিন্তু খুব জটিল আর কঠিন হবে।'

শৃগাল কোনও মন্তব্য না করে শুনতে লাগল। জালিয়াত বলল, সাধারণত যারা জাল দলিল বানায় তারা কাগজে নিজেদের ফোটো আঁটে। কিন্তু আপনি এমন ফোটো চাইছেন যেখানে আপনাকে এখনকার চেয়ে বেশ বয়স্ক দেখাবে চুলের ছাঁট ও হবে অন্যরকম। উহুঁ, কাজটা সেরে ওঠা বেশ শক্তই হবে।' মন্তব্য না করে শৃগাল বিয়ারের মগে ঠোঁট ছুঁইয়ে আলতো চুমুক দিতে লাগল। জালিয়াত বলল, 'তাই এমন কাউকে আমাদের দরকার যার চেহারা আর বয়স কার্ডের ফোটোর মতই হবে, যার মুখ আর মাথার গড়ন আপনার মতই হবে। তারপরে তার চুল ছেঁটে তেমনই করে কার্ডে লাগাতে হবে। কেমন কি বললাম, বুঝলেন? তখন থেকে আপনাকে এই লোকটির মত ছদ্মবেশ আপনাকে নিতে হবে। কেমন, কি বললাম বুঝলেন?'

'হুঁম।'

'কাজটা জটিল' জালিয়াত বলল, 'তাই সারতে সময় নেবে। আপনি এখানে আছেন ক'দিন?'

'শীগগিরই চলে যাব' শৃগাল বলল, '১লা অগাস্ট তারিখে আবার ফিরে এসে তিনদিন থাকব, তবে ৪ তারিখে আমায় যে ভাবে হোক, লণ্ডনে ফিরে যেতেই হবে।'

আলেকজাণ্ডার জেমস কোয়েন্টিন ডুগানের নামটা একচিলতে কাগজে লিখে নিল জালিয়াত, পাসপোর্টটা শৃগালকে ফিরিয়ে দিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স আর কাগজের টুকরোটা ঢোকাল নিজের পকেটে। মুখ তুলে বলল, 'ঠিক হ্যায়, লুই যখন আপনাকে পাঠিয়েছে তখন যত কঠিন হোক আপনার কাজ আমি ঠিক করে দেব। তবে তার আগে আপনার দুটো ফোটো চাই, দুটোই এখনকার চেহারার। একটা মুখের সামনের আরেকটা পাশের। আবার বলে রাখছি, একাজে খাটনি আছে, সময় যেমন লাগবে তাই খরচপত্র একটু বেশি রকম লাগবে। মনে হচ্ছে সবার নজর এড়িয়ে পকেট সাফ করতে পারে এমন একজন ভাল পকেটমারকে সঙ্গে নিয়ে আমায় একবার ফ্রান্সে যেতে হবে, শুধু আপনার এই কাজের জন্য। আগে চেষ্টা করে দেখব এখানে ব্রাসেলসে বসেই কিছু পাওয়া যায় কিনা, না পেলে তো কাজটা করে দিতে হবে। তাই বলছিলাম...' বলে সে আমতা আমতা করতে লাগল।

'কত খরচ পড়বে?' জালিয়াত কি বলতে চাইছে বুঝতে পেরে জানতে চাইল শৃগাল।

'তা কম করে কুড়ি হাজার বেলজিয়ান ফ্রাঁ তো লাগবেই' জালিয়াত মিনতি করে বলল, 'দোহাই। এর চেয়ে কম করতে বলবেন না। আর কেউ হলে ঠিক পঞ্চাশ হাজার হাঁকতাম।'

'তার মানে প্রায় দেড়শো পাউণ্ড', মনে মনে হিসেব কষে নিয়ে শৃগাল বলল, 'বেশ, তাই দেব। আজ একশো পাউণ্ড দেব মাল হাতে পেলে বাকি পঞ্চাশ....'

'তাহলে আর দেরি না করে চলুন আপনার ফোটো দুটো তুলে নিই।' বলতে বলতে মগে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল জালিয়াত। রুমালে ঠোঁট মুছে বলল, 'আমায় নিজের স্টুডিও আছে, আপনাকে সেখানেই নিয়ে যাব। দয়া করে চলুন আমার সঙ্গে।'

বিয়ারের দাম মিটিয়ে বার-এর বাইরে এল দু'জনে। ট্যাক্সিতে চেপে মাইলখানেক দূরে শহরের ঘিঞ্জি

এলাকার পুরোনো বাড়ির সামনে এসে পৌঁছোলো দু'জনে। বাড়ির বেসমেন্টের ফ্ল্যাটে একটা শস্তার স্টুডিওয় জালিয়াত শৃগালকে নিয়ে এল সেখানে। ঘরের কোণে একটা বড় বাক্স। ডালা খুলতে শৃগাল দেখল দামি ক্যামেরা থেকে শুরু করে হরেক রকম পরচুলা চশমা প্রসাধন সমেত মেক-আপের নানা সরঞ্জাম থরে থরে রাখা আছে তার ভেতরে। শৃগালের মুখে পুরো দুটি ঘন্টা ধরে নানারকম মেক-আপ লাগাল জালিয়াত। তারপরে কদমছাঁট পাকাচুলের একটা পরচুল বের করে বলল, 'আপনার নিজের মুখে যদি এমনই রং করে নেন আর চুলে যদি এমনই কদমছাঁট দেন তাহলে কেমন দেখাবে তাই ভাবছি।'

'ফোটো তুলে দেখুন', শৃগাল বলল, 'তাহলেই বুঝবেন।'

যন্ত্র নিয়ে শৃগালের মুখের সামনের আর পাশের ফোটো তুলল সেই বেলজিয়ান জালিয়াত। নিজে হাতে ডেভেলপ আর প্রিন্টিং পর্ব সমাধা করল। খদ্দেরের সামনে মোট ছ'টা ছবির প্রিন্ট নামিয়ে রাখল জালিয়াত। শৃগাল দেখল মেক-আপের গুণে ফোটোতে তার মুখখানা এক ক্লান্ত রোগাটে চেহারার বুড়োমানুষের বলে মনে হচ্ছে মাথায় যার কদমছাঁট পাকা চুল।

'ফোটোতে ভালই মানিয়েছে আপনাকে' জালিয়াত হেসে বলল, 'তা মানিয়েছে ঠিকই' সায় দিয়ে বলল শৃগাল, 'কিন্তু মুশকিল হল ঘন্টার পরে ঘন্টা বসে এমনই মেক-আপ তো আমি একা নিতে পারবনা। তাছাড়া এখানে বন্ধ ঘরে থাকলেও কাগজপত্রগুলো যখন দেখানোর দরকার হবে তখন আমি থাকব খোলা আকাশের নিচে।

'তাতে কোনও অসুবিধে হবেনা', জালিয়াত বলল, 'হাজার মেক-আপ নিলেও আপনার মুখ হুবহু ফোটোর মত দেখাবে না তাছাড়া যারা কাগজপত্র পরীক্ষা করবে তারা গোড়ায় তাকাবে আপনার মুখের দিকে তারপরে কাগজপত্র দেখতে চাইবে। কাগজে এই বড় দুটো ফোটোর একটাও তো আঁটবেনা, যেটা আঁটবে বড়জোর তার মাপ হবে তিন বাই চার সেন্টিমিটার। অত ক্ষুদে ফোটোতে আপনার মুখ হুবহু এই বড় ফোটোগুলোর মত কিছুতেই আসবেনা। চেহারা পাল্টাতে বলে দিচ্ছি গোড়ায় মাথার চুল এই পরচুলার মত কাঁচা পাকা করে নেবেন। তারপরে এমনই কদমছাঁট দেবেন, দু'তিনদিন দাড়ি কামাবেন না তারপরে ব্লেড এর বদলে ক্ষুর দিয়ে দাড়ি গোঁফ কামাবেন, কামাতে গিয়ে গাল একটু আধটু কেটে ফেলবেন বুড়োদের বেলায় যা প্রায়ই হয়। এছাড়া সম্ভব হলে একটু কর্ডাইট চিবিয়ে গিলে ফেলবেন, তাতে মুখের রং ফ্যাকাশে দেখাবে। ইয়ে মানে এসব করতে তো খরচ হবে কিছু আগাম দিয়ে গেলে ভাল হয়।'

পকেট থেকে কুড়িটা পাঁচ পাউণ্ড নোট বের করে তাকে দিল শৃগাল। বেলজিয়ান জালিয়াত টাকাগুলো জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে পুরে বলল, 'মনে রাখবেন অগাস্টের প্রথম তিনদিন রোজ সন্ধ্যে থেকে সাতটা একঘন্টা আমি ঐ বার-এ আপনার জন্য অপেক্ষা করব যেখানে আজ আমাদের দেখা হল। আপনি না এলে ধরে নেব যেকোন কারণেই হোক কাজটা আপনি করতে চাননা।'

একটি কথাও না বলে গম্ভীর ভাবে তার বক্তব্য মন দিয়ে শুনল শৃগাল, তারপরে পরচুল খুলে স্পিরিট দিয়ে ঘষে তুলে ফেলল মুখের মেক-আপ। টাই আর কোট পরে নিয়ে বলল, 'এবারে মন দিয়ে শুনুন, কাজ হয়ে যাবার পরে আমার দেয়া কাগজগুলো ঐ বারে নিয়ে গিয়ে আমায় ফেরত দেবেন। নতুন লাইসেন্স আর সেইসঙ্গে লাইসেন্সের যে পাতাটা আপনি ছিঁড়ে নেবেন তা আপনি আমায় ফিরিয়ে দেবেন। আর খানিক আগে আমার যে ফোটোগুলো তুললেন তার সব প্রিন্ট আর নেগেটিভও আমার ফেরত চাই। ড্রাইভিং লাইসেন্সে আসল মালিকের নাম আর ডুগানের নাম একদম ভুলে যাবেন। ফরাসি সরকারের কাগজে আমার যা খুশি নাম দিতে পারেন কিন্তু সেটা যাতে সাধারণ হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। কাগজপত্র সব আমাকে দেবার পরে ঐ নামটাও মুছে ফেলবেন মন থেকে। আমার কথামত যদি কাজ না করেন বা আমার কথা যদি আর কাউকে বলেন তাহলে আপনি কিন্তু প্রাণে বাঁচবেন না। কেমন। কি বললাম বুঝলেন?'

শৃগালের মুখের দিকে বেলজিয়ান জালিয়াত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। লোকটা কোকেন চরস বা হিরে বেলজিয়াম থেকে ইংল্যাণ্ডে চোরাপথে চালান দেবার জন্যই বুড়োমানুষের ভেক নিতে চায় গোড়ায় এটাই সে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু এখন সে যে মিছে হুমকি দিচ্ছে না তার ধোঁয়াটে হিংস্র চোখের চাউনি দেখেই

তা বুঝতে পারল। একবার ঢোক গিলে জালিয়াত বলল, 'বুঝতে পেরেছি মঁসিয়ে।'

* * *

সেদিন তারিখটা ছিল ২২শে জুলাই। দুপুরে লাঞ্চ-এর সময় ট্রেনে চেপে শৃগাল এসে পৌঁছোলো প্যারির গারদু নর্দ স্টেশনে। এখানে ট্রেন থেকে নেমে সে ট্যাক্সি চেপে এসে পৌঁছোলো সুবাসনের এক ছোট হোটেলে। ছোট হলেও তাকে ব্রাসেলসের আমিগোর অভিজাত বলা যায়না। পাছে চেনাশোনা কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই ভয়েই প্যারিসে এসে এমন একটি ছোট হোটেলে উঠেছে শৃগাল। হোটেলের রেজিস্টারে নাম লিখেছে আলেকজাণ্ডার জেমস কোয়েন্টিং ডুগান। হোটেলে উঠেই বিদেশী পর্যটকদের মত প্যারি শহরের পথঘাটের একটা ম্যাপ কিনে ফেলল, নোটবই খুলে সেই ম্যাপের কয়েকটা জায়গায় দাগ দিল। তারপরে সে জায়গাগুলো গিয়ে ভাল করে দেখেও এলো। প্যারি শহরের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম নেপোলিয়ন বোনাপার্টের আদেশে তৈরি 'আর্ক দ্য ট্রায়াম্ফ বা 'বিজয়তোরণ' দেখল চারপাশ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কাছাকাছি যেসব দর্শক দেখল তারা ধরে নিল সৌম্য চেহারার এই ইংরেজ যুবক ফরাসি শিল্প স্থাপত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু ইংরেজ পর্যটকের ছদ্মবেশের আড়ালে এই ভাড়াটে খুনি যে আসলে ফায়ারিং অ্যাঙ্গলের হিসেব কষছে বা এখানে দাঁড়িয়ে গুলি ছোঁড়ার পরে ধরা পড়ার আগে জনতার ভিড়ে মিশে যাওয়া সম্ভব কিনা তা খতিয়ে দেখছে কেউ তা টেরও পেলনা।

নতরদাম গির্জাও খুঁটিয়ে দেখল শৃগাল কিন্তু তার মনে হল রাষ্ট্রপতিকে তাক করে গুলি চালানোর পক্ষে জায়গাটা তেমন সুবিধের হবে না। ২৮ শে জুলাই তারিখে সে এল রু দ্য রেণের ডানদিকের মোড়ে, জায়গাটায় নতুন নামকরণ হয়েছে প্লাস দ্যু, ১৯৪০-এর ১৮ই জুন তারিখে জেনারেল দ্যগলের অনুগামীরা ক্ষমতা অধিকার করেই জায়গাটার নাম দিয়েছিল বদলে।

জায়গাটা শৃগালের খুব পছন্দ হল, একমনে সে রু দা রেণের উঁচু বাড়িগুলো মুখ তুলে দেখতে লাগল। তার রাইফেলের গুলিতে খতম হবার আগে জেনারেল দ্যগল এখানে শেষবারের মত আসবেন, বিশাল চত্বরের মাঝখানে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়াবেন তিনি। শিরদাঁড়া টান টান করে শৃগাল মনে মনে হিসেব কষে দেখল রু দ্য রেণের পশ্চিম কোণের দালান থেকে তাঁর দূরত্ব খুব বেশি হলে হবে একশো ত্রিশ মিটার তার বেশি কোনওমতেই নয়।

শৃগাল হিসেব কষে দেখল রু দ্য রেণের প্রথম তিনটে বাড়ির যে কোনও একটা থেকে চত্বরে দাঁড়ানো লক্ষ্যবস্তুর দিকে গুলি ছুঁড়লে ফায়ারিং অ্যাঙ্গল একটু সূক্ষ্ম হবে ঠিকই। কিন্তু তার পরের বাড়িগুলো থেকে গুলি ছোঁড়ার কোনও অ্যাঙ্গলই সে পাবেনা। রু দ্য রেণের প্রথম তিনটি বাড়ি দেখে আসার জন্য শৃগাল সেদিকে এসে হাজির হল, রাস্তা থেকে কিছু ওপরে 'ডাচেস অ্যান' নামে এক কাফেতে বসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সে চারপাশ তাকিয়ে দেখল পুরো তিন ঘণ্টা ধরে। ঘন্টা তিনেক পরে 'আঁসি ব্রাসেরি অ্যালশাসিয়েনে' নামে খানিক তফাতের এক রেস্তোরাঁয় গিয়ে লাঞ্চও সেরে এল শৃগাল। খেয়েদেয়ে যে বাড়িগুলো ওর পছন্দ হয়েছে বাইরে থেকে ঘুরে ঘুরে সেগুলো দেখলো, সবকটাই অ্যাপার্টমেন্ট ভেতরে অগুনতি ফ্ল্যাট।

পরদিন আবার একই জায়গায় ফিরে এল শৃগাল। বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাতের গাছের নিচে একটা বেঞ্চে দৈনিক খবরের কাগজ খুলে বসে পড়ল, দু'হাতে খবরের কাগজ চোখের সামনে মেলে ধরল। কাগজের ওপর দিয়ে সামনের বাড়িগুলোর ওপরতলাগুলো দেখতে লাগল খুঁটিয়ে। মজবুত পাথুরে বাড়িগুলোর সবকটাই পাঁচ ছ'তলা উঁচু। শৃগাল লক্ষ করল বাড়িগুলোর ছাতে জানালা সমেত অনেকগুলো ঘর আছে। আগে এসব ঘরে বাড়ির কাজের লোকেরা থাকত এখন অবসরপ্রাপ্ত গরীব লোকেরা থাকে অল্প পেনশন যাদের একমাত্র রোজগার। শৃগাল ভেবে দেখল ওপরতলার কোনও ঘরে ঢুকে অন্ধকারে বসে থাকলে উল্টো দিকের ছাত থেকে কেউ তাকে দেখতে পাবেনা। এখন অসহ্য গরম চলছে তাই ঘরের জানালা খোল থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুশকিল হবে ঘরের বেশি ভেতরে ঢুকলে গুলি ছুঁড়তে তার ভারি অসুবিধা হবে। অনেক নিচে প্রাঙ্গনে দাঁড়ানো রাষ্ট্রপতির দিকে রাইফেল তাক করতে গেলে অ্যাঙ্গল পাওয়া মুশকিল হবে।

এসব ভেবে রেণের দু'ধারের তৃতীয় দুটো বাড়ি হিসেব থেকে সে বাদ দিল বাকি রইল চারটে বাড়ি। শৃগাল যখন গুলি ছুঁড়বে তখন ভরা বিকেল, সূর্য পশ্চিমে হেললেও দূরের বাড়িগুলোর ছাত বেয়ে ওপরতলার জানালাগুলোতে রোদ হয়ত তখনও থাকবে! এসম্পর্কে নিশ্চিত হতে ২৯শে জুলাই তারিখে একই জায়গায় বেলা চারটে পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল। ঐসময় পশ্চিমের বাড়িগুলোর একদম ওপরতলার জানালায় সূর্যের বাঁকা রশ্মি দেখতে পেল শৃগাল। দেখল দূরের বাড়িগুলোয় তখনও বেশ চড়া রোদ। তাই পশ্চিম দিকের দুটো বাড়িই সে শেষপর্যন্ত বেছে নিল।

পরের দিনও আবার একই জায়গায় এল শৃগাল। অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ির দেখাশোনা যে মেয়েটি করে এদিন তাকে দেখতে পেল সে। ফুটপাতের বেঞ্চে বসে শৃগাল দেখল মেয়েটি বাড়ির একতলার সদর দরজার চৌকাটে বসে উল বুনে চলেছে নিজের মনে। বিকেল চারটে নাগাদ উলের গুটি আর বোনার সরঞ্জাম গুটিয়ে ঢোলা জামার পকেটে পুরে উঠে পড়ল মেয়েটি, পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল পাঁউরুটির দোকানের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শৃগাল। দ্রুত পায়ে রাস্তা পেরিয়ে এপারে এসে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। ওপরে ওঠার সিঁড়িটা লিফটের খাঁচাকে মাঝখানে রেখে পাক খেয়ে উঠে গেছে, সেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল শৃগাল। একদম ওপরে ছ'তলায় পৌঁছে দেখল সরু সিঁড়ি চাতাল থেকে উঠে গেছে ছাতের দিকে। ছ'তলার দরজা বন্ধ। দুটো ফ্ল্যাট দুটো দরজার একটার নেমপ্লেটে লেখা 'মাদমোয়াজেল বারাজ্ঞার' অন্যটায় 'মঁশিয়ে আর মাদাম ফারিয়েব।' সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মুখে একতলায় ঘষা কাচের একচিলতে কামরা। এই বাড়ি দেখাশোনার দায়িত্ব যে মেয়েটার ওপরে ওটা তার অফিস। বাড়ির প্রত্যেক ফ্ল্যাটের গা তালার চাবি নিশ্চয়ই আছে। তার কাছে এসব ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল শৃগাল, মেয়েটির পদবি যে বার্থ তাও এতক্ষণে তার জানা হয়ে গেছে। মেয়েটি যখন একতলার দোরগোড়ায় বসে উল বুনছিল সেইসময় কিছু লোক পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মাদাম বার্থ সম্বোধন করে তাকে অভিবাদন জানাচ্ছে তা নিজের কানে শুনেছে সে।

সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে এল শৃগাল। ঘষা কাচের কামরার দিকে চোখ পড়তে দেখল মেয়েটি ফিরে এসেছে। বাইরে বেরিয়ে রুদ্য রেণ ধরে এগিয়ে চলল বাঁয়ে। দুটো ব্লক পেরিয়ে ডাকঘরের দেয়ালের শেষে একটা সরু গলি। নাম রু লিতার, ঐ গলি ধরে এগিয়ে চলল শৃগাল। ডাকঘরের শেষে একটা ঢাকা সরু সুড়ঙ্গের মত গলি, সিগারেট ধরানোর জন্য দাঁড়াল সে। দেশলাইয়ের আলোয় সুড়ঙ্গের চারপাশ দেখে নিল। শৃগাল দেখল ঐপথ ধরে অনায়াসে পৌঁছে যাওয়া যায় ডাকঘরের পেছনে। কাজ সেরে পালানোর একটা পথ শেষপর্যন্ত পাওয়া গেছে দেখে সে মনের সুখে সিগারেটে পরপর কয়েকটা লম্বা টান দিল।

রু লিতারের শেষে বড়রাস্তার মোড়ে শৃগাল সবে পৌঁছেছে ঠিক তখনই মোটর বাইক চড়া পুলিশ বাঁশি বাজিয়ে সব যানবাহন থামিয়ে দিল। তার খানিকবাদে কালো চামড়ার পোষাক আর মাথায় হেলমেট পরা দুই মোটরবাইকে চড়া পাইলট ধেয়ে এল চড়া সাইরেণ বাজিয়ে। তাদের খানিক পেছনে ছুটে এল দুটো সিত্রোঁ ডি এস-১৯ গাড়ি। সেই দুটো গাড়ির একটার পেছনের সিটে কালো স্যুট পরা পাতলা ছিপছিপে গড়নের এক বয়স্ক পুরুষকে মুহূর্তের জন্য স্পষ্ট দেখতে পেয়ে চমকে গেল শৃগাল। তাঁর অদ্ভুত খাড়া নাক পলকের জন্য চোখে পড়তে মনে মনে হাসল সে, মনে মনে তাঁর উদ্দেশ্যে বলল, কদিন বাদে আবার আপনাকে দেখব তবে তখন দেখব রাইফেলের টেলিস্কোপিক সাইটে মঁসিয়ে প্রাসিদাঁ। প্রেসিডেন্ট দ্যগলের গাড়ি চলে যাবার পরে রাস্তায় গাড়ি চলাচল আবার স্বাভাবিক হল, ট্যাক্সিতে চড়ে শৃগাল ফিরে এল হোটেলে।

পরদিন সকালবেলা, কিছু কেনাকাটা করবে বলে একটা বড় ঝোলা নিয়ে শৃগাল এল ফ্রি-মার্কেটে। অনেক দোকান ঘুরে সে কিনল একটা হাতফেরতা পুরোনো তেল চিটচিটে কালো টুপি, একটা সস্তা ট্রাউজার্স, একজোড়া তালিমারা জুতো আর একটা পুরোনো মিলিটারি গ্রেটকোট যার ঝুল হাঁটু ছাড়িয়ে যায়। বাজারের বাইরে একটা দোকানে মেডেল বিক্রি হচ্ছে সেখান থেকে কিছু পুরোনো সামরিক মেডেলও কিনে ফেলল শৃগাল। মেডেলের সঙ্গে কিনল একখানা বই তাতে বিভিন্ন সামরিক মেডেলের বিবরণ দেয়া আছে। কোন মেডেলে কি রঙের রিবণ-এ ঝোলাতে হয় তারও উল্লেখ আছে। রু রয়্যালে লাঞ্চ সেরে শৃগাল ফিরে

এল হোটেলে। কেনা মালগুলো গুছিয়ে রাখল একটা সুটকেসের নিচে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ফরাসি মুক্তিযোদ্ধাদের যেসব মেডেল দেয়া হয়েছিল সেই মেদাল মিলিতেয়ার, মেদাল দ্যলা লিবারেশিওঁ এই দুটো মেডেল বই দেখে বেছে আলাদা করে রাখল সে। বাকি মেডেলগুলো ফেলে দিল ডাস্টবিনে। রিসেপশনের খোঁজ নিয়ে জানল গার দু নর্দ ষ্টেশন থেকে বিকেল সোয়া পাঁচটায় ব্রাসেলসে যাবার একটা ট্রেন ছাড়ে। সেই ট্রেনে চেপে শৃগাল যখন ব্রাসেলসে এলো তখন প্রায় মাঝরাত, আর কিছুক্ষণ পরেই জুলাই মাস শেষ হবে।

* * *

ফরাসি বিদেশী ফৌজের পুরোনো সৈনিকদের একজন জোজো গ্রজিওরোস্কি নিজেও কর্পোরাল, ভিকতর কওয়ালস্কির মতই জাতিতে পোল, সহকর্মি আর অফিসারেরা তাকে ডাকত জোজো নামে। ইন্দোচীনের যুদ্ধে পায়ে চোট লেগে খোঁড়া হল জোজো। ফৌজি চাকরী ছেড়ে পাওনা টাকাকড়ি যা পেল তাই লগ্নি করে রেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে চাকাওয়ালা গাড়িতে ভাজাভুজি বিক্রি করতে লাগল। আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি হতে ১৯৫৩ সালে জোজো এক বিধবাকে বিয়েও করে ফেলল।

অন্যদিকে ভিকতর কওয়ালস্কি নিজেও বসে নেই। সবে গণিকাবৃত্তিতে ঢুকেছে জুলি নামে এমন এক যুবতীকে ভালবেসে সেও বিয়ে করে ফেলেছে। বিয়ের কিছুদিন পরে জুলি গর্ভবতী হল, কিন্তু জুলি জীবনকে উপভোগ করতে পারলেই বর্তে যায়। মা হয়ে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে সে চায়না। তবু এরই মাঝে ১৯৫৫ সালে জুলির মেয়ে হল। তার নীল চোখ আর একমাথা লালচে সোনালি চুল দেখে মুগ্ধ হল কওয়ালস্কি। আদর করে মেয়ের নাম রাখল সিলভি। অন্যদিকে জোজোর বউ-এর তখনও ছেলেপুলে হয়নি, জুলি নিজের সন্তানের দায়িত্ব নিতে চায়না। জেনে সিলভিকে পুষ্যি নিল জোজো। নিজের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর বিষয় সম্পত্তি জোজোর পুষ্যি মেয়ে সিলভির নামে লিখে দিয়েছে কওয়ালস্কি।

উল্লেখ করার বিষয় এসব খবর অনেক আগেই এসে পৌছেছে ফরাসি পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরে। কর্ণেল রদ্যাঁ মেজর রেণে এমক্লেয়ার আর আন্দ্রে কাসোঁ। ও এস এস-এর এই তিন পয়লা সারির পাণ্ডা যে রোমের এক হোটেলে লুকিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছে আর ফরাসি বিদেশী ফৌজের যেসব বিদ্রোহী সৈনিক চব্বিশঘন্টা তাদের ঘিরে রেখেছে তাদেরই একজন যে জোজোর পুষ্যি মেয়ে সিলভির বাপ কর্পোরাল ভিকতর কওয়ালস্কি তাও জানতে তাদের বাকি নেই। রোমে বসে ও এস এস-এর ঐ তিন পাণ্ডা কি করছে তা জানতে কান টানলেই মাথা আসে এই সনাতন নীতি কাজে লাগাল তারা। জোজোর দত্তক কন্যা সিলভি লিউকেমিয়ায় ভুগছে। ডাক্তারদের মতে যে কোন দিন যে কোন মুহূর্তে তার মৃত্যু ঘটতে পারে এই মর্মে কওয়ালস্কিকে একটি চিঠি তারা জোর করে জোজোকে দিয়ে লিখিয়ে কওয়ালস্কির কাছে পাঠাল।

টেবিলের ওপরে রাখা বাক্সটা লম্বায় প্রায় ছ'ফিট, চওড়ায় দেড় ফিট আর প্রায় চার ইঞ্চি মোটা। মঁশিয়ে গুসেন ঢাকনা তুলে ফেলতে শৃগাল দেখল বাক্সের ভেতরটা ঠিক একটা খোপ কাটা ট্রের মত, রাইফেলের একেকটা অংশের মাপ অনুযায়ী সেখানে কামরা তৈরি করা হয়েছে। তার চোখের সামনেই মঁশিয়ে গুসেন সেইসব খোপে রাখা আলাদা আলাদা পার্টসগুলো পরপর জুড়ে দিতে তৈরি হল চমৎকার এক রাইফেল। তার বাটপ্লেট বা কুঁদোটা ডান কাঁধে চেপে ধরল শৃগাল, বাঁ হাতে নলচেটা তুলে ধরল সোজা করে 'ট্রিগার' টেপার সঙ্গে সঙ্গে খুট করে মৃদু শব্দ হল। প্রাণ পেয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে এমন এক পুতুলকে কাপড় আর গয়না পরানোর ঢং-এ পরম মমতায় মঁশিয়ে গুসেন এবারে শৃগালের চোখের সামনেই সেই রাইফেলের নলের টেলিস্কোপিক সাইট আর সাইলেন্সার জুড়ে দিলেন, দেরাজ খুলে কাগজে মোড়া কয়েকটা কার্তুজও এগিয়ে দিলেন তার দিকে। শৃগাল লক্ষ করল কয়েকটা কার্তুজের আগার বুলেট খানিকটা চেঁছে আবার সিসে এঁটে মুখ বন্ধ করা হয়েছে। শৃগাল জানে শিকারের মৃত্যু নিশ্চিত করতে বুলেটের মুখ অল্প ছেঁদা করে এক ফোঁটা তরল পারদ ভেতরে ঢুকিয়ে সিসে দিয়ে ছেঁদা বন্ধ করেছেন মশিঁয়ে গুসেন। এর ফলে বুলেট চামড়া ভেদ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ তরল পারদ পুড়িয়ে সেখানকার হাড়, মাংস, মজ্জা, টিস্যু সব বিধ্বস্ত

হয়ে যাবে। জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী এই জাতীয় বুলেট ব্যবহার যে নিষিদ্ধ তাও জানে শৃগাল।

'ভালই তো বানিয়েছেন দেখছি'। মঁশিয়ে গুসেনের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'শৃগাল পুরো মালটা কবে দেবেন?'

'আরও পাঁচ ছ'দিনের কাজ বাকি', মশিঁয়ে গুসেন জবাব দিলেন, 'রাইফেলের পার্টসগুলো যার মধ্যে ভরে নেবেন বলছিলেন সেই টিউব নিয়েই হয়েছে মুশকিল। অ্যালুমিনিয়াম টিউব দিয়ে কাজ সারতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি, তারপরে স্টেনলেস স্টিল টিউব জোগাড় করেছি, এটা অ্যালুমিনিয়ামের মত নরম নয়, বেশ মজবুত। এটা দিয়েই টিউব বানিয়ে দেব। খুব বেশি দেরি হবেনা।'

'বেশ', নির্লিপ্ত মুখে শৃগাল বলল, 'হাতের টিপ ঠিক করার মত একটা লাগসই জায়গা কোথায় পাব বলুন তো? অন্তত দেড়শো মিটারের মত নিরিবিলি জায়গা?'

'নিরিবিলি জায়গা?' একমুহূর্ত ভেবে গুসেন বললেন, 'তা হলে আপনি সোজা আর্দেনের জঙ্গলে চলে যান। এ হপ্তাটা বাদ দিন, উইক এন্ডে বিস্তর লোক ওখানে পিকনিক করতে যাবে। আপনি আসছে হপ্তার গোড়ায় সোমবার দিন যান ধারে কাছে মানুষ তো কোন ছার শেয়াল বা বেজিও দেখবেন না। মনে হচ্ছে তার পরের দু'তিন দিনের মধ্যে বাকি কাজটুকু সেরে ফেলতে পারব।'

'বেশ, তাই হবে।' শৃগাল বলল, 'আপনি রাইফেল আর কয়েকটা কার্তুজ আমায় দিন, হাতের টিপটা ঠিক করে মঙ্গল কি বুধবার আবার আসব।' মশিঁয়ে গুসেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই নগদ পাঁচশো পাউন্ড শৃগাল তাঁর সামনের টেবিলে রেখে বলল, 'আপনার সাতশো পাউণ্ডের মধ্যে পাঁচশো দিয়ে গেলাম, বাকি দ'শো পুরো মাল পেলে তারপরে দেব।'

'ধন্যবাদ', শৃগালের দেয়া নোটগুলো পকেটে গুঁজে বললেন মঁশিয়ে গুসেন, 'যথেষ্ট ধন্যবাদ।' এবারে রাইফেলটা শৃগালের হাত থেকে নিয়ে তিনি আলাদা আলাদা অংশ খুলে টেবিলের একধারে রাখা আগের বাক্সের খোপে খোপে রাখলেন, কাগজে মোড়া কার্তুজগুলো শৃগাল নিজের পকেটে ঢোকাল, আলাদা আলাদা অংশে ভাগ করা রাইফেল সমেত বাক্সের ঢাকনা এঁটে সে হাতে ঝোলালো, মঁশিয়ে গুসেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। এইমুহূর্তে তার হাতে বাক্সটা দেখলে কেউ বুঝতেই পারবেনা যে তার ভেতরে একটি মারাত্মক শক্তিশালী রাইফেল আলাদা ভাগে ভাগ করে রাখা আছে।

শৃগাল যখন হোটেলে ফিরে এল তখনও লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যায়নি। বাক্সটা ওয়ার্ডরোবের নিচে রেখে সে তালা বন্ধ করল, চাবিটা রাখল পকেটে। লাঞ্চ সেরে শৃগাল নিজের ঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল, তারপরে সন্ধ্যে নাগাদ এল ডাকঘরে। হের মেয়ার নামে সুইজারল্যা..র জুরিখের এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করল, তার প্রশ্নের জবাবে ম্যানেজার হের মেয়ার জানালেন এখনও পর্যন্ত তার অ্যাকাউন্টে কোনও টাকার অঙ্ক জমা পড়েনি, জমা পড়লেই সে খবর তাকে জানিয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন।

টেলিফোনের বিল মিটিয়ে বেলজিয়ান জালিয়াতের খোঁজে চেনা বার-এ এসে হাজির হল শৃগাল, দেখল জালিয়াত এক কোণে বসে মদ গিলছে। শৃগালকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শৃগাল মদের। দাম মিটিয়ে কাছে এসে চাপাগলায় বলল, 'এসে গেছেন? আপনার কাজ তৈরি আছে চলুন আমার স্টুডিওয়'।

ট্যাক্সি ভাড়া করে জালিয়াত শৃগালকে এনে হাজির করল তার বেসমেন্ট স্টুডিওতে, সুইচ টিপে শুধু ঘরের মাঝখানের আলো জ্বালল। টেবিলে পড়ে থাকা তিনটে কার্ড-এর একটা তুলে নিয়ে জালিয়াত বলল, 'এই নিন আপনার লণ্ডনে গাড়ি চালানোর ড্রাইভিং লাইসেন্স। মিঃ আলেকজাণ্ডার জেমস কোয়নটিন ডুগান-এর নামে ইস্যু করা এই লাইসেন্সে ১০.১২.১৯৬০ থেকে ৯.১২.১৯৬৩ পর্যন্ত ১ক, ১খ (২, ৩, ১১, ১২, ১৩) নম্বরে উল্লিখিত যাবতীয় মোটরগাড়ি চালানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে।' তার কথা শেষ হতে কৌতূহলী চোখ মেলে শৃগাল দেখল কার্ডের ওপরে ছাপানো এক কাল্পনিক লাইসেন্স নম্বর সবশেষে একদম নিচে লেখা লণ্ডন ট্রাফিক অ্যাক্ট, ১৯৬০। লাইসেন্স ফি বাবদ ১৫ সিলিং গৃহীত হবার উল্লেখও আছে কার্ডে।

দ্বিতীয় কার্ডটা এক ফরাসি সরকারের পরিচয়পত্র। নাম যার আঁদ্রে মার ডাঁ বয়স তিপ্পান্ন, জন্ম কলমারে

বর্তমানে প্যারির বাসিন্দা। কার্ডের এককোণে আঁটা ফোটোতে নিজের মুখ দেখে চমকে গেল শৃগাল, সে দেখল ফোটোর লোকটির বয়স কম করে বাহান্ন তিপ্পান্ন, মাথার ধপধপে পাকা চুলে কদমছাঁট, মুখে বার্ধক্যের অজস্র ভাঁজ পড়েছে। চোখে নির্বোধের চাউনি। একনজর তাকালে লোকটা পেশায় যে নিছক কুলি মজুর তা যে কেউ বলবে।

জালিয়াতের তৈরি তৃতীয় কার্টটা দেখে মুগ্ধ হল শৃগাল। ফরাসি পরিচয়পত্রে আঁটা ফোটোর চেয়ে এটার ফোটো কিছুটা আলাদা। এই ফোটোতে তার গায়ে রঙিন জামা। গালে অল্প খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

'খুব চমৎকার কাজ হয়েছে' কার্ডগুলো পকেটে পুরতে পুরতে শৃগাল বলল, 'আপনি আমার কাছে আরও পঞ্চাশ পাউণ্ড পাবেন, তাই না?'

'হ্যাঁ' বলল জালিয়াত। পকেট থেকে পাঁচটা দশ পাউন্ডের নোট বের করতে গিয়ে থমকে গেল শৃগাল। জালিয়াতের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনার তো আমায় আরও কিছু ফেরত দেবার ছিল...'

'হ্যাঁ?' যেন কিছুই বুঝতে পারছেনা এমনই ভাব চোখেমুখে ফুটিয়ে জালিয়াত বলল, 'আপনি কি ফেরত দেবার কথা বলছেন বলুন তো?'

'সেকি! এত শীগগির ভুলে গেলেন?' শৃগাল বলল, 'ড্রাইভিং লাইসেন্সের আসল পাতাটা আমি আপনার কাছে ফেরত চেয়েছিলাম মনে নেই?'

'হ্যাঁ, এবারে মনে পড়েছে।' কয়েক পা এগোল জালিয়াত, আবার পিছিয়েও গেল তারপরে শৃগালের সামনে এসে বলল, 'আচ্ছা, ঐ কাগজটা নিয়ে একটু কথা বলা যায়না কি?' 'কথা বলতে চান?' জালিয়াতের কথা বলার ভঙ্গিতে শৃগাল যেন কিছু টের পেল কিন্তু মনের ভাব চেপে রেখে বলল, 'বলুন, কি বলতে চান।'

'বলছিলাম কি স্যার আপনি যা ফেরত চাইছেন, মানে ড্রাইভিং লাইসেন্সের প্রথম পাতাটা যাতে আপনার আসল নাম লেখা আছে বলে আমি মনে করি, সেটা এখানে নেই। আছে ব্যাঙ্কের গোপন ভল্টে, আমি ছাড়া আর কেউ ঐ ভল্ট খুলতে পারবেনা। আসলে আমার এই কারবারে সব তো আর খদ্দেরকে একবারে ফেরত দেয়া যায় না। হাতেও কিছু রাখতে হয় বইকি।' 'তাই নাকি?' অদ্ভুত চোখে জালিয়াতের দিকে তাকিয়ে শৃগাল বলল, 'আপনার মতলব কি বলুন তো?'

'আপনি রাগ করছেন স্যার?' নিপাট-ভালমানুষের মুখে জালিয়াত বলল, 'আসলে ঐ কাগজটা আপনার কাছে কত দামি তা তো আমি জানি। তাই ওটা আপনাকে ফিরিয়ে দেবার বাবদ আমি কিছু আলাদা দাম চাইতে পারি নাকি?'

তার জবাব শুনে আশ্চর্য হল শৃগাল, কোনও কথা না বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে কি যেন ভাবল, 'বলুন' জালিয়াত বলল, 'আপনি রাজি?'

'তার মানে আপনি আমায় ব্ল্যাকমেল করতে চান, তাই তো? এসব নোংরা খেলা আমি আগে ঢের দেখেছি।'

'না মশাই', জালিয়াত বলল, 'আপনার কথা ঠিক মানতে পারছিনা, এটা ঠিক ব্ল্যাকমেল বলে মানতে আমি রাজি নই। ব্ল্যাকমেলে বারবার টাকার জন্য তাগাদা দেয়া হয়, কিন্তু এখানে আমি একবার মাত্র টাকা চাইছি। আমার মতে এটা নিছক একটা ব্যবসায়িক লেনদেন, আমি আপনাকে একটা প্যাকেট দেব, আর আপনি আমায় দেবেন টাকা।'

'প্যাকেটে কি কি আছে?' ঠাণ্ডা নিস্পৃহ গলায় জানতে চাইল শৃগাল।

'প্যাকেটে থাকবে আপনি যা ফেরত চাইছেন সেই ড্রাইভিং লাইসেন্সের আসল পাতা। তার ফোটোপ্লেট, আপনার যেক'টা ফোটো তুলেছি সেই ক'টার নেগেটিভ আর তাছাড়া আপনার মেকাপ ছাড়া মুখের ফোটোর একটা নেগেটিভ, আপনার নজর এড়িয়ে এই ফোটোটা লুকিয়ে তুলেছিলাম। আপনি বুদ্ধিমান লোক পুলিশ ঐ প্যাকেটটা খুঁজে পাবার আগে আপনি নিশ্চয়ই ওটা কিনে নিতে চাইবেন।'

'কত চাই?'

'বেশি নয় স্যার। মাত্র এক হাজার পাউণ্ড হলেই আমার চলবে', জালিয়াত হেসে বলল, 'আমার ঐটুকু হলেই চলবে।'

'এক হাজার পাউণ্ড', নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল শৃগাল। 'হ্যাঁ, ঐ প্যাকেটটার দাম অতটা হওয়াই স্বাভাবিক।'

'তাহলে....আপনি রাজি?' শৃগাল তার প্রস্তাবে রাজি ধরে নিয়ে জানতে চাইল জালিয়াত। 'রাজি হবার প্রশ্নই ওঠেনা' 'নেগেটিভগুলোর যে আরও কপি করা হয়নি তার নিশ্চয়তা কোথায়? আপনি আবার টাকা চাইবেন না সেই নিশ্চয়তা কোথায় কে দেবে? আমায় হাতে রাখবার জন্য আপনি যে ঐ নেগেটিভগুলো আপনার কোনও বন্ধুকে দেননি তারই বা নিশ্চয়তা পাচ্ছি কোথায়? সবচেয়ে বড় কথা, এই দূর বিদেশে আপনার দাবি মেটানোর মত বাড়তি এক হাজার পাউন্ড আমি পাব কোত্থেকে?'

'আপনার কাছে থাকতে নাও পারে।' বলল জালিয়াত 'তাতে অসুবিধে কোথায়? লণ্ডনে আপনার কোনও বন্ধুকে টেলিফোনে বলে দিন, তিনি আপনার নামে টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন। আসছে কাল রাতে আপনি টাকাটা আমায় দিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে নিন।'

'বেশ' শৃগাল কি ভেবে নিয়ে বলল, 'দেব আমি টাকা। কিন্তু একটা শর্ত আছে, আমি টাকা নিয়ে এখানে আসব না।'

'কেন?' বেলজিয়ান জালিয়াত জানতে চাইল, 'এখানে টাকা দিতে অসুবিধে কি?'

'অসুবিধে আছে বই কি', শৃগাল বলল, 'খানিক আগে আপনি নিজেই তো বললেন লুকিয়ে আপনি আমার একটা ফোটো তুলেছিলেন। আমি যখন আপনাকে টাকা দেব তখন আপনি নিজে অথবা আপনার চেনা আর কেউ যদি তার ফোটো তুলে নেয় তখন?'

'আরে না মশাই সে ভয় নেই', বলতে বলতে হো হো করে হেসে উঠল জালিয়াত। হাসি থামতে বলল, 'আসলে আমার এ জায়গাটা বিদেশী পর্যটকদের কাছে খুব প্রিয়। ওদের মধ্যে যারা সঙ্গিনী নিয়ে ঘোরাফেরা করে তাদের এখানে নিয়ে আসি। দু'জনের নিবিড় নিভৃত মুহূর্তের অনেক ফোটো আমি তুলি বুঝলেন কিনা!' বলে দু'হাতের আঙ্গুলে মৈথুন-মুদ্রা দেখাল জালিয়াত, নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিতে ফেটে পড়ল। তার রসিকতায় শৃগালও হেসে উঠল হো হো করে, হাসতে হাসতে শক্ত দু'হাতে জালিয়াতের দুই বাহুর ওপরে ঠাস ঠাস করে দুটো চাপড় মারল। তারপর চেপে ধরল তার দু'হাত। পরমুহূর্তে ডান হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড এক আঘাত হানল তার অণ্ডকোষে। সেই আঘাত সামলাতে না পেরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল জালিয়াত, হাসি থেমে গিয়ে তার মুখ দিয়ে তখন যন্ত্রণার গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরোচ্ছে। জালিয়াত হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়তে শৃগাল পেছন থেকে তার মাথাটা শক্ত করে চেপে ধরে একবার ডাইনে আরেকবার বাঁয়ে সজোরে মুচড়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে জালিয়াতের ঘাড়ের পেছনের হাড় মট করে ভেঙ্গে গেল। জালিয়াতের নাকের কাছে হাত নিয়ে এসে শৃগাল দেখল শ্বাসপ্রশ্বাস বইছেনা। জালিয়াতের জিভ তখন বেরিয়ে এসেছে দু'পাটি দাঁতের ভেতর থেকে। বিস্ফারিত দু'চোখ বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে।

স্টুডিওর সব পর্দা ভেতর থেকে টেনে দিল শৃগাল এককোণে রাখা ট্রাঙ্কের ভেতরের দামি জিনিসগুলো বের করে বাইরে গাদা করে রাখল। জালিয়াতের মৃতদেহটা মেঝে থেকে তুলে এনে ঢোকাল সেই ট্রাঙ্কে, তার ওপরে অন্যান্য জিনিস রেখে ট্রাঙ্কের ঢাকনা বন্ধ করল। যে টাকাগুলো জালিয়াতকে দেবে বলে বের করেছিল সেগুলো সে আবার পকেটে গুঁজল। আলো নিভিয়ে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট বের করে ধরাল শৃগাল, সন্ধ্যের আঁধার যতক্ষণ না গাঢ় হচ্ছে ততক্ষণ সে এখানেই অপেক্ষা করবে স্থির করল। প্যাকেট থেকে বাকি সিগারেটগুলো বের করে সে পকেটে পুরল, খালি প্যাকেটটাতে সিগারেটের ছাই ফেলতে লাগল। জালিয়াতের মৃতদেহ কতদিন পরে পুলিশ আবিষ্কার করতে পারে মনে মনে তাই হিসেব করতে লাগল শৃগাল। রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শৃগাল। বাইরে বেরিয়ে এসে স্টুডিওর দরজার পাল্লাদুটো ভেজিয়ে তালা আঁটল, প্রায় আধ মাইল পথ পায়ে হেঁটে যাবার পরে স্টুডিওর চাবির গোছাটা সে ফেলে দিল ড্রেনের জলে। রাতের ডিনারের সময় শেষ হতে দেরি নেই এমনই সময় শৃগাল

ফিরে এল হোটেলে। জালিয়াত এইভাবে আচমকা উধাও হলে তার চেনা অনেকেই অবাক হবে ঠিকই। কৌতূহলী যারা খোঁজ নিতে আসবে স্টুডিওর দরজায় তালা দেখে জালিয়াত বাইরে কোথাও গেছে এটাই ধরে নেবে তারা। তারপর কোনভাবে পুলিশ মৃতদেহের হদিশ পেলেও তার সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবেনা এ বিষয়ে নিশ্চিত হল শৃগাল।

লাঞ্চ খেয়ে একবার বেরোল শৃগাল। জালিয়াতের তৈরি ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখিয়ে আলেকজাণ্ডার ডুগালের নামে একটা গাড়ি ভাড়া করল। হোটেলের কেরাণির কাছে খোঁজ খবর নিয়ে বন্দর শহর জিব্রাগেতে সমুদ্রের ধারে এক হোটেলে একখানা সিঙ্গেল বেড কামরা ভাড়া নেবার ব্যবস্থা করল শৃগাল।

* * *

শৃগালকে ব্ল্যাকমেল করতে গিয়ে বেলজিয়ান জালিয়াত যেদিন খুন হল সেদিনই ফরাসি গোয়েন্দারা মার্সেইতে কর্পোরাল ভিকতর কওয়ালস্কির বন্ধু আর পুরনো সহযোদ্ধা জোজোর মার্সেই-এর ফ্ল্যাটে এসে হানা দিল। জোজোর দত্তক মেয়ে সিলভি তখনও স্কুলে, এই সুযোগে গোয়েন্দারা জোজো আর তার বউকে কিছুদিন বাইরে কাটানোর জন্য জামাকাপড় গুছিয়ে নেবার নির্দেশ দিল, গোছগাছ হয়ে গেলে গোয়েন্দারা তাদের পেছনদিক দিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে এল। একটা বড় সিত্রোঁ গাড়ি দাঁড়িয়েছিল সেখানে, গোয়েন্দাদের নির্দেশে জোজো তার বউ আর মালপত্র নিয়ে বসল তার পেছনের সিটে, গোয়েন্দারা বসল সামনের সিটে চালকের পাশে। যাবার পথে বাড়িতে ঠাকুমার অসুখের কথা বলে ছোট্ট মেয়ে সিলভিকে স্কুল থেকে তুলে নিল তারা তারপরে জোরে ছুটে চলল ভারসো পাহাড়ের ওপরে এক গোপন আস্তানার দিকে।

* * *

মার্সেই থেকে জোজোর লেখা চিঠিতে সিলভির অসুখের খবর পড়ে বড্ড ভাবনায় পড়েছে ভিকতর কওয়ালস্কি; লেখাপড়া সে বেশিদূর শেখেনি তাই লিউকেমিয়া অসুখটি কতদূর মারাত্মক সেই ধারণাই তার নেই। কেন কে জানে জোজোর লেখা চিঠিখানা কর্ণেল রদ্যাঁকে দেখায়নি সে তবু একদিন প্রশ্ন করে জেনেছে রোগটা বড় সাংঘাতিক, আসলে তা হল ব্লাড ক্যান্সার, এ রোগের কোনও চিকিৎসা নেই। আক্রান্ত রোগী বাড়ির লোকের চোখের সামনে একসময় ঢলে পড়ে মরণের কোলে। জোজো পুষ্যি নিলেও সিলভি তার নিজের মেয়ে তাই রোগের বিবরণ জানার পরে তাকে একবার দেখার জন্য তার ভেতরটা ছটফট করছে। কওয়ালস্কি জানে দেহরক্ষিদের মধ্যে কর্ণেল রদ্যাঁ তাকেই সেরা বলে মানেন তাই আর এও জানে মেয়েকে দেখতে যাবার জন্য ছুটি চাইলেও উনি তা কোনমতেই মঞ্জুর করবেন না। অন্যদিকে সিলভির মায়াও সে কাটিয়ে উঠতে পারছেনা। শেষপর্যন্ত কর্ণেল রদ্যাঁকে না জানিয়েই মেয়েকে দেখতে যাবার জন্য রওনা হল কর্পোরাল ভিকতর কওয়ালস্কি।

* * *

উইক এণ্ডটা শৃগাল সমুদ্রের ধারে কাটালো। সাঁতারের পোষাক পরে শনিবার সাগরতীরে বালুকাবেলায় অনেকক্ষণ শুয়ে বসে রোদ পোয়ালো, জলে নেমে সাঁতারও কাটল। পরদিন রবিবার মফস্বল শহরের ভেতরে গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে রাস্তার ধারের রেস্তোরাঁয় খাওয়া দাওয়ার পাট চোকাল। সূর্য ডুবতে গাড়ি চালিয়ে ফিরে এল ব্রাসেলসের আমিগো হোটেলে, রাতে শোবার আগে টেলিফোনে রুম সার্ভিসকে জানাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বালজের যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে তার বড়ভাই। তার সমাধি দেখতে পরদিন সে যাবে আর্দেনে। ভোরবেলা তার ঘরে ব্রেকফাস্ট আর একটা লাঞ্চ প্যাকেট দিয়ে যাবার নির্দেশ দিল শৃগাল।

পরদিন ভোরবেলা নিজের ঘরে বসে ব্রেকফাস্ট সেরে শৃগাল গাড়ি চালিয়ে রওনা হল। আর্দেনের গভীর জঙ্গলে যখন এসে পৌঁছোল তখন সূর্য উঠে এসেছে ঠিক মাথার ওপরে। মনের মত জায়গা বেছে নিয়ে গাড়ি থামাল শৃগাল, কাছেই কোনও ঝোপ থেকে ভেসে আসছে ঘুঘুর ডাক। ধারেকাছে কেউ আছে কিনা দেখতে সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল শৃগাল। তারপরে গাড়ির ভেতর থেকে বের করে আনল একটা বড়সড় তরমুজ। কাজে লাগবে বলে গতকাল ব্রাসেলস থেকে ফেরার পথে ফলটা কিনেছে সে। চারপাশে তাকিয়ে পরিবেশটা একবার দেখে নিল শৃগাল। তারপরে আন্দাজ করে দেড়শো মিটার দূরে

একটা গাছের কাছে এসে দাঁড়াল। তরমুজ সমেত জালের মত থলেটা ঝুলিয়ে দিল মাটি থেকে অনেক উঁচুতে গাছেরই একটা ডালে তারপরে পা চালিয়ে ফিরে এল গাড়ির কাছে। মঁশিয়ে গুসেনের তৈরি রাইফেলের নলে সাইলেনসার লাগাল, জুড়ে দিল টেলিস্কোপিক সাইট। সাইটের ভেতরে আঁকা ক্রসের মাঝামাঝি জায়গাটা তরমুজের মাঝামাঝি জায়গার সঙ্গে মেলাল শৃগাল কার্তুজ ভরে পরপর চারবার চাপ দিল ট্রিগারে। চারবারই লক্ষ্যভেদ হল, বুলেট তরমুজ ভেদ করে গেঁথে গেল গাছে। এরপরে বিস্ফোরক কার্তুজ রাইফেলে পুরে আবার তাক করল শৃগাল। ট্রিগার টেপার সঙ্গে সঙ্গে তরমুজ বুলেটের ঘায়ে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। বিস্ফোরক কার্তুজের কার্যকারিতা দেকে এবারে খুশি হল শৃগাল। রাইফেলের গরম হয়ে ওঠা নল সে রুমাল দিয়ে মুছল, তারপরে সেটা আগের মতই খুলে আলাদা আলাদা পার্টসগুলো রবার ফোমে মুড়ে ভরে নিল রুকস্যাকে। পোষাক পাল্টে গাড়িতে বসে লাঞ্চ প্যাকেট খুলল। খাওয়া শেষ করেই শৃগাল ভাড়া নেয়া গাড়ির এঞ্জিন চালু করল বার্সেলসে আমিগো হোটেলে যখন পৌঁছোলো তখন কাঁটায় কাঁটায় সন্ধে দু'টা।

পরদিন সকালে রাইফেল সঙ্গে নিয়ে শৃগাল আবার এল মঁশিয়ে গুসেনের কাছে।

'আমার তৈরি রাইফেল দিয়ে লক্ষভেদ কেমন হল বলুন,' হাসিমুখে বললেন মঁশিয়ে গুসেন।

'খুব ভাল হয়েছে, ধন্যবাদ।' জবাব দিল শৃগাল। এবারে কয়েকটা স্টেনলেস স্টিলের টিউবের ভেতরে রাইফেলের আলাদা আলাদা অংশগুলোর ভেতরে আছে রবার ফোমের পুরু গদি তাই ভেতরে কি আছে বাইরে থেকে টের পাওয়া যাবেনা। টিউবগুলোকে পরপর জুড়ে কিভাবে একটা লাঠি বানাতে হবে তাও তিনি শৃগালকে দেখিয়ে দিলেন। তাঁকে তাঁর পাওনা বাকি দুশো পাউন্ড মিটিয়ে দিয়ে শৃগাল বলল, 'তাহলে এই আমাদের শেষ দেখা, কি বলেন? ভাল কথা, এই রাইফেল তৈরি করার ব্যাপারে কারও কাছে যদি কখন কিছু বলেন তাহলে আপনি কিন্তু আর বাঁচবেন না। মঁশিয়ে গুসেন পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, আমি ঠিক সেখানে গিয়ে আপনাকে খতম করব। এখান থেকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আমার কথা একদম ভুলে যাবেন এটাই আমি চাই।' 'সে সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' আশ্বাস দেবার গলায় বললেন মঁশিয়ে গুসেন 'রাইফেলের প্রত্যেকটা পার্টসের গায়ে লেখা নম্বর অ্যাসিড দিয়ে তুলেও দিয়েছি।'

'বেশ' শৃগাল বলল, 'তাহলে চললাম বিদায়। রাইফেলের পার্টস সমেত স্টেনলেস স্টিলের টিউবগুলো একটা কমদামি ফাইবারের স্যুটকেসে ভরে দিয়েছেন মঁশিয়ে গুসেন, সেটা নিয়ে হোটেলে না এসে শৃগাল চলে এল বিমানবন্দরে। ফাইবারের সুটকেসটা হারানো মালপত্রের দপ্তরে জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে নিল। বিমানবন্দরের আঙ্গিনাতেই নদির নামে গড়ে উঠেছে এক অভিজাত খাবার জায়গা। 'সেইন রেস্তোরাঁ।' সেখানে ঢুকে পেটপুরে দামি লাঞ্চ খেল শৃগাল তারপরে হোটেলে গিয়ে টাকাকড়ি মিটিয়ে ফিরে এল এয়ারপোর্টে, এখন তার পরনে দামি চেক স্যুট। চোখে বড় গোল কালো চশমা। ঠিক এই সাজেই শৃগাল এসে উঠেছিল ব্রাসেলসের আমিগো হোটেলে। বিকেল চারটের কিছু পরে ব্রাসেলস থেকে প্লেন ছাড়ল। সেই প্লেনে চেপে লন্ডনে ফিরে এল শৃগাল। সন্ধে সাতটা নাগাদ পৌঁছোল নিজের ফ্ল্যাটে। পোষাক পাল্টে গরম ঠান্ডা জলে ভাল করে স্নান সারল। দামি পাউডার গায়ে ঢেলে ডিনার স্যুট গায়ে চাপাল, উগ্র ফরাসি পারফিউম গায়ে স্প্রে করে ডিনার সারতে বেরিয়ে এল বাইরে।

* * *

ফরাসি গোয়েন্দা পুলিশ যে তার পিছু নিয়েছে প্লেন থেকে নামার অনেকক্ষণ পরেও তা টের পায়নি ভিকতর কওয়ালস্কি। মার্সেই-এ পৌঁছে সে ট্যাক্সিতে চাপল, জোজোর শেষ চিঠিতে যে ঠিকানা উল্লেখ করেছে, আধঘন্টার মধ্যে পৌঁছোল সেখানে। ঠিকানা অনুযায়ী নম্বর মিলিয়ে নির্দিষ্ট বাড়িটিতে ঢুকল ভিকতর, জোজোর ২৩ নম্বর ফ্ল্যাট খুঁজে বের করতেও বেগ পেতে হলনা। কলিং বেলের বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাল্লা গেল খুলে, ভেতরে সবে এক পা ঢুকিয়েছে সে ঠিক তখনই আড়ালে দাঁড়ানো এক গোয়েন্দা মুঠোয় চেপে ধরা গাঁইতি সজোরে বসাল তার কপালে। পয়লা চোট খেয়ে চমকে গেলেও নিমেষের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল ভিকতর। জোজো তার বউ বা মেয়ে তিনজনের কাউকে আশেপাশে তার চোখে পড়ল না।

গাঁট্টা গোঁট্টা দেখতে চারটে অচেনা লোককে ঘরের ভেতরে দেখেই আঁচ করল সে ফাঁদে পড়েছে। জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী নিষিদ্ধ .৪৫ কোল্ট খাপ থেকে টেনে বের করে খ্যাপা বুনো মোষের মত তাদের দিকে তেড়ে গেল ভিকতর, পরপর কয়েকবার গুলিও ছুঁড়ল। কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হলনা, করজিতে লোহার ডান্ডার চোট লাগার সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে খসে পড়ল আগেয়াস্ত্র। কিন্তু জখম হয়েও দমলনা ভিকতর কওয়ালস্কি, চোট খেয়েও খালি হাতে সে প্রচন্ড লড়াই করল। তার হাতে বেদম মার খেয়ে গোয়েন্দাদের একজনের হাঁটুর মালাইচাকি গেল খুলে, আরেকজন অন্ডকোষে প্রচন্ড জোর লাথি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ল। কওয়ালস্কির ঘুঁষি খেয়ে তাদের তৃতীয় সহযোগীর বাঁদিকের কানের পাশে রগে বিশ্রি কালসিটে পড়েছে কথা বলার ক্ষমতা সে সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেলেছে।

অন্যদিকে ভিকতর কওয়ালস্কি নিজেও কম জখম হয়নি, গাঁইতির আঘাতে তার কপালের অনেকটা গেছে কেটে ভেঙ্গেছে নাকের হাড়, বাঁ কানের লতি ছিঁড়ে রক্তে মুখ ভেসে যাচ্ছে।

মার খেয়েও গোয়েন্দাদের যে ক'জন আস্ত আছে তাদেরই একজন টেলিফোনে খবর পাঠালো অ্যাম্বুলেন্সে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে দু'টো অ্যাম্বুলেন্স এসে হাজির হল। ভিকতর কওয়ালস্কির মার খেয়ে মারাত্মক আহত তিন গোয়েন্দাকে একটিতে তুলে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। ভিকতর কওয়ালস্কি তখনও বেহুঁশ হয়ে পড়ে। সে একভাবে গোঙাচ্ছে, ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে তাকে তোলা হল দ্বিতীয় অ্যাম্বুলেন্সে। তবে হাসপাতালের বদলে দ্বিতীয় অ্যাম্বুলেন্সটি যেখানে এসে হজির হল সেটা প্যারি শহরের বাইরে এক পুরোনো কেল্লা একসময় কোনও জমিদারের সম্পত্তি হলেও বর্তমানে এই কেল্লাটি হয়ে দাঁড়িয়েছে ফরাসি গোয়েন্দা পুলিশের অগুনতি দপ্তরের একটি মারাত্মক অপরাধীদের এখানে নিয়ে এসে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় আর তা আদায় করতে গোয়েন্দারা মারধর থেকে শুরু করে বৈদ্যুতিক শকপদ্ধতি সবই প্রয়োগ করে।

অ্যাম্বুলেন্স থেকে বের করে কেল্লার একতলার এক সেল-এ নিয়ে আসা হল আহত কওয়ালস্কিকে। সেল-এর দেয়ালের গায়ে এখানে ওখানে শুকনো রক্তের ছোপ। ভেতরে অসহ্য গরম, প্রস্রাব আর কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধে নাক জ্বলে যায়। মেঝের সঙ্গে আঁটা সরু লোহাব খাট তার ওপরে ছাইরং তোষক, মাথা রাখার জন্য শুধু দুটো ভাঁজ করা কম্বল, এছাড়া বালিশের কোনও ব্যবস্থা নেই। এই বিছানাতেই (?) কওয়ালস্কিকে শোয়ানো হল, মোটা চামড়ার ফিতে দিয়ে বিছানার সঙ্গে তার হাত পা বেঁধে ফেলা হল। গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে কওয়ালস্কি। ভাঙ্গা নাকে আঁটা হয়েছে প্লাস্টার, সামনের পাটির দুটো দাঁত যে ভেঙ্গে গেছে তা খোলা ঠোঁটের বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সাদা এপ্রন পরা একজন ডাক্তার বেহুশ কওয়ালস্কিকে পরীক্ষা করছেন এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়ালেন গোয়েন্দা অফিসার কর্ণেল রলাঁ, আড়চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জ্ঞান ফিরতে কতক্ষণ লাগবে?'

'যে ভাবে একে মারধর করা হয়েছে', ডাক্তার বললেন, 'তাতে আপনার এই প্রশ্নের জবাব দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এর জ্ঞান আগামীকাল ফিরতে পারে আবার হয়ত তার বেশি সময়ও লাগতে পারে।'

'কিন্তু ওকে যে আমাদের কিছু জেরা করার আছে বললেন কর্ণেল রলাঁ।'

'সেটা আপনার ব্যাপার' ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু ডাক্তার হিসেবে আমি নিরুপায়। জ্ঞান ফিরে এলেও পেট থেকে কথা আদায় করতে যদি আপনারা অত্যাচার চালান তাহলে বেচারা হয় মরে যাবে নয়ত পাগল হয়ে যাবে। জ্ঞান ফিরে এলেও, মানসিক দিক থেকে সুস্থ হবার জন্য ওকে কম করে পনেরো দিন সময় দিতে হবে।'

সেক্ষেত্রে আমি যতদূর জানি কর্ণেল রলাঁ বললেন, 'স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য কিছু ওষুধ আছে...'

'হ্যাঁ তা আছে বইকি' ডাক্তার বললেন 'তবে একজন ডাক্তার হিসেবে আমি সে ওষুধ এই রোগীটির বেলায় মোটেও লিখবনা। আপনি ইচ্ছে করলে সেসব ওষুধ আনিয়ে নিতে পারেন কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবেনা। ওর মন আর বুদ্ধি যতদিন না স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন ঐজাতীয় কোনও ওষুধের প্রভাবে কোনও ফল পাওয়া যাবেনা।' বলে ডাক্তার বেরিয়ে এলেন সেল থেকে।

তিনদিন পরে কওয়ালস্কির জ্ঞান ফিরে আসতে কর্ণেল রলাঁ সেদিনই তাকে জেরা শুরু করলেন।

হাইভোল্টের বৈদ্যুতিক শক খেয়ে মুখ খুলতে বাধ্য হল ভিকতর কওয়ালস্কি। জেরা পর্ব শেষ হতে সে চলে গেল সব যন্ত্রণার ওপারে।

১১ই আগস্ট তারিখে লন্ডনে নিজের ফ্ল্যাটে বসে জুরিখ থেকে পাঠানো একটি চিঠি পেল শৃগাল। চিঠি লিখেছেন সুইস ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মেয়ার সংক্ষেপে জানিয়েছেন তার অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে আড়াই লাখ ডলার। খবর পেয়ে খুশি হল শৃগাল, সেই সঙ্গে ফরাসি প্রেসিডেন্টকে খতম করার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হতে লাগল। পরদিন সকালবেলায় রওনা হবার উদ্দেশ্যে প্লেনে সিট বুক করল শৃগাল।

* * *

কওয়ালস্কির স্বীকারোক্তি খুঁটিয়ে পড়ে কর্ণেল রলাঁ বেশ বুঝতে পারলেন যে ও এস এস নেতারা রাষ্ট্রপতি দ্যগলকে খতম করতে এমন একজন বিদেশী ভাড়াটে হত্যাকারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন যার চুলের রং লালচে সোনালী আর ছদ্মনাম শৃগাল। কর্ণেল রলাঁ কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নন, ভিকতর কওয়ালস্কির শেষ স্বীকারোক্তির পূর্ণ বয়ান আর সেইসঙ্গে তাঁর নিজের মন্তব্য নিজে হাতে টাইপ করে বিশেষ বাহকের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। ভাড়াটে হত্যাকারীর হাত থেকে রাষ্ট্রপতিকে বাঁচাতে পারলে একদিক থেকে নিশ্চিন্ত হবেন কর্ণেল রলাঁ। তখন তিনি পরের বছর শান্তমনে চাকরি থেকে অবসর নিতে পারবেন। কিন্তু এর উল্টোটা যদি হয়, তাহলে অবসর নেবার আগেই গোটা ফ্রান্সের অবস্থা কি সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াবে তা অনুমান করে শিউরে উঠলেন গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান কর্ণেল রলাঁ।

* * *

কর্ণেল রলাঁর পাঠানো গোপন রিপোর্টখানা খুঁটিয়ে মন দিয়ে পড়লেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি রজার ফ্রে, রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত দেহরক্ষিবাহিনীর প্রধান জাঁ দুক্রে এইমুহূর্তে তাঁর মুখোমুখি বসে নিরাপত্তা বিষয়ে তাঁর চেয়ে অভিজ্ঞ লোক ফ্রান্সে আর একজনও নেই, এ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি দ্যগলের জীবননাশের যে ছ'টি চক্রান্ত ও এস এস এঁটেছে তার সবক'টি যার জন্য ব্যর্থ হয়েছে তিনি হলেন জাঁ দুক্রে।

'কর্ণেল রলাঁর মন্তব্য সত্যি হলে এই চক্রান্ত নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক', স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির বাড়িয়ে দেয়া রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে বললেন কমিশার জাঁ দুক্রে। 'ভাড়াটে হত্যাকারীটি পেশাদার, এবং বাইরের লোক, বিদেশী। কোনরকম যোগসূত্র না রেখে সে একাই কাজ করছে। ও এস এস সন্ত্রাসবাদীরা এর আগে এমন ভয়ানক চক্রান্ত করেনি।'

'মনে হচ্ছে ব্যাপারটা রাষ্ট্রপতিকে জানানোর সময় হয়েছে', অনেকটা নিজের মনে মন্তব্য করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি রজার ফ্রে। কমিশার জাঁ দুক্রে কিছু বললেন না, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বললেন, 'বসে থাকার মত সময় আমাদের হাতে নেই কমিশার। আজই বিকেলে আমি মঁশিয়ে লা প্রাসিদাঁর সঙ্গে দেখা করব। এই চক্রান্ত কতদূর ভয়ানক, তা যতদূর সম্ভব তাঁকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব। আপনাকে একটাই অনুরোধ এখনকার যত ব্যাপারটা গোপন রাখুন। আগে ওঁকে ব্যাপারটা জানাই তারপরে উনি যেমন চাইবেন তেমন ব্যবস্থা নেয়া যাবে। আচ্ছা কমিশার দুক্রে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আজকের মত তাহলে বিদায় জানাচ্ছি।

কমিশার জাঁ দুক্রে করমর্দন করে বিদায় নেবার পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি ইন্টারকমে রাষ্ট্রপতির মহাসচিব মঁশিয়ে ফসার-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। লাঞ্চ খাবার পরে রাষ্ট্রপতি দুপুরবেলা কিছু সময় ঘুমিয়ে কাটান, সেই হিসেবে চারটেয় মঁশিয়ে ফসার মঁশিয়ে লা প্রাসিদাঁ অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে স্বারাষ্ট্রমন্ত্রি দেখা করার সময় নির্ধারিত করলেন।

* * *

রাষ্ট্রপতির কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি যখন এলেন তখন তিনটে বেজে চল্লিশ, চারটে বাজতে তখনও কুড়ি মিনিট বাকি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিকে দেখে রাষ্ট্রপতির এডিসি কর্ণেল তেসিব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ইশারায় বাঁদিকের বন্ধ দরজা দেখিয়ে সংক্ষেপে যা বললেন তার মানে দাঁড়ায়, মাননীয় রাষ্ট্রপতি ঐ দরজার ওপাশের ঘরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। বলে তিনি এগিয়ে এসে বন্ধ দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে বললেন, 'মঁশিয়ে লা প্রাসিদাঁ,

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' ভেতর থেকে রাষ্ট্রপতির সম্মতিসূচক গলার আওয়াজ পেতে কর্ণেল তেসির হাতল টেনে বন্ধ দরজা খুলে দিলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিকে ভেতরে থাকার জন্য ইশারাও করলেন।

রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা! কথাটা মনে হতে নিজের মনেই অল্প হাসলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি রজার ফ্রে, রাষ্ট্রপতির কামরায় ওপাশে ফুল আর ফলের বাগান সেখানে এমন কিছু রক্ষি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দিনরাত পাহারা দিচ্ছে যাদের টিপ কখনও ফসকায় না, এরা সবাই মঁশিয়ে জাঁ দুক্রের বাহিনীর লোক। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এরা তাঁর জীবন রক্ষা করতে তাঁরই আশেপাশে ছড়িয়ে আছে একথা রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্যগল এখনও জানেন না। জানলে ভীষণ রেগে যাবেন। তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য এত আয়োজন তা এই সংগ্রামী যোদ্ধা কাছে রীতিমত অসম্মানের ব্যাপার।

রাষ্ট্রপতির ঘরের ভেতরে এখনও উনবিংশ শতাব্দীর পরিবেশ আর আবহাওয়া টিকে আছে বলে মনে করেন রজার ফ্রে। বাঁদিকে কাঠের আলমারিগুলো নানারকম বই-এ ঠাসা। সামনে পঞ্চদশ লুই-এর আমলের একটা টেবল তার ওপরে সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর আমলের একটা ঘড়ি এখনও চলছে। মেঝের কার্পেটটা ১৬১৬ সালে তৈরি। এ ঘরে সাজসজ্জা যেমন সরল তেমনই রুচিশীল, এদের প্রত্যেকটির সঙ্গে ফ্রান্সের কিছু না কিছু ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে। এ ঘরের প্রতিটি উপকরণ তো বটেই, সেইসঙ্গে এখানে যিনি বসেন সেই রাষ্ট্রপতি দ্যগল নিজেও ফ্রান্সের গৌরবমণ্ডিত প্রাচীন ঐতিহ্যের অন্যতম ধারক ও বাহক। রজার ফ্রের মনে পড়ে গেল বিখ্যাত সাংবাদিক হ্যারল্ড কিং জেনারেল দ্যগলকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের এক রণনিপুন সেনাপতি বলে মনে করতেন।

'বলুন, মঁশিয়ে ফ্রে' মঁশিয়ে লা প্রাসিদাঁর গুরুগম্ভীর গলা কানের কাছে বেজে উঠতে চমকে উঠলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি। 'শুনলাম কোনও এক গুরুতর প্রসঙ্গে আপনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। বলুন, কি ব্যাপার। বলতে বলতে পায়ে পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন দীর্ঘদেহী রাষ্ট্রপতি জেনারেল কর্ণেল দ্যগল। 'মঁশিয়ে লা প্রাসিদাঁ, আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন', বলে রাষ্ট্রপতির বাড়িয়ে দেয়া ডান হাতখানা নিজের ডান হাতের মুঠোয় চেপে ধরে আন্তরিক ভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিলেন। ততক্ষণে রাষ্ট্রপতি দেয়ালের দিকে পেছন ফিরে তাঁর গদিমোড়া চেয়ারে বসে পড়েছেন। চোখ নেড়ে সংক্ষেপে ইশারা করতে মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়লেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি, কোনও ভূমিকা না করে সংক্ষেপে স্পষ্ট ভাষায় নিজের বক্তব্য জানালেন, কথা শেষ করে ব্রিফকেস খুললেন মঁশিয়ে ফ্রে, গোয়েন্দা পুলিশ প্রধান মঁশিয়ে রলাঁর স্বাক্ষর সমেত টাইপ করা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে।

বুকপকেট থেকে চশমা বের করে চোখে আঁটলেন শার্ল দ্যগল, তারপরে চোখ বোলালেন হাতে ধরা কাগজগুলোতে। মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে গোয়েন্দা প্রধানের রিপোর্ট শেষ করলেন রাষ্ট্রপতি, কাগজগুলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'হুঁম, দেখলুম। তা এই প্রসঙ্গে আপনার নিজের কি বলার আছে, মঁশিয়ে ফ্রে?'

গোয়েন্দা প্রধান আর তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টিকে যে রাষ্ট্রপতি আদৌ তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না তাঁর গলার আওয়াজেই তা আঁচ করলেন মঁশিয়ে ফ্রে, তবু নিজের বক্তব্য তিনি সংক্ষেপে জানালেন, 'মঁশিয়ে লা প্রাসিদাঁ, সমগ্র ফ্রান্সের স্বার্থের কথা মনে রেখে এই মহাসংকট থেকে যদি পরিত্রাণ পেতে হয় তা হলে....।' ইচ্ছে করেই থেমে থেমে যথেষ্ট আবেগ দিয়ে বলার চেষ্টা করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি, কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বাধা দিলেন দ্যগল। ভরাট গম্ভীর গলায় বললেন, 'বন্ধু ফ্রে একটা নোংরা ভাড়াটে খুনির কাছ থেকে যখন সেই মহাসংকট ঘনিয়ে আসছে তখন সমগ্র ফ্রান্সের স্বার্থের কথা ভেবে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিকে কখনোই ভয়ে কাপুরুষের মত আচরণ করতে দেয়া উচিত হবে না।'

খানিক বাদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি রজার ফ্রে বেরিয়ে এলেন রাষ্ট্রপতির কামরা থেকে। তাঁর নিজের বক্তব্য আর গোয়েন্দা প্রধানের রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি নিছক ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর নিজের জীবন রক্ষার ব্যাপারটাকেও তেমন গুরুত্ব দেননি। অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বুঝলেন রাষ্ট্রপতির জীবনরক্ষার সবরকম ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে কিন্তু তা নিতে হবে খুব গোপনে। পৃথিবীর কোথায় কোন প্রান্তে সেই ভাড়াটে খুনি

আছে আগে তা জানতে হবে, তারপরে খুঁজে বের করে তাকে খতম করতে হবে, হ্যাঁ [illegible]
হয়না, হতে পারে না।

* * *

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বজার ফ্রে-র নিজের দপ্তরের এক বিশাল ঘরে বসেছে গোপন অধিবেশন রাষ্ট্রপতি দ্যগলের জীবনরক্ষাই যে এই অধিবেশনের মূল বিষয় তা আলাদা করে বলার দরকার নেই। বিশাল টেবিলের মাথায় বসেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি মঁশিয়ে বজার ফ্রে স্বয়ং। তাঁর দু'পাশে যারা বসেছেন তাঁরা সবাই ফরাসি পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের একেকটি বিভাগের প্রধান নয়ত আধা সামরিক বাহিনীর কম্যান্ডার। এঁদের মধ্যে আবার এমন কয়েকজন আছেন যারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির খুব কাছের মানুষ। সেইসব কাছের মানুষদের মধ্যে আছেন কর্ণেল আলেকজাঁদর স্যাঙ্গুইনেত্তি—সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পঁয়তাল্লিশ হাজার জওয়ান নিয়ে গঠিত আধা সামরিক বাহিনী সি আর এস-এর ইনি কম্যান্ডার, এছাড়া আছেন গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান কর্ণেল বল্যাঁ, রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষি বাহিনীর কমিশার দুক্রে, রাষ্ট্রপতির এলিজাঁ প্রসাদের নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার কর্ণেল সাক্রেযার দ্য ভিলোবাঁ। সাক্রেযারের পাশে বসেছেন পুলিশের অপরাধ দপ্তরের প্রধান মরিস বুভে, কোনও দিকে না তাকিয়ে তিনি আপন মনে পাইপ টেনে চলেছেন, গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে পাইপ থেকে।

'সংক্ষেপে এই হল ব্যাপার', উপস্থিত সবার মুখের দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি, 'কর্ণেল বল্যাঁর বিবরণ নিশ্চযই আপনারা সবাই পড়েছেন। মাননীয় রাষ্ট্রপতির ইচ্ছে অনুযায়ী এই তদন্তের কাজ আমাদের খুব গোপনে সারতে হবে, এবং এতটাই গোপনে যাতে জনসাধারণ এসবের কিছুই জানতে না পারে। এবারে কর্ণেল বল্যাঁ, ভিয়েনায় অনুসন্ধান চালিয়ে আপনি যা [illegible] তা নিঃসঙ্কোচে জানাতে পারেন।'

'কর্ণেল বদাঁ, মেজর রেণে মক্রেযার, আর আদ্রেঁ কাসোঁ ও এস এস-এর এই তিন পান্ডা ভিয়েনা শহর থেকে অনেকদূরে ব্রাকনেবালি নামে এক পাহাড়ি এলাকার পেনশন ক্রেইস্ট নামে একটি ছোট্ট হোটেলে ঘাটি গেড়েছে সে খবর পৌঁছেছে আমার দপ্তরে। নগদ কিছু টাকা খাওয়ানোর পরে হোটেলের রিসেপশনিস্ট ঐ তিনজনের ফোটো দেখে যা বলল তার তার সারমর্ম হল গত ১৫ই জুন তারিখে হুবহু কর্ণেল বদাঁর মত দেখতে একটি লোক হোটেলের ঘর ভাড়া নিয়েছিল, হোটেলের খাতায় সে নিজের নাম লিখিয়েছিল শুলজ। সেদিনই সন্ধের পরে শুলজের ঘরে বসেছিল এক গুরুত্বপূর্ণ সভা। ভীষণ বদমেজাজি ষণ্ডা চেহারার একটা লোক ঐদিন ছিল শুলজের সঙ্গে। এছাড়া ঐদিন সন্ধের দিকে এসেছিল আরও একজন, লোকটির বয়স কিরকম বা সে কেমন দেখতে আন্দাজ কতটা লম্বা, এস হোটেলের রিসেপশনিস্ট বলতে পারেনি, শুধু বলেছে লোকটির চোখে ছিল মস্তবড় গোল, রঙিন সানগ্লাস যার আড়ালে তার মুখের অর্ধেকটা ঢাকা পড়েছিল। রিসেপশনিস্ট এও বলেছে যে এ লোকটি ভাল ফরাসি বলতে পারে, তার লম্বা সোনালি চুল ব্যাকব্রাশ করে পেছন দিকে আঁচড়ানো। এতগুলো কথা বলে দম [illegible] থামলেন কর্ণেল বল্যাঁ।

'এই বর্ণনার ভিত্তিতে লোকটার একটা আইডেন্টিটি ফোটো [illegible] দিয়ে আঁকিয়ে নেয়া যায় না?' জানতে চাইলেন গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান মঁশিয়ে পাপোঁ

'না, না, তা কি করে সম্ভব?' প্রবলভাবে দু'হাত নেড়ে বললেন কর্ণেল বল্যাঁ 'চেহারার আরও ভাল বর্ণনা না পেলে আর্টিস্ট সে লোকটার ছবি আঁকবে কি [illegible]?'

'একটা কাজ হয়ত করা যায়', বললেন কর্ণেল শাঁক্রেযার, 'হোটেলের ঐ রিসেপশনিস্টকে প্যারিতে তুলে নিয়ে আসুন না, এখানে নিয়ে এলে আমরা ও[illegible] ওপরে আরও চাপ দিতে পারি, তখন সে হয়ত সে লোকটার চেহারা সম্পর্কে আরও বর্ণনা দিতে পারে আর সেই বর্ণনা শুনে আমাদের আর্টিস্ট সেই রহস্যময় লোকটার একটা ছবি হয়ত এঁকে দিতে পারে।'

'না, না, ওসব ঝামেলার মধ্যে যাওয়া মোটেও ঠিক হবে না' বাধা দিয়ে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি, 'আপনারা ভুলে গেছেন যে এর আগে আর্গোকে ঐভাবে জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল আর শুধু এই কারণেই জার্মাণ বিদেশী দপ্তরের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা আজও মেটেনি। না, এ ঘটনা বারবার ঘটতে দেয়া উচিত হবে না।'

'তার চেয়ে বড় কথা হল দু'মাস আগে হোটেলের রিসেপশনিস্ট রঙিন চশমায় মুখের অর্ধেকটা ঢাকা সন্দেহজনক ঐ লোকটিকে মাত্র একবার দেখেছে তাও অল্প কয়েক সেকেন্ডের জন্য। কারও চেহারা এতদিন বাদে পুরোপুরি মনে রাখা কোনওমতেই সম্ভব হবেনা। এসব ক্ষেত্রে ছবি আঁকানো হলেও আসল অপরাধী ধরা পড়লে দেখা যায় তার চেহারার সঙ্গে বর্ণনা অনুযায়ী আঁকিয়ে নেয় ছবির কোনও মিল নেই। এর ফলে যারা তদন্ত চালায় তারা দিশা হারা হয়ে পথ হারিয়ে ফেলে।'

'কওয়ালস্কি মারা গেছে', রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষি বাহিনীর প্রধান কমিশার দুক্রে বললেন, 'ওকে আর হোটেলের রিসেপশনিস্ট, এই দু'জনকে বাদ দিলে এই মুহূর্তে আরও তিনজন সেই রহস্যময় লোকটিকে চেনে। তিনজন বলতে আমি অবশ্যই রদাঁ, এমক্লেয়ার, আর কাশোঁ, এদের বোঝাচ্ছি। এই তিনজনের মধ্যে অন্তত একজনকে ধরে নিয়ে এলেও তো কাজ হয়।'

'আপনারা পরিস্থিতিটা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না', স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বললেন, 'এসব করতে গেলে ইতালি সরকার ভীষণ চটে যাবে, আর তখনই গোটা ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে যা রাষ্ট্রপতি চাইছেন না।'

'ও এ এস-এর একগাদা জঙ্গি দিনরাত ঐ তিনজনের ওপর নজর রাখছে। চারপাশ থেকে ওদের ঘিরে রেখেছে। মনে রাখবেন এইসব জঙ্গিরা সবাই ফরাসি বিদেশী ফৌজের বিদ্রোহী জওয়ান, লড়াই-এর অভিজ্ঞতা এদের সবার আছে, আর আছে সবরকম আধুনিক হাতিয়ার চালানোর দক্ষতা। লড়াই করে কাবু করতে হলে কম্যান্ডো অভিযান চালানো ছাড়া উপায় নেই আর গোপনীয়তার স্বার্থে তা কখনোই সম্ভব হবে না', বলে থেমে গেলেন আধা সামরিক বাহিনীর কম্যান্ডার জেনারেল গিবো।

'কিন্তু এসব ভেবে চুপ করে বসে থাকলেও ত চলবেনা', সবার মুখের দিকে এক এক করে তাকিয়ে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি, 'আরও বেশি করে ভাবুন, মাথা খাটান। সবদিক ভেবে তারপরে প্রস্তাব দিন.....

'চিন্তা ভাবনা আমরা করছি, এবং আরও করব', বললেন কর্ণেল সাঁক্লেয়ার, 'আর সেই ভাবনার মূল বিষয় হল শৃগাল নামের এই ভাড়াটে খুনিকে যেভাবে হোক খুঁজে বের করতেই হবে।' তাঁর কথা শুনে ঘরের ভেতরে উপস্থিত বাকি অনেকে একে অন্যের মুখের দিকে অবাক চোখে তাকালেন, অনেকে আবার ভুরুও কোঁচকালেন।

'সে তো বটেই', সায় দিয়ে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি, তবে একইসঙ্গে এটাও ভুলে গেলে চলবেনা যে সেই কাজ কিভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব সে পথ খুঁজে বের করতেই আজ আমরা সবাই এখানে মিলিত হয়েছি। কাজটি করার পথে কিছু নিষেধবিধি আছে তা আপনারা জানেন। একথা মাথায় রেখে রহস্যময় সেই ভাড়াটে খুনিকে খুঁজে বের করা দায়িত্ব কাকে দেয়া যায় সে বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

'একাজটি সাফল্যের সঙ্গে করতে না পারলে তার পরিণতির সব দায়ভাগ স্বাভাবিক ভাবেই রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা ও দেহরক্ষিবাহিনী আর তাঁর নিজস্ব কর্মিদের ওপর বর্তাবে', বললেন কর্ণেল সাক্লেয়ার, 'মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি, এখানে আমরা যে ক'জন আছি তাঁরা সবাই যে যার দায়িত্ব আর কর্তব্য যথোচিত ভাবে পালন করব সবার হয়ে আমি আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।' কর্ণেল সাক্লেয়ার কতদূর উচ্চাভিলাষী তা উপস্থিত কারও অজানা নয়, তাঁর এই খোলাখুলি বক্তব্য শুনে তাঁদের মুখ যে ব্যাজায় হল মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির তা নজর এড়ালনা। 'কর্ণেল সাঁক্লেয়ার ঠিকই বলেছেন', সায় দিয়ে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি, 'কর্তব্য পালনে আমাদের কারও কোনওরকম ত্রুটি হবে না। কিন্তু সেই কর্তব্য আর দায়িত্ব পালনে যদি আমাদের মধ্যে কেউ শেষপর্যন্ত বিফল হয় তবে তার সব দায়দায়িত্ব তাঁরই ওপরে বর্তাবে। এটুকু উল্লেখ করতে কর্ণেল সাঁক্লেয়ার হয়ত ভুলে গেছেন।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির এই মন্তব্যের মধ্যে যে এক প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি আছে তার আভাস পেয়ে উপস্থিত সবাই ঘাবড়ে গেলেন, সেই ভীতির ছায়া ফুটল কর্ণেল সাঁক্লেয়ারের চোখেমুখেও।

'রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার দায়িত্ব যাদের হাতে', এতক্ষণে মুখ খুললেন কমিশার দুক্রে, 'এক পেশাদার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে তাঁদের সুযোগ যে কতটা সীমিত তা এখানে কারও অজানা নয়। আবার একাজ হাতে নিলে রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করার মূল দায়িত্ব থেকেও তাঁদের অনেকটাই সরে আসতে হবে।'

কমিশার দুক্রের মন্তব্য সত্যি আঁচ করেই উপস্থিত সবার মধ্যে একজনও প্রতিবাদ করলেন না।

'আপনি চুপ করে কেন, মঁশিয়ে বুভে', স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি তাকালেন অপরাধ দপ্তরের প্রধানের দিকে, 'এ প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য কি?'

'মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি' মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে বললেন মঁশিয়ে বুভে, 'আমার মতে ঐ তিনজন পাণ্ডা ছাড়া ও এ এস-এর বাকি সদস্যরা কেউ এখনও পর্যন্ত এই পেশাদার হত্যাকারী সম্পর্কে কিছুই জানেনা, একই কারণে লোকটিকে খতম করা বা সীমান্ত ঘাঁটি থেকে তুলে আনাও সম্ভব নয়। যেহেতু সে কে, তার সম্পর্কে কোনও রেকর্ড নেই তাই পুলিশও তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে তাই সবার আগে লোকটির আসল নাম আমাদের জানতে হবে। একবার নাম জানতে পারলে তার চেহারা পাসপোর্ট, এসবের হদিশ পাওয়া আমার মতে মোটেও কঠিন হবেনা। তাই সবরকম গোপনীয়তা রক্ষা করে তার নাম খুঁজে বের করাই হবে আমাদের এখনকার কর্তব্য।' মঁশিয়ে বুভের বক্তব্যের প্রতিবাদ কেউ করতে পারলেন না।

'অতএব, মঁশিয়ে বুভে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার বললেন, 'এইমুহূর্তে গোয়েন্দাদের মাধ্যমে খবর জোগাড় করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই।'

'তাহলে মঁশিয়ে বুভে', স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বললেন, 'এইমুহূর্তে আপনার মতে ফ্রান্সের সেরা গোয়েন্দা কে?'

'আমার মতে আমার ডেপুটি কমিশার ক্লদ লেবেলই এই মুহূর্তে ফ্রান্সের সেরা গোয়েন্দা বললেন মঁশিয়ে বুভে।

'খুব ভাল কথা', বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি তাহলে আর দেরি না করে ওঁকে খবর দিন, এক্ষুণি এখানে ডেকে পাঠান।'

* * *

মাঝবয়সী বেঁটেখাটো, গোলগাল ক্লদ লেবেলের চেহারায় পুলিশি ছাপ না থাকায় সহজেই তাঁকে গ্রামের স্কুলের মাস্টারমশাই বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ফ্রান্সের পুলিশ মহলে কাজের লোক হিসেবে তিনি চাকরি জীবনে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। চা, কফি, ধূমপান ইত্যাদি কড়া নেশার বশীভূত নন বলে দপ্তরের চ্যাংড়া অফিসারেরা অনেকেই যে তাঁকে গুরুঠাকুর বা পাদ্রিমশাই বলে আড়ালে বিদ্রূপ করে তাও তাঁর অজানা নয়। ওপরওয়ালার তলব পেয়ে হাতের কাজকর্ম সব ফেলে খানিকক্ষণের মধ্যে ক্লদ লেবেল এসে হাজির হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির দপ্তরের গোপন অধিবেশন কক্ষে। কর্ণেল রলাঁর তৈরি রিপোর্টের একটি কপি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে বললেন মঁশিয়ে বুভে। ওপরওয়ালার নির্দেশ অনুযায়ী ঘাড় হেঁট করে সেই রিপোর্ট খুঁটিয়ে পড়তে লাগলেন লেবেল। ঘরের ভেতরে দ্যাগলের রথি মহারথী যারা আছেন তাঁরা যে সবাই হাঁ করে তাঁকে দেখছেন রিপোর্ট পড়তে পড়তে তা দিব্যি টের পেলেন লেবেল। সত্যি বলতে কি পুরোনো ফরাসি সাহিত্যে গাঁইয়া স্কুল মাস্টারদের চেহারার যে বর্ণনা আছে হুবহু সেই চেহারার এই বাঁটকুলকে ফ্রান্সের সেরা গোয়েন্দা বলে মেনে নিতে তাঁদের বাধছে।। লেবেলের রিপোর্ট পড়া শেষ হতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি শুরু করলেন তাঁর গোপন অধিবেশনের সমাপ্তিসূচক ভাষণ। ভাষণ শুনে লেবেল বেশ বুঝতে পারলেন এমন এক পেশাদার ভাড়াটে খুনিকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হল 'শৃগাল' ছদ্মনাম ছাড়া আর কিছু যার সম্পর্কে জানা নেই।

ভাষণ শেষ হতে উপস্থিত সবাই কর্ণেল রলাঁর তৈরি গোপন রিপোর্টের কপিগুলো গোপনীয়তার স্বার্থে রেখে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির সামনে। তদন্তের প্রয়োজনে লাগবে ভেবে শুধু মঁশিয়ে বুভের কপিটি সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরোবার অনুমতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির কাছ থেকে পেলেন ক্লদ লেবেল। এর পরে শৃগাল সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার দরকার পড়লে বারটি বিদেশী রাষ্ট্রের পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা প্রধানের সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ ও আলোচনা করার অনুমতি চাইলেন লেবেল। এই অনুমতি না পেলে তদন্তের কাজ শুরু করতে যথেষ্ট দেরি হবে তাও তিনি বললেন। তাঁর এই প্রস্তাব উপস্থিত অনেকেরই পছন্দ হল না বটে, কিন্তু কিছু চিন্তাভাবনা করে শেষপর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি লেবেলকে সে অনুমতি দিলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি রজার ফ্রে বিদায় নিয়ে চলে যাবার পরে ঘর থেকে বেরিয়ে মঁশিয়ে বুভের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন লেবেল। খানিক বাদে বাইরে এলেন কর্ণেল শঁক্রেয়ার, লেবেলের সামনে এসে সর্দারি করার ঢং-এ বললেন, 'আপনার উদ্দেশ্য যখন হোক আপনি নিশ্চিত লক্ষে পৌছোন সেই কামনাই করব, কমিশার। তবে কাজে ব্যর্থ হলে তার ফল যে খুব ভাল হবেনা অনুগ্রহ করে তাও মনে রাখবেন।' বলে জবাবে অপেক্ষা না করে ফৌজি ঢং-এ পিছে মোড় করে বুক ফুলিয়ে সরু সরু পা ফেলে তিনি চলে গেলেন গাড়ি বারান্দার দিকে, বেঁটেখাটো লেবেল পেছন থেকে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

যারা এসেছিলেন তাঁরা সবাই একে একে বেরিয়ে আসছেন, সবার শেষে এলেন মঁশিয়ে বুভে। উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে লেবেলের পিঠে আলতো চাপড় মেরে বললেন, 'এত ভাবছেন কেন ক্লদ? আমি সুপারিশ করলাম বলেই তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি আপনাকে ডেকে এই দায়িত্ব দিলেন, চলুন, যেতে যেতে কাজের কথাগুলো সেরে নেয়া যাবে।'

'হাতে যেসব কাজ জমে আছে সব সরিয়ে রাখুন', গাড়িতে চেপে অফিসে ফেরার পথে লেবেলকে বললেন মঁশিয়ে বুভে, মাকোস্ত আর ফাতের এই দু'জন ইন্সপেক্টর হাতের কাছে আছেন, ওসব কাজ সেরে ফেলার কথা আমিই না হয় ওঁদের বলব। এবারে বলুন শৃগালকে ধরার নতুন দায়িত্ব নেবার জন্য আপনার কি আলাদা অফিস দরকার?

'আজ্ঞে না', বিনীত ভঙ্গিতে বললেন লেবেল, 'এখন যেখানে আছি সেখানে বসেই যা কাজকর্ম যা করার করব।'

'খুব ভাল', বুভে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'সহকারী হিসেবে বিশেষ কাউকে চান?'

'একাজে সাহায্য করার মত যোগ্য লোক আমার পরিচিতদের মধ্যে একজনই আছেন' লেবেল বললেন। 'ব্রিগেদ ক্রিমিন্যালের সহকারী অধ্যক্ষ লুসিয়েঁ কারোঁকে আশা করি চেনেন। কারোঁ আর আমি একসময় হোমিসাইডে ইন্সপেক্টর ছিলাম। সহকারী হিসেবে ওঁকে আমার চাই। তবে কারোঁর কাছ থেকে কাজ পেতে হলে ওঁরা যেমন চাইছেন সেভাবে ব্যাপারটা গোপন রাখলে চলবেনা, সবকিছু খোলাখুলি ভাবে জানাতে হবে।'

'বেশ', একটু ভেবে নিয়ে বললেন বুভে, 'যেমন বলছেন তেমনই হবে মঁশিয়ে ফ্রে-র কাছ থেকে আমি আজই কারোকে সব খুলে বলার অনুমতি আনিয়ে নিচ্ছি তবে তার আগে ওঁকে যেন কিছু বলবেন না। শুধু খবরের কাগজের রিপোর্টারদের ভয়েই আপনাকে নিষেধ করছি ক্লদ, আমায় ভুল বুঝবেন না।'

'সেদিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন', আশ্বাস দিয়ে লেবেল বললেন, 'কারোঁ যথেষ্ট অভিজ্ঞ লোক, এ সম্পর্কে নিজের বউ বা কাগজের রিপোর্টার কারও কাছে উনি মুখ খুলবেন না।'

'আরও একটা কথা', আমতা আমতা করে বললেন বুভে, 'যে বিষয়ে আজ আলোচনা হল সেই তদন্তের কাজ কতদূর এগোল সে বিষয়ে কিছুদিন পরে পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিকে একটা রিপোর্ট দিতে হবে। বিশ্বাস করুন, ক্লদ আমি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি করেছি, কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিকে কিছুতেই দমানো গেলনা। তবে আপনার চিন্তা নেই, কারণ ওঁর গোপন বৈঠক কোনদিনই রাত দশটার আগে বসে না। তাছাড়া রিপোর্ট দেবার সময় আমি নিজে আপনাকে ওঁর কাছে নিয়ে যাব। গোপনীয়তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় উপদেশ আর পরামর্শের জন্যই আপনাকে ডাকা হয়েছে, ওঁর দপ্তরে খাতায় এর বেশি বাড়তি একটি শব্দও উল্লেখ করা হবেনা।'

'বেশ' লেবেল বললেন, 'তদন্তের এই রিপোর্ট দেবার পর্ব কি এখন অনেকদিন ধরে চলবে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে', ছাই ঝেড়ে নতুন করে তামাক ঠেসে পাইপের মুখে আগুন দিতে দিতে বললেন বুভে, 'এখন ব্যাপার কি জানেন, ক্লদ, যাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি শৃগাল ছদ্মনামধারী সেই ভাড়াটে খুনি যা প্রিসিদাঁর ওপরে কবে কখন আঘাত হানবে তার ঠিক নেই, যদি আগামীকালই তেমন কিছু ঘটে যায় তাহলে তার আগেই তাকে ধরে ফেলাই হবে আপনার কাজ। আবার এমনও হতে পারে যে আগামী কয়েকটা ঘন্টা হয়ত তেমন কিছুই ঘটবেনা। আগে ওকে ধরুন, তারপরে তুলে দিন গোয়েন্দা দপ্তরের হাতে লোকটার পেট থেকে কথা বের করার দায়িত্ব তখন ওদের ওপরে বর্তাবে।'

'তাহলে তো আর রক্ষে নেই।' নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে বললেন লেবেল, 'দপ্তরের ছোঁড়াগুলো তো ওকে পিটিয়ে আধমরা করে ফেলবে!'

'সে তো করবেই।' সায় দিয়ে বললেন বুভে 'এখন যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে অপরাধের পরিমাণ আর তাদের ধরনধারণ। পাশাপাশি রাজনৈতিক অপরাধও যে বাড়ছে তা তো নিজেই দেখছেন ক্লদ। যাক গে এসব চিন্তাভাবনা ছেড়ে এবারে উঠে পড়ে লাগুন লোকটাকে যেভাবে হোক ধরুন।'

কোনও মন্তব্য না করে লেবেল তাকিয়ে রইলেন দূরের নদীর দিকে। আরও খানিক বাদে সরকারি গাড়ি এসে পৌঁছোল পুলিশ বিভাগের অপরাধ দপ্তরের সামনে, মঁশিয়ে বুভেকে অভিবাদন জানিয়ে লেবেল নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে, অনেকগুলো দরজা পেরিয়ে এসে ঢুকলেন তাঁর নির্দিষ্ট কামরায়। একজন সৎ ও দক্ষ অফিসার হিসেবে প্যারির পুলিশ তাকে একবাক্যে চেনে। গোপনে তদন্ত চালানোর যে ক্ষমতা লেবেল পেয়েছেন তার বলে এই মুহূর্তে তিনি হয়ে উঠেছেন ইওরোপের সবচেয়ে ক্ষমতাবান এক পুলিশ অফিসার এই ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে দরকার হলে তিনি ফরাসি সেনাবাহিনীকেও তদন্তের কাজে লাগাতে পারেন। পাশাপাশি এটাও সত্যি পুলিশের কাজে এতদিন ধরে যে সুনাম তিনি কুড়িয়েছেন কাজে সফল হতে না পারলে সেই সুনাম, মানসম্মান, খ্যাতি আর গৌরব সব নিমেষে ম্লান হয়ে যাবে, সেই সঙ্গে হারাতে হবে তাঁর এখনকার পদমর্যাদাও। বিফলতার শাস্তি হিসেবে তাঁকে এতটাই নিচের পদে নামিয়ে দেয়া হবে যার গ্লানি সয়ে বেঁচে থাকাই তখন তাঁর পক্ষে হয়ে দাঁড়াবে অসম্ভব ব্যাপার। কর্ণেল সাঁক্লেয়ার দ্য ভিলোবা খানিক আগে এ সম্পর্কে তাঁকে হুঁশিয়ারও করেছেন কিন্তু এসব নিয়ে ক্লদ লেবেল মোটেও চিন্তিত নন, আসলে এই তদন্তের কাজ করতে গিয়ে বেশ কিছুদিন কেন রাতেরবেলা তাঁর ঘরে ফেরা হবে না তার আসল কারণ কি স্ত্রী আমেলিকে আগে থেকে টেলিফোন করে তা কিভাবে বোঝাবেন তাই তাঁর মাথায় আসছে না। হঠাৎ বাইরে থেকে দরজায় টোকার আওয়াজে লেবেল চমকে উঠলেন, পরমুহূর্তে দরজার পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন দুই অধীনস্থ গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মার্কোস্ত আর ফাবের। মঁশিয়ে বুভের নির্দেশে মঁশিয়ে লেবেলের হাতে জমে থাকা যাবতীয় অসমাপ্ত তদন্তের কাজ বুঝে নিতে এসেছেন তাঁরা। সমাধান হয়নি এমন চারটে কেস এখনও জমে আছে। লেবেল সেগুলো তাঁদের ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। তদন্তের ফাইলপত্র নিয়ে দু'জনে চলে যাবার খানিক বাদে ভেতরে ঢুকলেন লুসিয়েঁ কারোঁ।

'আপনার কাছে এক্ষুণি এসে রিপোর্ট করার নির্দেশ অল্প কিছুক্ষণ হল দিয়েছেন মঁশিয়ে বুভে,' টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন কারোঁ।

'একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব আমায় দেয়া হয়েছে বুঝলে?' লেবেল বললেন, 'আর সেই কাজে বুভে তোমাকেই আমার সহকারী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আসলে বুভে নন, তিনি নিজেই যে তাঁকে সহকারী হিসেবে বেছে নিয়েছেন একথা ইচ্ছে করেই তাঁর কাছে গোপন রাখলেন লেবেল। ঠিক তখনই বেজে উঠল টেলিফোন। রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন লেবেল, অল্প কিছু কথাবার্তার পরে নামিয়ে রেখে বললেন, 'মঁশিয়ে বুভে ফোন করে জানালেন উনি সরকারি অনুমতি আনিয়ে নিয়েছেন এবারে তোমায় সব খুলে বলা যেতে পারে। তাই কাজ শুরু করার আগে এটা ভাল করে খুঁটিয়ে পড়ে নাও। 'বলে কর্ণেল রল্যার পেশ করা বিবরণীর ফাইলখানা তিনি কারোঁর হাতে তুলে দিলেন। টেবিলের ওপরে ফাইল রেখে কারোঁ ঘাড় হেঁট করে খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করলেন। লম্বায় চৌদ্দ আর চওড়ায় বারো ফিট এই ঘরে বসেন ফ্রান্সের সেরা গোয়েন্দা ক্লদ লেবেল, পদমর্যাদায় যিনি ফরাসি পুলিশের অন্যতম এক কমিশার। কিন্তু তাঁর কামরার ভেতরটা এত অগোছালো যে এটা গোয়েন্দা বিভাগের এক পদস্থ অফিসারের ঘর বলে বাইরে থেকে দেখলে মনেই হয় না। এজন্য অবশ্য লেবেলকে খুব বেশি দোষ দেয়া চলেনা। কারণ পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশেরই পুলিশ ও সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের চেহারা প্রায় একই রকম, যাতে বাইরে থেকে দেখলে ভেতরে কি কাজকর্ম চলছে তা সাধারণ লোকেরা জানতে না পারে। লেবেলের এই দপ্তরে তিনি নিজে আর তাঁর সেক্রেটারি ছাড়া তৃতীয় কেউ বসেন না। দুটো ডেসক-এর একটিতে জানালার দিকে পেছন ফিরে বসেন লেবেল নিজে তাঁর থেকে বেশ কিছুটা তফাতে অন্য ডেসক-এ বসে তাঁর সেক্রেটারি। বাইরে থেকে কেউ এলে তাঁদের

বসার জন্য কয়েকটা চেয়ার টেবিল ও আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এছাড়া পশ্চিমের দেয়াল জুড়ে দাঁড় করানো দু'টো বড় ফাইলিং ক্যাবিনেট তাদের মাথায় ডাঁই করে রাখা আছে আইন আর পুলিশ ও অপরাধ বিজ্ঞান সংক্রান্ত একগাদা বই। ঘরের ভেতরে দু'টি জানালার মাঝখানে একটি বই-এর সেলফে গাদাগাদা ফাইল দমবন্ধ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। লেবেলের ডেকস-এর ডানদিকের কোণে ছোট স্টিলের ফ্রেমে তাঁর স্ত্রী আর দুই ছেলেমেয়ের রঙিন গ্রুপ ফোটো শোভা পাচ্ছে।

'এ তো দেখছি সাংঘাতিক ব্যাপার।' ফাইল থেকে চোখ তুলে নিজের মনে বলে উঠলেন লুসিয়েঁ কারোঁ।

'সাংঘাতিক বলে সাংঘাতিক।' একইরকম চাপাগলায় সায় দিয়ে লেবেল বললেন গোটা ব্যাপারটা পুলিশের সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' এরপরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির দপ্তরে গোপন অধিবেশনে যেসব আলোচনা হয়েছে সেসব খোলাখুলিভাবে সহকারী কারোঁকে জানালেন লেবেল।

'সবই তো শুনলাম, কমিশার' লেবেলের কথা শেষ হতে অল্প হেসে বললেন কারোঁ। 'এ কাজে যদি সফল হতে না পারেন। তাহলে প্রিসিদাঁর যে আপনাকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন।'

'শুধু বুঝেছি তাই নয় লুসিয়েঁ সহকারীর চোখের দিকে তাকিয়ে লেবেল বললেন, 'কিন্তু কাজের দায়িত্ব যখন দেয়া হয়েছে তখন যেভাবে হোক সেটা তো করতে হবে।'

'তা তো বুঝলাম কমিশার' কারোঁ বললেন, 'কিন্তু কাজটা কোথা থেকে কিভাবে শুরু করত কিছুই তো ভেবে পাচ্ছিনা।

'শুরু করার একটা পথ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে', লেবেল বললেন, 'তার আগে তোমার সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সবার আগে আমার সেক্রেটারিকে এঘর থেকে বিদেয় করো, হয় ওকে অন্য কোনও দপ্তরে বদলি করে দাও, নয়ত ছ'মাসের বেতন দিয়ে লম্বা ছুটিতে কোথাও পাঠিয়ে দাও। এখন থেকে শুধু আমার সহকারী নয়, এই তদন্তের কাজে তুমি আমার সেক্রেটারির দায়িত্বও পালন করবে। এখানকার বিভাগীয় কর্মচারীরাও যাতে আমরা কি করছি সে সম্পর্কে কিছু জানতে পারে সেজন্যই এ ব্যবস্থা তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। আচ্ছা এবারে কি করতে হবে মন দিয়ে শোন লুসিয়েঁ—আমাদের স্টোরে প্রচুর ক্যাম্পখাট পড়ে আছে, ওখান থেকে একটা ক্যাম্পখাট, বিছানার চাদর, কম্বল, হাওয়া বালিশ আনিয়ে নাও, এছাড়া টুথ ব্রাশ, টুথ পেস্ট, সাবান, স্নানের তোয়ালে, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, বেশ কিছুদিন চলার মত কফি, দুধ, চিনি, শুকনো ফল, টিনের কৌটোয় রান্না করা মাংস, পাঁউরুটি, এক টিন বিস্কুট এসব আনিয়ে নাও। এখন বেশ কিছুদিন যে তোমার বাড়ি ফেরা চলবে না। তার বদলে এখানে আমার দপ্তরেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তোমার মত এক ঝানু গোয়েন্দা অফিসারকে নিশ্চয়ই তা বুঝিয়ে বলার দরকার হবে না। তবে তুমি একা নও এখন থেকে আমাকেও মাঝে মাঝে এই ঘরেই রাত কাটাতে হবে তাই তোমার ঘাবড়ানোর বা হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। যাক, কোথা থেকে কাজটা শুরু করবে বলছিলে না? শোন, আমি এখন এই ঘরেই আছি। তুমি সেই ফাঁকে আমাদের টেলিফোন সুইচবোর্ডে চলে যাও, ওখানকার অপারেটরদের বলো যাতে কম করে দশটা লাইন চব্বিশ ঘন্টার জন্য আমার দপ্তরের জন্য রেখে দেয়। ওরা গাঁইগুঁই করলে বলবে এটা মঁশিয়ে বুভের নির্দেশ তুমি শুধু তাঁর হুকুম তামিল করছ। আচ্ছা এক কাজ কারো লুসিয়েঁ বেশি কথা বলে ঝামেলা না বাড়িয়ে নাইট শিফটে অপারেটরদের যিনি সুপারভাইজর থাকবেন সোজা তাঁকে গিয়ে বলো এটা আমার দরকার আমিই তোমায় পাঠিয়েছি, তাতেও কাজ না হলে তখন মঁশিয়ে বুভের কাছে দরবার করা যাবে। আচ্ছা টেলিফোন পর্ব চুকিয়ে তুমি একটা সার্কুলার তৈরি কারো তাতে লেখা থাকবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির নির্দেশে এখন থেকে তুমি আমার একমাত্র সহকারীর কাজ করছ, তদন্তের কাজে যখন যা দরকার হবে তা যেন তোমায় বিনা বাক্যে দিয়ে দেয়া হয়। ঐ সার্কুলারের অনেকগুলো কপি করে নাও, তারপরে আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির গোপন বৈঠকে যারা যোগ দিতে এসেছিলেন খুঁজে খুঁজে তাঁদের সবার হাতে একটা করে কপি ধরিয়ে দাও। তার আগে সবকটা কপিতে মনে করে আমায় দিয়ে সই করিয়ে নিতে ভুলো

না। আমি যখন কাজে ব্যস্ত থাকব তখন তুমি দরকার মত সবকিছু ওঁদের কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারবে। বুঝলে, লুসিয়েঁ?'

বুঝেছি, চীফ, লিখতে লিখতে কারোঁ চোখ তুলে বললেন, 'বেশ বুঝতে পারছি এসব কাজ সারতে সারতেই আজকের রাতটা কেটে যাবে কোনটা আগে করব বলুন।'

'আগে টেলিফোনের ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও' লেবেল বললেন, তারপরে ছ'টা দেশের পুলিশের হোমিসাইড চীফদের সঙ্গে যত শীগগির সম্ভব যোগাযোগ করো, ওঁদের সঙ্গে আমার সরাসরি কথা বলার ব্যবস্থা করো। দেশগুলো হল বৃটেন ইউ এস এ, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, পশ্চিম জার্মানি আর সাউথ আফ্রিকা। সবাইকে বলবে ইন্টারপোল এর দপ্তরে আমি ওঁদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলব সন্ধে সাতটা থেকে রাত দশটায় মধ্যে কুড়ি মিনিট পরপর ওঁদের সঙ্গে আমার কথা বলার ব্যবস্থা করো। আবার বলছি মনে রেখো, কথা হবে শুধু ইন্টারপোল-এর যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে। ওঁরা কথা বলার যে সময় দেবেন ইন্টারপোল-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে ঐ ছ'টি দেশের ইন্টারপোল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট সময় টেলিফোন চালু রাখতে বলবে মনে করে এও বলবে যে আমি আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া তৃতীয় আর কেউ যেন টেলিফোনে আমাদের কথাবার্তা শুনতে না পায়, অর্থাৎ কথা হবে শুধু ইউ এইচ এফ ফ্রিকোয়েনসিতে পারসন টু পারসন। আমাদের কথাবার্তা যাতে গোপন থাকে সে বিষয়ে ওঁদের ভালভাবে সচেতন করিয়ে দিও। সেইসঙ্গে এও বোল যে শুধু একা ফ্রান্স নয় ওঁদের প্রত্যেকের দেশের রাজনৈতিক স্বার্থও এই তদন্তের সঙ্গে জড়িত। কোন দেশের পুলিশের হোমিসাইড চীফ-এর সঙ্গে কখন ক'টায় কথা বলব তার পাকা সময় আগামীকাল সকাল ছ'টার মধ্যে আ[illegible] চাই। আচ্ছা। আমি এখন একবার হোমিসাইডে যাচ্ছি যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি সে লোক এর আগে কখনও ফ্রান্সে খুন খারাপি করে ধরা পড়েছিল কিনা একবার দেখে আসি তবে ওখানকার পুরোনো রেকর্ডে তেমন কিছু যে পাওয়া যাবেনা তাও আমি জানি, মাঝখান থেকে শুধু আমার কাগজপত্র ঘাঁটাই সার হবে, তবু পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্য....। আচ্ছা তোমায় আর কিছু বুঝিয়ে বলতে হয়ে লুসিয়েঁ?'

'না, চীফ' নোট নিতে নিতে মুখ তুলে বললেন কারোঁ। 'আমি এক্ষুণি ইন্টারপোল-এর বিশেষ লাইনে ঐসব দেশের পুলিশ দপ্তরে টেলিফোন করছি।'

কারোঁ একসময় হোমিসাইডে তাঁর সহকর্মি ছিলেন তাই তিনি যেমন চাইছেন ঠিক তেমনই ভাবে তদন্তের কাজ কারোঁ যে এরই মাঝে শুরু করে দিয়েছেন তা আঁচ করে ভেতরে ভেতরে আশ্বস্ত হলেন লেবেল। কারোঁকে রেখে তিনি এবারে বেরিয়ে এলেন দপ্তর থেকে হোমিসাইডে যাবার জন্য নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে এগিয়ে চললেন সিঁড়ির দিকে।

কর্ণেল সাঁক্রেয়ার দ্য ভিলোবা যখন বাড়ি ফিরে এলেন রাত বারোটা বাজতে তখনও কিছু বাকি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির গোপন অধিবেশনের শেষদিকে তাঁর অভিজাত বিলাসী ফরাসি মেজাজ সেই যে বিগড়েছে এখনও তা স্বাভাবিক হয়নি। মেজাজ বিগড়ে যাবার একমাত্র কারণ কমিশার ক্লদ লেবেল, বাঁটকুল বেয়াক্কেলে ভোঁদাই চেহারার ঐ গোয়েন্দা অফিসারকে দেখার পর থেকেই দারুণ বিগড়েছে তাঁর মেজাজ, রাষ্ট্রপতিকে খুন করার চক্রান্ত যে আঁটছে এই বাঁটকুল তাকে কিভাবে গ্রেপ্তার করবেন তাই তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির গোপন অধিবেশন শেষ হতে সাঁক্রেয়ার এসে হাজির হয়েছিলেন তাঁর নিজের দপ্তরে প্রধান সচিবকে দেবার জন্য গোপন সভার বিবরণী তিনি নিজের হাতেই টাইপ করছিলেন। মেজাজ ঠিক নেই বলেই টাইপ করতে গিয়ে কর্ণেল সাঁক্রেয়ারের বারবার ভুল হচ্ছিল। একই ভুল তিনি বারবার করছিলেন। ছেঁড়া কাগজ জমতে জমতে একসময় বাজে কাগজের ঝুড়ি ভর্তি হয়ে উঠেছিল। অনেক চেষ্টা করে এরপরে শুদ্ধভাবে টাইপ পর্ব সেরেছিলেন সাঁক্রেয়ার।

টাইপ করা কাগজে যখন সই করতে যাচ্ছেন ঠিক তখনই জেনারেল স্যাঙ্গুইনেডি ফোন করেছিলেন। কর্ণেল সাঁক্রেয়ার স্যাঙ্গুইনেডির বক্তব্য থেকে বুঝেছিলেন তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছুদিন পরে পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি তাঁকে রিপোর্ট দেবার নির্দেশ দিয়েছেন মঁশিয়ে বুভেকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির এই নির্দেশের কথা শুনে বুভেকে আশ্চর্য এখবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে সাঁক্রেয়ারের এতক্ষণের বিগড়ে যাওয়া মেজাজ স্বাভাবিক হয়েছিল। তিনি কল্পনায়

দেখছিলেন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়ে বাঁটকুল লেবেল গোরু চোরের মত ব্যাজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির সামনে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির প্রচণ্ড ধমকের জবাবে একটি কথাও বলতে না পেরে মিইয়ে যাচ্ছেন তাঁর এতদিনের সুখ্যাতি, যশ, সব মিশিয়ে যাচ্ছে ধুলোয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির সঙ্গে গলা মিলিয়ে তিনি নিজেও ক্লদ লেবেলকে যা তা বলে অপমান করছেন এমনই একটা দৃশ্য কল্পনা করে বেশ খুশি হচ্ছিলেন কর্ণেল সাঁক্রেয়ার।

কাজকর্ম মিটিয়ে ব্যারাকে গিয়ে দু'পাত্র মদ গলায় ঢাললেন কর্ণেল সাঁক্রেয়ার, রাত বারোটা বাজবার কিছু আগে হালকা ফুরফুরে নেশা ভেসে বেড়ানোর ভঙ্গিতে পা ফেলে এসে ঢুকলেন বহুতল অ্যাপার্টমেন্টে। লিফট-এ চেপে ওপর তলায় পৌঁছে চাবি দিয়ে গা-তালা খুলে ঢুকলেন ফ্ল্যাটের ভেতরে। চেনা বুটের আওয়াজ কানে যেতে ভেতরে শোবার ঘর থেকে তাঁর উপপত্নী চেঁচিয়ে বলল, 'এতক্ষণে তোমার বাড়ি ফেরার সময় হল? একা আমার সময় কি করে কাটে একবারও ভাবো?'

'কি আর করব বলো।' খোশমেজাজে জবাব দিলেন কর্ণেল, 'একটা খুব জরুরি কাজে আটকে পড়েছিলাম। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির দপ্তরে বিশেষ সভার ডাক পড়েছিল। কর্ণেলের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শোবার ঘর থেকে দৌড়ে এল তাঁর শয্যাসঙ্গিনী। পরনের কালচে স্বচ্ছ নাইটির ভেতর থেকে ফুটে বেরোনো দুটি স্তনের সুঁচোলো বৃন্তমুখ সহবাসের জন্য তাঁকে পাগল করে তুলল। তা বুঝে গোড়ালি উঁচু করে দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেল তাঁর গালে, পালটা চুমু খেয়ে জোরে মেয়েটির পাছায় চাপড় মেরে কর্ণেল বললেন, 'তুমি বিছানায় যাও পোষাক পাল্টে আমি এক্ষুণি আসছি।' লাগোয়া কামরায় ঢুকে জুতো মোজা খুললেন কর্ণেল। ফৌজি সুট খুলে পরলেন সুতির ঢোলা স্লিপিং স্যুট। রবারের পাতলা চটি পায়ে গলিয়ে বাথরুমে ঢুকে কুসুম কুসুম গরম জলে হাত মুখ ভাল করে ধুয়ে ফেললেন। ফৌজি জীবনের গোড়ায় দিনে রাতে দু'বার দাড়ি কামানোর অভ্যাস তিনি এখনও বজায় রেখেছেন এবারে কামানো লাল টকটকে গালে আর গলায় ইথাইল অ্যালকোহল মেশানো দামি পারফিউম মেখে তোয়ালেতে আলতো করে মুখ মুছে ফেললেন, তারপরে আলো নিভিয়ে বাইরে বেরিয়ে সোজা এসে ঢুকলেন শোবার ঘরে, খাটে উঠে মেয়েটিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লেন কর্ণেল সাঁক্রেয়ার। উদ্দাম যৌবনের বিপুল যৌনক্ষমতা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সবটুকু হারিয়ে ফেলেছেন তা তাঁর শয্যাসঙ্গিনীর অজানা নয়, মোটা টাকার বিনিময়ে রাতেরবেলা পাশে শুয়ে যে শুধু তাঁর গা গরম করতেই সে-রোজ রাতে এসে ঢোকে তাঁর ফ্ল্যাটে, পাশে শুয়ে রাত কাটায়।

কর্ণেলের চাহিদা আঁচ করে মেয়েটি তাঁর ঢোলা পাজামার ভেতর নিজের ডান হাত ঢোকায়। গরম হাতের ছোঁয়ায় পৌরুষ হারানো কর্ণেল অল্প কেঁপে উঠলেন, চুলের মুঠি ধরে প্রেয়সীর মাথাটা কাছে নিয়ে এলেন, আচমকা তার কানের লতিতে আলতো কামড় বসালেন।

'উফ, বুড়ো ভাম!' ব্যাথায় কঁকিয়ে উঠে মেয়েটি নাকি-নাকি গলায় বলল, 'আজ এত তাড়া কিসের গো, এখনও.........'

'আর বোলনা জ্যাকলিন' আক্ষেপের গলায় বলে উঠলো কর্ণেল, 'এক নতুন ঝামেলা চলেছে বুড়ো শার্লকে নিয়ে'। 'বুড়ো শার্ল-ইয়ে মঁশিয়ে লা প্রিসিদাঁর কথা বলছ?' বলতে বলতে তাঁর মুখের আরও কাছে মেয়েটি তার মাথা নিয়ে এল।

'তা নয় তো কে', একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ল কর্ণেলের গলায়। 'খবর এসেছে ও এ এস-এর পাণ্ডারা ওঁকে খতম করার মতলব এঁটেছে। ঝালচুলো এক ভাড়াটে খুনিকে প্রচুর টাকা দিয়েছে ওরা কাজটা করতে। আর কি হচ্ছে, জ্যাকলিন মুঠোটা আলগা করো না। বড্ড লাগছে যে।' বলতে বলতে তাঁর পাজামার ভেতরে ঢোকানো মেয়েটির হাত খপ করে ধরে ফেললেন, জাকলিন কিছু বুঝে ওঠার আগেই কর্ণেল তাকে দুহাতে নিজের পাশ থেকে তুলে এনে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন তাঁর বুকের ওপরে।

'বড্ড জংলি হয়ে উঠেছো তুমি।' তার কানের কাছে মুখ এনে কর্ণেল বললেন, 'এখন শুয়ে থাকো আমার বুকের ওপরে।' তাঁর কথা শেষ হবার আগেই জ্যাকলিন চুমুর ভঙ্গিতে ঠোঁট ছোঁয়ালো তাঁর ঠোঁটে, কয়েক মুহূর্ত বাদে কর্ণেলের নাক ডাকতে শুরু করল। তাঁর বুকের ওপরে জ্যাকলিন নামে মেয়েটি আরও কিছুক্ষণ একভাবে শুয়ে রইল, একসময় কর্ণেল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হতে পা টিপে টিপে সে বেড়ালের

মত লঘুপায়ে নেমে এল তার ওপর থেকে। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে খাট থেকে নেমে পা রাখল মেঝেতে। কর্ণেল অঘোরে ঘুমোচ্ছেন বুঝতে পেরে মেয়েটি এগিয়ে এল টেলিফোনের কাছে। এক্সটেনশন লাইনের তার অল্প চেষ্টায় খুলে ফেলল। আরও কিছুক্ষণ সে সেখানে অপেক্ষা করল, ঘুমন্ত কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে বিচিত্র হাসি হাসল, তারপরে প টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে এসে ঢুকল শোবার ঘরে। টেলিফোনের রিসিভার তুলে একটা নম্বর ডায়াল করল। ওপাশ থেকে চেনা গলার আওয়াজ আসতে খুব সংক্ষেপে একটা খবর জানাল। ওপাশের লোকটি খবরটি লিখে নিয়েছে জানার পরে সে রিসিভার নামিয়ে রাখল। খাবার টেবিলে রাখা জগ থেকে ঢকঢক করে জল খেল মেয়েটি, তারপরে আবার পা টিপে টিপে এসে ঢুকল শোবার ঘরে, টেলিফোনের এক্সটেনশন তার আগের মত জুড়ে দিয়ে টু শব্দ না করে সাবধানে উঠে পড়ল খাটে। ঘুমন্ত কর্ণেল তখন ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকাচ্ছেন, এক অদ্ভুত হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে তুলে মেয়েটি শুয়ে পড়ল তাঁরই গা ঘেঁষে। ক্লান্তি আর অবসাদে গা টাটাচ্ছে ঘুমে বারবার দুচোখ বুঁজে আসতে চাইছে। কাল সকালে বুড়ো ভাম কর্ণেলের কাছ থেকে একটু মোটা পারিশ্রমিক তাকে হাতিয়ে নিতে হবে, গা ঢাকা দিতে দূরে পাড়াগাঁয়ে কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসবে, এখন বেশ কিছুদিন তার এখানে রাতেরবেলা আসা ঠিক হবেনা। একথা ভাবতে ভাবতে একসময় মেয়েটি তলিয়ে গেল ঘুমের অতলে। লুসিয়ে কারোঁ যখন ফোন করলেন তার অনেক আগেই মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা আর বৃটেনের পুলিশ প্রধানেরা সবাই তখন যে-যার বাড়িতে ঘুমে বিভোর। টেলিফোনের আওয়াজে তাঁদের সবাই চোখ মেলে উঠে বসলেন, কারোঁর কথামত তাঁরা ইন্টারপোলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ক্লদ লেবেলের সঙ্গে পারসন টু পারসন কথা বলতে রাজি হলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগ এফ বি আই-এর হোমিসাইড প্রধান পার্টিতে অনেকের সঙ্গে মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিলেন পাশের ঘরে এসে তিনি দরজা ভেজিয়ে রিসিভার তুললেন, ওয়াসিংটনের সময় অনুযায়ী তিনি রাত দুটোয় তাঁদের ইন্টারপোল যোগাযোগ দপ্তরে গিয়ে লেবেলের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ প্রধান ভ্যাল রুইম শহরে ছিলেন না। তাঁর ডেপুটি অ্যাণ্ডারসন টেলিফোন ধরলেন। লেবেলের মত তিনিও এক সাধারণ কনস্টেবল থেকে কৃতিত্ব দেখিয়ে ধাপে ধাপে হোমিসাইড প্রধান হয়েছেন, ইন্টারপোলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় তিনিও তাঁর সঙ্গে একান্ত গোপনে কথা বলতে রাজি হলেন।

টেলিফোনের আওয়াজে বৃটেনের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সহকারী কমিশনার (ক্রাইম) ম্যালিনসনের ঘুম গেল ভেঙ্গে। চোখ মেলে বেড সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে নরম আলো শোবার ঘরখানা ভরে গেল, দেয়াল ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে দেখলেন রাত চারটে বাজতে বেশি দেরি নেই। খাটের পাশে ছোট টেবিলে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকিয়ে বললেন। 'ম্যালিনসন বলছি.'

নাশিওনালের কমিশার ক্লদ লেবেলের সহকারী ইন্সপেক্টর লুসিয়ে কাঁরো বলছি। মিঃ ম্যালিনসন উল্টোদিক থেকে ভেসে এল ফরাসি ঘেষা অচেনা গলা, 'এত রাতে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য আমি দুঃখিত মিঃ ম্যালিনসন, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই ফোন করতে বাধ্য হয়েছি। কমিশার লেবেলকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন মিঃ ম্যালিনসন?' ক্লদ লেবেল। চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ড ভাবতেই গোলগাল বাঁটকুল চেহারার একখানা মুখ উদ্ভাসিত হল তাঁর মনের পর্দায়। দু'বছর আগে এক ইংরেজ ট্যুরিস্ট ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়ে খুন হবার পরে তদন্তের সূত্রে লেবেলের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। সত্যি বলতে কি, লেবেলের দু'চোখের নিপাট ভালমানুষের চাউনি দেখে তিনি আশঙ্কিত হয়েছিলেন, খুনের মামলার কিনারা তিনি আদৌ করতে পারবেন কিনা এই সন্দেহ জেগেছিল তাঁর মনে। খুনি ধরা না পড়লে খবরের কাগজে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের যথেষ্ট বদনাম রটবে এই ভয়ও পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত খুনি ধরা পড়েছিল। আর তা সম্ভব হয়েছিল ক্লদ লেবেলের বুদ্ধির জোরেই। সেই একটি ঘটনা লেবেলের যোগ্যতা সম্পর্কে ম্যালিনসনকে শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল।

'হ্যাঁ ইন্সপেক্টর কারোঁ, কমিশার লেবেল আমার বিশেষ পরিচিত', মালিনসন বললেন, 'ব্যাপার কি বলুন তো?'

'টেলিফোনে কোনও আভাস দেয়া যাবেনা এমনই এক ভীষণ জরুরি ব্যাপারে কমিশার লেবেল আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে টেলিফোনে কথা বলতে চান।' ওপাশ থেকে ইন্সপেক্টর কারোঁ বললেন, 'আগামিকাল সকাল ন'টায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্টারপোল নেটওয়ার্কে উনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। পারসন টু পারসন কথা, তৃতীয় কেউ মাঝখানে থাকবে না। বলুন, ম্যালিনসন আপনি কি ঐসময় ওর সঙ্গে কথা বলবেন? আসলে কমিশার লেবেল আপনার কাছে যা চাইছেন তাহল একটু গোপন বেসরকারী সাহায্য, মিঃ ম্যালিনসন।'

'সকাল ন'টা তো?' একটু ভেবে বললেন ম্যালিনসন, 'তাহলে ইন্টারপোলের ওল্ডবয় নেটওয়ার্কে কথাবার্তা বলা যায় বইকি। ইন্সপেক্টর কারোঁ, কমিশার লেবেলকে বলবেন আগামিকাল সকাল ন'টায় ওঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি আমার দপ্তরে তৈরি থাকব।' 'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিঃ ম্যালিনসন, শুভরাত্রি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে টাইমপিসের অ্যালার্মের কাঁটা আধঘন্টা এগিয়ে আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন ম্যালিনসন। অল্প কিছুক্ষণের ভেতর তাঁর নাক ডাকতে লাগল।

রাতের কালো আকাশের বুকে ভোরের ফিকে নীল আলো ফুটলেও সূর্য উঠতে এখনও ঢের দেরি। চাকরি খোয়ানো জনৈক মাঝবয়সী ব্যাচেলার স্কুল শিক্ষক রাত পোষাক পাল্টে একটা পাতলা ম্যাকিন্টশ গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এলেন ফ্ল্যাট থেকে, বড় রাস্তার মোড়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে চালক এঞ্জিন চালু করল।

ততক্ষণে প্রচুর লোক বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, চাকুরে, দোকানদার, বাজারের সবজিওয়ালা ছাড়াও এমন অনেক নারী-পুরুষ তাদের মধ্যে আছে ভোরবেলার বিশুদ্ধ অক্সিজেন বুক ভরে নিতে যারা কম্বলের মায়া ত্যাগ করে বারোমাস ভোরবেলা উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। কিছুদূর যেতেই গার দু'নং রেলজংশন। যাত্রীর ইশারায় জংশনে চালক গাড়ি দাঁড় করাল। ভাড়া মিটিয়ে যাত্রী স্কুল মাস্টার নেমে এলেন, সামনের এক স্টলে এক কাপ কড়া গরম কফি খেয়ে এসে দাঁড়ালেন অনুসন্ধান বোর্ড ঝোলানো কাউন্টারে, রোমের একটি হোটেলের টেলিফোন নম্বর বলার সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টারের কর্মি পাঠিয়ে দিলেন। সেই যাত্রীর মুখে নম্বর শুনে ডাকঘরের টেলিফোনের সুইচবোর্ড অপারেটর রোমের সেই হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন, হোটেলের নাম একবারও জানতে চাইলেন না। মাঝবয়সী যাত্রীটি কানে রিসিভার ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছেন, মিনিট কুড়ি বাদে ওপাশ থেকে অচেনা ইটালিয়ান গলা ভেসে আসতে এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপাগলায় বললেন, '....হাতে সময় কম যা বলছি সংক্ষেপে লিখে নিন। লিখুন.....শৃগালের নাম ফাঁস হয়ে গেছে। ভামি এই খবরটা পোয়াতেরকে জানাচ্ছে.... মারা যাবার আগে কওয়ালস্কি সব বলে দিয়েছে।'

'ওপাশ থেকে সেই গলা আবার ভেসে এল। 'এক্ষুণি খবরটা ঠিক জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছি, ধন্যবাদ।' লাইন কেটে যেতে মাঝবয়সী সেই স্কুলমাস্টার টেলিফোনের বিল মিটিয়ে বাইরে বিশাল জনসমুদ্রে মিশে গেলেন। জংশনের সারি সারি বুকিং কাউন্টারগুলোর জানালা বেশ কিছুক্ষণ আগে খুলেছে। টিকিট কেটে যাত্রীরা রোজের মত এগিয়ে চলেছে যে যার প্ল্যাটফর্মের দিকে। এতক্ষণে কড়া রোদ উঠেছে জংশনের ভেতরে। চটজলদি খাবারের স্টলগুলোর রাঁধুনীরা উনুনে কফির জল বসিয়ে সেঁকা পাউরুটি সেদ্ধ ডিম আর কলা দিয়ে শস্তা ব্রেকফাস্ট পরিবেশন করার জন্য তৈরি হচ্ছে। ঠিক এমনই সময় একটা পুলিশ ভ্যান এসে দাঁড়াল ডাকঘরের সামনে, গোয়েন্দা বিভাগের দু'জন সাদা পোষাকের কর্মি ভেতরে ঢুকে টেলিফোন সুইচবোর্ড অপারেটরকে কিছু প্রশ্ন করল। অপারেটর জবাবে জানাল খানিক আগে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এসে রোমের নম্বরে টেলিফোন করে অল্প কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলছিলেন। অপারেটরের মুখে লোকটির চেহারার বর্ণনা শুনে দু'জনেই নিরাশ হল কারণ ওরকম বৈশিষ্ট্যহীন সাধারণ চেহারার মানুষ প্যারির বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচুর চোখে পড়ে।

* * *

কাঁধে ঝাঁকুনি লাগতে ঘুমের ঘোর গেল কেটে, বিপদের আশঙ্কায় জাগ্রত স্নায়ুর তাড়নায় বাঁ হাতখানা আপনিই ঢুকে পড়ল বালিশের নীচে। গুলিভরা রিভলভারের ইস্পাতের ঠান্ডা ছোঁয়া হাতে লাগতে চমকে উঠলেন কর্ণেল রদ্যাঁ, পাশ ফিরে চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন সকালের সোনালি রোদ খোলা জানালা

দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে চারদিকে। মুখ ঘুরিয়ে ওপরদিকে তাকাতে দেহরক্ষির চেনা মুখখানা চোখে পড়তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এতক্ষণ যে কাঁধে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল তাঁকে চোখ মেলতে দেখে সেই দেহরক্ষিটি কপালে হাত ছুঁইয়ে ফৌজি সেলাম ঠুকে সরে দাঁড়াল। একটা সাদা কাগজের প্যাড এগিয়ে দিয়ে বলল 'স্যার, প্যারি থেকে ভামি আপনাকে দেবার জন্য খবর পাঠিয়েছে.....।'

'দেখি কি লিখেছে', বলে কম্বল সরিয়ে বিছানার ওপরে উঠে বসলেন কর্ণেল রদ্যাঁ, বালিশের পাশে রাখা সুদৃশ্য চামড়ার খাপ খুলে মোটা ফ্রেম-এর চশমা আঁটলেন চোখে, প্যাডটা চোখের সামনে এনে দেখলেন ওপরের পাতায় অর্ধশিক্ষিত দেহরক্ষি অপটু গ্রাম্য ঢং-এ কোনও মতে লিখেছে, '...শৃগাল ফাঁস হয়ে গেছে, কওয়ালস্কি মারা যাবার আগে সব বলে দিয়েছে....'

'ঠিক আছে, তুমি এখন যাও' মুখ না তুলে দরজার দিকে হাত নেড়ে চাপাগলায় বললেন রদ্যাঁ, দেহরক্ষি ফৌজি সেলাম করে প্যাড নিয়ে বেরিয়ে যেতে ঢিলে রেশমি লুঙ্গির দুই প্রান্ত কোমরে ভাল করে বেঁধে দুই হাঁটু মুড়ে বসলেন। ইন্দোচীনে লড়াই করার সময় থেকেই রাতপোষাক হিসেবে রেশমি লুঙ্গিকে তিনি সুতির পাজামার বিকল্প হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

প্যাড থেকে ছেঁড়া কাগজের টুকরোটাকে দলা পাকিয়ে হাতের মুঠোয় নিয়ে কিছুক্ষণ কওয়ালস্কিকে গালিগালাজ করে গায়ের ঝাল ঝাড়লেন কর্ণেল রদ্যাঁ। ফরাসি বিদেশী ফৌজের যেসব জওয়ান একসময় তাঁদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে ও এ এস সংগঠনে ভিড়েছিল তাদের অনেকেই এবারে সহকর্মিদের নজর এড়িয়ে পালাতে শুরু করেছে। তাঁকে কিছু না জানিয়ে আচমকা হারার পরে কওয়ালস্কিকেও তাদেরও মত দলছুট বা পলাতক সৈনিক বলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন, কিন্তু আসলে সে যে কোনও অজ্ঞাত কারণে ফ্রান্সে ফিরে গিয়েছিল এই খবর দেখে বুঝতে পারছেন তিনি। অথবা এও হতে পারে যে ফরাসি গোয়েন্দা পুলিশ তাকে সবার নজর এড়িয়ে গুম করে নিয়ে গেছে প্যারিতে। ও মারা যাবার আগে কওয়ালস্কি সব বলে দিয়েছে মানে যে প্রচণ্ড অত্যাচারের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছে সেবিষয়ে তাঁর এতটুকু সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন হল শৃগাল সম্পর্কে কওয়ালস্কির পক্ষে পুলিশকে কতটুকু বলা সম্ভব হতে পারে। ভিয়েনার পেনশন ক্লেইস্ট মায়ের সেই হোটেলে সিঁড়ির মাথায় এক চোরাকুঠরিতে লুকিয়ে তাঁকে পাহারা দেয়াই ছিল তার কাজ সেই হোটেলে তাঁরা তিনজন এক জরুরি গোপন বৈঠকে মিলিত হন যেখানে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল লালচে সোনালি চুল লম্বা পাতলা ছিপছিপে এক ইংরেজ ছোকরা পেশাদার খুনি হিসেবে যে নিজের ছদ্মনাম বলেছিল শৃগাল। তাহলে কি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সেদিন আড়ি পেতেছিল কওয়ালস্কি? চোরাপথে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে কত দালাল তো দেখা করতে আসে তাঁর সঙ্গে, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর সময়েও কি কওয়ালস্কি একইভাবে দরজায় আড়ি পাতত? মারা যাবার আগে কওয়ালস্কি কি সেসবও ফাঁস করে দিয়েছে? সম্ভাব্যগুলো মেলাতে গিয়ে কর্ণেল রদ্যাঁর মনে পড়ে গেল সেদিনের দৃশ্য কথাবার্তা শেষ করে সেদিন সেই ইংরেজ ভাড়াটে খুনি যখন চলে যাচ্ছিল তখন তিনি নিজে তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন, মুখ ফুটে বলেও ছিলেন, 'তাহলে আজকের মত বিদায় শৃগাল মশাই, শুভরাত্রি।' ভিকতর কওয়ালস্কি ঐসময় দাঁড়িয়েছিল দরজার পাশে তাই লোকটার নাম যে শৃগাল তা তখনই সে জানতে পেরেছিল। তাহলে কওয়ালস্কির স্বীকারোক্তির পরে দ্যগলকে ঘিরে নিরাপত্তার বেড়া নিশ্চয়ই আরও মজবুত আর নিশ্ছিদ্র হয়েছে যার মানে দাঁড়ায় তাঁকে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র ও এ এস করেছিল তা ব্যর্থ হল, না দ্যগলকে খুন কার কোনও সুযোগই শৃগাল আর পাবেনা।

সুইস ব্যাঙ্কে তার গোপন অ্যাকাউন্টে আগাম টাকা জমা পড়লেই সে কাজ শুরু করবে বলে শৃগাল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই অনুযায়ী খুনের প্রস্তুতি বাবদ আগাম টাকা জমাও পড়েছে সেখানে। খবর পেয়ে শৃগাল নিশ্চয়ই বসে নেই। দ্যগলকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার প্রস্তুতির কাজ সে নিশ্চয়ই শুরু করে দিয়েছে তাই এবারে সময় থাকতে থাকতে তাকে সব কথা জানিয়ে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে, সেইসঙ্গে ভিয়েনায় যাওয়া আসা আর অন্যান্য কিছু খরচখরচা বাদ দিয়ে বাকি টাকাটাও ফেরত চাইতে হবে। ব্যর্থতা নিশ্চিত জেনে তাঁর মত এক অভিজ্ঞ রণনিপুণ অফিসার আগে কোনদিনই আক্রমণ করার হুকুম অনুগামীদের

দেননি, আজও দেবেন না। শৃগালকে তিনি কখনোই নিশ্চিত মরণের দিকে ঠেলে দেবেন না। মনস্থির করে কর্ণেল রদ্যাঁ দেহরক্ষিকে ডেকে একটি কাজের দায়িত্ব দিলেন। সকাল ন'টা নাগাদ দেহরক্ষি এসে হাজির হল স্থানীয় ডাকঘরে, লণ্ডনের একটা নম্বরে টেলিফোন কল বুক করল, মিনিট কুড়ি বাদে ডাকঘরের অপারেটর সংযোগ করে দেবার পরে দেহরক্ষিটি কেবিনে ঢুকে রিসিভার তুলল। কিন্তু ওপাশ থেকে কেউ ফোন ধরলনা। তার বদলে ভেসে এল একটানা ক্রিং ক্রিং আওয়াজ।

* * *

হাতে জমে থাকা কাজগুলো মিটিয়ে ফেলবে বলে সেদিন শৃগাল খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিল যা বহুদূরে রোমে বসে জানতে পারেননি কর্ণেল রদ্যাঁ। মালপত্র সব আগের দিনই গুছিয়ে নিয়েছিল শৃগাল। ঐদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে রোজের মত পরপর দু'কাপ কফি তৈরি করে সে তারিয়ে তারিয়ে খেল, দাড়ি কামিয়ে কুসুম কুসুম গরম জলে চান সেরে এসে ঢুকল একফালি কিচেনে। ফ্রিজ খুলে আগে কমলালেবুর ঠাণ্ডা রস বোতল থেকে গ্লাসে নিয়ে গলায় ঢালল শৃগাল, তারপরে একে একে বের করল পাঁউরুটি, ডিম, আর শুয়োরের মাংসের কিমা। অল্প তেল চাটুতে ঢেলে নিল সে, ডিমের কুসুমের সঙ্গে কিমা ফেটিয়ে পাউরুটিতে মেখে ভাজল শৃগাল। গোলমরিচ আর নুনের গুঁড়ো পাউরুটিতে ছিটিয়ে খেয়ে নিল, সবশেষে এক কাপ কালো কফি অল্প চিনি মিশিয়ে খেয়ে নিল। ব্রেকফাস্ট খেয়ে ডিমের খোলা পাউরুটির টুকরো আর অন্যান্য আবর্জনা ফেলে দিল বাইরের ডাস্টবিনে। সন্দেহ উদ্রেক করার মত কিছু পড়ে নেই দেখে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল শৃগাল রেশমের একটা গোল গলা জামা পরে তার ওপরে চাপাল ধূসর রং-এর স্যুট। স্যুটের জ্যাকেটের বুকপকেটে নগদ একশো পাউণ্ড, ডুগালের নামে জাল পোর্ট, আর পরিচয়পত্র আছে তা সে জানে। সবশেষে জুতো মোজা পরল শৃগাল, দুটো ব্যাগ দু'হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে এল বাইরে, দরজার গা-তালা এঁটে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে। ফুটপাত ধরে হেঁটে কিছুদূর যাবার পরে মোড়ের মাথায় ট্যাক্সি পেয়ে গেল। ব্যাগদুটো পেছনের সিটের একপাশে রেখে শৃগাল চালককে লণ্ডন বিমানবন্দরের দু'নম্বর বিল্ডিং-এ যাবার নির্দেশ দিল। কিছুদুর চলে আসার পরে শৃগালের ফ্ল্যাটের টেলিফোন বেজে উঠল তারস্বরে তাকে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিতেই যে কর্ণেল রদ্যাঁর দেহরক্ষি টেলিফোনে যোগাযোগ করতে অন্যদিকে রোমের এক ডাকঘরে কানে রিসিভার ঠেকিয়ে অপেক্ষা করে আছে, বিমানবন্দরে যাবার পথে শৃগাল তা জানতে পারল না।

* * *

ডাকঘর থেকে ফিরে দেহরক্ষি কর্ণেল রদ্যাঁকে জানাল তাঁর দেয়া লণ্ডনের নম্বরে। সে খানিক আগে টেলিফোন করেছিল, কিন্তু পুরো আধঘন্টা অপেক্ষা করার পরেও ওপাশ থেকে কেউ রিসিভার তুলে লাইন ধরেনি। আধঘন্টা অপেক্ষা করে সে তাই লাইন ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে।

কর্ণেল রদ্যাঁ কোনও ঝুঁকি নিতে চাননা, তাই জরুরি আলোচনার জন্য সংগঠনের বাকি দুই নেতাকেও তখনই সেদিনই খবর পাঠালেন। খবর পেয়ে এমক্রেয়ার আর কাসোঁ দু'জনেই কিছুক্ষণ বাদে এসে হাজির হলেন।

'কি ব্যাপার, কর্ণেল?' জানতে চাইলেন কাসো, 'হঠাৎ জরুরি তলব কেন?' জবাব না দিয়ে ভামির খবর লেখা কাগজের টুকরোটা রদ্যাঁ এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে, খবরে চোখ বুলিয়ে ভামি সেটা তুলে দিলেন এমক্রেয়ারের হাতে।

'সর্বনাশ হয়ে গেল!'

চাপাগলায় বললেন বলে উঠলেন মেজর এমক্রেয়ার, 'কর্ণেল এই খবরটা কখন পেয়েছেন?'

'আজই সকালে', ঘরের ছাদ থেকে চোখ নামিয়ে বললেন রদ্যাঁ 'প্যারি থেকে ভামি খবরটা পাঠিয়েছে।'

'এখন গোটা ফ্রান্সের পুলিশ শৃগালকে পাগলের মত খুঁজবে' বললেন এমক্রেয়ার 'তার আগেই ওকে ব্যাপারটা জানাতে হবে পরিকল্পনা বাতিলের কথা বলে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে যাতে ও এখুনি ফ্রান্সে না আসে।'

'ভুল করছেন মেজর' ভেতরের চাপা উত্তেজনা কষ্টে দমন করে ধীরস্থির গলায় বললেন কর্ণেল রদ্যাঁ, 'কওয়ালস্কির বর্ণনার ভিত্তিতে ফরাসি গোয়েন্দা পুলিশ যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে হল লম্বা পাতলা ছিপছিপে চেহারার এক বিদেশী যুবক যার চুলের রং লালচে সোনালি, আর চোখে রঙিন কাচের বড় গোল গোল চশমা থাকার দরুন যেহেতু তার মুখ ওয়ালস্কি বা হোটেলের রিসেপশনিস্ট দেখতে পায়নি তাই লাখ লাখ বিদেশীর দঙ্গলের ভেতরে তাকে খুঁজতে যাওয়া হবে খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মত। তাছাড়া শৃগাল নিজে পেশাদার লোক, ওর নিশ্চয়ই জাল পাসপোর্ট আছে তাই ওর নাগাল পাওয়া ফরাসি গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষে খুব সহজ হবে না।'

'এক কাজ করা যায়,' বললেন মক্লেয়ার 'টেলিফোনে ভামিকে নির্দেশ দিলে ও নিশ্চয়ই শৃগালকে কাজটা থামিয়ে দেবার কথা বুঝিয়ে বলতে পারবে।'

'না মেজর', ঘাড় নেড়ে বললেন কর্ণেল রদ্যাঁ, 'শৃগালকে হুকুম দেবার এক্তিয়ার ভামির নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির দপ্তরের সদস্য কর্ণেল সাঁক্লেয়ার দ্য ভিলোবার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন, জ্যাকলিন নামে মেয়ের বয়সী ওঁর এক পোষা রক্ষিতা আছে, মেয়েটি রোজ রাতে আসে সাঁক্লেয়ারের কাছে, গা গরম করার ফাঁকে ওঁর পেট থেকে অনেক গোপন খবর ও টেনে বের করে তারপরে সেগুলো টেলিফোনে জানিয়ে দেয় ভামিকে, ভামি সেসব খবর তখনই পাচার করে আমার কাছে। দরকার হলে ঐ মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ শৃগালকেও দেয়া হয়েছে।'

'তাই যদি হয় তাহলে শৃগাল জ্যাকলিন নামে ঐ মেয়েটির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেই তো জানতে পারবে ওর নাম ফাঁস হয়ে গেছে, মেজর মক্লেয়ার বললেন। 'তখনকার পরিস্থিতির কথা একবারও ভেবেছেন কর্ণেল?'

'আপনার কথা সত্যি হলে সেটা সত্যি সত্যি একটা ভাবনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে বটে।' চিন্তা জড়ানো গলায় বললেন রদ্যাঁ, 'আবার এই মুহূর্তে কাজটা থামিয়ে দিলেন ওকে যে আগাম টাকার সবটুকুই ফেরত দিতে হবে শৃগাল তাও জানে। বুঝতেই পারছেন, গোটা ব্যাপারটার ওপরে শৃগালের নিজের পাশাপাশি আমাদেরও যথেষ্ট ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে।'

'আচ্ছা কর্ণেল রদ্যাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন কাসোঁ আপনি কি মনে করেন সব জানাজানি হবার পরেও শৃগাল কাজটা করতে পারবে?'

'আমার নিজের ধারণা হাজার চেষ্টা করলেও শৃগাল এখন আর কাজটা করে উঠতে পারবে না', বললেন কর্ণেল রদ্যাঁ 'এখন আর তা কোনও মতেই সম্ভব নয়। আবার পাশাপাশি ও যেহেতু আপনার আর আমার মতই পেশাদার, তাই কাজটা সফল করতে ও হয়ত আলাদা কোনও ছক কষেছে যা একান্তভাবে ওর নিজের, সেদিক দিয়ে ভাবলে শৃগাল এ কাজে বিফল হবে একথা কখনোই মনে ঠাঁই দেয়া যায় না।'

'তাহলেও....' জোরগলায় চেঁচিয়ে উঠলেন কাসোঁ, 'তাহলে ও ওকে তো এখনও থামানো যায়, আপনারা সেই চেষ্টাই করুন না!'

'বুঝতে পারছেন না, আদ্রেঁ', কাসোঁর দিকে বড় বড় চোখ মেলে বললেন কর্ণেল রদ্যাঁ, 'আপনি যা চাইছেন এখন আর তা কোনও মতেই সম্ভব নয়। হাতে উপায় থাকলে আমি নিজে তাকে নিশ্চয়ই থামতে বলতাম। কিন্তু আগাম টাকাটা ওর অ্যাকাউন্টে জমা পড়ার পর থেকে শৃগাল কাজে নেমে পড়েছে। তাই গোটা ব্যাপারটা চলে গেছে আমাদের হাতের বাইরে। শৃগাল কি করছে কোথায় কিভাবে এগোচ্ছে কিছুই আমাদের জানা নেই, আর যতদূর মনে পড়ে শৃগাল তো ওইভাবে সবার নজর এড়িয়েই কাজ করতে চেয়েছিল। অনেক দেরি হয়ে গেছে, শৃগালকে এখন আর থামানো যাবেনা। আমি সত্যিই দুঃখিত আঁদ্রে।'

* * *

কমিশার ক্লদ লেবেল যখন দপ্তরে ফিরে এলেন তখন সবে সূর্য উঠছে, কামরায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালঘড়িতে সকাল ছটা বাজার ঘন্টাধবনি কানে এল। ভেতরে ঢুকতে দেখলেন ইন্সপেক্টর লুসিয়েঁ কারোঁ তাঁর সেক্রেটারির ডেসক-এ বসে ঘাড় হেঁট করে একমনে কাজ করে চলেছেন। রিপোর্ট লেখা অনেকগুলো

কাগজ সামনে গাদা করে রাখা, শার্টের দু'হাত অনেকখানি গোটানো, টাই-এর ফাঁস ঢিলে হয়ে নেমে এসেছে বুকের কিছু ওপরে। কফির গন্ধ নাকে আসতে লেবেল দু'পাশে তাকালেন, দেখলেন ফাইলিং ক্যাবিনেটের ওপরে কফি মেশানো গরম জল পারকোলেটরে ভুরভুরি কাটছে, পাশে রাখা আছে জমানো দুধের কৌটো আর চিনির পাত্র। খানিক তফাতে দুটো ডেসক-এর মাঝখানে পাতা ক্যাম্পখাটের ওপরে চাদর বালিশ কম্বল ঠিক ঠিক জায়গায় রাখা। কিন্তু লেবেল লক্ষ করলেন এতটুকু ভাঁজ পড়েনি খাটে পাতা চাদরে, এমনকি কম্বলের ভাঁজ পর্যন্ত খোলা হয়নি। ডেসক-এ রাখা ছাইদানের অর্ধেক ভরে উঠেছে আধপোড়া সিগারেটের টুকরোয় কারোঁর বাঁ হাতের দু'আঙ্গুলের মাঝখানেও জ্বলছে সিগারেট। কারোঁ যে সারারাত না ঘুমিয়ে ঐভাবে এক জায়গায় বসে পাতার পর পাতা রিপোর্ট লিখে চলেছেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন কমিশার ক্লদ লেবেল, প্রচণ্ড কাজের চাপে তিনি নিজেও গতকাল রাতে দু'চোখের পাতা এক করার সময় পাননি।

'সারারাত না ঘুমিয়ে খাটাখাটুনি করাই সার হল।' চেয়ারে বসে লেবেল আপন মনে বললেন, 'হোমিসাইডে গত দশ বছরের রেকর্ড ঘেঁটে কিছুই পেলাম না। দেগেলদার নামে শুধু একজন বিদেশী পেশাদার খুনির নাম পেলাম। কিন্তু সে অনেকদিন আগে মারা গেছে। এছাড়া আরও চারজন পেশাদার খুনি গত দশ বছরে ফ্রান্সে ঘুরে বেড়িয়েছে। নানা জায়গা থেকে জোগাড় করেছে নানারকম তথ্য। এদের মধ্যে তিনজনই আটক আছে আমাদের দেশের বিভিন্ন জেল-এ আর চার নম্বর লোকটি দক্ষিণ আফ্রিকার কোনও এক রাজ্যে খুনের অপরাধে কোনও এক রাজ্যের জেল-এ যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে সাজা খাটছে। তবে ভাড়াটে খুনি হলেও এরা বিভিন্ন দলের হয়ে কাজ করে আমাদের লা প্রিসিদাঁকে খুন করার হিম্মত এদের কারও নেই। সেন্ট্রাল রেকর্ডস-এও আমি গিয়েছিলাম লুসিয়েঁ। কিন্তু সারারাত ধরে অনেক কাগজপত্র হাতড়েও এই লোকটি সম্পর্কে কোনও খবর পাওয়া যায়নি। বেশ বুঝতে পারছি অনেক চিন্তাভাবনা করেই কর্ণেল রদাঁ এমন একজনকে একাজের জন্য বেছে নিয়েছেন যার সম্পর্কে কোনও রেকর্ড আমাদের কাছে নেই।'

'তাহলে তো দেখছি বিদেশী সূত্র থেকেই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে।' পোড়া সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানে পিষে ফেলে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন কারোঁ।

'সে তো একশোবার' সায় দিয়ে বললেন লেবেল, 'একথা জানতেই হবে যে আমরা যাকে খুঁজছি সে রাতারাতি ভাড়াটে খুনি হয়ে ওঠেনি, নিশ্চয়ই একাজে সে আগে কোথাও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। রাষ্ট্রপতি না হলেও একাধিক নামী লোক আগে নিশ্চয়ই খুন হয়েছেন সে লোকের হাতে। যাক এবারে তুমি বলো লুসিয়েঁ কতদূর এগোলে?'

ছ'টা দেশের পুলিশ চীফদের সঙ্গে আপনার একাতে টেলিফোনে কথা বলার ব্যবস্থা করেছি' একটা কাগজ দেখে বলতে লাগলেন কারোঁ, 'আর কিছুক্ষণ বাদে এখানে যখন সকাল সাতটা বেজে দশ মিনিট হবে তখন ওয়াশিংটনের ঘড়িতে বাজবে রাত একটা, তাই ওয়াশিংটন দিয়েই শুরু করছি। এরপরে সকাল সাড়ে সাতটায় ব্রাসেলস, পৌনে আটটায় আমস্টারডাম আটটা দশে বন, সাড়ে আটটায় জোহানেসবার্গ, আর সকাল ন'টায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড।'

'এঁরা সবাই হোমিসাইডের লোক?' জানতে চাইলেন লেবেল।

দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া আর সব জায়গায় হোমিসাইড চীফদের সঙ্গে কথা বলবেন' কারোঁ বললেন, আর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সহকারী কমিশনার ক্রাইম মিঃ ম্যালিনসন আপনাকে চেনেন, উনিই বললেন ওঁদের মেট্রোপলিটান পুলিশে হোমিসাইড শাখা নেই। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশের সহকারী কমিশনার মিঃ অ্যান্ডারসনও আপনাকে চেনেন বললেন।

'হ্যাঁ, অ্যান্ডারসনের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আচ্ছা এবারে আসছে ভাষার প্রশ্ন। ফরাসি ছাড়া জার্মান আর ইংরেজি দুটোই তোমার ভাল জানা আছে তাই আমাদের কথাবার্তার সময় তুমি দোভাষীর কাজ করবে। এবারে তাহলে চলো, রওনা হওয়া যাক।'

পুলিশের গাড়িতে চেপে যখন লেবেল আর কারোঁ ইন্টারপোলের গোপন দপ্তরে এসে পৌঁছোলেন সাতটা বাজতে তখনও দশ মিনিট বাকি। এলিভেটরে চেপে মাটির নীচে একটি বিশেষ কামরায় বসে তাঁরা ছ'টি

দেশের পুলিশ চীফদের সঙ্গে বেতার টেলিফোনে কথা বললেন পুরো তিন ঘন্টা ধরে।

'......আপনার দেশের পুলিশকে সরকারী অনুরোধ জানানোর মত সময় এখনও আসেনি শুধু একটি খবর আমাদের মতে এসেছে যার ভিত্তিতে বিশেষ একটি লোকের খোঁজ করছি পেশায় যে এক সুদক্ষ ভাড়াটে খুনি ব্যাপার হল একটি ছদ্মনাম ছাড়া তার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারিনি এমন কি চেহারার বিবরণও নয়.....' ছ'টি দেশের পুলিশ চীফকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার এই একই জবাব দিলেন লেবেল। যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে তাঁরাও সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন, তাঁদের সাহায্য কেন চাওয়া হচ্ছে বা সেই ভাড়াটে খুনির নিশ্চিত লক্ষবস্তু বা শিকার কে হতে পারেন এ প্রশ্ন তাঁরাও ঘুরেফিরে প্রায় সবাই করলেন। সরকারী গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্রপতির নাম একবারও নিতে পারলেন না লেবেল তিনি যার খোঁজ চাইছেন বিদেশের অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তার গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন এর বেশি আর কিছু স্বাভাবিক ভাবেই তিনি বলতে পারলেন না। তাঁর জবাব শুনে তাঁরা যে নিশ্চিতভাবে কিছু আঁচ করলেন তা লেবেলের মত অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার ঠিকই বুঝতে পারলেন।

'বেশ কমিশার আমরা রেকর্ডস ঘেঁটে ফেলছি ওরকম কারও নামধাম পাওয়া যায় কিনা। পেলে আজই আপনাকে জানিয়ে দেব। যোগাযোগ করার জন্য অশেষ ধন্যবাদ, ক্লদ', রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে তাঁরা সবাই এই জবাব দিলেন।

আর সবাই যেমন তেমন, শুধু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সহকারী কমিশনার ক্রাইম অ্যান্টনি ম্যালিনসনের নামটা লেবেলকে যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলল আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে এতটুকু উৎসাহ না থাকলেও ইওরোপের কমন মার্কেটে গ্রেট বৃটেনকে ঢুকতে জেনারেল শার্ল দ্যগল যে বাধা দিয়েছিলেন সে খবর তিনি রাখেন, এবং এর ফলে বৃটিশ বিদেশ মন্ত্রক দ্যগলের ওপরে ভয়ানক রেগে গিয়ে যা তা বলেছিল তা তাঁর ঠিকই মনে আছে। শুধু তাই নয়, দ্যগলের বিরুদ্ধে সরব হতে তারা বৃটেনের সমস্ত গণমাধ্যমকে খোলাখুলিভাবে উস্কানি দিয়ে চলেছে। সহকারী কমিশনার কিছু আঁচ করে সাংবাদিকদের জানিয়ে দেবেন আর পরদিনই ভাড়াটে খুনির হাতে দ্যগল খুন হতে পারেন এমনই শিরোনামার নীচে বৃটেনের নামী খবরের কাগজগুলোতে সংবাদ ছাপা হবে এই ভয় পেলেন লেবেল।

কিন্তু ম্যালিনসন নিজেও লেবেলের মতই মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত জাত গোয়েন্দা অফিসার গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে কাউকে কথা দিলে তিনি কখনোই তা কাউকে বলবেন না, খবরের কাগজের রিপোর্টারদের তো নয়ই। না বললেও সেই রাজনৈতিক হত্যাকারী শিকার যে রাষ্ট্রপতি দ্যগল স্বয়ং তা তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন। কিন্তু এ নিয়ে কাউকে কিছু বলবেন না বলে লেবেলকে তিনি কথা দিয়েছেন তাই খবরটা নিয়ে সহকর্মীদের কারও সঙ্গে তিনি কোনরকম আলোচনা করলেন না।

তবে সাধ্যের ত্রুটি রাখলেন না ম্যালিনসন, এইজাতীয় অপরাধীদের খোঁজ-খবর যেখানে পাওয়া যায় সেই স্পেশাল ব্রাঞ্চে তিনি কমিশার ক্লদ লেবেল যা চাইছেন তেমনই এক ভাড়াটে খুনি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেবার নির্দেশ অধীনস্থ গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরদের দিলেন বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক জগতের একাধিক নেতা যার হাতে খুন হয়েছে।

* * *

ব্রাসেলস ন্যাশানাল এয়ারপোর্টে শৃগাল যখন প্লেন থেকে নামল তখন বেলা বারোটা বেজে দশ। এয়ারপোর্টের লকারে তিনটে সুটকেস রেখে শুধু একটা হালকা হাতব্যাগ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলে, টুকিটাকি কাজের জিনিস ছাড়া তার ঐ ব্যাগে আছে অনেকটা তুলো, কাঁচি, প্লাস্টার অফ প্যারিস আর ব্যাণ্ডেজ। ট্যাক্সি চড়ে ষ্টেশনে এসে ঢুকল ফেলে যাওয়া মালপত্রের দপ্তরে দেখল তার ফাইবারের সুটকেসটা ঠিক জায়গাতেই আছে। ঐ সুটকেসের ভেতরেই আছে তার ভাঁজে ভাঁজে ভাগ করা মারাত্মক রাইফেলখানা। কাগজপত্রে সইসাবুদ করে সেই সুটকেস নিয়ে সে এল ষ্টেশনের বাইরে। উঠল কাছাকাছি এক ছোটখাটো হোটেলে। শুধু এক রাতের জন্য একটা সিঙ্গেল বেড কামরা ভাড়া নিল। কামরার ভেতরে ঢুকে দরজা এঁটে দিল শৃগাল। ফাইবার সুটকেসের ভেতর থেকে রাইফেলের অংশগুলো বের করে গুঁজে নিল দু'পায়ের

লম্বা মোজার ভেতরে। পুরু করে গজব্যাণ্ডেজ আঁটল দু'পায়ের মোজার ওপরে, তার ওপরে ঠাণ্ডা জলে ভেজা প্লাস্টার অফ প্যারিস পুরু করে মেখে নিল। কাজটা নিখুঁত ভাবে সারতে লাগল পুরো দু'ঘন্টা। পাখার ফুল স্পিড হাওয়ায় প্লাস্টার শুকোতে বেশি সময় লাগল না। শুকিয়ে যাবার পরে বাইরে থেকে দেখে সন্দেহ করার মত কিছুই রইলনা। যে কেউ দেখলে ভাববে কোনও মারাত্মক দুর্ঘটনায় তার দু'পায়ের হাড়ই গেছে ভেঙ্গে তাই দু'পায়ে ওরকম পুরু প্ল্যাস্টার আঁটা। কাজ শেষ হতে ফাইবারের সুটকেসটা ঠেলে ঢুকিয়ে দিল খাটের নীচে। অ্যাসট্রের ছাই আর সিগারেটের পোড়া টুকরোগুলো কাগজে মুড়ে জানালা দিয়ে চারপাশ দেখে ফেলে দিল বাইরে। ব্যাণ্ডেজ আর প্লাস্টারের অবশিষ্ট যা কিছু ছিল সব হাতব্যাগে পুরে দরজা খুলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাইরে এল শৃগাল, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে দেখল ডেসকে রিসেপশনিস্ট নেই, কাচের দরজার ওপাশে খাবারঘরে তাকে লাঞ্চ খেতে দেখল শৃগাল। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে এসে দাঁড়াল হোটেলের বাইরে, টাক্সিতে চেপে চলে এল এয়ারপোর্টে। ডুগান নামে মিলানের টিকিট 'বুক' করাই ছিল, নগদ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে কাস্টমসের বেড়াও পেরিয়ে এল সে, লকারে রাখা তার তিনটে সুটকেস ছাড়িয়ে তুলে দিল প্লেনে। লাঞ্চ খেয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শৃগাল প্লেনে চাপল, বিমান সেবিকা তাকে ধরে ধরে এমন একটি সিটে নিয়ে গিয়ে বসালো যেখানে তার পায়ে চোট লাগবেনা। কাঁটায় কাঁটা সোয়া চারটের প্লেন মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল, টার্মিন্যাল বিল্ডিং-এর ওপরে একটা পাক খেয়ে উড়ে চলল মিলানের দিকে।

মিলানের লিনে এয়ারপোর্টে প্লেন যখন নামল তার অল্প কিছুক্ষণ আগে ছ'টা বেজেছে বিমানসেবিকা শৃগালকে ধরে ধরে নামিয়ে দিল। কাস্টমসের বেড়া খুব সহজে পেরিয়ে বাইরে এয়ারপোর্টের বাইরে চলে এল শৃগাল, ট্যাক্সি চেপে চলে এল সেন্ট্রাল ষ্টেশনে। একটা কুলির হেপাজতে দুটো সুটকেস রেখে বাকি একটা সুটকেস নিয়ে চলে এল শৌচাগারে, ভেতর থেকে দরজা এঁটে হাতব্যাগ থেকে বের করল বড় একটা কাঁচি, সেই কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলল দুপায়ের শুকিয়ে যাওয়া প্লাস্টার। এবারে সুটকেস খুলে একটা মিলিটারি ওভারকোট বের করল শৃগাল। রাইফেলের অংশগুলোকে গুঁজে নিল কোটের ভাঁজে ভাঁজে। প্লাস্টারের কাটা টুকরোগুলো কমোডে ফেলে 'ফ্লাস' টেনে দিতে জলের তোড়ে সেগুলো তলিয়ে গেল। এখন তাকে দেখলে আর পা ভাঙ্গা অসহায় প্রতিবন্ধী ঠেকছেনা। দিব্যি সুস্থ সক্ষম দেখাচ্ছে। ওভারকোটটা ভেতরে ঢুকিয়ে সুটকেস আঁটল শৃগাল ছিটকিনি খুলে হাতে সুটকেস ঝুলিয়ে সে বেরিয়ে এল বাইরে। কুলির কাছ থেকে বাকি সুটকেস দু'টো নিয়ে ট্যাকসিতে চাপল। কুলিকে পারিশ্রমিকের সঙ্গে ভাল বখশিস দিয়ে চালককে ওতেল কন্তিনেন্তেলে যাবার নির্দেশ দিল।

দু'মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি এসে পৌছোল হোটেলে। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রিসেপশনে এল শৃগাল, বলল দু'দিন আগে লণ্ডন থেকে ডুগালের নামে একটি সিঙ্গেল বেড কামরা সংরক্ষণ করেছিল সে। রিসেপশন কাউন্টারের কর্মি সংরক্ষণ তালিকা মিলিয়ে খুঁজে বের করল ডুগালের নাম। আগাম জমা দেবার পোর্টার ট্যাক্সি থেকে তার তিনটে সুটকেস নামিয়ে নিয়ে এল, ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে খাতায় নাম সই করে শৃগাল পোর্টারের পেছন পেছন লিফট-এ চেপে উঠে এল ওপরে, রুম সার্ভিসকে ডেকে ইস্পাত ধূসর সুটটা চটপট ইস্ত্রি করে দিতে সুটকেসগুলো ওয়ার্ডরোবে ঢুকিয়ে চাবি আঁটল শৃগাল। বাথরুমে ঢুকে ভাল করে দাড়ি কামিয়ে স্নান করল কুসুম কুসুম গরম জলে, বাইরে এসে পরল নেভি ব্লু রঙের ডিনার সুট।

* * *

আবার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড গোয়েন্দা সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্রায়ান টমাসের মেজাজ খিঁচড়ে গেছে যে সোভিয়েত বাণিজ্য প্রতিনিধি দলটা হালে লণ্ডনে এসেছে গোপনসূত্রে খবর এসেছিল তাদের মধ্যে একজন সোভিয়েত গুপ্তচর, লোকটার ওপর তাঁদের গোয়েন্দারা দিনরাত নজর রাখছিল, কিন্তু আজই সকালে খবর এসেছে তাঁদের গোয়েন্দাদের নজর এড়িয়ে সেই সোভিয়েত গুপ্তচর হঠাৎ বেপাত্তা হয়েছে। টমাসের মেজাজের পারা তখন থেকেই চড়তে শুরু করেছে, এরই মাঝখানে ঘটল আরেক কাণ্ড, সামরিক গুপ্তচর বিভাগ এম আই-৫ এক বিশেষ নোট পাঠিয়েছে তাঁর দপ্তরে, যার সারমর্ম সন্দেহজনক সোভিয়েত গুপ্তচরের ওপর তাঁর গোয়েন্দারা

যেন আর নজর না রাখে। সামরিক গুপ্তচর বিভাগের এই সর্দারিতে ক্ষুব্ধ টমাসের মাথা ফের গরম হল। এর ওপরে এক রাজনৈতিক হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব চাপল ঘাড়ে যে লোকটার নাম কেউ জানে না সবশেষে সর্দি লাগায় তাঁর দুর্ভোগ উঠেছে চরমে।

'সে লোকের নাম-ধাম কিছুই জানা নেই', হুকুম দেবার গলায় বলেছেন সহকারী কমিশনার ডিকসন, যেভাবে হোক আসছে কাল সকালের মধ্যে তার নামধাম খুঁজে বের করুন গে! প্রচুর পরিশ্রম হলেও কাজটা করতে চেষ্টা করুন!'

বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নেবার যেটুকু সাধ মনে জেগেছিল ওপরওয়ালার হুকুমে তা বুদবুদের মত মিলিয়ে গেল।

নিজের অফিসে ফিরে এসে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা অশান্তি করে তাদের নামের তালিকা খুঁজে খুঁজে বের করেন টমাস। এদের মধ্যে সবাই যে সুস্থ মাথায় লোক তা নয়, আর সেখানেই একটা সূত্র পাবার সম্ভাবনা আছে—সহকারী কমিশনারের ভাষায় লোকটা পেশাদার খুনে। শুধু এই একটি সূত্রের ওপর ভিত্তি করে টমাস তাঁর অধীনস্থ দু'জন গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরকে ডেকে পাঠালেন। সহকারী কমিশনার যা বলেছেন সংক্ষেপে তা উল্লেখ করে বললেন, 'হাতে যেসব কাজ জমে আছে সব এখনকার মত সরিয়ে এখন উঠে পড়ে এই কাজে লেগে যান। যেভাবে হোক, যেখান থেকে হোক, লোকটার হদিশ পেতেই হবে তা মনে রাখবেন, কেন লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন ব্রায়ান টমাস ইচ্ছে করেই। ফরাসি পুলিশ যে কারণেই সন্দেহ করুক না কেন, তাতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্পেশাল ব্রাঞ্চেরই বা কি আসে যায়?

কোনও প্রশ্ন না করে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর দু'জন ওপরওয়ালার হাতে হাত মিলিয়ে রেকর্ড রুম থেকে নিয়ে আসা ধুলোমাখা ফাইল ঘেঁটে সেইসব পেশাদার খুনেদের তালিকা ঘাঁটতে লাগলেন যাদের হাতে একসময় কোনও না কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রাণ হারিয়েছেন।

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাস পড়েছেন মুশকিলে। সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে আছে, তার মধ্যে এতদিনের পুরোনো ফাইলপত্রে জমে থাকা ধুলো উড়ছে, সেইসব বিষাক্ত ধূলো যাচ্ছে নাকে। কিছু না পেয়ে শেষপর্যন্ত ফাইলপত্র বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন টমাস, জানালার কাছে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। অ্যান্টনি ম্যালিনসন আর ডিক্সন দুই সহকারী কমিশনারের অফিসের জানালায় দাঁড়ালে টেমস নদী স্পষ্ট চোখে পড়ে, কিন্তু এখানে তাঁর জানালায় দাঁড়ালে এসব কিছুই চোখে পড়েনা। সিগারেটের ধোঁয়ায় মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে আছে, শ্লেষ্মায় বন্ধ গলা খুসখুস করছে। দূরে হর্সফেরি রোডে গাড়িগুলো একে একে মোড় ঘুরে নিমেষে উধাও হয়ে যাচ্ছে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্রায়ান টমাস।

'নাঃ সুপার, কিছুই পাওয়া গেলনা', বলতে বলতে দুই ইন্সপেক্টরের মধ্যে একজন ধুলোমাখা কাগজপত্র ভেতরে রেখে ফাইল বন্ধ করলেন।

খুব ভাল কথা। জানালা থেকে সরে এসে বললেন ব্রায়ান টমাস 'ফাইলপত্র যা এনেছেন সব আবার আগের মত বেঁধেছেদে ফিরিয়ে দিয়ে আসুন রেকর্ড দপ্তরে। আগামীকাল এসেই সাহেবকে লিখে জানাব অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিছু পাওয়া যায়নি।'

'আচ্ছা সুপার' দু'জনের মধ্যে একজন গলা নামিয়ে বলে উঠলেন। '.......এই তদন্ত করার দায়িত্ব কারা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে?'

'যেই চাপাক না কেন, সেটা তার বা তাদের ব্যাপার, আমাদের নয়', বলে ভদ্রভাবে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন টমাস। ওপরওয়ালা যে ব্যাপারটা পুরোপুরি চেপে রাখতে চান বুঝতে পেরে প্রথম ইন্সপেক্টরটি আর কোনও প্রশ্ন করলেন না। বিয়ের পরে স্ত্রী প্রথমবার গর্ভবতী হয়েছেন তাই বাড়ি ফেরার তাড়া তাঁর থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দ্বিতীয়জন যে কিছু ভাবছেন তাঁর কপালের ভাঁজ দেখেই তা বুঝলেন টমাস, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আবার তিনি ফিরে এলেন, গলা নামিয়ে বললেন একটা কথা মনে এল বলেই ফিরে এলাম সুপার। আমরা যাকে খুঁজছি সে যদি ব্রিটিশ হয় তাহলে এখানে কোনরকম অপরাধমূলক কাজকর্ম করবেনা।

আমার অনুমান তার কাজের ক্ষেত্রে অন্য কোনও দেশে, অর্থাৎ বিদেশে কাজ সেরে শুধু আশ্রয় নিতেই সে বারেবারে ফিরে আসে এদেশে। এখানে থাকার সময় সে নিপাট ভালোমানুষ সেজে থাকে তাই তার হদিশ পাওয়া বেশ মুশকিল হবে।'

'তারমানে লোকটা ডঃ জেকিল আর মিঃ হাইডের মতই' হাসিমুখে বললেন টমাস, 'এটাই বলতে চান তাই তো?'

'একরকম তাই বলা চলে, সুপার', দ্বিতীয় গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরটি অল্প হেসে বললেন, আসলে আমি যা বলতে চাই তা হল তদন্ত করার অনুরোধ যে মহল থেকেই আসুক না কেন পেশাদার ভাড়াটে খুনি হিসেবে লোকটা যে বেশ বড়জাতের তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই, নইলে আপনার মত এক পদস্থ পুলিশ অফিসার নিজে তদন্তে নামতেন না। আর লোকটার আসল নাম যাই হোক, এমনই দু'একটা খুন সে নিশ্চয়ই আগে কোথাও করেছে আর তাও নিশ্চয়ই বেশ বড় জাতের।'

'তা নয় হল' সায় দেবার গলায় বললেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট টমাস, তার কাজের ক্ষেত্র সম্পর্কে আপনার ধারণা কি তাই বলুন।

'সুপার' গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর বললেন, আমার ধারণা এ লোক যদি বৃটেনের বাসিন্দা হয় তাহলে ও নিজের কার্যকলাপ নিশ্চয়ই বাইরের কোনও দেশে সীমাবদ্ধ রাখবে আর ঠিক এই কারণেই ওর সম্পর্কে কোনও খোঁজ খবর বৃটিশ পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরে পাওয়া যাবেনা। সামরিক গোয়েন্দা দপ্তর বা কুটনৈতিক গুপ্তচর বিভাগে খোঁজ পাওয়া গেলেও যেতে পারে।'

'ঢের খেটেছেন দু'জনে, এবারে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন। আমি রিপোর্ট যা দেবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ একটা কথা, গোটা ব্যাপারটা মানে এই তদন্ত তাতে আপনি যে পুরোনো রেকর্ডপত্র ঘেঁটেছেন এসব কিন্তু অফিস থেকে বেরোবার আগেই ভুলে যাবেন। কি, মনে থাকবে তো আচ্ছা, এবারে আসুন, শুভ রাত্রি।'

গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরটি বিদায় নেবার পরে আবার মাথা খাটাতে বসলেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্রায়ান টমাস, কূটনৈতিক গুপ্তচর বিভাগ দ্বিতীয় গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরটির এই মন্তব্য তাঁর ভাবনার নতুন খোরাক জোগাল, একের পর এক মুখ ভেসে উঠতে লাগল মনের পর্দায়, ডেসকের সামনে চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছেন টমাস। রেকর্ড দপ্তরের গাদা গাদা পুরোনো ফাইল একপাশে সরিয়ে রেখেছেন যে মুখগুলো মনে পড়ছে চেনা হলেও তিনি তাদের কাউকে ভাবছেন না বারবার মনের ভেতর থেকে কে যেন বলছে এরা নয় অন্য লোক, সে আর কেউ।

কিছুক্ষণ পরে আরও একটা মুখ আপনিই মনে পড়ে গেল। চওড়া কপাল ওপরের দিকে উঠতে উঠতে মিশে গেছে কেশবিরল বিশাল টাকে। শিকারী বাজের মত ধারালো বাঁকা নাক আর বড় বড় দু'টি কান একই সঙ্গে বিপুল জ্ঞান, প্রচণ্ড জেদ আর ক্ষুধার শাণিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বয়ে বেড়াচ্ছে। বুরুশের মত ঘন কালো সুন্দর ভুরুজোড়া এসে মিশেছে নাকের ওপরে। সেই ভুরুর নিচে কটা দুটি চোখের চাইনি বড় নিষ্ঠুর সেদিকে একবার তাকালে যে কারও গা ছমছম করে ওঠে। যথার্থ লোকটিকে পেয়ে গেছেন ভেবে নিশ্চিন্ত বোধ করলেন টমাস। সামরিক গুপ্তচর বিভাগ এম আই-এর পদস্থ অফিসার ব্যারি লয়েড একসময় ভাল রাগবি খেলতেন, ব্রায়ান টমাস নিজেও একসময় ছিলেন রাগবির দুর্ধর্ষ ফরোয়ার্ড। রাগবি খেলা অনেকদিন ছেড়ে দিলেও টমাস এখনও মাঝেমাঝে তাঁর পুরোনো দল লণ্ডন ওয়েলশের খেলা দেখতে যান ছুটির দিনে রিচমণ্ডে, এককালের ডাকসাঁইটে খেলোয়াড় হিসেবে নতুনেরা আজও সম্মান করে তাঁকে। আরও যেসব পুরোনো দিনের রাগবি খেলোয়াড় তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রেখেছেন টমাস জানেন ব্যারি লয়েড তাদের একজন। টেলিফোনের রিসিভার তুলে গোয়েন্দা একটা গোপন নম্বর ডায়াল করলেন টমাস। ব্যারি লয়েড তাঁর দপ্তরেই ছিলেন, বেশি রাতের দিকে তাঁকে নদীর ধারের রেস্তোরাঁয় আসতে বললেন টমাস।

রাত প্রায় ন'টা। নদীর ধারে নির্দিষ্ট রেস্তোরাঁর ছাদে কোণের এক টেবিলে মুখোমুখি বসেছেন ব্যারি লয়েড আর ব্রায়ান টমাস। ধারেকাছে লোকদল আর একজনও নেই। তাছাড়া আলো এতটাই কম যে কেউ কারও মুখ পরিষ্কার দেখতে যাচ্ছেন না। বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে কিছুক্ষণ রাগবি নিয়ে কথা বললেন

দুজনে তার পরে ভূমিকা না করে খোলস ছাড়লেন টমাস ব্যারি। টমাস বললেন, 'আমি নিজে যেমন স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের এক সুপারিন্টেন্ডেন্ট, তেমনই আপনিও যে এম আই এর কোন দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত তা কিন্তু আমার অজানা নয়।' ব্যারি লয়েড জবাব না দিয়ে চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে। প্যারির সেরা গোয়েন্দা ক্লদ লেবেলের অনুরোধ থেকে সবকিছু তাঁকে খুলে বললেন টমাস তারপরে বললেন, পুরোনো রেকর্ড ঘেঁটে আমরা কিছুই পাইনি ব্যারি, আর তখনই আপনার কথা মাথায় এল। আমি নিশ্চিত এ ব্যাপারে আপনি কিছু হদিশ আমায় দিতে পারবেনো।

'ঝেড়ে কাশুন তো টমাস' হালকাগলায় বললেন লয়েড, 'যার হদিশ চাইছেন সেই শৃগাল কি জেনারেল দ্যগলকে খতম করতে চাইছে?'

ফরাসিরা এমনিতে কেমন চাপা স্বভাবের হয় তা তো আপনি ভালই জানেন ব্যারি' টমাস বললেন, 'সেই ফরাসি গোয়েন্দা লেবেল এর এসম্পর্কে কিছু বলা দূরে থাক কোনও আভাস পর্যন্ত দেননি, উল্টে বলেছেন ব্যাপারটা জানাজানি হোক দ্যগল নিজে তা চাননা যা কিছু করার গোপনে করতে হবে এই তদন্তের ব্যাপারে এটাই তাঁর শেষ কথা। দ্যগল রক্ষণশীল মানুষ ব্যারি লয়েড বললেন, 'এখনও সনাতন ফরাসি ধ্যান ধারণা আঁকড়ে বসে আছেন তা তিনি থাকুন তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু আপনার নিজের কি ধারণা তাই বলুন তো টমাস এই শৃগালকে কাদের হয়ে কাজ করছে?'

'ও এ এস-এর পাণ্ডারা' টমাস গলা নামিয়ে বললেন, 'ওরা ছাড়া এব পেছনে আর কারও হাত নেই বলেই তো আমার ধারণা।'

'আপনার কথা শুনে কিম ফিলবি কেস-এর কথা মনে পড়ে গেল, টমাস' 'খালি গ্লাসে আবার বিয়ার ঢেলে চুমুক দিলেন ব্যারি লয়েড, ১৯৬১ সালের জানুয়ারী নাগাদ উনি বেইরুট থেকে পালিয়ে গেলেন। যাবার আগে সবকটি আরব দেশ সম্পর্কে আমাদের দপ্তরের অনেক গোপন খবর ফাঁস করে ছিলেন। সব জানাজানি হয়ে যাবার ফলে আরব ডেস্ক সমেত আমাদের অফিসের অন্যান্য আরও অনেক দেশের ডেস্ক-এর দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের রাতারাতি বদলি করা হল। ঠিক ঐ সময় ঘটেছিল আরও একটি ঘটনা ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের ডিরেক্টর ক্রজিলো শহরের বাইরে এক নির্জন রাস্তায় মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে খুন হলেন। ওখানে আমাদের দপ্তরের যে চর ছিল সে নিজেমুখে আমায় বলেছেন ক্রজিলো খুন হবার পরে অনেকেই বলাবলি করছে শহরের বাইরে দেড়শো মিটার দূর থেকে ছোঁড়া রাইফেলের গুলি চালকের পাশে ছোট তেকোণা কাচ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে লেগেছিল চালকের গলায়। আর এও শোনো যাচ্ছে গলায় গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে চালক মারা যায়। অনেকেই বলছে অব্যথ নিশানায় যে রাইফেল ছুড়েছিল সে এক ইংরেজ ভাড়াটে খুনি।'

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন টমাস, কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ব্যারি বললেন, 'চালককে ঐভাবে খতম করে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা গাড়ির দরজা খুলে ভেতর থেকে টেনে বের করে ক্রজিলোকে কিছুদূরে নিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে হত্যা করে।'

'প্লিজ, ব্যারি একটু আস্তে' বিয়ারের গ্লাস সামনে রেখে বললেন টমাস আর সেই যে ইংরেজ ভাড়াটে খুনি তার নাম কি জানতে পেরেছিলেন?'

'লোকটার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও ভিত্তি ছিলনা', ব্যারি বললেন, 'ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র থেকে লোককে ফিরিয়ে আনার পরে আমাদের ভদ্রলোকটি কিছুদিন ঠাঁই পেয়েছিলেন আমারই দপ্তরে। তো একদিন গল্পগুজব করার সময় তিনি ঐ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিলেন। বলার ধরনেই আমাদের মনে হয়েছিল উনি যা শোনাচ্ছেন তা নেহাৎ গুজব ছাড়া কিছু নয়। এই কারণেই আমরা ব্যাপারটাকে তেমন একটা গুরুত্ব দিইনি।'

'মানছি ব্যারি', হাত নেড়ে বললেন টমাস, 'কিন্তু গুজবেরও যে কোনও ভিত্তি থাকে তা তো আমাদের দু'জনেরই জানা আছে। তাই ঐ গুজব সম্পর্কে কোনও একটা রিপোর্ট নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও লেখা হয়েছিল।'

'হয়ত হয়েছিল', লয়েড বললেন, 'কিন্তু রিপোর্ট লেখা হলেও তা ছিল খুবই মামুলি আর সাধারণ

তার কোনও গুরুত্ব নেই।'

'ব্যারি, আপনাকে অনুরোধ করছি সেই পুরোনো ফাইলে একবার চোখ বোলান' টমাস বললেন, 'নিছক গালগল্প বা গুজব হলেও সেই ইংরেজ ভাড়াটে খুনির একটা নাম তো পাওয়া যেতে পারে।'

'........বুঝতে পেরেছি' বলতে বলতে গ্লাস নামিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ব্যারি। লয়েড সিগারেট ধরিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে ব্রায়ান টমাস তাঁর অনুসরণ করলেন।

'রাত অনেক হল, টমাস' এককালের দুধে রাগবি খেলোয়াড় ব্রায়ান টমাসের হাতে হাত মিলিয়ে বললেন ব্যারি লয়েড, 'এবারে বাড়ি যান। কথা দিচ্ছি পুরোনো রেকর্ডগুলো ঘেঁটে দেখব, কছু পেলে নিশ্চয়ই টেলিফোন করে আপনাকে জানাব।'

* * *

টেমস নদীর ধারে এক রেস্তোঁরার নিভৃত কোণে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বৃটিশ সামরিক গুপ্তচর দপ্তরের বিভাগীয় প্রধান ব্যারি লয়েড আর স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্রায়ান টমাস যখন কথাবার্তা বলছেন ঠিক সেই সময় তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ভাড়াটে খুনি শৃগাল মিলানের এক নামী রেস্তোরাঁর ছাতে বসে একা একা ইটালিয়ান ওয়াইন জাবাগ্লিয়োনে চুমুক দিচ্ছে। পাশাপাশি একই সময় প্যারিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি রজার ফ্রের অধিবেশন কক্ষে মাত্র চব্বিশ ঘন্টা আগে যাদের তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের তদন্তের পর্যালোচনা শুরু করলেন।

'...... সোনালি লালচে চুলের যত বিদেশী গত চব্বিশ ঘন্টায় ফ্রান্সে ঢুকেছে শুল্ক অফিসারেরা তাদের সবার মালপত্র বিশেষভাবে তল্লাশি করছে', বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রালয় দপ্তরের প্রধান, তাদের সবার ফোটো আব আঙ্গুলের ছাপও পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে পুলিশ দপ্তরের....'

হল্যাণ্ড, ইতালি, জার্মানি, ইউ এস এ, বেলজিয়াম, দক্ষিণ আফ্রিকা এইরকম মোট সাতটি দেশের পুলিশ প্রধানদের সঙ্গে ইন্টারপোলের ব্যক্তিগত যোগসূত্রে কথা বলে খোঁজখবর নিয়েছি। কমিশার ক্লদ লেবেল শান্ত সংযত গলায় বললেন, 'কিন্তু এমন কোনও ভাড়াটে খুনির হদিশ তাঁদের কেউ দিতে পারেননি অপরাধ জগতে যে 'শৃগাল' নামে পরিচিত। এরপরেও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ আরও খোঁজখবর নেবার আশ্বাস দিয়েছে।' একটু থেমে বললেন লেবেল, 'মিত্র দেশের পুলিশ প্রধানেরা যেসব অপরাধীদের খবর দিয়েছেন এবারে তাদের প্রসঙ্গে আসছি। হাতে ধরা কাগজে চোখ বুলিয়ে আবার পড়তে লাগলেন লেবেল, 'আমেরিকা দু'জন লোকের নাম জানিয়েছে, এদের মধ্যে একজন আগে ছিল ইউ এস মেরিনস-এর অফিসার, পরে যোগ দেয় সি আই এ-তে; সি আই-এর ওপরওয়ালাদের হুকুমে এ লোকটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গোপনে খতম করত। লোকটার নাম চার্লস চাক আর্নল্ড, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে এই লোকটিকে এখন এফ বি আই-এর গোয়েন্দারা খুঁজে বেড়াচ্ছে। দ্বিতীয় লোকটির নাম মার্কো ভিত্তোলিনো। দেহে যে ইটালিয়ান রক্ত আছে তার নাম আর পদবিই তার প্রমাণ। ভাগ্যান্বেষণে আমেরিকায় এসে সেখানকার পাতালপুরীর বিশাল সাম্রাজ্যের দখলদার হয়ে বসেছে। ইটালি থেকে আসা এমনই এক মাফিয়া গুণ্ডা সর্দার হল অ্যালবার্টো অ্যানাস্তাশিয়া, যার কথা বলছি সেই মার্কো ছিল এই অ্যালবার্টের দেহরক্ষি, ১৯৫৭ সালে প্রতিপক্ষের গুণ্ডাদের গুলি খেয়ে মারা যায় মার্কো ভিত্তোলিনো........

বিশাল হলঘরের ভেতরে অখণ্ড নীরবতা টু-শব্দটি নেই কারও মুখে।

'........এবারে যার কথা বলব তার খবর দিয়েছে বেলজিয়ান পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ', থেমে থেমে বললেন লেবেল, 'লোকটির নাম জুল বেরেঞ্জোরা' বেলজিয়ান পুলিশের গোয়েন্দাদের মতে, লোকটা আসলে সাইকোপ্যাথ কিলার। অর্থাৎ সেই জাতের মানসিক অপরাধী নিছক খুন করে যে আনন্দ পায়। ভাড়াটে খুনি জুল বেরেঞ্জোর কিন্তু সত্যিই শৃগালের মতই ধূর্ত, একসময় কাটাঙ্গায় জেনারেল সোম্বের ফৌজে কাজ করার সময় সে বেলজিয়ামে দুটো খুন করেছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশাল বাহিনী ১৯৬২-তে কাটাঙ্গা দখল করার পরে বেরেঞ্জোরকে সে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তাড়িয়ে দিলেও বেলজিয়ান পুলিশ যে দুটো খুনের অপরাধে আজও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তা বেরেঞ্জোর জানে তাই সে প্রথমে মধ্য আমেরিকায়, তারপরে পশ্চিম

জার্মানিতে এসে আশ্রয় নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পুরোনো নাৎসিরা তাদের চিরকালের শত্রু বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক আর কম্যুনিষ্ট নেতাদের বেছে বেছে খতম করতে শুরু করেছে। বেলজিয়ান পুলিশের গোয়েন্দাদের ধারণা খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য মোটা টাকার বিনিময়ে ঐসব খুন যারা করে বেড়াচ্ছে তাদের অন্যতম এই জুল বেরেঞ্জার। পুলিশ তার হদিশ পেয়েছে টের পেয়ে বেরেঞ্জার এরপরে এসে আশ্রয় নেয় স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে।' একটু থেমে উপস্থিত সবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন লেবেল, '....... বেরেঞ্জারের বয়স এখন কম করে ৫৭-৫৮, তাই সে যে শৃগাল নয় এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় সহজেই।'

'সবশেষের লোকটির নাম পিয়েট শুইপার', হাতে ধরা কাগজে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'লেবেল বর্তমানে বেসামরিক চাকরিতে নিযুক্ত এই লোকটিও একসময় বেরেঞ্জারের মতই ছিল জেনারেল সোম্বের ফৌজে, দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ কর্তৃপক্ষের মতে, পিয়েটের রাইফেলের টিপ কখনও ফস্কায় না। এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও একা নিঃসঙ্গ মানুষ খুন করা যে পিয়েটের একরকম নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিত। সরকারি ভাবে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা করে পিয়েটকে কাঙ্গো থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে তারপরে ওর কোনও খবর পুলিশ পায়নি। তাহলেও দক্ষিণ আফ্রিকায় পুলিশের গোয়েন্দাদের অনুমান পিয়েট পশ্চিম আফ্রিকার কোনও এলাকায় দিন কাটাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ এই সম্ভাবনা কতদূর সত্যি তা খতিয়ে দেখছে।'

'তবে এ থেকে কোনকিছুই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।' পড়া শেষ করে নিজে হাতে টাইপ করা বিবৃতিটি ভাঁজ করে পকেটে রেখে বললেন লেবেল, 'তদন্তের স্বার্থে আমি এমন সাতটি মিত্র দেশে খোঁজ নিয়েছি যেখানে আমরা যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই জাতীয় লোক থাকলেও থাকতে পারে। হয়ত এও হতে পারে যে শৃগাল ছদ্মনামের আড়ালে এই অপরাধীটি আসলে সুইস অথবা অস্ট্রিয়ান অন্য কোনও দেশের লোক হওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। এছাড়া সে ডাচ নয়ত ইংরেজও হতে পারে, অথবা হতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলজিয়াম, জার্মানি বা আমেরিকার লোক। যাদের নাম এতক্ষণ আপনাদের পড়ে শোনালাম সে হয়ত তাদের মধ্যে কেউ নয়। তারপরে দেখুন, যে সাতটি মিত্র দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি তাদের মধ্যে তিনটি দেশ সোজাকথায় বলে দিয়েছে তাদের কিছুই জানাবার নেই। কাজেই এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোন কিছুই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছেনা কখন আলো ফুটবে সেই আশায় এ হল আঁধারের মাঝে পথ হাতড়ানো।'

'তা তো হল', বিদ্রূপ মাখানো গলায় বললেন কর্ণেল ভিলোবাঁ দ্য সাঁক্রেয়ার, কিন্তু শুধু আমার ওপরে ভরসা রেখে আপনি আর কতদূর এগোতে পারবেন, কমিশার?'

'আমার কথা বাদ দিন' ঘাড় অল্প হেঁট করে বিনীত ভঙ্গিতে বললেন লেবেল, 'কর্ণেলের কি নতুন কোনও পরিকল্পনা আছে?'

'আমার নিজের কথা যদি বলেন', আত্মবিশ্বাসে ভরপুর শোনাল কর্ণেল সাক্রেয়ারের গলা, 'তাহলে বলব সে লোকটা এখন খুব হুঁশিয়ার হয়ে গেছে, এতটাই হুঁশিয়ার হয়েছে যে সে আর এখানে আসবে না। বলা যায় এখানে আসার সাহস সে হারিয়ে ফেলেছে, তাই এতবড় ঝুঁকি সে নেবেনা।'

'মাফ করবেন কর্ণেল' একইরকম বিনীত গলায় বললেন, 'লেবেল আপনি মনে করছেন লোকটা হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছে' কিন্তু আপনার এই মনে করা আর আমার আশা করা সমার্থক নয় কি? আপনার নিজের কি ধারণা কর্ণেল? আমি নিজে মনে করি কর্ণেল?' বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি তদন্ত চালিয়ে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।'

'আপনার তদন্ত কতদূর এগোল, কমিশার?' বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি রজার ফ্রে।

'যেসব ভাড়াটে খুনি আর সন্দেহভাজন অপরাধীদের তথ্য এতক্ষণ আপনাদের শোনালাম সে সবই বিদেশের বিভিন্ন পুলিশ দপ্তর থেকে পেয়েছি', বললেন লেবেল, 'আশা করছি আগামীকাল দুপুরের মধ্যে বাকি তথ্যগুলোও এসে যাবে, ওরা সন্দেহভাজনদের রেডিও ফোটোও কোনও কোনও দেশ পাঠাবে বলেছে পাশাপাশি আমাদের তদন্তের সহায়তার জন্য তাদের এখনকার অবস্থানও খুঁজতে শুরু করেছে।'

'আমরা যেমন চাইছি', জেনারেল সাঙ্গুইনেডি বললেন, 'আপনার কি ধারণা ওরা সেইভাবে গোটা ব্যাপারটা

গোপন রাখবে?'

'রাখবেনো কেন তাইতো বুঝতে পারছি না' বললেন লেবেল, 'ইন্টারপোল সদস্য দেশগুলোর পদস্থ পুলিশ কর্তারা প্রতি বছরই নানারকম তদন্ত চালাতে গিয়ে এভাবে গোপনীয়তা বজায় রেখে অপরাধীদের সম্পর্কে খোঁজখবর দিয়ে তথ্য আদানপ্রদান করেন। এইরকম ঘটনা কয়েক শো ছাপিয়ে যায়। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হলেও অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে সবারই দৃষ্টিভঙ্গি একরকম। তাই গোপন তদন্তের কাজে প্রত্যেকটি দেশের পুলিশ পরস্পরকে সবদিক থেকে সহায়তা করে।'

'রাজনৈতিক অপরাধের বেলাতেও?' জানতে চাইলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি 'অবশ্যই' বললেন লেবেল 'যেহেতু রাজনৈতিক অপরাধ ও পুলিশের চোখে অপরাধ তাই বিদেশ মন্ত্রণালয়ের বদলে নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে আমি বিদেশের পুলিশ দপ্তরগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তবে যেভাবে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে তাতে ব্যাপারটা পুরোপুরি চাপা থাকবেনো অন্তত সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মন্ত্রিমহলের কানে খবরটা ঠিকই পৌছোবে। তবে ঐ পর্যন্তই, আশা করছি মন্ত্রিদের কাছ থেকে এখবর কাগজওয়ালাদের দপ্তরে পৌছোবেনো।'

'মাফ করবেন কমিশার', কর্ণেল সাঁক্রেয়ার বললেন, 'আপনি নিজে রাজনীতির লোক নন তাই ঐ জগতের যারা কারবারী সেই মন্ত্রিদের এখনও চিনে উঠতে পারেননি। একজন ভাড়াটে খুনি আমাদের রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করতে তাঁর পিছু নিয়েছে আপনার তদন্ত আর গোপনে খোঁজখবর নেবার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সন্দেহের ঝড় তুলবে তাঁদের মনে তারপরে একসময় সবই জানতে পারবে আর তা নিয়ে ঘোঁট পাকাবে। এমন কিছু ঘটতে পারে আগে থেকে আঁচ করেই মঁশিয়ে না প্রাসিদাঁ চূড়ান্ত গোপনীয়তার কথা বলেছিলেন, এ নিয়ে কোনও প্রচার হোক তা তিনি চাননি, খবরের কাগজে যেন কিছু না বেরোয়, দেশের সাধারণ মানুষ যেন কিছু জানতে না পারে এই ছিল তাঁর নির্দেশ অথচ আপনার তদন্তের ফলে ঠিক তাই ঘটতে চলেছে। ক'টা দিন যাক তারপরে বিদেশের খবরের কাগজগুলোয় এখবর কেমন ফলাও করে ছেপে বেরোয় তা নিজের চোখে দেখবেন।'

'চুপ করুন'! গলা চড়িয়ে ধমক দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি, 'আপনাদের অজান্তে রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে আমিই কমিশার লেবেলকে মিত্র দেশগুলোর পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে এব্যাপারে গোপনে যোগাযোগ করে খোঁজখবর নিতে বলেছিলাম, আপনারা খামোখা ওঁকে দোষ দিচ্ছেন কেন? কিছু বলার থাকলে সরাসরি আমায় বলুন।'

তাঁর দাবড়ানি খেয়ে কর্ণেল সাঁক্রেয়ার সমেত লেবেল বিরোধী আরও যারা ছিলেন তাঁদের সবার মুখ শুকিয়ে গেল, প্রতিবাদের কোনও ভাষা তাঁরা খুঁজে পেলেন না।

'আজকের মত সভার কাজকর্ম এখানেই শেষ আবার আগামীকাল রাতে এইসময় আমরা এখানে মিলিত হব', বলতে বলতে ফাইলপত্র গুছিয়ে উঠে পড়লেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি, তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে বাকি সবার সঙ্গে লেবেলও বেরিয়ে এলেন। বাইরে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বুকভরে বাইরের খোলা হাওয়া নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল, শুরু হল ১৩ই আগষ্ট।

* * *

শুরু হয়ে গেল নতুন দিন ১৩ই আগষ্ট। রাতের খাওয়া অনেকক্ষণ হল সেরেছেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্রায়ান টমাস রাতে ফেরার আগে রোজের মত কিছুক্ষণ বই পড়লেন, একসময় চোখের পাতা ভারি হয়ে আসতে বইটা বন্ধ করে শেলফে গুঁজে রেখে শুয়ে পড়বেন বলে সবে আলো নিভিয়েছেন এমনই সময় পাশে টেবিলে রাখা টেলিফোন বেজে উঠল। যেটুকু ঘুম চোখে ভর করেছিল টেলিফোনের আওয়াজে তা নিমেষে উধাও হল, ব্যস্ত হাতে রিসিভার তুললেন টমাস। 'হ্যালো ব্রায়ান, শুয়ে পড়েছেন নাকি?' ওপাশ থেকে কৌতুক মেশানো চেনা গলা ভেসে এল, 'হ্যালো যে রিপোর্টের কথা বলছিলেন তার কপিটা দেখছিলাম। মামুলি সাধারণ রিপোর্ট। হ্যালো ব্রায়ান ডোমিনিকান দ্বীপপুঞ্জে একটা গুজব রটেছিল ঐসময়, খবরটা এসে পৌছোনোর সঙ্গে সঙ্গে ওপরওয়ালা হুকুম দিয়েছিলেন এসম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা নেবার দরকার নেই। আসল ব্যাপারটা হল ঐসময় আমাদের গুপ্তচর বিভাগ অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম তাই, আর ঠিক এই কথাটাই আপনাকে বলেছিলাম মনে পড়ছে, ব্রায়ান?'

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাসের স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছেন অনেক আগেই, তাঁর হালকা নাকডাকাবার আওয়াজ বেশ উপভোগ করছেন টমাস। ঘুমন্ত স্ত্রী যাতে শুনতে না পান এইভাবে গলা খাদে নামিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি '...ইয়ে ব্যারি, রিপোর্টে কোনও নাম আপনার চোখে পড়েছে কি?' .

'নাম?' ওপাশ থেকে ব্যারি লয়েডের গলা আবার ভেসে এল, 'জানতে চাইলেন বলেই মনে পড়ল, ঐ দ্বীপের একজন ব্যবসায়ী ঐসময়টায় হঠাৎ উধাও হয়ে যায়, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার হদিশ মেলেনি। লোকটা হয়ত নির্দোষ। কিন্তু চারপাশের গুজবে তার নামটাই রটে যায়। ইয়ে, লোকটার নাম হল চার্লস ক্যালথর্প।'

'আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ! ব্যারি সকালে খোঁজ নিয়ে দেখব, শুভ রাত্রি।' বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘুমন্ত স্ত্রীক জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লেন ব্রায়ান টমাস।

ব্যারি লয়েড কথা বলছিলেন তাঁর দপ্তর থেকে, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্রায়ান টমাস যা জানতে চেয়েছিলেন আর তার উত্তর একটা কাগজে লিখে তখনই পাঠিয়ে দিলেন নির্দিষ্ট রিকোয়ারমেন্টস বিভাগে। প্যারির পুলিশ দপ্তরের ব্যক্তিগত অনুরোধের বিষয়ে তাতে উল্লেখ করেছিলেন ব্যারি লয়েড। যে লোকটি নাইট ডিউটি দিচ্ছিল সে ব্যারি লয়েডের হাতে লেখা ঐ কাগজটিতে একবার চোখ বোলাল আপন মনে হেসে কাগজটি নিয়ে সে তখনই এসে হাজির হল বিদেশদপ্তরে, সামনের সারি সারি অনেকগুলো ডাকবাক্স তার একটির গায়ে লেখা ফ্রান্স। লোকটি এবারে কাগজটি সেই ডাকবাক্সে ফেলে দিল। ফ্রান্স-এর ডেস্ক যিনি দেখেন পরদিন সকালবেলা অফিসে এলেই তিনি কাগজটা পেয়ে যাবে।

* * *

রোজের মতই চোখ মেলতে শৃগাল দেখল সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। রুম সার্ভিসের লোক খানিক আগে মর্নিং টির গরম পট আর কাপ রেখে গেছে খাটের পাশে। খাটে বসে সে আড়ামোড়া ভাঙ্গল। খাট থেকে নেমে দিনভর শরীর মন ঝরঝরে রাখতে মেঝেতে দাঁড়িয়ে সেরে নিল হালকা কিছু ফ্রীহ্যাণ্ড ব্যায়াম আর যোগাসন। তোয়ালেতে গায়ের ঘাম মুছে দু'কাপ চা পট থেকে ঢেলে খেয়ে নিয়ে ঢুকে পড়ল লাগোয়া বাথরুমে। দাঁত মেজে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে পরিষ্কার করে দাড়ি কামিয়ে নিল। সুগন্ধী ইটালিয়ান সাবান দিয়ে কুসুম কুসুম গরম জলে ভাল করে চান সেরে তোয়ালেতে গা মাথা মুছে শৃগাল ঘরে এল। মাথায় ক্রিম মেখে কম বয়সীদের ঢং-এ চুল আঁচড়ে নিল, লেবুর সুগন্ধী মেশানো পাউডার আর পারফিউম সারা গায়ে ছড়িয়ে পরল হাফহাতা রঙিন গেঞ্জি আর ইলাস্টিক দেয়া ট্রু ক স্যুটের ট্রাউজার্স। সুটকেস খুলে নগদ একহাজার পাউণ্ড বাচ্চা হরিণের চামড়ার তৈরি পার্শে গুঁজল, চোখে রঙিন সানগ্লাস এঁটে দরজা ভেজিয়ে এসে ঢুকল ডিনার হলে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল শৃগাল, খানিক বাদে এসে ঢুকল পরপর কয়েকটা ব্যাঙ্কে। দুঘন্টা ধরে পুরো একহাজার পাউণ্ড সে ভাঙ্গিয়ে নিল, আট'শো পাউণ্ডের ফরাসি ফ্রাঙ্ক আর নিল দু'শো পাউণ্ডের ইটালিয়ান লিরা। ব্যাঙ্কের কাজ সেরে কাছাকাছি একটা কাফেতে ঢুকল শৃগাল। ব্যালকনিতে বসে বড় রাস্তার গাড়িঘোড়ার ভিড় আর রূপসী ইটালিয়ান যুবতীদের দেখতে দেখতে বড় এক কাপ গরম কফি খেয়ে গ্যারিবল্ডি রেল ষ্টেশনের কাছে এক মজুর বস্তিতে এসে হাজির হল শৃগাল, দশহাজার লিরার বিনিময়ে দু'দিনের জন্য একটা মোটর গ্যারেজ ভাড়া নিল। তার কাটবার কাঁচি, একফুট লোহার রড, ঝাল দেবার সলডারিং আয়রণ আর কয়েক গজ সরু তার কিনল হার্ডওয়ার দোকান থেকে, এছাড়া তেল কালি থেকে পোষাক বাঁচাতে কুলি মজুররা পোষাকেরওপর যা পরে সেই 'ডাংরি' বা আঙ্গরাখাও একটা কিনে ফেলল। একটা বড় চটের থলেতে এসব ভরে সদ্য ভাড়া নেয়া গ্যারাজের এককোণে রেখে দিল শৃগাল। গ্যারাজ বন্ধ করে চাবিটা পকেটে রেখে এল ভদ্র এলাকায়। সেখানকার এক বিলাসবহুল রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেয়ে ট্যাক্সিতে চেপে এমন এক জায়গায় এল যেখানে মোটরগাড়ি ভাড়া দেবার অনেকগুলো অফিস পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। সকালে হোটেল থেকে বেরোবার আগেই এখানকার একটি অফিসে টেলিফোন করে তার গাড়ির প্রয়োজনের কথা জানিয়ে দিল। মালিক অফিসে নিজের কামরায় তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, দরজায় আলতো টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকল শৃগাল, জানাল সকালবেলা হোটেল থেকে সে-ই টেলিফোন

করেছিল। বলতে বলতে পকেট থেকে পাসপোর্ট আর ব্রিটিশ কার লাইসেন্স আর আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করে মালিকের দেখার জন্য রাখল তাঁর সামনে। লাইসেন্সগুলোয় চোখ বুলিয়ে মালিক সন্দেহ করার মত কিছু পেলেন না, তবু জানতে চাইলেন কেন সে গাড়ি ভাড়া নিতে চাইছে। অল্প হেসে শৃগাল বলল পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে ইটালিতে বেড়াতে এসেছে, গাড়িতে চেপে গোটা ইটালি ঘুরে দেখবে তারপরে গাড়ি ফেরত দিয়ে যাবে। মালিক এরপরে তাকে নিয়ে এসে হাজির হলেন বেসমেন্টের গ্যারেজে যেখানে নানা মডেলের অনেকগুলো গাড়ি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, প্রতিষ্ঠানের মালিকের সঙ্গে ঐসব গাড়ি কিছুক্ষণ ঘুরে দেখল শৃগাল তারপরে ১৯৬২ মডেলের একটা ছোট টুসিটার আলফা রোমিও স্পোর্টস কার পছন্দ করে কিনে ফেলল। গাড়ি বিমা করানোর একটা অফিস পাশেই আছে, সেখানে প্রায় একশো পাউণ্ড প্রিমিয়াম জমা দিল শৃগাল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে নতুন ভাড়া নেয়া গাড়ির আন্তর্জাতিক বিমা কভারও পেয়ে গেল। এরপরে ভাড়া নেয়া গাড়ি চালিয়ে শৃগাল ফিরে এল ওতেল কন্তিনেন্তালে, কারপার্কে গাড়ি রেখে এসে ঢুকল নিজের কামরায়। চা খেয়ে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা রাইফেল যে সুটকেসে আছে সেটা নিয়ে গাড়িতে চেপে এসে পৌঁছোল দু'দিনের জন্য ভাড়া নেয়া গ্যারেজে।

গাড়ি ভেতরে ঢুকিয়ে গ্যারেজের দরজা ভেতর থেকে ভাল করে এঁটে দিল শৃগাল। মাথার ওপরে ঝোলানো আলোর সকেট থেকে কানেকশান নিয়ে গায়ে চাপাল কুলি মজুরদের ডাংরি, তারপরে ঢুকে পড়ল গাড়ির নিচে, রাইফেলের অংশ সমেত সরু লোহার নলগুলো গাড়ির চ্যাসিসের নিচে ঝালা দিয়ে লাগিয়ে নিল। লণ্ডনে থাকতে গাড়ির ম্যাগাজিনে চোখ বুলিয়ে শৃগাল জেনেছে ছোট গাড়ির মধ্যে আলফার চ্যাসিস খুব মজবুত আর তার নিচে থাকে অনেকটা ফাঁপা জায়গা। লোহার তার দিয়ে নলগুলো আড়াআড়িভাবে চ্যাসিসের নিচে আটকে তারের প্রান্তগুলো চ্যাসিসের সঙ্গে ঝেলে আটকে দিল। শৃগাল জানে গাড়ির নিচে ঢুকে ভাল করে পরীক্ষা না করলে নলগুলোর অস্তিত্ব টের পাওয়া যাবেনা। গাড়ির তলা থেকে এরপরে সে বেরিয়ে এল, ঝাল দেবার সলডারিং আয়রণ রড আর তারের টুকরো চটের থলেতে পুরে রেখে দিল গ্যারেজের এককোণে। লোহার তারকাটা কাঁচি রাখল গাড়ির ড্যাশবোর্ডের ভেতরের খালি খোপে যেখানে টুকিটাকি দু'একটা জিনিস রাখে অনেকেই। খালি সুটকেস ডিকিতে পুবে গাড়ি চালিয়ে ঠিক সন্ধের মুখে ফিরে এল হোটেলে। চান সেরে ডিনার খেয়ে রুম সার্ভিসকে বলে দিল পরদিন ভোরবেলা হোটেল ছেড়ে চলে যাবে তাই তার বিল যেন তক্ষুনি পাঠিয়ে দেয়া হয় তার কামরায়, সেইসঙ্গে পরদিন ভোর পাঁচটায় এক কাপ চা তার কামরায় পাঠিয়ে দিতেও বলল।

ডিনার খেয়ে হোটেলের বিল মেটানোর পরে শৃগাল দেখল খরচ করার মত একটি ইটালিয়ান লিরাও হাতে নেই। রাত এগারোটা নাগাদ শৃগাল পরিতৃপ্ত মন নিয়ে শুতে গেল।

* * *

শুধু নাম ছাড়া যার সম্পর্কে আর কোনও তথ্যই হাতে নেই, সেই চার্লস ক্যালথর্পকে খুঁজতে খুঁজতে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্রায়ান টমাসের গোটা দিনটাই কেটে গেল। শুরু করেছিলেন সকাল ন'টায়। পেটি ফ্রান্সের পাসপোর্ট অফিস থেকে। খাতাপত্র ঘেঁটে সেই দু'জন চার্লস ক্যালথর্পের পাসপোর্টের হাতে লেখা দরখাস্ত পাওয়া গেল। পরে ফেরত দেবেন বলে তাদের দু'জনেরই ফোটোর একটা করে কপি চেয়ে নিলেন টমাস। এরইকমই এক চার্লস ক্যালথর্প পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত জমা দিয়েছিল ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসের কিছু পরে, তার মানে ডোমিনিক্যান রিপাবলিকের ডিক্টেটর নিধনের ঘটনার অনেক পরে, তার আগে লোকটা কোনও দিন পাশপোর্টের দরখাস্ত জমা দেয়নি। প্রশ্ন হল ডিক্টেটর ত্রুজিলোকে খুন করবে বলে সেলোক যদি আর কারও নামে যদি পাসপোর্ট সত্যিই নিয়ে থাকে তাহলে চার্লস ক্যালথর্প নামে এক ইংরেজ এক গুলিতে ত্রুজিলোকে খতম করেছে এ গুজব সেদেশের মদের আড্ডায় কিভাবে রটে! অনেক ভেবে সে লোকটাকে সন্দেহের আওতা থেকে বাদ দিলেন টমাস। হাতে রইল মোট পাঁচজন। এদের মধ্যে একজনের যথেষ্ট বয়স হয়েছে পঁয়ষট্টি ছেষট্টির কম হবে না। তাকেও বাদ দিলেন। বাকি রইল চারজন। কমিশার লেবেল তাঁর ভাড়াটে খুনির চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিয়ে মাথা ঘামালেন না টমাস। তিনি লক্ষ

করলেন পাশপোর্টের জন্য চারটে দরখাস্তের মধ্যে দুটোয় আছে খোদ লণ্ডন শহরের ঠিকানা। বাকি দু'টোয় মফঃস্বল শহরের। মাথায় কি খেয়াল চাপল। শহর ছেড়ে মফঃস্বর শহর গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ব্রায়ান টমাস। তাঁর টেলিফোন পেয়ে কাউন্টি আর ব্যুরোর গোয়েন্দা বিভাগের কর্তারা সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁদের খোঁজাখুঁজির ফলে মফঃস্বল শহরে দু'জন চার্লস ক্যালথর্পের হদিশ পাওয়া গেল।

পাওয়া গেলেও লাভ হলনা—ঐ দু'জন চার্লস ক্যালথর্পের পাসপোর্টের আগাপাশতলা কোথাও ডোমিনিক্যান রিপাবলিক সরকারের শিলমোহর নেই তাই তারা যে কখনও ঐ মুলুকে যায়নি সে সম্পর্কে পুলিশ পুরোপুরি নিশ্চিত হল।

এরপরে লণ্ডন শহরের বাসিন্দা বাকি দু'জন চার্লস ক্যালথর্পকে খুঁজে বের করতে উঠে পড়ে লাগলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্রায়ান টমাস। তাঁর সাদা পোষাকের সেপাইরা প্রথমে যাকে খুঁজে বের করল সে লোকটা থাকে ক্যাটফোর্ডে। রোজ সকালে জলখাবার খেয়ে সে বাড়ির নিচে দোকানে বসে তাজা তরিতরকারি বিক্রি করে। কথা বলতে গিয়ে সেপাইরা দেখল ডোমিনিকান রিপাবলিকে যাওয়া দূরে থাক, তরকারিওয়ালা এই চার্লস ক্যালথর্প সে দেশের নামই কখনও শোনেনি।

লণ্ডনের বাসিন্দা শেষ বা চারনম্বর চার্লস ক্যালথর্পকে খুঁজতে গিয়ে বেশ মুশকিলে পড়লেন ব্রায়ান টমাস—। পাসপোর্টের দরখাস্তে যে ঠিকানা সে উল্লেখ করেছে খুঁজে দেখা গেল সেটা হাইগেট এলাকার এক ফ্ল্যাটবাড়ি, প্রচুর লোক বহুবছর ধরে একেকটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আছে সেখানে। ভাড়াটেদের কাছ থেকে মাসিক ভাড়া আদায় থেকে শুরু করে বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ নিরাপত্তা এসব কাজ দেখাশোনা করে এক এস্টেট এজেন্সি।

টমাসের লোকেরা এসে হাজির হল সেই এজেন্সির অফিসে। সেখানকার কেরাণি পুরোনো খাতাপত্র ঘেঁটে দেখল চার্লস হ্যারল্ড ক্যালথর্প নামে এক কমবয়সী ইংরেজ সত্যিই একসময় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকত, কিন্তু ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর নাগাদ তিনি ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেছেন, কোথায় যাচ্ছেন যাবার আগে তা জানাননি। পুরোনো টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে টমাস দেখলেন ঐসময় চার্লস হ্যারল্ড ক্যালথর্প নামে একজন লোক সত্যিই থাকত ক্যাটগেটের ঐ বাড়ির একটি ফ্ল্যাটে। একই নাম ভোটার তালিকায় আছে। সরকারি জনগণনা দপ্তরে টেলিফোন করে তাও জানতে পারলেন টমাস। তিনি এখানেই থামলেন না। আয়কর দপ্তরে টেলিফোন করে চার্লস হ্যারল্ড ক্যালথর্পের ট্যাক্স রিটার্ণ খুঁটিয়ে দেখার অনুরোধ করলেন, সেইসঙ্গে জানতে চাইলেন সে লোক বর্তমানে কোন ঠিকানায় থাকে, কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, আয়কর দপ্তর এসব জানানোর আগেই টমাসের টেবিলে রাখা দ্বিতীয় টেলিফোনটি সশব্দে বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই টমাস শুনলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রি বিশেষ প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি যেন এক্ষুণি চলে আসেন ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে প্রধানমন্ত্রির সরকারি ভবনে। এটা যে নিতান্তই ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রির তরফ থেকে সেকথাও তাঁকে জানিয়ে দেয়া হল।

প্রধানমন্ত্রি এক্ষুণি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান জেনে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন টমাস। ডাউনিং স্ট্রিটের বিশেষ বাড়িটিতে পৌছে দেখেন আশেপাশে যেসব পুলিশ অফিসার ডিউটি দিচ্ছেন তাঁদের মুখ তিনি চেনেন। এদের অনেকেই একসময় প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাঁর কাছে' নয়ত কাজ করেছে তাঁর অধীনে। একজন কমবয়সী সার্জেন্ট তাঁকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে স্যালুট করলেন টমাসকে, তিনি নিয়ে এলেন বাড়ির পেছন দিকে। সেখানকার দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আবার চমক টমাস দেখলেন প্রধানমন্ত্রির নিরাপত্তা দপ্তরের প্রধান সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হ্যারোবি তাঁর সামনে বসে। টমাসের এক পুরোনো সহকর্মি দেখতে যেমন সুশ্রী তেমনই সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান। তাঁকে পৌছে দিয়ে ছোকরা সার্জেন্টটি দু'জনকে স্যালুট করে বিদায় নিল।

'আমার সঙ্গে আসুন টমাস', বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হ্যারোবি। পুরোনো সহকর্মিকে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রি যে কামরায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেন তার বাইরে। দরজার পাল্লা ঠেলতেই খুলে গেল। মুখ বাড়িয়ে হ্যারোবি জোর গলায় হেঁকে উঠলেন। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে র সুপারিন্টেণ্ডেন্ট

ব্রায়ান টমাস এসেছেন স্যার' বলে টমাসকে তিনি ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজার পাল্লা টেনে দিলেন। প্রৌঢ় মানুষটি খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন বাইরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডেসকের সামনে হেঁটে এলেন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে, মুখোমুখি চেয়ারটি ইশারায় দেখিয়ে বললেন, 'বসুন, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাস।'

টমাস মুখোমুখি চেয়ারে বসার পরে প্রধানমন্ত্রি প্রোফুমো বললেন, 'কে বলেছে কোথা থেকে জেনেছি দয়া করে জানতে চাইবেন না সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তবে জানতে পেরেছি প্যারির এক পদস্থ গোয়েন্দা অফিসারের অনুরোধে আপনি নাকি এক ভাড়াটে খুনিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন যাকে ও এ এস-এর কিছু অফিসার কাজে লাগিয়েছে, বলুন, খবরটা ঠিক তো?'

'হ্যাঁ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রি' মাথা অল্প হেঁট করে বললেন টমাস 'খবরটা ঠিক।'

'সুপারিন্টেণ্ডেন্ট', প্রধানমন্ত্রি বললেন, 'আপনার কি মনে হয় যাকে ওরা মানে ফরাসি পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই ভাড়াটে খুনি প্রেসিডেন্ট দ্যগলকে খুন করার জন্য তৈরি হচ্ছে বলেই ওদের ধারণা?'

'আপনার অনুমান নির্ভুল হওয়াই স্বাভাবিক স্যার', সায় দিয়ে বললেন টমাস 'কিন্তু ওরা আমাদের এতটা বিশদভাবে খুলে বলেনি। শৃগাল ছদ্মনামে কোনও পেশাদার ভাড়াটে হত্যাকারীর খবর আমরা জানি কিনা এটাই ওরা জানতে চেয়েছিল। জানলে সনাক্তকরণের জন্য সে খবর আর লোকটার ফোটোর কপি যেন ওদের পাঠাই এটাই ছিল ওদের অনুরোধ। কেন তারা সে লোকটিকে খুঁজছে সে সম্পর্কে ওরা আমাদের কিছুই বলেনি।'

'সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাস' প্রধানমন্ত্রি বললেন, 'রাষ্ট্রপতি দ্যগল আমার বিশেষ বন্ধু। যদি সত্যিই আমাদের দেশের কোনও ভাড়াটে হত্যাকারীর মাধ্যমে তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে যেভাবে হোক তাকে রুখতে হবে, দ্যগলের কোনও ক্ষতি হবার আগেই সে লোককে গ্রেপ্তার করতে হবে। এখন থেকে আপনি হাতের অন্য সব কাজ রেখে শুধু সেই লোকটিকে ধরার জন্য উঠেপড়ে লাগুন এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে সবরকম সাহায্য আপনি যাতে পান আমি সে ব্যবস্থা করে আলাদা চিঠি দিচ্ছি আপনার উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে, তাকে গ্রেপ্তার করতে আপনি দরকার হলে পৃথিবীর যে দেশ দরকার সেখানে যাবেন। আমার সরকার আপনার সেই ব্যয়ভার বহন করবে কেমন, বুঝলেন কি বললাম?'

''আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার' বললেন টমাস· তারপরে কি মনে হতে চার্লস হ্যারল্ড ক্যালথর্পের প্রসঙ্গ তুলে বললেন ডোমিনিক্যান রিপাবলিকের ডিক্টেটর ত্রুজিলো বিপ্লবীদের হাতে খুন হবার পরে পরেই চার্লস ক্যালথর্প নামে এক ব্যবসায়ীর আচমকা উধাও হবার একটা খবর ওখানে রটেছিল। এই ক্যালথর্পের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আমাদের হাতে এখনও নেই। এখন আপনি কি এই ক্যালথর্পের খবর ফরাসিদের এক্ষুণি জানাতে বলবেন?

'যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন ক্যালথর্প সত্যিই সেই লোক কিনা এসম্পর্কে নিশ্চিত হবার আগে এসব কথা জানিয়ে ফরাসি গোয়েন্দাদের বিভ্রান্ত না হয় নাই করলেন টমাস, প্রধানমন্ত্রি ঘাড় অল্প তুলে বললেন, 'ঠিক আছে, আমার যেটুকু জানার জেনে গেছি। আপনি এবারে আসতে পারেন। যাবার আগে অনুগ্রহ করে হ্যারোবিকে একবার ডেকে দিয়ে যান, টমাস আপনাকে যে নতুন দায়িত্ব দিলাম সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ তৈরি করে আজ রাতেই আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার ওপরওয়ালার কাছে।'

'ধন্যবাদ, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাস।'

'গুডবাই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রি স্যার', ক্লিক আওয়াজ করে বুটের জোড়া গোড়ালি ঠুকে রীতি মেনে অল্প উঁচু হয়ে প্রধানমন্ত্রি লর্ড প্রোফুমোকে বেসামরিক স্যালুট দিলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্রায়ান টমাস।

* * *

প্রধানমন্ত্রির সঙ্গে দেখা করে অফিসে ফেরার পরে ব্রায়ান টমাস টের পেলেন তাঁর অজান্তেই চার্লস ক্যালথর্পকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপার এক দারুন হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে অধস্তন ইন্সপেক্টরদের মধ্যে। প্রধানমন্ত্রি তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন তাই হাতে জমে থাকা বাকি কাজকর্ম সব সরিয়ে রেখে ক্যালথর্প অভিযানে নিজে পুরোপুরি নেমে পড়লেন টমাস। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের দু'জন দক্ষ করিতকর্মা গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরকে নিয়ে

গড়লেন এক বিশেষ টাস্কফোর্স। সন্ধের ঠিক মুখে আয়কর দপ্তর থেকে পাঠানো ক্যালথর্পের ট্যাক্স রিটার্ণ সংক্রান্ত পূর্ণ বিবরণী এসে পৌঁছে গেল তাঁর টেবিলে। টমাস সেসব তথ্য ঘেঁটে দেখলেন গতবছর ক্যালথর্প লোকটা ছিল পুরোপুরি বেকার, কিন্তু তার আগে সে বৃটেনের এক নামী আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য দপ্তরে মোটা মাইনের চাকরি করত, আর ঐ চাকরির সূত্রে একবার বিদেশেও যেতে হয়েছিল তাকে। আয়কর রিটার্ণে উল্লেখ করা প্রতিষ্ঠানের নাম দেখে টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে সেখানকার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নম্বরও সহজেই পেয়ে গেলেন। টমাস টেলিফোন করে জানলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্যাট্রিক মনসন একান্নমুরে ভার্জিন ওয়াটার গ্রামে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে ছুটি কাটাচ্ছেন।

ব্যাস, কাজপাগল টমাসকে আর পায় কে। টেলিফোনে প্যাট্রিক মনসনের গ্রামে সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তখনই। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন বিশেষ দরকারে কথা বলতে চান, তাই তিনি যেন অন্য কোথাও না যান। ওদিক থেকে সবুজ সঙ্কেত পেয়েই টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন টমাস, একা নিজের গাড়ি চালিয়ে চললেন ভার্জিন ওয়াটার গ্রামের দিকে।

যথেষ্ট বয়স হলেও প্যাট্রিক মনসনের স্বাস্থ্য আর মুখশ্রী দুটোই এখনও অটুট আছে, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ এই লোকটি কিভাবে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির প্রতিষ্ঠানে রোজগারের তাগিদে জড়িয়ে পড়লেন প্রথম আলাপে তাই ভেবে পেলেন না টমসা। প্রশ্নের জবাবে মনসন জানালেন এক বছরেরও কম সময় চার্লস হ্যারল্ড ক্যালথর্প তাঁদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছিল, ১৯৬০-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৬১-র জানুয়ারী, এই সময়ের মধ্যে তাকে পাঠানো হয়েছিল ডোমিনিক্যান রিপাবলিকে। আমাদের কারখানায় তৈরি কয়েক লট সাব-মেশিনগান ব্রিটিশ আর্মি সেকেলে বলে বাতিল করে দেয়। শেষপর্যন্ত মালগুলো জেনারেল ত্রুজিলোর সশস্ত্র পুলিশবাহিনীকে মোটা দরে বেচে দেব ঠিক করলাম। এই বিক্রির ব্যাপারে কথাবার্তা বলতেই আমরা ক্যালথর্পকে পাঠিয়েছিলাম ডোমিনিকান রিপাবলিকে। 'চার্লস ক্যালথর্প গিয়েছিলেন সেখানে? মোটা চশমার কাচের এপাশ থেকে মনসনকে দেখতে দেখতে বললেন টমাস, 'অবশ্যই গিয়েছিলেন।' মনসন বললেন, 'তারপরে সেখান থেকে প্রান হাতে নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।'

'তার মানে?' মনসনের কথার মানে বুঝতে পারলেন না টমাস।

'মানে জলের মত সহজ সরল', বললেন মনসন, 'বাতিল অস্ত্রগুলো চড়াদরে গছানোর ব্যাপারে ক্যালথর্প ত্রুজিলোর পুলিশকর্তার সঙ্গে বসে সবে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছেন এরই মাঝখানে আচমকা খবর এল বিপ্লবীদের ভাড়াটে এক বন্দুকবাজের গুলিতে খতম হয়েছে জেনারেল ত্রুজিলো। রেডিওতে খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকর্তার মুখ ছাই-এর মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল, মাল কেনাকাটার ব্যাপারে পরে আবার কথাবার্তা হবে বলে ক্যালথর্পের হাতে হাত মিলিয়ে তিনি উঠে পড়লেন গাড়িতে। চলে গেলেন গ্রামের দিকে নিজের জমিদারিতে, সেখানে তাঁর নিজস্ব প্লেন সবসময় চরম পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকত। প্রচুর নগদ টাকা সোনাদানা হিরে জহরত ভর্তি সুটকেস সঙ্গে নিয়ে পুলিশকর্তা সেই প্লেনে চেপে দেশ ছেড়ে পালালেন। অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠছে দেখে ক্যালথর্প পুলিশকর্তার অফিস থেকেই আমায় টেলিফোন করল সব শুনে আমি তখনই তাকে যেভাবে হোক পালিয়ে আসতে বললাম।'

'কেন?' মনসন আবার জানতে চাইলেন 'ওকে পালিয়ে আসতে বললেন কেন?'

'কারণ ততক্ষণে পুরোনো ডিক্টেটরি শাসন অচল করে বিপ্লবীদের নতুন শাসন ব্যবস্থা সেখানে কায়েম হতে চলেছে।' বলতে বলতে গলা অল্প চড়ালেন মনসন, 'নতুন সরকার মনসন ক্যালথর্প ব্রিটিশ আর্মির বাতিল আগ্নেয়াস্ত্র বেচতে এসেছে জানতে পারলে বিপ্লবীরা কি আর ওকে আস্ত রাখত ভেবেছেন? ওরা ওকে কেটে টুকরো টুকরো করে ঠিক ভাসিয়ে দিত সাগরের জলে। ত্রুজিলো খুন হবার পরে সেখানকার জনসাধারণ উন্মাদ হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল, পুরোনো প্রশাসনের ওপরতলায় যারা ছিল তাদের সবাইকে এক এক করে খুঁজে বের করে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে খতম করল ওরা, আগুন লাগিয়ে দিল শহরের বড় বড় মহল্লায়, বাজারে দোকান পাটে। সবাই যখন এই তান্ডবে মত্ত সেইফাঁকে এক মাছধরা জেলেকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে ক্যালথর্প বেরিয়ে আসে দ্বীপের বাইরে। সমুদ্রের মাঝখানে এক জাহাজে তুলে দেয়, সেই

জাহাজে চেপে শেষপর্যন্ত ক্যালথর্প ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসেছিল।'

মনসনের জবাব শুনে ভেতরে ভেতরে বেশ চটে গেলেন টমাস—চটে যাবারই কথা যেহেতু এসব কথা সবই ক্যালথর্পের পক্ষে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি বললেন, 'তাহলে ক্যালথর্প আপনাদের প্রতিষ্ঠানের চাকরি ছাড়ল কেন বলবেন?'

'ক্যালথর্প ছাড়েনি তো', জান্তব হাসি হেসে বললেন মনসন, 'আমার নির্দেশে সে চাকরিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিল।'

'কেন জানতে পারি?'

'কেন জানতে চাইছেন?' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে কি ভাবলেন মনসন তারপরে হেসে বললেন, 'সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, বলতে লজ্জা নেই আমরা যেসব অস্ত্র বাজারে বিক্রি করি সেসবই সেকেন্ডহ্যাণ্ড বাতিল মাল। ব্যাপার হল আমাদের পাশাপাশি এই কারবারে আরও অনেক প্রতিষ্ঠানই এসে গেছে, সবাই সবাইকে ঠেলেঠুলে এগিয়ে যেতে চাইছে। আর সব কারবারের মত এখানেও যে দারুণ প্রতিযোগিতার মধ্যে আমাদের টিকে থাকতে হয় তা আশাকরি বুঝতে পারছেন। তো এই কারবারে সাধারণত যেসব অঘটন ঘটে তার একটি এরকম। ধরুন, কোনও পার্টি আমার কাছ থেকে প্রচুর টাকার মাল কিনবে। তখন আমারই কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ত জেনে গেল কি করে মাল বিক্রি করছি, সঙ্গে সঙ্গে সে আরও কম দরে সেই একই মাল বিক্রির অফার দিয়ে আমার পার্টিকে ভাঙ্গিয়ে নিল। খোলাখুলিভাবে বলতে চাইছিনা, শুধু এই এটুকু জেনে রাখুন ক্যালথর্প যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আর বিশ্বস্ত নেই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েই আমি তাকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেছিলাম।'

এরপরে আর বসলেন না টমাস। অভিবাদন জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চেপে বসলেন। গাড়ি চালিয়ে লণ্ডনে ফিরে আসার পথে প্যাট্রিক মনসনের কথাগুলো চিন্তার ঢেউ তুলল তাঁর মাথায়। ডোমিনিক্যান রিপাবলিক থেকে ক্যালথর্পের পালিয়ে আসার যে কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তাতে খুঁত নেই ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে নিজের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যই ক্যালথর্পের চাকরি গেছে তাও তিনি দিব্যি বুঝিয়ে দিলেন। তাহলে মনসনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী চার্লস ক্যালথর্প প্রয়োজনে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। তাহলে এও তো সম্ভব যে কিছু বাতিল সাব-মেশিনগান গছাতে ক্যালথর্প ওদেশে গেল, কিন্তু সেখানে পৌঁছে সবার নজর এড়িয়ে বিপ্লবীদের টাকা খেয়ে খুন করল ক্রুজিলো। ক্রুজিলোকে খুন হন এমন এক বন্দুকবাজের গুলিতে যার টিপ কখনও ফসকায় না। অথচ মনসন খোলাখুলি জানিয়েছেন তাঁর প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার আগে বন্দুক আর রাইফেল সম্পর্কে কিছুই জানত না ক্যালথর্প। তবে চাকরিতে ঢুকে সে রাইফেল চালাতে শিখেছিল এই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাছাড়া অব্যর্থ টিপ বলেই তো বিপ্লবীরা তাকে ভাড়া করেছিল। তবে কি বিপ্লবীরা তাকে ভাড়া করেনি, এ ব্যাপারে চার্লস ক্যালথর্প সত্যিই নির্দোষ? গাড়ি চালাতে চালাতে নিজের ওপরে ভীষণ রেগে উঠলেন টমাস। চার্লস ক্যালথর্প দোষী অথবা নির্দোষ দুটোর একটি সম্পর্কেও নিশ্চিত হতে পারছেন না। আবার সেই শূন্য মানে গোড়া থেকে শুরু করা।

অফিসে ফিরে আসার বেশ কিছুক্ষণ পরে খিঁচড়ে যাওয়া মেজাজ থেকে মুক্তি পেলেন টমাস। অভিজ্ঞ পোড়খাওয়া দু'জন গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরের মধ্যে একজন এসে রিপোর্ট করলেন। টমাসের মনে পড়ে গেল চার্লস ক্যালথর্পের বাড়ির ঠিকানায় সকালবেলা তিনি ওঁকেই পাঠিয়ে দিলেন। 'বলো মর্সটান', টমাস বললেন, 'খবর কিছু পেলে?'

'পেয়েছি, স্যার', বললেন গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মর্সটান। 'চার্লস হ্যারল্ড ক্যালথর্প বাড়ি ছিলেন না স্যার, তবে ওঁর সম্পর্কে কিছু খবর পেয়েছি ওঁর পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলার কাছে।'

'তাই নাকি?' টমাস বললেন, 'তা কি খবর পেলেন?'

'পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলা বললেন চার্লস হ্যারল্ড ক্যালথর্প কিছুদিন হল বাইরে গেছেন, যাবার আগে বলে গেছেন মাছ ধরতে যাচ্ছেন স্কটল্যাণ্ডে। মহিলার কথায় জানলাম চার্লস ক্যালথর্পের গাড়ির পেছনের ডিকিতে মাছ ধরার বড় ছিপের মত কয়েকটা রড তিনি নিজে চোখে দেখেছেন।'

'কি বললে মর্সটান রড?' ইন্সপেক্টরের কথা শুনে কেঁপে উঠলেন টমাস। 'হ্যাঁ স্যার, ইন্সপেক্টর মর্সটান বললেন, 'ভদ্রমহিলা তো তাই বললেন।'

ঘরের ভেতরে যথেষ্ট গরম কিন্তু ইন্সপেক্টর মর্সটানের কথায় টমাসের বুকের ভেতরটা আচমকা কেঁপে উঠল থরথর করে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া কোথা থেকে ঘরে ঢুকে তাঁর গায়ের সব রক্ত জমিয়ে যেন বরফ করে দিল। ঠিক তখনই আরেকজন তরুণ গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর এসে ঢুকলেন ভেতরে। সামনে এসে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাস, স্যার?'

'কি ব্যাপার?' মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে তাঁর দিকে তাকালেন টমাস।

'আপনি ফরাসি জানেন স্যার?'

'না, ইন্সপেক্টর ব্যারি', টমাস বললেন, 'আপনি জানেন?'

'আমার মা ফরাসি স্যার, তাই ঐ ভাষাটার ওপর আমার কিছু দখল আছে', একটু থেমে অল্প হেসে বললেন ইন্সপেক্টর ব্যারি, 'আচ্ছা স্যার, ফরাসি পুলিশ যাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে সে লোকটার ছদ্মনাম শৃগাল তাই না?'

'হুম', গম্ভীর গলায় দমকের সুরে বললেন টমাস, 'তাতে কি এল আর গেল, ব্যারি?'

'স্যার', টমাস রেগে যাচ্ছেন বুঝে গলা নামিয়ে ইন্সপেক্টর ব্যারি বললেন, 'ফরাসিতে শৃগালকে বলে শাকাল, শব্দটার বানান হল সি এইচ এ সি এ এল। চার্লস ক্যালথর্পের নামের প্রথম তিনটি আর পদবির তিনটি অক্ষর পরপর সাজালেই শাকাল শব্দটি তৈরি হয়। তবে এটা আমার নিছক অনুমান ছাড়া কিছু নয়।'

'নাঃ ব্যারি আপনাকে নিয়ে আর পেরে উঠলাম না!' আক্ষেপের গলায় বলে উঠলেন টমাস, একই সঙ্গে মনে মনে ব্যারিকে 'ফাজিল ডেপো ছোঁড়া বলে গালও দিলেন।

* * *

'..... আমেরিকা থেকে খবর এসছে বন্দুকবাজ চাক আর্নল্ড এখন ঘাঁটি গেড়েছে কলম্বিয়ায়, মার্কিন সেনাবাহিনীর কিছু বাতিল পুরোনো মডেলের রাইফেল সেদেশের প্রতিরক্ষা দপ্তরে চড়া দরে বেচার তালে আছে লোকটা। সি আই এ এখনও নজর রাখছে চাকের ওপরে, এমনকি তার এই বাতিল রাইফেল গছানো খোদ মার্কিন সরকার খুশিমনে দেখছেন। এই কারবার ছেড়ে দিতে সরকারী মহল থেকে নির্দেশও পৌছে গেছে তার কাছে, তবু চাক এখন আর পিছিয়ে আসতে রাজি নয়। ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে খবর এসেছে পিয়েট শুইপার সাধারণ মানুষ মারার কারবার অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার এক হিরের খনির নিরাপত্তা রক্ষিদলের অধিনায়কের পদে সে চাকরি করছে। পিয়েট এই মুহূর্তে পশ্চিম আফ্রিকাতেই আছে বলে জানা গেছে। বেলজিয়ান পুলিশ জানিয়েছে তারা খবর পেয়েছে কাতাঙ্গ সরকারের প্রাক্তন কর্মচারিটি তিন মাস আগে গুয়াটেমালায় এক মদের দোকানে দাঙ্গাবাজিতে খুন হয়েছে।'

'ব্যাস হয়ে গেল?'

সাঁক্রেয়ার আর বুভে, দুই কর্ণেল দু'চোখ পাকিয়ে বললেন। 'এই নাকি আপনার মত এক সেরা গোয়েন্দার তদন্তের নমুনা?'

রাত দশটার পরে লেবেলের তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে আবার গোপন বৈঠক বসেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির অধিবেশন কক্ষে।

'আমার ধারণা' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বললেন, 'যেখান থেকে শুরু করেছিলাম আমরা আবার ফিরে এসেছি সেই শূন্যের ঘরেই। কি বলেন কমিশনার?'

'তাই তো মনে হচ্ছে মঁশিয়ে', সায় দিয়ে বললেন লেবেল। হয়ত কর্ণেল বুভে কিছু বলতেন, এমনই সময় দপ্তরের এক বেয়ারা এসে ঢুকল ভেতরে। কুণ্ঠিত গলায় বলল, 'এসময় আপনাদের বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত, আসলে লণ্ডন থেকে মঁশিয়ে লেবেলের একটা টেলিফোন এসেছে, খুব জরুরি কল।'

'আমি একটু পরে আসছি মঁশিয়ে ফ্রে।' বলে লেবেল বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। পাঁচ মিনিট বাদে ফিরে এসে দেখেন ঘরের ভেতরের আবহাওয়া ভয়ানক থমথমে, কর্ণেল সাঁক্রেয়ার যে তাঁর তদন্ত প্রক্রিয়ার

বিরুদ্ধে বেশ একখানা গুরুগম্ভীর ভাষণ দিচ্ছেন ভেতরে ঢোকার মুখে তা দিব্যি শুনতে পেলেন লেবেল। ভেতরে ঢুকেই বললেন, 'মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি, আশা করছি এতক্ষণে আপনাদের উৎসাহিত হবার মত একটা খবর দিতে পারব। যে লোকটাকে আমরা সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছি মনে হচ্ছে এতদিনে আমরা শৃগাল ছদ্মনামের আড়ালে সেই আসল লোকটির সম্পর্কে কিছু খবর পেয়েছি। লোকটা ইংরেজ, পদবি ক্যালথর্প, পুরো নাম চার্লস হ্যারল্ড ক্যালথর্প। আগামীকাল সকাল হবার আগেই প্রত্যেক বন্দর, এয়ারপোর্ট ও রেলষ্টেশনে পাহারাদার পুলিশদের নির্দেশ দেয়া হবে ক্যালথর্প পদবির কোনও যাত্রিকে দেখতে পেলেই যেন তাকে আটক করা হয়। এছাড়া ফ্রান্সের প্রত্যেকটি হোটেলে যখন তখন ঢুকে পুলিশ রেজিস্টার খাতা পরীক্ষা করবে, এ কাজে কেউ বাধা দিলে তাকেও তক্ষণি গ্রেপ্তার করা হবে।'

* * *

গভীর রাত, বিছানায় শুয়ে কর্ণেল সাঁক্রেয়ার ভিলোরাঁ তাঁর সঙ্গিনীকে আদর করতে করতে বললেন। 'বুঝলে সোনা, এতদিন যে আমাদের সবার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল সে ব্যাটা আসলে ইংরেজ পদবি ক্যালথর্প, লেবেল যেভাবে এগোচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে অল্প ক'দিনের মধ্যে আমরা তাকে ধরে ফেলতে পারব।' শয্যাসঙ্গিনী জ্যাকলিন কোনও জবাব না দিয়ে কর্ণেলের পাজামার ভেতরে নিজের ডান হাত ঢুকিয়ে দিল। অনেকক্ষণ পরে কর্ণেল যখন তখন পরম সুখে নাক ডাকাচ্ছেন সেইসময় জ্যাকলিন উঠে পড়ল তাঁর পাশ থেকে, বেড়ালের মত পা টিপে এসে ঢুকল বসার ঘরে। অন্য একটি টেলিফোনের রিসিভার তুলে উত্তেজিত আঙ্গুলে ডায়াল ঘোরাল। খানিকবাদে ওপাশ থেকে ভেসে এল মাঝবয়সী পুরুষের ভারি গলা 'হ্যালো?'

'হ্যালো, ভামি বলছ?' খুশির আনন্দে ডগমগ জ্যাকলিন বলল, 'খবর লিখে নাও, চার্লস হ্যারল্ড ক্যালথর্প নামে এক ইংরেজকে ওরা শৃগাল বলে সন্দেহ করছে।'

'ঠিক আছে, পরে আবার কথা হবে' বলে ওপাশের পুরুষটি লাইন ছেড়ে দিল। রিসিভার নামিয়ে রেখে আগের মতই পা টিপে শোবার ঘরে ফিরে এল জ্যাকলিন। খাটে উঠে প্রৌঢ় কর্ণেলকে আগের মত জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল। তার কিছুক্ষণ আগে দেয়ালঘড়িতে রাত বারোটার ঘন্টা বেজেছে, শুরু হয়ে গেছে পরেরদিন অর্থাৎ ১৪ই আগষ্ট।

* * *

একজন পুলিশ ম্যাজিসট্রেটকে ঘুম থেকে তুলে খানাতল্লাশির ওয়ারেন্টে সই করালেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্রায়ান টমাস। তারপরে সেই ওয়ারেন্ট তুলে দিলেন তাঁর টাস্কফোর্সের হাতে, সেই ওয়ারেন্ট নিয়ে চার্লস হ্যারল্ড ক্যালথর্পের অনুপস্থিতিতে তার ফ্ল্যাটে ঢুকে ব্যাপক খানাতল্লাশি চালালেন ইন্সপেক্টর ব্যারি আর মর্সট্যান। সকাল না হলেও রাতের আকাশ তখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে, গাছের ডালে পাখিদের কলতানও শুরু হয়ে গেছে। খানাতল্লাশির প্রস্তুতিকে সফল করতে গিয়ে আগের দিন টমাসের বাড়ি ফেরা হয়নি, সারারাত জেগে কাটানোর পরে শেষরাতের দিকে নিজের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। ক'দিন ধরে দাড়ি কামানোর সময়টুকুও পাচ্ছেন না। ঠিক সেইসময় ধুরন্ধর বাঁটকুল গোয়েন্দা ক্লদ লেবেল প্যারিতে রাতজাগা চোখে নিজের দপ্তরে বসে চুমুক দিচ্ছেন গরম কফির পেয়ালায়।

খানাতল্লাশি চালিয়ে ব্যারি আর মর্সট্যান ক্যালথর্পের ফ্ল্যাটে ছোটখাটো যা কিছু ছিল সব এনে হাজির করলেন টমাসের দপ্তরে। সেসব জিনিস ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা পাসপোর্ট একসময় সত্যিই খুঁজে পেলেন ইন্সপেক্টর ব্যারি।

'দেখুন, সুপার।' উত্তেজনা চাপতে না পেরে হাতে ধরা সেই পাসপোর্টের একটা পাতা খুললেন ইন্সপেক্টর ব্যারি, একদা সিলমোহরে আঙ্গুল রেখে বললেন, 'ভাল করে দেখুন স্যার রিপাবলিকা দ্য ডোমিনিকা, এয়ারপোর্টেই কিউডাও ক্রুজেলো। দেখুন স্যার, তারিখও আছে ডিসেম্বর ১৯৬০। চার্লস হ্যারল্ড ক্যালথর্প যে সেখানে গিয়েছিল এই সিলমোহরই তার প্রমাণ।'

'ভারি কাজ এগোলেন!' বিরক্তি মেশানো গলায় বললেন টমাস। 'ক্যালথর্পকে যে ওখানে পাঠানো হয়েছিল

সেকথা ক্যালথর্প যে কোম্পানিতে চাকরি করত সেখানকার ম্যানেজিং ডিরেক্টরই গতকাল আমায় নিজে মুখে বলেছেন।' সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলেন টমাস, গলা নামিয়ে খানিকটা নিজের মনেই বললেন। 'কিন্তু মান রাখবেন ব্যারি, ক্যালথর্পই যদি আমাদের কাঙ্খিত লোকটি হয়ে থাকে, তা হলে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন পাসপোর্টে? ওর পাসপোর্ট তো রয়ে গেছে আমাদের কাছে।' একটু থেমে বললেন, 'এক কাজ করুন। অপারেটরকে বলুন প্যারিতে লাইন দিতে, কমিশনার লেবেলের সঙ্গে এখুনি আমায় কথা বলতে হবে।' আবারও একটু থেমে কয়েক মুহূর্ত কি ভাবলেন টমাস, খোঁচা খোঁচা দাড়ি ওঠা গালে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন 'ভাল কথা ব্যারি সকাল ন'টায় আপনাদের বিশেষ টাস্কফোর্সের কনফারেন্স ডেকেছি, মনে করে বাকি সবাইকে নিয়ে আসতে ভুলবেন না যেন।'

'ইয়েস স্যার।' জোড়া গোড়ালিতে 'ক্লিক' শব্দ তুলে পুলিশি অভিবাদন জানিয়ে বললেন তরুণ গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর ব্যারি।

'মনে রাখবেন, নির্দিষ্ট একটি লোককে খুঁজে বের করতেই আপনাদের দু'জনকে নিয়ে এই বিশেষ টাস্ক ফোর্স আমি তৈরি করেছি, ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসা ছ'জন গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরকে লক্ষ করে বললেন টমাস। 'সেই লোকটি কে কেন তাকে ওভাবে খোঁজা হচ্ছে তা আপনাদের জানার দরকার নেই এই কথাটাও আপনাদের একইভাবে মনে রাখতে হবে। যত শীগগির সম্ভব তাকে খুঁজে বের করা এটাই হল এইমুহূর্তে আপনাদের একমাত্র লক্ষ। লোকটা আপাতত বিদেশে আছে, ধরে নিন আমরা বিশেষ সূত্রে তা জানতে পেরেছি আর এও জেনেছি যে তার সঙ্গে যে পাসপোর্ট আছে সেটা জাল', বলে টমাস কয়েক কপি ফোটো দিলেন তাঁদের সবার হাতে ক্যালথর্পে পাসপোর্টে আঁটা তারই ফোটোর কপি এগুলো।

'..... লোকটা যে জাল পাসপোর্ট নিয়ে ঘুরছে তাতে আঁটা ফোটো থেকেই এগুলো আপনাদের জন্য কপি করা হয়েছে' বললেন টমাস, 'কিন্তু গ্রেপ্তার এড়াতে হয়ত সে ছদ্মবেশ নিয়েছে তাই তার এখনকার চেহারার সঙ্গে এই ফোটো মিলবেনা। যাক এবারে আপনারা সবাই পাসপোর্ট অফিসে চলে যান, হালে পাসপোর্টের জন্য যারা দরখাস্ত করেছে তাদের সবার নাম ঠিকানার একটা তালিকা জোগাড় করুন। আগে গত পঞ্চাশ বা ষাট দিনের দরখাস্তগুলো দেখুন তারপরে আরও পঞ্চাশ কি ষাট দিন পিছিয়ে যান এ কাজে কিন্তু প্রচুর খাটতে হবে তা আগেই বলে রাখছি।'

'শুধু বার্থ সার্টিফিকেট নয়' টমাস বললেন 'ডেথ সার্টিফিকেটগুলোও খুঁটিয়ে দেখবেন। পাসপোর্ট অফিস থেকে পুরো তালিকা নিয়ে সমারসেট হাউসে চলে আসুন। নামের তালিকাটা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিন, মিলিয়ে দেখুন ডেথ সার্টিফিকেটগুলোর সঙ্গেও। পাসপোর্টের জন্য যদি এমন কারও দরখাস্ত খুঁজে পান যে বেঁচে নেই তো মানবেন এ সেই প্রতারক যাকে আমরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি। পাসপোর্টের এই দরখাস্তের তালিকা আর জন্মমৃত্যুর সার্টিফিকেটগুলো খুঁটিয়ে দেখার সময় এ ব্যাপারগুলো মনে রাখবেন। এখনকার মত আমার আর কিছু বলার নেই। এবারে আপনারা যেতে পারেন। বিশেষ টাস্কফোর্সের ছয় সদস্য টমাসকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে এলেন তাঁর কামরা থেকে।

আরও দু'ঘন্টা বাদে বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ইন্সপেক্টর মর্সটান টেলিফোনে টমাসকে জানালেন গত একশো দিনে নতুন পাসপোর্টের জন্য আট হাজার আটশো আটচল্লিশটি দরখাস্ত জমা পড়েছে।

'কি বললেন ব্যারি?' টমাস বললেন, 'ক'টা দরখাস্ত জমা পড়েছে?'

'আট হাজার আটশো আটচল্লিশটা স্যার' ওপাশ থেকে বিগলিত ভাবে জানালেন ইন্সপেক্টর ব্যারি। খবরটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যারি বললেন, 'এখন গরমকাল স্যার, স্কুল কলেজে লম্বা ছুটি পড়ছে, তাই বিদেশে বেড়াতে যাবার জন্য এত দরখাস্ত জমা পড়েছে।

'তাই বলে আট হাজার আটশো আটচল্লিশটা....!' দরখাস্তের মোট সংখ্যা শুনে রাগে আর উত্তেজনায় কি বলবেন তাই ভেবে পেলেন না টমাস, ঠিক তখনই তাঁর নাকের ভেতরটা সুড়সুড় করে উঠল। রিসিভার নামিয়ে রুমাল বের করে তিনি জোরে আওয়াজ করে হাঁচলেন, নাক মুছে গালি দেয়ার ঢং-এ বললেন, ছুটিতে নয়, ওদের সবাইকে জাহান্নামে যেতে বলুন!'

* * *

ফ্রান্সের ঐতিহ্য বিজড়িত কান শহরের মাঝখানে শৃগাল যখন তার ভাড়া করা আলফা রোমিও চালিয়ে এসে পৌঁছোল তখন বেলা এগারোটা। এখানকার বিলাসবহুল হোটেল ম্যাজেস্টিকের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে কার পার্কিং-এ গাড়ি রেখে এসে ঢুকল লাউঞ্জে। হলে এইসময় লোক নেই বললেই চলে। পিজিয়ন গ্রে রং-এর হালকা সুতির স্যুট পরা শৃগাল বড় বড় পা ফেলে ভব্য ইংরেজিআনা বজায় রেখে এসে দাঁড়াল টেলিফোন বুথ-এর উল্টোদিকের কাউন্টারে। কর্মরত সুশ্রী ফরাসি যুবতী আগ্রহী চোখে তাকাতে প্যারির একটা নম্বরে কানেকশন চাইল। যুবতী যোগাযোগ করে দিতে বুথের ভেতরে ঢুকে পাল্লা এঁটে দিল শৃগাল।

'হ্যালো....আমি শৃগাল বলছি...'

'হ্যালো....ভামি বলছি। যাক, শেষপর্যন্ত আপনি তাহলে ফ্রান্সে এসে পৌঁছেছেন.....'

অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে বুথের দরজা খুলে শৃগাল বেরিয়ে এল। কলের চার্জ মিটিয়ে এক পট গরম কফি নিয়ে এসে বসল সমুদ্রের মুখোমুখি দেড়তলা উঁচু ব্যালকনিতে। এখান থেকে সমুদ্রকে সবুজ কচি ঘাসে ছাওয়া ময়দানের মত দেখাচ্ছে, তার ওপরে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে ঝলসাচ্ছে হিরের কুচির মত। পায়ের গা ঘেঁষে পাতা গালিচার মত চওড়া রাস্তা ধরে হাল মডেলের গাড়ি ছুটিয়ে যাচ্ছে স্বাস্থ্যবান সুশ্রী ফরাসি যুবকেরা। সৈকতে ঘুরে বেড়ানো যুবতীদের রূপে আকৃষ্ট হয়ে এদের কেউ কেউ নেমে আসছে গাড়ি থেকে, যেচে আলাপ করে নিটোল বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলছে অল্প সময়ের মধ্যে, তারপরে লোকলজ্জা ভুলে পোষাক খুলে শুধু অন্তর্বাস পরে দু'জনেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে সমুদ্রের জলে। সাঁতার কাটছে জলচরের মতই উচ্ছল ভঙ্গিমায়।

কফিতে চুমুক দেবার ফাঁকে ভাবতে লাগল শৃগাল। খানিক আগে ভামির সঙ্গে কথা বলে জেনেছে ফরাসি গোয়েন্দারা শৃগালকে গ্রেপ্তার করার জন্য বদ্ধপরিকর। চার্লস হ্যারল্ড ক্যালথর্প নামে এক ইংরেজকে তারা শৃগাল বলে সন্দেহ করছে। তবে এতে তার ভয় পাবার কারণ নেই যেহেতু তার নাম আলেকজাণ্ডার ডুগান। আর তার সমর্থনে একাধিক সরকারি কাগজপত্রও আছে তার সঙ্গে।

তাহলেও খানিক আগে কথা প্রসঙ্গে ভামি যা বলেছে তার সারমর্ম হল শৃগালকে খুঁজে বের করতে না পারলেও রাষ্ট্রপতি দ্যগলের চারপাশে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি যা ভেদ করে তাঁকে হত্যা করা হবে খুবই দুঃসাধ্য। সেইসঙ্গে ভামি এও বলেছে এসবই তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও এ এস নেতৃবৃন্দের ভাবনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তাকে নির্দেশ দেবার এক্তিয়ার ভামির না থাকলেও সে এতক্ষণ ধরে যা বোঝানোর চেষ্টা করেছে তার গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে, মনে মনে বলল শৃগাল, ভাড়াটে হত্যাকারী হিসেবে ও এ এস পাণ্ডাদের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাতের ব্যাপারটা এখন আর গোপন নেই আর তারই ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি দ্যগলের নিরাপত্তার ঘেরাটোপ আগের চেয়ে আরও সুরক্ষিত হয়েছে। এই অবস্থায় তার দ্যগল বধের পরিকল্পনা কি আগের মতই দুর্ভেদ্য আছে? কি করবে সে? নিজের কাজের পদ্ধতির ওপরে ভরসা রেখে এগিয়ে যাবে না কি ফিরে যাবে? ফিরে গেলে যে আড়াই লাখ ডলার তার সুইস ব্যাঙ্কের গোপন অ্যাকাউন্টে ও এ এস পাণ্ডারা জমা দিয়েছে তা থেকে অল্প কিছু রেখে বেশির ভাগটাই তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। না দিলে ওরা ছাড়বেনা যে ভাবে হোক টাকাটা হাতিয়ে নেবে তারপরে গোটা কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে তাকে খতম করে দেবে। অনেক ভেবে স্থির করল শৃগাল পরিণতি যাই হোক কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে এখন ফিরে যাওয়া তার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়।

দ্যগল বধের প্রচেষ্টায় অটল থাকার সিদ্ধান্ত নেবার খানিক বাদে কফির বিল মেটাল শৃগাল, হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চেপে রওনা হল ফ্রান্সের আরও ভেতরের দিকে।

সারারাত জেগে কাজ করে এখন ক্যাম্পখাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর লুঁসিয়ে কারোঁ। ঘুমের মাঝে তার নাক অল্প অল্প ডাকছে।

নিজের ডেস্ক-এ বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে বসে কমিশার ক্লদ লেবেল, কারোঁ আর তাঁর নিজের ডেস্ক-এ জমে উঠেছে কাগজ আর ফাইলের পাহাড়। অনুসন্ধানকারী গোয়েন্দা ও শুল্ক বিভাগের রিপোর্ট, রয়েছে

পর্যটন দপ্তরের রিপোর্টও। সেই একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে ঐসব রিপোর্টে। চার্লস হ্যারল্ড ক্যালথর্প নামে কোনও ইংরেজ সীমান্তের ওপার থেকে ঢোকেনি ফ্রান্সে। কিন্তু ঐসব রিপোর্টের একঘেয়ে বিবরণ শুনে পিছোতে রাজি নন লেবেল। ক্লান্ত ভাঙ্গাগলায় কারোঁকে বলেন, '.....আরও পিছিয়ে গিয়ে খোঁজ করুন, দেখুন গত বছর কিংবা তারও আগের বছর এসেছিল কিনা এভাবে খোঁজ নিলে জানা যাবে ফ্রান্সে এলে সে কোথায় ওঠে, মেলামেশাই বা করে কাদের সঙ্গে। এসব জানতে পারলে সে অন্য নামে ঐসব জায়গায় আছে কিনা তা জানা যাবে। সকালবেলা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টেলিফোন করেছিলেন, কোনও ভূমিকা না করে সোজা-সাপটা জানিয়েছেন ক্যালথর্পের ফ্ল্যাটে তাঁর লোকেরা ভোররাতে হানা দিয়েছিল কিন্তু প্রতিবেশীরা জানিয়েছে ক'দিন আগে মাছ ধরতে স্কটল্যাণ্ডের দিকে পাড়ি দিয়েছে ক্যালথর্প, অতএব খুব শীগগির তার ধরা পাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এরপরে টমাস বিরক্তি মেশানো গলায় বলেছেন আবার সেই শূন্যের ঘরে ফিরে এলাম। টমাসের এই মন্তব্য লেবেলের বিরক্তি আর ক্ষোভ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে কারণ গতকাল রাতে স্বারাষ্ট্রমন্ত্রি রজার ফ্রে নিজেও ঐ একই মন্তব্য করেছেন। শুনে অক্ষম অসুরের মত চাপা ক্রোধ আর ক্ষোভে ভেতরে ভেতরে শুধু জ্বলেছেন তিনি। আজও রাত দশটায় সবাই এসে হাজির হবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির অধিবেশন কক্ষে, গতকাল যারা এসেছিলেন তাঁদের একজনও গরহাজির হবেন না। তার মধ্যে কর্ণেল সাঁক্লেয়ার তাঁকে অপদার্থ প্রতিপন্ন করতে একের পর এক তাচ্ছিল্যাকর মন্তব্য করবেন আর মুখ বুঁজে তাকে সেসব সয়ে যেতে হবে। তবু রক্ষা সন্দেহভাজন চার্লস ক্যালথর্পের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে পাসপোর্ট আর তাতে আঁটা ফোটোর রেপ্লিওকপি তিনি সবার সামনে দেখাতে পারবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিকে যেজন্য ব্রায়ান টমাসের অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য।

'ব্রিটিশ স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স ক্যালথর্পের ফ্ল্যাটে খানাতল্লাশি চালিয়ে একটা পাসপোর্ট পেয়েছে ঠিকই কিন্তু তার বাথরুমে তারা দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, প্রসাধন এমন কি তোয়ালেও দেখতে পায়নি। মাছ ধরতে স্কটল্যাণ্ডে যাচ্ছে—গাড়ি চেপে রওনা হবার আগে প্রতিবেশীদের সে নাকি শুধু এই কথাই বলেছে। বুঝলে কারোঁ?' সহকারীর ঘুম থেকে ওঠার পরে বললেন লেবেল 'আর এও জেনো ক্যালথর্প যখন রওনা হবার আগে পাসপোর্ট তার ফ্ল্যাটে ফেলে রেখে এসেছে তখন এটাই বোঝায় যে ঐ পাসপোর্ট দিয়ে তার দরকার নেই। ভেবোনা সে ভুল করে পাসপোর্ট ফেলে রেখে গেছে।'

'আপনি তাহলে কি মনে করছেন কমিশার?' জানতে চাইলেন লুঁসিয়ে কারোঁ।

'প্রাণীজগতে শৃগালের মত ধূর্ত আর কোনও জানোয়ার নেই তা তো জানো, কারোঁ।' লেবেল বললেন, 'আমার মতে এটা তার এক ধূর্তামি ছাড়া কিছু নয়।'

* * *

কান থেকে মার্সাই যেতে হলে গ্রাঁ কর্ণিশ ধরে যাওয়া যায় বটে কিন্তু বছরের এই সময়টার ওদিকটায় যেমন অসহ্য গরম তেমনই গাড়িঘোড়ার প্রচণ্ড ভিড়। হাতে ঢের সময় আছে তাড়া ও তেমন নেই....তাই আর এন ৮৫ ধরে গাড়ির মুখ উত্তরদিকে ঘোরাল শৃগাল। পথের দু'ধারে বনঘেরা ছবির মত সুন্দর সব গ্রাম, তাদের দেখতে দেখতে স্রোতস্বিনী ভাদোঁর ওপরের বাঁধ পেরিয়ে চলল শৃগালের আলফা রোমিও টু-সিটার। বেলা যখন পড়ে এসেছে তখন শৃগাল এসে পৌছোল ছোট মফস্বল শহর দিন-এ দিন। স্বাস্থ্যকর জায়গা, এখানকার জলও সুস্বাদু। গ্রীষ্মকালে দেশবিদেশের অনেক পর্যটক একা নয়ত সপরিবারে অবকাশ যাপন করতে চলে আসেন এখানে। দিন-এ গাড়ি না থেমে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলল শৃগাল। বনের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালানোর সময় দামাল বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে পাইন বনের সুবাস। দুরাঁস নদীর ধারে এক সরাই-এ শৃগাল যখন লাঞ্চ খেয়েছে তার অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে লাঞ্চের সময়। সন্ধ্যের মুখে শৃগাল এসে পৌছোল 'গাঁপ' নামে আরেক ছোট মফঃস্বল শহরে, সামন্ততন্ত্রের আমলে স্থানীয় ডিউকের একটা ছোট কেল্লা ছিল এখানে, গরমের সময় ডিউক পারিষদদের নিয়ে এখানে আসতেন হরিণ শিকারে। সেসব দিনের অবসান ঘটেছে বহুকাল আগেই। ডিউকের নাতি তার ঠাকুর্দার সেই কেল্লাতে পর্যটকদের জন্য হোটেল বানিয়ে দু'পয়সা কামাচ্ছে। দুর্গের পরিচয় এখন ওতেন দুসাফ। ডিউক আর তাঁর যুগের অবসান অনেকদিন আগে

ঘটলেও হোটেলের ভেতরে অতীতের বনেদী পরিবেশ এখনও অনেকখানি বাজায় রেখেছে তাঁর নাতি, এখানকার রান্নারও যথেষ্ট সুনাম করেন পর্যটকেরা।

কার পার্কিং-এ গাড়ি রেখে হোটেলের লাউঞ্জে এল শৃগাল, পছন্দসই একটা ঘরও পেয়ে গেল। সবে সন্ধে হয়েছে। কুসুম কুসুম গরম জলে সুগন্ধী সাবানে ভাল করে চান সারল শৃগাল। রেশমী শার্ট, হাতে বোনা টাই আর পিজিয়ন গ্রে স্যুট পরে এসে ঢুকল ডিনার হলে। বসল এক কোণে জানালার পাশে। বাইরে পাইনের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। সবে দু'এক চামচ স্যুপ ঢেলেছে শৃগাল এমন সময় ডিনার হলের ম্যানেজার এসে দাঁড়ালেন গা ঘেঁষে। ঘাড় হেঁট করে খানিক তফাতে একলা বসা এক যুবতীকে দেখিয়ে বিনীত গলায় বললেন, 'আপনার পাশের জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে উনি জানালাটা বন্ধ করার অনুরোধ করছেন, মঁশিয়ে জানালাটা ভেজিয়ে দেব?'

ম্যানেজারের কথা কানে যেতে মুখ তুলে তাকাল শৃগাল দেখল যুবতী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী চোখের চাউনিতে লাস্যের আভাস স্পষ্ট। যুবতীর বয়স খুব বেশি নয় দেখে বোঝা যায় এখনও ত্রিশ পেরোয়নি। ম্যানেজারকে ইশারায় জানাল বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে যুবতীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে অল্প হাসি ছুঁড়ে দিল শৃগাল। যুবতী হাসিতে কৃতার্থ হবার ভাব ফুটিয়ে তুলল। খাওয়া শেষ হতে এল কড়া হোমমেড ওয়াইন। পানীয় শেষ করতে শৃগালের কানে এল যুবতী তাঁর কফি অতিথিদের লাউঞ্জে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ ম্যানেজারকে নির্দেশ দিচ্ছে যুবতী। ম্যানেজার তাঁকে 'মাদাম লা বারোন' বলে সম্বোধন করছেন তা স্পষ্ট শুনতে পেল শৃগাল। তার নিজের কফিও লাউঞ্জে পরিবেশন করার নির্দেশ দিল।

* * *

রাত প্রায় দশটা। দপ্তরে নিজের ডেস্ক-এ বসে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন ব্রায়ান টমাস, এমন সময় হঠাৎ টেলিফোন এল সমারসেট হাউস থেকে। রিসিভার তুলতেই কানে এল ইন্সপেক্টর মর্সট্যানের গলা 'স্যার?'

'বলছি', গলা চিনতে পেরে বললেন টমাস 'কে মসট্যান? কি খবর?'

'স্যার, আলেকজাণ্ডার জেমস কোয়েন্টিন ডুগান।'

'তার মানে?' জানতে চাইলেন টমাস।

'স্যার', ওপাশ থেকে ভেসে এল মসট্যানের গলা। ১৯২৯-এর এপ্রিল মাসের তিন তারিখে সেন্টমার্ক প্যারিসের ফিশলেগ্রামে জন্মেছিল এই ডুগান। এ বছরের ১৪ই জুলাই তারিখে সে পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত করেছিল; পরদিনই পাসপোর্ট ইস্যু হয় এবং ১৭ই জুলাই দরখাস্তে লেখা ঠিকানায় সেই পাসপোর্ট ডাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমার মনে হচ্ছে স্যার, কেসটা সন্দেহজনক, খোঁজ নিলে হয়ত দেখা যাবে ঠিকানাটা ভাড়া করা।'

'কেন?' অজান্তেই ধমকে উঠলেন টমাস, 'আপনার এমনই ধারণা হবার কারণ কি মর্সট্যান?' 'স্যার', কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে ওপাশ থেকে মর্সট্যানের গলা ভেসে এল, 'কারণ ১৯৩১-এর ৮ই নভেম্বর তারিখে আলেকজাণ্ডার জেমস কোয়েন্টিন ডুগান আড়াই বছর বয়সে এক দুর্ঘটনায় মারা যায়।'

'শুনুন, মর্সট্যান?' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে কি ভেবে বললেন 'টমাস আর ক'টা পাসপোর্ট চেক করা বাকি?'

'তা কম নয় স্যার', ওপাশ থেকে ভেসে এল মর্সট্যানের গলা, 'প্রায় তিনশো তো হবেই।'

'বাকি সবাই ওখানেই আছে তো?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'এক কাজ করুন, আর কারও ওপরে ওগুলো চেক করার দায়িত্ব দিয়ে আপনি চলে যান ঐ ঠিকানায়। ঠিকানায় পৌঁছেই মনে করে আমায় ফোন করবেন। ওখানে ভাড়াটে যেই থাকুক না কেন তাকে ভালভাবে জেরা করবেন। তারপরে এই ভুয়ো ডুগানের পূর্ণ বিবরণ পাসপোর্টের দরখাস্তে যে ফোটো সে দিয়েছিল

তার ফাইল কপি, সব নিয়ে এসে আমায় দেখান চার্লস ক্যালথর্পের ছদ্মবেশ আমি নিজে চোখে দেখতে চাই।

এগারোটার আগেই ইন্সপেক্টর মর্সট্যানের ফোন এল—দরখাস্তের ঠিকানাটা প্যাডিংটনের এক সিগারেটের দোকানের। সেখানে নানারকম ম্যাগাজিনও রাখা হয়। দোকানের মালিক দোকানের ওপর তলাতেই থাকে, তাকে ডেকে জেরা করা হল, জেরার জবাবে মালিক বলল, স্থায়ী ঠিকানা যাদের নেই তাদের চিঠিপত্র আনিয়ে নেবার জন্য সে ঐ ঠিকানা তাদের ভাড়া দেয়। অনেক ভেবেও ডুগান পাদবির কাউকে তার মনে পড়লনা। ইন্সপেক্টর মর্সট্যান ক্যালথর্পের ফোটো দেখালেন কিন্তু মালিক তাকে চিনতে পারলনা। ডুগানের ছবি দেখাতে মালিক বলল চেনা চেনা ঠেকলেও সে ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারছেনা।

'লোকটাকে নিয়ে আপনি এখানে চলে আসুন, মর্সট্যান', গম্ভীর গলায় আদেশ দিলেন টমাস। তারপরে অপারেটরের কাছে প্যারির নম্বর চাইলেন।

* * *

সম্পূর্ণ অচেনা সুপুরুষ ইংরেজ যুবকটিকে নিয়ে মাদামের আজকের সন্ধ্যেটা ভালই কাটল। মাদাম মানে মাদাম লা ব্যারন দা লা শ্যালোনিয়ের যার দাদা-শ্বশুরের আমলে এই ওতেল দ্য সাফ্ ছিল ছোটখাটো এক কেল্লা। দাদা-শ্বশুর একদা স্যাভয়ের ডি-উক গরমের সময় পারিষদদের সঙ্গে নিয়ে এদিকের বনে শিকার করতে এলে উঠতেন এই কেল্লায়। এখন হোটেলে পরিণত হবার পরে এখানেই একটি স্যুটে থাকেন মাদাম।

আজ সন্ধ্যের পর ডিনারের সময় শুধু এই অচেনা সুপুরুষ ইংরেজ যুবকের নজরে পড়ার জন্যই যে মাদাম তার পাশের খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে বলে তা বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ করার মত কিছু নেই। বনেদী বংশের সুন্দরী বউ হলেও বেশির ভাগ ফরাসি যুবতীর মতই মাদাম নিজেও যে খুব সচ্চরিত্রের অধিকারিণী নন তা এই হোটেলের কর্মচারীদের কারও জানতে বাকি নেই। মাদামের স্বামী অর্থাৎ ব্যারন একদা ছিলেন ফৌজি অফিসার, চাকরি থেকে অবসর নেবার আগেই তাঁর যৌবন বিদায় নিয়েছে, এখন পয়সা কামানোর ধান্ধায় বছরের বেশিরভাগ সময় তিনি প্যারিতেই কাটান আর সহজভাবে মেলামেশার নামে সেখানকার সুশ্রী যৌবনবতীদের সঙ্গে নিয়মিত মাগিবাজী করেন। যা ফরাসি পুরুষদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বামীর মন ও ধ্যান জ্ঞান থেকে তিনি যে অনেকদিন আগেই মুছে গেছেন এই সরল সত্য মাদামের অজানা নয়। মাদামের একমাত্র ছেলে ফ্রাসোঁয়াজের বয়স কুড়ি, এই সেদিন সে ফরাসি ফৌজে অফিসারের পদে চাকরিতে ঢুকেছে, বহাল হয়েছে তার বাপের পুরোনো রেজিমেন্ট শাসোর আলপাইন-এ। ভরা যৌবন যে ফুরিয়ে এসেছে তা দিনরাত বেশ বুঝতে পারছেন মাদাম আর তাই নিভে আসা প্রদীপের মতই ভেতরের যাবতীয় কামনা বাসনা সমেত তাঁর আবেগ একেসময় জ্বলে ওঠে। ডিনার হলে অচেনা ইংরেজ যুবকটিকে দেখে নিজের পেটের ছেলে ফ্রাসোঁয়াজের কথাই প্রথমে তাঁর মনে পড়েছিল। কিন্তু সীমাহীন একাকীত্ব আর শেষ যৌবনের আসঙ্গলিপ্সা সেই নিবিড় মাতৃত্ববোধকে একসময় ছাপিয়ে গেল। তাই যুবকটি যখন ডিনার শেষ করে তাঁর মুখোমুখি এক চেয়ারে এসে বসল তখন দেহে মনে অপার পুলক অনুভব করলেন মাদাম, গ্লাসে যুবকের ঢেলে দেয়া উৎকৃষ্ট রেড ওয়াইনও খেলেন পরম তৃপ্তিতে, গ্রহণ করলেন তার অফার করা সিগারেটও।

নিজের পরিচয় দিতে যুবক জানাল নাম তার অ্যালেক্স, নিছক বেড়ানোর জন্যই এসেছে ফ্রান্সে। যুবকটি ফরাসি ভালই বলে, শ্লীলতা আর রুচি বজায় রেখে রসিকতাও করতে পারে। কথা বলতে বলতে মাদামের চোখে পড়ল পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে তার জ্যোছনায় পাহাড়ি বনকে সেই আলোর মায়ায় আদিম হয়ে উঠেছে দূরের পাহাড়ি বন। ঘুম পাচ্ছে বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন মাদাম, সিঁড়ি দিয়ে উঠে তাঁকে তাঁর স্যুটের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল অ্যালেক্স। দরজা খোলার আগের মুহূর্তে মাদামের রক্তে জেগে উঠল আদিম নেশা। চোখে চোখ রেখে তিনি তাকালেন অ্যালেক্সের দিকে।

তাঁর সে বুভুক্ষু চাউনির মানে বুঝতে অ্যালেক্সর দেরি হলনা। পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কামনাতুর উষ্ণ ঠোঁটে ঠোঁট রাখল পুত্রসম অ্যালেক্স। তাঁর সঙ্গে রাত কাটাতে চায় বুঝে হাতল ঘুরিয়ে নিজের স্যুটের

দরজা খুলে ফেললেন, নিবিড় কামাতুর চাউনি হেনে বললেন, 'এসো ভেতরে এসো।' এতটুকু দ্বিধা না করে অ্যালেক্স নামের সেই ইংরেজ যুবক ঢুকে পড়ল ভেতরে।

* * *

রোজের মত সেদিনও রাতের বেলা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি রজার ফ্রের অধিবেশন কক্ষে সভা চলছে ঠিক তখনই ব্রায়ান টমাসের টেলিফোন এল.... লেবেলের জন্য। টেলিফোনে কথাবার্তা শেষ করে লেবেল ফিরে এলেন প্রায় কুড়ি মিনিট বাদে, এসে জানালেন আলেকজাণ্ডার জেমস কোয়েন্টিন ডুগান মাত্র আড়াই বছর বয়সে এক পথ দুর্ঘটনায় যার মৃত্যু ঘটেছে তার নামে অল্প কিছুদিন আগে পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত করা হয়েছে, দরখাস্তের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে নতুন পাসপোর্ট দেওয়াও হয়েছে। চার্লস ক্যালথর্পের পাসপোর্ট নিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়েই এই খবর জানা গেছে।

'অতএব গোটা দেশে ডুগানের খোঁজে আমাদের নতুন করে তল্লাশি চালাতে হবে।' ডুগানের পাসপোর্টের দরখাস্তে তার যে ফোটো পেশ করা হয়েছে তার রেডিও কপি আজ নয় আগামীকালের মধ্যে ব্রিটিশ পুলিশ পাঠিয়ে দেবে আমাদের দপ্তরে। ব্রিটিশ পুলিশও লোকটির খোঁজে তাদের সবকটি বিমান পরিবহন প্রতিষ্ঠানের যাত্রিতালিকা পরীক্ষা করছে, সেদেশে খোঁজ পেলে তারা অবশ্যই তাকে গ্রেপ্তার করে আমাদের জানাবে। আর ফ্রান্সের ভেতরে পেলে আমরা তাকে গ্রেপ্তার করব। এছাড়া তৃতীয় কোনও দেশে যদি তার হদিশ মেলে তাহলে যতদিন না সে ফ্রান্সে ঢুকছে ততক্ষণ আমরা চুপ করে থাকব, অবশ্য ততদিনে তাকে খুঁজে বের করার যে দায়িত্ব আমায় দেয়া হয়েছে তা শেষ হয়ে যাবে। আশা করি আপনারা আমার মত অনুযায়ী কাজ করবেন। তাহলেই আমি কৃতার্থ থাকব।'

লেবেলের বক্তব্যের জবাবে উপস্থিত সবাই মুখ বুঁজে রইলেন, বিরোধিতা করার সাহস কেউ পেলেন না।

স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের সুপার ব্রায়ান টমাসের নিজস্ব দপ্তর, ভেতরে তাঁর টেবিলে পাশাপাশি রাখা পাসপোর্টের দু'টি আলাদা দরখাস্ত আর দু'টো ফোটোগ্রাফ, টেবিল-ল্যাম্পের বেশি পাওয়ারের বাল্বের জোরালো আলোয় দরখাস্ত আর ফোটো দু'টি বারবার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন, টমাস, পাশে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টর ব্যারি তাঁকে সাহায্য করছেন।

'আসুন ব্যারি, আরেকবার মিলিয়ে দেখি। 'ক্যালথর্প লম্বায় পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি তাই তো?'

'ইয়েস স্যার।'

'ডুগান! ছ'ফিট, তাই তো?'

'ওর গোড়ালি উঁচু স্যার, 'ব্যারি বললেন, 'স্টেজে থিয়েটার করে এমন অনেক বেঁটে শিল্পী উঁচু গোড়ালি লাগানো জুতো পরে এতে উচ্চতা দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি পর্যন্ত যায়। অবশ্য পাসপোর্ট কাউন্টার যারা থাকেন তাঁরা কেউ তো পারতপক্ষে আবেদনকারীর পায়ের দিকে নজর দেননা।' টমাস বললেন 'মেনে নিচ্ছি আপনার যুক্তি, এবারে দেখুন, ক্যালথর্পের দরখাস্তে তার চুলের রং বাদামি উল্লেখ করা হয়েছে, এটা ফিকে বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি সবই হতে পারে যদিও ফোটো দেখে মনে হচ্ছে গাঢ় বাদামি।'

ডুগানের দরখাস্তেও চুলের রং বাদামি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ফোটো দেখে মনে হচ্ছে ওর চুলের রং ফিকে সোনালি।'

'ঠিক স্যার', ব্যারি বললেন, 'কিন্তু ফোটোতে চুলের রং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গাঢ় দেখায়। এখানে আলোরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে, কিভাবে কোথা থেকে চুলের ওপরে আলো ফেলা হয়েছে সেটাও একটা বিচার্য বিষয়, ডুগান চুলে রং লাগিয়েছে এই সম্ভাবনাও আমি বাদ দিতে পারছিনা।'

'বেশ, মেনে নিচ্ছি আপনার যুক্তি' টমাস বললেন, 'এবারে চোখ, ক্যালথর্পের চোখের তারা বাদামি আর ডুগালের সবজে।'

'স্যার', ব্যারি হাসতে হাসতে বললেন, 'কনট্যাক্ট লেন্সের সাহায্যে চোখের তারার রং পাল্টানো খুব সহজ আর তার ফলে একটা লোকের ছদ্মবেশ নেওয়াও খুবই সহজ হয়।'

'সবশেষে বয়স', টমাস বললেন, ক্যালথর্পের বয়স সাঁইত্রিশ ডুগানের চৌত্রিশ।

'আসল ডুগান যে আড়াই বছর বয়সে মারা গিয়েছিল সে জন্মেছিল ১৯২৯-এর এপ্রিলে, তাই ওকে চৌত্রিশই হতে হয়েছে। পাসপোর্টে বয়স লেখা চৌত্রিশ কিন্তু আসলে যার বয়স সাঁইত্রিশ। তাকে কে আর সন্দেহ করবে বলুন? পাসপোর্টে লেখা বয়সটাই সত্যি বলে সবাই ধরে নেয়।'

হ্যাঁ না কিছুই না বলে টমাস ফোটোদুটো চোখের সামনে নিয়ে এসে আরও খুঁটিয়ে দেখেন। ডুগান সাজতে ক্যালথর্পকে নিশ্চয়ই চেহারা বদলে নিতে হয়েছে, হয়ত এই ছদ্মবেশেই সে দেখা করেছিল ও এ এস পাণ্ডাদের সঙ্গে। দুটি দরখাস্তে আঁটা দু'টি আলাদা ফোটো সবই তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন কমিশার ক্লদ লেবেলকে। রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে ওগুলো তাঁর পেয়ে যাবার কথা। তাঁব এসব ভাবনার মধ্যেই বাজল রাত বারোটার ঘন্টা। শুরু হল পরেরদিন ১৫ই আগষ্ট।

* * *

ব্রায়ান টমাসের পাঠানো খবরে লেবেলের সত্যিই লাভ হল। প্যারির সরকারি দপ্তরে ডুগান সম্পর্কে এবারে তাঁর নির্দেশে শুরু হল ব্যাপক খোঁজাখুঁজি। খোঁজাখুঁজি করে ডুগান সম্পর্কে কিছু কয়েকটি কার্ডের হদিশ মিলল, দেখা গেল একটি কার্ডে উল্লেখ করা হয়েছে ২২শে জুলাই তারিখে আলেকজাণ্ডার জেমস কোয়েন্টিন ডুগান ব্রাসেলস থেকে ব্রাবাঁত এক্সপ্রেসে চেপে ঢুকেছিল ফ্রান্সে। দ্বিতীয় খবর এল কাস্টমসের একটি ইউনিট থেকে যারা দু'দেশের মধ্যে চলন্ত ট্রেনে যাত্রীদের পরীক্ষা করে। তাদের পাঠানো এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ৩১শে জুলাই তারিখে প্যারি থেকে ব্রাসেলসগামী এক এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রী তালিকায় আলেকজাণ্ডার ডুগানের নাম পাওয়া গেছে। খানিক বাদে আবার এল খবর— গোয়েন্দা দপ্তরের এক বিশেষ বিভাগের পাঠানো খবরে জানা গেল প্লাস দালা মাদলিনের কাছে এক অখ্যাত হোটেলে। উঠেছিল ডুগান, সেখানকার কার্ডে তার নাম ছাড়া যে পাসপোর্ট নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে ডুগানের পাসপোর্ট নম্বর হুবহু মিলে যাচ্ছে। ২২শে জুলাই থেকে ৩০শে জুলাই ডুগান কাটিয়েছিল ঐ হোটেলে সহকারী ইন্সপেক্টর লুসিয়েঁ কারোঁকে সঙ্গে নিয়ে পরদিন ভোরবেলা এলেন সেই হোটেলে, হৈ চৈ করে বোর্ডারদের ঘুম না ভাঙ্গিয়ে লেবেল হোটেলের মালিককে ঘুম থেকে তুলে নিজের পরিচয় দিলেন, ডুগানের চেহারার বিবরণ দিয়ে বললেন আবার যদি সে ফিরে আসে তাহলে আগে থেকে কাউকে কিছু না বলে যেন চুপিচুপি তাঁকে টেলিফোন করে খবর দেয়া হয়। এছাড়া হোটেলের ওপরে দিনরাত নজর রাখার জন্য একজন সাদা পোষাকের সেপাইও সেখানে বহাল করলেন লেবেল, তাঁর ওই খুশি মনে সমর্থন করলেন হোটেল মালিক। ব্যবস্থা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলেন হোটেল মালিক। হোটেলে ঢোকার মুখে সাদা পোষাকের সেপাইটির একা থাকার উপযুক্ত একটি কামরা তিনি তখনই আলাদাভাবে তৈরি করে রাখলেন।

দপ্তরে ফিরে আসতে আসতে বিকেল চারটে বেজে গেল, সহকারীর ক্যাম্পখাটের এককোণে বসে গরম কফিতে চুমুক দিয়ে লেবেল বললেন, 'বুঝলে লুসিয়েঁ কাজে হাত দেবার আগে চারদিক ভাল করে দেখে নেবে। জুলাই মাসে শৃগাল এসেছিল এখানে, কিভাবে কোন পথে এগোবে সে ছক ও কষেছিল এই ফ্রান্সে এসেই। আবার দেখ ইচ্ছে করলেই যাদের হয়ে কাজ করছে সেই ও এ এস পাণ্ডাদের কারও বাড়িতে শৃগাল থাকতে পারত। থাকেনি কারণ ওদের একজনকেও সে বিশ্বাস করতে পারেনি, হয়ত এখনও পারেনা।'

'স্যার', লুঁসিয়ে কারোঁ বললেন, 'আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েই বলছি এটা শৃগালের কাজের নিজস্ব ধারা বা বৈশিষ্ট্য। কাউকে এমনকি যার বা যাদের হয়ে কাজ করছে তাদের ওপরে ভরসা রাখতে পারেনা বলেই লোকটা একাই পরিকল্পনা করে। চক্রান্ত আঁটে, জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করে। আমার ধারণা শৃগাল নিশ্চয়ই সুপুরুষ। আচার আচরণ তার নিশ্চয়ই খুবই আশাতীত রকমের ভদ্র যা দেখলে তাকে ভাড়াটে হত্যাকারী বলে কারও বিশ্বাস হতে চায়না।'

'ঠিকই বলেছো লুসিয়েঁ, সহকারীর বক্তব্য মন দিয়ে শুনে বললেন, 'লেবেল সকালে যে হোটেলে আমরা গেলাম তুমি হয়ত খেয়াল করোনি সেখানকার মালিকও একই কথা বলছিলেন। লোকটা খুবই ভদ্র, মানুষ হিসেবে চমৎকার। অথচ এতদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি বাইরে থেকে যাদের এমনই আশাতীত ভদ্র বলে

মনে হয় তাদের বেশিরভাগই হল কুখ্যাত অপরাধী।' লুসিয়েঁ কোনও প্রতিবাদ না করে কফির কাপে ঘনঘন চুমুক দিতে থাকেন। লণ্ডন থেকে টমাসের পাঠানো ক্যালথর্প আর ডুগানের পাসপোর্টের দরখাস্তের সঙ্গে আঁটা তাদের ফোটোদুটো খুঁটিয়ে দেখেন লেবেল। শুধু একটু উচ্চতা বাড়িয়ে চুল আর চোখের তারার রং পাল্টে ক্যালথর্পরূপী শৃগাল রাতারাতি হয়ে গেল ডুগান। কি প্রখর আত্মবিশ্বাসের অধিকারী এই বিপজ্জনক লোকটি মনে মনে ভাবেন লেবেল। ভাগ্য বা নিয়তির হাতে কখনও আত্মসমর্পণ করেনা। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে মারাত্মক অস্ত্রও আছে, থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে সেটা কোন জাতের অস্ত্র রিভলভার না বুকের বাঁদিকে খাপে ঝোলানো '৪৫ অটোমেটিক? মারাত্মক ছোরাছুরি নাকি শক্তিশালী রাইফেল? নিজের অনুমানে হেসে ওঠেন নিজেই। রাইফেল হলে কাস্টমসের বেড়া সে পেরোল কি করে কোন জাদুবলে? মশিঁয়ে লা প্রিসিদাঁর কুড়ি গজের মধ্যে যেসব মহিলা ঘোরাফেরা করেন তাঁদের ব্যাগ বা ঝোলা যেখানে ভালভাবে খানাতল্লাশি করা হয়। সেখানে রাইফেলের মত এক লম্বা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সে লোক তাঁর ধারেকাছে পৌঁছোনোর আগেই তো গলাধাক্কা খাবে, গ্রেপ্তার হবে তার পরে।

তবু লেবেল এই ভেবে খুশি হন যে শৃগালের দ্বিতীয় নামটি তিনি জেনে ফেলেছেন অথচ সে নিজে তা জানতে পারেনি। কথাটা মনে হতে আবার দুশ্চিন্তা উঁকি দেয় মনে, যদি শৃগাল এর মধ্যে আবার নিজের পরিচয় বদলে ফেলে, তা হলে? তখনকার অবস্থা কি দাঁড়াবে?

* * *

সূর্যের আলো খোলা জানালা দিয়ে চোখেমুখে পড়তে শৃগাল জেগে উঠল চোখ মেলে নৈশ-সঙ্গিনীকে দেখতে পেলনা, বুঝল ইচ্ছে করেই তার ঘুম না ভাঙ্গিয়ে ভোরবেলা তিনি চলে গেছেন। স্নান সেরে পোষাক পরে ব্রেকফাস্ট সেরে নিল শৃগাল। মালপত্র সঙ্গে যা ছিল একাই বয়ে নিয়ে এল কাউন্টারে। ডেসকের কর্মচারিকে বিল তৈরি করতে বলল। বিলের টাকা মেটানোর পরে কর্মচারীর কাছে যুবতীর নাম ঠিকানা জানতে চাইল শৃগাল।

'উনি মাদাম দ্যলা শালোনিয়ের' কর্মচারী বলল, 'পৈতৃক নাম কোলেও, এ হোটেল ওঁদেরই সম্পত্তি। ওঁর ঠিকানা অউত শালোনিয়ের কোরেজ।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে শৃগাল গাড়ি চালিয়ে এল স্থানীয় বাজারে হার্ডওয়ারের। দোকান থেকে সাদা আর নীল রং কিনল, সেইসঙ্গে মোটা আর সরু তুলি।

* * *

দুপুরের কিছু আগে ব্রাসেলসে বেলজিয়ান পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর সুরেতে থেকে টেলিফোনে খবর এল লণ্ডন থেকে ব্রিটিশ ইওরোপিয়ান এয়ারওয়েজের প্লেন-এর যাত্রীদের মধ্যে একজন ছিল যার নাম আলেকজাণ্ডার জেমস কোয়েন্টিন ডুগান। পাঁচঘন্টা ব্রাসেলসে কাটিয়ে বিকেলের দিকে আলিতালিয়ার প্লেনে সে পাড়ি দেয় মিলন-এ। নগদ টাকা দিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে লোকটা টিকেট কেটেছিল। খানিক বাদে গোয়েন্দা দপ্তরের একটি বিভাগ টেলিফোনে জানাল গতকাল সকালে ফ্রান্স আর ইটালির ভেন্তিমিলিয়া সীমান্ত পেরিয়ে যে ক'জন বিদেশী ফ্রান্সে ঢুকেছে তাদের একজনের নাম আলেকজাণ্ডার জেমস কোয়েন্টিন ডুগান।

'গতকাল সকালে!' রিসিভারে মুখ রেখেই প্রচণ্ড রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন লেবেল' ত্রিশ ঘন্টা পরে আমায় টেলিফোনে খবরটা জানানো দরকার বলে আপনাদের মনে হল! মাঝখানে পুরো ত্রিশ ঘন্টা কেটে গেছে। এর মাঝখানে লোকটা যদি পালিয়ে যায় তবে সেজন্য কি আপনারা দায়ী হবেন?'

ওপাশের ব্যক্তি লেবেলের ধমক-চমক শুনে এতই ঘাবড়ে গেলেন যে বলার মত কিছু তিনি খুঁজে পেলেন না। রিসিভার নামিয়ে রেখে লেবেল কারোঁকে বললেন, 'লুসিয়েঁ সুখবর আছে! গতকালই সকালে ভেন্তিমিলিয়া বর্ডারে পাওয়া এন্ট্রি কার্ডগুলোর একটায় আলেকজাণ্ডার ডুগানের নাম পাওয়া গেছে, তার মানে শৃগাল যে এখনও ফ্রান্সের ভেতরেই আছে সেসম্পর্কে আমরা নিশ্চিত। ভাল কথা, আমি তো আবার ইংরেজি জানিনা, তুমিই সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাসকে টেলিফোনে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে দাও শৃগালের হদিশ মিলেছে, যতদূর মনে হয় ও এখনও ফ্রান্সেই আছে, তাই ওর ব্যবস্থা যা করার আমরাই করব।'

টমাসকে ফোনে ধন্যবাদ জানালেন কারোঁ। রিসিভার নামিয়ে রাখতে না রাখতে আবার ফোন। লিওঁর আঞ্চলিক পুলিশ দপ্তর থেকে কমিশার গেইয়ার ফোন করেছেন, কথা বলতে চান কমিশার ক্লদ লেবেলের সঙ্গে।

দুই কমিশারের কথাবার্তা কারোঁ জানতে পারলেন না। খানিক বাদে শুনতে পেলেন, লেবেল বলছেন, 'কি বললেন, কমিশার গেইয়ার। লোকটা গাপ-এ ওতেল দু'সার্পে উঠেছে? শুনুন, গেইয়ার, দয়া করে জানতে চাইবেন না। শুধু জেনে রাখুন এই ডুগান লোকটাকে আমরা পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছি।' খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে কারোঁ কান খাড়া করে সব শুনছেন আঁচ করে বাঁ হাতে মাউথপিসটা জোরে চেপে ধরলেন লেবেল। আরও দশ মিনিট কথাবার্তা বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে কারোঁকে বললেন, একটা ভাড়া করা আলফা রোমিও স্পোর্টস কার-এ চেপে ডুগান ঢুকছে ফ্রান্সে, নম্বর এম আই ৬১৭৪১।'

'গোটা দেশে রেড অ্যালার্ট দিতে বলব?' বললেন কারোঁ। 'তাতে ঝুঁকি বাড়বে' একটু ভেবে বললেন লেবেল, 'গাঁয়ের পুলিশ চোরাই গাড়ি বা স্মাগলার ভেবে পথ আটকাবে। লোকটার সঙ্গে নিশ্চয়ই বন্দুক আছে বাধা পেলে ঠিক গুলি ছুঁড়বে। তাতে আমাদের উদ্দেশ্য পুরো ব্যর্থ হবে। লোকটা হোটেল ছেড়ে বেরিয়েছে, এই ফাঁকে হোটেলের চারপাশে সাদা পোষাকের পুলিশ বসাতে বলেছি কমিশার গেইয়ারকে। ওরা দিনরাত নজর রাখবে, ওদের নজর এড়িয়ে ডুগান পালাবে কোথায়? আমাদের হেলিকপ্টার তৈরি। লুসিয়েঁ চটপট তৈরি হয়ে নাও, আমাদের যেতে হবে গাপ-এ।'

ইন্টারপোলের ফরাসি শাখা থেকে শুরু করে ফরাসি গোয়েন্দা পুলিশের সদর দপ্তর সবই লিওতে কমিশার লেবেলের অনুরোধে কমিশার গেইয়ার গাপ-এ যাবার সব ক'টি পথে ব্যারিকেড বসিয়েছে। ওতেল দুসার্পের বাইরে প্রচুর সাদাপোষাকের সশস্ত্র সেপাই মোতায়েন করা হয়েছে, অন্যদিকে কমিশার লেবেল আর তাঁর সহকারী ইন্সপেক্টর লুসিয়েঁ কারোঁকে গাপ-এ নিয়ে যাবার জন্য একটি হেলিকপ্টারকেও তখন তৈরি করা হচ্ছে প্যারি শহরের বাইরে সাতোরি ক্যাম্প-এ।

* * *

হোটেল থেকে বেরিয়ে পুরো দু'ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে গাপ ছেড়ে আরও পশ্চিমে চলে এল শৃগাল, এর মধ্যে গাড়ির গতি একবারও কমায়নি। ৯৩ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে দ্রোম নদীর ধার দিয়ে অনেকদূর চলে এসে পাহাড়ের গা বেয়ে অজস্র চড়াই উৎরাই পেরোল শৃগাল। প্রায় দেড় মাইল পথ পেরোনোর পরে আঁচমকা যান্ত্রিক শব্দ কানে যেতে চমকে উঠল শৃগাল। শব্দের উৎস খুঁজতে ওপরদিকে তাকাতে দেখল একটা হেলিকপ্টার ফটফট আওয়াজ তুলে তার মাথার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে পূবদিকে। গতিবেগ কমিয়ে গাড়িটা পথের ধারে দাঁড় করালো শৃগাল হেলিকপ্টারটা যে ফরাসি পুলিশের নীচ থেকে তা ঠিক লক্ষ করেছে সে, ওটা গাপ-এর দিক থেকে উড়ে এসেছে বলেই কর্মপদ্ধতি নিয়ে সে একটু ভাবনায় পড়েছে। মিনিট দু-এক ভেবে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল শৃগাল। গাড়ির এঞ্জিন চালু করে ডানহাতে জঙ্গলে ঢুকল। বেশ কিছুদূর গিয়ে পছন্দসই নির্জনে গাড়ি থামাল শৃগাল। সব জানালার কাচ ভেতর থেকে তুলে ডিকির ভেতর থেকে বের করে আনল গাড়ি রং করার সরঞ্জাম এঞ্জিনের ব্যাটারি থেকে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ নিয়ে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ির সাদা রং স্প্রে করে পাল্টে ফেলল হালকা নীল। পেছনের স্ক্রু খুলে নম্বর প্লেটের নম্বরও দিল বদলে।

বেলা পড়ে এসেছে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ গাপ-এ এসে পৌঁছোলেন লেবেল আর কারোঁ, হেলিকপ্টার থেকে নেমে পুলিশের গাড়িতে চাপলেন দুজনে। ওতেল দুসার্ফে এসে যখন পৌঁছোলেন তখন পৌনে পাঁচটা, বেলা পড়ে এসেছে। কারোঁর পরনে ঢোলা আলখাল্লার মত ম্যাকিনটস ভেতরে ডান বগলে ঝুলছে ৯ মিমি মেশিন পিস্তল, ডানহাতের তর্জনী পিস্তলের ট্রিগারে। লেবেলকে সামনে রেখে হোটেলে ঢুকলেন কারোঁ। ডেস্কে যে কর্মচারী ছিল একবার বলতেই সে মালিককে ডেকে আনল আর তার কাছে খোঁজ নিয়েই লেবেল জানতে পারলেন যার খোঁজে এতদূরে এসেছেন সেই আলেকজাণ্ডার ডুগান হোটেল ছেড়ে চলে গেছে। গেছে আজই সকালে। তারপরেও কর্মচারীদের সবাইকে ডেকে জেরা করলেন ইন্সপেক্টর কারোঁ, লেবেলকে সঙ্গে

নিয়ে ডুগান যে কামরায় ছিল সেখানে তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাশী চালালেন। একসময় নিরাশ হয়ে দু'জনেই বেরিয়ে এলেন হোটেল থেকে, এম আই ৬১৭৪১ নম্বরের সাদা রঙের আলফা রোমিও স্পোর্টস কারটির খোঁজে দেশের সর্বত্র পুলিশবাহিনীকে হুঁশিয়ার করার নির্দেশ জারী করতে কারোঁকে বললেন লেবেল। সন্দেহভাজন লোকটির সঙ্গে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র আছে, যেকোন সময় সে তা কাজে লাগাতে পারে এ সম্পর্কেও সবাইকে হুঁশিয়ার করার নির্দেশ দিলেন লেবেল। একই সঙ্গে লেবেল কারোঁকে বারবার বললেন এসব গোপন খবর যেন কোন ভাবেই খবরের কাগজ বা বেতার সাংবাদিকদের কানে না যায়। গেলে যে লোক খবর ফাঁস করেছে তিনি তাঁর চামড়া খুলে নেবেন। কথাটা বলতে বলতে লেবেল যেভাবে তাঁর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালেন তা দেখে লেবেল দরকার হলে তাঁরও চামড়া খুলে নিতে পারেন তা বেশ বুঝতে পারলেন এতদিনের পুরোনো সহকারী ইন্সপেক্টর লুসিয়েঁ কারোঁ।

* * *

'হাতে পেয়েও লোকটাকে এভাবে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিলেন?' চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে উত্তেজিত কর্ণেল সাক্রেয়ার দু'চোখ পাকিয়ে লেবেলকে বললেন, 'আপনি যে এমন এক আস্ত নির্বোধ তা আগে বুঝতে পারিনি, কমিশার লেবেল।' অধিবেশন কক্ষের এককোণে বসে লেবেল তখন সামনে রাখা কাগজগুলোয় চোখ বোলাচ্ছেন, সাঁক্রেয়ারের গালিগালাজ স্পষ্ট কানে এলেও তিনি তা গায়ে মাখছেন না, এইভাবে তিনি তাঁকে উপেক্ষা করছেন। কিন্তু সাঁক্রেয়ার ভাবলেন লজ্জা পেয়েছেন বলেই লেবেল মুখ বুঁজে আছেন, আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোনও চেষ্টাই তিনি করছেন না।

কিন্তু বেশিক্ষণ মুখ বুঁজে থাকতে পারলেন না লেবেল। সাঁক্রেয়ারের ধারালো বাক্যবাণে অতিষ্ঠ হয়ে একসময় জোরগলায় বললেন, 'মাননীয় কর্ণেল মনে হচ্ছে সামনে রাখা রিপোর্টে চোখ বোলানোর মত সময় আপনার এখনও হয়নি তাই এভাবে শুধু শুধু আমায় দোষারোপ করছেন। ওটা পড়লে দেখতেন ডুগ্যান যে গতকাল সন্ধ্যেবেলা গাপ-এর ওতেল দুসার্ফে এসে উঠেছে এখবর আজ বেলা বারোটা পর্যন্ত ফরাসি গোয়েন্দা দপ্তর পায়নি। এখন আমরা জানতে পেরেছি যে আজ সকালেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে হোটেলের বিল মিটিয়ে সে চলে গিয়েছিল, তখন কাঁটায় কাঁটায় সকাল এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট। অতএব আমরা তাকে গ্রেপ্তার করার যাবতীয় ব্যবস্থা নেবার আগেই যে সে চলে গিয়েছিল মনে হয় এই সামান্য ব্যাপারটা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে আমার বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। তবে পুলিশের অক্ষমতা সম্পর্কে আপনি যেসব মন্তব্য করেছেন একজন সৎ ও দায়িত্ববান অফিসার হিসেবে আমি সেগুলো মেনে নিতে রাজি নই। তদন্তের কাজ যতদূর সম্ভব গোপনে সারতে হবে, রাষ্ট্রপতির নির্দেশ এই প্রসঙ্গে আরও একবার আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, তাই ডুগান নামে কোনও একজনের খোঁজে চারদিকে সঙ্কেত পাঠানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। খবরের কাগজ আর বেতারের রিপোর্টারদের কাজের ধারা সম্পর্কে কোনরকম ধারণা নেই বলেই এসব মন্তব্য করতে আপনার বাধেনি তা বেশ বুঝতে পারছি, মাননীয় কর্ণেল আমার অপরাধ নেবেন না। ডুগানের খোঁজে চারদিকে সঙ্কেত পাঠালেই তা ঐসব রিপোর্টারদের চোখে পড়ত আর তখন আমাদের তদন্তের গোপনীয়তা আর রক্ষা করা সম্ভব হত না। অনুগ্রহ করে এও মনে রাখবেন দু'দিনের জন্য ঘর ভাড়া নিলেও ডুগান শেষপর্যন্ত তার সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেছিল তার এই সিদ্ধান্ত বদলানোর কারণ এখনও আমরা জানিনা।'

'হয়ত আপনার পুলিশেরা হোটেলের ওপর নজর রাখতে গিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করেছে যা দেখে সে আর সেখানে থাকবার ভরসা পায়নি', বললেন সাঁক্রেয়ার। 'তাই মত পাল্টে সেখান থেকে পালিয়েছে।'

'দুঃখিত কর্ণেল।' আত্মবিশ্বাসে ভরপুর লেবেল বললেন 'আপনি বললেও আমি এ যুক্তি মানতে রাজি নই, কারণ আজ বেলা সোয়া বারোটার আগে ঐ হোটেলের ওপর নজর রাখার কোনও ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি আর ডুগান তার এক ঘন্টারও বেশি সময় আগে বিল মিটিয়ে চলে গিয়েছিল সেখান থেকে।'

'বুঝতে পারছি এটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য', স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি এবারে পরিস্থিতি সামাল দিতে মুখ খুললেন। 'কিন্তু কমিশার, লোকটার পালিয়ে যাবার খবর পাবার পরে তার গাড়ি থামানোর সঙ্কেত পাঠাননি কেন?'

'মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি', সাক্রেয়ারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির দিকে তাকালেন লেবেল। স্বাভাবিক

বিনীত গলায় বললেন। 'আমি আবারও বলছি লোকটা দুদিনের জন্য হোটেল ভাড়া নিয়েছে এই খবরের ভিত্তিতেই আমরা এগোচ্ছিলাম। হ্যাঁ, তার গাড়ি থামানোর সঙ্কেত হয়ত আমি পাঠাতে পারতাম সেই নির্দেশ মেনে গ্রামের কোনও টহলদার সেপাই বা বিটের কনস্টেবল হয়ত তার গাড়ি থামোনোর চেষ্টা করত আর লোকটা তখনই তাকে গুলি করে পালিয়ে যেত। গ্রামের টহলদার সেপাই বা বিটের কনস্টেবলেরা গুলির জবাবে বড়জোর পাল্টা গুলি ছুঁড়তে পারে। আমরা যাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি তার মত পেশাদার বন্দুকবাজ তারা নয়। শৃগাল বা ডুগান যেই হোক, তার টিপ কিন্তু ফসকায় না। তাছাড়া দু'একজন পুলিশ রাস্তার মাঝখানে তার গুলিতে খুন হলে তা যেমন খবরের কাগজের খোরাক হয়ে সব জানাজানি হত তেমনই লোকটা নিজে আরও হুঁশিয়ার হয়ে যেত, এরফলে আবার নতুন কোনও ছদ্মবেশ নেয়াও তার পক্ষে আসম্ভব হতনা।' এই জোরালো আত্ম সমর্থনের পরে লেবেলের কাজের সমালোচনা করার সাহস সভার আর কোনও সদস্য পেলেন না।

* * *

রাত একটা। উসেল রেল ষ্টেশনের সামনে এসে দাঁড়াল একটা হালকা নীল রঙের আলফা রোমিও স্পোর্টস কার্। কাছেই একটা কাফেতে এত রাতেও বেশি রাতের কিছু যাত্রী বসে কফি খাচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে এল শৃগাল, এদিক ওদিক তাকিয়ে পকেট চিরুণি বের করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে এসে ঢুকল সেই কাফেতে। অসহ্য পাহাড়ি ঠাণ্ডায় চড়াই উতরাই-এর মধ্যে ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার স্পিডে একটানা গাড়ি চালিয়ে এতক্ষণে তার দু'হাত জমে গেছে, পায়েও বেশ ব্যথা হয়েছে। সেই কোন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়েছে ওতেল দুসার্ফে তারপরে একটা বড় রোল ছাড়া সারাদিনে আর কিছুই পেটে পড়েনি। প্রচণ্ড খিদেয় পেটের নাড়িভুঁড়ি পাক খাচ্ছে। কাউন্টারে এসে চারটে সেদ্ধ ডিম আর মাখন মাখানো দুটুকরো তার্কিন বোরে রুটির অর্ডার দিল শৃগাল, সেইসঙ্গে বড় এক কাপ কফি। টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে লা অউত শালোনিয়েরের জমিদারবাড়ির নাম ঠিকানা পেল ঠিকই, কিন্তু তার কাছে যে রোড ম্যাপ আছে তাতে ঐ গ্রামের কোনও উল্লেখ নেই। ডিরেক্টরিতে জমিদারবাড়ির অবস্থান যেখানে করা হয়েছে সেটা এগ্লতাঁ নামে একটা গ্রাম তার রোড ম্যাপে এই গ্রামের অবস্থান দেখানো হয়েছে এখান থেকে যার দূরত্ব কম করেও ত্রিশ কিলোমিটার, যেতে হবে ৮৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে।

ডিম সেদ্ধ রুটি আর গরম কফি খেয়ে পেট ভরল, ঠাণ্ডা হাত পাও যথেষ্ট গরম হল। কাউন্টারে খাবারের দাম মিটিয়ে গাড়িতে এসে বসল শৃগাল। এঞ্জিন চালু করে রোড ম্যাপে দেখানো পথ ধরে কিছুক্ষণের মধ্যে গিয়ে পড়ল ৮৯ নম্বর জাতীয় সড়কে। কিছুদূর যাবার পরে কজায়গায় দেখল মাইলস্টোনে লেখা 'এগ্লতা ৬ কিমি' জাতীয় সড়কের দুধারে গভীর জঙ্গল। শৃগাল স্থির করল এই জঙ্গলের ভেতরে গাড়ি ফেলে রেখে যাবে। আরও কিছুদূর যাবার পরে দেখল একজায়গায় ব্যক্তিগত পথ প্রবেশ নিষেধ বিজ্ঞপ্তি, আড়াআড়িভাবে দু'টি বাঁশ ব্যক্তিগত পথের মুখে খাড়া করে ভেতরে গাড়ি ঘোড়া ঢোকার অবরোধ তৈরি করা হয়েছে, হাতে লেখা বিজ্ঞপ্তি দু'টি বাঁশের একটির মাথায় টাঙ্গানো। বাঁশের তৈরি সেই পলকা অবরোধ তুলে একপাশে ফেলো দিল শৃগাল। গাড়ি চালিয়ে সেই ব্যক্তিগত পথ ধরে চলে এল অনেকটা ভেতরে। ঘন্টাখানেক একভাবে চলার পরে ঘন ঝোপের মাঝখানে এক জায়গায় গাড়ি থামাল শৃগাল। হেডলাইট নিভিয়ে মিস্ত্রিদের কাজ করার বড় টর্চলাইট আর তার কাটার কাঁচি ড্যাশবোর্ডের ভেতর থেকে বের করে নেমে চলে এল গাড়ির নিচে। টর্চ জ্বালিয়ে একপাশে রেখে শিশির ভেজা জঙ্গলের মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে চ্যাসিসের নিচে ঝালাই করা তার কেটে রাইফেলটা বের করে আনল, কয়েক ভাগে ভাগ করে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রটা সুটকেসের ভেতরে রেখে একরাশ পুরোনো কাপড় আর আর্মির গ্রেটকোট দিয়ে ঢেকে রাখল। এরপরে টর্চের আলোয় খুঁটিয়ে দেখল সনাক্ত করার মত কোনও সূত্র ফেলে যাচ্ছে কিনা। সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পরে এঞ্জিন চালু করল। স্পিড তুলে বেরিয়ে এল বাইরে। রাতের আঁধারে রডোডেনড্রনের ঘন ঝোপের অনেকটা ভেতরে ঢোকাবার পরে বাইরে থেকে গাড়িটা আর দেখা গেলনা। এবারে গলায় বাঁধা টাই-এর দুই মাথায় দুটো সুটকেস ঝুলিয়ে দিল শৃগাল একটা ফেলল পিঠে আরেকটা নিয়ে এল সামনে, বাকি ঝোলাদুটো দু'হাতে

নিয়ে পেছন ফিরে অনেকটা হেঁটে এসে পৌঁছোল জাতীয় সড়কে, ফেরার পথে দু'হাতের মাল নামিয়ে গাছের ডালপালা ঝাঁটার মত কাজে লাগিয়ে মাটির বুক থেকে তুলে ফেলল গাড়ির চাকার দাগ। এসব সেরে যখন জাতীয় সড়কের ধারে এসে দাঁড়াল তখন রাতের আঁধার ফর্সা হয়ে আসছে। দূরান্তে খেতমজুরদের নিয়ে গাঁয়ের বাস চলতে শুরু করেছে অনেকক্ষণ হল। খানিক বাদে একটা খড়বোঝাই লরির ড্রাইভার তাকে দেখতে পেয়ে থামল, পৌঁছে দিল এগ্লতাঁয়। সামনে একটা কাফের দরজা ততক্ষণে খুলছে, ক্ষেতের কাজ শুরু করার আগে খেতমজুর আর বাজারের সবজিওয়ালারা অনেকে এখানে ঢোকে কফি খেতে। কাফের বাথরুমে ঢুকে হাতমুখ ধুয়ে দাঁত মেজে নিল শৃগাল। মাটি মাখা পোষাক পাল্টে গায়ে চাপাল ধোপদুরস্ত স্যুট। গরম কফি খেয়ে এখান থেকে ট্যাক্সিতে চাপল শৃগাল। অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে পৌঁছোলো অউত শালোনিয়ের গ্রামে। চৌমাথায় নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিল শৃগাল। খাবারের দোকান দেখে ঢুকে পড়ল ভেতরে। কাউন্টারের বয়স্ক মহিলার কাছ থেকে এক গ্লাস রেড ওয়াইন নিয়ে মুখোমুখি ছোট্ট টুলে বসল শৃগাল। ওয়াইন চাখতে চাখতে বলল, 'এখাবার জমিদারবাড়িটা কত দূরে বলতে পারেন, মাদাম?'

'জমিদারবাড়ি?' তীক্ষ্ণ চাউনি হেনে তার চোখের দিকে তাকিয়ে মহিলা বলল, 'তা কম করে দু'কিলোমিটার পথ হবে, মঁশিয়ে।'

দু'কিলোমিটার! এতটা পথ হেঁটে যাবার ক্ষমতা এই মুহূর্তে আর তার নেই, শৃগাল দাম মিটিয়ে বাইরে এল। একটা পুরোনো ঝরঝরে গাড়ি চেপে রওনা হল জমিদারবাড়ির দিকে।

* * *

কোলেত দ্য লা শালোনিয়ের বড্ড একা, বুড়ো মালী লুইস আর তার মাঝবয়সী বউ আর্নেস্তিন ছাড়া এই বিশাল জমিদারবাড়িতে আর কেউ নেই। দরকার না হলে বুড়ো লুইসঁ তাঁর সামনে বড় একটা আসেনা, আর আর্নেস্তিন তার বউ হলেও এ পদমর্যাদায় সে এই জমিদারবাড়ির পরিচারিকা, ঘরদোর ঝাঁট দেয়া রান্নাবান্না কাপড় কাচা এসব দায়িত্ব যার ওপরে আছে। সে তাঁকে সঙ্গ দেবে এমন আশা করেননা কোলেত—আর্নেস্তিনের সঙ্গ দেয়ার মানে তো গ্রামের যুবতী মেয়েমানুষদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কেচ্ছার খবর শোনা। তাঁর কাছে এনে উগরে ফেলা। না, পরের কেচ্ছা শোনার আগ্রহ তাঁর নেই। একমাত্র ছেলে ফ্রাসোয়াজ যোগ দিয়েছে ফৌজে, ডিউটির অবসরে অনেক সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে নিশ্চয়ই তার সময় কাটে। ফ্রাঁসোয়াজের বাবা তাঁর স্বামী ব্যারন দ্য লা শ্যালোনিয়েরকে নিজের ব্যবসার-কাজকর্ম দেখতে বছরের বেশিরভাগ সময় কাটাতে হয় প্যারিতে, কালেভদ্রে তিনি গ্রামের বাড়িতে আসেন তাঁকে সঙ্গ দিতে।

'সঙ্গ দিতে!' কথাটা মনে হতে নিজের মনে হাসলেন কোলেত মাঝবয়সী স্বামীর হালের কাজকর্মে তাঁর মন বড় উদ্বেল, অশান্তির কালোমেঘ জমেছে সেখানে। ব্যারন যে কাজের অবসরে নিজের মেয়ের বয়সী ফরাসী যুবতীদের পেছনে ঘুরঘুর করেন, সময় পেলেই তাদের পার্টিতে যান, এমনকি তাদের অনেকের সঙ্গে রাতও কাটান এসব খবর তাঁর অজানা নয়। কিন্তু ক'দিন আগে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে তিনি যথেষ্ট আঘাত পেয়েছেন। এক সদ্যযুবতী চিত্রতারকার সঙ্গে তাঁর স্বামীর গোপন প্রেমের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে কোনও কেচ্ছারসিক একখানা চিঠি পাঠিয়েছে তাঁকে। তাঁর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য রঙিন ফিল্ম ম্যাগাজিন থেকে কেটে নেয়া একটি ছবিও পাঠিয়েছে, তাঁর আধবুড়ো স্বামী লোভী চাউনি মেলে তাকিয়ে আছেন মেয়েটির স্তনযুগলের দিকে ছবিতে তা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। আশ্চর্যের বিষয় চিঠির শেষে লেখক তার নাম উল্লেখ করেনি। ছাপানো ফোটোর সঙ্গে সেই চিঠিখানা পড়ে কোলেত আনমনা হয়ে গেলেন। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অতীতের একটি ছবি ফোটোর মতই ভেসে উঠল তাঁর মনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ১৯৪২-এফ রাসি ফৌজের এক তরুণ সুপুরুষ ক্যাপ্টেনের প্রেমে পড়েছিলেন কোলেত। বর্বর নাৎসী ফৌজের কবল থেকে ফ্রান্সকে মুক্ত করতে সাম্যবাদী, অসাম্যবাদী আর সাম্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী দলের যে যুক্তফ্রন্ট মিত্র পক্ষের বাহিনীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে জীবনপণ লড়াই করেছিল কোলেত নিজে ছিলেন সেই ফ্রন্টের অন্যতম সদস্য। জেনারেল দাগলের নেতৃত্বে প্যারির মুক্তিসংগ্রামে সেই তরুণ ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন কোলেত নিজেও, কিন্তু প্যারি থেকে পাঠানো রঙিন ম্যাগাজিনে

যে কামনালোলুপ নারীলোভী প্রৌঢ়ের ফোটো ছাপানো হয়েছে তার চেহারায় সেদিনের সেই তরুণ ক্যাপ্টেন সুপুরুষ আলফ্রেদকে কোলেত অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পেলেন না।

'ঠিক আছে আলফ্রেদ' ছাপানো কাটিংটা ছুঁড়ে ফেলে নিজের মনে বললেন কোলেত, তুমি যখন মাগিবাজী শুরু করেছো তখন আমি শুধু শুধু সতীপনা দেখাতে যাব কেন কোন দুঃখে? আর ঠিক তখনই গাপ-এর ওতেল দুসার্ফের সেই সুপুরুষ ইংরেজ যুবকের কথা মনে পড়ে গেল। লোকটা শরীরের খেলা ভালই শিখেছে আর কয়েকটা দিন ওর সঙ্গে কাটাতে পরলে মন্দ হতনা।

ঈশ্বর যে তাঁর মনোবাসনা এভাবে পূরণ করবেন তা স্বপ্নেও ভাবেন নি কোলেত—বিছানা থেকে নেমে সবে মুখ হাত ধুয়েছেন কোলেত ঠিক এমনই সময় বুড়ি আর্নেস্তিন ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে এল হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মাদাম, এক ভদ্রলোক নীচে অপেক্ষা করছেন। বলছেন আপনার চেনা অনেক দূর থেকে এসেছেন। দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে।'

'ধ্যাত মুখপুড়ী!' এক ধমক দিয়ে তার সব আবেগ থামিয়ে দিলেন কোলেত, বললেন, ভদ্রলোকের নামটা জিজ্ঞেস করতে পারিসনি?' 'আজ্ঞে নাম জিজ্ঞেস করেছি। আর্নেস্তিন সঙ্কুচিত হয়ে বলল, 'বললেন ওঁর নাম অ্যালেক্স।'

'অ্যালেক্স! তাই বল!' ভদ্রলোকের নাম শুনে নিজের মনে হাসলেন কোলেত। গম্ভীর গলায় বললেন 'জলদি নিচে যা, খাতির করে ড্রইংরুমে বসতে দে, তারপরে চা-এর জল চড়িয়ে দে। মনে করে দামি চা-এর বয়ামটা খুলতে ভুলিসনা।'

আর্নেস্তিন চলে যাবার পরে দেয়াল আয়নায় সামনে এসে দাঁড়ালেন কোলেত, আয়নার বুকে নিজের প্রতিফলনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে মনে হেসে বললেন, 'একটা রাত কাটিয়েই এই অবস্থা, গন্ধে গন্ধে লোভী হুলোবেড়াল ঠিক পথ চিনে এসে হাজির হয়েছে!' পরমুহূর্তে তাঁর চোখ পড়ল দেয়ালে টাঙ্গানো তাঁর স্বামীর রঙিন ফোটোর দিকে, ক্যাপ্টেন আলফ্রেদ শালোনিয়েরের গলায় ঝুলছে 'লিজিয়ন দ্য অনার' পদক, কয়েক বছর আগে রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্যগল মুক্তিদিবসে ঐ পদক নিজেহাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর গলায়। আয়নার কাচে ফুটে ওঠা সেই ফোটোর প্রতিফলনের দিকে চোখ পড়তে এক চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর বুকের ভেতর থেকে।

* * *

'......একটা সাদা আলফা রোমিও টু সিটার স্পোর্টস কার ফ্রান্সের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে যার নম্বর এম আই ৬১৭৪১। গাড়ির চালক পাতলা ছিপছিপে গড়নের এক ইংরেজ যুবক যার চুলের রং লালচে সোনালি, জাতে ইংরেজ হলেও যুবকটি ভাল ফরাসি বলতে পারে, অচেনা লোকের সঙ্গে খুব সহজে আলাপ জমিয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার ক্ষমতাও তার আছে। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে ঐ যুবকের সঙ্গে আছে প্রচুর নগদ টাকা। একইসঙ্গে মনে রাখতে হবে ঐ যুবকের সঙ্গে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রও আছে; সাধারণ লোকের মনে কোনরকম সন্দেহ না জাগে এই ভাবে ঐ যুবককে গ্রেপ্তার করতে হবে, মনে রাখতে হবে, পথের মাঝে কোনরকম বাধা পেলে গুলি চালিয়ে দু'চারজনকে খুন করতে তার হাত কাঁপবেনা....' এই মর্মে ফ্রান্সের ভেতরে সবক'টি থানা আর গোয়েন্দা দপ্তরকে হুঁশিয়ারি পাঠালেন লেবেল, হুঁশিয়ার করলেন সীমান্ত রক্ষিদেরও বিভিন্ন হোটেল থেকে নতুন বোর্ডারদের নাম লেখা প্রায় কুড়ি হাজার এন্ট্রি' কার্ড এসে পৌঁছেছে গোয়েন্দা দপ্তরে, কিন্তু তাদের কোনটিতে ডুগান পদবির কেউ নেই। এর মানে দাঁড়ায় গতকাল রাতে ডুগান পরিচয়ে সে কোনও হোটেলে ওঠেনি।

'এ থেকে আমরা দু'টো সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি।' রাতেরবেলা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত সদস্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে লেবেল বললেন, 'এক, আমরা যে দেশের সবখানে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি হয়ত এ সন্দেহ এখনও তার মনে জাগেনি। আর তাই যদি হয় তাহলে গাপ-এ ওতেল দুসার্ফ ছেড়ে তার চলে আসাটা নেহাৎই আকস্মিক ব্যাপার! সেক্ষেত্রে সাদা আলফা রোমিও টু-সিটার গাড়িটা খোলাখুলিভাবে চালাতে যেমন তার কোনও বাধা থাকার কথা নয়। তেমনই কোনও হোটেলে ডুগান পরিচয়ে ঘরভাড়া

করতেও তার বাধা নেই। আমাদের এই অনুমান সত্যি হলে আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে পুলিশের হাতে সে ধরা পড়বেই। দুই গাড়িটাকে কোথাও ফেলে দিয়ে সে হয়ত শুধু নিজের কৌশলের ওপরে ভরসা করে এগোচ্ছে। এখান থেকেই জন্ম নিচ্ছে আরও দু'টো সম্ভাবনা, এক হয় তার অন্যকোনও ছদ্মবেশ নেই তাই হোটেলে না উঠে খুব বেশিদূর যেতে পারবেন অথবা হয়ত সে ফ্রান্সের সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা করছে। দুই, তার কাছে অন্য কোনও ছদ্মবেশ আছে, আর যদি সেই ছদ্মবেশ সে ধারণ করে তাহলে ফল হবে খুব সাংঘাতিক।'

'তার কাছে আরও ছদ্মবেশ আছে এমন কথা আপনার মনে হচ্ছে কেন, কমিশার', জানতে চাইলেন কর্ণেল রলাঁ।

'একটু ভেবে দেখুন, কর্ণেল', লেবেল বললেন, 'ও এ এস যখন রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করার জন্য তাকে ভাড়া করেছে তখন সে দুনিয়ায় সেরা অপরাধীদের একজন তাতে সন্দেহ নেই। আর তাতে এই দাঁড়ায় যে এসব কাজে তার প্রচুর অভিজ্ঞতাও আছে। ভেবে দেখুন, এসব সত্ত্বেও কোনও দেশের পুলিশের রেকর্ডে তার সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই। শুধু মিথ্যে পরিচয়ে ছদ্মবেশে কাজ করলেই এটা সম্ভব, অর্থাৎ ছদ্মবেশ ধারণের ব্যাপারে সে ওস্তাদ। ক্যালথর্প আর ডুগানের ফোটো দু'টো পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে দেখা যায় ডুগান সাজতে তাকে উঁচু গোড়ালির জুতো পরে লম্বা হতে হয়েছে, কমাতে হয়েছে কয়েক কিলো ওজন, কনট্যাক্ট লেন্স লাগিয়ে বদলাতে হয়েছে চোখের মণির রঙ, এমনকি পাল্টাতে হয়েছে চুলের রঙও। আমি বলব একবার যখন সে এগুলো করেছে তখন আরেকবার সে করবেনা সেই নিশ্চয়তা কোথায়?' 'কিন্তু লোকটা ধরা পড়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবেনি' বললেন কর্ণেল সাঁক্লেয়ার, 'তাহলে এতগুলো ছদ্মবেশ নিয়ে এত বড় প্রস্তুতি সে করতে কেন?' 'কারণ গোড়া থেকেই আমরা দেখছি লোকটা সবদিক থেকে প্রস্তুত হয়ে তবেই কাজে নামে' জবাব দিলেন লেবেল, এটাই তার মোডাস অপারেণ্ডি বা কাজের পদ্ধতি। এই প্রস্তুতি না নিলে আরও আগেই তাকে ধরে ফেলা সম্ভব হত, কিন্তু মনে রাখবেন শুধু ফ্রান্সে নয়, কোনও দেশের পুলিশই তাকে এখনও ধরতে পারেনি। অনেকগুলো ছদ্মবেশ সঙ্গে থাকে বলেই তা সম্ভব হয়েছে।'

* * *

সেঁকা হাতে তৈরি দেশী রুটির সঙ্গে রান্না করা খরগোশের কষা মাংস আর খেজুরের চাটনি দিয়ে ডিনার খেয়েছে শৃগাল, খাবার শেষে ব্যারনেস কোলেত দ্য লা শালোনিয়ের নিজে হাতে দেশী প্রথায় ঘরে তৈরি কড়া মিষ্টি লাল মদ বারবার ঢেলে দিয়েছেন তার গ্লাসে, নিজেও গলায় ঢেলেছেন। তৃপ্তি সহকারে ডিনার খাবার পরে শৃগাল এসে শুয়েছে তাঁরই পাশে। বন্ধ জানালার বাইরে রাতের কালো আকাশের বুকে জেগে থাকা রূপোলি চাঁদ আর তার সঙ্গি তারার দল উঁকি দিয়ে দেখেছে জমিদার বাড়ির দোতলার শোবার ঘরে উঁচু খাটে পাতা বিছানায় নিঃসঙ্গ কোলেত শৃগালের সঙ্গে মেতেছেন শরীরের খেলায়। কোলেতকে তৃপ্ত করতে নিজের মাথাটা তাঁর দুই উরুর মাঝখানে নিবিড়ভাবে গুঁজে দেয় শৃগাল।

* * *

তিন দিন ধরে শৃগালের কার্যকলাপের কোনও খবর পেলেন না লেবেল, খোঁজ পেলেন না তার গাড়িরও। ১৯শে আগস্ট রাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত সদস্যরা সবাই খোলাখুলিভাবে বললেন শৃগাল অবশ্যই ফ্রান্স ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু লেবেল তাঁদের সঙ্গে কোনভাবেই একমত হতে পারছেন না, তিনি বারবার বলছেন, 'ধূর্ত শৃগাল নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে, এইমুহূর্তে সে শুধু আছে সময়ের অপেক্ষায়।' 'কোন সময়ের অপেক্ষায় সে আছে' কমিশার?' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন কর্ণেল সাঁক্লেয়ার। 'আপনার কথা মেনে নিলে এটাই দাঁড়ায় যে সে ফ্রান্স ছেড়ে পালিয়ে যাবার জন্য সীমান্তের কাছাকাছি আছে। জানেনা পালাতে গেলেই ও ধরা পড়বে।'

কিন্তু ফ্রান্সের সেরা গোয়েন্দা বাঁটকুল ক্লদ লেবেল কিছুতেই তাঁর এই সহজ সরল সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারেন না। অদ্ভুত শান্ত ধীর স্থির মানুষটি ভাবনার জেরে ভয়ানক ক্লান্ত। তিনি জানেন, শৃগাল আদৌ পালায়নি। তবু এদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে যদি সত্যিই ফ্রান্স ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে থাকে। তাহলে

এইসব লোকেরা তাঁকে ছেড়ে দেবেন না, তখন হয়ত তাঁর চাকরি রাখাই দায় হবে। আবার শৃগাল যদি সুযোগ এরইমধ্যে রাষ্ট্রপতির বুঝে রাষ্ট্রপতিকে খুন করে তখনও সেই দায় এরা চাপাবেন তাঁরই ওপরে। কিন্তু লোকটাকে যতক্ষণ না হাতেনাতে ধরতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কথা এঁদের বিশ্বাসই বা করাবেন কি করে। পেশাদার গোয়েন্দা হিসেবে তাঁর যা আছে তা হল সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা সেইসঙ্গে এক অনুভূতি, যা শৃগাল সম্পর্কে এক অদ্ভুত বিশ্বাস. গড়ে তুলেছে তাঁর মনে। এক লুকোচুরি খেলা শৃগাল খেলছে তাঁর সঙ্গে। কিন্তু এসব কথা এঁদের তিনি বোঝাবেন কি করে কাকেই বা বোঝাবেন?

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস শৃগাল এক বিশেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করছে' কর্ণেল সাঁক্রেয়ারের দিকে কথাগুলো ছুঁড়ে দিলেন লেবেল, 'বলতে পারেন এটা আমার এক বিশেষ ধরনের অনুভূতি সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে যা অর্জন করেছি।'

'অনুভূতি! নির্দিষ্ট দিন!' ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন সাঁক্রেয়ার, 'এসব কথাবার্তা শুধু গল্পের গোয়েন্দাদের মুখেই মানায়, কমিশার! কিন্তু এত কঠোর বাস্তব, এখানে ওসব বুলি চলেনা! লোকটা চলে গেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।' 'হয়ত আপনার কথাই ঠিক কর্ণেল', বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রির দিকে তাকালেন লেবেল, শান্তগলায় বললেন, 'তা হলে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি, আমায় এবারে এই গুরুদায়িত্ব থেকে মুক্তি দিন, আমি আগের মতই অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে ফিরে যাই।'

'কমিশার লেবেল', কয়েকমুহূর্ত ইতস্তত করে বললেন মঁশিয়ে রজার ফ্রে, 'আপনি নিজে কি মনে করেন? শৃগালকে খোঁজার দরকার কি এখনও আছে বলে আপনি মনে করেন? মাননীয় রাষ্ট্রপতির জীবনে যে সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছিল তা কি এখনও আছে বলে মনে করেন?'

'আপনার শেষ প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি।' ধীর শান্ত গলায় বললেন লেবেল, 'তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়াই উচিত বলে মনে করি আমি।'

'বেশ', স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি উপস্থিত সবার উদ্দেশে বললেন, 'তা হলে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়েরা, আমি চাই পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত হবার জন্য আমি চাই কমিশার লেবেল এখন যেমন করছেন সেভাবেই তাঁর তদন্তের কাজ চালিয়ে যান। এছাড়া তাঁর প্রতিদিনের তদন্তের রিপোর্ট শুনতে আমরাও রোজ সন্ধের পরে এখানে মিলিত হব। তাহলে আজকের মত শুভরাত্রি....।'

* * *

২০শে আগস্ট সকালবেলা। চৌকিদার মারসাঁজ কালে একনলা বন্দুক নিয়ে পাখি শিকার করতে ঢুকেছে এগ্লতাঁ আর উসেলের মাঝামাঝি ঘন জঙ্গলে। ছররার গুলিতে জখম একটা ঘুঘু এসে পড়ল রডোডেনড্রনের ঘন ঝোপে। ঘুঘুটাকে ধরবে বলে ছুটে এল মারসাঁজ, দেখল ঝোপের মাঝখানে ভেতরে পড়ে আছে একটা নীল রঙের খোলা আলফা রোমিও টু-সিটার স্পোর্টস কার, তার চালকের আসনে পড়ে চোট খাওয়া পাখিটা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। পদমর্যাদায় চৌকিদার হলেও পুলিশি প্রশিক্ষণ নিয়েছে মারসাঁজ। তাই খুঁটিয়ে দেখে বুঝল গাড়িটাকে কেউ ঐ ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে। গাড়ির ভেতরে বাইরে এখানে ওখানে পাখির শুকনো বিষ্ঠা লেগে আছে দেখে মারসাঁজ বুঝল কম করে তিন-চার দিন হল গাড়িটা পড়ে আছে ঐ ঝোপে।

কিন্তু গাড়ি যারই হোক সে এতদূর এল কি করে? প্রশ্ন জাগল তার মনে বেশ কিছুদিন আগে জঙ্গলের মুখে এই ব্যক্তিগত পথ যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে দুটো বাঁশ আড়াআড়ি রেখে সে নিজের হাতে অবরোধ তৈরি করেছিল। মাটির দিকে চোখ পড়তে দেখল গাড়ির চাকার দাগ সেখানে যা পড়েছিল, ডালপালা দিয়ে ঘষে ঘেঁটিয়ে সে দাগ ধৈর্য ধরে তুলে ফেলা হয়েছে।

এসব কাণ্ড দেখে সত্যিই ঘাবড়ে গেল মারসাঁজ, ঘুঘু শিকার সেরে খরগোশের খাঁচা কিনতে এসে গ্রামের কনস্টেবলকে পরিত্যক্ত গাড়িটার কথা সে বলে দিল। বিকেলবেলা গাড়িটাকে ট্রেলারের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে আসা হল উসেল গ্রামের পুলিশ ফাঁড়িতে। গাড়িটার নীল রংটা এমন বিশ্রী অপটু হাতে কেন লাগানো হয়েছে তা বুঝতে পারছিলেন না সেখানকার অফিসার। মনে সন্দেহ উঁকি দিতে যে লোক ফাঁড়ির গাড়ি

সারায় তাকে ডাকিয়ে আনলেন তিনি, মেকানিক ছুরি দিয়ে গাড়ির বডি অল্প চাঁছবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল নীল রঙের পাতলা আস্তর, বেরিয়ে পড়ল ভেতরের সাদা রঙ। গাড়ি সম্পর্কে কমিশার লেবেলের হুঁশিয়ারি শুনেছেন। ফাঁড়ির অফিসার তাঁর নির্দেশে মেকানিক ছোকরা এবারে পেছনে নম্বর প্লেটের গা ছুরি দিয়ে চাঁছবার সঙ্গে সঙ্গে দুটো হরফ উঠে এল, পাশে দাঁড়ানো অফিসার অবাক হয়ে দেখলেন গাড়ির নম্বর এম আই ৬১৭৪১। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওপরওয়ালার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে এসে ঢুকলেন নিজের কামরায়।

* * *

উশেলে বনের ভেতর থেকে গাড়িটা খুঁজে পাবার পর লেবেলের গুরুত্ব আর মর্যাদা দুটোই একধাপে গেছে বেড়ে, কর্ণেল সাক্রেয়ার আর তাঁর সমর্থকেরা সবাই ঘাড় হেঁট করে আছেন, লেবেলের মুখের দিকে তাকানোর সাহস কেউ পাচ্ছেন না।

'সব খবরই পেয়েছি।' অধিবেশনের শুরুতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি রজার ফ্রে লেবেলের চোখে চোখ রেখে বললেন, কিন্তু কমিশার এই একটা ঘটনা থেকে আপনি কি সিদ্ধান্তে এসেছেন?'

'দুটো', মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বিনীত গলায় বললেন লেবেল, 'এক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যে শৃগাল গাড়ি চালিয়ে গাপ থেকে উসেলে এসেছিল, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন গাড়ির রঙ পাল্টানোর কাজ সে এরই মধ্যে সেরে নিয়েছিল। তাই যদি হয় তাহলে তদন্তে প্রমাণিত হবে যে ডুগান ছদ্মনাম ফাঁস হয়ে যাবার খবর কেউ তাকে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছিল, কোথা থেকে তাকে টেলিফোন করা হয়েছিল তা বলতে পারব না, এখান থেকে অথবা লণ্ডন থেকে কেউ করেছিল শুধু এটুকু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। খবরটা পেয়েই সে হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছিল, আমরা তার খোঁজে ঠিক গিয়ে হাজির হব আর তখন সে ঠিকই ধরা পড়বে বুঝেই সে ওতেল দুসার্ক থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।'

'এখান থেকে মানে?' হঠাৎ গলা চড়িয়ে বললেন কর্ণেল সাঁক্রেয়ার, 'আপনি কি বলতে চান এই ঘর থেকে খবর বেরিয়েছে? এখান থেকে কেউ আপনার শৃগালকে টেলিফোন করেছিল এটাই বলতে চান আপনি, তাই তো কমিশার?'

'দয়া করে আমায় ভুল বুঝবেন না, কর্ণেল', নিজেকে যতদূর সম্ভব শান্ত রেখে বললেন লেবেল, 'এখানে এবং গোয়েন্দা দপ্তরে টেলিফোনের সুইচবোর্ড আর টেলেক্স যারা পরিচালনা করে তাদের মধ্যে ও এ এস এর লোক নেই এ সম্পর্কে আপনি বা আমি নিজেও নিশ্চিত নই তা মনে রাখবেন। তবে লক্ষ করার মত তাহল ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করার যে ছক সে কষেছে এই ব্যাপারটা আমাদের জানতে বাকি নেই তা সে নিজেও জানে কিন্তু তারপরেও সে পিছিয়ে যায়নি। তার আলেকজাণ্ডার ডুগান-এর ছদ্মবেশের ব্যাপারটাও আমাদের অজানা নেই তাও জানে শৃগাল। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি সমেত এখানে যারা সমবেত হয়েছেন তাঁদের সবার উদ্দেশে আমার বক্তব্য কিছুদিন আগে ফ্রান্স থেকে ভামি নামে এক ব্যক্তির রোমে পাঠানো একটি খবর ডি এস টি-র হাতে এসেছিল। আমি নিশ্চিত এই ভামিই ও এস এস আর শৃগালের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র।'

'ইস্ কি মারাত্মক ভুল!' আক্ষেপের গলায় বলে উঠলেন ডি এস টি দপ্তরের অধ্যক্ষ, 'আপনার অন্য সিদ্ধান্তটি কি, কমিশার?' জানতে চাইলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি রজার ফ্রে।

'অন্য সিদ্ধান্তটি হল ছদ্ম পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে আর তার গাড়িটি ধরা পড়েছে জানার পরেও শৃগাল ফ্রান্স ছেড়ে পালায়নি, উল্টে এসে ঢুকে পড়ল ফ্রান্সের ভেতরে। এর মানে দাঁড়ায় সে এখনও রাষ্ট্রপতির পেছনে ধেয়ে চলেছে ধূমকেতুর মত। সোজা কথায় সে আমাদের সবাইকে চ্যালেঞ্জ করছে।'

'বেশ, আপনাকে আর এখানে ধরে রাখবনা, কমিশার', বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি। লেবেলকে বললেন, 'আপনি এক্ষুণি রওনা হয়, আজ রাতেই ওকে যেভাবে পারেন খুঁজে বের করুন। দরকার হলে ওকে খতম করুন। রাষ্ট্রপতির নামে আমি আপনাকে এই নির্দেশ দিচ্ছি।' ঘন্টাখানেক পরে সাতোরির হেলিপ্যাড থেকে পুলিশ হেলিকপ্টারে চেপে কমিশার লেবেল উড়ে চললেন দক্ষিণদিকে।

* * *

২১শে অগাস্টের ঝকঝকে সকাল। প্রায় আঠারো কিলোমিটার দূরের এগ্লতাঁ শহরের চারদিক যে পুলিশে পুলিশে ছেয়ে ফেলেছে, অউৎ শ্যালোনিয়েরের জমিদার বাড়ির খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে তা চোখে পড়েনা। জমিদার বাড়ি থেকে অল্প দূরে ঢালু পাহাড়টা শ্যাওলা আর আগাছায় ভরা বলে এখানে দাঁড়ালে ওদিকটা অদ্ভুত চোখজুড়োনো সবুজ ঠেকে।

ছেলের বয়সী শৃগালের সঙ্গে সারারাত শরীরের খেলা খেলে ব্যারনেস কোলেত শালোনিয়ের ক্লান্ত শরীরে এলিয়ে পড়ে আছেন, দু'হাতে বালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছেন ছোট্ট মেয়েটির মত, বহু দিনের নিঃসঙ্গ তার অতৃপ্তি থেকে তিনি এখন অনেকখানি মুক্ত। তাঁকে বিরক্ত না করে শৃগাল পা টিপে টিপে নেমে এল খাট থেকে। রাত পোষাকের ওপরে ব্যারনের ড্রেসিং গাউন চড়িয়ে লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে জল দিল চোখে মুখে, দাঁত মেজে এসে ঢুকল ব্যারনের স্টাডিতে, রিসিভার তুলে ডায়াল করল প্যারির একটি বিশেষ নম্বরে, ওপাশ থেকে চেনা গলা ভেসে আসার সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'শৃগাল বলছি।'

'ভামি বলছি', ওপাশ থেকে ভেসে এল খসখসে গলা। 'ওরা গাড়িটা খুঁজে পেয়েছে, পরিস্থিতি খুব দ্রুত এগোচ্ছে।'

বেশিক্ষণ নয়, বড়জোর দু'মিনিট সংক্ষেপে কথাবার্তা সেরে রিসিভার নামিয়ে রাখল শৃগাল, সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল। ভামির সঙ্গে কথা বলার পর থেকে সে আর আগের মত ভরসা পাচ্ছে না, মনে হচ্ছে এবারে তার পরিকল্পনা খানিকটা পাল্টাতে হবে। আরও দু'একটা দিন জমিদার বাড়িতে থেকে ব্যারনেসের সঙ্গে রাত কাটানোর ইচ্ছেটা থাকলেও এখন আর সে উপায় নেই, যত শীগগির সম্ভব তাকে পালাতে হবে এখান থেকে। ভামির সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই সে মনোবল হারিয়ে ফেলছে। ভামির সঙ্গে কথা বলার সময় টেলিফোনের মধ্যে সে এমন কিছু অনুভব করেছে যেটা বিরুদ্ধ শক্তি, ওখানে থাকার কথা নয়। সিগারেটের আধপোড়া টুকরোটা জানালা দিয়ে নীচে ফেলে দিল। আরেকটা ব্যাপার সে লক্ষ করেছে, রিসিভার তুলে নেবার পরে অল্প একটু আওয়াজ হয়েছিল, কিন্তু গত তিন দিন একই সময়ে সে যখন ভামিকে টেলিফোন করেছে তখন এ শব্দ হয়নি। এক প্রবল সন্দেহ বিষাক্ত সাপের মত অনুভূতির গভীরে ফনা তোলার সঙ্গে সঙ্গে শৃগাল আর দেরি না করে আবার এসে ঢুকল শোবার ঘরে, সেখানকার দৃশ্য দেখে ভীষণ অবাক হল, একটি কথাও না বলে ভেতরে কয়েক পা ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

শৃগাল দেখল শোবার ঘরের টেলিফোনের রিসিভারটা যথাস্থানে রাখা আছে। ব্যারনেস কোলেতের বিশাল জোড়াখাটের পাশে পোষাকের বড় আলমারির পাল্লা খোলা। তার তিনটে সুটকেস পড়ে আছে মেঝেতে, এইমুহূর্তে তিনটিই খোলা। স্যুটকেসের পাশে পড়ে আছে তার চাপ গোছা। খোলা তিনটে স্যুটকেসের সামনে হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে আছেন ব্যারনেস কোলেত শালোনিয়ের। একরাশ দুর্বোধ্য বিস্ময় ফুটে উঠেছে তাঁর চোখেমুখে তাঁর চারপাশে পড়ে আছে অনেকগুলো সরু ইস্পাতের নল। তাদের কয়েকটার মুখে লাগানো চটের মোড়ক খুলে ফেলা হয়েছে, একটা নলের আগা থেকে বেরিয়ে এসেছে টেলিস্কোপিক সাইটের মাথা, আরেকটা থেকে বেরিয়ে এসেছে সাইলেন্সারের মুখ। শৃগাল শোবার ঘরে ঢুকে দেখল ব্যারনেসের হাতের মুঠোয় ধরা তার রাইফেলের ব্রিচ আর নল।

'আমি টেলিফোন করার সময় তুমি দরজায় আড়ি পেতে শুনছিলে, তাইনা?' প্রচণ্ড গলা চড়িয়ে ব্যারনেস কোলেতকে প্রশ্ন করল শৃগাল। 'হ্যাঁ', বললেন ব্যারনেস, 'রোজ সকালে তুমি বিছানা থেকে নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। পিছু নিয়ে দেখেছি রোজ সকালে তুমি কাকে যেন ফোন করো। তাই আজ আড়ি পাতব বলে এসেছিলাম। এই এগুলো দেখছি রাইফেলের অংশ....বিশেষভাবে তৈরি। এটা দিয়ে কাকে খুন করবে তুমি?'

শৃগাল তাঁর প্রশ্নের কোনও জবাব দিলনা, প্রতিবাদও করল না। কোলেত দেখলেন তার চোখের রং কেমন পাল্টে যাচ্ছে....অস্বচ্ছ কুয়াশার মত দেখাচ্ছে চোখদুটো, যেন মানুষ নয়, একটা জন্তু। ব্যারনেস কোলেত উঠে দাঁড়াতে রাইফেলের অংশগুলো তাঁর হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেল।

'.....এবারে তোমায় চিনেছি', ব্যারনেস ফিসফিস করে বললেন, 'আসলে তুমি ও এস এস-এর লোক,

এই রাইফেল দিয়ে তুমি জেনারেল দ্যগলকে খুন করতে চাও!'

এবারেও শৃগাল কোনও প্রতিবাদ করলনা, ব্যারনেস দরজার দিকে পা বাড়াতেই পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে সে এগিয়ে এল। জোরে এক ঠেলা মেরে ফেলে দিল তাঁকে বিছানায়। দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন ব্যারনেস কোলেত, চেঁচিয়ে কাজের লোকেদের ডাকতে যাবেন কিন্তু তার আগেই শৃগাল তাঁর গলার একপাশে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল ডানহাতের একপাশ দিয়ে। সে আঘাত সামলাতে না পেরে বিশৃংখল বিছানার ওপরে তিনি এলিয়ে পড়ে গেলেন, চোখের সামনে ফুটে উঠল শুধু একরাশ হলদে ফুল।

ব্যারনেসের বুকের বাঁদিকে কান রাখল শৃগাল কিন্তু হৃৎপিণ্ডের ওঠানামার শব্দ শুনতে পেলনা, দু'হাতের কব্জি পরীক্ষা করে দেখল শিরা থেমে গেছে। ব্যারনেস কোলেত আর বেঁচে নেই এসম্পর্কে নিশ্চিত হল শৃগাল, এগিয়ে এসে বন্ধ দরজার পাল্লায় কান রাখল কিন্তু নীচে কোনও শব্দ পেলনা। বুড়ো চাকর লুইস খানিক বাদে বাজারে যাবে, তার বউ আর্নেস্তিন বাড়ির পেছনে একতলার কিচেনে রোল আর কফি বানাচ্ছে সকালের ব্রেকফাস্ট। এবারে চারপাশে ছড়ানো রাইফেলের অংশগুলো আগের মতই আর্মি গ্রেটকোট আর আঁদ্রে মারতাঁর নোংরা পোষাকের সঙ্গে তৃতীয় স্যুটকেসে চাবি আঁটল শৃগাল। দ্বিতীয় স্যুটকেস খোলা ছিল। ডালা তুলে ড্যানিশ পাদ্রীর ছদ্মবেশ যথাস্থানে রাখা আছে দেখে নিশ্চিন্তমনে এসে ঢুকল লাগোয়া বাথরুমে।

বাথরুমে এসে কাঁচি দিয়ে নিজের মাথার লম্বা চুলগুলো খুব ছোট ছোট করে কাটল শৃগাল, পরিপাটি করে গোঁফদাড়ি কামালো, রং লাগিয়ে চুলটাকে বয়স্ক মানুষের মত কাঁচাপাকা করে নিল, পাদ্রী জেন্সেনের পাসপোর্টের ফোটোটা সামনের শেলফে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, চুলটা তারই মত আঁচড়ে নিল, দু'চোখে লাগিয়ে নিল নীলচে কনট্যাক্ট লেন্স, বেসিনে চুলের যেটুকু রং লেগেছিল সব ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলল শৃগাল, ছদ্মবেশ নেবার সব প্রমাণ মুছে ফেলল। সবশেষে চুল ছাঁটার কাঁচি আর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে এল শোবার ঘরে।

কোপেনহেগেন থেকে কিনে আনা আন্ডারপ্যান্ট মোজা শার্ট সব এক এক করে পরে ফেলল, কালো বি গলায় আটকে তার ওপরে পরল পাদ্রীর কলার। এরপরে কালো স্যুট আর সাধারণ শু পরল, বাঁ পকেটে গুঁজে ফেলল খাপসমেত সোনার চশমা, হাতব্যাগে ঢোকাল ফরাসি গির্জাস্থাপত্যের ওপরে লেখা ড্যানিশ বইটা ড্যানিশ পাসপোর্ট আর একতাড়া নোট গুঁজে নিল কোটের ভেতরের পকেটে। খুলে ফেলা পোষাকগুলো খালি স্যুটকেসে পুরে চাবি এঁটে দিল।

দেয়ালঘড়িতে সকাল আটটার ঘন্টা বাজতে সতর্ক হল শৃগাল। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে দেখল বুড়ো চাকর লুইস ক্যারিয়ারে বাজারের ব্যাগ আর ঝুড়ি নিয়ে সাইকেল চালিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ফটক দিয়ে। ঠিক তখনই বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়ল। লুইসঁর বৌ আর্নেস্তিনের গলা ভেসে এল, 'মাদাম গরম কফি এনেছি।'

'বাইরে নামিয়ে রাখো' নির্ভুল ফরাসিতে মেয়েলি গলায় বলে উঠল শৃগাল, 'আমরা নিয়ে নেব।' সেকথা শুনে বন্ধ দরজার বাইরে লজ্জায় ঘেন্নায় মরে গেল আর্নেস্তিন। ছিঃ ছিঃ! দিনকাল কি হচ্ছে! একা দিন কাটান বলে ব্যারনেসের বুদ্ধিনাশ হচ্ছে সন্দেহ নেই। তাই অচেনা এক ছোঁড়ার সঙ্গে রাতের পর রাত কাটাচ্ছেন নির্লজ্জ বেহায়ার মত, বয়সে যে ওঁর ছেলের সমান! হাতে ধরা গরম কফির ট্রে ব্যারনেসের শোবার ঘরের বন্ধ দরজার বাইরে মেঝেতে ঠক করে নামিয়ে রেখে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে আর্নেস্তিন সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে, কিচেনে ঢুকে প্রাণ ভরে গালিগালাজ দিতে লাগল মালকিনকে। ব্যারনেসের চরিত্রহানির এই নমুনা দেখে নিজের মনে বিড়বিড় করে তাঁকে গাল দিতে লাগল আর্নেস্তিন। এই ফাঁকে ব্যারনেসের মৃতদেহটা বিছানায় স্বাভাবিকভাবে শুইয়ে দিল শৃগাল, মাথাটা বালিশে রেখে গলা পর্যন্ত চাদরে ঢেকে দিল। এরপরে নিজের স্যুটকেসগুলো বিছানার পুরু চাদরে মুড়ে খোলা জানালা দিয়ে এভাবে পাশের বাগানের ঘাসভর্তি ঝোপে ছুঁড়ে ফেলল যে কোনও অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে পেলনা আর্নেস্তিন। ব্যারনেসের চাবির গোছা আগেই হাতিয়ে নিয়েছে। বুড়ো ড্যানিশ পাদ্রীর ছদ্মবেশধারী শৃগাল চারদিকে একবার সতর্ক চোখে তাকিয়ে দোতলার খোলা জানালা দিয়ে সে নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ল পাশের বাগানে, এবারেও একতলার

কিচেনে বসে বুড়ি আর্নেস্তিন তাকে দেখতে পেলনা। এরপরে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল শৃগাল। বাগানের বাইরে কিছু তফাতে গ্যারেজের দিকে এগিয়ে এল পায়ে পায়ে। চাবি দিয়ে গ্যারেজ খুলে ভেতরে ঢুকল শৃগাল, সামনেই ব্যারনেসের ছোট রেনোগাড়িতে চাদরে মোড়া স্যুটকেসগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে নিজে চেপে বসল, এঞ্জিন চালু করে বেরিয়ে এল গ্যারেজের বাইরে। দেখতে দেখতে জমিদারবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পড়ল বড় রাস্তায়। গাড়ির এঞ্জিন চালু করার আওয়াজটা কানে যেতে কিচেনে বসা আর্নেস্তিন চমকে উঠল। সে ধরে নিল তার মালকিন ব্যারনেসই গাড়ি চালিয়ে কোথাও যাচ্ছেন।

'ব্রেকফাস্ট না খেয়ে এত সকালে কোথায় চললেন' উনি মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল আর্নেস্তিন। কৌতূহল চাপতে না পেরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল সে, অবাক হয়ে দেখল মালকিনের শোবার ঘরের বাইরে খানিক আগে যে গরম কফির ট্রে সে নামিয়ে রেখেছিল তা তেমনই পড়ে আছে সেখানেই গরম কফি জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, ব্যারনেসের শোবার ঘরের দরজা তখন যেমন দেখেছিল তেমনই বন্ধই আছে, ভেতর থেকে ছিটকিনি আঁটা। কয়েকবার বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দিল আর্নেস্তিন কিন্তু ভেতর থেকে কেউ দরজা খুলল না। ক'দিন আগে যে কমবয়সী ছেলেটা অতিথি হয়ে এসে উঠেছে, তার ঘরের দরজাও একইরকম বন্ধ, সেই দরজার গায়েও ধাক্কা দিল আর্নেস্তিন, কিন্তু দরজা একইরকম বন্ধ রইল।

ভীষণ মুশকিলে পড়ল আর্নেস্তিন, কি করবে অনেক ভেবেও বুঝে উঠতে পারল না। খানিক বাদে ঠিক করল তার স্বামী লুইসঁকে জানাবে। লুইসঁ অনেকক্ষণ হল গেছে বাজারে। আর্নেস্তিন জানে কেনাকাটা শেষ করতে এখনও দেরি আছে, এইমুহূর্তে বাজারে বন্ধুর পুরোনো কাফেতে বসে কাপের পর কাপ কফি খাচ্ছে লুইসঁ। সেইসঙ্গে আড্ডা মারছে খদ্দেরদের সঙ্গে। সেই কাফের টেলিফোন নম্বর আছে তার কাছে, সেখানে টেলিফোন করলেই কেউ না কেউ ডেকে দেবে লুইসঁকে। কিন্তু মুশকিল হল টেলিফোন করার ব্যাপারটা আজও তার কাছে আগের মতই ঘোরালো রয়ে গেছে। ডায়াল ঘুরিয়ে নম্বর মেলানোর বিদ্যেটা আজ পর্যন্ত রপ্ত করতে পারলনা আর্নেস্তিন।

কাঁটায় কাঁটায় সকাল ন'টা বেজে চল্লিশ মিনিট। আউৎ শালোনিয়ের গ্রাম থেকে বেরিয়ে ছোট রেনোগাড়িটা পাহাড়ের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ দিক বরাবর এগিয়ে চলেছে, এইমুহূর্তে শৃগালের লক্ষ তুলে। গাড়ি চালানোর ফাঁকে মনে মনে হিসেব কষে শৃগাল দেখল যেখানে আলফা রোমিও টু-সিটার স্পোর্টস কারটা পুলিশ খুঁজে পেয়েছে ঠিক সে জায়গা থেকে গতকাল সন্ধে থেকে তাকে খুঁজতে খুঁজতে পুলিশ যদি আদৌ এগিয়ে এসে থাকে তাহলে আজ ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগেই তাদের এগ্রতাঁ পৌছোনোর কথা। সেখানে কাফের মালিক, ট্যাক্সিচালক জেরার জবাবে এদের সবাই তার চেহারা সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু বর্ণনা দেবে। তারপরে হিসেব যদি ঠিক থাকে তাহলে বিকেলের মধ্যেই পৌছে যাবে আউৎ শ্যালোনিয়েরের জমিদারবাড়ি। সেখানে জমিদারবাড়ি সেখানকার বুড়ো চাকর আর তার বউ-এর মুখ থেকেও তার চেহারার বর্ণনা পাবে পুলিশ, লম্বা সোনালি লালচে চুল যুবকটি ব্যারনেসের অতিথি হয়ে ক'দিন ছিল শুনে খুবই তাজ্জব হবে তারা। যে ঘরে সে ক'দিন ছিল সেখানে প্রচুর খানাতল্লাশি করবে। ব্যারনেসের মৃতদেহটা নিশ্চয়ই তার আগেই ওরা খুঁজে পাবে।

তুলে থেকে আন্দাজ পাঁচ ছ'মাইল দূরে এসে শৃগাল একটা স্যুটকেস খাদে ফেলে দিল, ঐ স্যুটকেসে আছে তার ইংরেজী পোষাক আর আছে ডুগানের পাসপোর্ট। রেলিং-এ লেগে স্যুটকেসটা খাদের অনেক নীচে ঘন ঝোপে হারিয়ে গেল।

তুলেতে পৌছে রেল স্টেশনের কিছু আগে এক ননপার্কিং এলাকায় গাড়ি রাখল শৃগাল। দুটো স্যুটকেস আর একটা ঝোলা বয়ে অনেকটা পথ হেঁটে এসে পৌছোলো রেলস্টেশনে। খোঁজ নিয়ে জানল প্যারির ট্রেন আসবে এগারোটা পঞ্চাশে। তার আগে প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করতে হবে। সাতানব্বুই ফ্রাঁ দিয়ে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট কেটে এগোল একনম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে। চেকার টিকেট পাঞ্চ করতে সামনে এসে দাঁড়াল এক গোয়েন্দা অফিসার, পাসপোর্ট উল্টেপাল্টে দেখে ফেরত দিয়ে প্যারির ট্রেন তুলেতে এল ঠিক বেলা বারোটায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কামরায় উঠল দু'জন মাঝবয়সী মহিলা। তাদের পেছন পেছন উঠল

প্রৌঢ় ড্যানিশ পাদরির ছদ্মবেশে শৃগাল, প্যারিতে ট্রেন সন্ধ্যে আটটায় পৌঁছোবে জেনে ঝোলার ভেতর থেকে ড্যানিশ ভাষায় লেখা একটা মোটা বই বের করল, চোখে সোনার চশমা এঁটে বই-এর পাতা ওল্টাতে লাগল। বই-এর বিষয় ফ্রান্সের গির্জা স্থাপত্য।

* * *

ট্রেনে চেপে শৃগাল প্যারির দিকে রওনা হবার প্রায় ঘন্টাখানেক পরে দুপুর একটা নাগাদ লুইসঁ টলতে টলতে ফিরে এল। আর্নেস্তিনের মুখে সব শুনে কেন এতদিনেও টেলিফোন করতে শেখেনি বলে গালাগালি করে তার ভূত ভাগিয়ে দিল। এরপরে একতলা থেকে কাঠের মই এনে মালকিনের শোবার ঘরে মাথায় বিশাল ঘুলঘুলিতে ঠেকাল। অভ্যস্ত পায়ে সেই মই বেয়ে ওপরে উঠল লুইসঁ। ঘুলঘুলি দিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে যা দেখল তাতে সন্দেহজনক কিছু পেলনা। নেমে এসে বউকে বলল, 'তুই মিছে ভয় পাচ্ছিস, ব্যারনেস পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছেন।'

'ঘুমোচ্ছেন?' অবাক হয়ে বলল আর্নেস্তিন, 'এখন দুপুর একটা লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে, এত বেলা পর্যন্ত তো উনি কখনও ঘুমোন না।'

'হয়ত আজ ওঁর শরীর ভাল নেই তাই এখনও ঘুমোচ্ছেন।' বলল লুইসঁ, 'দেখিস ওঁকে ডেকে বিরক্ত করিসনা।'

লুইসঁ আর আর্নেস্তিন দু'জনেই রোজের মত লাঞ্চ খেয়ে নিল। লুইসেঁর বয়স যথেষ্ট হয়েছে, বাজার থেকে প্রচুর মদ গিলে এসেছে তাই খেয়ে-দেয়েই একতলায় তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। অল্প কিছুক্ষণের ভেতর ঘুমিয়েও পড়ল। অনেকক্ষণ বাদে বউ-এর ঠেলায় লুইসেঁর ঘুম গেল ভেঙ্গে, চোখ মেলতেই আর্নেস্তিন তাকে এক ঠেলা মেরে বলল, 'ওগো বিকেল চারটে কখন বেজে গেছে, আমাদের ব্যারনেস এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। তুমি যাহোক একটা কিছু করো।'

বউ-এর যুক্তি এতক্ষণে লুইসেঁর নিজেরও মনে ধরল, সিঁড়ি নিয়ে আবার সে উঁকি দিল ব্যারনেসের শোবার ঘরের মাথায় ঘুলঘুলিতে এবারে লাফিয়ে নেমে পড়ল ওপিঠে। খানিক বাদে ভেতর থেকে ছিটকিনি খুলে দরজা খুলে বউকে বলল, মনে হচ্ছে ব্যারনেস বেঁচে নেই উনি মারা গেছেন। ডঃ পিয়েরে ম্যানু বয়স্ক লোক, গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এই জমিদারবাড়ির চিকিৎসা করছেন। টেলিফোনে তাঁকে খবর দিতে এসে থমকে গেল লুইসঁ দেখল টেলিফোনের তার কিভাবে যেন কেটে ফেলা হয়েছে। কিছু বুঝতে না পেরে লুইসঁ সাইকেলে চেপেই এসে হাজির হল ডাক্তারের বাড়িতে। দেখল বাড়ির পেছনে ফলবাগানে এপ্রিকট গাছের নিচে শুয়ে তিনি আরামে ঘুমোচ্ছেন।

লুইসেঁর মুখে খবর শুনে ডাক্তার ম্যানু তখনই নিজের গাড়ি চালিয়ে এসে হাজির হলেন জমিদারবাড়িতে। অনেকক্ষণ ধরে কোলেতকে পরীক্ষা করে লুইসঁকে বললেন, 'মনে হচ্ছে ঘাড় ভেঙ্গে যাবার ফলে ব্যারনেসের মৃত্যু হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যু লুইসঁ, তুমি পুলিশে খবর দাও।'

গ্রামের কনস্টেবল মঁসিয়ে কেলু বাড়িতেই ছিল, এক ঘুম দিয়ে উঠে তখন রেড ওয়াইন চাখতে চাখতে টিভিতে জাতীয় লিগের ফুটবল ম্যাচ দেখছে যুবতী বউকে সঙ্গে নিয়ে। ব্যারনেসের অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু ঘটেছে শুনে গ্লাসটা বউ-এর হাতে ধরিয়ে দিয়ে তখনই উঠে দাঁড়াল। উর্দি পরে লুইসেঁর সাইকেলে চেপে তখনই এসে হাজির হল। লুইসঁ আর আর্নেস্তিনের জবানবন্দি লিখে নেবার পরে ডাক্তার ম্যানু ব্যারনেস কোলেত দ্য লা শালোনিয়ের ঘাড় ভেঙ্গে যাবার ফলে খুন হয়েছেন বলে লিখিত রিপোর্ট লিখে দিলেন। মঁশিয়ে কেলুর সামনেই সোনালি লালচে চুল অতিথি যুবকের খোঁজে একই কায়দায় ঘুলঘুলি দিয়ে তার ঘরে ঢুকে ছিটকিনি খুলে দিল লুইসঁ, মঁশিয়ে কেলু ভেতরে ঢুকে দেখেন সে নেই। ঘরের ভেতরে খানাতল্লাশি করেও তিনি সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পেলেন না। তবু ঐ যুবকই ব্যারনেসের খুনের জন্য দায়ী এই মর্মে লুইসঁ আর আর্নেস্তিনের লিখিত বিবৃতি আর ডাক্তারের লিখিত রিপোর্ট সঙ্গে নিয়ে সাইকেলে চেপে সে রওনা হল পাহাড়ের ওধারে এগ্লতাঁ থানার দিকে।

প্যারি থেকে লেবেল টেলিফোনে কমিশাঁর ভালোস্তিনের সঙ্গে যখন যোগাযোগ করলেন তখন ঠিক সন্ধ্যে ছ'টা।

'কি খবর, ভালেস্তিন?'

'সকাল থেকে সব রাস্তায় আপনার কথামত অবরোধ বসানো হয়েছে, কমিশার লেবেল, এর মধ্যে এখানে একটা খুনও হয়েছে।'

'কে খুন হল?'

'ব্যারনেস কোলেত দ্য লা শালোনিয়ের কমিশার, এখানকার জমিদারবাড়ির বউ, তাঁর রেনে গাড়িটাও চুরি হয়েছে। 'কমিশার ভালেস্তিন', এপাশ থেকে বললেন লেবেল, 'আমরা যাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি ব্যারনেস তারই হাতে খুন হয়েছেন তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। ব্যারনেসের চুরি যাওয়ার গাড়ির নম্বর আছে আপনার কাছে?'

'তা আছে, কমিশার লেবেল।'

'তা হলে আর গোপনীয়তার দরকার নেই।' এপাশ থেকে বললেন লেবেল, 'আপনি নম্বরটা বলুন, আমি দেশের সবখানে জরুরি সঙ্কেত পাঠাচ্ছি, আপনি সোজা খুনের তদন্ত করতে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি সূত্র খুঁজতে শুরু করুন।'

'বেশ, তাই হবে', বলে টেলিফোন রেখে দিলেন কমিশার ভালেস্তিন, ইন্সপেক্টর কারোঁ দেখলেন লেবেলের মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে সাদা দেখাচ্ছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে কাঁরোকে বললেন লেবেল, 'বুঝলে লুসিয়েঁ, আমার যে সত্যিই বয়স বাড়ছে তাতে সন্দেহ নেই। যে রাতে শৃগাল ওতেল দুসার্ফে উঠেছিল সেরাতে ব্যারনেস কোলেতও সেখানে ছিলেন, নিশ্চয়ই একসঙ্গে তাঁর সঙ্গে রাত কাটিয়েছিল শৃগাল। আশ্চর্য, এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে আমার এতদিন লাগল! না আমার মাথায় সত্যিই আর দিচ্ছেনা!'

* * *

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ তুলে ষ্টেশনের কিছু দূরে এক গলির ভেতরে ব্যারনেস কোলেত দ্য লা শ্যালোনিয়েরের ছোট রেনে গাড়িটা দেখতে পেল এক কনস্টেবল, সঙ্গে সঙ্গে সে টেলিফোনে খবর পাঠালো তুলের থানায়, সেখানকার কর্তৃপক্ষ খবরটা বিশদভাবে জানালেন অভার্ণের কমিশার ভালেস্তিনের কাছে। কমিশার ভালেস্তিন যখন ব্যারনেসের গাড়ির খবর টেলিফোনে কমিশার লেবেলকে জানালেন তখন কাঁটায় কাঁটায় আটটা বেজে পাঁচ।

'তুলে স্টেশন থেকে জায়গাটা ঠিক কতদূরে?' জানতে চাইলেন লেবেল।

'তা কম করে পাঁচশো মিটার তো বটেই।' বললেন কমিশার ভালেস্তিন।

'তুলে থেকে প্যারির ট্রেন তো সকালের দিকে আসার কথা,' এদিক থেকে আবার বললেন লেবেল, 'প্যারির গায় দ্যস্তায়লিজ জংশনে ট্রেনটা ক'টা নাগাদ পৌঁছোয় শীগগির একবার দেখুন মশাই!'

'ওদিক থেকে সারাদিনে দু'টো ট্রেন আসে', বললেন কমিশার ভালেস্তিন 'সকালের ট্রেন তুলে ছাড়ার কথা সকাল এগারোটা পঞ্চাশে ঐ একই ট্রেন সন্ধ্যে আটটা বেজে দশ মিনিটে প্যারির গায়ে দ্যস্তারলিজ জংশনে পৌঁছোয়।'

'ঠিক আছে', বলে কোনমতে রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখলেন লেবেল কমিশার ভালেস্তিনকে ধন্যবাদ দিতেও ভুলে গেলেন। চেঁচিয়ে কারোঁকে তাঁর সঙ্গে আসতে বলে চটপট বেরিয়ে এলেন ঘরের বাইরে।

আটটা দশের এক্সপ্রেস ট্রেন ঠিক সময়েই এসে পৌঁছোলো প্যারির গার দ্যস্তারলিজ জংশনে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার খোলা দরজা দিয়ে যাত্রীরা নেমে গেলেন এক এক করে, তাঁদের মধ্যে আছে এক মাঝবয়সী পাদরি, সঙ্গে যার তিনটে সুটকেস। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে ভিড় তেমন নেই। একটা মার্সিডিজ ডিজেল ট্যাক্সির পেছনের সিটে সুটকেস তিনটে রেখে বসল সেই পাদরি। ষ্টেশন চত্বর পেরিয়ে বড় রাস্তার মুখে আসতেই পুলিশের দুটো গাড়ি এসে ঢুকে পড়ল ষ্টেশন প্রাঙ্গনে, সামনের গাড়িটা থেকে নামলেন দু'জন সাদা পোষাকের অফিসার। তাঁদের মধ্যে একজন খুবই বেঁটে।

'কোথায় যাবেন, ফাদার?' ঘাড় ঘুরিয়ে যাত্রীকে প্রশ্ন করল ট্যাক্সি চালক।

'যাব একটা ছোট হোটেলে' অল্প হেসে বলল পাদ্রি, 'কে দ্য গ্রাঁ অগাস্তিন হোটেল চেনো তো? ঐখানে আমায় নিয়ে চলো।'

* * *

ইন্সপেক্টর কারোঁকে সঙ্গে নিয়ে লেবেল যখন ফিরে এলেন তখন ন'টা। এসেই শুনলেন কমিশার ভালেস্তিন টেলিফোন করেছিলেন, ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তুলের থানায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন।

'ব্যারনেসের গাড়িতে আঙ্গুলের ছাপ পেয়েছেন, ভালেস্তিন?' জানতে চাইলেন লেবেল।

'হ্যাঁ মশাই, পেয়েছি', ওপাশ থেকে জানালেন কমিশার ভালেস্তিন, 'ব্যারনেসের অতিথি যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে তো বটেই এমন কি ব্যারনেসের শোবারঘরেও ঐ ছাপের কয়েক'শ জোড়া পেয়েছি। সব একই লোকের।'

'এটাই আশা করেছিলাম', বললেন লেবেল, 'যত শীগগির সম্ভব ছাপগুলো এখানে পাঠিয়ে দিন।'

'তাই দিচ্ছি কমিশার লেবেল', ভালেস্তিন বললেন, 'তুলে ষ্টেশনে আমাদের সাদা পোষাকের এক সেপাই এক ড্যানিশ পাদরিকে দেখেছে। পাসপোর্ট পরীক্ষা করে ছেড়ে দিয়েছে, ছোকরার বয়স কম, সবে গোয়েন্দা বিভাগে বদলি হয়েছে, ড্যানিশ পাদরির নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছেনা, তা কমিশার লেবেল, ওকেও কি পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে? একটু নেড়েচেড়ে দেখবেন?'

'তাতে কোনও লাভ হবেনা, কমিশার ভালেস্তিন', লেবেল এপাশ থেকে বললেন, 'পাদরির নাম যখন ও আপনাকে বলতে পারেনি, তখন ধরে ঝাঁকুনি দিলেও আমায় বলতে পারবে এমন ভাবা ভুল। অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে বলছি, এবারে ওখান থেকে আপনার লোকজন সরিয়ে নিতে পারেন। যাকে খুঁজছি সে যখন এসে গেছে আমাদের এলাকায়, তাই তাকে ধরা এখন আমাদের দায়িত্ব।'

'কিছু মনে করবেননা কমিশার লেবেল', ভালেস্তিন বললেন, 'আপনি কি বলতে চান ঐ পাদরি-ই সেই লোক?'

'হ্যাঁ। কমিশার ভালেস্তিন', এপাশ থেকে দৃঢ়গলায় বললেন লেবেল', 'সঙ্গের একটা স্যুটকেস সে নিশ্চয়ই নদীতে নয়ত পাহাড়ি খাদে ফেলে দিয়েছে, বাকি তিনটে মাল সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে, অউৎ শালোনিয়ের আর তুলে-র মাঝামাঝি জায়গাগুলো ভাল করে খুঁজে দেখুন, মনে হচ্ছে পেয়ে যাবেন, ডুগানের ছদ্মবেশ যে ঐ স্যুটকেসেই আছে এবিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই! আবার বলছি ঐ পাদরি-ই সেই লোক যাকে আমরা সবাই মিলে খুঁজছি।' বলে ভালেস্তিনকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন লেবেল, হাসতে হাসতে ইন্সপেক্টর কারোঁকে ধমক দেবার গলায় বললেন, 'হাঁ করে দেখছ কি হে, ছোকরা? মন দিয়ে শোন, ডুগান উধাও হয়েছে, এবারে তার জায়গায় এসে জুটেছে এক ড্যানিশ পাদরি, পাসপোর্ট পরীক্ষা করার পরে যার নামটাই বেমালুম ভুলে গেছে তুলে-র এক সাদাপোষাকের সেপাই। সব ঠিক থাকলে আজ খানিক আগে আটটা দশে সেই পাদরি প্যারি এক্সপ্রেস থেকে নেমেছে গার দ্যস্তারলিজ জংশনে। লুসিয়েঁ তোমায় সেদিন বলেছি আজও বলছি এটাই আমার শেষ গোয়েন্দাগিরি, এরপরে আমায় অবসর নিতেই হবে।'

লুসিয়েঁ কারোঁ কোনও মন্তব্য না করে চুপ করে বসে রইলেন, এবারে সত্যিই রেগে গিয়ে লেবেল বললেন, 'মুখ গোঁজ করে বসে থাকলেই হবে? যাও, গিয়ে আমার গাড়ি বের করো। মন্ত্রি আর ওঁর চামচাদের গালিগালাজ খাবার সময় হয়ে এসেছে, দেখছো না?'

লেবেলের আক্ষেপের আসল কারণ বুঝতে পেরে ক্যাম্পখাট ছেড়ে উঠে পড়লেন কারোঁ।

* * *

'মোদ্দা কথা হল শৃগাল নামে সেই ভাড়াটে খুনি এবারে প্যারীতে নতুন নামে নতুন চেহারায় এসে হাজির হয়েছে তার মধ্যে এক জমিদারের বউকেও খুন করেছে। ডুগান থেকে সেই খুনি এবারে হয়েছে এক ড্যানিশ পাদরি যার নামটা এখনও আপনার অজানা। অর্থাৎ, তাকে গ্রেপ্তার করতে আপনি আবার ব্যর্থ

হলেন, কমিশার।' ঠাণ্ডা গলায় কর্ণেল সাক্রেয়ারের এসব অভিযোগ লেবেলের চামড়ায় যেন কেটে কেটে বসছে, অনেক কষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে তিনি সয়ে যাচ্ছেন।

'ওঁকে দোষারোপ পরেও করা যাবে', স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বাধা দিয়ে বললেন, 'এইমুহূর্তে প্যারিতে বাইরে থেকে যত ডেন এসেছে তাদের সবাইকে কি জেরা করা সম্ভব?'

'হোটেলে নতুন বোর্ডারদের এন্ট্রি কার্ডগুলো গোয়েন্দা দপ্তরের বাছাই বিভাগে যখন আসবে শুধু তখনই এটা করা সম্ভব।'

'ওটা তো আমার দপ্তর', কর্ণেল গিবোঁ বললেন, 'আমি আজ রাতে তিনবার শহরের সব হোটেলে হানা দেবার ব্যবস্থা করব—রাত চারটেয়। কাজটা আমার লোকেরা যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে সারবে যাতে হোটেলের ঘুমন্ত বোর্ডাররা কিছুই টের না পায়।'

'এটা একটা কাজের মত কাজ হবে!' চাপাগলায় বলে উঠলেন বাকি সদস্যদের অনেকেই।

'এতটা নিশ্চিন্ত না হওয়াই ভাল', স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির দিকে তাকিয়ে বলেন লেবেল, যে লোক ঘনঘন ছদ্মবেশ পাল্টায় সে হয়ত হোটেলে ঢোকার আগে গলার বিব আর কলার খুলে ফেলবে যাতে তাকে পাদরি বলে মনে না হয়। অথবা হয়ত হোটেলের খাতায় পাদরির পরিচয়ের বদলে নামের আগে আর পাঁচজনের মতই মিঃ লিখবে ভেবে দেখুন, এটা সম্ভব কিনা।' কিন্তু লেবেলের এই মন্তব্য সদস্যদের অনেকেরই মনঃপূত হল না, অনেকে চোখ পাকিয়ে তাকালেন তাঁর দিকে।

'আমার মতে', স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বললেন, 'আমাদের নিজেদেরও করার মত কিছু আছে। আমি ভাবছি কাল পরশু নাগাদ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে একবার দেখা করব, এই লোকটা যতদিন না ধরা পড়ছে ততদিন তিনি যেন প্রাসাদের বাইরে না আসেন, নির্ধারিত সব অনুষ্ঠান বাতিল করে দেন এই অনুরোধ করব। পাশাপাশি প্যারিতে যত ডেন আছে তাদের সবাইকে আজ রাতে যেন বিশেষ ভাবে জেরা করা হয় সেই ব্যবস্থাও করতে হবে, কি বলেন, কমিশার লেবেল?'

'নিশ্চয়ই মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি', ঘাড় হেঁট করে বললেন লেবেল।

'বেশ', স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বললেন, 'সভা তাহলে এখানেই শেষ হল।'

* * *

'লুসিয়েঁ', ফিরে এসে সহকারীকে অসহায়ভাবে বললেন লেবেল, 'তুমি নিজেও তো একজন গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর। এ কাজে তোমার অভিজ্ঞতা কম নয়। ভাল করে ভেবে বলো তো এই শৃগাল লোকটাকে ধরতে গিয়ে আমি কি বারবার একটা না একটা বোকামি করে ফেলছি আর লোকটা এমনকি সেটা ভাগ্যের অধিকারী যার ফলে বারবার সে আমার জাল কেটে পালিয়ে যাচ্ছে! তোমায় এসব বলছি তার কারণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি নিজে না হলেও ওখানে আর যেসব সদস্য আসেন আমার সম্পর্কে তাঁদের ধারণা অনেকটাই এমনই। হয়ত সৌভাগ্য বা বরাত জোর তার কিছুটা আছে, কিন্তু তার চেয়েও যা বড় তা হল ওর ধূর্ত বুদ্ধি। লুসিয়েঁ, এই শৃগাল কতদূর চালাক তা তো তুমি নিজেও দেখছ। মানছি দু'দুবার আমরা তাকে অল্পের জন্য হারিয়েছি। একবার সে গাড়ির রং পাল্টে পালাল গাপ থেকে, আরেকবার জঙ্গলের ভেতরে তার আলফা রোমিও গাড়ির হদিশ পাবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে জমিদারের বউকে খুন করে তাঁরই গাড়িতে চেপে কেটে পড়ল। ভেবে দ্যাখো, দুটো ঘটনাই ঘটল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির মিটিং-এর পরে। তাকে প্রায় পেয়ে গেছি, একথা ওখানে সবার সামনে আমি ঘোষণা করার পরেপরেই ঘটল লুসিয়েঁ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিকে ক'দিন আগে বলেছিলাম আমার সন্দেহ হচ্ছে মিটিং-এ আমাদের কথাবার্তা নিশ্চয়ই কেউ আড়ি পেতে শোনে তারপরে সেগুলো সরাসরি শৃগাল নয়ত তার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কানে পৌঁছে দেয়। আমার ধারণা যদি ভুল হয় তাহলেও নিঃসন্দেহ হবার জন্য এবারে এই পথেই আমায় এগোতে হবে, এবারে টেলিফোন লাইনে আড়ি পাতার ব্যবস্থা করব।

লুসিয়েঁ কারোঁ কোনও মন্তব্য না করে চুপ করে রইলেন, এই মুহূর্তে সমর্থন ও সহানুভূতি ছাড়া ক্লদ লেবেলের মত এক অভিজ্ঞ ও বয়স্ক সহকর্মিকে তাঁর দেবার মত কিছু নেই।

দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মন নিয়ে লেবেল তখন এসে দাঁড়িয়েছেন খোলা জানালার সামনে, অদূরে বয়ে চলেছে

সীন নদী, এরই মাঝে প্যারি শহরের সব গির্জায় বেজে উঠল রাত বারোটার ঘন্টা শুরু হল নতুন দিন ২২শে অগাস্ট।

* * *

একে দুশ্চিন্তা, তারওপর প্রচণ্ড পরিশ্রমে লেবেলের ঘুম আজকাল সহজে আসেনা। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে রাত দেড়টা নাগাদ সবে চোখদুটো লেগে এসেছে ঠিক তখনই তাঁর দু'কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিলেন ইন্সপেক্টর কারোঁ।

'কি হল কি, লুসিয়েঁ,' ঘুমের রেশটুকু কেটে যেতে একরাশ বিরক্তি কোথা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর মাথায়, তারই প্রভাবে অপ্রসন্ন গলায় বললেন, 'তোমরা কি আমায় ঘন্টাখানেক ঘুমোতেও দেবেনা?' বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলেন লেবেল, খুব দরকার না হলে কারোঁ তাঁর ঘুম ভাঙ্গাবেন না জানেন লেবেল। নিমেষের মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে আড়ামোড়া ভেঙ্গে বিছানায় উঠে বসলেন, হাই তুলে বললেন, 'বলো কি ব্যাপার? যে ভাবে ঝাঁকাচ্ছিলে ভাবলাম শৃগাল হয়ত আমায় মারবে বলে ঢুকে পড়েছে ঘরে।'

'আপনার ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য আমি মাফ চাইছি, চীফ', ঘাড় হেঁট করে বিনীত গলায় বললেন কারো, 'আসলে একটা ভাবনা মাথায় এলো বলেই আপনাকে এভাবে ঘুম থেকে জাগালাম। আচ্ছা চীফ, শৃগাল তো এখন ড্যানিশ পাদরি সেজেছে, তাই না?'

'এখন পর্যন্ত যেসব খবর এসেছে', লেবেল আবার হাই তুলে বললেন, 'তাতে সেটাই তো প্রমাণ হচ্ছে।'

'তার মানে লোকটার কাছে নিশ্চয়ই একটা ড্যানিশ পাসপোর্ট আছে।' কারোঁ বললেন, যা সে হয় জাল করেছে অথবা কারও কাছ থেকে চুরি করেছে।' 'সে তো বটেই লুসিয়েঁ। সহকারীর যুক্তি শুনে উৎসাহিত হলেন লেবেল, বললেন 'কিন্তু তাতে কি দাঁড়াল?'

'চীফ' কারোঁ বললেন, 'ভেবে দেখুন, প্যারিতে জুলাই মাসের এই ক'টা দিন ছাড়া শৃগাল লোকটা এতদিন লণ্ডনেই ছিল। আমার থিওরি সত্যি হলে এটাই দাঁড়ায় যে হয় লণ্ডন নয়ত প্যারি এই দুটো শহরের কোনও একটিতে সে কোনও ড্যানিশ পাদরির পাসপোর্ট চুরি করেছে। এবারে বিদেশে এসে কারও পাসপোর্ট চুরি হলে সে নিশ্চয়ই তার দেশের কনসুলেটে যায়। আমি জানতে চাই যে পাদরির পাসপোর্ট চুরি গেছে তিনি কি লণ্ডন অথবা এখানকার ড্যানিশ কনসুলেটে গিয়ে খবরটা দিয়েছেন?'

'আরে লুসিয়ে!' বলে একলাফে লেবেল যেভাবে খাট থেকে নেমে পড়লেন তা দেখে কারোঁর মনে হল তিনি আর্কিমিডিসের মত দারুণ কোনও সূত্র আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

'তুমি সত্যিই জাত গোয়েন্দা কারোঁ', সহকারীর পিঠে হাত রেখে বললেন লেবেল, 'আমি বলছি তুমি অনেক উন্নতি করবে, পরে আমার কথা মিলিয়ে নিয়ো। এবারে টেলিফোন করে আগে ব্রায়ান টমাস তারপরে লণ্ডন আর প্যারির ড্যানিশ কনসালের ঘুম ভাঙ্গাও। কি প্রশ্ন এঁদের করতে হবে তা নিশ্চয়ই তোমায় বলে দেবার দরকার হবে না।'

লেবেলের কথা মত টেলিফোন করে তখনই এঁদের তিনজনের ঘুম ভাঙ্গালেন কারোঁ, তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব বোঝার পরে তিনজনেই যার যার দপ্তরের দিকে রওনা হলেন, এসব সারতে সারতে রাত তিনটে বাজল, চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে দেখে লেবেল আবার গিয়ে শুয়ে পড়লেন, চারটে নাগাদ গোয়েন্দা দপ্তর থেকে টেলিফোন আসতে তিনি চোখ মেললেন, কারোঁ বুঝিয়ে বললেন রাত বারোটা আর দুটোয় প্যারির সব হোটেলে হানা দিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ মোট একশো আশিজন ডেন-এর এন্ট্রি কার্ড পেয়েছে, জেরা করে তাদের সন্দেহজনক, অসম্ভব নয়, আর অন্যান্য এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। রিপোর্ট পেয়ে হ্যাঁ না কিছু না বলে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন লেবেল, ভোর দুটোয় গোয়েন্দা বিভাগের এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের টেলিফোন এসেছে শুনে তিনি চোখ মেলে উঠে পড়লেন, এঞ্জিনিয়াররা জালে মাছ পড়েছে বলেছেন শুনে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিলেন। কারোকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে এসে হাজির হলেন মাটির নীচে এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পরীক্ষাগারে। লেবেলের নির্দেশে গোয়েন্দা দপ্তরের এঞ্জিনিয়ারেরা প্যারির সব টেলিফোন লাইনে আড়ি পেতেছিলেন, একটি লাইনে দু'জন নারী-পুরুষের কথাবার্তা অস্বাভাবিক ঠেকায় তাঁরা তা টেপ করেছেন।

ভূমিকা না করে সেই টেপ তাঁরা চালিয়ে দিলেন। কতগুলো যান্ত্রিক আওয়াজ হয়ে মিলিয়ে যাবার পরে ভেসে এল পুরুষের গলায়।

'হ্যালো! আমি ভামি বলছি!'

'হ্যালো!' উল্টোদিক থেকে ভেসে এল যুবতীর গলা, 'জ্যাকলিন বলছি।'

'খবর কি, জ্যাকলিন?' ওপাশ থেকে পুরুষের গলা ভেসে এল।

'শৃগাল যে ডুগানের পোষাক ছেড়ে ড্যানিশ পাদরি সেজেছে, তা ওরা জানে।' ভেসে এল যুবতীর গলা, 'বলছে প্যারির সব হোটেলে যত ডেন এসে উঠেছে তাদের সবার এন্ট্রি কার্ড আজই রাতে সার্চ করবে, তারপরে তাদের সবার সঙ্গে দেখা করে জেরা করবে আলাদাভাবে। রাত বারোটা, দুটো আর চারটেয় ওরা হোটেলগুলোতে হানা দেবে।'

'ধন্যবাদ', বলে পুরুষকণ্ঠ থেমে গেল।

'মেয়েটা কত নম্বরে ফোন করেছিল বলতে পারবেন?' এঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের বিভাগীয় প্রধানকে প্রশ্ন করলেন লেবেল।

'পারব' প্রধান বললেন, 'নম্বরটা হল মলিতর, ৫৯০১।'

'বাড়ির ঠিকানাটা বলতে পারবেন?' কোনও মন্তব্য না করে বিভাগীয় প্রধান একটুকরো কাগজে একটা ঠিকানা লিখে তুলে দিলেন লেবেলের হাতে। 'চলো হে লুসিয়েঁ, ঠিকানাটায় একনজর চোখ বুলিয়ে বললেন লেবেল, 'মঁশিয়ে ভামিকে সকালবেলা দর্শন করে আসা যাক।'

'শুধু মঁশিয়ে ভামি?' কারোঁ বললেন, আর মেয়েটি মানে জ্যাকলিন? 'অধৈর্য হয়োনা লুসিয়েঁ', লেবেল বললেন, 'সময়মত ওর কাছেও আমরা যাব।'

* * *

সকাল সাতটা। গ্যাসের ওভেনে রোজের মত নিজের হাতে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছেন চাকরি খোয়ানো স্কুল শিক্ষক ভামি। এমনই সময় দরজায় টোকা পড়ল। এত ভোরবেলা কে এল? গ্যাস নিভিয়ে ছোট্ট কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে দরজা খুলতে দেখেন উর্দিপরা দু'জন সেপাই তাদের কাঁধে ঝুলছে সাব মেশিনগান। তাদের সঙ্গে আছে আরও দু'জন, তাদের মধ্যে একজনের পাতলা লম্বা গড়ন। আরেকজনকে বেঁটে বাঁটকুল বললে খুব বেশি বলা হয় না। স্কুল শিক্ষক কিছু বলার আগেই বেঁটে বাঁটকুল ভদ্রভাবে বললেন, 'আমরা গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আসছি। আপনার টেলিফোনে আড়ি পেতে অনেক কিছু জেনেছি। আপনি যে ভামি তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আমরা কিন্তু ভেতরে গিয়ে খানাতল্লাসী করব, সঙ্গে ওয়ারেন্ট নিয়েই এসেছি।'

স্কুলশিক্ষকের মুখে কোনও কথা নেই, পিছু হটার সঙ্গে সঙ্গে এরা চারজন ভেতরে ঢুকে পড়ল।

'আপনি চটপট তৈরি হয়ে নিন।' পাজামা পরা স্কুলশিক্ষকের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দেবার গলায় বললেন বাঁটকুল। চারজোড়া চোখের সামনে পাজামার ওপরেই ট্রাউজার্স পরে নিলেন স্কুলশিক্ষক, গায়ে শার্ট চাপাতে বাঁটকুল বললেন, বুঝতেই পারছেন আপনাকে নিয়ে যেতেই আমাদের এত দূর আসা, তা আপনি তৈরি তো?'

'নিশ্চয়ই' দৃঢ়গলায় বললেন স্কুল শিক্ষক।

'তোমরা এঁকে নিচে গাড়িতে নিয়ে তোল', উর্দিপরা সশস্ত্র সেপাইদের বাঁটকুল নির্দেশ দিলেন, মনে রেখো অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক হলেও ইনি শিক্ষক পণ্ডিত মানুষ, কোনরকম খারাপ ব্যবহার না করে শুধু কড়া নজরে রাখবে। এসো, লুসিয়েঁ।

সেপাইরা স্কুলশিক্ষক ভামিকে নিয়ে চলে যেতে কমিশার ক্লদ লেবেল ইন্সপেক্টর কারোঁকে সঙ্গে নিয়ে ছোট এক কামরার ফ্ল্যাটটিতে খানাতল্লাশি শুরু করলেন। সূত্র পাওয়া যাবে এই আসায় গাদাগাদি করে রাখা অনেকগুলো খাতা হাতড়ালেন দু'জনে, তারপরে দেখলেন ওগুলো পরীক্ষার খাতা, প্রশ্নের উত্তরের পাশেপাশে নম্বর দেয়া হয়েছে। ঠিক সাতটা দশে টেলিফোন বেজে উঠল, কয়েক মুহূর্ত ভেবে রিসিভার তুলে লেবেল বললেন, 'হ্যালো।'

'আমি শৃগাল', ওপাশ থেকে ভেসে এল পুরুষ মানুষের স্বাভাবিক গলা। ভেতরের উত্তেজনা সামলে লেবেল বললেন, 'এখানে ভামি', এরপরে কি বলতে হবে ভেবে বের করতে পারেন না।

'নতুন কোনও খবর আছে?' ওপাশ থেকে আবার ভেসে এল সেই গলা।

'কিছুই নেই', লেবেল বললেন, 'কোরেজে এসে ওরা আর সূত্র খুঁজে পাচ্ছেনা।' টেলিফোন এঞ্জিনিয়ারদের কথা মনে পড়তে আশার আলো দেখলেন লেবেল। শৃগালকে বলতে চাইলেন যেখান থেকে সে ফোন করছে সেখানে আরও ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করো, কিন্তু বলা আর হলনা, তার আগেই ওপাশের রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হল খট। সঙ্গে সঙ্গে কারোঁকে নিয়ে পা চালিয়ে নেমে এলেন নিচে। গাড়িতে বসে চালককে বললেন, 'যত শীগগির পারো আমাদের অফিসে ফিরিয়ে নিয়ে চলো।'

* * *

সীন নদীর ধারে ছোট হোটেলের টেলিফোন বুথের ভেতরে দাঁড়িয়ে ভাবছে শৃগাল। খানিক আগে ভামির গলা শোনার পর থেকেই খটকা জেগেছে মনে। তার খবর কি এই প্রশ্নের জবাবে ভামি জানাল কিছু নেই। এটা কি আদৌ সম্ভব? কমিশার লেবেল নির্বোধ নন, তার ড্যানিশ পাদরির ছদ্মবেশ নেবার খবর যখন জেনেছেন তখন ব্যারনেসের লাশও নিশ্চই খুঁজে পেয়েছেন, পেয়েছেন তাঁর রেনো গাড়িটাও যা সে রেখে এসেছিল তুলে রেল ষ্টেশনের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে এক দারুণ সম্ভাবনা বিদ্যুৎচমকের মত ঝিলিক দিল মাথায়। গার দ্যস্তারলিজ জংশন থেকে যে ট্যাক্সিতে সে চেপেছিল তার চালক তাকে দেখেছে, তার এই হোটেলে এসে ওঠার একমাত্র সাক্ষি ঐ একটিমাত্র লোক। এছাড়া ভামির গলা আজ কেমন অন্যরকম ঠেকল তার কানে, যার মানে কি দাঁড়ায় আঁচ করে চঞ্চল হয়ে উঠল শৃগাল, বুথ থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ডেস্ক-এর সামনে। রিসেপশনিস্টকে বলল, 'আমার বিল তৈরি করুন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে মালপত্র নিয়ে আসছি।'

* * *

সকাল সাড়ে সাতটা। লেবেল অফিসে ফেরার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে ফোন করলেন স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্রায়ান টমাস। লেবেল ইংরেজি ভাল জানেন না তাই তাঁর হয়ে কথাবার্তা যা বলার বললেন ইন্সপেক্টর কারোঁই।

কমিশার লেবেল, ওপাশ থেকে বললেন টমাস, 'আপনার অনুমান ঠিক। ১৪ই জুলাই তারিখে একজন ড্যানিশ পাদরির পাসপোর্ট খোয়া গিয়েছিল সেকথা তিনি তাঁর দূতাবাসকে জানান। পাদরি উঠেছিলেন ওয়েস্ট এণ্ডের এক হোটেলে ওঁর ধারণা হোটেল থেকেই ওঁর পাসপোর্ট চুরি হয়েছে, কিন্তু তার কোনও প্রমাণ নেই। পাদরি পুলিশে অভিযোগ করেননি, পাদরির বাড়ি কোপেনহেগেন, নাম পের জেনসেন, শরীরের গড়ন লম্বায় ছ'ফিট মাথায় কাঁচা পাকা চুল চোখের রং নীল।'

'অশেষ ধন্যবাদ, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাস', কারোর মুখে তর্জমা করা বয়ান শুনে লেবেল বললেন, 'লুসিয়েঁ টমাসকে বলে দাও এই সেই লোক বলেই আমার মনে হচ্ছে।'

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ চারটে ব্ল্যাক মারিয়া জিপ এসে দাঁড়াল কে দ্য গ্রাঁ অগাস্তিন নামে ছোট হোটেলটির সামনে। কিছু উর্দিপরা সশস্ত্র সেপাই সঙ্গে নিয়ে সাদাপোষাকের কয়েকজন গোয়েন্দা অফিসার সেই ৩৭ নম্বর কামরায় খানাতল্লাশি চালালেন যেখানে ক'দিনের জন্য উঠেছিল ড্যানিশ পাদরির ছদ্মবেশে শৃগাল। খানাতল্লাশির শেষে, খানাতল্লাশিকারী পার্টির নেতা টেলিফোনে কমিশার লেবেলকে জানালেন, 'চীফ, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি ড্যানিশ পাদরি পের জেনসেন আমরা এসে পৌঁছোনোর ঘন্টাখানেক আগে ওঁর বিল মিটিয়ে হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।'

এসব ঘটনা ঘটার অনেক আগেই শৃগাল হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি চেপে ফিরে এল গারদ্যস্তারলিজ জংশনে, তুলে থেকে ট্রেনে চেপে গতকাল সন্ধ্যের পরে এখানেই সে নেমেছিল। রাইফেলের পার্টস ভর্তি স্যুটকেসে, আছে একটা মিলিটারি গ্রেটকোট আর আছে আঁদ্রে মারতাঁ নামে এমন এক ফরাসি যুবকের পোষাক যার অস্তিত্ব কোনওকালে ছিলনা। স্যুটকেসটা লেফট লাগেজ দপ্তরে জমা রেখে রসিদ নিল শৃগাল। সঙ্গে

রাখল শুধু একটা স্যুটকেস তার একটা ঝোলা গোছের হাতব্যাগ। স্যুটকেসে আছে আমেরিকান ছাত্র মার্টি শুলবার্গের কাগজপত্র আর পোষাক, হাতব্যাগে আছে ছদ্মবেশ নেবার যাবতীয় উপকরণ। শৃগালের পরনে এখনও কালো স্যুট তাতে এখন তাকে আর পাদরি বলে মনে হচ্ছে না। গলার পাদরির বিব আর গোল কলার এখনও খোলেনি, হাফহাতা গেঞ্জির গোল গলার নিচে ওগুলো চাপা পড়েছে। স্যুটকেস আর ঝোলা হাতব্যাগ নিয়ে রেল ষ্টেশনের কাছেই এক শস্তার হোটেলে উঠল শৃগাল। কাউন্টারের ছোকরা রিসেপশনিস্ট খাতা আর এন্ট্রি কার্ড এগিয়ে দিতে হালকা গলায় বলল, 'দু'এক দিনের জন্য এসেছি ভাই! যাহোক নিজেই কিছু লিখে নিননা।' রিশেপশনিস্ট তাই করল, ফলে হোটেলের খাতায় আর এন্ট্রি কার্ডে যে নাম লেখা হল তা আর যাই হোক ড্যানিশ পাদরি পের জেনসেন অবশ্যই নয়।

দোতলায় নিজের কামরায় ঢুকে আবার ছদ্মবেশ পাল্টাল শৃগাল—তেল মেখে তুলে ফলল চুলের কাঁচাপাকা রং। আদি সোনালি লালচে রং বেরিয়ে আসতে ঘন বাদামি রং মেখে চুলের রং খয়েরি করে ফেলল। নীল কনট্যাক্ট লেন্স চোখেই রয়ে গেল, শুধু পাদরির সোনার চশমা খুলে চোখে আঁটল ডিপ্লোম্যাট ফ্রেমের চশমা। পাদরির কালো স্যুট, বিব, সার্ট, জুতো, মোজা আর গোল কলার খুলে ভরে ফেলল স্যুটকেসে, পের জেনসেনের পাসপোর্টও ঢোকাল ভেতরে। স্যুটকেসটা ওয়ার্ডরোবে ভরে তার চাবি কমোডে ফেলে ফ্লাশ টেনে দিল, জলের তোড়ে চাবি তলিয়ে গেল অনেক নীচে ময়লা জলের ধারায়। এইমুহূর্তে শৃগালকে দেখে যুক্তরাষ্ট্রের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়া আর কিছু বলে মনেই হবে না। সবশেষে বাথরুমের বাইরে মেথরের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আবার উধাও হল শৃগাল।

রাস্তায় এসে হাঁটতে হাঁটতে শৃগাল আবার ফিরে এল রেল ষ্টেশনে, লেফট লাগেজ দপ্তরে হাতব্যাগটাও জমা দিয়ে রসিদ নিল। ট্যাক্সি নিয়ে অনেকদূরে এসে নেমে পড়ল ল্যাটিন কোয়ার্টারের কাছে। রাস্তার ধারে গরীব মানুষদের জন্য এক শস্তার হোটেলে বসে লাঞ্চ খেল। রাতটা কোথায় কাটাবে তাই ভাবে।

* * *

আমি যতদূর সম্ভব আপনাকে একাজে সহায়তা করব, কমিশার' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ব্রায়ান টমাস। শৃগালকে খোঁজার দায়িত্ব স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের যে অফিসারকে দিয়েছিলেন সেই সিনিয়র ইন্সপেক্টর ক্লডিয়াসকে তখনই ডেকে পাঠালেন।

'বসুন ক্লড', সিনিয়র ইন্সপেক্টরটি কামরায় ঢুকে স্যালুট করতে তাঁকে উল্টোদিকের চেয়ারটা ইশারায় দেখিয়ে টমাস বললেন, 'খানিক আগে প্যারি থেকে কমিশার লেবেলের সহকারী ইন্সপেক্টর কারোঁ ফোন করেছিলেন। ছদ্মবেশ পাল্টে লোকটা আবার ওঁদের হাত থেকে প. য়েছে, শুনলাম এইমুহূর্তে সে এখন প্যারি শহরেই আছে। আপনাকে নিয়ে আমি একটা কাজে হাত দেব, ক্লড, ১লা জুলাই-এর পর থেকে লণ্ডনে যত বিদেশীর পাসপোর্ট চুরি গেছে বা হারিয়েছে তাদের প্রত্যেকের বিবরণ আমরা আলাদাভাবে জোগাড় করব। একটা কথা মাথায় রাখবেন, লম্বায় যে পাঁচ ফিট আট ইঞ্চির বেশি, তাকেই সন্দেহ করবেন। তাহলে কাজটা শুরু করে দেয়া যাক, কি বলেন, ক্লড?'

* * *

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির অনুরোধে রাত দশটার বদলে এদিন অধিবেশন বসল বেলা দু'টোয়। লেবেল রোজের মতই শান্ত স্বাভাবিক গলায় রিপোর্ট দিচ্ছেন কিন্তু উপস্থিত সদস্যরা প্রায় সবাই নিষ্প্রাণ নিরুৎসাহ হয়ে আছেন। লেবেলের মনে হল ওঁদের কারও দেহে প্রাণ নেই।

লেবেলের কথার মাঝখানেই আচমকা বাধা দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি আক্ষেপ জড়ানো গলায় বলে উঠলেন, জাহান্নামে যাক এই শৃগাল। হতচ্ছাড়া শয়তানের মত বারবার পার পেয়ে যাচ্ছে! বরাত ছাড়া একে আর কি বলবেন, আপনিই বলুন কমিশার।'

'আজ্ঞে মোটেই তা নয়, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি' বাধা পেয়ে ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হলেও নিজেকে শান্ত সংযত রেখে বললেন লেবেল, 'বরাত জোরেই ও বারবার পার পেয়ে যাচ্ছে এটা আমি মেনে নিতে পারছিনা। ওর বিরুদ্ধে আমরা যখন যে ব্যবস্থা নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাই ফাঁস হয়ে পৌঁছেছে ওর কানে। এজন্যই

ও এমন তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছিল গাপ থেকে। আর ঠিক একই কারণে আমরা চারদিক থেকে জাল গুটিয়ে আনার আগেই লা শ্যালোনিয়েরে ব্যারনেস কোলেতকে খুন করে তাঁরই গাড়ি চুরি করে পালিয়ে যেতে পেরেছিল। একবার নয়, দু'বার নয়। পরপর তিনবার এই একই ঘটনা ঘটেছে। ঘন্টাখানেক সময় পেলেই আমরা ওকে ঠিক ধরে ফেলতাম, আর প্রত্যেকবারেই আমি কি করতে যাচ্ছি তা আমি আগেভাগে আপনাদের জানিয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন আজ সকালে ভামিকে গ্রেপ্তার করার পরে ওর ফ্ল্যাটে শৃগাল নিজে টেলিফোন করেছিল। নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চেয়েছিল কোনও খবর আছে কিনা। ভামির গলা নকল করে আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। মনে সন্দেহ উঁকি দিতে ও আবার নতুন ছদ্মবেশে হোটেল ছেড়ে পালিয়েছে। আরও শুনতে চান তো বলি ড্যানিশ পাদরি যে কামরায় ছিল সেখানে খানাতল্লাশি করে আমরা শুধু তার পোষাকগুলো পেয়েছি সেইসঙ্গে ড্যানিশ পাদরির খোয়ানো পাসপোর্ট যেটা আসল পাদরি পের জেনসেন খুইয়েছিল লণ্ডনে। এগুলো আমাদের জন্য রেখে শৃগাল সেই হোটেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগেই।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি সমতে ঘরের প্রত্যেকটি সদস্য চুপ, কারও নড়াচড়ার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না।

'কমিশার লেবেল।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'বেশ মনে পড়ছে ক'দিন আগেও আপনি একই সন্দেহের কথা শুনিয়েছিলেন। এখানকার কথাবার্তা ফাঁস হচ্ছে এমন কোনও প্রমাণ আছে আপনার কাছে? সবার সামনে তা পেশ করতে পারবেন?'

'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই না বলে লেবেল এবারে একটি ছোট পোর্টেবল টেপ রেকর্ডার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির সামনের টেবিলে রেখে বোতাম টিপে চালু করলেন। সকালবেলা নিজের দপ্তরে মাটির নীচে এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বসে ভামি আর জ্যাকলিনের মধ্যে শৃগাল প্রসঙ্গে যে কথাবার্তা লেবেল শুনেছেন এবারে তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি সমেত ঘরের প্রত্যেক সদস্যকে শোনালেন। দু'জনের মধ্যে এসব কথাবার্তা শুনতে শুনতে কর্ণেল সাঁক্লেয়ারের দু'হাত থরথর করে কাঁপছে! মুখ হয়ে উঠেছে ছাই-এর মত ফ্যাকাশে তা লেবেলের নজর এড়ালনা।

'পুরুষটি যে ভামি তা বেশ বুঝতে পারছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি লেবেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু অন্যদিকে এই যুবতীটি কে কমিশার তাঁর নাম জানেন?'

'আমি জানি, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি', বলতে বলতে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কর্ণেল সাঁক্লেয়ার। 'ঐ গলার আওয়াজ জ্যাকলিন নামে আমারই এক রক্ষিতার। সে এখন আমারই সঙ্গে আছে। এই ঘটনার সব দায়িত্ব নিয়ে আমি এইমুহূর্তে পদত্যাগ করছি, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি, পাশের ঘরে গিয়ে আমার পদত্যাগপত্র এখুনি লিখে দিচ্ছি।' কাঁপাগলায় কথাগুলো বলে সোফা ছেড়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন কর্ণেল সাঁক্লেয়ার।

'নিজের পিঠ বাঁচাতে বুদ্ধিমানের মত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বটে', কর্ণেল সাক্লেয়ারের উদ্দেশে মন্তব্য করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি রজার ফ্রে। কিন্তু এতে কি পিঠ বাঁচবে? পরমুহূর্তে লেবেলকে আদেশ দেবার গলায় বললেন, 'কমিশার ক্লদ লেবেল, এখানকার অধিবেশন শেষ হলেই আপনি কর্ণেল সাঁক্লেয়ার দ্য ভিলোবাঁ, আর তাঁর রক্ষিতা জ্যাকলিনকে গ্রেপ্তার করবেন, সেইসঙ্গে সরকারি তথ্য পাচার, দেশদ্রোহিতা আর রাষ্ট্রপতির প্রাণনাশের প্রচেষ্টায় সহযোগিতার অভিযোগে এদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন এটা আমার নির্দেশ। আশা করব ভামির বিরুদ্ধেও একই চার্জ গঠন করবেন আপনি।'

'তাই হবে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি', বলে আড়চোখে ঘরের ভেতরটা একবার দেখে নিলেন লেবেল, দেখলেন খানিক আগের এই অভাবনীয় ঘটনায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যরা শুধু বিমূঢ় নয়, যথেষ্ট লজ্জিতও, তাঁদের অনেকেই বসে আছেন মাথা হেঁট করে।

'তারপরে আপনার আর কি বক্তব্য, বলুন কমিশার।' নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি।

গত পঞ্চাশ দিনে লণ্ডনে যত পাসপোর্ট হারিয়েছে বা চুরি হয়েছে তাদের মালিকদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবার অনুরোধ তিনি যে ব্রায়ান টমাসকে করেছেন সেকথা খুলে বললেন লেবেল, সবশেষে বললেন, 'আজ সন্ধ্যের ভেতরে তাদের তালিকাটি হাতে আসবে বলে আশা করছি। সে তালিকাটি খুব ছোট হবে তাও জানি, বড়জোর দু'তিনটে লোকের নাম থাকলে তাতে যাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য শৃগালের মত হওয়া সম্ভব,

ঐ তালিকাটি হাতে এলে তারা যেসব দেশের বাসিন্দা সেইসব দেশের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করব। তারপরে তাদের পাসপোর্টের দরখাস্তের ফোটো আনিয়ে নেব যেহেতু শৃগালকে এখন তাদেরই মত দেখতে হওয়ার কথা, ক্যালথর্প, ডুগান, কিংবা পের জেন্সেনের মত নয়, আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই ফোটোগুলো হাতে এসে যাবে আশা করছি।'

'শৃগাল ছদ্মনামের এই ভাড়াটে হত্যাকারী যতদিন না ধরা পড়ছে ততদিন প্রাসাদের বাইরে আসতে অথবা বাইরের কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিষেধ করে আমি রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাষ্ট্রপতি দ্যগল একেবারে আমার মুখের ওপর জানিয়ে দিয়েছেন তিনি আমার এই অনুরোধ রাখবেন না। এবং এক ভাড়াটে খুনির হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে প্রাসাদের বাইরে তাঁর যেসব অনুষ্ঠানসূচি আছে তার এতটুকু পরিবর্তন ঘটাবেন না। অবশ্য আমাদের রাষ্ট্রপতির একগুঁয়ে স্বভাবের সঙ্গে তো আমার বহুদিনের পরিচয় তাই ওঁর দিক থেকে এমনটাই আমি আশা করেছিলাম, তবে খানিকটা লাভও হয়েছে, শৃগাল সম্পর্কে প্রচারের ওপরে যে নিষেধাজ্ঞা উনি জারী করতে বলেছিলেন তার কিছুটা হলেও তুলে নিতে ওঁকে রাজি করাতে পেরেছি। দুর্মূল্য গয়নাগাঁটি আর ধনরত্ন অপহরণের লোভে শৃগাল ব্যারনেস দ্যা লা শালোনিয়েরকে খুন করেছে তাঁবই বাড়িতে। তাই এইমুহূর্তে তাকে অনায়াসে একজন সাধারণ খুনি হিসেবে ঘোষণা করা চলে, এইমুহূর্তে সে পালিয়ে প্যারিতে এসেছে এবং এখনও সেখানেই লুকিয়ে আছে বলে সবাই অনুমান করছে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সদস্যদের লক্ষ করে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি, 'আপনাদের কি মত বলুন? তার নতুন ছদ্মপরিচয় এবং আরও যত ছদ্মপরিচয় এ পর্যন্ত সে ব্যবহার করে এসেছে সেগুলো কমিশার লেবেল প্রেসকে জানিয়ে দেবেন, সেই অধিকার রাষ্ট্রপতির হয়ে আমি ওঁকে দিচ্ছি। এর ফলে যিনি পাসপোর্ট খুইয়েছেন সেই টুরিস্টের ফোটো আগামিকাল সকালে আপনার কাছে এলে আপনি বিনা দ্বিধায় সেই ফোটো সান্ধ্য দৈনিক বেতার আর টেলিভিশনে প্রচারের জন্য দিয়ে দিতে পারবেন, একটা নাম একটা পরিচয় জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে প্যারির গোয়েন্দা দপ্তরের প্রত্যেকটি সেপাই ছোট বড় সব রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক পথচারীর পরিচয়পত্র পরীক্ষা করতে পারবে। কেমন আমার বক্তব্য আপনাদের স্পষ্টভাবে বোঝাতে পেরেছি তো?'

ঘরে উপস্থিত গোয়েন্দা দপ্তরের বিভাগীয় প্রধানেরা মাথা নেড়ে বোঝালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির বক্তব্য তাঁরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন।

'আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে', বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি 'প্রেসিডেন্ট দ্যগল কবে কখন কোথায় যান সেইসঙ্গে তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থার যাবতীয় খুঁটিনাটি আমার জানা দরকার। এসব প্রেসিডেন্টের নিজের না জানলেও চলবে যদিও জানি এসব গোপন করলে তিনি আমার ওপর ভীষণ রেগে যাবেন। তা তিনি রেগে গেলেও কিছু করার নেই, এটুকু ঝুঁকি নেবার মত পরিস্থিতি এখন তৈরি হয়েছে। কমিশার দুক্রে, আপনার কি ধারণা প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন আগের চাইতে নিশ্চয়ই অনেক সুদৃঢ় হয়েছে?' রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা রক্ষিদলের প্রধান কমিশার দুক্রে মুখে কিছু বললেন না, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির বক্তব্যে সায় দিয়ে শুধু ঘাড় নাড়লেন।

'কমিশার বুভে,' অপরাধ দমন বিভাগের প্রধানের দিকে তাকিয়ে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি, 'আপনার ব্রিগেদ ক্রিমিন্যালের সঙ্গে প্যারির পাতালপুরীর বাসিন্দাদের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় আছে অপরাধ ও অপরাধীদের খবর জোগাড় করার বিনিময়ে তাদের অনেককেই যে আপনারা ভাল টাকাকড়ি দিয়ে পোষেন তাও আমার অজানা নয়, এই শৃগালের খোঁজে আপনি তাদের কাজে লাগান এটাই আমি চাই।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির নির্দেশ কমিশার বুভের পছন্দ হলনা, কোনও প্রতিবাদ না করে সায় দেবার ভঙ্গিতে তিনি শুধু ঘাড় হেলালেন।

'আপনার কোনও বক্তব্য থাকলে বলুন', কর্ণেল রলাঁর দিকে তাকিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বললেন, 'গোপন সংবাদ দিতে পারে এমন কোনও সূত্র জানা থাকলে বলুন যা বলতে আমি হয়ত ভুলে গিয়ে থাকব।'

'আপনাদের সবার অনুমতি নিয়েই আমি উনিওঁ কর্স-এর নাম নিচ্ছি, এদের মত শক্তিশালী আর সংগঠিত অপরাধী সংগঠন যে শুধু ফ্রান্স কেন ইওরোপ বা আমেরিকাতেও নেই তাও আপনাদের অজানা নয়', বললেন কর্ণেল রলাঁ।

'আপনার কি ধারণা শৃগালকে গ্রেপ্তার করতে উনিওঁর সদস্যরা আমাদের সহায়তা করবে?' রলাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি।

'শৃগালের মত ধূর্ত আর ধড়িবাজ খুনেকে এই প্যারিতে ধরার ক্ষমতা আমার মতে শুধু উনিওঁর সদস্যদেরই আছে।' প্যারিতে ওরা ক'জন থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?'

'তা কম করে লাখ খানেক তো বটেই' আড়চোখে লেবেলকে একবার দেখে নিয়ে বললেন রলাঁ— 'পুলিশ, গোয়েন্দা দপ্তর, কাস্টমস, গুপ্তচর বিভাগ, সবখানেই ওদের কিছু না কিছু লোক ছড়িয়ে আছে। আপনাকে বললাম না, এমন সংগঠিত অপরাধী চক্র পৃথিবীর আর কোনও দেশে আছে বলে আমার জানা নেই। ইটালির মাফিয়ারা তো এই বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে আমেরিকায়। তাদের গুণ্ডামি আর আতঙ্কে ভরা জীবনযাত্র' নিয়ে এর মাঝে কিছু বই লেখা হয়েছে, তার ওপর শুনেছি দু'একটা ছবিও তৈরি হয়েছে হলিউডে; তবু বলব উনিওঁ কর্স-এর পাশে মাফিয়ারা এখনও শিশু।'

'কমিশার লেবেল', স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বললেন, 'একটা নাম, একটা বিবরণ, একটা ফোটো, আপনার কাছে এখন আমরা শুধু এটাই চাই। আমাদের হাতে এখনও তিন-দিন সময় আছে।' জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে নিজের মনে বললেন লেবেল। তাঁর মন্তব্য শুনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি সমেত ঘরের বাকি সদস্যরা সবাই চমকে উঠলেন।

'কি করে জানলেন?' জানতে চাইলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি স্বয়ং।

'একটা সহজ ব্যাপার আমার মাথায় এতদিন আসেনি বলে আমি আপনাদের কাছে মাফ চাইছি। গত হপ্তা ধরে মাথা খাটানোর পরে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার জন্য একটা বিশেষ দিন সে ধার্য করেছে, ঐ দিনটির অপেক্ষাতেই সে আছে,' বিনীতগলায় বললেন লেবেল, 'কিভাবে এই সিদ্ধান্তে এলেন?' জানতে চাইলেন জেনারেল গিবো।

'ভেবে দেখুন', লেবেল গিবোর চোখের দিকে তাকিয়ে বললল, 'গাপ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে কেন পাদরি জেনসেনের ছদ্মবেশ নিলনা, কেন তখুনি সে প্যারির এক্সপ্রেস ট্রেন ধরলনা? ফ্রান্সে আসার পরে সে এভাবে ঘুরে বেড়িয়ে সময়ই বা নষ্ট করছে কেন?'

'আপনার মতে সেই বিশেষ দিনটি কি?' জানতে চাইলেন রলাঁ। 'কমিশার দুক্রে', রলাঁর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা প্রধানকে প্রশ্ন করলেন লেবেল। 'আজ, আগামীকাল বা পরশু অর্থাৎ শনিবার প্রাসাদের বাইরে রাষ্ট্রপতির কি কোনও প্রোগ্রাম আছে?'

'আমি যতদূর জানি, নেই', ঘাড় ঝাঁকিয়ে জবাব দিলেন কমিশার দুক্রে।

'কিন্তু রবিবার দিন মানে ২৫শে আগস্ট?' জানতে চাইলেন লেবেল।

'এটাই তো মুশকিল', দুক্রে আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি একসঙ্গে বললেন, 'সেদিন তো আমাদের মুক্তি দেবস। ১৯৪৪ সালে ঐদিন প্যারি মুক্ত হয়েছিল নাৎসী বর্বরদের হাত থেকে সেদিন আমরা অনেকেই ওঁর সঙ্গে ছিলাম। তারপর থেকে প্রত্যেক বছর ঐ বিশেষ দিনটিতে রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্যগল প্রসাদ থেকে বেরিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর অভিবাদন নেন, সশস্ত্র বাহিনীর কৃতী সৈনিকদের ঐদিন তিনি নিজে হাতে পদক বিতরণ করেন।'

'শৃগাল কিন্তু জেনেছে ঐদিন হাজার কাজ পড়লেও জেনারেল দ্যগল অন্য কোথাও না গিয়ে এখানেই থাকবেন, তাই ওঁকে হত্যা করার জন্য সে ঐ বিশেষ দিনটিকেই বেছে নিয়েছে।'

'তাহলে তো বলা যায় আমরা ওকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি', স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বললেন, 'ভামি আর জ্যাকলিন দু'জনেই ধরা পড়ার পরে এইমুহূর্তে ওর আর কোনও সংবাদের সূত্র নেই, প্যারি শহরে কেউ জেনে বা না জেনে ওকে আশ্রয় দেবেনা, ব্যাটা পালাবে কোথায়? আপনি শুধু ওর নামটা জোগাড় করে আমায় দিন, কমিশার লেবেল।' মন্তব্য না করে উঠে পড়লেন লেবেল, দরজার কাছাকাছি আসতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি

বাধা দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, একটা কথা কর্ণেল, সাক্রেয়ারের বাড়ির টেলিফোন টেপ করার কথা কিভাবে কেন আপনার মাথায় এল বলবেন কমিশার।'

'মাথায় আসেনি', দরজা খুলতে খুলতে বললেন লেবেল, 'তাই গতরাতে আপনাদের সবার টেলিফোন টেপ করেছিলাম আর তাতেই উনি ধরা পড়লেন।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি সমেত সদস্যদের লক্ষ করে হাত নেড়ে বিদায় অভিবাদন জানালেন লেবেল।

* * *

পরদিন সন্ধে সাড়ে ছ'টা। ওয়াশিংটনের কিছু তফাতে অবস্থিত কাফেটা যে উনিওঁ কর্স-এর পাণ্ডাদের একটা বড় ঘাঁটি সে খবর ফরাসি পুলিশের ছোটবড় গোয়েন্দা অফিসারদের কারও অজানা নয়। টেলিফোনে যে কথাবার্তা হয়েছে ঠিক সেইমতন সেদিনের নামী সান্ধ্য দৈনিক ফ্রাঁসোয়ার এক কপি হাতে নিয়ে কাফের ভেতরে ঢুকলেন কর্ণেল রলাঁ, পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন কাউন্টারের সামনে। আশেপাশে বসে যারা ঠাণ্ডা বিয়ারের মগে চুমুক দিচ্ছে তাদের বেশির ভাগই প্যারির পাতালপুরীর বাসিন্দা। একেকজন কুখ্যাত অপরাধী। গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধানকে ঢুকতে দেখে তারা নড়েচড়ে বসল, অনেকে সিগারেট ধরিয়ে মুখোমুখি বসা সঙ্গির সঙ্গে তাঁর এখানে এসে হাজির হওয়ার কারণ খুঁজতে ব্যস্ত হল, খদ্দেরদের অনেকের মুখ তাঁর চেনা, তাঁকে দেখে এদের অনেকে যে চাপাগলায় তাঁর বাবা মাকে গালিগালাজ করছে তাও জানেন। এদের কারও দিকে না তাকিয়ে তিনি কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো বারম্যানকে ইশারায় ডাকলেন। বারম্যান এসে মুখোমুখি দাঁড়াতেই রলাঁর বাঁ হাতের মুঠোয় ধরা সান্ধ্য দৈনিক-টির দিকে তার চোখ পড়ল, গলা নামিয়ে লোকটি বলল, 'কর্ণেল রলাঁ?'

কিছু না বলে রলাঁ শুধু ঘাড় হেলালেন।

আপান ওদিক দিয়ে ঘুরে আমার সঙ্গে আসুন।'

পাশ দিয়ে কাউন্টারের ভেতরে ঢুকলেন রলাঁ, বারম্যানের পেছন পেছন এসে হাজির হলেন কাফের দোতলার বসার ঘরে কাফের মালিক যেখানে বসে আছেন, তাঁকে ঢুকতে দেখে সোফা ছেড়ে উঠেছে হাসিমুখে হাতে হাত মিলিয়ে বললেন, 'আপনিই কর্ণেল রলাঁ? গরীবখানায় পা দেয়ায় খুশি হলাম। আমি প্যারির উনিওঁ কর্স কোর-এর একজন নেতা।' বিনা দ্বিধায় মুখোমুখি সোফাতে বসলেন রলাঁ, লোকটি এবারে বলল, 'খবর পেয়েছি আপনারা এমন একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন যার রাইফেল আর পিস্তলের টিপ কখনও ফসকায় না। তা কি নাম সে তার কোন মুলুক থেকে এসব বলুন।' বারম্যান তখনও দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দু'জনের জন্য ঠাণ্ডা বিয়ার দিয়ে যাবার নির্দেশ দিল সেই নেতা।

* * *

চোখের রঙ ঢাকতে গাঢ় রঙিন কাচের চশমা পরে শৃগাল একটা কাফের বারান্দায় বসে নিজের মনে বিয়ার খাচ্ছে এমনই সময় এক খদ্দেরের হাতে প্যারির বিখ্যাত সান্ধ্য দৈনিক ফ্রাঁসোয়া তার চোখে পড়ল। শৃগাল দেখল মাস্টহেডের ঠিক নীচেই বড় বড় হেডলাইনে শিরোনামা ছাপা হয়েছে যার তর্জমা 'সুন্দরী ব্যারনেসের খুনি কি প্যারিতেই লুকিয়ে আছে।' শিরোনামার নীচে তিন কলম জোড়া লিড স্টোরির মাঝখানে ব্যারনেস কোলেত দ্য লা শ্যালোনিয়েরের একটা পুরোনো রঙিন ফোটোও ছাপানো হয়েছে। ফোটোটা যে একটা পুরোনো ফ্যাশন ম্যাগাজিন থেকে কেটে নেয়া হয়েছে তা অবশ্য সে জানে না।

* * *

'কমিশার লেবেল' যুবতী টেলিফোন অপারেটরের কণ্ঠ গলা ভেসে এল, 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্রায়ান টমাস আপনার সঙ্গে কথা বলবেন আপনার কামরায় লাইন দিয়ে দিলাম।'

'কমিশার লেবেল', সাগরের ওপারে সুদূর লণ্ডন থেকে ভেসে এল ব্রায়ান টমাসের কাঁপা গলা। দেয়াল ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে লেবেল দেখলেন রাত বেশি হয়নি, সবে আটটা। নিঃশব্দে কারোঁর হাতে রিসিভার ধরিয়ে দিলেন তিনি। নামিয়ে মুখে হাত দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'নাও, ধরো, শুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বলো। গলা শুনে আমার তো মনে হল টমাস সাহেব আর বেঁচে নেই, ওঁর প্রেতাত্মা কথা বলছেন।'

'সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাস', লেবেলের মন্তব্যে হাসি চেপে কারোঁ বললেন, 'আপনার শরীর ভালো আছে তো?'

'শরীর ভালো থাকবে কি করে কমিশার লেবেল', ওপার থেকে ভেসে এল ব্রায়ান টমাসের কাঁপা গলা, 'সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মোট কতশো লোককে জেরা করেছি আন্দাজ করতে পারেন? মনে রাখবেন এরা সবাই বিদেশী।' লেবেল ইংরেজি জানেন না বলে লুসিয়েঁ কারোঁ যে এতদিন তাঁর হয়ে দিব্যি প্রক্সি দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন ব্রায়ান টমাসের মত এক অভিজ্ঞ গোয়েন্দা এতদিনেও তা টের পাননি।

'আসুন এবারে নাম ছাঁটাই করা যাক', ওপাশ থেকে বললেন টমাস, 'শৃগাল ওরফে ডুগান ওরফে ড্যানিশ পাদরি পের জেনসেন লণ্ডনে ছিলনা সেইসময় এরা তিনজন পাসপোর্ট হারিয়েছিল', তিনটে নাম আর তাদের পাসপোর্ট নম্বর উল্লেখ করে টমাস বললেন, অতএব এরা শৃগাল হতে পারে, কি বলেন?'

'ঠিক বলেছেন' লেবেলের চরিত্র প্রক্সি দিতে ব্যস্ত লুসিয়েঁ কারোঁ বললেন, 'তারপর?'

'বাকি রইল রইল পাঁচজন।' ওপার থেকে বললেন টমাস। 'এদের মধ্যে একজন লম্বায় অন্তত সাড়ে ছ'ফিট, একে সন্দেহ করলে শৃগাল রনপা চড়ে বেড়াচ্ছে এটাই মেনে নিতে হয়।'

'নিশ্চয়ই ওকেও বাদ দিন। তাহলে হাতে রইল আরও চারজন।'

'হ্যাঁ', টমাস বললেন, 'এদের মধ্যে একজনের ওজন প্রায় একশো কিলো, এ নিশ্চয়ই শৃগাল হতে পারে না।'

কোনও মতেই না, তার পরের জন?'

'তিন নম্বর লোকটি লম্বায় শৃগালের মতই টমাসের গলা ভেসে এল। কিন্তু তার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। আমি ওকেও বাদ দিয়েছি।'

'আমিও বাদ দিলাম, তাহলে হাতে রইল আরও দু'জন।' 'বাকি দু'জনের মধ্যে একজন নরওয়েজিয়ান।' টমাসের কাঁপা গলা ভেসে এল আরেকজন আমেরিকান। নরওয়েজিয়ান যুবকটির চুলও শৃগালের মতই লালচে সোনালি। এখন ডুগানের ছদ্মবেশের কথা জানাজানি হবার পরে শৃগাল আবার তার চুলের স্বাভাবিক রং নিয়ে ঘুরে বেড়াবে বলে আমি বিশ্বাস করিনা কারণ সেক্ষেত্রে তাকে দেখলে ডুগান বলেই মনে হবে। নরওয়েজিয়ান যুবকটি পাসপোর্ট হারানোর পরে লণ্ডনে তার দেশের দূতাবাসে গিয়ে ঘটনাটা রাষ্ট্রদূতকে জানায়। সে বিবৃতিতে জানিয়েছে বান্ধবীর সঙ্গে নৌকোয় চেপে বেড়ানোর সময় নৌকো থেকে জলে পড়ে গিয়েছিল। পাসপোর্ট ছিল তার বুকপকেটে। জল থেকে ওঠার পরে পাসপোর্ট সে আর খুঁজে পায়নি। অন্যদিকে আমেরিকান যুবকটি লণ্ডন এয়ারপোর্ট পুলিশকে লিখিতভাবে জানিয়েছে লণ্ডন এয়ারপোর্টের মূল ভবনের অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার সময় তার হাতব্যাগটি চুরি যায়। তারই মধ্যে ছিল তার পাসপোর্ট।'

'এই আমেরিকান যুবকটির নাম কি?'

'মার্টি শুলবার্গ।'

'মার্টি শুলবার্গের যাবতীয় কাগজপত্র, পুলিশকে দেয়া বিবৃতি সব আমাদের পাঠিয়ে দিন। ওয়াশিংটনের পাসপোর্ট দপ্তর থেকে ওর ফোটো আনিয়ে নেব। সেই সঙ্গে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ টমাস এবারে অনুগ্রহ করে বিশ্রাম নিন।'

* * *

আজকের মিটিং খুব সংক্ষিপ্ত, চলল রাত দশটা পর্যন্ত। মিটিং শুরু হবার ঘন্টাখানেক আগেই আমেরিকার বাসিন্দা মার্টি শুলবার্গের বিবরণ পৌঁছে গেছে তার ফোটো সমেত ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সবকটি বিভাগে আর শাখায়। উল্লেখ করা হয়েছে মার্টি শুলবার্গ এক ফেরারী খুনি আসামী।

'ভদ্রোমহোদয়বৃন্দ!' উপস্থিত সদস্যদের উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বললেন, 'গত দশদিন কমিশার ক্লদ লেবেলের মত এক কৃতী ও অভিজ্ঞ গোয়েন্দাকে আমরা পেয়েছিলাম নিজেদের মাঝখানে সে আমাদের সৌভাগ্য তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। ভাড়াটে হত্যাকারী শৃগাল তিনবার তার পরিচয় পাল্টেছে চার্লস হ্যারল্ড ক্যালথর্প থেকে ডুগান, ডুগান থেকে পাদরি পের জেনসেন আবার জেনসেন থেকে মার্টি শুলবার্গ ভাড়াটে হত্যাকারীর বারবার

ছদ্মবেশ পাল্টানোর খবর কমিশার লেবেলের মুখ থেকেই আমরা জানতে পেরেছি, এই ঘর থেকে আমাদের গৃহীত যাবতীয় গোপন সংবাদ এতদিন পাচার হয়েছে তাও ওঁরই জন্য শেষপর্যন্ত গোপন গোপন সংবাদ পাচারকারী ধরা পড়েছে। বারবার বাধা পেয়েও তিনি আততায়ীর পিছু নিয়েছেন, সে কখন কোথায় কোন ছদ্মবেশে যাচ্ছে এসব তথ্য আমাদের জানিয়ে এসেছেন। ঘরবাড়ি সংসার স্ত্রী পুত্র কন্যার কাছ থেকে আলাদা হয়ে পুরো দশদিন সন্ন্যাসীর মত কঠোর যে জীবন তিনি কাটালেন শুধু একটি লোকের পিছু নিয়ে। সেজন্য তাঁকে আমরা সবাই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' বলে তাঁর দিকে তাকিয়ে অভিনন্দন জানানোর ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি। ঘাড় তুলে মুখে পোষাকি হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'আপনাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং রাষ্ট্রপতি আর উপস্থিত সদস্যাদের সবার পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি সেই সঙ্গে জানাচ্ছি যে দায়িত্ব এতদিন আপনার ওপরে ছিল তা থেকে আপনাকে মুক্তি দেয়া হল, আপনি এখন মুক্ত। আপনার এবার সহায়তায় আমরা এতদূর এগোতে সক্ষম হয়েছি। আপনি যা করেছেন তার তুলনা নেই। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

'আমি শুধু নিজের সাধ্য অনুযায়ী আমার কর্তব্য পালন করেছি, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি' তাঁর একরাশ ধন্যবাদের জবাবে হাসিমুখে বললেন লেবেল।

এতদিন যে মাথা হেঁট করে তাঁর সব নির্দেশ পালন করেছে সহকারীর দায়িত্ব সেই গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর লুসিয়েঁ কারোঁকে এদিন দপ্তরে ফিরে বাড়ি ফেরার অনুমতি দিলেন লেবেল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির সিদ্ধান্ত খট্‌কা একটু জাগল কারোঁর মনে। ঘাড় হেঁট করে বিনীত গলাতেই বললেন, 'শৃগাল এখনও ধরা পড়েনি, এরই মাঝে আপনাকে ছটি দিয়ে মঁশিয়ে ফ্রে কাজটা কি ঠিক করলেন, কমিশার?'

'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি খুব ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, লুসিয়েঁ', গোঁফের নীচে হেসে বললেন লেবেল, 'ওঁর অফিসে রোজ রাতে যারা আসর জমাতে আসেন তাঁরা আমার কাছ থেকে ম্যাজিক দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তো ম্যাজিক জানিনা, প্রমাণ, অনুমান, ধারণা এসব ভিত্তি করে আমায় গোয়েন্দাগিরি করতে হয়। হাজার কাজ দেখিয়েও আমি ওঁদের খুশি করতে পারবনা বুঝেই মঁশিয়ে ফ্রে ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাছাড়া তার খেলা যে শেষ হয়ে এসেছে তা শৃগাল নিজেও জানে। দশদিন ঢের খাটাখাটুনি গেছে এবারে বাড়ি ফিরে বউ বাচ্চাদেব সঙ্গ দাও, আরাম করো।' লেবেল বললেন, 'এমনভাবে তাকাচ্ছো যেন শৃগাল তোমার বাগানে ঢুকে মুর্গি চুরি করে পালিয়েছে। নিশ্চিন্তমনে বাড়ি যাও লুসিয়েঁ। জেনে রাখো শেষ লড়াই-এ শৃগালের মুখোমুখি হবার জন্য আবার আমাদের ডাক পড়বে, সেদিনের জন্য তৈরি থেকো?'

* * *

এদিন একটু বেশি রাতেই বাড়ি ফিরলেন লেবেল, দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রী গলা চড়িয়ে বললেন, 'এই যে, বুড়ো হাবড়া, বাঁটকুল! দশদিন অফিসে কাটিয়ে আজ বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ল? তা বাড়ি ফেরার আর দরকার কি ছিল, ঐ লুসিয়েঁ ছোঁড়াকে নিয়ে অফিসে সংসার পাতলেই পারতে! দশদিন বাদে বউ-এর গতরের কথা মনে এল অমনই আমার টেকো বাঁটকুল নাগর ঘরে ফিরে আমায় উদ্ধার করলেন।' বলতে বলতে বারবার ডাণ্ডা লাগানো ঝাঁটার দিকে তিনি তাকাতে লাগলেন।

'ওকথা বোলনা, আঁরিএত্, স্ত্রীর কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন লেবেল, 'সাধারণ এক ট্রাফিক কনস্টেবল হয়ে একদিন পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছিলাম, তাই থেকে আজ আমি একজন কমিশার হয়েছি। আমি ফ্রান্সের সেরা গোয়েন্দা, একথা আজ দেশের মন্ত্রিবাও মানে। এসব কিছু তো তোমারই জন্য সম্ভব হয়েছে আঁরিএত্! তোমার মত এক জীবনসঙ্গিনী না পেলে কি জীবনে এত উন্নতি আমি করতে পারতাম? আমার যা কিছু কৃতিত্ব আর উন্নতি, সে সবের মূলে তুমি আঁরিএত্, শুধু তুমি। তোমার সঙ্গ না পেলে এতদিন পরে আজও আমায় প্যারি শহরের রাস্তায় হাত দেখিয়ে গাড়ি থামানোর কাজ করতে হত! বলতে বলতে এগিয়ে এসে রোগা মুখরা বউকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন লেবেল। তোষামোদে ঠাকুর দেবতারাই বশ হন আর লেবেল গিন্নি তো কোন ছার! স্বামীর মুখে নিজের প্রশংসা শুনে তিনি এবারে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন, স্বামীর সোহাগ পেতে ইচ্ছে করেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন তাঁর সামনে।

বাঁটকুল লেবেল এটাই চাইছিলেন, তিনি দু'হাতে স্ত্রীর গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর মাথা থেকে গলা পর্যন্ত চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে তুললেন। ফাজিল ছেলে মেয়ে দুটো এই মহামিলনের দৃশ্য দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে বেশ মজা পাচ্ছে, ফিক ফিক করে হেসেই চলেছে তারা। হঠাৎ তাদের সেই হাসির আওয়াজ কানে যেতে লেবেল গিন্নি দুটোকেই এমন দাবড়ে দিলেন যে হাসি থামিয়ে তারা সেখান থেকে পালাল। লেবেল আর তাঁর গিন্নি দু'জনে দু'জনের চোখের জল মুছিয়ে এবারে হাসতে হাসতে শোবারঘরে ঢুকতেই বেরসিক দেয়ালঘড়িটা বারোটার ঘন্টা দিল বাজিয়ে। শুরু হয়ে গেল আরেকটা দিন। ২৩শে অগাস্ট।

* * *

আমেরিকান ছাত্র মার্টি শুলবার্গের নাম আর চেহারার বিবরণ রোজ সকাল সন্ধ্যের খবরের কাগজ আর বেতারে প্রচার হবার পরে মাঝারি আর ছোট হোটেলগুলোতে ওঠা মোটেও নিরাপদ নয় বলেই মনে করছে শৃগাল, খুঁজতে খুঁজতে শেষকালে এক বার-এ এসে সে হাজির হল, এদিক ওদিক তাকাতে এক কোণে যুবতী মেয়েদের মত সাজগোজ করা সমবয়সী কয়েকজন যুবককে তার চোখে পড়ল। বারম্যান ইশারায় তাকে দেখিয়ে তাদের কিছু বলছিল, সেসব কথাবার্তার অংশবিশেষ এল তার কানে, শুনে সে বেশ বুঝতে পারল এই বারটা আসলে সমকামী ছেলেদের একটা আড্ডা।

ব্যাপারটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আলতো হাসি খেলে গেল তার একজোড়া পাতলা নিষ্ঠুর ঠোঁটে। দু'পেগ হুইস্কি নিয়ে সে একা বসল একটা টেবিলে।

ঘড়ির কাঁটা রাত বারোটার কাছাকাছি এগিয়ে আসার পরে সমকামী যুবকের সঙ্গে যারা রাত কাটায় সেইসব বিকৃতরুচির পুরুষ মক্কেলরা এসে জুটতে লাগল, বারম্যানের মাধ্যমে পছন্দসই পুরুষ বেশ্যাদের নিয়ে যেতে লাগল তারা। শৃগালের পেছনে দু'জন লোক একই টেবিলে বসে ড্রিংক করছে অনেকক্ষণ ধরে, তাদের মধ্যে একনজর তাকালে যার মুখখানা দেখলেই শুয়োরের কথা মনে পড়ে, সেই লোকটা বারম্যানকে ইশারায় ডেকে কিছু বলল, একটা একশো ফ্রাংকের নোটও গুঁজে দিল তার বুক পকেটে। বারম্যান এসে দাঁড়াল শৃগালের সামনে। লোকটাকে দেখিয়ে শৃগালকে ফিসফিস করে বলল, 'উনি মানে মঁশিয়ে তোমায় শ্যাম্পেন খাওয়াতে চাইছেন।'

'তাই নাকি?' নিষ্ঠুর গলায় শৃগাল জবাব দিল, 'মঁশিয়েকে গিয়ে বলো ওঁর বিশ্রি মুখ আর হোঁতকা শরীর আমার মোটেও বরদাস্ত হবেনা!'

কথাগুলো শৃগাল ইচ্ছে করেই আশপাশের সবাইকে শোনানোর জন্য জোরে জোরে বলল।

'কি বলছ!' বারম্যান অবাক চোখে তাকাল তার দিকে, ঘাড় হেঁট করে গলা নামিয়ে বলল, 'উনি তোমায় শ্যাম্পেন খাওয়াতে চাইলেন আর তুমি তাতে রাজি হলেনা? ওঁর মত পয়সাওলার নজরে পড়েছো জানো না এ তোমার কত বড় সৌভাগ্য! এখানে সবাই ওঁর নজরে পড়ার জন্য মুখিয়ে থাকে।'

বারম্যানের কথার জবাব না দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শৃগাল। হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে মোটা লোকটির পাশে বসা রোগা লোকটির কাছে চলে এল। তার মুখোমুখি চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'একটা বদখত লোক আমায় বড্ড জ্বালাচ্ছে, এখানে বসলে আপনার আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি হবে কেন, কোন দুঃখে?' লোকটি দু'হাত নেড়ে বলল, 'তুমি এখানে বসলে আমার যেমন খুব ভাল লাগবে, তেমনই কেউ তোমায় আর জ্বালানোর সাহস পাবেনা! কি বলবে বলো, বয়স যত বাড়ে মানুষের বাঁদরামিও তত বাড়ে। ধরে আচ্ছা করে যতক্ষণ না ঠ্যাঙ্গাচ্ছো ততক্ষণ এঁদের টিট করতে পারবেনা!'

তার সঙ্গে শ্যাম্পেন খাবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় হোঁতকা লোকটার মেজাজ এমনিতেই বিগড়েছিল। তারপর এসব কথাবার্তা শুনে সে আর বসে থাকার সাহস পেলনা, শ্যাম্পেনের দাম মিটিয়ে বেরিয়ে গেল বার থেকে।

রাত যখন প্রায় একটা তখন শৃগাল তার সদ্য পরিচিত সঙ্গির সঙ্গে বেরিয়ে এল বার-এর বাইরে। শৃগাল জানাল সে এক গরীব আমেরিকান ছাত্র, নাম মার্টিন। টাকাকড়ি, থাকার জায়গা কিছুই তার নেই। যাকে কথাগুলো বলল সেই সমকামী পুরুষটি জনাল, 'থাকার জায়গা তোমার নেই তো কি হয়েছে, এই

জুল ভার্ণারের তো আছে, চলো আজ থেকে তুমি আমারই সঙ্গে থাকবে, বাড়িতে যা আছে সব আমরা ভাগাভাগি করে খাব, কেমন, রাজি তো?'

রাজি মানে? এ তো তার কাছে মেঘ না চাইতেই জল। ভার্ণারের গাড়িতে চালকের পাশে সে বসল। তার কথায় জুল নিজের গাড়ি নিয়ে এল গার দ্যস্তারলিজ জংশনে সেখানে লেফট লাগেজ দপ্তরে রসিদ জমা দিয়ে একটা স্যুটকেস আর একটা ঝোলা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার জুলের গাড়িতে উঠে বসল শৃগাল, পথে ট্রাফিক কনস্টেবল দু'জায়গায় গাড়ি থামাল, কিন্তু জুলের সাজগোজ দেখে যখন বুঝল তারা নিছক সমকামী তখন হাত নেড়ে তাদের গাড়ি ছেড়ে দিল।

জুল ভার্ণার শৃগালকে যখন নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে এল তখন রাত প্রায় দুটো। রান্নাঘরে ঢুকে ফ্রিজ খুলে শৃগাল দেখল ভেতরে খাবারদাবার যা আছে তাতে একজনের দুতিন দিন কেটে যাবে, কিন্তু তাই বলে দু'জনের নয়। টিনের কৌটোয় খাবার গরম করে খেয়ে শুয়ে পড়ল দু'জনে। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরে দুধ আনার জন্য জুল বাইরে যেতে চাইলে শৃগাল বাধা দিয়ে বলল, চা-কফিতে টিনের কৌটোয় জমানো গাঢ় দুধই তার বেশি ভাল লাগে, শুনে জুল আর বেরোলনা। আসলে শৃগাল জানে সমকামী হলেও দিনের বেলা জুলের মানসিকতা পাল্টে যেতেই পারে, সেটাই স্বাভাবিক। দুধ কিনতে বাইরে বেরোলে চেনা শোনা কারও সঙ্গে তার দেখা হয়ে যেতে পারে আর তখন তাকে নিয়ে আসতে পারে ফ্ল্যাটে, অথবা কিনতে পারে খবরের কাগজ যার ভেতরের পাতায় মার্টি গুলবার্গের ফোঁটো যে ছাপা হয়নি সেই নিশ্চয়তা কোথায়। গল্পগুজব করেই দু'জনে সকালটা কাটিয়ে দিল। দুপুরে টেলিভিশন খুলতে স্থানীয় সংবাদ প্রোগ্রামে দেখানো হল ম্যাদাম কোলেত দ্য লা শালোনিয়েরের মৃতদেহর মুখ, মহিলা যে শৃগাল নামে এক ভাড়াটে খুনির হাতে খুন হয়েছেন রূপসী সংবাদপাঠিকা তো ফলাও করে বললেন, দেশের সবশ্রেণীর নারী ও পুরুষকে তার সম্পর্কে হুঁশিয়ারও করলেন। কে এই শৃগাল। কেমন দেখতে তাকে? সংবাদপাঠিকার এই প্রশ্নের জবাবে টিভির পর্দায় ফুটে উঠল সুশ্রী দেখতে এক অল্পবয়সী যুবকের মুখ। মাথায় যার ঘন লালচে সোনালি চুল, চোখে মোটা ডিপ্লোম্যাট ফ্রেমের চশমা। সংবাদপাঠিকা জানালেন পুলিশ জানিয়েছে শৃগাল নামে বিভিন্ন ছদ্মবেশে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে এইরকম দেখতে বলেই তাদের ধারণা, ছবিতে যাকে দেখানো হল নাম তার মার্টি গুলবার্গ, সে এক আমেরিকান ছাত্র যার চোখের রং নীল। একে কোথাও দেখতে পেলেই যেন পুলিশে খবর দেয়া হয় এটুকু বলে রূপসী সংবাদপাঠিকা খবর পড়া শেষ করলেন।

টেলিভিশনের খুব কাছে বসে আছে জুল, খানিক আগে পর্দায় ফুটে ওঠা মুখখানা তার চেনা, বড্ড চেনা ঠেকল, লোকটা গতরাত থেকে তার সঙ্গে এই ফ্ল্যাটে আছে [illegible] মার্টিন নামে নিঃস্ব আশ্রিত আমেরিকান ছাত্রটির মুখখানা একবার দেখবে বলে ঘাড় ঘোরাতে গেল জুল কি[illegible] তার আগেই আমেরিকান ছাত্র মার্টিন যেন জাদুবলে আচমকা হয়ে দাঁড়াল মার্টি গুলবার্গ, পেছন থেকে আশ্রয়দাতা জুল ভার্ণারের ঘাড়টা লোহার মত শক্ত দু'টি হাতে সে চেপে ধরল। সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে কয়েক মুহূর্তের মাঝে চিরদিনের মত জ্ঞান হারাল জুল ভার্ণার। তার আগে একবার দেখতে পেল আশ্রিত আমেরিকান ছাত্র মার্টিনের মুখ। লক্ষ করল, নীল চোখের রঙ গাঢ় ধূসর সে ধূসরতায় ক্রোধ আর নিষ্ঠুরতা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

আশ্রয়দাতা সমকামী জুল ভার্ণারের মৃতদেহ ঠেলেঠুলে আলমারীতে ঢুকিয়ে দিল শৃগাল। এবারে ক'টা দিন নিশ্চিন্তে কাটানোর মত একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা তার হল। ক'দিন চালানোর মত খাবারদাবার যে আছে তা তো গোড়াতেই তার দেখা হয়ে গেছে। ড্রইংরুমের তাকে সময় কাটানোর জন্য যে প্রচুর ম্যাগাজিন আছে তাও আগেভাগেই তার দেখা হয়ে গেছে, দুটো দিন অপেক্ষা করার জন্য এগুলো যথেষ্ট।

এই দু'টো দিন শৃগালের খোঁজে গোটা প্যারি শহর আর তার আশপাশের এলাকায় পুলিশ তন্ন-তন্ন করে খানাতল্লাশি চালাল। বিলাসবহুল বড় বড় হোটেল থেকে শুরু করে বস্তিবাড়ি এই খানাতল্লাশি থেকে কিছুই বাদ গেলনা। সাধারণ বসতবাড়ি। মেসবাড়ি, হোস্টেল এমনকি বৃদ্ধাশ্রমগুলোতেও চালানো হল ব্যাপক খানাতল্লাশি। বার, ক্যাবারে, নাইট ক্লাব, সাদা পোষাকের পুলিশ হানা দিল এসব জায়গায় মালিক, ম্যানেজার,

বারম্যান, কুক, ক্রুপিয়ের, ওয়েটার, স্টুয়ার্ড, ফেরারি খুনি মার্টি শুলবার্গের ফোটো তাদের সবাইকে দেখাল তারা এমনকি ও এস এস সংগঠনকে বাইরে থেকে সমর্থন করে প্যারির এমন অনেক সাধারণ নাগরিককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ নিয়ে এল থানায়। তাদের ঘরবাড়িতে ঢুকে খানাতল্লাশি করল। সন্দেহবাজন মার্টি শুলবার্গের সঙ্গে চেহারার মিল আছে বলে প্রায় পঁচাত্তরজন বিদেশী যুবককে থানায় ধরে নিয়ে আসা হল, আবার প্রমাণের অভাবে পরে মাপ চেয়ে তাদের ছেড়েও দেয়া হল। পথেঘাটে, ট্যাক্সি আর বাস থামিয়ে বিভিন্ন বয়সের লাখ লাখ লোককে জেরা করা হল। কলকারখানা আর নাইট ডিউটি দিয়ে ভোরবেলা বাড়ি ফেরার মুখে প্রচুর সাংবাদিক আর কলকারখানার কর্মিদের থামিয়ে জেরা করল পুলিশ। লালবাড়ির এলাকা পিগালও, এখানে যেসব বেশ্যা থাকে তাদের খদ্দেরদের সবার নাম ঠিকানা লেখা হতে লাগল, হানা দেয়া হল বদমায়েস গুণ্ডা চোর ছ্যাঁচোরদের ডেরাতেও, এসব কাজ পুলিশের তরফে করতে লাগল প্যারির পাতালপুরীর দুর্ধর্ষ বাহিনী উনিওঁ কর্স, শৃগালের আসল পরিচয় জানা সত্ত্বেও কেউ চেপে গেলে উনিওঁ কর্স তাকে বা তাদের দেখে নেবে একথা পাতালপুরীর ব্রাত্য সমাজের মানুষদের বেশি করে বোঝাতে লাগল। কর্মরত গোয়েন্দা থেকে শুরু করে সাদা পোষাকের সেপাই, সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিক আর পাতালপুরীর হাজার পঞ্চাশেক সদস্য মিলে শৃগালকে ধরার বা কবজা করার খেলায় নেমেছে। পথেঘাটে কাউকে সন্দেহ হলেই তার মুখ খুঁটিয়ে দেখছে এরা। এর ফলে আইনের রক্ষক ও পাতালপুরীর বাসিন্দা, সবার নামেই বদনাম। রটাচ্ছে কারণ শান্ত সাধারণ মুখের অধিকারীদের যখন তখন ধরে দুটো ধমক দিয়ে টাকাকড়ি আদায় করার একটা সহজ পথ খুলে গেছে এর ফলে, পাশাপাশি বিদেশী পর্যটকদের নিয়ে যারা সারা বছর ব্যবসা করে, শৃগাল সম্পর্কে তাদেরও হুঁশিয়ার করা হয়েছে। দেশের সর্বত্র ঐ এলো শৃগাল, হুঁশিয়ার গোছের একটা ভাব যে এর দরুন তৈরি হয়েছে কাগজ পড়ে আর টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখে তা জানতে তার বাকি নেই। বলতে কি গোটা দেশটাকে সে একা ভয় দেখিয়ে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে, এই ভেবে তার মন দারুণ খুশি এককথায় ব্যাপারটা যথেষ্ট উপভোগ করছে শৃগাল।

* * *

২৪শে অগাস্ট শনিবার। হাতে কাজের তেমন চাপ নেই তার ওপর শৃগালকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছেন তাই সপ্তাহের শেষের কাজের দিনটিতে আরও অনেকের মত দুপুর নাগাদ বাড়ি ফিরেছেন লেবেল, বাইরের জামাকাপড় পাল্টে কিছুক্ষণ গিন্নির পাশে শুয়ে তাঁকে আদর করেছেন, তারপরে ঘড়ি ধরে আধঘন্টা ঘুমিয়েও নিয়েছেন। ঘুম থেকে উঠে দেখেছেন গিন্নি অর্থাৎ অঁরিএত্ তখনও দিব্যি নাক ডাকাচ্ছেন। তাকে না জাগিয়ে পকেট ট্রানজিস্টর রেডিওটা নিয়ে লেবেল চলে এসেছেন বাড়ির পেছনদিকের ছোট একফালি বাগানে, কোদাল নিয়ে একমনে মাটি কোপাচ্ছেন। রেডিওর খবর শুনতে শুনতে অনেকটা মাটি তাঁর কোপানো হয়ে গেছে, একসময় মেয়ের গলা শুনে তিনি কোদাল নামালেন। মেয়ে নিনা বলল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি মঁশিয়ে রজার ফ্রে গাড়ি পাঠিয়েছেন, তাঁর গাড়ির ড্রাইভার বলছে কি নাকি দরকার।

আবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি! কোদাল রেখে গেঞ্জি আর তালিমারা ট্রাউজার্সের রাজবেশ পরেই বাগান থেকে বেরিয়ে গেটের সামনে এলেন লেবেল, দেখলেন সত্যিই গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর চেনা কালো রঙের শেভ্রলে। তাঁকে দেখতে পেয়ে ড্রাইভার বেরিয়ে এল দরজা খুলে, কপালে হাত ঠেকিয়ে আলতো সেলাম ঠুকে জানাল, মঁশিয়ে ফ্রে বিশেষ দরকারে গাড়ি পাঠিয়েছেন, এক্ষুণি না গেলেই নয়। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন লেবেল, কোদালটা আবর্জনার ঘরে আগের মত ঢুকিয়ে বাথরুমে ঢুকে হাত মুখ ভাল করে ধুয়ে নিলেন, বেরিয়ে আসতে দেখেন মা আর মেয়ে তাঁর বিকেলের কফির পট নিয়ে তৈরি।

হপ্তার শেষের দুটো দিন একটু জিরোব, তারও উপায় নেই, যেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির ওপরে দারুণ বিরক্ত হয়েছেন এমনইভাবে বললেন লেবেল, 'বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য আবার গাড়ি পাঠানো হয়েছে!' বলতে বলতে আড়চোখে একবার গিন্নির মুখের দিকে তাকালেন, তারপরে পট থেকে পেল্লায় কাপে নিজের জন্য গরম কফি ঢেলে দুধ চিনি মেশাতে লাগলেন।

'এক কাজ করো', নাক কুঁচকে বললেন অঁরিএত্, 'বাড়িতে না এসে এখন থেকে দিনরাত তুমি বরং তোমার দপ্তরেই কাটাতে শুরু করো।' একটু থেমে দম নিয়ে বললেন, 'ছেলেটার যা ভাবগতিক দেখছি তাতে

ওকে লেখাপড়া শেখানোর কোনও মানে হয়না। তুমি বাপু আজই ইসকুল থেকে ওর নাম কাটিয়ে নিয়ে এসো, তারপরে ভর্তি করে দাও তোমার পুলিশ নয়ত ফৌজী পাঠশালায়। মেয়েকে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি গাঁয়ের বাড়িতে আমার মায়ের কাছে, আসছে বছর মেয়েকে কোনও কনভেন্টে ভর্তি করে দেব, ও ওখানে থেকে গির্জার সন্ন্যিসিনি হবে।'

'ওফঃ!' প্রচণ্ড বিরক্তির আওয়াজ করলেন লেবেল কাজে বেরোব আর ঠিক তখনই শুরু হল প্যানপ্যানানি, ঘ্যানঘ্যানানি। 'দেখছো মঁশিয়ে ফ্রে নিজের গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন, তারপরে ও....। নাঃ, অঁরিএত, এত সেপাইকে শিখিয়ে পড়িয়ে দারোগা বানিয়ে ছাড়লাম কিন্তু তোমায় আর মানুষ করতে পারলাম না। তুমি আর সিধে হলে না, যেমন ছিলে তেমনই গেঁয়ো পেত্নিই রয়ে গেলে।' গরম কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে তোয়ালেতে ঠোঁট আর গোঁফ মুছে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন লেবেল।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির মুখোমুখি হয়ে চমকে উঠলেন লেবেল, রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্যগলের ডানহাত বলে ফ্রান্সের মানুষ যাকে মানে সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ মঁশিয়ে রজার ফ্রে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় অর্ধেক হয়ে গেছেন, অথচ মাত্র গতকালই তো লেবেল তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন তখন ও তো তাঁর চেহারা এত খারাপ ছিলনা।

'পেলাম না লোকটাকে', কমিশার লেবেল মুখোমুখি চেয়ারে বসার পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি, 'সেই লোকটা মানে শৃগাল যেন বাতারাতি অদৃশ্য হয়ে গেছে। ও এস এস-এর লোকেরা ওর সম্পর্কে কিছুই জানেনা, আর উনি ওঁ কর্স-এর ছোট বড় সর্দারদের ধারণা শৃগাল এ শহর ছেড়ে চলে গেছে।'

'না মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি', দু'চারবার চোখ পিটপিট করে লেবেল বললেন, 'আমি নিজে তা মনে করিনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই শহরেই সে লুকিয়ে আছে। যাক, আগামীকালের জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে একবার বলবেন?'

'রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আজ সকালেই দেখা করেছিলাম।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বললেন, 'কিন্তু উনি কি ধাঁচের লোক তা তো আপনার অজানা নয় কমিশার লেবেল। তাঁর জীবননাশের সম্ভাবনার কথাকে আদৌ পাত্তা দিলেন না। সবশেষে বললেন, অন্যান্য বছরে এই তারিখটিতে যা যা করেন তার একটিও যেন আগামীকাল বাদ না পড়ে। কাল সকাল দশটা মঁশিয়ে লা প্রিসিদাঁ আর্গ দ্য ত্রায়াম্ফের নীচে অনির্বাণ প্রদীপে অগ্নিসংযোগ করবেন, সেখান থেকে যাবেন নতরদাম গির্জায়। সেখানে সমবেত প্রার্থনায় যোগ দেবার পরে বেলা সাড়ে বারোটায় শহীদ স্মারকে সংক্ষিপ্ত ভাষণ, সেখান থেকে প্রাসাদে ফিরে লাঞ্চ, তারপরে বিশ্রাম। বিকেলে প্যারির প্রতিরোধে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিল এমন দশজনকে পদক দেবেন নিজে হাতে, এদের মধ্যে ফৌজি ও বেসামরিক দুই স্তরের লোকই আছে, এই অনুষ্ঠানের সময় বিকেল চারটে। এটাই হবে অগামীকাল রাষ্ট্রপতির শেষ অনুষ্ঠান।

'নিরাপত্তার বিশেষ কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?'

'রাষ্ট্রপতির চারপাশে এক সুদৃঢ় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হবে আগামীকাল সকালেই যাতে বাইরের লোকেরা তাঁর ধারেকাছে ঘেঁষতে না পারে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বললেন, 'সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি যেসব জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাষণ দেবেন বা পদক বিতরণ করবেন দেখা গেছে সেসব জায়গায় অনেকগুলো হাইরাইজ অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হয়েছে। এইসব বহুতল বাড়ির প্রত্যেকটি তলায় এমনকি ছাদেও ছড়িয়ে আছে সাদা পোষাকের পুলিশেরা। এছাড়া আগামীকাল সকালে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে সশস্ত্র কমাণ্ডোরা। পুলিশ বাহিনীকে আগামীকাল বিশেষ ব্যাজ দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, সে ব্যাজ যখন তখন অফিসারেরা পরীক্ষা করতে পারবেনা। ব্যাজ দেখাতে না পারলে যেকোন পুলিশকর্মিকে তক্ষুণি চাকরি থেকে সাসপেণ্ড করা যাবে। হত্যাকারী যাতে আগামীকাল পুলিশের ছদ্মবেশে রাষ্ট্রপতির ধারেকাছে আসতে না পারে তাই এই ব্যবস্থা। রাষ্ট্রপতি আগামীকাল যে গাড়িতে চড়বেন তার সবকটি জানালায় বুলেট প্রুফ কাচ লাগানো হয়েছে। কিন্তু পাছে রাষ্ট্রপতি রেগে যান তাই এটা তাঁকে জানানো হয়নি। ওঁর গাড়ির চালককে অন্যান্য দিনের তুলনায় আগামীকাল একটু বেশি জোরে গাড়ি চালানোর নির্দেশও দেয়া হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রধান মঁশিয়ে দুক্রে কিছু বাছাইকরা লম্বা অফিসার জোগাড় করেছেন এঁরা রাষ্ট্রপতির গায়ে গায়ে সবসময় লেপটে থাকবেন। এছাড়া ওঁর দুশো মিটারের ভেতরে কাউকেই আসতে দেয়া হবেনা এটাই আগামীকালের নিরাপত্তা ব্যবস্থার শেষ অঙ্গ।'

'সাংবাদিকদের সম্পর্কে কিছু ভাবেননি?' হঠাৎ সম্ভাবনার কথা মনে হতে বললেন লেবেল।

'তাও কথা হয়েছে কমিশার' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বললেন, 'আগে থাকতে কিছু না জানিয়ে আগামীকাল সকালে প্রেসের পাসগুলো বদলে দেয়া হবে।'

'যতদূর সম্ভব সবরকম ব্যবস্থাই তো নেয়া হয়েছে' লেবেল বললেন, 'এবার তাহলে বলুন আমায় ডেকে পাঠালেন কেন?'

'কারণ একটাই', স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এতসব ব্যবস্থা নেবার পরেও আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছিনা। কমিশার লেবেল', হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পড়ে তাঁর হাতদুটো ধরে মিনতিমাখানো গলায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি বললেন, 'আপনাকে এই গুরুদায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া যে আমার উচিত হয়নি তা এখন বেশ বুঝতে পারছি। আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করছি, আগামীকালের দিনটুকু শৃগালের হাত থেকে রাষ্ট্রপতিকে বাঁচিয়ে দিন।'

'বেশ কথা দিচ্ছি, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব', আবেগভরা গলায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিকে প্রতিশ্রুতি দিলেন লেবেল।

* * *

পরদিন ২৫শে অগাস্ট। রবিবার সকাল থেকে পুলিশ ও নিরাপত্তা রক্ষিদের কার্যসূচিতে কোনরকম অদলবদল হলনা, ঘটলনা কোনও অভাবিত ঘটনা।

এখন বিকেল, আর কিছুক্ষণ পরে চারটে বাজলেই শুরু হবে রাষ্ট্রপতির পদক বিতরণ অনুষ্ঠান। গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর লুসিয়েঁ কারোঁকে সঙ্গে নিয়ে কমিশার ক্লদ লেবেল দেখলেন নিরাপত্তা বেষ্টনী ১৩২ নম্বর বাড়ির দেয়ালে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে সাবমেশিনগান হাতে দাঁড়িয়ে তাঁরই দপ্তরের এক সেপাই। তাঁদের দেখে সেপাইটি নিয়মমাফিক স্যালুট করার পরেও লেবেল আর কারোঁ নিজেদের কার্ড বাড়িয়ে দিলেন। সংক্ষেপে একবার চোখ বুলিয়ে সেপাইটি কার্ডদুটো ফেরত দিয়ে দিল। 'ক'টা থেকে এখানে আছো?' সেপাইটিকে প্রশ্ন করলেন লেবেল। 'সকাল বারোটা থেকে, কমিশার।'

'এদিক দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছো?'

'সারা সকাল একজনকেও নয়, কমিশার' সেপাই বলল 'তবে খানিক আগে এক বুড়ো এসেছিল লোকটার একটা পা নেই। কাগজপত্র দেখে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।'

'পা নেই তো লোকটা হাঁটছিল কি করে?

'ক্রাচে ভর দিয়ে, কমিশার', সেপাই বলল, 'ওর বগলে একটা ক্রাচ ছিল।'

'ক্রাচ?' উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠলেন লেবেল, 'কিসের তৈরি। কাঠের?' 'না, কমিশার, সেপাই বলল, ধাতুর ক্রাচ, সম্ভবত অ্যালুমিনিয়ামের।' 'লোকটার কাগজে ঠিকানা কি লেখা ছিল?'

'১৫৪ নম্বর রু দ্য রেন, কমিশার' সেপাই বলল 'বুড়ো বলল যুদ্ধে একটা পা বাদ যাবার পরে ও ঐ বাড়ির কেয়ারটেকারের কাজ করে।' 'কর্পোরাল রেনে', সেপাই-এর চোখের দিকে তাকালেন লেবেল, 'আন্দাজ কতক্ষণ আগে ঐ বুড়ো পঙ্গু লোকটাকে তুমি যেতে দেখেছো?'

'তখন হাতঘড়ির দিকে তাকাইনি কমিশার', সেপাই বলল, 'তবে কম করে মিনিট পনেরো আগে তো বটেই।'

অশেষ ধন্যবাদ, কর্পোরাল রেনে,' বলে সহকারীর দিকে তাকালেন লেবেল, হাসি হাসি গলায় বললেন, আমি নিশ্চিত লুসিয়ে এ সেই লোক না হয়েই যায়না। চলো, জলদি এগোনো যাক। সহকারী কারোঁকে নিয়ে লেবেল দ্রুতপায়ে এসে হাজির হলেন রু দ্য রেন-এর ১৫৪ নম্বর বহুতল বাড়ির সামনে। বিশাল হল ঘরের প্রথমে কাউকে চোখে পড়ল না। এমন সময় ওপরে ওঠার সিঁড়ির পাশে মেথরাণির ঘর দেখে থামলেন লেবেল। তাঁর হুকুমে কারোঁ দু'বার জোরে ধাক্কা দেবার পরেও দরজা ভেতর থেকে যেমন ছিল তেমনই বন্ধ রড রইল, লেবেলের তর সইছেনা, এক ঘুষি মেরে তিনি দরজায় ধূসর কাচ দিলেন ভেঙ্গে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি নামাতেই দরজা গেল খুলে। ভেতরে ঢুকে দু'জনেই দেখলেন মেথরাণি পড়ে আছে মেঝেতে। তার দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা এইমুহূর্তে তার জ্ঞান নেই। মেয়েটিকে মেঝেতে শুইয়ে

রেখে কারোঁকে সঙ্গে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন লেবেল, পা চালিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন ওপরে।

বাড়ির সাততলার একটা বিশাল ঘরে খোলা জানালার কিছু তফাতে বসে একটা আধবুড়ো লোক, এইমুহূর্তে যার দু'টি পাই আস্থ রয়েছে। ব্রাসেলসে মঁশিয়ে গুসেনের তৈরি মারাত্মক সেই রাইফেলের একটা গুলি এরই মাঝে লক্ষভ্রষ্ট হয়েছে, যার নিশানা কখনও ফসকায়না সেই শৃগালের ছোঁড়া প্রথম গুলিটি খোলা জানালার ওপারে পদক প্রদান রত রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্যগলের মাথায় লাগেনি। না লাগলেও নিরাশ হলনা শৃগাল। দ্বিতীয় গুলিটা ভরে নিল রাইফেলের ব্রিচে।

কারোঁকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সাততলায় উঠে এলেন লেবেল, দেখেন সামনে দরজা দুটোই বন্ধ কোনটা খুলবেন ভাবছেন এমন সময় একটা দরজার ভেতর থেকে আওয়াজ ভেসে এল 'ফট'। বুলেটের আওয়াজ শুনে লেবেলের কান তৈরি হয়ে গেছে, তাঁর ইশারায় ইন্সপেক্টর কারোঁ সেই বন্ধ দরজার মুখে গুলি ছুঁড়লেন সাবমেশিনগান থেকে। গুলির চোটে গা-তালা ভেঙ্গেচুরে গেল। দরজার একটা পাল্লা খসে পড়ে গেল একপাশে। ভেতরে চোখ পড়তে লেবেল দেখলেন জানালার কিছু তফাতে বসা রাইফেল হাতে এক আধবুড়ো লোক, ছুটে এসে ক্লদ লেবেল দাঁড়ালেন তার সামনে প্রচণ্ড উত্তেজনায় তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটি শব্দ, শৃগাল!

নিজের ছদ্মনাম কানে যেতে বুড়ো মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তারও মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা শব্দ— 'লেবেল তুমিই লেবেল!' পরমুহূর্তে হাতে ধরা রাইফেলের নল সে ঘুরিয়ে ধরল তাঁর দিকে, কিন্তু তার আগেই ইন্সপেক্টর কারোঁর সাবমেশিনগান চলে এসেছে লেবেলের হাতের মুঠোয়, বুড়ো রাইফেলে গুলি ভরে ব্রিচ এঁটে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার কলজে তাক করে চাপ দিলেন ট্রিগারে। বুড়োর ছদ্মবেশধারী শৃগালের দেহটা এক ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠে গেল অনেকটা ওপরে। শূন্যে প্রায় ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে পড়ল সোফার কোণে, আর উঠলনা।

খানিকবাদে সন্ধ্যের পরে প্যারি থেকে কমিশার ক্লদ লেবেলের টেলিফোনে খবর পেয়ে লণ্ডন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্রায়ান টমাস জানতে পারলেন রাষ্ট্রপতি দ্যগল যখন পদক বিতরণ করছিলেন ঠিক সেইসময় কাছেই এক বহুতল বাড়ির সাততলা থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় শৃগাল, কিন্তু সে গুলি রাষ্ট্রপতির গায়ে লাগেনি। তারপরেই কমিশার ক্লদ লেবেলের সাবমেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় শৃগালের দেহ।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ইন্সপেক্টর ক্লডিয়াসকে ডেকে পাঠালেন টমাস। ক্লডিয়াস তাঁর ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে টমাস বললেন, 'আপদ গেছে, শৃগাল লেবেলের গুলি খেয়ে মরেছে, এবারে তুমি তাহলে ক্যালথর্পকে ছেড়ে দিতে পারো।'

২৬শে অগাস্ট ছিল রবিবার। ঐদিন প্যারি পুলিশের পক্ষ থেকে একটি বেওয়ারিস মৃতদেহ শহরের বাইরে এক কবরখানায় বিনা আড়ম্বরে সমাধিস্থ করা হল। মৃতদেহটি বেওয়ারিশ তাই তার কবরের ওপরে নাম লেখা কোনও ফলক লাগানো হলনা, ডেথ সার্টিফিকেটে উল্লেখ করা হল আগের দিন ১৯৬৩ সালের ২৫শে অগাস্ট প্যারি শহরের বাইরে নাম গোত্রহীন এই লোকটি গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি ছিলেন আর ছিলেন একজন রেজিস্ট্রার একজন পাদরি আর দু'জন কবর খোঁড়া মজুর, মৃতদেহ সমাধিস্থ করার অনুষ্ঠানটি পুলিশের সেই প্রতিনিধিটি গোড়া থেকে খুব আগ্রহ সহকারে দেখে গেলেন বাকি যারা ছিলেন তারা সবাই এমন ভাব দেখালেন যেন এটা এক নিত্য নৈমিত্তিক সাধারণ ব্যাপার। একটি নামী সংবাদপত্র গোষ্ঠীর এক প্রতিনিধিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কবর দেবার অনুষ্ঠান শেষ হলে তিনি এসে দাঁড়ালেন পুলিশের সেই প্রতিনিধির সামনে তাঁর নাম জানতে চাইলেন। কিন্তু আকারে খুবই ছোটখাটো চেহারার পুলিশ অফিসারটি সেই রিপোর্টারকে জানালেন তিনি তাঁর পরিচয় জানাতে রাজী নন। কেন, তা কেউ জানে না। কবরখানা থেকে হাঁটতে হাঁটতে তিনি নিজের বাড়িতে তাঁর স্ত্রী আর ছেলে মেয়ের কাছে ফিরে গেলেন।

দি শেফার্ড

কন্ট্রোল টাওয়ার টেক-অফের জন্য ছাড়পত্র দেয়নি আমাকে তখনও। অপেক্ষা করতে হচ্ছে। অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আমার চোখের সামনে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ককপিট শামিয়ানা। মুহূর্তের জন্য সেই পথে বাইরে জার্মান গ্রামাঞ্চলের দিকে তাকালাম। ডিসেম্বরের জ্যোৎস্নার আলোর নিচে ঢেউ খেলানো শ্বেতশুভ্র চাদরের মতো দেখাচ্ছিল।

আমার পিছনে রয়্যাল এয়ারফোর্সে বেস বেড়া দিয়ে ঘেরা। টেক-অফের লাইন বরাবর আমার ছোট্ট ফাইটার বিমানটা যখন হেলতে-দুলতে চলছিল, আমি তখন খামার জমি তুষারে ঢাকা পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। পাইন গাছের সারি পর্যন্ত বিস্তারিত। জ্যোৎস্নার আলোয় দু'মাইল দূরত্ব পর্যন্ত জায়গাটা এত স্বচ্ছ ছিলো যে, গাছগুলোর আকৃতি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই দেখতে পাচ্ছিলাম।

হেডফোনে কন্ট্রোলারের কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে আবার চোখের সামনে রানওয়ে দেখতে পেলাম। পাথরের নুড়ি বিছানো পথ, আলকাতরা মাখানো বলে মসৃণ চকচকে দেখাচ্ছিল। রানওয়ের দু'পাশে উজ্জ্বল আলোর জোড়া সারি, যন্ত্র দিয়ে পথের ওপর থেকে তুষার অপসৃত, তাতে আরও বেশী চকচক করছিল। আলোগুলোর পিছনে সকালের তুষারের স্তূপগুলো ডাঁই করা রয়েছে, সেগুলো এখন বরফের চেয়েও অনেক বেশী কঠিন হয়ে উঠেছে। আমার ডানদিকে বেশ খানিকটা দূরত্বের ব্যবধানে একটা জ্বলজ্বলে মোমবাতির মতো এক পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এয়ারফিল্ড টাওয়ার, চমৎকার হ্যাঙ্গারগুলোর মাঝখানে শীতের পোশাকে ঢাকা বিমানকর্মীরা রাতের মতো স্টেশন বন্ধ করতে ব্যস্ত তখনও।

ওদিকে কন্ট্রোল টাওয়ারের ভেতরে কি ঘটছে আমি জানি। সেখানে ঠাণ্ডার বালাই নেই, কাচের ঘেরাটোপের মধ্যে উষ্ণ আবহাওয়ায় বেশ আনন্দে আছে। আমার ফাইটার বিমানটা আকাশে ওড়া পর্যন্ত বিমান-কর্মীরা অপেক্ষা করে থাকবে। আমার চলে যাবার পর তারা বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া মাত্র অপেক্ষারত গাড়িতে লাফিয়ে উঠবে। তারপর মেসে ফিরে গিয়ে রাতের পার্টিতে যোগ দেবে। আমার চলে যাওয়ার মিনিট কয়েকের মধ্যেই আলোগুলো নিভে যাবে, কেবল গাদাগাদি করে বিমান ঠাসা হ্যাঙ্গারগুলোর সামনে আলোগুলো জ্বলতে থাকবে, কিন্তু রাতের বিরুদ্ধে সংকেত দেবার জন্যে এ যেন এক পূর্বাভাস। আর এভাবেই ফাইটার বিমানগুলো স্থির হয়ে থাকা তৈলবাহী ট্রাকগুলো এবং সবার উপরে একটি জ্বলজ্বলে স্টেশন লাইট, সাদা-কালো এয়ারফিল্ডের ওপর চমৎকার লাল আলোটা, উন্মুক্ত আকাশের নিজে তারবার্তায় ব্যবহৃত স্টেশন সিলির সংক্ষিপ্ত নামটা পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা সম্ভব হবে। আজ রাতটা নিশ্চিন্তে কাটানো যাবে, কোনো চালক আকাশে চক্কর দিতে গিয়ে নিচের দিকে তাকাবে না, তাদের আচরণের ওপর নজর রাখতে হবে না। কারণ আজ রাতটা হচ্ছে 'খৃষ্টমাস ইভ।'

১৯৫৭ সালের খৃষ্টমাস ইভ। আমি তখন একজন তরুণ পাইলট, বাড়িতে ব্লাইটির কাছে যেতে চাইছি তার খৃষ্টমাস ছুটির জন্য।

আমার তখন খুবই তাড়া ছিলো। আমার ঘড়িতে তখন সোয়া দশটা। 'ককপিটের' ভেতরটা বেশ উষ্ণ ও আরামদায়ক। আমার পরনে ছিলো রেশমি গুটির পোশাক, বাইরের বরফজমা ঠাণ্ডার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর পক্ষে এ হল মোক্ষম পোশাক। তা না হলে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বাইরে রাতের শীতের প্রচণ্ডতা সহ্য হতো না, এতক্ষণে শরীরের সমস্ত রক্ত বরফের মতো ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হতো তাতে। ঘন্টায় দুশো মাইল আকাশ পথে উড়তে গিয়ে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা না

নিয়ে এর বাইরে থাকলে তার এই পরিণতি ছাড়া অন্য কিছু আশা করা যায় না।

'চার্লি ডেল্টা.......'

কন্ট্রোলারের কণ্ঠস্বর আমার ভাবাচ্ছন্নতা থেকে জাগিয়ে তুললো। হেডফোনে তার কণ্ঠস্বর এতো কাছ থেকে শোনালো যেন মনে হলে, সে যেন এই ছোট ককপিটে আমার পাশে বসে কথা বলছে আমার কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে। মনে হলো, একটা কি দুটো বোতল ইতিমধ্যেই গলাধঃকরণ করে ফেলেছে সে। এটা কঠোর ভাবে নিয়ম বিরুদ্ধ, কিন্তু তাতে হয়েছেই বা কি? আজ যে খৃষ্টমাস ইভ।

'চার্লি ডেল্টা.....কন্ট্রোল,' প্রত্যুত্তরে, আমি বললাম।

'চার্লি ডেল্টা, লাইন ক্লিয়ার। এখন তুমি আকাশে উড়তে পারো,' বললো সে।

এবার উত্তর দেবার কোনো যুক্তি আমি দেখতে পেলাম না। আমি কেবল বাঁ-হাত দিয়ে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম রানওয়ের প্রধান লাইন ধরে। আমার পিছনে গোবলিন ইঞ্জিনের যান্ত্রিক আওয়াজটা প্রথমে মৃদু এবং পরে সেটা উচ্চগ্রামে বাড়তে থাকে, যা কিনা প্রথমে কান্নার মতো এবং পরে আর্তনাদের মতো শোনালো। চ্যাপটা-নাকের ফাইটার ঘুরপাক খেলো, রানওয়ের দুদিকের আলোগুলো দ্রুত ছুটে গেলো আমার পাশ দিয়ে, সেগুলো সম্পূর্ণভাবে অস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ঝিলিক দিতে থাকে। এক সময় ফাইটারটা কেমন হাল্কা হয়ে গেলো পাখীদের মতো, আংশিকভাবে নাক উঁচু করে নাক বরাবর চাকাটা রানওয়ের সঙ্গে স্পর্শজনিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ডানা মেলে উড়ে যেতে থাকলো আকাশে, এবং সঙ্গে সঙ্গে গুড়্‌গুড় যান্ত্রিক আওয়াজটা সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেলো বাতাসে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই প্রধান চাকাটাও ফাইটার তার পেটে সিঁধিয়ে নিলো, সেই সঙ্গে ঢাকের ওপর চাঁটি পড়ার নরম সুরেলা আওয়াজটাও মিলিয়ে গেলো নিমেষে। আমি তাকে নিচে ডেকের ওপরে আটকে রাখলাম। এয়ার-স্পীড নির্দেশকটার বলে দিচ্ছিল ঘন্টায় ১২০ মাইল বেগে ছুটছে আমার ফাইটার। এবং এখন তার ১৫০-এর দিকে লক্ষ্য। রানওয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে আমার পায়ের তলায় শোঁ শোঁ শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে, আস্তে করে ভ্যাম্পায়ারটাকে বাঁদিকে ঘোরালাম, এবং তা করতেই আণ্ডারক্যারেজ লিভারই আগের চেয়ে অনেক বেশী সহজ হয়ে গেলো।

নিচে আমার পিছন থেকে বিমানের পেটে চাকাগুলোর প্রবেশের টুন-টান শব্দ শুনতে পেলাম। এবং অনুভব করলাম, অ্যাণ্ডারক্যারেজটা নিরুদ্দেশ হওয়া মাত্র ফাইটার এগিয়ে চললো দ্রুতগতিতে। আমার সামনে বিমানের তিনটি চাকার বাহক তিনটি আলোই নিভে গেছে। আমার পরবর্তী কাজ হলো ফাইটারকে আকাশমুখী করা এবং তাই করলাম। সেই সঙ্গে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে রেডিওর বোতাম টিপলাম।

'শোনো চার্লি ডেল্টা, এয়ারফিল্ড পরিষ্কার। চাকাগুলো তুলে য়ে লক্ করে দেওয়া হয়েছে।' আমার অক্সিজেন মুখোসের ভেতর থেকেই খবরটা দিলাম।

'চার্লি ডেল্টা, ওভার টু চ্যানেল 'ডি', বললো কন্ট্রোলার। তারপর চ্যানেল পরিবর্তন করার আগেই সে আরো বললো, 'হ্যাপি খৃষ্টমাস।'

রেডিও ব্যবস্থাপনায় অবশ্যই এই শুভেচ্ছা বিনিময় নিয়মবিরুদ্ধ। আমার বয়স তখন খুবই কম। এবং নিজের বিবেক সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও উত্তরে বললাম, 'ধন্যবাদ টাওয়ার, অনুরূপভাবে তোমাকেও।' তারপর আমি স্যুইচ ঘুরিয়ে RAF-এর উত্তর জার্মানি এয়ার কন্ট্রোল ফ্রিক্যুয়েন্সিতে টুন করলাম।

নিচে আমার ডান উরুতে ম্যাপটা বাঁধা ছিল, নীল কালিতে আমার নির্দেশ লেখা ছিলো। কিন্তু আমার সেটার প্রয়োজন নেই। অন্তর থেকে বিস্তারিত সব কিছুই আমি জানি। নেভীতে থাকার সময় নেভিগেশন অফিসারের সঙ্গে এই লাইনেই কাজ করে এসেছিলাম। ২৬৫ ডিগ্রীতে সেলি এয়ারফিল্ডের মাথার ওপর দিয়ে চক্কর দিতে দিতে ২৭,০০০ ফুট উঁচুতে আকাশে উঠতে থাকি। ওই উচ্চতায় উঠে মোটামুটি পথ ঠিক রেখে চলতে থাকি ৪৮৫ মাইল গতিতে। পথ নির্দেশের কথা বেশ ভালোই জানা ছিলো আমার। চ্যানেল 'ডি'-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে, তুমি যে তাদের এয়ারস্পেসে প্রবেশ করেছো তা জানাবার জন্যে। তারপর বিভল্যান্ডের উত্তর ডাচ উপকূল দিয়ে সোজা উত্তর সাগরে ছুটে যাবে। আকাশে চুয়াল্লিশ মিনিট ওড়বার পরে রেডিওর স্যুইচ চ্যানেল 'এফ'-এতে বদল করবে. এবং লেকেনহীথ কন্ট্রোলকে ডেকে বলবে, তারা যেন পথ দেখায় তোমাকে। চোদ্দ

মিনিট পরে তুমি লেকেনহীথ কন্ট্রোল টাওয়ারের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে। তারপর তাদের নির্দেশ অনুসরণ করবে, তারা তোমাকে রেডিও-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিচে নামাবে। কোনো সমস্যা নেই, এ সবই রুটিন মাফিক কাজ চালানোর ব্যবস্থা। মাটিতে অবতরণ সহ আকাশে উড়ানের সময় বাঁধা আছে ছেষট্টি মিনিট। আশি মিনিট আকাশে ওড়ার মতো যথেষ্ট তেল আছে তোমার ভ্যাম্পায়ার ফাইটারে।

সেলি এয়ারফিল্ডের ওপরে ৫০০০ ফুট উঁচুতে দুলতে দুলতে আমি সোজা হয়ে বসে আমার কমপাসের কাঁটার প্রতি নজর রাখতে গিয়ে দেখি, সেটা বেশ ভালো ভাবেই ২৬৫ ডিগ্রীতে অবস্থান করছে। ভ্যাম্পায়ারের নাকটা উঁচিয়ে রয়েছে। ধনুকের মতো রাতের আকাশে নীল রঙটা এখন উধাও, যেন কালো মলিন দেখাচ্ছে, এবং হিমায়িত রক্ত বরফে পরিণত হওয়ার মতো অবস্থা। ভ্যাম্পায়ারের নাকটা এখন সেদিকে উঁচিয়েই এগিয়ে চলেছে। আকাশ-ভরা তারাগুলো এতই উজ্জ্বল যে, অক্ষিগোলকের সামনে শ্বেতবস্ত্র-অগ্নিশিখার মতো কেঁপে কেঁপে জ্বলছিল। নীচে উত্তর জার্মানির সাদা-কালো মানচিত্রটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছিল। সারিবদ্ধ পাইন গাছের ঘন অন্ধকারের ছায়া সুদুর বিস্তারত শিউলি ফুলের মতো সাদা জ্যোৎস্নার আলোয় মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছলো। এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একটা গ্রাম কিংবা ছোট টাউনের আলোগুলো জ্বলজ্বল করছিল। সেখানে আলোয় আলোকিত রাস্তায় ক্যারল গায়করা বেরিয়ে পড়বে। চিরশ্যামল লতা-গুল্মবৃত দরজায় দরজায় নক্ করবে "নীরব নিশুতি রাতের" গানটি গাইবার জন্যে। এবং চ্যারিটির জন্য অর্থ সংগ্রহ করবে। ওয়েস্টফেলিয়ান গৃহবধূরা শূকর ও হাসের মাংস রান্না করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

আমার কাছ থেকে চারশো মাইল দুরের চিত্রও ঠিক এরকমই হবে। ক্যারল আমার নিজস্ব ভাষা, কিন্তু অনেক সুরই এক। আর সেটা কোনো বোকা লোকের নয়, তুরস্কীয় কারোর হবে। কিন্তু এটাকে আপনি খৃষ্টমাস নাকি অন্য কিছু বলবেন জানি না, তবে সারা খৃষ্টান জগতে ওই একটাই কথা, খৃষ্টমাস। আর এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়াই ভালো।

ল্যাকেনহীথ থেকে আমি জানতে পারলাম, মাঝরাত্রে লণ্ডন থেকে আমি লিবার্টি বাসে লিফ্‌ট পেতে পারি। আর আমার বিশ্বাস, লণ্ডন থেকে কেন্টে আমার অবিভাবকের বাড়িতে যাওয়ার জন্য কোনো না কোনো একটা লিফ্‌ট অবশ্যই পেয়ে যেতে পারি। পরের দিন সকালে প্রাতঃরাশের সময় আমি আমার পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে খৃষ্টামাস উৎসব উদযাপন করতে পারবো। উচ্চতা মাপবার যন্ত্রটা বলে দিচ্ছিল, আমি এখন ২৭,০০০ ফুট উঁচুতে। বিমানের গতি তখন ঘন্টায় ৪৮৫ মাইল। ফাইটারকে ২৬৫ ডিগ্রীতে আবদ্ধ রাখলাম। নিচে অন্ধকারে হয়তো কোনো এক জায়গায় ডাচ সীমান্ত পেরিয়ে যাবো। তাতে কোনো সমস্যা হবে না, বায়ু-বাহিত হয়ে এক সময় আমি একুশ মিনিট বিমানে ছিলাম।

কোনো সমস্যা নয়, কথাটা ভাবতেই কিন্তু মিনিট দশেক পরে উত্তর সাগরে শুরু হলো সমস্যা। আর সেটা শুরু হলো এমনি শান্ত ভাবে যে, বিমূঢ় ভাবটা কেটে যাবার পরেই আমি উপলব্ধি করলাম, আমি একটা সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। বেশ কিছুক্ষণ আমি বুঝতেই পারিনি, কখন আমার কানে হেডফোনের মাধ্যমে আসা যান্ত্রিক হুম আওয়াজটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে এখন সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করেছ সেখানে। বাড়ি ফেরার চিন্তা, আমার পরিবারের সঙ্গে মিলনের তীব্র আকাঙ্খার ফলে আমি নিশ্চয়ই আমার কাজে যথাযথ ভাবে মনোনিবেশ করতে পারিনি। আমি আমার কম্পাসে পথের নির্দেশ চেক করার জন্যে যখন চকিতে একবার নিচের দিকে তাকাই, তখনই প্রথম ব্যাপারটা আমার নজরে পড়ে। আমার ফাইটারটা পাথরের মতো ২৬৫ ডিগ্রীতে অনড় থাকার পরিবর্তে কাঁটাটা অলস ভঙ্গিমায় ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরে চলেছে পূব থেকে পশ্চিমে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে।

আমার খুব রাগ হলো ওই কম্পাস আর এই যন্ত্রের ফিটারের ওপর। বিশেষ করে ফিটারের ওপর, তার উচিত ছিলো যন্ত্রটার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে শতকরা একশো ভাগই নিশ্চিত হওয়ার মতো করে সেটা পরীক্ষা করা। কম্পাসের এই ব্যর্থতা ছেলেখেলা নয়। তবুও সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ একটা বাড়তি কম্পাস ছিলো আমার কাছে। কিন্তু আমি যখন সেটার প্রতি নজর দিলাম, সেটার মধ্যেও একটা গোলমাল আছে বলে মনে হলো। কাঁটাটা এলোমেলো ভাবে দুলছিল। আপাত দৃষ্টিতে বিসদৃশ দেখালো, যা বিরল নয়। যাইহোক,

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমি ল্যাডেনহীথের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে পারি। তারা আমাকে প্রতি সেকেণ্ডে নিচে অবতরণ ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রিত প্রবেশে পথের নির্দেশ দিয়ে যেতে থাকবে। এই বিমান-ক্ষেত্র সুসজ্জিত, আবহাওয়া যতো খারপই হোক না কেন, পাইলট তার বিমানটিকে অক্ষত অবস্থায় ঠিকই ফিরিয়ে আনতে পারবে। র‍্যাডার স্ক্রীনে তার অগ্রগতি অনুসরণ করে তার টারম্যাকে নেমে আসার পথের ওপর হতে নজর রাখা হবে আমি তা বেশ ভাল করেই জানি। প্রতি সেকেণ্ডে এক গজ অন্তর অন্তর আকাশে ফাইটারের অবস্থানের চিত্র এঁকে ফেলা হবে নিচে কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে, বিমান যদি বিপথে চলে যায় সঙ্গে সঙ্গে তারা ব্যবস্থা নেবে। চকিতে আমি একবার আমার কব্জিঘড়ির দিকে তাকালামঃ। চৌতিরিশ মিনিট এয়ারবোর্ন। এখন আমি আমার রেডিও রেঞ্জের সীমার বাইরে ল্যাডেনহীথকে জাগিয়ে তোলার জন্যে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

তবে ল্যাডেনহীথকে চেষ্টা করে দেখার আগে সঠিক কাজ করার ধরন হবে আগে চ্যানেল 'ডি' তে খবর দেওয়া। তাই আমি তাদের আমার এই ছোট্ট সমস্যার কথা জানিয়ে দিতে উদ্যত হলাম, যাতে করে আমি যে কম্পাস ছাড়াই যে এগোচ্ছি এই মর্মে তাদের কাছে এই জরুরি বার্তাটা পাঠিয়ে দিতে পারে। খবর পাঠানো বোতামটা টিপলাম এবং তাদের সম্বোধন করে বলে উঠলামঃ

'সেলি, চর্লি ডেল্টা, সেলি চার্লি ডেল্টা, নর্থ বিডল্যাণ্ড কন্ট্রোল থেকে কথা বলছি........'

অপর দিক থেকে কোনো সাড়া-শব্দ নেই। ট্রান্সমিটার চালু রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই আমি রেডিও বন্ধ করে দিলাম অতঃপর। অপর প্রান্ত থেকে অপরপক্ষের সরাসরি বার্তা সম্প্রচারের শব্দ হওয়ার পরিবর্তে আমার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আমার নিজের কানেই ফিরে এলো। আমার অক্সিজেন মুখোসের ভেতরে একটা হিস্‌হিস শব্দও শোনা যাচ্ছিল। আমার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে...... অন্য কোথাও পৌঁছয় না। আমি আবার চেষ্টা করলাম। ফলাফল সেই একই। জনমানবশূণ্য অন্ধকারে, ভরা বিরক্তিকর নর্থ সীকে পিছনে ফেলে আমার ফাইটার বিমান এগিয়ে চলে, আর নর্থ বীডল্যাণ্ড কন্ট্রোলের উষ্ণ মনোরম কংক্রীটের কমপ্লেক্সের ভেতরে লোকেরা তাদের কন্ট্রোল প্যানেলের ঠিক দিকে করে বসেছিল, অবসর কাটাতে তারা কফি ও কোকোর পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে গল্পগুজবে মেতে উঠেছিল। তাই তারা আমার কথা শুনতেই পাচ্ছিল না। রেডিওটা তখন স্তব্ধ, অচল।

একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক মন থেকে সরিয়ে ফেলার জন্যে নিজের মনের সঙ্গে আমাকে প্রচণ্ড লড়াই করতে হচ্ছিল, যা কিনা সবার আগে একজন পাইলটকে দ্রুত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে। আতঙ্কভাবটা কাটাতে আমি ধীরে ধীরে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনলাম। তারপর চ্যানেল 'এফ'-এব স্যুইচ অফ করে আবার ল্যাডেনহীথকে জাগাবার চেষ্টা করলাম। সেটা আমার সামনে সাকোঙ্ক শহরতলীর মাঝা ্যে একটা জায়গায় ছিলো, থেটফোর্ডের দক্ষিণে সারি সারি পাইন গাছের অরণ্য, পথভ্রষ্ট এয়ারক্রাফটকে ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্যে সেটার GCA ব্যবস্থা সুন্দরভাবে সুসজ্জিত। চ্যানেল 'এফ এ' রেডিও বন্ধ, যেন চিরদিনের মতো। আমার অক্সিজেন মুখোশে রবার প্লেটে আচ্ছাদিত আমার অক্সিজেন মুখোসের থেকে আমার নিজের কণ্ঠের ফিস্‌ফিস্ শব্দ খুবই মিহি গলার মতো শোনালো। আমার নিজের ফাইটার বিমানের জেট ইঞ্জিনের হুইসিলের আওয়াজও কেবল আমার একমাত্র উত্তর তখন।

জায়গাটা বড় নির্জন, এমন কি শীতের আকাশটাও বড় বেশী নির্জন ঘন কুয়াশায় তারাদেরও দেখা নেই। আর এই এক-আসনের জেট ফাইটার যেন এখন একটা নির্জন ঘর-বাড়ি, মোটাসোটা ডানার ওপর রাখা ছোট্ট স্টীলের বাক্সটা প্রতি সেকেণ্ডে ছ'হাজার হর্স পাওয়ারের শক্তিতে একটা টিউবের মাধ্যমে হিমায়িত শূণ্যে নিক্ষিপ্ত হলো। সেটা একটা বার্তা আদান-প্রদানের, ট্রান্সমিটার এতে যদি মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়, সে যেকোনো ফ্রিকোয়েন্সিই হোক না কেন। ট্রান্সমিটারের সেখান থেকে কথা বেরোয় তারও মানুষের মতো একটা কণ্ঠনালী আছে, তার বোতামটা স্পর্শ করলেই সব নির্জনতা, নিস্তব্ধতা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গুঁড়িয়ে পড়বে, পাইলট তখন অন্য এক জনের সঙ্গে কথা বলতে পারবে, যে কিনা তার কথা ভাবে, তার যত্ন নিয়ে থাকে, নারী ও পুরুষ যারা সারা বিশ্বে একটা নেটওয়ার্ক স্টেশনে কর্মরত। সেই ট্রান্সবিট বাটনে স্রেফ একটা মাত্র স্পর্শে, নিচে সমতলভূমিতে কন্ট্রোল টাওয়ারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে সেটা তখন তার চ্যানেলে রূপান্তরিত

হয়ে যাবে। সাহায্যের জন্যে আবেদন করলে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে তারা। পাইলট যখন বার্তা প্রেরণ করে, এই সব স্ক্রীনগুলোর ঠিক মাঝখান থেকে একটা আলোর রেখা আঁকা-বাঁকা দাগ কাটতে কাটতে প্রান্তরেখা ছাড়িয়ে বাইরের রেখাটা অতিক্রম করে যায়, যা সংখ্যায় চিহ্নিত করে যায়, ১ থেকে ৩৬০ পর্যন্ত। আঁকা-বাঁকা আলোর দাগটা যেখানে রিং-এর ওপর প্রতিফলিত হয়, তখন ধরে নিতে হবে এয়ারক্রাফ্টটা কন্ট্রোল টাওয়ারের সম-রেঞ্জের মধ্যে অবস্থান করছে এবং পাইলটের কথা শুনতে পাচ্ছে সেই সংশ্লিষ্ট কন্ট্রোল টাওয়ার। কন্ট্রোল টাওয়ারগুলি একটির সঙ্গে আর একটি সংযুক্ত, তাই দু'টি ক্রস-রেয়ারিং-এর মাধ্যমে কয়েকশো গজের মধ্যে তারা তার অবস্থান চিহ্নিত করতে পারে। তখন সে আর নিরুদ্দিষ্ট হয়ে থাকতে পারে না। কন্ট্রোল টাওয়ারের লোকেরা তখন তার এয়ারক্রাফ্টটাকে নিচে সরিয়ে আনার কাজ শুরু করে দেয়।

সে তাদের স্ক্রীনে অনেকগুলি ডট সৃষ্টি করে, র‍্যাডার অপারেটাররা তার মধ্যে থেকে ছোট ডটটা তুলে নেয়, তারা তখন ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে নক করে এবং তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। 'এখন তুমি নিচে নেমে আসতে পারো, চার্লি ডেল্টা। আমরা এখন তোমাকে পেয়েছি.....।' উষ্ণ, অভিজ্ঞতার ছাপ, যে কণ্ঠস্বর একটা সুবিন্যস্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইজকে নিয়ন্ত্রন করে, শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ, বরফ ও বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, তুষার ও মেঘের ওপর দিয়ে সেই কণ্ঠস্বর পৌঁছে যেতে পারে পাইলটের কাছে অনায়াসেই। আর এভাবেই তারা একটা হারিয়ে যাওয়া এয়ারক্রাফ্টকে, যে কিনা খরচের খাতায় অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল খানিক আগেও, তার পাইলটকে অনিবার্য মৃত্যুর হাত রক্ষা করে, নিচে আলোকিত রানওয়েয় নামিয়ে আনতে পারে, যার অর্থ তার ক্ষেত্রে ঘর এবং জীবন দুটোই ফিরে পাওয়া, এভাবে মৃত্যুকে জয় করার কৃতিত্ব কম নয়।

পাইলট যখন কোনো বার্তা পেরণ করে, তখন তার কাছে একটা রেডিও অবশ্যই থাকা উচিত। আর্ন্তজাতিক জরুরীভিত্তিক চ্যানেল "J" টেস্ট করার কাজ শেষ করার আগে সেই একই নেতিবাচক ফলাফল পেলাম। কেন এই অসাফল্য আমি জানি, আমার টেন-চ্যানেল রেডিও সেটটা অতি বিরল ডোডো পাখীর মতো মৃত, সাড়া শব্দহীন।

RAF-এর হয়ে তাদের ফাইটার বিমান আকাশে ওড়ার যোগ্যতা অর্জন করার জন্যে টানা দু'বছর ধরে তারা আমাকে ট্রেনিং দিয়েছিল। এবং এর বেশীরভাগ সময়ই কেটেছে ট্রেনিং-এ বিশেষ করে জরুরী সময়ে কাজ করা পদ্ধতি শেখানোয়। এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, যা কিছু তারা বলতো সবই সেই ফ্লাইংস্কুলে, কিন্তু কি করে ক্রটি হীন অবস্থায় বিমান চালাতে হয় জানায় নি তারা আমাকে। ফাইটার বিমান অনেকগুলো যন্ত্রের সমষ্টি, তাই যান্ত্রিক গোলোযোগ হতেই পারে, আর সেই সব যান্ত্রিক ক্রটি-বিচ্যুতি সারিয়ে আকাশে বিমানের গতিপথ কিভাবে আবার স্বাভাবিক করে তুলতে হয়, সেটা ওকে শেখায়নি তারা। এখন এ ব্যাপারে নতুন করে আবার ট্রেনিং নেওয়া শুরু করতে হচ্ছে। এবং বলাবাহুল্য এই ট্রেনিং সারতে হচ্ছে আমার উড্ডীয়মান এয়ারক্র্যাফ্টের ভেতরে বসেই।

আমি যখন উদ্দেশ্যহীনভাবে আমার রেডিও চ্যানেলটা পরীক্ষা করে দেখছিলাম, আমার চোখদুটো আমার সামনের ইন্সস্ট্রুমেন্ট চ্যানেলটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করে যাচ্ছিল সর্বক্ষণ ধরে। যন্ত্রগুলোর সেই একই বক্তব্য, তাদের নিজস্ব বার্তা। কম্পাস এবং রেডিও যে একই সঙ্গে বিকল হয়েছে, একটার সঙ্গে আর একটার কোনো মিল নেই। এয়ারক্রাফ্টের ইলেকট্রিকাল সারকিটের কাজ দুটির ক্ষেত্রেই বন্ধ হয়ে গেছে। আবার পায়ের নিচে কোথাও উজ্জ্বল রঙের পেঁচানো বহু তারের মধ্যে যা দিয়ে সার্কিট তৈরী হয়েছে, সেখানে যেন ফিউজটা উড়ে গেছে। বোকার মতো আমি নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলাম এই বলে যে, ইন্সট্রুমেন্ট ফিটারকে ক্ষমা করে দাও এবং ইলেকট্রিসিয়ানদের ওপর দোষারোপ করো। তারপর আমি আমার বিপর্যয়ের ধরনটা খতিয়ে দেখলাম।

আমার মনে আছে, বৃদ্ধ ফ্লাইট সার্জেন্ট নরিস আমাদের বলতেন, সেক্ষেত্রে প্রথম কাজ হবে ইঞ্জিনে তেল সরবরাহ করার যে কন্ট্রোল ভালভ্ আছে তার গতি কমিয়ে দেওয়া যাতে করে ফ্লাইটের স্থায়িত্ব সর্বাধিক হয়, ডানা মেলে পাখীর মতো অনায়াসে ভেসে থাকতে পারে আকাশে। আর সেই ফাঁকে চেষ্টা চালিয়ে নিচে কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সাহায্যে যাতে অবতরণ করা যায় সেটা সুনিশ্চিত করা।

'মুল্যবান ফুয়েল আমরা নষ্ট করতে চাই না, চাইবো কি ভদ্রমহোদয়গণ? পরে সেটা আমাদের অত্যন্ত

জরুরী সময়ে প্রয়োজন হতে পারে। তাই আমরা টাওয়ার সেটিংটা মিনিটে ১০,০০০ রেভেলিউসন থেকে ৭,২০০য় কমিয়ে আনি। যেভাবে হয়তো আমাদের ফাইটার একটা ধীরগতিতে উড়বে, কিন্তু এর একটা ভালো দিক হচ্ছে এই যে, এই ভাবে চললে আমরা দীর্ঘ সময় ধরে আকাশে উড়তে পারবো, পারবো না ভদ্রমহোদয়গণ?' একই সঙ্গে সেই সময় তিনি সব সময় জরুরী ভিত্তিক যাদের সময় করতে হলে সে কথাও তিনি আমাদের বললেন। মার্চেন্ট নরিসের নির্দেশ মতো আমি ফুয়েল সরবরাহ নিয়ন্ত্রক ভালভের সুইচটা ঘুরিয়ে দিয়ে রেভেলিউসন কাউন্টারের প্রতি নজর দিতে থাকি। সেটা তার নিজস্ব অপারেটারে কাজ করে যাচ্ছে, আর তাই আমি সেটা অন্তত হারায়নি। গতি নামক ভূতটা প্রতি মিনিটে ৭,২০০ রেভেলিউসনে নেমে আসছে। আমি অপেক্ষা করে থাকলাম এবং আমার মনে হলো এয়ারক্রাফ্টের ওড়ার গতি কমে আসছে। এয়ারক্রাফেটর সামনের দিকের নাকের মতো অংশটা আংশিকভাবে ওপরের দিকে উঠতেই আমি সেটাকে সোজা রাখবার জন্যে একটু বিন্যস্ত করে দিলাম।

একজন পাইলটের চোখের সামনে প্রধান প্রধান যন্ত্রের সংখ্যা ছয়, এগুলোর মধ্যে কম্পাসও রয়েছে। অন্য পাঁচটা যন্ত্র-হলো যথাক্রমে, এয়ার-স্পীড ইণ্ডিকেটার, অল্টিমিটার, ভার্টিকাল-স্পীড ইণ্ডিকেটার, ব্যাঙ্ক ইণ্ডিকেটার (যা তাকে ইঙ্গিত করে দেয় বাঁ দিকে ঘুরবে নাকি ডানদিকে), আর স্লিপ ইণ্ডিকেটার, (যদি সেটা আকাশ পথে পিছলে কাত হয়ে যায় এই যন্ত্রটা সেটা ইঙ্গিত করবে)। এগুলোর মধ্যে দু'টি যন্ত্র বিদ্যুৎ-দ্বারা চালিত, আর আমার কম্পাসের সেগুলো একই পথের পথিক হয়ে গেছে। এখন আমার কাছে তিনটে প্রেসার-চালিত যন্ত্র সচল অবস্থায় রয়েছে, সেগুলো হলো এয়ার-স্পীড ইণ্ডিকেটার, অল্টিমিটার আর ভ্যার্টকাল-স্পীড ইণ্ডিকেটার। অপর পক্ষে আমি জানি কতো জোরে আমি চলেছি, কতো উঁচুতে আমি এখন অবস্থান করছি, আর এও জানি আমি শূণ্যে ঝাপ দিচ্ছি নাকি ওপরে উঠছি।

বিমানচালনার উপযোগী ঈশ্বর প্রদত্ত মূল্যবান চোখদুটির দৃষ্টিশক্তি যদি ঠিক থাকে তাহলে জোর গলায় বলতে পারি, এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁত ভাবে বিমান মাটিতে অবতরণ করানো অবশ্যই সম্ভব। সম্ভব চমৎকার আবহাওয়ায়, সূর্যস্নাত দিনের বেলায় এবহ মেঘমুক্ত আকাশে। এটা সম্ভব, খুবই সম্ভব। কিন্তু, কম্পাস সেখানে বিকল, ট্রান্সমিটার ও রেডিও যেখানে কোনো কাজ করছে না, শুধু মাত্র চোখদুটি ব্যবহার করে নিচের দিকে দৃষ্টি ফেলে এবং উপকূলের বাঁক দেখতে পেয়ে, সেখানকার সব কিছুই সহজে চিহ্নিত করা যায়, অদ্ভুত আকারের একটা রিজার্ভার লক্ষ্য করা যায়, মানচিত্রে চিহ্নিত ঝলকানো নদী আউল, ট্রেন্ট কিংবা টেমস চাক্ষুস করা যায়, সেক্ষেত্রে দ্রুতগামী জেট বিমানযাত্রা শুরু করা কখনোই যুক্ত যুক্ত হতে পারে না। নিচ থেকে নরউইক ক্যাথেড্রাল টাওয়ার এবং লিঙ্কন ক্যাথেড্রাল টাওয়ার দুটিকে আলাদা করা সম্ভব। অবশ্যই শহরতলীর সব কিছু সম্পর্কে যদি তোমার ঘনিষ্টভাবে জানা থাকে হবেই। তবে রাত্রে এটা সম্ভব নয়।

রাত্রে, এমন কি উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে কেবল মাত্র একটা জিনিষই দেখা যায়, সেটা হলো অন্য আর এক আলো। আকাশ থেকে দেখলে সেগুলো অনেক নিদর্শন মনে হবে। বার্মিংহাম থেকে ম্যানচেষ্টার অন্যরকম দেখতে মনে হয়। সাউদাম্পটনকে চেনা যায় তার বিরাট বন্দর দেখে, আর শহরের আলোর কার্পেটে সোলেন্টকে দেখে মনে হয় যেন একটা কালো আঁধার (সমুদ্রের জল কালো দেখায়), ঠিক যেন আঁধারের আলো। নরউইক আমার বেশ ভালো করেই জানা আছে, ইয়ারমাউথ থেকে ক্রোমার পর্যন্ত লোয়েস্ট কৃত বরাবর হরফোলক্ উপকূল এঁকেবেঁকে যাওয়া বিরাট পেটমোটা নরফোলক্ উপকূলবর্তী অঞ্চলটা যদি আমি শনাক্ত করতে পারতাম, আমি তাহলে, ঠিক খুঁজে বার করতাম নরউইক কোথায়, উপকূলের সমস্ত পেয়েন্টগুলো থেকে দীর্ঘ কুড়ি মাইলের এই দ্বীপটিই কেবল একমাত্র আলোর উৎসস্থল। নরউইক থেকে পাঁচমাইল উত্তরে মেরিয়ান সেন্ট জর্জের ফাইটার এয়ারফিল্ড যে রয়েছে, সেটাও আমার অজানা নয়। সেটার লাল রঙের ইণ্ডিকেটার টেলিগ্রাফ সাংকেতিক ভাষার মতো রাত্রে শনাক্তিকরণ সিগনাল দেখিয়ে থাকে। সেখানে যদি তারা এয়ারফিল্ড আলোকবাতিগুলোর সুইচগুলো অন্ করে দেওয়ার জ্ঞান থাকতো তাদের, তাহলে এয়ারফিল্ডের ওপর ক্রমাগত নিচের লেভেলে ওঠা-নামা করতে করতে এয়ারক্রাফ্টের মধ্যে থেকে আমার আর্ত চিৎকার ঠিক শুনতে পেতো, আর সেক্ষেত্রে আমি এয়ারক্রাফ্টেটা নিরাপদে নিচে অবতরণ করাতে পারতাম।

আগুয়ান উপকূলের দিকে আমি আমার ভ্যাম্পায়ারটা ধীরে ধীরে নামাতে শুরু করলাম। আমার মনটা এখন জরাগ্রস্থভাবে কাজ করে যাচ্ছিল, এয়ারক্রাফ্টের গতি কমানোর পর এখন আমাকে হিসেব করে দেখতে হচ্ছে, নির্ধারিত সময় থেকে কতোটা সময় আমি পিছিয়ে রয়েছি। আমার ঘড়ি আমাকে বলে দিলো আকাশপথে তেতাল্লিশ মিনিট। নরফোলকের উপকূল মাইল পাঁচেক নিচে আমার নাক বরাবর সামনে কোথাও হবে হয়তো।

পূর্ণ চাঁদের দিকে চকিতে একবার তাকালাম, আলোঝলমল আকাশে সার্চলাইটের মতো, এবং তার উপস্থিতির জন্যে তাকে অজস্র ধন্যবাদ।

ফাইটার নরফোলকের দিকে এগোতেই একাকিত্বের অনুভূতিটা যেন আমাকে ক্রমশ শক্ত করে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরতে চাইলো। লোয়ার স্যাক্সনিতে এয়ারফিল্ড থেকে ওপরে ওঠার সময় সব কিছুই কতো না সুন্দর দেখাচ্ছিল, আর এখন আমার সব থেকে খারাপ শত্রু বলে মনে হচ্ছে। তারাগুলো যেন তাদের আগের ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে, তাই সেগুলো আমার মনে আর কোনোরকম রেখাপাত করে না। আমি তাদের আতিথেয়তার কথা এখনো ভাবি, ভাবি তাদের অন্তহীন সময় ধরে দীপ্তিমান হয়ে থাকা আমি দেখেছি, দেখে মুগ্ধ হয়েছি তখন, সীমার মাঝে অসীম অনন্ত আকাশে প্রথমে আমার হারিয়ে যাওয়া, তারপর আবার পায়ের তলার মাটি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া, এসবই আমাকে এখন ভাবতে হচ্ছে বৈকি। এখন আমি যেখানে অবস্থান করছি, সেই জায়গাটা সমচল ভূমি থেকে আকাশে দশ ও ষাট কিলোমিটারের মধ্যে, যেখানে তাপমাত্রায় হ্রাস-বৃদ্ধি কিছু নেই, যার আর এক নাম আন্তর-আকাশ। এই রাতের আকাশের সঙ্গে দিনের আকাশের কোনো পার্থক্য নেই, দুটিই সমান, এখানকার তাপমাত্রাগুলোর নিচে অপরিবর্তিত পঞ্চাশ-ষাট ডিগ্রী, আর সেটা যেন আমার মনে এক সীমাহীন জেলখানা বলে মনে হলো। সমতলের জেলখানাগুলোয় কয়েদীদের যেমন শাস্তির ব্যবস্থা আছে, এখানেও তার ব্যবস্থা অবশ্যই আছে, আর সেটা হলে প্রচণ্ড শীতের কষ্টভোগ করা, রক্ত-হিম করা ঠাণ্ডা, দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে, হাত-পা অবশ হয়ে এলেও কিছু করার নেই। আমার নিচে যা সব রয়েছে, সেগুলো আরো খারাপ, আরো জঘন্য, উত্তর সাগরের প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা, হাঙ্গরের মতো বিরাট হাঁ করে অপেক্ষা করছে আমাকে এবং আমার এয়ারক্রাফ্টটাকে গিলে ফেলার জন্যে, তারপর আমাদের কবর দেবে তরল কালো রঙের পাতালঘরে, যেখানে কোনো কিছুই নড়ে-চড়ে না, ভবিষ্যতেও কখনো নড়বে না। আর সেখানে আমার অবস্থানের কথা কেউ কখনো জানতেও পারবে না।

আমার এয়ারক্রাফ্টটা তখন ১৫,০০০ ফুট উঁচুতে এবং নিচের দিকে নেমে চলেছে তখনো। আমি তখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছি, নতুন এবং আমার জন্যে সেই শেষ বারের মতো শত্রুপক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। আমার নিচে মাইল তিনেকের মধ্যে ধারে-কাছে কালো-সমুদ্রের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। সাগর বা সমুদ্রের ধারে নেকলেসের মতো আলো যে মালা ঝলমল করতে দেখা যায় তাও আর দেখা যাচ্ছে না এখন! দূরে, অনেক দূরে ডাইনে ও বাঁয়ে, এবং নিঃসন্দেহে আমার পিছনে, চাঁদের অলো সুদূর প্রসারিত অন্তর্হীন সমুদ্রের ওপর প্রতিফলিত, যেন হাজার লক্ষ-কোটি শ্বেতশুভ্র শিউলি ফুল বিছানো রয়েছে। সম্ভবত কেবল একশো কি দু'শো ফুট গভীর হবে, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট। যথেষ্ট সব দৃষ্টিশক্তি একেবারে মুছে দেওয়া, যথেষ্ট আমাকে একেবারে খতম করে দেওয়ার পক্ষে। পূর্ব অ্যাঙ্গোলীয় কুয়াশা একটু একটু করে ছেয়ে যাচ্ছে আমার চোখের সামনে।

জার্মানি থেকে পশ্চিমপ্রান্তে আমি উড়ে যাওয়ার পরেই একটু মৃদুমন্দ বাতাস বইতে শুরু করলো, যা কিনা আবহাওয়া অফিসের লোকেদের কাছে অভাবনীয়, উত্তর সাগর থেকে নরফোলকের দিকে বইছিল সেই বাতাস।

আগের দিন পূর্ব অ্যাঙ্গেলিয়ার সুবিস্তীর্ণ মাঠ-প্রান্তর ঠাণ্ডা বাতাসে এবং শূণ্য ডিগ্রীর অনেক নিচের তাপের জন্যে কঠিন বরফে ঢাকা দেখেছিলাম। সন্ধ্যের দিকে উত্তর সাগর ছাড়িয়ে সামান্য একটু উষ্ণ বাতাসের বেন্টে সেই বাতাস একটু একটু করে সরে যেতে থাকে পূর্ব অ্যাঙ্গেলিয়ার সমতলভূমির দিকে।

সেখানে বরফ-ঠাণ্ডা মাটির সংস্পর্শে এসে, সমুদ্র থেকে উঠে আসা বাতাসে আর্দ্র-কণা বাস্পায়িত হয়ে এক ধরণের কুয়াশার সৃষ্টি হয়, যা কিনা মিনিট তিরিশেকের মধ্যে পাঁচ পাঁচটা কাউন্টির ওপর ছড়িয়ে পড়তে পারে। পশ্চিম অভিমুখে কতদূর যে সেই কুয়াশা ছড়িয়ে পড়েছিল আমি তা বলতে পারবে না, সম্ভবত পশ্চিম মিডল্যাণ্ডস পর্যন্ত। পশ্চিমাভিমুখে সেই ঘন কুয়াশা ছাপিয়ে এয়ার ক্র্যাফ্টই উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই উঠতে

পারে না। বিমানচালনার সদস্যরা গ্লাস কম্পাস কিংবা বেডিও ছাড়া বিমান চালালে আমার আশঙ্কা অদ্ভুত ও অপিরিচিত দেশে গিয়ে আমি হারিয়ে যেতে পারি। সেই সঙ্গে হল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নটা প্রশ্নাতীত, এমন কি সেখানে সমুদ্র উপকূলের ধারে যে কোনো ডাচ এয়ার ফোর্স বেস-এ এয়ারক্রাফ্ট অবতরণ করারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আমার কাছে ফুয়েল নেই। এখন একমাত্র ভরসা আমার চোখদুটি, যা আমাকে গাইড করতে পারে আর আমিও আমার চোখদুটির ওপর আস্থা রেখে হয় মেরিয়াম সেন্ট জর্জে অবতরণ করতে পারি কিংবা নরফোলকের কুয়াশাবৃত কোনো এক জায়গায় আছড়ে পড়া আবার এয়্যারক্র্যাফ্টের ভগ্নস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারি।

দশহাজার ফুট উঁচুতে আমি আমার এয়ারক্র্যাফ্টের নিচে অবতরণ করার রাশ টেনে ধরলাম, চলার গতি একটু বাড়িয়ে দিলাম যাতে করে আমি আমার বিমান ও নিজেকে আকাশ-বাতাসে ধরে রাখতে পারি। এর জন্য অবশ্য আমার অতি মূল্যবান ফুয়েল একটু বেশী খরচ করতে হচ্ছে। এখনো আমার ট্রেনিং-এর অভিজ্ঞতার কথা ভেবে আমার আবার ফ্লাইট সার্জেন্ট নরিসের কথা মনে পড়ে গেলো।

তিনি বলেছিলেন, 'আমরা যখন অভেদ্য মেঘপুঞ্জের ওপরে সম্পূর্ণ ভাবে অবস্থান করি, আমাদের এয়ারক্র্যাফ্টেকে অবশ্যই মুক্ত করে দিতে হবে, তাই নয়কি?'

অবশই সার্জেন্ট, মনে মনে তাঁর উদ্দেশ্যে আমি বলে উঠলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মার্টিন বেফার ইজেক্টের সীট সিঙ্গল-সীটের ভ্যাম্পায়ারে লাগানো যায় না। এই ভ্যাম্পায়ারকে মুক্ত করা প্রায় অসম্ভব। এই প্রক্রিয়া কার্যকর করতে গিয়ে মাত্র দুজন সফল ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রার্থী এখনো জীবিত রয়েছে, যদিও তাদের পাগুলোকে হারাতে হয়েছে। তবুও অন্তত একজন ভাগ্যবান পুরুষ এখনো বেঁচে রয়েছে, আর সে হলো আমি। এছাড়া আর কি করা যেতে পারে সার্জেন্ট?

'সুতরাং, আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে, মুক্ত সমুদ্রের দিকে এয়ারক্র্যাফ্টের মুখটা ঘুরিয়ে দেওয়া, যেখানে ঘন জনবসতির কোনো চিহ্ন নেই। একথা ভাবতে হচ্ছে এই কারণে যে, যদি কোনো ভাবে এয়ারক্র্যাফ্টটা ভেঙে নিচে পড়ে, তাহলে সেক্ষেণে, মানুষগুলোর মৃত্যু এড়ানো যাবে। অবশ্য তার জন্যে হয়তো বিমানচালক এই অভিযানের শিকার হলেও হতে পারে।

সার্জেন্ট, তার মানে আপনি কি টাউনের কথা বলছেন! যেসব লোক নিচে যেখানে থেকে তাদের জন্যে তারা আমাদের টাকা দেয়, তাই খৃষ্টমাস ইভের দিন তারা কখনোই চাইবেনা দশ টন ওজনের প্রচণ্ড ভারি একটা এয়ারক্র্যাফ্ট তাদের মাথার ওপর ভেঙে পড়ুক। নীচে সেখানে হাজার হাজার শিশু রয়েছে, রয়েছে স্কুল, হাসপাতাল এবং ঘরবাড়ি। অতএব তুমি তোমার ফাইটার বিমানের মুখটা সমুদ্রের দিকে ঘুরিয়ে দাও, আর এই পথটাই সব দিকে নিরাপদ এবং অবশ্যই করণীয়।

সব রকম প্রক্রিয়া কার্যকর করা হলো। সমতলভূমির অধিবাসীদের জীবনরক্ষা নিশ্চিত করলেও তারা কিন্তু পাইলটের বেঁচে থাকার সামান্যতম সুযোগের কথা উল্লেখ করেনি। অথচ শীতের রাত্রে উত্তর সাগরের হিমশীতল জলতরঙ্গে, যেখানে শূণ্য ডিগ্রীর নিচের তাপাঙ্কে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া বইছে, যেখানে মৃত্যুর হাতছানি প্রতি পদে, সেখানে কোনো মানুষ যে বেঁচে থাকা একেবারে অসম্ভব তা বোধহয় একটা শিশুও বলে দিতে পারে। পরণে তার কেবল একটা হলুদ রঙের লাইফ জ্যাকেট, তার ওষ্ঠদ্বয় বরফ-কঠিন আবরণে ঢাকা পড়ে যাবে। তিনশো মাইল দূরে উষ্ণ ঘরে বসে খৃষ্টমাস উৎসব পালন করতে গিয়ে যারা মদের ফোয়ার বইয়ে দিচ্ছে, তার অমন দুরাবস্থার কথা ঘূণাক্ষরে জানতেও পারবে না, একঘন্টার বেশী রক্ত হিম করা বরফ-ঠাণ্ডা জলে কারোর বেঁচে থাকার সুযোগ খুবই কম, শতকরা একভাগেরও কম। ট্রেনিং, ফিল্ম্-এ তারা তোমাকে যে ছবিটা দেখাবে বাস্তব ঘটনার ঠিক উল্টো, আর সেই ছবিটা হবে ঠিক এই রকমঃ সুখী পাইলটরা, বেতারে ঘোষণা মতো তারা একটা খানা-খন্দে পড়তে যাচ্ছিল, তবে তার আগেই মিনিট খানেকের মধ্যেই একটা হেলিকপ্টার তাদের তুলে নেয়, তবে এসব ঘটনা ঘটে থাকে গ্রীষ্মের রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনের বেলায়।

'ভদ্রমহোদয়গণ, এবার একটা শেষ প্রক্রিয়ার কথা বলি, যা কিনা চরম জরুরী মুহুর্তে ব্যবহার করতে হবে।'

'সেই ভালো সার্জেন্ট নরিস, আমি এখন ঠিক সেই রকম চরম দুরাবস্থাতেই রয়েছি।'

'আমাদের আগের সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় ব্রিটেনের উপকূলের দিকে সমস্ত এয়ারক্র্যাফ্টগুলি এগিয়ে যাচ্ছে, সেই দৃশ্য র‍্যাডার স্ক্যানারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অতএব যদি আমাদের বেতার-যন্ত্র বিকল হয়ে যায় এবং আমাদের জরুরী বার্তা প্রচার করতে না পারি, তাহলে সেক্ষেত্রে অপ্রচলিত আচরণের মাধ্যমে আমরা রাস্তার স্ক্যানারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। আমরা এটা করে থাকি সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে তারপর ছোটো ছোটো ত্রিভুজের মধ্যে উড়তে গিয়ে মোড় নিই বাঁ-দিকে, বারবার বাঁ-দিকে, প্রতিটি ত্রিভুজে স্থিতিকালে সময় মাত্র দু'মিনিট। এই ভাবে আমরা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ আশা করতে পারি। এবং যখন চিহ্নিত হয়ে যাবো, তখন অন্য একটা এয়ার ক্র্যাফ্টের গতিপথ ঘুরিয়ে দেবে আমাদের খোঁজ করার জন্যে। সেই এয়ারক্র্যাফ্টের রেডিওটা অবশ্যই চালু থাকারই কথা। সেই উদ্ধারকারী এয়ারক্র্যাফ্ট যখন আমাদের আবিষ্কার করবে, আমরা তখন তাকে অনুসরণ করবো, আর সে তখন মেঘ কিংবা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আমাদের নিচে নিরাপদে অবতরণ করতে সাহায্য করবে।'

হ্যাঁ, একজনের জীবন রক্ষা করার এটাই হচ্ছে শেষ প্রচেষ্টা। আমি এখন বেশ ভালোভাবেই বিস্তারিত ভাবে সেই সব ব্যবস্থা মনে করতে পারছি। উদ্ধারকারী এয়ারক্রাফ্টই যে তোমাদের পথ দেখিয়ে নিচে নিরাপদে অবতরণ করে নিয়ে আসবে, উইং টিপ থেকে উইং টিপে এই উড়ানকেই শেফার্ড অর্থাৎ পরিচালক বলা হয়। চকিতে আমি একবার আমার কব্জিঘড়ির দিকে তাকালাম, আকাশপথে একান্ন মিনিট উড়ে এসেছি, তার মানে প্রায় তিরিশ মিনিটের মতো ফুয়েল অবশিষ্ট থাকার কথা তখনো। তারপর আমি ফুয়েল গেজের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি, ফিউজটা যখন একটা বিস্ফোরণে উড়ে যায় তখন অবশিষ্ট ফুয়েল নষ্ট হয়ে যায়। আমার তখন রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেলো একটা জরুরী স্যুইচের কথা, যার ওপব চাপ দিলে ফুয়েল ঠিক কতো পরিমান অবশিষ্ট আছে তার একটা আনুমানিক হিসেব পাওয়া যায়। এই ভাবে জানা গেলো ফুয়েল ট্যাঙ্ক তিনভাগের একভাগ ফুয়েল ভর্তি। আমি বেশ বুঝতে পারলাম এই সামান্য ফুয়েলে চাঁদের আলোয় হাজার ফুট উঁচু দিয়ে নরফোলক্ উপকূল পর্যন্ত আমার এই এয়ারক্র্যাফ্ট উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমি তখন সার্জেন্ট নরিসের নির্দেশমতো ভ্যাম্পায়ারকে বাঁদিকে ঘোরালাম এবং আমার প্রথম ত্রিভুজের প্রথম লেগ প্রদক্ষিণ করলাম। দু'মিনিট পরে আবার এয়ারক্র্যাফ্টটা বাঁদিকে ঘোরালাম এবং ত্রিভুজাকৃতিতে চক্কর দিলাম আগের মতো। আমার নিচে যতদূর দেখা সম্ভব চোখ রাখতে গিয়ে কুয়াশার আবরণ আবার ফিবে আসতে দেখলাম। আমার সামনে নরফোলকের দিকে সেই একই অবস্থা।

দুটি ত্রিভুজ পরিক্রমা করতে দশ মিনিট সময় লেগে গেলো। অনেক বছর হলো আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিনি এবং সেই অভ্যাসটা প্রায় ছুটেই গেছলো বলা যায়। প্রথমে একটু বাধো বাধো ঠেকলেও বলতে গেলে একরকম প্রাণের দায়েই প্রার্থণা জানাতে গিয়ে বলেই ফেললাম, হে প্রভু, এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো, আমাকে বিপদ মুক্ত করে, দাও.......না, তুমি অবশ্যই ও ভাবে কথা বলবে নাত ওঁর সঙ্গে , মহান. ঈশ্বরের সঙ্গে। আমাদের পরম পিতা স্বর্গের একছত্রপতি........' এ কথা সে হাজার বার শুনেছে আজ রাত্রে আরো হাজার বার শুনবে। তোমার যখন সাহায্য চাইবে, তুমি তাঁকে কি বলো? ঈশ্বর, দয়া করে ওপরে এখানে কাউকে চোখ তুলে আমাকে লক্ষ্য করতে বলো, এই যে আমি এক এক করে একটা ত্রিভুজাকৃতি জায়গায় চক্কর দিচ্ছি, কারোর দৃষ্টি অন্য দিক থেকে সরিয়ে সেখানে ফেলতে বলো, আর এক শেফার্ড পাঠিয়ে আমাকে নিচে নিরাপদে অবতরণ করতে সাহায্য করতে বলুন। দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন, আর আমি শপথ নিয়ে বলছি, এ জগতে আমি আর কি ধরনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি? আমাকে ওঁর কোনো প্রয়োজন নেই, আর আমার এখন ওঁকে খুবই প্রয়োজন, দীর্ঘ সময় ওঁর দিকে কোনো নজর দিইনি, এর জন্যে সম্ভবত আমার ব্যাপারে সব কিছুই ভুলে গেছেন।

আমি যখন বাহাত্তর মিনিট শূণ্যপথে অবস্থান করছিলাম, আমি জানতাম কেউ আসবে না। কম্পাসের কাঁটাটা তখনো বৃত্তের সমস্ত পয়েন্টগুলোয় উদ্দেশ্যহীন ভাবে বৃত্তাকারে ঘুরছিল অপর বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রগুলো তখনো মৃতব্য পড়েছিল, তাদের সব কাঁটাগুলো বরফে জমে গেছে প্রত্যেক পয়েন্টে, যেখানে তারা থেমে গেছে। আমার অল্টিমিটারে উচ্চতার রিডিং ৭,০০০ফুট দেখাচ্ছে, তাই মোড় নেওয়ার সময় আমি ৩,০০০ ফুটে নামিয়ে আনলাম। তাতে কিছু যায় আসে না। ফুয়েল ইঙ্গিত করছে জিরো থেকে কোয়ার্টার ট্যাঙ্ক, তার মানে দশ মিনিট এখনো

এয়ারক্র্যাফট ওড়ানো যেতে পারে। আমি এবার সত্যি সত্যি হতাশায় ভেঙে পড়লাম। বিকল মাইক্রোফোনে আমি চিৎকার করতে শুরু করলাম।

'বোকা বাস্টার্ড তুমি, কেন তুমি তোমার র‍্যাডার স্ক্রীনের দিকে তাকাচ্ছো না কেন? কেন কেউ আমাকে এখানে দেখতে পাচ্ছে না? সবাই যদি মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় বুদ হয়ে পড়ে থাকে, তাহলে তারা তাদের কাজ ঠিক ঠিক ভাবে করবেই বা কি করে? হায় ঈশ্বর, কেউ আমার কথা শুনছে না?' এক সময় আমার ক্রোধ প্রশমিত হয়ে গেলো। আমি তখন অসহায় শিশুর মতো অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকলাম।

পাঁচ মিনিট পরে আমি জেনে গেলাম, নিঃসন্দেহে সেদিন রাত্রেই আমি....। আশ্চর্য, এখন আমি আর একটুও আতঙ্কিত নই। স্রেফ ভয়ঙ্কর ভাবে দুঃখিত। আমি যে কোনো কিছু করতে পারবো না তার জন্যে দুঃখিত, দুঃখিত দর্শনীয় জায়গাগুলো আমি কখনো দেখতে পাবো না, আর আমার পরিচিত লোকজনদের আর কখনো শুভেচ্ছা জানাতে পারবো না। বাইশ বছর বয়সে তোমার জীবন অনিশ্চিত, এটা খুবই খারাপ, খুবই দুঃখের ব্যাপার, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে সব থেকে খারাপ ব্যাপার হলো এই যে, আমি মৃত্যুর পরোয়া করিনা, আসল ঘটনা হলো, অনেক কাজ আমার করার ছিলো কিন্তু করতে পারলাম না, অসমাপ্ত রয়ে গেলো সেগুলো।

জানালার স্বচ্ছ কাচ দিয়ে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম চাঁদ অস্ত যাচ্ছে, পাতলা শ্বেতবস্ত্র কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে চাঁদটা দিগন্তে ঝুলে পড়তে দেখা গেলো। আরো দু'মিনিটের মধ্যে রাতের আকাশ সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢেকে যাবে। আরো মিনিট কয়েক পরে আবার এয়ারক্র্যাফটটা উত্তর সাগরে শেষ মরণ ঝাঁপ দেবার আগেই আমাকে বেরিয়ে আসতে হবে। ঘন্টাখানেক পরে আমিও নিষ্ঠুর মৃত্যুর কবলে পড়বো, সাগরের জলে ভাসবে আমার হিমায়িত দেহ। ভ্যাম্পায়ারের বাঁদিকের ডানাটা এয়ারক্র্যাফটটা শেষ ত্রিভুজের চূড়ান্ত লেগের মধ্যে আনার জন্যে ভ্যাম্পায়ারের বাঁদিকে ডানাটা চাঁদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিলাম।

উইং টিপের নিচে দীপ্তিমান কুয়াশা ছাপিয়ে আমার মাথার ওপরে চাঁদের আলোয় শুভ্রতার মধ্যে একটা কালো ছায়া পড়তে দেখা গেলো। মুহূর্তের জন্যে আমি ভাবলাম সেটা বুঝি আমারি ছায়া কিন্তু যেহেতু সেখানে চাঁদটা আমার মাথার ওপরে আমার নিজের ছায়া আমার পিছনেই তো পড়ার কথা। এই সময় আকাশে আর একটা এয়ারক্র্যাফট কুয়াশার নিচে আমার এয়ারক্র্যাফট বরাবর ভাসতে দেখা গেলো।

অপর একটা এয়ারক্র্যাফট আমার নিচে ছিলো, উইং ঈষৎ ঝুলিয়ে আমি মোড় ঘোরালাম সেটা আমার চোখের নজরে রাখার জন্যে। আমরা দু'জনে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণভাবে পরিক্রমা করার পরেই অপর এয়ারক্র্যাফটটা মোড় নিলো। কেবল তখনি আমি উপলব্ধি করলাম কেনই বা সেটা আমার অনেক নিচ দিয়ে উড়ে আসছিল, কেন সে আমার সমান উচ্চতায় উঠে এলো না এবং আমার উইং টিপের ওপর অবস্থান করলোনা। আমার থেকে একটু ধীর গতিতে উড়ছিল সে। যদিবা সে আমার পাশে পাশে থেকে ওড়ার চেষ্টা করতো, তাহলে তার পক্ষে সেটা ধারাবাহিক ভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সেটা যে আর একটা এয়ারক্র্যাফট, বিশ্বাস করা শক্ত, সেটা তার পথে এগিয়ে যেতে থাকে, কুয়াশার মধ্যে প্রায় উধাও হয়ে যাওয়ার উপক্রম করছিল সেটা, আমি তখন মুখটা ঘুরিয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলাম। সে তখন অন্যদিকে মোড় নিলো, আমিও তাই করলাম। পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে নেমে এসে আমি জানি, আমি তার থেকে অনেক দ্রুত উড়ছি তখনো। এর থেকে শক্তি আমি আর কমাতে পারি না এই আশঙ্কায় যে, এর ফলে ভ্যাম্পায়ার আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এবং যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। এমন কি গতি আরো শ্লথ করার জন্যে এয়ার-ব্রেকটা খুলে দূরে সরিয়ে রাখলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ মনে হলো যেন ভূকম্পন হচ্ছে। ব্রেক কষতেই ভ্যাম্পায়ার থরথর করে কেঁপে উঠলো, ভ্যাম্পায়ারের গতি তখন কমতে কমতে ২০০তে নেমে এসেছিল।

আর তারপর সে এগিয়ে এলো আমার দিকে, দুলতে দুলতে সে তখন প্রায় হুমরি খেয়ে পড়েছিল আমার বাঁ-হাত উইং টিপের ওপর। নিচে সাদা আস্তরণের মতো কুয়াশায় তাকে আমি অনায়াসেই অন্ধকারে আড়াল করতে পারতাম। তারপর সে আমার সঙ্গে হলো, আবার উইং টিপ থেকে একশো ফুট দূরে, আর আমরা দু'জনে এক সঙ্গে সোজা হয়ে উঠলাম। আমরা এক সঙ্গে একটা সমতা রাখার চেষ্টা করলাম। চাঁদ তখন আমার ডান দিকে। আর আমার নিজের ছায়ায় সে যেন আড়াল হয়ে গেলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সামনে আমার ঘুর্নিয়মান

প্রপেলার দুটির গতি বাড়িয়ে দিয়ে আরো উজ্জ্বল করে তুলতে পারতাম, কিন্তু ফুয়েল-সঙ্কট সমস্যার দরুন আমাকে এ-ব্যাপারে বিরত হতে হলো। অবশ্যই সে আমার গতিতে উড়তে পারছিল না। তফাতটা এই যে, আমি একটা জেট ফাইটার চালাচ্ছিলাম, অন্যদিকে তারটা ছিলো আগের প্রজন্মের একটা পিষ্টন ইঞ্জিন চালিত এয়ারক্র্যাফ্ট।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে আমার পাশ বরাবর অবস্থান করছিল সে, চাঁদ তখন তার উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছিল, অর্ধেক দেখা যাচ্ছিল। তারপর সেটা ধীরে ধীরে বাঁদিকে মোড় নিলো। তার সঙ্গে সমতা রাখার জন্যে আমি তাকে অনুসরণ করলাম। কারণ আমি তখন বেশ বুঝে গেছি, অবশ্যই সে শেফার্ড, আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করার জন্যে পাঠানো হয়েছে তাকে। তার কাছে কম্পাস এবং রেডিও আছে, যা আমার কাছে নেই। ১৮০ ডিগ্রীর মধ্যে দিয়ে সে হেলতে-দুলতে ভেসে চলেছিল, তারপর এক সময় আমার সঙ্গে একই লেভেলে সমান তালে ভেসে চললো, চাঁদ তখন আমার পিছনে। অস্তমিত চাঁদের অবস্থান দেখে আমি তখন বেশ বুঝে গেছি, আমরা তখন নরফলক্ উপকূলের দিকে ফিরে চলেছি, আর সেই প্রথম আমি তাকে বেশ ভালোভাবে দেখতে পেলাম। তাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম, আমার উদ্ধারকারী শেফার্ড একটি ডি হ্যাভিল্যাণ্ড মসকুইটো, গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত ফাইটার বম্বার।

তারপরেই আমার মনে পড়লো, গ্লুকোস্টারে মেট্রলজিক্যাল স্কোয়াড্রন মসকুইটা ব্যবহার করতো শেষ উড়ান হিসেবে, উদ্দেশ্য আবহাওয়া পূর্বাভাসের জন্যে প্রস্তুতি হিসেবে ওপরের আবহাওয়ার নমুনা সংগ্রহ করা। আমি ব্রিটেনের যুদ্ধে ব্যবহৃত এই সব ফাইটার বম্বারে সেখানকার একটা একজিবিসনে দেখেছিলাম। সেগুলো আকাশে উড়িয়ে দর্শকদের দেখানো হতো। এ এক ধরনের নস্টালজিয়া যেন। বৃদ্ধেরা মুগ্ধ চোখে দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতো, আর এ প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরাও তাঁদের সঙ্গে সমান তালে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতো। প্রতিবছর ১৫ই সেপ্টেম্বর এই প্রদর্শনী চলতো।

মসকুইটোর ককপিটের ভেতরে চোখ রাখতে গিয়ে চাঁদের আলোয় আমি তার পাইলটকে দেখতে পেলাম, তার চোখে গগলস, জানলাপথে আমার দিকে তাকিয়ে। সাবধানে সে তার ডান হাতটা আমি যতক্ষণ না দেখতে পাই ততক্ষণ তুলে ধরে রইলো, আঙুলগুলো একেবারে সোজা ছিলো, ঢালু নিচের দিকে। আমার সঙ্গে তার ছবি বিনিময় হতেই সে তার হাতের আঙুলগুলো নিচের দিকে প্রসারিত করলো, যার অর্থ হলো, 'আমরা নিচে নামতে যাচ্ছি, আমাকে অনুসরণ করো।'

আমি মাথা নেড়ে, এবং দ্রুত আমার নিজের বাঁহাতটা শূণ্যে তুলে ধরলাম যাতে করে সেটা দেখতে পায় সে, আমি আমার একটা তর্জনী তুলে আমায় নিজের কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে ইঙ্গিত করলাম, তারপর এক সঙ্গে পাঁচটা আঙুল জড়ো করে তুলে ধরলাম। সব শেষে আমি হাতটা আমার গলার কাছে তুলে ধরলাম। উভয় পক্ষের সমঝোতা মতো এই চিহ্নটার অর্থ হলো, আমার কাছে মাত্র পাঁচ মিনিটের ফুয়েল রয়েছে, তারপরেই আমার ইঞ্জিন স্তব্ধ হয়ে যাবে। দেখলাম গগলস্ পরিহিত এবং মুখোশে ঢাকা মাথাটা নেড়ে সে আমাকে জানিয়ে দিলো, বুঝে গেছে সে। তারপর আমরা ঘন কুয়াশাবৃত আস্তরণের ভেতর দিয়ে নেমে চললাম নিচের দিকে। সে তার ফাইটার বম্বারের স্পীড বাড়িয়ে দিলো, আর আমি তখন আমার ব্রেকটা আবার কার্যকর করে তুললাম। একটু আগে পর্যন্ত যে ভ্যাম্পায়ার কাঁপছিল, এখন তার সেই কাঁপন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলো এবং মসকুইটোকে অনুসরণ করতে থাকলো। আমি আমার এয়ারক্রাফ্টের মুখটা তুলে ধরলাম, এই সময় ইঞ্জিনের আওয়াজটা ক্রমশ কমে আসছিল, আর শেফার্ড আমার পাশে থেকে আমাকে গাইড করছিল। আমরা নিচে নরফোলকের তৃণচ্ছাদিত ভূমির দিকে নেমে যাচ্ছিলাম। আমি আমার অল্টিমিটারে চোখ রাখতে গিয়ে দেখলাম, তখনো ২,০০০ ফুট নিচে অবতরণ করতে হবে।

এক সময় মসকুইটো সমভূমি থেকে তিনশো ফুট ওপর পর্যন্ত নেমে এলো। কুয়াশা তখনো আমাদের নিচে ছেয়ে ছিলো। সম্ভবত নিচের সমতলভূমি থেকে কেবল একশো ফুট উঁচু পর্যন্ত কুয়াশায় ঢাকা ছিলো। তবে একটা GCA ছাড়া কোনো বিমানের আবতরণের পক্ষে সেটা যে একটা বাধার পক্ষে যথেষ্ট তা অস্বীকার করা যায়। মসকুইটো ফাইটার বম্বারের পাইলট যে ইয়ারফোন লাগিয়ে র‍্যাডারের মাধ্যমে আমাকে শেষ বারের মতো নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা আমি এখন বেশ ভালো ভাবেই অনুমান করে নিতে পারি। আমরা তখন

সমতলভূমি থেকে মাত্র আশি ফুট উঁচুতে ছিলাম। জানালা পথে আমি তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চললাম, কারণ এই শেষ মুহূর্তটি অতি দক্ষ বিমানচালকের কাছে যেকোনো সময়ে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, একটু অসাবধান হলেই বিমানের ধবংস অনিবার্য, যেমন আকাশ-ছোঁয়া কোনো গাছ কিংবা মাল্টি-স্টোরিজ বিল্ডিং-এ ধাক্কা লেগে যেতে পারে। তাছাড়া কুয়াশায় দিক্‌ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। মসকুইটোর চালক জানালাপথে হাতমুখ নেড়ে আমাকে ক্রমাগত নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিল আকারে-ইঙ্গিতে। তাই তার দিক থেকে মুখ ফেরানোর ফুরসতই পাচ্ছিলাম না। ওদিকে সাদা কুয়াশার আবরণ ভেদ করে আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল আমার উদ্ধারকারী শেফার্ডের দিকে, কি চমৎকার তার সৌন্দর্য, ছোট্ট নাক, ককপিট, রোলস্-রয়েস মার্লিন ইঞ্জিন, এক কথায় ক্রাফ্টসম্যানশিপের এক অভূতপূর্ব সংস্করণ। মিনিট দুই পরে সে তার বাঁ হাতটা জানলার কাচের ওপর রাখলো, যাতে করে হাতের পাঁচটা আঙুলই দেখা যায়। সে যেন তখন ইঙ্গিত করছিল আমাকে, 'তোমার অ্যাণ্ডারক্যারেজটা নিচু করো।' আমি তখন লিভারটা নিচে নামালাম, আমার সব জড়তা আড়ষ্ঠতা নিমেষে যেন কেটে গেলো, কারণ বিমানের তিনটি চাকাই বিকল বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই হাইড্রোলিক প্রেসারের সাহয্যে কেমন সুষ্ঠভাবে নিচে নেমে এলো।

শেফার্ডের পাইলট আবার নিচে নামতে ইঙ্গিত করলো। চাঁদের আলোয় মসকুইটোর নাক বরাবর আমি তাকিয়ে দেখলাম। সেখানে "JK" এই দুটি অক্ষর পেইন্ট করা রয়েছে দেখলাম, বিরাট এবং কালো রঙে আঁকা। সম্ভবত সেটা "জিগ কিং"-এর নামের চিহ্ন। তারপর আবার আমরা নিচে নামতে শুরু করলাম, এবার আগের চেয়ে আরো বেশী ধীর-স্থির ভাবে।

কুয়াশার স্তরের ঠিক ওপরে সে তার মসকুইটোকে আমার ভ্যাম্পায়ারের সঙ্গে একই লাইন বরাবর সমান করে ফেললো। এবং এতো নিচে যে, সমতলভূমির তরুবীথি ও শস্যক্ষেত্র স্পষ্ট আমার চোখে ভেসে উঠলো। তারপর আমরা স্থিরভাবে চক্রাকারে একবার ঘুরপাক খেলাম। ইতিমধ্যে আমি আমার ফুয়েল গেজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলাম, সেটা এখন একেবারে শূণ্যতে এসে ঠেকেছে। ঈশ্বরের দোহাই, তাড়াতাড়ি করো, আমি আমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, আমাকে রক্ষা করুন। এই মুহূর্তে আমার ফুয়েল সরবরাহ যদি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমি এখন এমন এক উচ্চতায় অবস্থান করছি যে, সেখান থেকে ঝাঁপ দেওয়াটা আত্মহত্যারই সামিল। তবে কি মৃত্যু আমার অনিবার্য! আমার এখন ভীষণ ভয় করছে, এই মৃত্যুভয়টাই না শেষ পর্যন্ত আমার প্রকৃত মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ আমি শুনেছি, একজন লোক জলে ডুবে যায়, কিন্তু তার মৃত্যুর কারণ হার্টফেল। চিকিৎসক তার মৃতদেহ পরীক্ষা করে বলেছিল, ওই যে সে জলে ডুবে গেছে, সাঁতার জানে না, তাই সেই মৃত্যু ভয়ের আতঙ্কে হার্টফেল করে মারা যায়! ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবার পর মাত্র একশো ফুট উঁচুতে তার অবস্থান মৃত্যু ফাঁদেরই নামান্তর, সেক্ষেত্রে আমার রক্ষা পাওয়ার সুযোগ কিছুই থাকবে না।

দুই তিন মিনিট মনে হলো মসকুইটো তার শ্লথগতিতে চক্রাকারে মোড় নেওয়াটা যেন একটা স্থিতিশীল পর্যায়ে পড়ে গেলো। আর তখননি মসকুইটোর জানালাপথে চালকের হাতের ইঙ্গিতে মনে হলো, সে যেন চিৎকার করে বলছে, "তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো!' আমি তার নির্দেশ অনুসরণ করলাম সঙ্গে সঙ্গে।

হঠাৎ গোঁৎ খেতে খেতে সোজা হয়ে শূণ্যে ভাসতে থাকলো সে, এবং তার গতি এতোই দ্রুত বাড়িয়ে দিলো যে, আমি তার হাওয়ার গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুত মোড় নেওয়ার সঙ্গে পেরে উঠতে পারছিলাম না। এক সেকেণ্ড পরে দেখলাম, সে তার বাঁ হাত ঝাঁকিয়ে নিচে ঝাঁপ দেবার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছে। তারপর সে ঘন কুয়াশার মধ্যে ঢুকে পড়লো, আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। কিন্তু খুব একটা নিচে নামা গেলো না কুয়াশার জন্যে।

এমন কি অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশপথে মেঘ কিংবা কুয়াশায় ভেতর দিয়ে অতিক্রম করা মানে অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে পথ চলা, প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খাওয়া। হঠাৎ দেখবে, নিচে অসংখ্য তরুবীথির ফাঁদে তুমি জড়িয়ে পরেছো এবং তোমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে, প্রতিটি বৃক্ষ তোমার ককপিট স্পর্শ করে যাচ্ছে বুড়ি ছোঁয়ার মতো করে, তারপর একসময় দেখবে তুমি অদৃশ্য হয়ে গেছো, তোমার সামনে তখন একবুক স্তব্ধতা,

এবং ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তা। নিচে কিছুই তখন দৃশ্যত নয় তোমার চোখে, কেবলি শূণ্য, কোনো কিছুরই আকার নেই, বস্তু হিসেবে কোনো কিছু আঁকড়ে ধরার মতো চোখেই পড়বে না তোমার। আমার কেবল বাঁদিকের উইং টিপ ছাড়া এখন চল্লিশ ফুট দূরে একটা মসকুইটোর আকার দেখা যাচ্ছে, সেটা নিশ্চিত কোনো কিছুর উদ্দেশ্যে উড়ে চলেছে, যা তার চোখে পড়েছে, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না। আর তখনি আমি উপলব্ধি করলাম, আলো ছাড়াই সে উড়ে চলেছে আকাশে। আমার এই নতুন আবিস্কারে মুহুর্তের জন্যে আমি বিস্ময়ে বিহুল এবং আকঙ্কিত। তারপর আমি লোকটির পাণ্ডিত্য যে কিরকম বুঝতে পারলাম। কুয়াশায় আলো বিশ্বাসঘাতক, শুধুই মায়া মরীচিকা এবং সম্মোহিত করার ক্ষমতা রাখে। তবে তারা তোমার কাছ থেকে চল্লিশ কি একশো ফুট সেটা না জেনেই তুমি সেগুলো দ্বারা আকর্ষিত হতে পারো। প্রবণতা হলো তাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া। কুয়াশার মধ্যে দু'টি এয়ারক্র্যাফট, একটি উড়ছে অপরটির ডানার ওপর ভর করে, তাতে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় হতে পারে, বিপদের ঝুঁকি প্রতি পদক্ষেপে। এদিক দিয়ে লোকটি ঠিক।

উড়ানে তার সঙ্গে সমতা রাখতে গিয়ে আমি জেনেছি, গতি শ্লথ করে আনছে সে। আর আমার ক্ষেত্রে, আমি আমার ফাইটারের মুখটা সহজেই ঘোরাতে পেরেছি, নিচে ঝুঁকতে পেরেছি, গতি শ্লথ করতে পেরেছি। সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশ সময়ে চকিতে একবার দু'টি যন্ত্রের দিকে তাকালাম, এই দু'টি যন্ত্র আমার বিশেষ প্রয়োজন। অল্টিমিটারের লিখন শূণ্য, অনুরূপভাবে ফুয়েল গেজও। এমন কি কোনোটারই মধ্যে কাঁপুনি ভাব নেই। এয়ার-স্পীড ইণ্ডিকেটরও আমি দেখেছি, ১২০ নট। আমার ভ্যাম্পায়ারটা যেন এখন একটা কফিন, আমার জীবন্ত লাশ বহনকারী, ৯৫ ফুট উঁচু আকাশ থেকে সেটা নিচে নিক্ষেপিত হতে পারে।

কোনোরকম সতর্ক না করেই শেফার্ড একটা তর্জনী তুলে আমাকে ইঙ্গিত করলো, তারপর উইণ্ডস্ক্রীনের মাধ্যমে এগিয়ে গেলো সে। এর অর্থ, 'ওখান থেকেই তুমি আকাশপথে উড়তে উড়তে মাটিতে নেমে যাও।' তার নির্দেশ মতো স্ট্রিমি, উইণ্ডশিল্ডের মাধ্যমে আমি এগিয়ে যেতে শুরু করি। প্রথমে কিছুই নয়। তারপর, হ্যাঁ, কিছু যেন একটা চোখে পড়লো। বাঁদিকে একটা কালো দাগের প্রলেপ, আর একটা ডানদিকে, তারপর দু'টি, এক একটি প্রতিটি দিকে। একটা অস্পষ্টতার বেড়, জোড়ায় জোড়ায় আমার দু'পাশে আলোর রোশনাই, দ্রুত ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে।

ওগুলোর মধ্যে কি আছে আমি জোর করে দেখার চেষ্টা করলাম। কিছুই নয়, শুধুই কালো আর কালোছায়া। তারপর আমার পায়ের নিচে আঁকাবাঁকা রঙের দাগ। সেন্টার লাইন। প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে আমি শক্তির উৎস বন্ধ করে দিলাম। এবং তাকে সুস্থিরহ রাখার চেষ্টা করলাম, ভ্যাম্পায়ারকে স্থিতিশীল করার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম।

আলো এখন ছড়িয়ে পড়ছে, প্রায় চোখের দৃষ্টি বরাবর। কিন্তু এখনো স্থিতি হতে পারলো না সে। দুম্ দড়াম্ শব্দ হলো। আমরা স্পর্শ করলাম, আমরা টকটকে লাল ডেক স্পর্শ করলাম।। আবার দুম্ দড়াম শব্দ। আবার একটা স্পর্শ, সে আবার নড়ে-চড়ে উঠলো। জলে সিক্ত কালো অন্ধকারের আস্তরণে ঢাকা রাণওয়ে। ব্যাম-ব্যাম-ব্যার্যাম—গুড় গুড় শব্দ। ভ্যাম্পায়ার এবার নিচে নেমে এলো। প্রধান চাকাগুলো আটকে গেলো।

ভ্যাম্পায়ার চক্কর দিচ্ছিল, ঘন্টায় নববুই মাইলেরও বেশী, ধূসর কুয়াশাচ্ছন্ন একটা সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে। আমি ব্রেকটা স্পর্শ করলাম, এবং ভ্যাম্পায়ারের নাকটা ডেকের ওপর আছড়ে পড়লো শব্দ করে। এখন চাপটা কম, চাপ হড়কে যাওয়া নয়, মাটি কামড়ে আঁকড়ে ধরে রাখার মতো শক্ত করে চাকাগুলো নিজের পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে রেখেছে আমার ভ্যাম্পায়ার। এখন তার ব্রেকটা আরো জোরে চেপে ধরে রাখতে হবে। আর তা না করতে পারলে আমরা তাহলে আমাদের জীবনের শেষ ঠিকানায় পৌঁছে যাবো, যেখানে চিরশান্তি, চিরনিস্তব্ধতা, অপার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। এখন আলোগুলো যেন আরো অলসভাবে আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, ক্রমশ শ্লথ হচ্ছে, শ্লথ আরো শ্লথ..........

ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ! হ্যাঁ, অবশেষে ভ্যাম্পায়ারের গতি স্তব্ধ হলো, একেবারে থেমে পড়লো। দেখলাম, আমার দুটো হাতই কন্ট্রোল কলামের চারদিকে আঁকড়ে ধরে আছে, ভেতরে ভেতরে ব্রেক লিভারটা মোচড়াচ্ছে। আমরা যে সত্যি সত্যি থেমে পড়েছি, এ কথাটা বিশ্বাস করার আগে পর্যন্ত আমার কোনো সাড়া-শব্দ ছিলো

না, স্তব্ধ, অনড় ছিলাম, কতক্ষণ যে আমি সেগুলো আঁকড়ে ধরে রেখেছিলাম এখন ভুলে গেছি সব। অবশেষে আমি সেটা বিশ্বাস করলাম, পার্কিং, ব্রেক চালু করলাম এবং প্রধান ব্রেকটা মুক্ত করে দিলাম। ইঞ্জিন চালু ছিলো, ওরা ওদের সময় মতো ল্যাণ্ড রোভার দিয়ে আমার ফাইটার বিমানকে তার নির্দিষ্ট জায়গায় টেনে নিয়ে যাবে। চারদিক ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন তখন নিচটা, এ অবস্থায় ট্যাক্সির খোঁজ করা বৃথা। ইঞ্জিন বন্ধ করার কোনো দরকার নেই, কারণ ফুয়েল তখন একেবারে শেষ তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছিলো। তাই সেটা একেবারে ফুরিয়ে গেলে আপনা থেকেই ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় ভ্যাম্পায়ার যে রানওয়ে পর্যন্ত নেমে আসতে পেরেছে এবং আমার জীবন সুরক্ষা করতে পেরেছে তার জন্যে তাকে অজস্র ধন্যবাদ। এরপর আমি অবশিষ্ট যন্ত্রপাতির যান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলো নিষ্ক্রিয় করার কাজে মনোনিবেশ করলাম, যেমন ফুয়েল, হাইড্রেলিক, ইলেকট্রিক প্রেসার গেজ ইত্যাদি, এবং সব শেষে আমার আসন থেকে নিজেকে বন্ধনমুক্ত করলাম। আমি তা করতেই হঠাৎ কিসের একটা গতিবিধি আমার চোখে পড়লো। অদূরে পঞ্চাশ ফুটের বেশী হবে না, আমার বাঁ দিকের মাটির ওপর থেকে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে মসকুইটো ফাইটারকে গর্জন করতে করতে আমার পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখলাম। পাশের জানালায় পাইলটের হাত নাড়ার দৃশ্যটা আমি দেখতে পেলাম মুহূর্তের জন্যে একবার, তারপরেই চলে গেলো সে। আমি যে হাত নেড়ে আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার কাজে সাহায্য করার জন্যে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো, সেই সময়টুকুও দিলো না সে আমাকে। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমি ঠিক করে ফেলেছি, অফিসারদের মেস থেকে RAF গ্লুকোষ্টারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে ধন্যবাদ দেবো তাকে।

যন্ত্রপাতিগুলো নিষ্ক্রিয় করার পর ককপিটের চারপাশ থেকে কুয়াশার আবরণ সরে যেতে থাকে ধীরে ধীরে, তাই আমি ক্যানপিটা মুক্ত করে দিয়ে হাত চালিয়ে হুডটা নামিয়ে লক্ করে দিলাম। তারপর উঠে দাঁড়াতেই সেই প্রথম আমি উপলব্ধি করলাম কি ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। আমার পরণে ছিলো হাল্কা নাইলনের ফ্লাইং সুট, শরীরটা রীতিমতো উষ্ণ ছিলো, তাই বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস সূচের মতো বিঁধছিলো না আমার গায়ে। আশা করছিলাম,কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কন্ট্রোল টাওয়ার ট্রাক আমার পাশে এসে দাঁড়াবে, জরুরী ভিত্তিতে ভ্যাম্পায়ার থেকে নামতে সাহায্য করবে আমাকে। তাছাড়া আজ খৃষ্টমাস ইভ এই সময় ফায়ার ট্রাক, অ্যাম্বুলেন্স এবং আরো আধ ডজন অন্য সব গাড়ি সব সময়েই মজুত থাকে, এটাই নিয়ম। কিন্তু সেসব কিছুই দেখা গেলো না। অন্তত পরবর্তী দশ মিনিট সময়ের মধ্যে তাদের কোনো চিহ্নই চোখে পড়লো না।

সেই সময় কুয়াশা ভেদ করে দু'টি হেডলাইটের আলো ভেসে উঠতে দেখা গেলো আমার চোখের সামনে, আমার শরীরের রক্ত তখন জমে যাওয়ার উপক্রম হলো। গতিহীন ভ্যাম্পায়ার থেকে কুড়ি ফুট দূরে সেই আলোগুলো থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখা গেলো। আর তখনি একটা [illegible]স্বর ভেসে এলো ঃ 'হ্যালো কে ওখানে!'

আমি এবার ককপিট থেকে বেরিয়ে এলাম, উইং থেকে টারম্যাকে লাফ দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই আলো দুটির দিকে ছুটতে শুরু করলাম। হেডলাইটগুলো পুরোনো ঝরঝরে জোয়েট জ্যাভেলিন গাড়ির। গাড়িতে এয়ারফোর্সের কোনো চিহ্ন বা মার্কা দেখা গেলো না। গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলের সামনে গোঁফওয়াল একজন চালককে বসে থাকতে দেখা গেলো। তবে তার মাথায় RAF অফিসারের টুপি ছিলো। আমার চারপাশের কুয়াশা তখন অপসারিত, পলকহীন চোখে তাকিয়েছিল আমার দিকে।

ভ্যাম্পায়ারের দিকে দৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞেস করলো, 'ওটা তোমার?'

'হ্যাঁ,' উত্তরে আমি বললাম, 'এই মাত্র ল্যাণ্ড করলাম।'

'লাফ দিয়ে আমার গাড়িতে উঠে পড়ো। আমি তোমাকে মেস-এ ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।'

গাড়ির ভেতরটা রীতিমতো উষ্ণ, প্রচণ্ড শী[illegible] মৃত্যুর হাত থেকে বাঁ[illegible] পথ খুঁজে পেয়ে আমি কৃতজ্ঞবোধ করলাম তার উপর।

একেবারে নিচের গীয়ারে গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে সে ট্যাক্সি ট্রাকের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলো, বস্তুত কন্ট্রোল টাওয়ারের দিকে, আর তার পিছনেই ছিলো বেস বিল্ডিং। আমরা ভ্যাম্পায়ারের কাছ থেকে সরে এলে আমি দেখতে পেলাম, আমি আমার ফাইটার বিমানকে কৃষিজমি থেকে প্রায় কুড়ি ফুট দূরে রাণওয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে থামিয়েছিলাম।

'তুমি নেহাতই খুব ভাগ্যবান,' চিৎকার করে বললো সে, যাতে করে ফার্স্ট গীয়ারে ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে তার কথা আমি শুনতে পাই। মনে হলো পায়ের নিয়ন্ত্রণে কিছু অসুবিধা হচ্ছে তার। তার নিঃশ্বাসে হুইস্কির গন্ধ, আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কারণ রাত্রে গাড়ি চালাতে গিয়ে ওরকম একটু আধটু মদ তো খেতেই হয় প্রত্যেক চালককে।

'সত্যি নেহাতই ভাগ্যবান আমি,' আমি তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'নিচে অবতরণ করার কি আগের মুহূর্তে আমার ফুয়েল একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। এমন কি মিনিট পনেরো অগে উত্তর সাগরের ওপর আমার রেডিও আর সমস্ত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা বিকল হয় পড়ে।'

খবরটা হজম করতে সতর্কতার সঙ্গে বেশ কয়েক মিনিট খরচ করলো সে।

'যান্ত্রিক গোলোযোগ!' অবশেষে বললো সে, 'কম্পাসও কাজ করছিল না।'

'না। কার্যত মোটামুটি চাঁদের আলোটা অনুসরণ করেই উড়তে হয়েছে আমাকে। অন্তত উপকূলবর্তী জায়গায় আমাকে খুবই সতর্ক হতে হয়েছে, তারপর............'

'রেডিওটা কাজ করছিল না?'

'হ্যাঁ, বলেছি তো রেডিও-ও বিকল হয়ে পড়েছিল,' আমি বললাম। ' রেডিওর সব চ্যানেলই স্তব্ধ হয়ে যায়।'

'তাহলে এই জায়গাটাই বা তুমি খুঁজে পেলে কি করে?' সে জিজ্ঞেস করলো।

আমি তখন ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছিলাম। লোকটার হাবভাব দেখে মনে হলো, প্রাক্তন ফ্লাইট লেফটেনান্টদের মধ্যের একজন তবে তার কাজের রেকর্ড খুব একটা উজ্জ্বল নয়, একজন কি পেশাদার বৈমানিকও নয়। সে এমন সমতল ভূমির বিমানকর্মী মাত্র এবং সদস্য। রাতের এই সময়ে অদৌ একটা অপারেশনাল স্টেশনে তাকে ডিউটি দেওয়া উচিত হয় নি।

'আমাকে গাইড করে এখানে আনা হয়েছিল,' আমি ধৈর্য্যসহকারে ব্যাখ্যা করলাম। 'জরুরী ব্যবস্থাগুলো এতো ভালোভাবে কাজ করেছিল যে তুলনা হয় না। স্বাভাবিক অবস্থাতেও বোধহয় এতো ভালো সহযোগিতা পেতাম না আমরা ভ্যাম্পায়ারের কাছ থেকে। আমার ইন্সট্রাক্টরের নির্দেশ মতো বাঁ হাত ত্রিভুজের মধ্যে আমি ছোটো ছোটো পর্য্যায়ে ওড়বার চেষ্টা করলাম। আর সেই সময়েই তারা আমাকে গাইড করার জন্যে একটা শেফার্ড এয়ারক্র্যাফ্ট পাঠালো। এর ফলে তখন আমার আর কোনো সমস্যাই হলো না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো সে, 'তুমি যখন জোর দিয়ে বলছো আমার বলার কিছু নেই। সব শেষে বললো সে। 'ওই যে একটু আগে তোমাকে বললাম, নেহাতই তুমি ভাগ্যবান। আবার বলছি, ওই একই কথা হলো। আমি এখন অবাক হয়ে ভাবছি, শেষ পর্বের পাইলট এই জায়গাটার সন্ধান পেলো কি করে!'

'সেখানে কোনো সমস্যা ছিলো না,' আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। সেটা ছিলো RAF গ্লুকোস্টারের ওয়েদার এয়ারক্রাফ্‌টগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা। তাই জি. সি.'র ছকে আমরা শেষ পর্যন্ত এখানে অবতরণ করতে সমর্থ হই। অবশ্যই তার কাছে একটা রেডিও ছিলো। তাই এখানে এসে যখন রাণওয়েতে প্রবেশপথের আলো দেখতে পেলাম, আমি তখন নিজেই মাটিতে অবতরণ করলাম।'

লোকটি তখন রীতিমতো পাগল।

'এটা কি RAF মেরিয়াম সেন্ট জর্জ নয়?' মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

সে তার মাথা নাড়লো।

'তবে কি মারহাম? চিকস্যান্ডস? লেকেনহীথ?'

'না', উত্তরে সে বললো, 'এটা RAF মিন্টন।'

'এ নাম আমি কখনো শুনিনি,' অবশেষে আমি বললাম।

'আমি তাতে বিস্মিত নই। আমরা কোনো অপারেশনাল ষ্টেশন নই। বেশ কয়েক বছর ধরে দেখিনিও। আসলে, মিন্টন হচ্ছে একটা স্টোরেজ ডিপো। এর জন্যে ক্ষমা করো আমাদের।'

এই সময় সে একটা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে বেরিয়ে এলো, দেখলাম, নিমেন হাট সংলগ্ন নিষ্প্রভ কন্ট্রোল

টাওয়ার থেকে কয়েক ফুটে দূরে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, এক সময় এটা **ফ্লাইট রুম** ছিলো, বিমানপোত যাকে বলে। ছোট্ট একটা সরু দরজার নিজে, যেখান দিয়ে অফিসার অদৃশ্য হয়ে গেলো, সেখানে একটা বাতি ঝুলছিল। সেই আলোয় আমি একটা ভাঙা জানালা এবং একটা প্যাডলক দরজার সন্ধান পেলাম, সেগুলো পরিত্যক্ত এভং অবহেলিত বলা যায়। লোকটি ফিরে এসে কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে বসলো স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে।

রাণওয়ের আলোগুলো জ্বালিয়ে এলাম,' বললো সে।

আমার মাথায় তখন কিছুই আসছিল না, কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। এটা পাগলামো, জেদের বশবর্তী হওয়া শুধু নয়, অযৌক্তিকও বটে। তবুও আমি মনে করি এর পিছনে একটা যুক্তি গ্রাহ্য ব্যাখ্যা থাকা উচিত।

তাই আমি থাকতে না পেরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন তুমি ওখানকার আলোগুলো জ্বেলে এলে?'

'তোমার এয়ারক্রাফ্টের ইঞ্জিনের গর্জন শোনা যাচ্ছে এখনো', বললো সে। 'একটা মগ আনার জন্যে অফিসারের মেসে গেছলাম। আর বৃদ্ধ তো পরামর্শ দেয় তখন, জানালাপথে মুখ বাড়িয়ে তার কথা শুনতে গিয়ে দেখি তুমি তোমার চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক কি যেন দেখছিলে। তোমার মেসে যাওয়ার জন্যে তোমাকে খুব ব্যস্ত থাকতে দেখে এসেছিলাম। ভাবলাম, আমি হয়তো কোনো কাজে লাগতে পারি। মনে পড়লো, ওরা যখন স্টেশনটা ভাঙছিল তখন পুরনো রানওয়ের আলোর লাইটগুলোর কানেক্সন কেটে দেয়নি। এদিকে সেখানে তোমার এয়ারক্র্যাফ্ট রয়েছে, অন্ধকারে অন্য কোনো এয়ারক্র্যাফ্ট পথ ভালো করে দেখতে না পেয়ে শেষে হয়তো তোমাদের ওই ফাইটার বিমানের ওপর আছড়ে পড়তো, তাতে সেটা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।'

'তাই বুঝি,' আমি বলবো ভাবলাম, কিন্তু আমি পারলাম না। 'তবে সেখানে একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।'

'আর সেই জন্যেই তোমাকে নিয়ে যেতে আমার এতো দেরী হলো গেলো। গাড়িটা বার করার জন্যে আমাকে মেসে ফিরে যেতে হয়েছিল। তোমার অবতরণের খবর পাওয়ার পরেই আমাকে এমন তৎপর হয়ে উঠতে হয়েছিল। তারপর তোমাকে খুঁজে বার করতে হয়েছিল। তবে সহজ পথে তোমার সন্ধান পায় নি। এই ঘন কুয়াশা আমার প্রতি পদে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

আমি ভাবলাম, ওকথা তুমি আবার বলতে পারো। আরো কয়েক মিনিট এই রহস্যের ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল আমাকে। তারপরেই আমি ব্যাখ্যা করতে বসি।

'ওই RAF মিন্টন জায়গাটা ঠিক কোথায় বলতে পারো?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'উপকূল থেকে পাঁচ মাইলের মধ্যে ক্রোমাবের ভেতরে আমরা এখন ঠিক সেখানেই,' উত্তরে সে বললো।

'আর GCA এবং রেডিওর সুযোগ-সুবিধাসহ কাছাকাছি অপারেশনাল RAF স্টেশনটাই বা কোথায়?'

মিনিট খানেকের জন্যে কি যেন ভাবলো সে।

'অবশ্য মেরিয়াম সেন্ট জর্জে,' বললো সে। ' সেখানে ওই সব জিনিষগুলো অবশ্যই থাকার কথা। মনে রেখো, আমি স্রেফ একজন স্টোরস জনি।'

সেটাই ব্যাখ্যা। আমার সেই অপরিচিত বন্ধুটি সে তার ফাইটার বিমান চালিয়ে আমাকে মেরিয়াম সেন্ট জর্জ উপকূলের কাছ থেকে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মিন্টন, পরিত্যক্ত পুরনো স্টোরস ডিপো মিন্টন, মাকড়সার জালের ফাঁদ পাতা রাণওয়ের আলো এবং মাতাল অফিসার আবার ঠিক সেই সময়ে আমার রক্ষাকর্তার ভূমিকায় হাজির হয়েছিল মেরিয়াম রাণওয়ের। তার আগে মেরিয়ামের কন্ট্রোলার দশ মাইল দূর থেকেই আমাদের নির্দেশ দেয় আকাশে চক্কর দেবার জন্যে, যাতে করে সেই ফাঁকে সে অন্ধকারে ডুবে থাকা রাণওয়ের আলোগুলো জ্বেলে দিতে পারে। জ্বেলে রেখেছিল। এর ফলে শেষ দশ মাইল আকাশপথ পাড়ি দিতে গিয়ে আমি আমার ভ্যাম্পায়ারকে ভুল এয়ারফিল্ডে নামাতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমি তাকে প্রায় বলতে উদ্যত হয়েছিলাম, আধুনিক পদ্ধতিতে বাধা না দেবার জন্যে, কিন্তু আমার কথা সে বুঝতেই পারে নি। কিংবা এও ধরে নেওয়া যায় যে, সে বুঝতেই চায় নি। সে তখন বিচরণ করছিল আপন খেয়ালে। ওদিকে রাণওয়ের

মাঝপথেই আমার ফুয়েলের শেষ তলানিটুকুও ফুরিয়ে যায়। মেরিয়াম থেকে এই দশমাইল পথে বিমান ওঠা-নামার কোনো বন্দোবস্ত ছিলো না, যত্রতত্র তরুবীথিতে ঘেবা জঙ্গল ছিলো। যদি সেই সব আকাশছোঁয়া গাছের কোনো একটাতে আমার ফাইটারের ধাক্কা লাগতো, তাহলে জীবিত অবস্থায় মেরিয়াম স্টোরস ডিপোতে অবতরণ করা কখনোই সম্ভব হতো না আমার পক্ষে, মাঝ পথেই আকস্মিক দুর্ঘটনায় ভ্যাম্পায়ার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। আর তাই লোকটা বারবার আমাকে বলেছে, আমি নাকি নেহাতই ভাগ্যবান, ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি এ যাত্রায়।

এই প্রায় পরিত্যক্ত এয়ারফিল্ডে আমার উপস্থিতির যুক্তিসহ ব্যাখ্যা যখন আমি করছিলাম, সেই অবসরে আমরা অফিসারদের মেসে এসে পৌঁছে গেছলাম। আমার হোস্ট দরজার সামনে গাড়িটা পার্ক করে রাখলো এবং আমরা লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম। হলের প্রবেশপথের সামনে একটা আলো জ্বলতে দেখা গেলো, সেই আলোয় কুয়াশা তখন উধাও, তবে দরজার ওপরে কিংবা অন্য কোথাও আপাতদৃষ্টিতে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের RAF কেনো চিহ্ন চোখে পড়লো না। পরক্ষণেই এক পাশে দেওয়ালের একটা বোর্ড ঝুলে থাকতে দেখা গেলো। তাতে লেখা ছিলো RAF ষ্টেশন মিন্টন। অপর দিকে আর একটা বোর্ডে ঘোষিত লেখাটি হলো, অফিসারদের মেস। আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

হলের সামনেটা বিরাট এবং প্রশস্ত। কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা গেলো, সেটা যুদ্ধের আগে তৈরী যখন বাপুর তৈরী জানালার ফ্রেম, দরজার পাল্লা ইত্যাদি চল বা ফ্যাশান ছিলো। জায়গাটা সম্পর্কে এই রকম মতামত পোষণ করা হয়েছে ঃ এখন এখানকার দিনগুলি বেশ ভালোই।' দুটি চামড়ায় মোড়ানো ভাঙা চেয়ার দখল করে বসেছিল দু'জন লোক, যা কিনা কুড়িজন হওয়া উচিত ছিলো। ডানদিকে ক্লোকরুমও তথৈবচ, সেখানে কোনো কোটের অস্তিত্বই চোখে পড়লো না। আমার হোস্ট, যে আমাকে বলেছিল সে ফ্লাইট লেফটেনান্ট মার্কস, সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে তার কাঁধ থেকে কোটটা খুলে চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেললো। তার পরণে ইউনিফর্ম-ট্রাউজার থাকলেও কিন্তু গায়ে ছিলো চাঙ্কি-ব্লু পুলওভার। কাজের ডিউটি দিতে গিয়ে এই মামুলি পোশাকে তোমার খৃষ্টমাস কাটানো খুবই বেদনাদায়ক।

সে আমাকে বলে, সে ছিলো সেকেণ্ড-ইন-কম্যাণ্ড, C.O. , এখন খৃষ্টমাসের ছুটিতে সে একজন স্কোয়ড্রন লীডার। সে আর তার চীফ অফিসার ছাড়া একজন ষ্টেশন সার্জেন্ট, তিনজন করপোরাল, যাদের মধ্যে একজন খৃষ্টমাস ডিউটিতে ছাড়া অন্যেরা সবাই ছুটিতে গেছে। সম্ভবত করপোরাল মেসের কুড়িজন স্টোর ক্লার্কও এখন ছুটিতে। আর যখন ছুটিতে থাকে না, তারা তখন টন টন বাড়তি পোষাক, প্যারাসুট, বুটজুতো এবং সৈন্যদের মালপত্র বাছাই করতে থাকে যুদ্ধের সময় যোগান দেবার জন্যে।

ভেস্টিবিউলে যদিও একটা বিরাট ইঁটের ফায়ারপ্লেস ছিলো, কিন্তু তাতে আগুনের চিহ্নমাত্র ছিলো না, এমন কি বার-এও নয়। দুটো ঘরই বরফ-ঠাণ্ডায় হিমায়িত ছিলো। তাই উষ্ণ গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে এখানে আবার আমি ঠাণ্ডায় জমে যেতে শুরু করি। ওদিকে মার্কস বিভিন্ন দরজাপথে মাথা গলিয়ে জো-এর নাম ধরে চিৎকার করতে থাকে। তার পিছু পিছু দেখতে উপরে চকিতে একবার ডাইনিংরুমের দিকে তাকালাম, সেখানেও কেউ নেই, মরুভূমির মতো খাঁ-খাঁ করছে। এবং আগুন না থাকার দরুণ বরফ-ঠাণ্ডায় ডুবে ছিলো দু'টি করিডর, একটা অফিসারদের প্রাইভেট ঘরে যাবার, এবং অপরটি স্টাফ কোয়ার্টারে যাওয়ার। RAF মেসগুলোর গঠন-পদ্ধতির মধ্যে একটার থেকে আর একটার মধ্যে খুব একটা তফাত কিছু নেই। একবার একটা প্যাটার্ন হলে সব সময়ে সেই প্যাটার্নটাই চলতে থাকে।

'বৎস, আমি দুঃখিত, এখানে ভালোভাবে অতিথি সেবার তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই।' বললো মার্কস। জো-এর অনুপস্থিতিতে হতাশ হয়ে সে আরো বললো, 'এখানে প্রাণী বলতে কেবল আমরা দু'জন, এবং কথা বলার মতো কোনো ভিজিটরও আসে না বড় একটা। আমরা প্রত্যেকের জন্যে দুটো বেডরুম তৈরী করিয়েছি, সেখানেই থাকি দুজনে। অমাদের দুজনের জন্যে এতো বড় প্রশস্ত জায়গার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। এই প্রচণ্ড শীতে ঠাণ্ডা ঘরগুলো গরম করার কোনো ব্যবস্থা নেই। জানেন, এমন কি আমাদের ফুয়েল ব্যবহার করতেও দেওয়া হয় না। আর এখানে সময় মতো কর্মচারীদেরও পাওয়া যায় না।'

কথাটা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হলো তার মতো এমন অবস্থায় পড়লে আমিও সম্ভবত এরকমই করতাম।

চিন্তা করার কিছু নেই,' আমি বললাম। তারপর আমার ফ্লাইং হেলমেটটা খুলে অ্যান্টিরুমের চামড়ার গদি আঁটা চেয়ারে অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে নিলাম। 'আমি আমার স্নানের আর খাবারের ব্যবস্থা ঠিক করে নিতে পারবোখন।'

'আমিও তাই মনে করি, আমরা দু'জনে এসবের ব্যবস্থা অনায়াসে করে নিতে পারবো।' সে তার অতিথিকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বললো, ' জেকে বলবো, তোমার জন্যে একটা বাড়তি ঘরের ব্যবস্থা করার জন্যে। ঈশ্বর জানেন, এখানে আমাদের যথেষ্ট ঘর খালি পড়ে আছে, আর তোমার জন্যে জল গরম করার ব্যবস্থা করতেও বলবো তাকে। তাছাড়া খাবারও তৈরী করতে পারে সে। খুব বেশী কিছু রান্না করতে হবে না, শুকনো শূয়োরের মাংস আর ডিমের অমলেটই যথেষ্ট, কি বলো?'

আমি মাথা নেড়ে দিলাম। তার কথাবার্তা শুনে এবার মনে হলো, জো এই মেসের স্টুয়ার্ড। 'ওই যথেষ্ট। এখন যদি তুমি কিছু মনে না করো আমি তোমার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তবে ফোনটা তোমাকে একবার পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে, চালু আছে কিনা।'

বার-এ প্রবেশপথের পাশের একটা দরজা দিয়ে সে আমাকে সেক্রেটারীর অফিসে নিয়ে এলো। ঘরটা ছোট্ট এবং সেখানেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তবে সেখানে একটা চেয়ার, ডেস্ক এবং টেলিফোন ছিলো। আমি লোকাল অপারেটারের লাইন পাবার জন্যে ১০০ নম্বরে ডায়াল করে অপেক্ষায় থাকলাম। আমাকে ফোন করতে দিয়ে মার্কস ঘর থেকে বেরিয়ে গেছলো। একটু পরে হুইস্কির বোতল এবং গ্লাস সহ একটা ট্রে হাতে ঘরে ফিরে এলো। সাধারণত আমি মদ খাই না, কিন্তু প্রচণ্ড শীতে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া শরীরটা গরম করার জন্যে হাতের কাছে হুইস্কির বোতল দেখে তাকে ধন্যবাদ জানালাম। সে অবশ্য আমাকে সঙ্গ দিলো না। স্টুয়ার্ডের রান্নার তদারকি করতে চলে গেলো। আমার ঘড়ি তখন বলছিল, সময়টা মধ্যরাত্রির দিকে গড়াতে চলেছে। খৃষ্টমাস উৎসবের আনন্দ ভোগ করা এখন মাথায়, ভাবলাম। তারপর আধঘন্টা আগের কথা ভাবতে বসলাম,আমি তখন ঈশ্বরের সাহায্যের জন্যে কাতর মিনতি জানাচ্ছিলাম তাঁকে। এখন সেকথা ভেবে লজ্জা পেলাম।

'লিটল মিন্টন,' এই সময় একটা জড়ানো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। মেরিয়াম সেন্ট জর্জের টেলিফোন নম্বর আমার কাছে ছিলো না, তবে ঘটনাক্রমে সেটা জানা ছিলো মেয়েটির। ফোনে পাশের ঘর থেকে টেলিফোন অপারেটারের পরিবারের সদস্যদের খৃষ্টমাস ইভের উৎসব পালনের হৈ-হুল্লোড়ের আওয়াজ ভেসে আসছিল। তাদের কোয়ার্টারটা যে গ্রাম্য পোষ্ট অফিসের সংলগ্ন ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মিনিট কয়েক পরে ফোনটা আবার বেজে উঠলো।

'RAF মেরিয়াম সেন্ট জর্জ,' এবার এক পুরুষ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দূরভাষে। গার্ডরুম থেকে কর্তব্যরত সার্জেন্ট কথা বলছিল, সেরকমই মনে হলো আমার।

তবু বললাম, 'ফোনটা ডিউটি কন্ট্রোলার এয়ার-ট্রাফিক কন্ট্রোলে দেবেন দয়া করে!' এরপর স্তব্ধতা নেমে এলো সেখানে।

'আমি দুঃখিত স্যার,' সেই কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এলো, 'আপনি কে ফোন করছেন জানতে পারি?'

আমি তাকে আমার নাম আর আমর র‍্যাঙ্ক কি বললাম। আমি যে RAF মিন্টন থেকে বলছি, সেকথাও বললাম তাকে।

'তাই বুঝি! কিন্তু স্যার আমার আশঙ্কা, আজ রাত্রে আর কোনো ফ্লাইট তো নেই। তাছাড়া এয়ার-ট্রাফিক কন্ট্রোলে ডিউটিতেও কেউ নেই এখন। অবশ্য ম... কয়েকজন অফিসার মেস-এ রয়েছেন।'

'তাহলে দয়া করে ষ্টেশন ডিউটি অফিসারকে লাইনটা একবার দেবেন!'

আমি যখন তাকে ফোনে পেলাম, ঘটনাচক্রে সে তখন মেস-এ ছিলো। কারণ তার পিছন থেকে অন্য সব অফিসারদের কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছিল আমামার কানে। আমি তাকে আমার এখানে আসার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললাম, ভয়ঙ্কর এক জরুরী অবস্থায় পড়ে এখানে আমর ফাইটার বিমানকে নামাতে বাধ্য হয়েছি। আমি আর... তাকে এও বললাম, আগেই ওদের ষ্টেশনে একটা জরুরী বার্তা পাঠানো হয়েছে,

রেডিও ছাড়াই একটা ভ্যাম্পায়ার ফাইটার এখানে আসছে একটা শেফার্ড বিমানের তত্ত্বাবধানে, অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আমার সব কথা শুনলো সে। সম্ভবত সে একজন তরুণ এবং বিচক্ষণ, এবং তার কথাবার্তা শুনে খুবই অমায়িক বলেই মনে হলো আমার। একজন ষ্টেশন অফিসার হিসেবে তার এমনি বিবেকসম্পন্ন লোক হওয়া উচিত, বিশেষ করে খৃষ্টমাসের দিনে তো বটেই!

'এব্যাপারে আমার কিছুই জানা নেই।' অবশেষে বললো সে।

'আজ বিকেল পাঁচটায় বন্ধ করে দেবার পর আমার মনে হয় না, বিমান ওঠা-নামার কাজ এখন চালু আছে কিনা। তাছাড়া আমি এয়ার ট্রাফিকের লোকও নই। যাইহোক ফোনটা একটু ধরে রাখবেন? উইং কম্যাণ্ডারের (ফ্লাইং) লাইনটা দিচ্ছি, উনি এখানেই রয়েছেন।'

আবার একটু নীরবতা। তারপর একজন বয়স্ক লোকের গলার আওয়াজ ভেসে এলো দূরভাষে।

'আপনি কোথ্থেকে কথা বলছেন?' আমার নাম, র‍্যাঙ্ক এবং যে ষ্টেশনে আমি কাজ করি,এসব জেনে নেওয়ার পর সে বললো।

'RAF মিল্টন স্যার। একটু আগে জরুরী প্রয়োজনে এখানে অবতরণ করতে বাধ্য হয়েছি। আপাত দৃষ্টিতে আমার সেই ফাইটার বিমান এখন একরকম পরিত্যক্তই বলা যায়।'

'হ্যাঁ, আমি জানি,' অলসভরে টেনে টেনে কথা বললো সে। নেহাতই দূর্ভাগ্য। 'আপনি কি চান আপনার জন্যে একটা গাড়ি পাঠাই?'

'না স্যার, তার জন্যে আমি আপনাকে ফোন করিনি। আর এখানে রাতটা কাটিয়ে দিতেও আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনাকে বলে রাখি, আমি ভুল এয়ারফিল্ডে অবতরণ করেছি। আমার বিশ্বাস ছিলো, আমি আপনাদেরই এয়ারফিল্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মাঝপথ থেকে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেলো।'

'বেশ তো, আপনি মনস্থির করুন, আপনি আমাদের এখানে আসবেন কি আসবেন না! তারপর আপনার সিদ্ধান্তের কথা আমাদের জানাবেন। আপনি যা বললেন তাতে মনে হয়, আপনি একটা বাজে এয়ারক্রাফট চালাচ্ছিলেন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি আবার কাজের কথা বলতে শুরু করলাম।

'তাহলে দেখুন স্যার, গ্লকোস্টার থেকে একটা ওয়েদার প্লেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে, আর সে আমাকে এখানে নিয়ে আসে। কিন্তু ঘন কুয়াশার দরুন নিচে অবতরণ করার কোনো পথ দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবু তা সত্ত্বেও আমি যখন মিল্টন এয়ারফিল্ডের আলো দেখতে পেলাম, আমি তখন এখানে অবতরণ করি। এই ভেবে যে, নিশ্চয়ই মেরিয়াম সেন্ট জর্জ এয়ারফিল্ড হবে।'

'অপূর্ব!' অবশেষে বললো সে। গ্লকোষ্টারের পাইলটের এ এক অভূতপূর্ব তত্ত্বাবধানের নমুনা। অবশ্য এই সব লোকেরা সব রকম আবহাওয়ার জন্যেই প্রস্তুত থাকে, এটাই তো তাদের কাজ। যাইহোক, এখন বলুন এ ব্যাপারে আপনি আমাদের কি করতে বলেন?'

আমি খুব রেগে যাচ্ছিলাম। হয়তো উনি একজন উইং কম্যাণ্ডার কিন্তু আজকের এই খৃষ্টমাস ইভে তাকে কেমন যেন একটু অন্যরকম মনে হলো।

'দেখুন স্যার আপনাদের র‍্যাডার যন্ত্রটা খোলা রাখার আর ট্রাফিক-কন্ট্রোল ক্রুদের সতর্ক থাকতে বলার জন্যেই আমি আপনাকে ফোন করছি। তারা নিশ্চয়ই একটা ভ্যাম্পায়ার ফাইটারের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে, যা কখনো পৌঁছাবে না সেখানে। ইতিমধ্যেই সেটা এখানে, এই মিল্টনে এসে পৌঁছে গেছে।'

'কিন্তু এখন তো আমরা অফিস অপারেশান বন্ধ করে দিয়েছি,' সে বললো, 'বিকেল পাঁচটার সময় সমস্ত সিষ্টেমগুলোও বন্ধ করে দিয়েছি। সব কিছু খোলবার জন্যেও এখনো পর্যন্ত কোনো অনুরোধ আসে নি কারোর কাছ থেকে।'

'কিন্তু মেরিয়াম সেন্ট জর্জের কাছে একটা RAF আছে,' আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলাম।

'আমি জানি, আমাদের কাছে আপনার খবর আছে,' সে-ও পাল্টা চিৎকার করে বলে উঠলো। 'কিন্তু সেটা আজ রাত্রে ব্যবহার করা হয়নি। বিকেল পাঁচটার পর থেকে সেটা বন্ধ হয়ে আছে।'

আমার পরবর্তী এবং শেষ প্রশ্নটা ধীরে ধীরে আরও সতর্কতার সঙ্গে।

'আচ্ছা স্যার, কাছাকাছি RAF ষ্টেশনটা কোথায় বলতে পারেন? যারা সারা রাত ধরে ওয়ান টোয়েন্টিওয়ান পয়েন্ট-ফাইভ মেগাসাইকেল ব্যান্ড খোলা রাখে, কাছাকাছি এমন একটা ষ্টেশন যেখানে চব্বিশ ঘন্টা এমারজেন্সি ডিপার্টমেন্ট খোলা থাকে?'

ইন্টারন্যাশানাল এয়ার ক্রাফটে-এমারজেন্সি ফ্রিকোয়েন্সি হলো ১২১.৫ মেগামাইলস।

'হ্যাঁ, তেমনি ধীরে ধীরে সে জবাব দিলো, 'পশ্চিমে RAF মারহাম। দক্ষিণে RAF লেকেনহীথ। শুভরাত্রি। হ্যাপি খৃষ্টমাস।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আবার চেয়ারে বসে পড়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। নরফোলকের আর এক দিকে চল্লিশ মাইল দূরে মারহাম। লেকেনহীথ চল্লিশ মাইল দূরে দক্ষিণের সফলকে। আমার ফুয়েল যা অবশিষ্ট ছিলো তখন, তাতে আমি শুধু মেরিয়াম সেন্ট জর্জেই পৌছোতে পারতাম না, এমন কি সেটা তখন খোলাও ছিলো না। তাই মারহাম কিংবা লেকেনহীথে পৌছোতামই বা কি করে। সেই মতো মসকুইটোর পাইলটকে আমি বলেও ছিলাম, আমার কাছে মাত্র পাঁচমিনিটের ফুয়েল অবশিষ্ট আছে। আমার এই সতর্কীকরণ অর্থ যে বুঝতে পেরেছে তাও জানিয়ে দেয়। সে যাইহোক, কুয়াশার মধ্যে আমরা ঝাঁপ দেওয়ার পর অত্যন্ত নিচু হয়ে সে তখন উড়ছিল চল্লিশ মাইল পাড়ি দেবার জন্যে। লোকটা নিশ্চয়ই পাগল হবে।

আমি এবার ভাবতে বসলাম, গ্লুকোষ্টার থেকে পাঠানো পাইলটের কাছে আমি সত্যি ঋণী নই, তবে ফ্লাইট লেফটেনান্ট মার্কসের কাছেই আমি বেশী ঋণী, কারণ সে তার নিজের জীবন তুচ্ছ করে ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে চাব[illegible] গজ পথ পাড়ি দিয়ে পরিত্যক্ত রাণওয়ের আলোগুলো জ্বালিয়ে এসেছিল। তা না করলে আমরা সেই এয়ারফিল্ড খুঁজেই পেতাম না। সেটার খোঁজে আমাদের তখন আকাশ পথে কেবলি চক্কর দিতে হতো। আর এই ফাঁকে আমার ফুয়েলও ফুরিয়ে আসতো। একবার ফুয়েল ফুরিয়ে যাওয়া মানেই আমার নির্ঘাত মৃত্যু। সে তখন একটা জেট ইঞ্জিনের প্রচণ্ড জোরে যান্ত্রিক আওয়াজ পেয়েছিল। ভ্যাম্পায়ার তখন তার মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিল, মাটির খুব কাছাকাছি ছিলো তখন। এবং সে যদি তৎপরতা দেখিয়ে রাণওয়ের আলোগুলো জ্বেলে না দিতো, তাহলে শত চেষ্টা করেও আমাদের পক্ষে সেখানে অবতরণ করা সম্ভব হতো না। ইতিমধ্যে মসকুইটো অবশ্যই গ্লুকোষ্টারে ফিরে গিয়ে থাকতে পারে। সব কিছু জানা সত্ত্বেও আমি যে এখনো বেঁচে আছি অবশ্যই তার জানা উচিত।

'গ্লুকোস্টার?' অপারেটার জিজ্ঞেস করলো। 'এতো রাত্রে?'

'হ্যাঁ,' উত্তরে আমি দঢ়স্বরে বললাম, 'এখন, এই রাত্রেই।'

ওয়েদার স্কোয়াড্রনদের একটা ব্যাপার হলো, তারা সব সময়েই ডিউটিতে থাকে, চব্বিশ ঘন্টাই। ডিউটি মেটরলোজিস্ট কল বুক করে থাকে। আমি তাকে তাদের ডিউটির কথা ব্যাখ্যা করে বললাম।

'ফ্লাইং অফিসার আমার আশঙ্কা, কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে', বললো সে। 'সে আমাদের অফিসারদের মধ্যে একজন নয়।'

'আপনাদেরটা তো গ্লুকোস্টার তাই না?'

'হ্যাঁ, আপনার অনুমানই ঠিক। ডিউটি অফিসার কথা বলছি।'

'চমৎকার। আর আপনাদের ইউনিট মসকুইটো ফাইটার [illegible]কাশে এবং উচ্চতার বায়ুচাপ এবং তাপাঙ্কর হিসেব সংগ্রহ করে থাকে, এই তো?'

'এ আপনার ভুল ধারণা,' বললো সে। 'আ[illegible]রা আগে মসকুইটো ফাইটার ব্যবহার করতাম। কিন্তু ওইসব ফাইটার তিনমাস আগেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা ক্যানবেরা ফাইটার ব্যবহার করি।'

আমি তখন মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে আমার হাতের রিসিভারটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। মনে মনে বলি, এ যেন অবিশ্বাস্য। আর তারপরেই আমার মাথায় একটা মতলব এসে গেলো।

'কেন, ওগুলো কি হলো?' আমি জানতে চাইলাম। লোকটির নিশ্চয়ই বয়স হয়েছে, সৌজন্য বোধ আছে আর সহ্যশক্তিও আছে, তা নাহলে এতো রাত্রে আমার বোকা-বোকা প্রশ্নগুলো শোনে!

আর উত্তরও দিলো সে সঙ্গে সঙ্গে। 'আমার মনে হয়, ওগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে, কিংবা খুব সম্ভব মিউজিয়ামে পাঠানে হয়েছে।

'জানেন তো, আজকাল ওগুলো খুবই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে।'

'জানি,' অমি বললাম। 'আচ্ছা, ওগুলোর মধ্যে একটা বাইরের কোনো লোককে বিক্রী করা হয় নি তো?'

'আমার মনে হয় সেটা সম্ভব,' অবশেষে বললো সে। 'তবে সেটা নির্ভর করে এয়ার মিনিষ্ট্রি পলিসির ওপর। কিন্তু আমি মনে করি। ওগুলো সিটজিয়ামেই পাঠানো হয়েছে।'

'ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ। আর হ্যাপি খৃষ্টমাস।'

এরপর রিসিভারটা আমি ক্রেডেলের ওপর নামিয়ে রাখলাম এবং ভয়ঙ্কর বিস্ময়ে মাথা নাড়লাম। এ কোন্ রাত্রি, এ কেমন এক অবিশ্বাস্য রাত্রি! প্রথমে আমার রেডিও আর বিমানের সমস্ত যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যায়। তারপর আমি পথভ্রষ্ট হই, আর আমার বিমানের তেলে ঘাটতি পড়ে। তাবপর ভগবানের কি অসীম দয়া, বহির্জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যখন বিচ্ছিন্ন তখন কোথ্‌থেকে যেন আমার পরিত্রাতার ভূমিকায় আবির্ভূত হলো একটা তথাকথিত শেফার্ড মসকুইটো ফাইটার বিমান। দূর থেকে সে আমাকে অমন দুরাবস্থায় পড়তে দেখেছিল। অবশেষে একজন অর্ধ মাতাল অবস্থায় গ্রাউণ্ড-ডিউটি অফিসার আমাকে রক্ষা করার জন্যে এয়ারফিল্ডে ছুটে আসে, তার জ্ঞানোদয় হয়, রাণওয়ের সব আলোগুলো জ্বালিয়ে দেয়। ভাগ্য! ভাগ্য বলে একটা কথা আছে বটে, কিন্তু এতো সৌভাগ্য আমার মতো কোনো অভাগার জীবনে এর আগে কখনো এসেছে কিনা জানি না। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত এই জেনে যে, সে যে কি করছে, এ ব্যাপারে সখের পাইলটের সামান্য একটু ধারণাও নেই। আবার এ কথাও এখন আমাকে ভাবতে হচ্ছে, তাকে ছাড়া আমি তখন কিই বা করতে পারতাম? আমি এখন বারবার কেবল এই প্রশ্নটাই নিজেকে করে যাচ্ছি। তার আশ্রয় না নিলে আমার মৃতদেহটা হয়তো এখন উত্তর সাগরে ভাসতে দেখা যেতো।

সত্যি কথা বলতে কি, এই যে আমি এখনো বেঁচে রয়েছি, তারিয়ে তারিয়ে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছি, এ সবই সে ই অজানা, অচেনা আমার সাহায্যকারী লোকটার জন্যে, যে কিনা অদ্ভুত আবেগপ্রবণ হয়ে, নিজের জীবন বিপন্ন হতে পারে জেনেও একটা বাতিল এয়ারক্রাফক্ট উড়িয়ে আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন বন্ধুর মতো। এমন একজন সহৃদয় ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা জানাবো না? তাই আমি আমার শেষ হুইস্কির গ্লাসটা তাকে উৎসর্গ করে চুমুক দিলাম। ওদিকে এই সময় ফ্লাইট লেফটেনান্ট মার্কস দরজাপথে তার মাথাটা গলিয়ে দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

'তোমার ঘর তৈরী,' বললো সে। 'সতেরো নম্বর ঘর ঠিক করিডরের পাশেই। জো তোমার জন্যে ফায়ার প্লেসে অগ্নিসংযোগ করছে। টয়লেটে তোমার স্নানের জন্যে গরম জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। যদি কিছু মনে না করো আমি তাহলে এখন চলে যাই। তুমি তোমার নিজের ব্যবস্থা ঠিক করতে পারবে তো বন্ধু?'

আগের চেয়ে এখন অনেক বেশী বন্ধুসুলভ মনোভাব নিয়ে আমি শুভরাত্রি জানালাম। এটা তার অবশ্যই প্রাপ্য ছিলো।

'নিশ্চয়ই!' মুখে বললাম, 'আমি ভালো ভাবেই আমার কাজ নিজের হাতে করে নিতে পারবো। তোমার যাবতীয় সাহায্যের জন্যে অজস্র ধন্যবাদ।'

আমি আমার হেলমেটটা নিজের হাতে তুলে নিলাম। এবং অবাক বিস্ময়ে করিডোর দিয়ে হেঁটে যেতে গিয়ে অসংখ্য অবিবাহিত অফিসারদের শয়নকক্ষ দেখলাম, হয়তো তারা এখানকার কেউ নয়, অন্য কোনো জায়গায় পোষ্টেড। সতেরো নম্বর ঘরের আধভেজানো দরজা চুঁইয়ে আলো এসে পড়েছিল করিডোরে। আমি ঘরে ঢুকতেই এক বৃদ্ধ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো ফায়ারপ্লেসের সামনে থেকে। হাঁটু মুড়ে বসে ফায়ারপ্লেসে জ্বালানি কাঠের যোগান দিচ্ছিলো সে। ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালো। মেস স্টুয়ার্ডরা সাধারণত নথিভুক্ত লোক হয়ে থাকে।

এই লোকটির বয়স প্রায় সত্তর এবং স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে তাকে।

শুভ সন্ধ্যা স্যার,' বললো সে। 'আমি জো স্যার। আমি এখানকার মেস স্টুয়ার্ড।'

'হ্যাঁ, জো, তোমার কথা মিস্টার মার্কস বলেছেন আমাকে। তোমাকে এতো রাত্রে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি দুঃখিত। বলতে পারো এই মাত্র আমি এখানে এলাম।'

'হ্যাঁ, মিস্টার মার্কস আমাকে বলেছেন। আমি আপনার ঘরটা ব্যবহারের উপযোগী করে রাখার ব্যবস্থা করছি। ফায়ারপ্লেসের আগুন জ্বলে উঠলেই ঘরটা বেশ আরামদায়ক হয়ে উঠবে।'

ঘরটা তখনো ঠাণ্ডায় জমে ছিলো, তাই নাইলন ফ্লাইং সুটে আমার শরীরটা রীতিমতো থরথর করে কাঁপছিল, দাঁতে দাঁত লেগে যাবার উপক্রম হলো। ভেবেছিলাম মার্কস-এর কাছ থেকে একটা সোয়েটার ধার করে নেবো, কিন্তু ভুলে গেছি।

আমি একাই আমার ঘরে ডিনার সমাধা করবো বলে ঠিক করলাম। জো আমার খাবার আনতে গেলে আমি তখন চটপট স্নান সেরে নিলাম। এই সময় জলটাও বেশ গরম হয়ে গেছলো। বাথরুম থেকে বেরিয়ে গায়ে তোয়ালে বোলাচ্ছি, এই সময় জো একটা পুরনো হলেও বেশ গরম একটা ড্রেসিং গাউন নিয়ে এলো আমার জন্যে। একটা ছোট টেবিলের ওপর খাবারের প্লেট সাজিয়ে রাখলো। খাবার বলতে শূয়োরের মাংস আর ডিমের ওমলেট। এই সময় ঘরটা বেশ গরম হয়ে উঠেছিল। ফায়ার প্লেসের আগুন এখন গনগন করছে, ফায়ার প্লেসের সামনে পর্দা টাঙানো ছিলো। আমি তখন খুবই ক্ষুধার্ত, তাই খেতে খুব একটা বেশী সময় লাগলো না। আমার সেই স্বল্পকালীন খাওয়ার সময় জো অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে তার কথায় তাল দিতে হচ্ছিল আমাকে।

'তুমি তো এখানে অনেক দিন ধরে রয়েছো, তাই না জো?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। আমার কথার মধ্যে নম্রতাব চেয়ে খাঁটি সৌজন্যতাই বেশী ছিলো।

'ওহো, হ্যাঁ স্যার, তা প্রায় বছর কুড়ি তো হবেই। যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগেই এই ষ্টেশনটা খোলা হয়।'

'তার মানে তুমি এখানে অনেক পরিবর্তনই দেখেছো? সব সময় এখনকার মতো অবস্থায় ছিলো এই ষ্টেশনটা, তাই না?'

'হ্যাঁ, স্যার, এমনটি ছিলো না, কখনোই এমনটি ছিলো না।' তারপর সে আমাকে তখনকার টিনের যেসব তরুণ বৈমানিকদের ভিড় সব সময়েই লেগে থাকতো এখানকার প্রতিটি ঘরে ঘরে তাদের কথা বললো, ডাইনিংরুমটা সব সময়েই তাদের সোরগোলে মেতে থাকতো, তাদের উত্তেজনায় কতো কাঁটা-চামচ-প্লেট যে ভেঙেছে তা হাতে গোনা যায় না। বার-এ সবসময় অশ্লীল গান লেগেই থাকতো, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে এয়ারফিল্ড-এর আকাশ-বাতাসে ফাইটার ইঞ্জিনের গর্জনে মুখরিত হয়ে থাকতো, সেই সব ফাইটার বিমান যুদ্ধ ক্ষেত্রে যতো যেতো তার চেয়ে অনেক কম ফিরে আসতো এখানে, সেই সব বিমানের এক একজন বৈমানিকের এখান থেকে শেষযাত্রা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে আজও, তারা আর কখনো ফিরে আসেনি জীবিত অবস্থায়। তাদের মধ্যে কারোর মৃতদেহ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ফিরে এসেছে, অন্যদের মৃতদেহ সম্পূর্ণ ভাবে দগ্ধ হয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

সে যখন ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে যুদ্ধের সেই সব দুঃসময়ের কাহিনী শোনাচ্ছিল আমাকে, আমি তখন রেড ওয়াইনের বোতলের অবশিষ্ট অর্ধেকটা খালি করার কাজে লেগে গেলাম। বলাবহুল্য এই মদের বোতলটা জো-ই বার থেকে এনেছিল. যেটুকু ওর সঙ্গে মিশেছি তাকে আমার মনে হয়েছে জো একজন অত্যন্ত ভালো স্টুয়ার্ড। মদের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে টেবিল থেকে উঠে পড়লাম। আমার ফ্লাইং সুটের পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে তাতে অগ্নি সংযোগ করে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকলাম। ও দিকে ষ্টুয়ার্ড তখন টেবিলের ওপর থেকে প্লেট, গ্লাস সরাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। ফায়ার প্লেসের সামনে ম্যান্টেলের ওপর একটা ফটোগ্রাফের সামনে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হাতের সিগারেটটা হাতেই রয়ে গেলো, ঠোঁটে আর ঠেকানো হলো না। তখন আমার মনে হলো ঘরটা হঠাৎ কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

ফটোটা পুরানো এবং নোংরা, কিন্তু কাচের নিচে সেটা এখনো যথেষ্ট পরিস্কার রয়েছে। ফটোর মানুষটি বয়সে তরুণ এবং আমার বয়সীই হবে, তার কুড়ি বছর বয়সের ছবি, পরণে ফ্লাইং সুট। কিন্তু আজকের মতো

ধূসর রঙের সুট এবং উজ্জ্বল প্লাস্টিকের হেলমেট নয়। তার পরণে মোটা ভেড়ার চামড়ার বুটজুতো, পরণে সার্জের মামুলি ট্রাউজার এবং ভারী জিপ-আপ জ্যাকেটটাও ছিলো ভেড়ার চামড়ার। তার বাঁ হাতে ঝুলছিল নরম চামড়ার ফ্লাইং হেলমেট। তখনকার সময়ে তারা এসবই ব্যবহার করতো। জ্যাকেটের বোতামে একটা গগলস্ ঝুলে থাকতে দেখা গেলো, এখনকার আধুনিক বৈমানিকের মুখোশের মতো নয়। তার একটা পা সামনের দিকে বাড়ানো, যেন যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে এক তরুণ সৈনিক, ডান হাতটা কোমর জড়ানো, শত্রুপক্ষকে যেন আহ্বান করছে, কিন্তু তার মুখে হাসি নেই। ফটো তোলানোর সময় গম্ভীর মুখে তাকিয়েছিল। তার চোখের দৃষ্টি বলে দিচ্ছিল তখন তার মধ্যে কিসের একটা দৃষ্টিবোধ ছিলো যেন।

তার পিছনে তার এয়ারক্র্যাফ্টটা স্পষ্ট দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল। ফাইটার বিমানটা যেন আমার খুব চেনা, ঠিক এরকম একটা বিমান মাত্র কয়েকবারই আমার চোখে পড়েছিল, সেটা হাল্কা, ছোট-খাটো আকারের মসকুইটো ফাইটার-বোম্বার, এক জোড়া মার্কিন ইঞ্জিনের বিমান নয়, এই বিমানের কাজ খুবই উল্লেখযোগ্য। আমি জোকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। ঠিক তখনি আমি আমার পিছনে হঠাৎ দমকা বাতাস অনুভব করলাম। পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখলাম, ঘরের একটা জানালা হাওয়ার দাপটে খুলে গেছে, আর সেই খোলা জানালা পথ দিয়ে বরফ-ঠাণ্ডা বাতাস হু-হু করে ঘরে ঢুকছিল।

'আমি জানালাটা বন্ধ করে দিচ্ছি স্যার,' বৃদ্ধ স্টুয়ার্ড বলে উঠলো, এবং প্লেট ও গ্লাসগুলো টেবিলের ওপর ফিরে আবার রাখতে গেলো।

'না তোমাকে বন্ধ করতে হবে না, আমি বন্ধ করছি।' জানলার কাছে যেতে আমাকে লম্বা লম্বা দু'পা ফেলে যেতে হলো। ভালো করে জানালার পাল্লা ধরার জন্যে পর্দাটা খোলা জানালা পথ দিয়ে বাইরে একবার তাকাতে গিয়ে দেখলাম, পুরনো মেন বিল্ডিং কুয়াশার আবরণে ঢাকা। আমার ঘরের ভেতরটা গরম, সেখানকার গরম হাওয়া জানালা গলে বাইরে যেতে থাকে, এর ফলে কুয়াশা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। কুয়াশাচ্ছন্ন জায়গার কোনো জায়গা থেকে আমার মনে হলো, আমি যেন ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেলাম। কিন্তু বাইরে কোথাও ইঞ্জিনের চিহ্ন দেখতে পেলাম না, স্রেফ কোনো এক কৃষক-বালকের একটা মোটরসাইকেল চোখে পড়লো। সে তখন একটা ফেন্সিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে থাকা তার প্রেমিকার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল। এরপর আমি জানালা বন্ধ করে দিলাম, এখন ঘরটা আর ঠাণ্ডা হবে না, নিশ্চিত হয়ে ঘরের মাঝখানে ফিরে এলাম।

'জো, কে ওই পাইলট?'

'কোন্ পাইলটের কথা বলছেন স্যার?'

আমি এবার ম্যান্টেলের ওপর রাখা ফাটোটার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

'ওহো, তাই বলুন স্যার। ওই ফটোটা মিস্টার জন ক্যাভানাঘের। জানেন স্যার, যুদ্ধের সময় উনি এখানে এসেছিলেন।'

সবচেয়ে ওপরের প্লেটে মদের গ্লাসটা রাখলো জো।

'ক্যাভানাঘ?' এই বলে আমি সেই ফটোটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং খুব কাছ থেকে সেটা নিরীক্ষণ করতে থাকলাম।

'হ্যাঁ স্যার, তিনি ছিলেন একজন আইরিশ। অত্যন্ত চমৎকার লোক, এ আমার ধারণা। এ যেন একটা কাকতালীয় ব্যাপার স্যার, এই ঘরটা তাঁরই ছিলো।'

'সেটা কোন্ স্কোয়াড্রন জো?' আমি তখনো ফটোর পিছনে এয়ারক্র্যাফ্টের দিকে আমার দৃষ্টি ফেলে রেখেছিলাম।

'পথিকৃৎ স্যার, মসকুইটো, ওঁরা ওই বিমানই ওড়াতেন। ওঁরা সবাই চমৎকার বৈমানিক ছিলেন। তবে আমার মতে ওঁদের মধ্যে মিস্টার জনই সব থেকে ভালো বৈমানিক ছিলেন। তবে বলতে পারেন ওঁর প্রতি আমার একটু পক্ষপাতিত্ব ছিলো স্যার। আমি ছিলাম ওঁর চাটুকার।'

এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। ফটোয় মিস্টার জনের পিছনে মসকুটোর নাকের ওপর অস্পষ্ট অক্ষরগুলো এই ভাবে লেখা ছিলোঃ JK, জিগ কিং নয়, কিন্তু জনি ক্যাভানাঘ।

সব কিছুই তখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো আমার কাছে। ক্যাভানাঘ একজন চমৎকার পাইলট ছিলেন, যুদ্ধের সময় একটা ভাঙা স্কোয়াড্রন নিয়ে আকাশে উড়তেন। যুদ্ধের পর তিনি এয়ার ফোর্স ছেড়ে দেন, সম্ভবত পুরনো গাড়ি কেনা-বেচার ব্যবসা শুরু করেন। এই ব্যবসায় তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তারপর নিজের জন্যে একটা চমৎকার বাড়ি কিনেছেন শহরতলীতে এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকবেন ফাইটার বিমানের পিছনে। কিংবা তাঁর অতীতের গৌরব-গাঁথা দিনগুলির পুনরাবৃত্তি করে নতুন কিছু সৃষ্টি করার নেশায় মেতে উঠে থাকবেন। এই ভাবেই RAF-এর নীলাম থেকে হয়তো তিনি একটা পুরনো মসকুইটো এয়ারক্র্যাফট নিয়ে সেটা মেরামতি করে আকাশে উড়িয়ে থাকবেন তাঁর ব্যাক্তিগত প্রয়োজনে কিংবা ইচ্ছা মতো। যদি তোমার প্রচুর অর্থ থাকে তাহলে এভাবে তোমার সময় কাটানোটা খুব একটা খারাপ কিছু নয়।

অতএব এভাবেই তিনি হয়তো কোনো অভিযান থেকে ইউরোপে ফেরার পথে আমাকে মেঘের ওপরে একটা পর একটা ত্রিভুজাকৃতি জায়গায় ঘুরপাক খেতে দেখে আমাকে লক্ষ্য করে থাকবে, এবং বুঝে থাকবেন, আমি কোনো রকম বিপদে পড়েছি। তাই তিনি আমাকে তাঁর তত্ত্বাবধানে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। হয়তো তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে কিংবা পরিত্যক্ত মিল্টন এয়ারফিল্ডকে এক সময় ভালেবেসেছিলেন বলেই ঘন কুয়াশা উপেক্ষা করেও এখানে আমাকে অরতরণ করিয়েছিলেন, এতে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি ছিলো। এছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিলো না। কারণ তখন আমার এয়ারক্র্যাফ্টে এক ফোঁটা তেলও অবশিষ্ট ছিলো না।

কোনো সন্দেহ নেই যে, লোকটিকে আমি খুঁজে বার করতে পারি, সম্ভবত রয়্যাল এয়ারো ক্লাবের মাধ্যমে।

'অবশ্যই তিনি একজন ভালে বৈমানিক ছিলেন,' আজ সন্ধ্যায় ওঁর সুন্দর কাজের নমুনা দেখে ওঁর সম্পর্কে আমার এই কথাটাই এখন কেবল মনে পড়ছে।

'ভালো শুধু নয়, সব থেকে ভালো স্যার,' আমার পিছন থেকে জো বলে উঠলো। ওঁর সহকর্মীরা ওঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেখেছেন, ওঁর চোখদুটির দৃষ্টি ঠিক বেড়ালের মতো। এমনি প্রখর দৃষ্টি ছিলো ওঁর। আমার আজও মনে আছে, অনেক সময়ে স্কোয়াড্রনরা জার্মানিতে তাদের বম্বিং টার্গেট সম্পূর্ণ করে বেশীরভাগ তরুণ সৈনিকরা বার-এ গিয়ে মদ্যপান করতো, হৈ, হুল্লোর করতো। এদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী।'

'কেন মিস্টার জন মদ খেতেন না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ওহো হ্যাঁ স্যার, কিন্তু বেশীরভাগ সময় তাঁরা মসকুইটোতে ফুয়েল ভর্তি করেন, এবং একাই আকাশে ওড়েন নিছকই ব্যক্তিগত উন্মাদনায়। আকাশে উড়তে উড়তে তিনি চলে যেতেন উত্তর সাগরে, উদ্দেশ্য যদি কোনো পঙ্গু বোম্বারের সন্ধান মেলে তিনি তখন তাঁর তত্ত্বাবধানে তাকে ঘরে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেন।'

আমি ভ্রুকুটি করলাম। ওই সব বড় বড় বোম্বারদের যে যার নিজস্ব একটা ভিত ছিলো।

'কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন অনেক শত্রুপক্ষের বিধবংসী বিমানের মুখোমুখি হয়েছে এবং তাদের বেতারযন্ত্র বিকল হয়ে গেছে। যাইহোক, তারা জীবিত অবস্থায় ঠিক করে ফিরে আসতে পেরেছে। মারহাম, স্ক্যামটন, ওয়াড়িংটন, এসবই চার-ইঞ্জিনযুক্ত বোমারু বিমান, হ্যালিফ্যাক্সেস, স্টার্লিকিম এবং ল্যাফস্টার আপনার সময়ের অনেক আগেকার এসব, স্যার, এই যে এতো সব কথা বললাম, তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন।

'আমি ওগুলোর ছবি দেখেছি,' আমি স্বীকার করলাম। 'তার ওপর তাদের মধ্যে কিছু কিছু স্কোয়াড্রন এয়ারপ্যারেডে উড়ে থাকে। আর তিনি তাদের তদারকি করে থাকেন।'

'আমি আমার মনের চোখ দিয়ে তাদের কল্পনা করতে পারি, এয়ারক্র্যাফটের গঠনপ্রণালী, উইং এবং লেজে বোমাবর্ষণজনিত ফাঁক-ফোকর, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ এবং আন্দোলিত হওয়া সত্ত্বেও বৈমানিক শক্ত হাতে মোকাবিলা করে তাদের ঘরে ফিরিয়ে এনেছে। আহত কিংবা মৃত্যু পথযাত্রী ক্রুদেরও ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আর আমি জানি, আমার অতি সম্প্রতি অভিজ্ঞতা থেকে আমি জেনেছি, রাতে শীতের আকাশে বড় নিঃসঙ্গ, কোনো বেতারযন্ত্র নেই, বাড়ি ফিরে আসার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে নেই কোনো গাইড। এর ওপর রয়েছে কুয়াশার দৌরাত্ম্য, সমস্ত পথ-ঘাট, বাড়ি-ঘর, সব কিছুই এই কুয়াশা তার অসংখ্য ডানা বিস্তার করে এমন ভাবে যে, জগতের চোখে পড়ে না।

'সেটা ঠিকই স্যার। একই রাত্রে উনি দ্বিতীয় ফ্লাই ব্যবহার করতেন, দক্ষিণ সাগরের ওপর পর্যবেক্ষণ চালাতেন, সন্ধান করতেন যদি কোনো বিদ্ধস্ত বিমান চোখে পড়ে। সেরকম কারোর সন্ধান করতে পেলে ওঁর কাজ হতো, তাকে তাঁর তত্ত্বাবধানে এই মিন্টনে ফিরিয়ে আনতেন। এখানে এই মিন্টনে। এক এক সময় এমনো দেখা গেছে, ঘন কুয়াশার দরুন তুমি তোমার হাতই দেখতে পাচ্ছো না। ষষ্ট ইন্দ্রিয়,ওরা বলেছিল, উনি তার অধিকারণ ছিলেন, ওঁর মধ্যে আইরিশের কিছু ভাবধারা প্রত্যক্ষ করা যায়।'

ফটোটার দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে আমি তন্ময় হয়ে পড়ি। যাইহোক, সেই ফটোটার ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আমি আমার হাতের পোড়া সিগারেটের ছাই বিছানা সংলগ্ন ছাইদানির মধ্যে নিক্ষেপ করি। এই সময় জোকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

'যাকে বলে একজন সত্যিকারের পুরুষ,' আমি বললাম। আর সত্যি কথা বলতে কি আমি তাই মনেও করি। এমন কি আজও, যদিও তিনি এখন মধ্যবয়স্ক, তবুও বলবো, তিনি একজন অতি চমৎকার বৈমানিক।

'ও হ্যাঁ স্যার, সত্যি তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ পুরুষ, মিষ্টার জনি। আপনি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমার মনে আছে, ঠিক ওখান থেকেই তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, তখনো আগুন ঠিক আয়ত্তে আনতে পারেন নি; 'যখনই তাদের মধ্যে একজন সেই নিশুতি রাতে বাইরে গেছে জো, ফিরে আসার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে নি, আমি তখন বাইরে বেরিয়ে গেছি তার খোঁজে, এবং তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি।'

আমি গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লাম, শ্রদ্ধায় তাঁর ফটোটার দিকে তাকিয়ে আমার মাথা অবনত করলাম, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায়। আজকের সেই বৃদ্ধ মানুষটি নিশচয়ই তাঁর যুদ্ধের সময়কার অফিসারকে ঠিক এভাবেই শ্রদ্ধা জানাতেন।

'ভালো কথা,' আমি বললাম, 'ওই ফটোটার দিকে তাকিয়ে মনে হয় উনি এখানে সেরকম কাজই করে থাকেন।'

জো এখন হাসলো। তার হাসিটা অদ্ভুত বলে মনে হলো।

'ওঃ স্যার, আমিও ঠিক এরকমই মনে করি। মিস্টার জনি ১৯৪৩ সালের খৃষ্টমাস ইভে তাঁর শেষ প্যাটরলে বেরিয়েছিলেন, আজ রাত থেকে ঠিক চোদ্দ বছর আগে। জানেন স্যার, তিনি আর কখনো ফিরে আসেন নি। তিনি তাঁর সেই প্রিয় এয়ারক্রাফ্ট মসকুইটো বিমান চালিয়ে চলে গেলেন উত্তর সাগরে। শুভরাত্রি স্যার, এবং হ্যাপি খৃষ্টমাস!'

ঈশ্বরের হাত

তার আয়ু আর মাত্র দশ মিনিট। হাসছিল সে, তার হাসির খোরাক হলো তার ব্যক্তিগত সহকারিনী সহকারিনী মোনিকা জেমিন। ২২ শে মার্চ, ১৯৯০-এর গুড়িগুড়ি বৃষ্টি ঝরা শীতের সন্ধ্যায় মেয়েটিই গাড়ি চালাচ্ছিল অফিস থেকে তাকে তার অ্যাপার্টমেন্টে পৌছে দেওয়ার জন্যে।

রুডি স্টেল-এ স্পেশ রিসার্চ কর্পোরেশন-এর অফিসে তারা দু'জন অন্তরঙ্গ সহকর্মী। সত্যিকারের, নরখাদক মেয়ে সে। তবে আচারে-ব্যবহারে সে এখন রীতিমতো নম্র ভদ্রমহিলা।

আঙ্কল-এর শহরতলী ব্রুসেলস-এর অফিস থেকে সাতটা বাজতে দশে তারা বেরিয়ে আসে। ফ্রাঙ্কয়স ফোলির চেরিড্রিউ কমপ্রেক্স-এর সেন্টার ব্লকে তার সেই অ্যাপার্টমেন্ট। তারা লক্ষ্য করেনি পিছনে একটি গাড়ি তাদের অনুসরণ করছিল। অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেই গাড়ির দু'জন যাত্রী সেই বৈজ্ঞানিককে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অনুসরণ করে আসছিল।

এ সময়ে সে তার অ্যাপার্টমেন্টে তার বান্ধবী হেলেনকে আশা করছে। সে চায় না হেলেনের সঙ্গে তার অফিস স্টাফের দেখা হোক। হেলেন তার প্রিয় বান্ধবী। সে যখন ব্রুসলেস-এ থাকে, আর তার স্ত্রী চলে যায় কানাডায়, হেলেন সঙ্গ দেয় তাকে।

বৈজ্ঞানিক তার কাঁধের উপর চাপিয়ে নেয় পনেরো কিলোগ্রাম ওজনের একটা বড় কালো ক্যানভাসের ব্যাগ, যার মধ্যে ছিলো দামী কাগজপত্র, বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণার দলিল, তার লেটেস্ট প্রজেক্ট-এর সব কাগজপত্র নিরাপদে তার কাঁধে ঝুলছে।

অষ্টম ব্লকের ফ্লোরে বৈজ্ঞানিকের অ্যাপার্টমেন্ট। একটু পরেই তাকে তার অ্যাপার্টমেন্টের দরজার চাবি খুলতে দেখা যায় হেঁট হয়ে।

উল্টো দিকে আধো-অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল তার আততায়ী। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে সে বৈজ্ঞানিকের কাছে। তার হাতে উদ্যত সাইলেন্সার লাগানো সেভেন পয়েন্ট সিক্সটি ফাইভ ব্রেটা আটোমেটিক প্লাস্টিক ব্যাগে মোড়ানো। এক মিটারের কম দূরত্ব থেকে বৈজ্ঞানিকের মাথা ও গলা লক্ষ্য করে পাঁচটি শটই যথেষ্ট ছিলো। হৃষ্টপুষ্ট বিশাল দেহের মানুষটি মুখ থুবড়ে পড়লো তার দরজার সামনে। সে মরেছে কিনা দেখার তোয়াক্কা করল না বন্দুকবাজ। কারণ সে জানে, তার নিশান অব্যর্থ।

ওদিকে পাঁচ মিনিট পরেই হেলেন এসে পৌছয়। প্রথমে সে ভাবল তার প্রেমিকের বুঝি হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। সেই একই ব্লকে তার বন্ধুর পরিচিত ডাক্তার থাকতো, সেকথা জানতো হেলেন। ও সেই ডাক্তারকে ডাকলো সে।

নিচের দিকে মুখ করা বৈজ্ঞানিকের বিশাল দেহটা কার্পেটের উপর থেকে তুলতে গিয়ে কেয়ারটেকারের হাত রক্তে ভরে যায়। কয়েক মিনিট পরেই জানা গেল, সে মৃত। সিক্সথ ফ্লোরের অপর চারটি ফ্ল্যাটের মাত্র একটি ফ্ল্যাটের এক বয়স্কা মহিলা বাইরে হৈ-চৈ শুনে দরজা খুলে মুখ বাড়ায় এবং সে জানায় পুরু কাঠের দরজার আড়াল থেকে ঘটনা ঘটার সময় কোনো শব্দই শুনতে পায় নি সে।

নিহত ব্যাক্তিটি হলো ডঃ জেরাল্ড ভিনসেন্ট বুল, প্রতিভাধর, বিশ্বের একজন সেরা বন্দুক ডিজাইনার। কেবল এটাই তার পরিচয় নয়, পরবর্তীকালে ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের অস্ত্রনির্মাতা।

ডাঃ জেরি বুলের খুন হওয়ার পর ইউরোপে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকে। ব্রুসলেসএ বেলজিয়াম কাউন্টার-ইনটেলিজেন্স স্বীকার করেছে, বেশ কয়েক মাস ধরে প্রায় প্রতিদিন লাগাতার পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানুষের মতো দেখতে দুজন লোক কয়েকটি গাড়ি নিয়ে অনুসরণ করে ফিরেছে তাকে।

১১ই মার্চ মিডলসব্রোর ডকে ব্রিটিশ কাস্টমস অফিসাররা প্রচুর স্টীল পাইপ বাজেয়াপ্ত করে। এগুলো জেরি বুলের ডিজাইন করা গান ব্যারেল তৈরী করার জন্য ইরাকে পাঠানো হচ্ছিল। সুপারগানের প্রহসন ধরা পড়ে যায়। আর সেই প্রহসন নাটকের এক একটা দৃশ্যে প্রকাশ পাবে ডবল-ক্রস ডিলিং-এর, বিভিন্ন ইনটেলিজেন্স এজেন্সির গোপন থাবা, বিরাট আমলাতন্ত্রের অযোগ্যতা আর কিছু রাজনৈতিক কচকচি।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সুপারগানের খবরটা ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপে। ২৩শে এপ্রিল তুরস্কের ঘোষণা ঃ ইরাকের জন্য স্টীল টিউব বহনকারী একটি হাঙ্গেরীয় ট্রাকের যাত্রাপথ রুদ্ধ করে দিয়েছে তারা। এই দিনে গ্রীকও ঘোষণা করে তাদের অফিসাররা স্টীলের সরঞ্জাম সহ আর একটা ট্রাকের গতিরুদ্ধ করেছে, এ ব্যাপরে একজন সহযোগী ব্রিটিশ চালককে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে আটক করে রাখা হলো।

আরো খবর আসে ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে; মে মাসে ইতালীর সোসিয়েটা ডেলা ফুসিন, জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট ও ব্রেমারহ্যাভেন-এর ম্যানেজম্যান এজি এবং ইংলণ্ডের দুটি কোম্পানি যথাক্রমে বার্মিংহামের ওয়াল্টার সোমার্স ও শেফিল্ড ফোর্জমাস্টারর্স সুপারগান তৈরীর স্টীল টিউব এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করার ফরমাস পায় জেরি বুল-এর কাছ থেকে। কিন্তু কোনো দেশই জানতো না তারা কি তৈরী করছে।

ওদিকে প্রচার মাধ্যম জেরি বুল-এর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস বলে বর্ণনা করেছে। আবার দেখা যায় যে, সব কিছু ঘটনার জন্য সি.আই.এ.-কেই নির্বাচন করা হয় ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য। এ আর এক মূর্খতা। অতীতের ঘটনা থেকে দেখা যায়, বিশেষ পরিস্থিতিতে কয়েকটি বিশেষ পার্টিকে উচ্ছেদ করতে একটুও দ্বিধা করে নি ল্যাংলে।

বিগত দশ বছর নতুন আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রাধীনে বলতে গেলে ল্যাংলের তখন হাত-পা বাঁধা অবস্থা। সই করা অর্ডার ছাড়া পেশাদার ইনটেলিজেন্স অফিসার কাউকে খতম করতে পারতো না। আর জেরি বুল-এর মতো একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিকে সরাতে হলে সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স-এর ডাইরেক্টরের সই করা হুকুমনামার প্রয়োজন ছিলো। সেই ডি.সি.আই. ছিলো কালসাস-এর প্রাক্তন বিচারপতি উইলিয়াম ওয়েবস্টার।

তাহলে? জেরি বুলকে কে হত্যা করলো? এই ধাঁধা-পর্বে অবশ্যই সন্দেহ করা যেতে পারে ইজরাইলি মোসাদকে। সারা স্পেন, বুল-এর বন্ধু এবং পরিবারের লোকজন তখন এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছালো। বুল তখন ইরাকের হয়ে কাজ করছিল। ওদিকে ইরাক তখন ইজরাইল-এর শত্রু। দুই আর দুয়ে চার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, অন্ধকার জগতে টেরা-বাঁকা আয়নায় 'দুই অঙ্কটা ঠিক মতো দেখা নাও যেতে পারে, আর সেই সংখ্যাটির গুণিতক সংখ্যা 'দুই' নাও হতে পারে। তখন কি গুণফল চার হবে?

বর্তমানে প্রথম সারির ইনটেলিজেন্সি এজেন্সিগুলোর মধ্যে মোসাদ হলো বিশ্বের সব থেকে কণিষ্ঠ, অত্যন্ত নির্দয় এবং অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ। অতীতে সে তার 'কিডন' টিমের তিন সদস্যদের একজনকে দিয়ে বহু হত্যাকাণ্ড পরিচলানা করেছে। কিডন কথার অর্থ বেয়নটের জন্য হিব্রু। আর কিডোনিম কথাটা এসেছে কম্বাটান্ট বা কোমেমিউট ডিভিসন, অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী ডিভিসন, হার্ড স্কোয়াড থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মোসাদের শাসন ক্ষমতার একট নিজস্ব ভাবধারা আছে। আর এই ভাবধারা দুটি বিভাগে বিভক্ত। এক, 'সক্রিয় শক্তি পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা', অভাবনীয় জরুরী অবস্থায় যেখানে বন্ধুভাবাপন্ন জীবনও বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়, যেখানে পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে দ্রুত ও চিরস্থায়ী পর্যায়ে। এক্ষেত্রে বিপক্ষের সারা মিশন বানচাল করে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় কেস অফিসারকে।

আর অপর বিভাগের কাজ হলো, খতম-তালিকা অনুযায়ী শত্রুপক্ষের নিধনযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়া। সেই তালিকা থাকে দুটি জায়গায় ঃ প্রধানমন্ত্রীর প্রাইভেট সেল্ফে এবং মোসাদের প্রধানের সেল্ফ-এ। প্রতিটি নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে

প্রাইভেট সেফে এবং মোসোদের প্রধানের সেফ-এ। তালিকা দেখে সই করতে হয় খতম করার আদেশ দিয়ে। তারপর সেই সই করা তালিকা মোসাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।। এই তালিকা তিন শ্রেণীর। এক ঃ নাজি সম্প্রদায়, বর্তমানে এরা তালিকামুক্ত। তবে কয়েক বছর আগেও ইজরাইল এডলফ আইখম্যানকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করেছিল একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্যে। সমসাময়িক সন্ত্রাসবাদীরা হলো দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত, প্রধানত এই শ্রেণীর আওতায় পড়ে আরবরা, যারা আহমেদ জিবরিল, আবু নিদাল-এর মতে ইজরাইলি বা ইহুদিদের হত্যা করেছিল। আর তৃতীয় শ্রেণীতে সম্ভবত জেরি বুল-এর নাম ছিলো। কারণ সে ছিলো ইজরাইল-এর শত্রু, তাকে যদি তার পরিকল্পনা মাফিক কাজে এগিয়ে যেতে দেওয়া হত তাহলে ইজরাইল এবং তার অধিবাসীদের ভয়ঙ্কর বিপদের সম্ভাবনা থেকে যেতো।

যদি কাউকে কখনো খতম করার প্রয়োজন হয় তখন প্রধানমন্ত্রী ব্যাপারটা জুডিসিয়াল ইনভেস্টিগেটরের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর ব্যবস্থাটা এতই গোপনীয় যে, মাত্র কয়েকজন ইজরাইলি ছাড়া অন্য কোনো নাগরিক জানতেই পারে না। মোসাদের অনুরোধ সমর্থন পেলে ব্যাপারটা তখন প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁর সই-এর জন্য।

বুল-এর হত্যাকাণ্ডের আগে প্রচার দপ্তরের খবর; ব্রুসলেস-এ ইজরাইলি ঘাতকদের ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। বুল-এর অভূতপূর্ব অদূরদর্শিতার খ্যাতি ছিলো। সে কোনো চ্যালেঞ্জ সহ্য করতে পারত না। এর আগে ইজরাইলের হয়েও কাজ করেছিল সে। ইজরাইলি সেনাবাহিনীতে তার অনেক বন্ধু আছে, আর সে তার মুখ বন্ধ করে রাখতে পারে না। তাদের চ্যালেঞ্জ— 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি জেরি, সাদ-১৬ রকেট কোনোদিনও কার্যকর হবে না... ....' দীর্ঘ তিন ঘন্টা ধরে মনমাতানো বক্তৃতায় সব গোপন তথ্য প্রকাশ করে ফেলে। সেই সময় সে তাদের কাছে তার শেষ কাজের একটা সম্পূর্ণ তালিকার বর্ণনা দেয়। আর তাদের ব্রীফকেসে রাখা টেপ-রকর্ডার ডিভাইস-এর মাধ্যমে সেই সব আলোচনা টেপ করে নেয়। কেন সে ইরাকের অভ্যন্তরীন সামরিক তথ্য প্রাকাশ করতে গেলো তাদের কাছে? এটা কি তার অদূরদর্শিতার পরিচয় নয়?

মোসাদ তার অভ্যাসবশত বৈজ্ঞানিক কিংবা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মোকাবিলা করলেও কখনো টেররিস্টদের ঘাঁটায় না। জেরি বুল-এর ফ্ল্যাটে সে তার টিম পাঠিয়ে কার্যত মৌখিক ভাবেই তাকে ইরাকের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্যে হুমকি দিয়েছিল। এমন কি ইরাকের প্রথম নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের কাজে নিযুক্ত ইজিপ্ট-এর নিউক্লিয়ার প্রকৃতিবিজ্ঞানী ডঃ ইমাহিয়া এল মোসাদকে আগে ভাগে সতর্ক করে দিয়েছিল মোসাদ। কিন্তু সে তার কথা শোনেনি বলে তাকে ১৯৮০'র ১৩ই জুন প্যারিসে মেরিডিয়েনের হোটেলে মোসাদের কিডন বাহিনী হত্যা করে।

বুল ছিলো কানাডার বংশোদ্ভুত আমেরিকার নাগরিক। দারুণ মেধাবী, মিশুকে এবং হুইস্কি প্রিয়। ইজরাইলিরা বন্ধুর মতো কথা বলতো তার সঙ্গে।

ওনটারিওর নর্থ বে-তে ১৯২৮ সালে জেরাল্ড ভিনসেন্ট বুল-এর জন্ম। ষোলো বছর বয়সেই স্নাতক হতে পারত সে, তবে অতো অল্প বয়সে কেবল টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনজিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি তাকে গ্রহণ করেছিল। এখানে সে প্রমাণ করে দেয় যে, সে শুধু বুদ্ধিমানই নয় মেধাবীও। মাত্র বাইশ বছর বয়সে পি এইচ ডি লাভ করে। তার বিষয় ছিলো এরোনটিকাল ইনজিনিয়ারিং। আর তার সেই প্রতিভাই তাকে শেষ পর্যন্ত সামরিক সরঞ্জাম তৈরির কজে টেনে আনে।

টরেন্টোর পরে ভ্যালকাটিয়ারে কানাডিয়া আর্মটেন্ট এবং রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট এস্টাব্লিশমেন্ট-এ CARDE যোগ দেয় সে। সে ছিলো ভবঘুরে, আবিষ্কারক, বীরাচরিত প্রথাবহির্ভূত কল্পনা বিলাসী। দশ বছর CARDE থাকার সময়েই সে তার পরিকল্পনার বিস্তার ঘটায়, যা তার জীবনের পরবর্তী সময়ে জীবন্ত স্বপ্নে পরিণত হয়।

১৯৬১ সালটা ত্যর কাছে ছিলো সৌভাগ্যের বছর। ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় তাদের প্রচারের স্বার্থে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আর ওদিকে আমেরিকান পদাতিক বাহিনী ও বিমান বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলছিল তখন, সমস্ত রকেট এবং প্রজেক্ট-এর উপর ক্ষমতা দখলের লড়াই। এই দুই সংস্থার যৌথ আর্থিক সহায়তায় বারবাডোজ দ্বীপে একটা ছোটখাটো রিসার্চ সেন্টার স্থাপন করতে সমর্থ হয় বুল। সেখানে তার কাজ হলো নতুন

নতুন অস্ত্রের আবিষ্কার করা। বারবাডোজে বুল তার রিসার্চ সেন্টারের নাম দিয়েছিল হাই অলটিচুড রিসার্চ প্রজেক্ট, অর্থাৎ HARP। এখানে মহাশূণ্যে গবেষণার কাজ করতে গিয়ে বুল-এর উপলব্ধি হলো, এ কাজে শতকরা নব্বুই ভাগ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে, মানুষের নয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং রাশিয়ার মহাকাশযাত্রী গ্যাগরিক কেপ ক্যানাভেরাল-এর অনুপ্রেরণায় মহাকাশ যাত্রায় বিরাট সাফল্য এনে দিলেও শেষ পর্যন্ত বুল-এর গবেষণায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, মহাকাশে ইঁদুর, কুকুর, বানর পাঠানো অর্থহীন এবং ঘটনাচক্রে মহাকশ অভিযান চালানোর দায়িত্ব অর্পিত হয় মা নুষের উপরেই। ১৯৬৪ সালে বিরানব্বুই কিলোগ্রাম ওজনের মার্টলেট মহাশূণ্যে উৎক্ষেপণ করে সে। এরপর সে তার বন্দুকে বাড়তি ১৬ মিটার ব্যারেল যোগ করে (যার মূল্য স্রেফ একচল্লিশ হাজার ডলার), সব মিলিয়ে ব্যারেলের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৩৬ মিটার, যা ছিলো বিশ্বের দীর্ঘতম। এর ফলে ১৮০ কিলোগ্রাম ওজনের রকেট ১৫০ কিলোমিটার উঁচুতে উৎক্ষে-পন করে সারা বিশ্বকে চমক লাগিয়ে দেয় বুল।

সারা বিশ্বেই পদাতিক সেনাবাহিনীর প্রধান সমস্যা হলো আন্তর্জাতিক ১৫৫ মিমি। ফিল্ড গান নিয়ে। বুল জানতো, যে সৈনিকের হাতে অধিক দূরত্বে গোলাবর্ষণের কামান-বন্দুক থাকে, যুদ্ধক্ষেত্রে সেই হলো প্রকৃত সম্রাট। বুল তখন কামান-বন্দুকের রেঞ্জ বাড়াবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে ১৫৫ মিমি. ফিল্ড গান-এর ত্রুটি-বিচ্যুতি অপসারণ করার কাজে লেগে যায়। কিন্তু বুল-এর এই অসাধারণ কৃতিত্বে কেউ কোনো আগ্রহ দেখা গেলো না। তারা সেই চিরাচরিত যোগানদারদের উপরে নির্ভর করে রইলো।

যাইহোক, NATO বহির্ভূত দেশগুলো বুল-এর নবলব্ধ প্রজেক্টে আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। সেই সব দেশগুলো হলো ইজরাইল (বারবাডোজে থাকার সময়েই ইজরাইল-এর সঙ্গে তার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল), ইজিপ্ট, ভেনেজুয়েলা, চিলি এবং আমেরিকাকেও পরামর্শ দিতে থাকে সে।

১৯৭২ সালের বুল সম্পূর্ণ ভাবে আমেরিকার নাগরিক হয়। পরের বছর সে ১৫৫ ক্যালিবার ফিল্ড গান-এর উপর গবেষণার কাজ শুরু করে দেয়। দু'বছরের মধ্যে আর এক চমক লাগায় সে। ক্যানন ব্যারেলের নিখুঁত দৈর্ঘ্য আবিষ্কার করে। সেটার ক্যালিবার থেকে কম-বেশী পঁয়তাল্লিশ গুণ বেশী হওয়া উচিত। পুরনো ১৫৫ মিমি ফিল্ডগান-এর নতুন নক্সা তৈরী করে সেটার নাম দেয় সে GC.45 (গান ক্যালিবারের জন্য)। তার এই নবলব্ধ বাড়তি রেঞ্জ-এর GC.45 সারা কমিউনিস্ট দুনিয়ার অস্ত্র-সরঞ্জামকে চ্যালেঞ্জ জানাবার ক্ষমতা রাখে। পেন্টাগন আবার গান লবি নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলো।

* * *

বুল-এর গৌরব গাঁথা দিনগুলির অবসান হতে শুরু করে এক সময়। সি.আই.-এ' দেখেও না দেখার মতো চোখ বুজে থাকার দরুন এবং বলা যেতে পারে, কতটা সরল মন নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাকে সাড়া দেয় সে তাদের সামরিক অস্ত্র তৈরীর কাজ উন্নত করার জন্য, এবং তারপর অ্যাঙ্গোলায় মস্কোর সাহায্যপুষ্ট কিউবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। তাদের পুরানো সামরিক কামানগুলোর নতুন নক্সা তৈরী করে দেয় বুল, যা GC.45 লং ব্যারেলের থেকেও শক্তিশালী। আর সেই নতুন কামানগুলো সোভিয়েত কামানগুলোকে ধ্বংস করে দেয় অবলীলাক্রমে, এর ফলে রাশিয়া ও কিউবাকে পিছু হটে যেতে হয়।

আমেরিকায় ফিরে এসে বুল কামান সংক্রান্ত তার যাবতীয় টেকনোলজি বিদেশে রপ্তানি করতে থাকে। তখন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের জমানা। রাজনৈতিক দিক থেকে সামরিক সরঞ্জামের টেকনোলজি বিদেশে রপ্তানি করার অভিযোগ বুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৮০'র ১৬ই জুন আমেরিকার বিচারপতি তাকে এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন। সেই সঙ্গে এক লাখ পাঁচ হাজার ডলার জরিমানা। কিন্তু আসলে পেনসিলভ্যানিয়ায় এ্যালেনউড জেলে মাত্র চার মাস সতেরো দিন জেল খাটতে হয়েছিল তাকে।

জেল থেকে খালাস পেয়ে চিরদিনের জন্য আমেরিকা এবং কানাডা ত্যাগ করে ব্রুসেলস-এ আশ্রয় নেয় সে। তার বন্ধুরা বলে, জেল খাটার পর সে যেন কেমন বদলে যায়, আগের সেই মানুষটি সে আর কখনো হতে পারে নি। সে কখনো ক্ষমা করতে পারেনি সি আই এ-কে, ক্ষমা করতে পারেনি আমেরিকাকেও। এরপর সামরিক কামান উন্নত করার জন্য চীন-এর পরামর্শদাতার কাজে ফিরে যায় সে। আমেরিকায় তার বিচার শুরু

হওয়ার আগেই চীনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল সে। আশির দশকের শুরু থেকে মাঝ পর্যন্ত প্রধানত বেজিং-এর হয়ে কাজ করে বুলে। GC.45 কামানের ধাঁচে নতুন করে নক্সা তৈরি করে বুল। অস্ট্রিয়ার ভোয়েস্টআলপাইন-এর লাইসেন্স-এর মাধ্যমে যা এখন সারা বিশ্বে বিক্রি করা হচ্ছে। বুল-এর কাছ থেকে কামানের পেটেন্ট কিনে নেয় দুই মিলিয়ান ডলারের বিনিময়ে। ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা তার GC.45 কামানের ধাঁচে G-5 ও G-6 কামান তৈরি করে বিশ্বের বাজারে বিক্রি করছে। অথচ বুলকে তারা এক পেনিও দেয়নি।

তার মক্কেলদের মধ্যে ছিলো ইরাকের জনৈক সাদ্দাম হোসেন। ইরান-ইরাকের দীর্ঘ আট বছরের যুদ্ধে ইরানী মৌলবাদীদের মধ্যে এই সব কামানগুলো দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আর শেষ পর্যন্ত ফাও যুদ্ধে ইরাকের কাছে ইরানের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হলো, কামানের শেল-এর মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস পুরে দিয়েছিল সাদ্দাম হোসেন।

বুল তখন জানতো না, আশি দশকের মাঝামাঝি 'অপারেশন স্টঞ্চ'-এর মাধ্যমে ইরানের উদ্দেশে প্রেরিত সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রের প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য সেই অপারেশনে মৌলবাদী হুবিবলহার বাহিনীর আক্রমণে বেরুইটে আমেরিকার বহু নৌবাহিনী ধ্বংস হয়েছিল। এ ব্যাপারে ইরাকের প্রতিক্রিয়া হলো, আমেরিকা যদি ইরানকে আক্রমণ করতে পারে, তাহলে একদিন তারা ইরাকের উপরেও হামলা চালাতে পারে। আর তারপর থেকে ইরাক বদ্ধপরিকর হয় অস্ত্রশস্ত্র আমদানি না করে তারা বরং বিদেশ থেকে টেকনোলজি আমদানি করে তাদের নিজস্ব কারখানা গড়ে তুলবে।

১৯৮৮ সালে বুল বাগদাদে এসে পৌঁছুলে বাণিজ্যিক এবং সামরিক অস্ত্র বিভাগের মন্ত্রণালয়ের পদাধিকার বলে দ্বিতীয় অধিকর্তা আমির সাদ্দি চমৎকার ব্যবহার করলো তার সঙ্গে। সাদ্দি একজন অতি নম্র কসমোপালিটান ডিপ্লোম্যাট, বিজ্ঞানী। আরবিক ছাড়া ইংরেজি, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় বেশ ভালই দখল তার। বুলের সাহায্য চায় সে, মহাশূণ্যে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের সাটেলাইট স্থাপন করার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য। তার জন্যে তারা ইজিপ্ট ও ব্রাজিলের বিজ্ঞানীদের দিয়ে রকেটের নক্সা করিয়েছিল আগেই। সেই বিজ্ঞানীদের পরামর্শ মতো সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ৯০০ স্কাড মিসাইল কিনে রেখেছিল তারা। কিন্তু তাররা তাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত কতে গিয়ে বহু কারিগরী সমস্যার সম্মুখীন হয়। সুপারকম্পিউটরে স্থান করে নিতে চায় তারা। এ ব্যাপারে বুল কি তাদের সাহায্য করতে পারে? তাছাড়া ইরাকের আর একটা ইচ্ছা, আরব রাষ্ট্রে প্রথম দেশ হিসাবে তারা মহাশূণ্যে স্যাটেলাইট স্থাপন করবে।

বুল-এর প্লাস পয়েন্ট হলো, তিনি তার নব আবিষ্কৃত বন্দুক-কামানের অত্যন্ত প্রিয়, এবং তিনি চান সুপারগান দিয়ে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিতে। এটাই ছিলো তাঁর জীবনে একমাত্র স্বপ্ন। ১৯৮৮ সালে ব্রুসেলস-এ বুল-এর সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে একজন ডিপ্লোম্যাটকে পাঠায় আমির সাদ্দি। আর এবার বুল-এর স্পেস রিসার্চ কর্পোরেশনের সঙ্গে ইরাকের চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায় দশ মিলিয়ন ডলারে। রকেট প্রোগ্রামের ঘাঁটি তৈরী হয় উত্তরে ইরাক প্রজেক্ট বার্ডে। এই সুপারগান টাষ্ক-এর নাম করণ করা হয় প্রোযেক্ট ব্যাবিলন। ইরাকে এই সুপারগান স্কিম-এর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে ব্রিটিশ প্রোজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার খ্রিস্টোফার কাউলের সাহায্য নেওয়া হয়।

১৯৮৮'র মে মাসের শেষ দিকে বার্মিংহামের ওয়াল্টার সোমার্স-এর কাছে টিউব সেকশনের ফরমান দেয় খ্রিস্টোফার কাউল। এই টিউব দিয়েই মিনি-ব্যাবিলনের ব্যারেল তৈরী করা হয়।

বার্ড রকেটের প্রথম ধাপে এগিয়ে যাওয়ার সব সমস্যার সমাধান করে ফেলে বুল, যার নামকরন করা হয় আল্-আবিদ। ১৯৮৮ সালে ইরাকের জন্য দুটি কামানের নক্সাও তৈরী করে বুল।

আমেরিকার CIA ব্রিটেনো SIS আর ইজরাইল-এর মোসাদ, এই তিন প্রধান এজেন্সির অভিমত হলো ইরাকের নবলব্ধ দুটি আবিষ্কারের মধ্যে ব্যাবিলন গান আমোদ-প্রমোদের খেলনা ছাড়া কিছু নয়, তাবে বার্ড-রকেট সত্যিকারের হুমকি বলা যেতে পারে। কিন্তু তিনটি এজেন্সির ধারণা ভুল। কার্যক্ষেত্রে আল্-আবিদ ব্যর্থ হয়। কেন ব্যর্থ বুল জানতো। কি ঘটেছিল, ইজরাইলিদের বলেছিল সে। দ্বিতীয় দফাতেও ব্যর্থ। আর তৃতীয় পর্যায়ে পরীক্ষা চালানোর আগে বুল যে চীনে গিয়েছিল তাদের সাহায্য চাওয়ার জন্য, এ ব্যাপারে তাকে অভিযুক্ত

করা হয়। ফেব্রুয়ারিতে বেজিং যাওয়ার কথা ছিল তার। হ্যাঁ, সে গিয়েছিল ঠিকই এবং তার পুরনো বন্ধু জর্জ ওয়াং-এর সঙ্গে দেখাও করেছিল। এর থেকেই ধরে নেওয়া যায় যে, ইরাকের সঙ্গে তার সম্পর্কে চিড় ধরে থাকবে হয়তো। ইজরাইলিদের জন্য নয়, তবে যে কোনো কারণেই হোক, বুল তখন ইরাক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। এটা ছিলো তার সম্পূর্ণ সঠিক সিদ্ধান্ত, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল।

১৯৯০'র ১৫ই ফেব্রুয়ারি। কুর্দিশ পর্বতমালার উপরে সারসেং-এ সাদ্দাম হোসেন তাঁর প্রাসাদে তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে একটা মিটিং আহ্বান করেন।

নির্ভয়ে বিরাট লম্বা একটা ঘরে প্রবেশ করলেন তিনি। এই প্রাসাদের চারধারে প্রহরীরা পাহারারত। আর তাঁর নিরাপত্তা রক্ষার ভার ন্যস্ত তাঁর নিজের পুত্র কুসের উপর। আর ঘরের ছাদে রাখা ছিলো ফ্রেঞ্চ ক্রোটেল এ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট মিসাইল এবং তাঁর বোমারু বিমানবাহিনী, তাদের লক্ষ্য শুধু প্যালেসের আকাশপথের দিকে।

* * *

তাঁর দুপাশে বিশ্বস্ত চারজন উপদেষ্টা ডান দিকে বসেছিল তাঁর প্রথম ডেপুটি ইজ্জত ইব্রাহিম, আর তার পাশে তাঁর জামাতা হোসেন কামিল MIMI-এর প্রধান, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ইনচার্জ সে। আর তাঁর বাঁদিকের আসনে উপবিষ্ট প্রধানমন্ত্রী তাহা রামাদান এবং তার পাশে উপ-প্রধামন্ত্রী সিয়া মুসলিম সাদাউন হামাদি। সাদ্দাম হোসেন নিজে সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলমান। তাবে এই ধর্মের ব্যাপারেই শুধু তাঁর বিদেশমন্ত্রী তারিক আজিজ একজন খ্রীষ্টান। তাকে কি হয়েছে। তাঁর কথা মতোই তো কাজ করে সে।

ওদিকে আর্মি চীফেরাও তাঁর কাছাকাছিই বসেছিল। এরা ছাড়া চারজন বিশেষজ্ঞও উপস্থিত, যাদের রিপোর্ট ও অভিমত আহ্বান করা হয়েছিল এই মিটিং-এ। টেবিলের ডান দিকে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে দু'জন ঃ ডঃ আমির সাদি, টেকনোলজিস্ট ও তাঁর জামাই-এর সহকারী, আর তার পাশে ছিলো, মুখাবারাত কাউন্টার ইনটেলিজেন্স উইং-এর প্রধান ব্রিগেডিয়র হাসাম রহমানি। তাদের মুখোমুখি বসেছিল মুখাবারাতের বিদেশী অস্ত্রের নিয়ন্ত্রক ডঃ ইসমাইল উবাইদি, এবং আমন-আল্‌-আম-এর সিক্রেট পুলিশের বস ব্রিগেডিয়ার ওমর খাবিত। সাদ্দাম হোসেনের কাছে অনেকে অভিযোগ করেছে সিক্রেট পুলিশ চীফের নির্দয়তার বিরুদ্ধে। কিন্তু সব সময়েই তিনি তাদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। গুজব শোনা যায় যে, তিনি নিজে নাকি আদর করে খাতিবের ছদ্মনাম দিয়েছেন, আল্‌-মুয়াজিব, অর্থাৎ পীড়নক। বলাবাহুল্য খাতিব ছিলো আল্‌-টিকরিটির লোক, এবং তাঁর একান্ত অনুগত।

সবাই আসন গ্রহণ করলে প্রেসিডেন্ট তাঁর জামাতা হোসেন কামিলের দিকে ইশারা করলে সে তখন ডাঃ সাদিকে তাঁর রিপোর্ট পেশ করতে বলে।

ডাঃ সাদির রিপোর্ট পড়া শেষ হলে একটু সময়ের জন্যে চিন্তা করলেন সাদ্দাম। তারপর তিনি জানতে চাইলেন, 'তাহলে তাকে ছাড়াই কি আমরা এই প্রজেক্টের কাজ শেষ করতে পারি?' তাঁর জামাতা হোসেন কামিল বাধা দিয়ে বলে উঠলো।

'অদ্ভুত লোক সে। সব সময় সে একটা বড় ক্যানভাসের ব্যাগে তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান বিষয়ক কাগজপত্র সঙ্গে বহন করতো। সে ছিলো অত্যন্ত হুইস্কি প্রিয়। গত মাসে এখানে এলে তাকে প্রচুর মদ খাইয়ে আর ডোপ করে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয় দীর্ঘ সময়ের জন্যে। সেই অবসরে আমরা তার সেই ব্যাগটা সংগ্রহ করে প্রতিটি কাগজ কপি করে নিই। শুধু তাই নয়, তার প্রতিটি কারিগরী বিষয়ে আলোচনার কথাবার্তাও টেপ করে নেওয়া হয়। সেই সব কপি করা কাগজ আর টেপ আমাদের কমরেড ডঃ সাদির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এবার সাদ্দাম হোসেন সেই বিজ্ঞানীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে তুমি কি মনে করো, তাকে ছাড়াই তুমি এই প্রজেক্টটা সম্পূর্ণ করতে পারবে?'

'হ্যাঁ, সৈয়দ, রাইস আমার বিশ্বাস আমরা পারবো। আমাদের অঙ্কশাস্ত্রের বিশারদরা এক মাস ধরে তার গবেষণার কাগজগুলো পড়ে দেখছে। সেগুলো উপলব্ধি করতে পারবে তারা। বাকী কাজ ইঞ্জিনিয়াররা সম্পন্ন করবে।'

'তা এখন সে চীনে,' বৈদেশিক ইনটেলিজেন্স-এর উবাইদি উত্তরে বললেন, আল্‌-আবিদ রকেটের তৃতীয়

পর্যায়ের কাজে কারিগরী সাহায্য করতে গেছে সে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ব্যর্থ হবে সে। আশা করাা যাচ্ছে, মার্চের মাঝামাঝি ব্রুসেলস-এ ফিরে আসবে সে। আমি তার অধীনে মাস দশেক কাজ করেছি। আর তাতেই জানতে পারি, সেখানে সে তার অফিসে কিভাবে ইজরাইলি ডেলিগেটদের আপ্যায়ন করতো।'

'বেশ তো, সে ফিরে এলে কাজটা শেষ করে ফেলো।'

'হ্যাঁ, কালবিলম্ব না করেই কাজটা সারবো সৈয়দ রাইস।' ব্রুসেলস-এ আমাদের একজন অতন্দ্র প্রহরী আবদেল রহমান মোতায়েন রয়েছে, ভাবলো উবাইদি, সে তার বিশ্বস্ত চারজনের মধ্যে একজনের উপর এই অপসারণের কাজের ভার দেবে নিশ্চয়ই।

এরপর ইনটেলিজেন্স-এর তিনজন অফিসার এবং ডঃ সাদিকে বিদায় করে দেওয়া হলো। বাকীরা থেকে যায়। তারা সবাই সাদ্দাম হোসেনের পরিবারের লোকজন। এখন সব থেকে গোপনীয় ব্যাপার আলোচনা করা যেতে পারে, ভাবলেন সাদ্দাম। তিনি তাঁর জামাতার দিকে ফিরে তাকালেন। 'আর অন্য সেই বাঙ্কারের কি হলো?' জানতে চাইলেন সাদ্দাম হোসেন।

'এ বছরের শেষে আবু কুসে।' পারিবারিক সদস্য বলে কামাল এখন আরো ঘরোয়া ভাবে সাদ্দাম হোসেনকে সম্বোধন করে, "কুসের পিতা হিসেবে।"

'এখন আমাদের একটা অতি গোপন জায়গার প্রয়োজন, একটা দুর্গ, বর্তমান অবস্থানে নয়। একটা অতি গোপন স্থান, কেউ তা জানতে পারবে না। মাত্র গুটিকয়েক লোক জানবে।

আর্মি ইঞ্জিনিয়ার জেনারেল আলি-মুসৌলি পিঠ সোজা করে বসে প্রেসিডেন্টের বুকের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ আমি একজন কর্ণেলকে জানি, এ সব নির্মাণ কাজকর্মে দারুন দক্ষ সে। রুশ স্টেপনভ বলেছে, মাসকিরোভোস্কায় তার ছাত্রদের মধ্যে সে ছিলো সব থেকে মেধাবী।'

এরপরেই সেদিন তাদের আলোচনায় ইতি টানা হয়।

* * *

১৭ই মার্চ ব্রুসেলস-এ ফিরে এলো ডঃ জেরি বুল পরিশ্রান্ত ও ভগ্ন হৃদয়ে। তার এই ভারাক্রান্ত মনের জন্য দায়ী সম্ভবত তার সহকর্মীরা, যারা তাকে চীন থেকে খালি হাতে বিদায় করে দেয় জেরাল্ড ভিনসেন্ট বুল সত্যি কথাটা জানতো, যা ছিলো অতি সরল—যে রকেট প্রোগ্রাম আর ব্যাবিলন গান তৈরী করে ইরাক চমক দিতে যাচ্ছে সারা আরব দুনিয়ায়, এমনকি সারা বিশ্বেও, সেটা চিরাচরিত বিস্ফোরক শেল হিসাবে ব্যবহৃত হবে না, সম্ভবত সেটা হবে দৈত্য-সমান বিস্ফোরক কিছু। ব্যাবিলন গান থেকে নির্গত ধোঁয়া ৯০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে যা স্যাটেলাইট এবং আকাশের উড়ন্ত বিমান থেকে দেখা যায়। তাছাড়া এই কামান দাগার সময় ভূ-পৃষ্ঠে যে কম্পন সৃষ্টি হয়, তা ক্যালিফোর্নিয়ায় সিসমোগ্রাফে অনায়াসে ধরা পড়তে পারে। তখন আমেরিকার কাছে সেটা আর অজানা থাকার কথা নয়। আর তাই কি বুল তার ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিল, 'এটা কখনোই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায় না।'

ইরাকে বছর দুই থাকার পর তার সমস্যা হলো, সে বুঝতে পেরেছে, সাদ্দাম হোসেনের বিজ্ঞান ও তার অগ্রগতির কেবল একটাই অর্থ, আর তা হলো সেটা যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে তাকে ব্যবহার করা এবং তাঁর শক্তি জাহির করা। এছাড়া অন্য আর কিছু নয়। জেরি বুল-এর আপত্তি ছিলো এখানেই। তাই চীনে সহানুভূতিশীল জর্জ ওয়াং-এর সান্নিধ্যে এসে সেটা সে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলে। আর সেটাই তার শেষ সমীকরণ, যা সে কখনোই সমাধান করতে পারবে না।

কাতার থেকে ইউনাইটেড আরব আমিরশাহীর আবু ধাবির পথে বিরাট র‍্যাম চার্জার গাড়িটা ছুটে চলেছে মেজাজে। ভারত মহাসাগরের তীরে মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধু ধু-ধু মরুভূমি, বালির ছোট ছোট পাহাড়।

দুপুরের রৌদ্রে মরুভূমির বালির উপর তপ্ত রৌদ্রকরোজ্জ্বল দৃশ্যের শোভা দেখতে দেখতে স্বামীর পাশে

উপবিষ্ট মিসেস মেবল ওয়াকার মাঝে মাঝেই বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। তার স্বামী রে তার দৃষ্টি ফেলে রেখেছিল রাস্তার উপরে। সারাটা জীবন তার এখানে কেটেছে, তাই এখন কোনো মরুভূমিই তেমন করে আকর্ষণ করে না তাকে। কিন্তু মেবল ওয়াকারের কাছে এটা নতুন। একার্ড-এ কোম্পানির একটা নতুন শাখা খোলার কাজে ওকলাহামা থেকে বেরিয়ে পড়েছিল সে তার স্বামীর সঙ্গে। আরবিয়ান গাল্‌ফ-এ দু'সপ্তাহের ট্যুরের প্রতিটি মিনিট ভালো লেগেছে তার।

তাদের যাত্রা শুরু কুয়েতের দক্ষিণ থেকে। তারপর খাফজি এবং আল্ খোবার হয়ে সৌদি আরব, সেখান থেকে বাহ্‌রিন, তারপর একটু পিছু হটে কাতার, সেখান থেকে ইউনাইটেড আরব আমিরশাহীর পথে। প্রতিটি বিরতির জায়গায় রে ওয়াকার তার কোম্পানির অফিসগুলো পরিদর্শন করতে থাকে।

কাতারে কোম্পানির প্রতিনিধি তাকে সাবধান করে দিয়েছিল তার অনুমতি ছাড়া সে যেন এখানকার মরুভূমির কিংবা বসতি এলাকার ছবি না তোলে। কারণ এই ছবি তোলার ব্যাপারটা আরবরা ভালো চোখে নেয় না।

মেলব নিজেকে মনে করিয়ে দেয়, তার মতো সুখী কে আর আছে? হাইস্কুল ছেড়ে দু'বছর ডেটিং-এর পরে রে ওয়াকারকে বিয়ে করে সে। এক তেল কোম্পানির চাকরীতে ঢুকে ধাপে ধাপে পদোন্নতি হয়ে সে তার চাকরী জীবন শেষ করে কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে উন্নীত হয়ে। তাদের তিরিশ বছরের বিবাহিত জীবন খুবই সুখের। এরই মাঝে তাদের জীবনের সব থেকে বড় পুরস্কার হলো তাদের সুন্দর একটি পুত্রসন্তান। এখন এই দু'সপ্তাহের ট্যুরের সব খরচই বহন করছে রে ওয়াকারের অফিস।

আশি মাইল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিল রে আবু ধাবি যাওয়ার জন্য। পথে জল-বিয়োগ করতে গাড়ি থেকে নেমে এক নির্জন জায়গার দিকে এগিয়ে যায় রে ওয়াকার। ওদিকে যাত্রীসীটে বসে থাকে মেবল। হঠাৎ অদূরে রাস্তার ওপারে একজন বেদুইনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বলে উঠলো তার স্বামীর উদ্দেশ্যে, 'যদি আমি ওর একটা ছবি তুলি ও কি কিছু মনে করবে রে?'

'মনে হয় না সে কিছু মনে করবে,' ফিরে এসে বললো রে, 'তবে কাছে যেও না, দূর থেকে ছবি তোলো। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে রাখছি। ছবি তুলতে গিয়ে যদি দেখো নোংরা ব্যবহার করছে সে, তাহলে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ো।'

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটু দূরত্বের ব্যবধান রেখে সেই বেদুইনের উদ্দেশে চিৎকার করে বললো মেবল, 'আমি তোমার ছবি তুলতে পারি? এটা ক্যামেরা?'

লোকটি কেবল তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কপালে ফেট্টি বাঁধা তার। কপালের সামান্য অংশই দৃশ্যত নিচে চোখ পর্যন্ত। তার গাল ও থুথনিও ফেট্টি দিয়ে বাঁধা রয়েছে। তার কপালের সেই সামান্য অংশটুকু দেখে বুঝলো সে, রুক্ষ মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপে সেই জায়গাটা রৌদ্রদগ্ধ হয়ে চামড়াটা বাদামী রঙে পরিণত হয়ে গেছে। এ্যালবামে রাখার জন্যে অনেক ছবিই তো তোলা হলো, ভাবলো মেবল, এবার বাড়ি ফিরে যেতে হবে।

আবু ধাবিতে পৌঁছেই পরবর্তী ফ্লাইট ধরেই আমরা দেশে ফিরে যাবো। মনে হচ্ছে আজ সকালে কুয়েত আক্রমণ করেছে ইরাক। যে কোনো সময়ে তারা এখানে এসে পড়তে পারে।' গাল্‌ফ-এর সময় অনুযায়ী তখন দশটা, ২রা আগস্ট, ১৯৯০ সালের সকাল।

* * *

সাফওয়ান, একটা ছোট্ট এয়ারফিল্ড। একটা T-72 প্রধান যুদ্ধ ট্যাঙ্কের সামনে বারো ঘন্টা আগে কর্নেল ওসমান বদ্রি চঞ্চল ও উত্তেজিত অবস্থায় অপেক্ষা করছিল। যদিও সে জানে না সাফওয়ান থেকে কুয়েত যুদ্ধ শুরু হবে কিনা আর সেখানেই শেষ হবে কিনা। সেখানে উত্তর-দক্ষিণে প্রধান হাইওয়ে, পূবে বসরা, আর উত্তর-পশ্চিমে বাগদাদ। সেখানে থেকে দক্ষিণে পাঁচ মাইল দূরে কুয়েত বর্ডার। আর একটু এগিয়ে গেলেই রাতে কুয়েত সিটির আলোকমালা চোখ পড়বে। তার সেই উত্তেজনার কারণ হলো, তার দেশের সময় একন। এখন কুয়েতকে শাস্তি দেওয়ার সময় এসে গেছে। তারা ইরাকের বিরুদ্ধে অঘোষিত অর্থনৈতিক যুদ্ধ চালাচ্ছে তাদের দেশের আর্থিক অবস্থা ভেঙ্গে রেণু রেণু করে গুঁড়িয়ে ফেলার জন্যে।

উত্তর গালফ-এ অনুপ্রবেশ করে কুয়েত তাদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা স্তব্ধ করে দিয়েছে দুই দেশের অংশত রুসাইলাহ, কিন্তু এর অধিকাংশ তেল আরোহন করে কুয়েত তেলের দাম কমিয়ে দিয়ে তাদের ভিখারি বানিয়ে ছেড়েছে আজ। আট বছরের রক্তাক্ত যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে ইরাকের দেনা পাহাড় জমে গেছে— পনেরো বিলিয়ান ডলার ঋণ। না, রাইস ঠিকই করেছেন। কুয়েত ইরাকের ঐতিহাসিক উনিশতম প্রদেশ ছিলো ১৯১৩ সাল পর্যন্ত। এরপর ব্রিটিশই ইরাক থেকে কুয়েতকে বিচ্ছিন্ন করে একটা বে-আইনী সীমান্ত রেখা টেনে দিয়েছে ইরাক ও কুয়েতের মাঝে এবং তারা বিশ্বের বিত্তবান আমিরশাহীতে পরিণত করেছে কুয়েতকে। এখন কুয়েতের উপরে পুনরায় দাবী করা হবে। হ্যাঁ, আজই রাতে, আর ওসমান বদ্রি হবে সেই দাবীর একজন অংশীদার। একজন আর্মি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যদিও সে সম্মুখ সমরে উপস্থিত থাকবে না, তবে তার কাজ হবে আগুয়ান ইরাকী সৈন্যের পথের সব রকম বাধা অপসারণ করা।

ট্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে তার কর্মময় জীবনে উত্থানপর্বের কথা থেকে শুরু করে ইরাকের সঙ্গে ফাও যুদ্ধে জয়লাভ করা, তারপর কি করে সে সাদ্দাম হোসেনের নেক নজরে এলো, এক এক সব তার মনে পড়ছে এখন।

ইরাকের কনভয় এগিয়ে চললো দক্ষিণে। যদি কুয়েতিরা ছেলেমানুষের মতো বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম সেনাবাহিনী মাটলারিজ পর্যন্ত এগোয় এবং সেখান থেকেই রাইস-এর দাবীর বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়, তাতে তাদের বোঝাবার অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য বলা যেতে পারে। আবার ওদিকে পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গ যদি ভেবে থাকে যে, গালফ-এ স্থান করে নেওয়ার পর তারা স্রেফ ওয়ারবাহ এবং বুবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেবে, তাহলে ধরে নিতে হয় যে, তারাও ভুল বৃক্ষে আরোহণ করেছে।

বাগদাদের হুকুম ছিলো সব কিছুই দখল করে নাও।

ভোরের একটু আগে কুয়েত সিটির উত্তরে ছোট্ট তৈল নগরী জাহরাতে সারি সারি ট্যাঙ্ক চলতে দেখা যায়। কুয়েতি আর্মড ব্রিগেড উত্তরদিকে ছুটে আসে, সপ্তাহ খানেক আগে যাকে ফিরে যেতে হয়েছিল ইরাকি হামলায়। তার আসার উদ্দেশ্য প্ররোচিত না করার জন্য তার দলের লোকদের উপদেশ দেওয়া।

এটা যেন এক তরফা যুদ্ধ। ইরাকের বিরাট T-72 কুয়েতিদের ব্যবহৃত চীনা। T-55 ভেঙ্গে টুকুরো টুকরো করে ফেলে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই প্রতিরোধকারীদের কুড়িটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যায়।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইরাকের প্রথম ইউনিট কুয়েত সিটির উত্তর-পশ্চিম শহরতলীতে ঢুকে পড়ে চারটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এই চারটি দল চারটি হাইওয়ে পথে অভিযান লায়ঃ সমুদ্রের ধারে যাওয়া আবু ধাবি রোড, গ্রানডা এবং আন্দালুস শহরতলীর মধ্যে জাহরা রোড, এবং আরো দক্ষিণে ফিফথ ও সিক্সথ রিং, মোটরওয়েজ। এই চারটি দল চারদিক থেকে অভিযান চালিয়ে সেন্ট্রাল কুয়েতের দিকে এগিয়ে যায়।

সারা দিন ধরে কুয়েত সিটির উপরে গোলাবর্ষণ চালায় ইরাক। ওদিকে কুয়েতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে যুদ্ধের রসদ ফুরিয়ে আসে, কিছু কুয়েতি অফিসার ছোট ছোট অস্ত্র যা তাদের মজুত ছিলো, তাই নিয়ে ইরাকি সেনাদের সঙ্গে লড়াই চালাবার চেষ্টা করলো, আর কিছু সৈন্য আত্মসমর্পণ করার আগে নিজেদের মধ্যে জোর তর্ক চালালো। বাকি যারা আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে ছিলো, তারা তাদের সামরিক পোষাক বদল করে গা ঢাকা দিলো পিছনের দরজা দিয়ে।

তবে মূল বিরোধিতা ঘটলো আমির আল্ সাবাহর প্যালেসে, যদিও তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ আগেই আশ্রয় নিয়েছিলেন সৌদি আরবে। যাইহোক, সেই প্যালেস ভেঙ্গে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয় ইরাকি সৈন্যরা।

সূর্যাস্তের পর কুয়েত সিটির উত্তরখণ্ডে আরেবিয়ান গালফ স্ট্রীটের উপরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রকে পিছনে ফেলে বিধ্বস্ত ড্যাসমন প্যালেসের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে দেখছিল কর্ণেল ওসমান বদ্রি। ইতিমধ্যে কিছু ইরাকি সৈন্য সেই প্যালেসের ভেতরে ঢুকে দামি দামি জিনিষপত্র লুঠ করে এনে ট্রাকে তুলছিল। বদ্রির লোভ হলো তার বৃদ্ধ পিতার জন্য একটা মূল্যবান উপহার হিসেবে লুঠের একটা জিনিষ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই ছেলেবেলায় তার বাগদাদে ইংলিশ স্কুলে শিক্ষা-দীক্ষার কথা মনে পড়ে গেলো। সেই সঙ্গে মার্টিনের সঙ্গে তার বাবার বন্ধুত্ব ও ব্রিটিশদের প্রশংসার কথা মনে পড়ে গেলো। 'দেখ বৎস, লুঠ করার অর্থ চুরি

করা। বাইবেল ও কোরানে সেটা নিষেধ করা আছে, অতএব ও কাজ কখনো করো না যেন।'

প্রসঙ্গত সাদ্দাম-এর ব্যাপারে বদ্রি তার বাবার ধারণার সঙ্গে একমত হতে পারে নি। কারণ তাঁকে শ্রদ্ধা করে সে। তাছাড়া সবার উপরে নিজের দেশ। আর সাদ্দাম হোসেন তার দেশেরই সর্বময় কর্তা। অতএব তাঁর বিরোধিতা করতে পারবে না সে। তবে পঁচিশ বছর আগে সেই হেডমাস্টারের উপদেশ মতো ড্যাসমান প্যালেসের লুঠের মালের ভাগীদার হতে নারাজ সে। তাছাড়া ইংরিজি ভাষাটা বাবা ভালোই শিখিয়ে ছিলেন তাকে। এর ফলে পরবর্তীকালে সোভিয়েত মিলিটারি এডভাইসরি গ্রুপের ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসের কর্নেল স্টেপনভের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে এই ইংরিজি ভাষাকে তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

ওসমান বদ্রির বয়স ৩৫। ১৯৯০ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছর প্রমাণ করেছে। পরে সে তার বড়ভাইকে বলেছিল, 'ড্যাসমান প্যালেসের সামনে দাঁড়িয়ে আমি যথার্থই ভেবেছি, আমরা ঠিক করেছি। হ্যাঁ, আমরা কুয়েত দখল করেছি, মাত্র একদিনে; আর এই জয়ের মধ্য দিয়েই সব শেষ।'

কিন্তু তার এই ধারণা একেবারেই ভুল। শেষ নয়, বরং সেই সবে শুরু।

* * *

ওদিকে রে ওয়াকার আবু ধাবি বিমানবন্দরে সেলস কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন রাখে : আমেরিকার সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে দ্রুত তার এয়ারলাইন্সের টিকিট পাওয়া উচিত। ওদিকে তার দেশের অন্য নাগরিকরা নিদ্রাহীন রাত কাটাচ্ছিল বিমানবন্দরে।

আবার সাত যোজন দূরে ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসের বেসমেন্টে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যারা উদ্বেগের সঙ্গে রাত কাটায়। আগের দিন সন্ধ্যায় ১লা আগস্ট— স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তারা জানতে পারে, উত্তর গাল্‌ফ-এ ইরাকি সৈন্যদের সমাবেশ ঘটেছে। কুয়েতের আমেরিকার দূত যা জানতো না তার থেকেও বেশী খবর ওয়াসিংটনে পৌঁছে দিলো এই স্যাটেলাইট। এখন সমস্যা হলো : সাদ্দাম হোসেনের উদ্দেশ্য কি সেটা জানা যাচ্ছে না। শুধু হুমকি দেওয়া, নাকি কুয়েত দখল করার জন্যই এই অভিযান?

পরে মাঝরাতে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বসে আমেরিকায়। ভিডিও লিঙ্ক-এ আটজন প্রতিনিধিরা NSC ট্রেজারি, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, CIA প্রতিরক্ষার জয়েন্ট চীফ অফ স্টাফ। সেই বৈঠকে জরুরী হুকুম জারি করার সঙ্গে সঙ্গে সেটা কার্যকরও করা হল। সেইরকম একই ধরনের দ্রুত বৈঠক ডাকে লণ্ডনে OBRA (ক্যাবিনেট অফিস ব্রিফিং রুম এ্যালেক্স), সময়টা ছিলে ওয়াশিংটন থেকে পাঁচ ঘন্টা এবং গাল্‌ফ থেকে মাত্র দু ঘন্টা এগিয়ে।

উভয় সরকারই বিদেশে ইরাকের অর্থকরী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দেয় (উভয় দেশে কুয়েতের রাষ্ট্রদূত চুক্তি অনুযায়ী) সেই সঙ্গে কুয়েতের সম্পত্তিও যাতে করে বাগদাদের হয়ে কুয়েতে যে পুতুল সরকারই আসুক না কেন সেই অর্থ কিংবা সম্পত্তিতে যাতে হাত দিতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। এই সিদ্ধান্তে হাজার-লক্ষ-কোটি পেট্রো-ডলার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।

২রা আগস্ট ভোর পৌনে-পাঁচটায় ঘুম থেকে জেগে ওঠেন প্রেসিডেন্ট বুশ, নথীপত্র সই করার জন্যে। ওদিকে লণ্ডনে মিসেস মার্গারেট থ্যাচার স্টেটস-এ যাওয়ার জন্য প্লেন ধরার আগেই তিনি সই-সাবুদ সেরে নেন। আর একটা বড় পদক্ষেপ হলো, কুয়েত আক্রমণ করার জন্য ইরাককে দোষী করে নিউ ইয়র্কে NSC এবং সেই দিনই ভোর সাড়ে চারটেয় সই করা রেজলিউসন ৬১০-এ ইরাককে হুকুম করে মুহূর্তে কুয়েত ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে।

সেদিনই সকাল আটটায় NSC 'র পূর্ণাঙ্গ মিটিং বসে প্রেসিডেন্ট বুশ-এর সভাপতিত্বে। এই মিটিং-এ নবাগতদের মধ্যে ছিলো প্রতিরক্ষার রিচার্ড চেনি, টেজারির নিকোলাস ব্রেডি, এটর্নি জেনারেল রিচার্ড থর্নবার্গ। স্টেট ডিপার্টমেন্টের হয়ে বব কিমিট প্রতিনিধিত্ব করে যায় কারণ সেক্রেটারি জেমস বেকার আর ডেপুটি সেক্রেটারি লরেন্স ঈগলবার্গরার দুজনেই তখন শহরের বাইরে ছিলো। সেই মিটিং সেরে সোয়া ন'টা নাগাদ জর্জ বুশ যখন চলে যান, তখন রে এবং মেবল ওয়াকার সৌভাগ্যবশত বিমানে উঠে ঘরে ফেরার মুখে। হয়তো উত্তর-পশ্চিম সৌদি আরবের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল নিরাপদে। একটা হেলিকপ্টারে চড়ে প্রেসিডেন্ট চলেছেন অ্যাসপেন, কলোরাডোয়, সেখানে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিলো তাঁর, কিন্তু তারপরেও আজ

সারাটা দিন ব্যস্ত থাকতে হবে তাঁকে প্রচণ্ডভাবে। মাঝ পথে জর্ডানের রাজা হুসেন-এর ডাক পেলেন তিনি। রাজা হুসেন তখন কায়রোয় ইজিপ্ট-এর প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারকের সঙ্গে আলোচনারত।

রাজা হুসেন চান যুদ্ধ ব্যতিরেকে একটা মীমাংসায় পৌঁছনোর জন্য আরব রাষ্ট্রকে কিছুদিন সময় দিক আমেরিকা। তাঁর প্রস্তাব হলো, একটা চারদেশীয় কনফারেন্স আহ্বান করা। প্রেসিডেন্ট মুবারক, তিনি নিজে, সাদ্দাম হোসেন এবং সৌদি আরবিয়ার রাজা ফাহদের সভাপতিত্বে এই কনফারেন্স বসবে। তাঁর বিশ্বাস এ ধরনের কনফারেন্স ইরাকি ডিক্টেটরকে কুয়েত থেকে সরে আসার কাজে সহায়তা করবে বিশেষভাবে। এর জন্যেই তিন কিংবা চারদিন সময় চান তিনি। আর এই কনফারেন্স-এ যোগদানকারী দেশ প্রকাশ্যে ইরাককে অভিযুক্ত করতে পারবে না। প্রেসিডেন্ট তাঁকে বলেন : 'ঠিক আছে, আপনি কনফারেন্স করতে পারেন। কিন্তু আপনার এই কাজে আমার কোনো সমর্থন নেই।' দুর্ভাগ্যবশত জর্জ বুশ তখনো লণ্ডন থেকে আগত লেডির সঙ্গে দেখা করেন নি, যিনি অ্যানপেনে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর জন্যে। অবশ্য সেদিনই সন্ধ্যায় তাঁরা মিলিত হন।

অচিরেই আয়রন লেডি বুঝতে পারলেন, তাঁর ভালো বন্ধু আবার প্রায় বিচলিত হতে চলেছেন। অনুযোগ করে তিনি তাঁকে বললেন, 'জর্জ, এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না।' আয়রন লেডির নীল চোখের নীল দ্যুতির সামনে জর্জ বুশ স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, আমেরিকার মনোভাব সেরকম নয়। তাঁর অন্তরঙ্গরা পরে বুঝতে পেরেছিল, সাদ্দাম হোসেন এবং তার সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র ও ট্যাঙ্কের জন্য মোটেই চিন্তিত নন তিনি। তাঁর যতো ভয় সেই হাতব্যাগটা।

৩রা আগস্ট ইজিপ্ট-এর সঙ্গে কথা হয় আমেরকির। তখন প্রেসিডেন্ট মুবারক আমেরিকাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—আমেরিকার অস্ত্র যোগানের উপর কি ভাবে তাঁদের সশস্ত্র ফোর্স নির্ভরশীল। তিনি আরো স্মরণ করিয়ে দেন, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কাছে ইজিপ্ট-এর কতোই বা ঋণ। ৪ঠা আগস্ট ইজিপ্ট সরকার সাদ্দাম হোসেনকে আক্রমণকারী বলে অভিযুক্ত করে।

জেড্ডা কনফারেন্স-এ যোগ দিতে ইরাক অস্বীকার করলে জর্ডানের রাজ মনঃক্ষুন্ন হলেও আশ্চর্য হন নি। রাজা ফহাদের সভাপতিত্বে হোসনি মুবারকের পাশে বসতে নারাজ ইরাক। জেড্ডা কনফারেন্স-এ ইরাকের যোগদান না করার দুট কারণের মধ্যে এটা একটা কারণ। অপর কারণ হলো, স্পেশ থেকে তোলা আমেরিকান ফটোগ্রাফ দেখানো হয় সৌদির রাজাকে। এর থেকেই প্রকাশিত হয়, ইরাকি সৈন্য যুদ্ধবিরতি ঘটিয়ে যে যেখানে যে অবস্থায় থাকার কথা তা কিন্তু থাকে নি। বরং উল্টে দক্ষিণে সৌদি বর্ডারের দিকে ইরাক এগিয়ে চলেছে। তবে কি তারা সৌদি আরব দখল করতে চেষ্টা করছে? অঙ্ক কষতে গিয়ে দেখা যায়, সারা বিশ্বে তেলের সংরক্ষণ সৌদি আরবেরই সব থেকে বেশী। দ্বিতীয় স্থান কুয়েতের, বর্তমান তেল উৎপাদনের নিরীখে একশো বছরের সংরক্ষণের দাবী করতে পারে এই দেশ। তাই কুয়েত দখল করে সাদ্দাম হোসেন তৈল সংরক্ষণে তাঁর দেশের একটা ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন।

৬ই আগস্ট সরকারী ভাবে সৌদি আরব আমেরিকাকে অনুরোধ জানায়, তাঁর দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে দেশে প্রবেশ করার জন্য। ওই একই দিনে মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশ্যে বোমারু বিমানের প্রথম স্কোয়াড্রন রওনা হয়ে যায় আমেরিকা থেকে। মরুভূমির রক্ষার কাজ শুরু হয় অতঃপর।

ব্রিগেডিয়ার হাসান রহমানি তার স্টাফাকার থেকে নেমে দ্রুত পায়ে হিলটন হোটেলের দিকে এগিয়ে গেলো। কুয়েতে দখলিকৃত এই হোটেলটাই এখন ইরাকের সিকিউরিটি ফোর্সের হেডকোয়ার্টার। সেই ৪ঠা আগস্টের সকালে লবির কাঁচের দরজার দিকে তাকাতে গিয়ে মনে মনে বেশ মজা উপভোগ করেছিল সে এই কথা ভেবে যে, আমেরিকার দূতাবাসের পাশেই ছিলো এই হিলটন হোটেল। সামনেই আমেরিকান গাল্‌ফ-এর সমুদ্রের নীল জলের ঢেউ একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের শোভা দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে।

ওদিকে তার হুকুমে সেই দূতাবাস রিপাবলিকান গার্ডরা ঘিরে ফেলে। তবে দূতাবাসের ভেতর থেকে বিদেশী কূটনীতিবিদরা তাদের সরকারের কাছে গোপনে খবর পাঠালো সেটা সে রুখতে পারে না।

রহমানি তার সুইটে ঢুকে তার পরনের আর্মি জ্যাকটেটা খুলে ফেলে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো।

সাঁইতিরিশ বছরের রহমানি ফিট্‌ফাট সুপুরুষ। প্রশ্নটা শুনে মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিল সে, 'আমি একজন ইরাকি আর তার জন্য গর্বিত।

তার প্রজন্মে একজন ইরাকি হিসেবে এই মিলিটারি জামানার বিরোধিতা করে হয়তো সে বিদেশে পাড়ি দিয়ে স্বাধীন ভাবে কাজ করে রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করতে পারতো, হিট-স্কোয়াডদের পাশ কাটিয়ে আরবি ভাষা থেকে ইংরিজিতে ভাষান্তর করে বেশ কয়েক পেনি হাতে তুলতে পারতো। কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রশ্ন থেকে যায়। ইরাকি শাসকের বিরোধিতা করলে আবার তাকে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হতো হয়তো, সেই জানোয়ার ওমর খাতিবের পীড়ন চেম্বারে তারা অত্যাচার চলতো তার উপরে। তাই সে ঠিক করে ফেলে ইরাকি রেজিমে থেকেই সে তার বুদ্ধি ও অধ্যাবসায় দিয়ে ধাপে ধাপে ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে উঠে যাবে। এর মধ্যে কোনো দোষ সে দেখে নি।

জানালার সামনে থেকে ফিরে এলো হাসান রহমানি। ডেস্কের একটা চেয়ারে বসে নোট করতে থাকলো সে। তার তখন কেবল একটাই চিন্তা—কি ভাবে কুয়েতে কতদিনই বা অবস্থান করতে চান সাদ্দাম হোসেন? ইরাক যদি কুয়েত থেকে বেরিয়েই আসে, তাহলে কাউন্টার ইনটেলিজেন্স অপারেশনের এতো বাড়াবাড়ির কোনো প্রয়োজন দেখতে পায় না সে। ভেতরে ভেতরে সে বিশ্বাস করে, একদিন না একদিন কুয়েত ছেড়ে ঠিক বেরিয়ে আসবেন সাদ্দাম হোসেন। এটা তাঁর চালাকি। আগামীকাল জেড্ডা সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি রাজা ফাহদকে তোষামোদ করে বোঝাতে চাইবেন যে, ইরাকের দাবী শুধু তেলের উপর কুয়েতের সঙ্গে তার দেশের চুক্তি বহাল রাখার জন্যেই সাময়িক ভাবে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর দেশের ঋণ পরিশোধেরও একটা ব্যবস্থা নেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। এই ভাবে তাঁকে বোঝাতে পারলে আরব দুনিয়াকে তিনি তাঁর হাতের মুঠোয় কব্জা করতে পারবেন, আর সেই সঙ্গে আমেরিকা ও ব্রিটিশকে তাঁদের দেশের ব্যাপারে নাক গলাতে বিরত থাকতে বাধ্য করাতে পারবেন। পাশ্চাত্ত্যের প্রতিভূরা কয়েক সপ্তাহ পরে হতাশ হয়ে ফিরে যাবে, চারটি আরব রাষ্ট্রের প্রধান দু'জন প্রেসিডেন্টের হাতে ব্যাপারটা সঁপে দিয়ে। তাদের দেশে তেলের সরবরাহ ঠিক থাকলেই এ্যাংলো-স্যাক্সনরা খুশি থাকবে। আর কুয়েতকে যদি না নিষ্ঠুর ভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, প্রচার সংস্থা ব্যাপারটা চেপে যাবে। আল্ সাবাহ্ বাহিনী সৌদি আরবের কোথাও নির্বাসিত হয়ে বর্তমান ঘটনার কথা ভুলে যাবে। আর কুয়েতিরাও নতুন সরকারকে মেনে নেবে। আসলে কুয়েতিদের জন্য কারোর ভালোবাসা নেই, কারোর মাথা ব্যাথা নেই তেমন। ১৯৬৮ সালে চেম্বারলিন যেমন চেকস্লোভাকিয়াকে পরিত্যাগ করেছিল, ঠিক তেমনি ভাবে রাজা ফাহদ এবং রাজা হুসেনও তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে আরব সাগরে।

মুশকিল হচ্ছে, দারুণ স্মার্ট সাদ্দাম কিন্তু নীতিগত ও কূটনৈতিক দিক থেকে একজন ভাঁড় ছাড়া আর কিছু নন। যাই হোক রহমানির যুক্তি হলো, একদিন না একদিন রাইস তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন। কিন্তু তিনি তখন না পারবেন এই ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসতে, না পারবেন জড়িয়ে থাকতে। তিনি শুধু পারবেন সৌদির তৈলক্ষেত্র দখল করতে এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলো তিনি ভেট দেবেন পাশ্চাত্ত্যকে। আর তারা সেগুলো ধ্বংস করে ছাড়বে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য।

হাসান রহমানি চতুর, শিক্ষিত, উদার এবং একজন উচ্চ-শ্রেণীর লোক, যে কিনা ঠগ, দুস্যবাহিনীর হয়ে কাজ করেছিল এক সময়। তবে সে এখন সাদ্দামের হয়ে তার কাজে মন দিলো। সে তার এখনকার কাজটাকে সরলীকরণ করতে চাইলো। সে এখন দেখছে, এই আগস্টে কুয়েতে ১৮ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৬ লক্ষ হলো সত্যিকারের কুয়েতি। আর তাদের মধ্যে আরো ৬ লক্ষ প্যালেস্টাইনীদের যোগ করা যেতে পারে। তাদের মধ্যে কিছু লোক কুয়েতের সমর্থক, কিছু লোক ইরাকের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, কারণ PLO তাই করেছে। তাছাড়া বেশীর ভাগ লোক নিজেদের বাঁচার স্বার্থে মাথা নিচু করে থাকবে। এরপর ৩ লাখ ইজিপসিয়ানদের প্রশ্ন ওঠে, নিঃসন্দেহে তারা কায়রোর হয়ে কাজ করছে, যে দেশ এখন ওয়াশিংটন কিংবা লণ্ডনের হয়ে কাজ করছে, আর আড়াই লাখ পাকিস্তানি, ভারতীয়, বাংলাদেশী ও ফিলিপাইনিরা মূলতঃ শ্রমিক ও ঘরোয়া না পরিচারক শ্রেণীর।

* * *

সেদিনই সকালে গাওয়ার স্ট্রীটের লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টির ওরিয়েন্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ

স্কুলে ডঃ টেরি মার্টিন তার লেকচার শেষ করে সিনিয়র স্টাফ কমন রুমে বিশ্রাম নিচ্ছিল। দরজার বাইরে সেক্রেটারি ম্যাবলকে দেখতে পেয়ে তার কাছে ছুটে যেতেই সে বলে উঠলো, 'ওহো ডঃ মার্টিন, আপনার জন্য একটা খবর আছে।' ভদ্রমহিলা তার এ্যাটাচি কেস ঘেঁটে একটা চিরকুট বার করলো। 'এই ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন আপনাকে। ব্যাপারটা খুবই জরুরী, আপনাকে ফোন করতে বলেছেন তিনি।'

সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলো ডঃ মার্টিন। 'মিঃ স্টিফেন লেইং আছেন?' ডঃ মার্টিন কথা বলছি। তা উনি আমাকে ফোন করেছিলেন।'

'আহ্ হ্যাঁ, ডঃ মার্টিন আপনি? একটু অপেক্ষা করবেন?'

ভুরু কুঁচকে উঠলো মার্টিনের। সে যে ফোন করবে ভদ্রমহিলা জানতো তাহলে, আর তার নামও সে জানে। কিন্তু সে তার জীবনে স্টিফেন লেইং-এর নাম কখনো শোনে নি। যাইহোক, একটু পরেই ফোনে এলো সে।

'হ্যাঁ, স্টিভ লেইং কথা বলছি। আপনি যে তড়িঘড়ি ফোন করবেন, খুব ভালো হয়েছে। আমি জানি, অবিশ্বাস্য ভাবে যদিও এটা একটা খুব অল্প সময়ের নোটিশ, কিন্তু কি করবো, কোনো উপায় যে ছিল না। যাইহোক, কিছু দিন আগে স্ট্রাটেজিক স্টাডির ইনস্টিটিউটে আমাদের দেখা হয়েছিল। মনে আছে ডঃ মার্টিন, ঠিক তারই আগে ইরাকের অস্ত্র সংগ্রহের সেই চমৎকার একটা ফিরিস্তি দিয়েছিলেন আপনি। সেই ফিরিস্তির কাগজপত্র আমি দেখেছি। তা আজ আপনি মধ্যাহ্নভোজ কোথায় কি ভাবে সারছেন?'

'ক্যান্টিনে, ভাবছি স্যাণ্ডউইচ খেয়ে সেরে নেবো,' বললো মার্টিন।

'যদি আপনাকে স্কট-এ আসতে বলি? জায়গাটা আপনি জানেন নিশ্চয়, মাউন্ট স্ট্রীট।'

মার্টিন জানতো সেটা। লণ্ডনের অত্যন্ত বিলাসবহুল মাছের রেস্তোরাঁ। মাছ তার খুবই প্রিয়। আর এই স্কট রেস্তোরাঁর খরচ বহন করা তার বেতনের কাছে দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে ভাবেই হোক লেইং কি তার আর্থিক অসচ্ছলতার কথা জানে?

'আচ্ছা, আপনি কি আসলে ISS -এর সঙ্গে যুক্ত?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'তা এ ব্যাপারে মধ্যাহ্নভোজের সময় আলোচনা করা যাবে ডক্টর। এই ধরুন, একটার সময়। আপনার জন্যে আমি অপেক্ষা করবো।'

স্টক রেস্তোরাঁ পৌঁছলে হেডওয়েটার তার উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, 'ডঃ মার্টিন? মিঃ লেইং, তাঁর টেবিলে বসে আছেন। দয়া করে আপনি আমাকে অনুরসণ করুন।'

একেবারে এক কোণায় টেবিল। নির্জন জায়গা। লেইংকে দেখে নিশ্চিত হলো সে, এর আগে কখনো তাকে দেখেনি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে তাকে অভিবাদন জানানোর জন্য। রোগাটে, সুদর্শন, পরনে গাঢ় রঙের সুট, ধূসর চুল। প্রতি-অভিবাদন জানায় মার্টিন।

'আপনি তো ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত নন, বলুন আপনি কি যুক্ত মিঃ লেইং?'

আসলে আমি সেঞ্চুরি হাউসের লোক। তার জন্যে কি কোনো অসুবিধে আছে?'

এই সেনচুরি হাউসে ব্রিটিশ সিক্রেট ইনটেলিজেন্স সার্ভিস-এর গোপন কাজকর্ম চলে। টেমস নদীর দক্ষিণে এলিফ্যান্ট আরা ক্যাসল এবং কেন্ট রোডের মাঝখানে নেহাতই একটা স্যাঁতসেঁতে বিল্ডিং। এখানে আসতে সিকিউরিটি পাস-এর প্রয়োজন হয় না। তবে অচেনা কেউ যদি অসৎ উদ্দেশ্যে এখানে ঢুকে পড়ে মুহূর্তে সে তার পথ হারিয়ে ফেলতে বাধ্য এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে চিৎকার করে উঠবে।'

'আমি আপনার দারুণ ভক্ত। ইনস্টিটিউটে দেওয়া আপনার সব পেপার আমি পড়েছি। সেই সঙ্গে "সারভাইভাল" পত্রিকায় আপনার দুটি প্রবন্ধও আমি পড়েছি।'

মার্টিনের জন্ম বাগদাদে, বড় হয়েছে ইরাকে। এবং তারপর ইংলণ্ডের স্কুলে পড়ে মার্টিন। হেইলিবারি ছেড়ে এসেছিল মার্টিন ইংরাজি, ইতিহাস আর ফরাসী ভাষায় ডিস্ট্রিংসন নিয়ে। অক্সফোর্ড কিংবা কেমব্রিজে স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হোক সে, এই চেয়েছিল হেইলিবারি। কিন্তু যে ছেলে অনর্গল আরবি ভাষায় কথা বলতে পারতো, সে চাইল আরবি ভাষায় তার পরবর্তী গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই সে গ্র্যাজুয়েট না হয়েও ১৯৭৩ সালে SOAS-এর শুরুতে মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাস নিয়ে অধ্যয়ন করতে শুরু করে। তিন বছরে

ফার্স্টক্লাস ডিগ্রী পাওয়ার পর আরো তিন বছর সময় লাগে তার ডক্টরেট করতে, ইরাকের অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য। ১৯৭৯ সালে পি.এইচ.ডি. করে সে। তারপর এক বছর ধরে যুদ্ধ চালায় তাদের সঙ্গে। আর যুদ্ধের সেই অভিজ্ঞতা আর মধ্য-প্রাচ্যের সামরিক ক্ষমতা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয় তার মধ্যে। এরপর দেশে ফিরে মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাসে পুরোপুরি রিডারের সম্মান পায় সে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে। তারপরেই চল্লিশ বছর বয়সে প্রফেসার হওয়া।

এ সবই লেইং পড়েছে তার বায়োগ্রাফি থেকে। লেইং বললো, 'আসলে ব্যাপারটা কি জানেন, কুয়েতে এখন কি যে ঘটেছে, তার জানবার জন্যে একজন কাউকে আমরা সেখানে পাঠাতে চাই এখন।'

'তার মানে ইরাকি দখলিকৃত কুয়েতে?' জিজ্ঞেস করলো মার্টিন।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' 'দেখুন, খোলাখুলি ভাবেই বলি তাহলে,' বললো লেইং। 'সত্যি সত্যি আমরা জানতে চাই যে, কুয়েতের অভ্যন্তরে কি ঘটেছে। কতো ইরাকি সেনা, কি কি ধরনের সমরাস্ত্র সঙ্গে নিয়ে গেছে সেখানে, আমাদের নিজেদের দেশের লোকেরা কে কেমনভাবে বেঁচে আছে, তাদের কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা, এসব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমাদের দেশেরই একজন নিজস্ব লোক চাই। এসব খবর সংগ্রহ করা খুবই জরুরী। তাই একাজে আমাদের একজন লোক দরকার যে কিনা আরবি ভাষাটা ভালো করে রপ্ত করেছে, সেই সঙ্গে কুয়েতি ও ইরাকি ভাষাটাও।'

'কিন্তু এখানে এই লণ্ডন শহরে তো শ'য়ে শ'য়ে কুয়েতি আছে, তাদের মধ্যে থেকে একজন কাউকে সেখানে পাঠাতে তো পারেন, পারেন না?' জিজ্ঞেস করলো মার্টিন।

'না পারি না', উত্তরে লেইং বলে উঠলো, 'আমরা আমাদের নিজস্ব লোক চাই'—

'তার মনে আরবি ভাষা জানা একজন ব্রিটিশকেই আপনাদের দরকার, যে কিনা তাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে যেতে পারে, এই তো?'

'হ্যাঁ, এটাই আমরা চাই। আমরা জানি না, আপনি ছাড়া সেই রকম লোক অন্য আর কেউ এখানে আছে কিনা।'

'হ্যাঁ, আছে, আমি একজনকে জানি। আমার ভাই মাইক SAS-এর একজন মেজর সে।

উত্তেজনায় সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো লেইং। 'তিনি কি এখনই যেতে পারেন?'

তিন

সেনচুরি হাউসে পৌঁছেই লেইং সোজা তার ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কন্ট্রোলার মিডল হার্ট-এর কাছে চলে গেলো। দু'জনে ঘন্টা খানেক আলোচনা করার পর তারা এবার উপরতলায় দু'জন ডেপুটি চীফের একজনের কাছে গিয়ে হাজির হলো।

চীফ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস অর্থাৎ SIS-এর আর এক জনপ্রিয় নাম হলো M.E.6। আর এই SIS-এর প্রধান হলো চীফ, যদিও সাংবাদিকরা ক্রমাগত তাকে ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে চিহ্নিত করে আসছে। আবার ইন-হাউসে চীফ-এর পরিচিতি হলো C। হয়তো মনে হবে, এটা বুঝি CHIEF-এর আদ্যাক্ষর, কিন্তু আসলে তা নয়। প্রথম চীফ ছিলেন অ্যাডমিরাল স্যার ম্যান্সফিল্ড কামিংস, আর এই C অক্ষরটি এসেছে সেই বহুদিন আগে মৃত ভদ্রলোকের শেষ নামের আদ্যাক্ষর থেকে।

চীফের অধীনে রয়েছে দু'জন ডেপুটি চীফ, আর তাদের অধীনে কাজ করে পাঁচজন সহকারী। এরা পাঁচটি বিভাগের দেখাশোনা করে থাকে, যার মধ্যে, অন্যতম হলো 'অপারেশন' (যারা গোপন তথ্যাদি সংগ্রহ করে থাকে)। এই অপারেশন বিভাগের অধীনে রয়েছে কন্ট্রোলার, যে কিনা বিশ্বের বিভিন্ন ডিভিসন-এর কাজকর্ম তদারকি করে থাকে। সেই সব ডিভিসনের মধ্যে রয়েছে—ওয়েস্টার্ন হোমসফেয়ার, সোভিয়েত ব্লক, আফ্রিকা, ইউরোপ, মিডল-ইস্ট এবং আস্ট্রেলিয়া।

১৯৯০'-এর সেই আগস্টে সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এই মধ্য-প্রাচ্য এবং বিশেষ করে ইরাক ডেস্ক। ওয়েস্টমিনিস্টার এবং হোয়াইট হলের রাজনীতিবিদ ও আমলারা তটস্থ হয়ে উঠেছে এ ব্যাপারে। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কন্ট্রোলার মিডইস্ট ও ডাইরেক্টর-অপারেশনের কথাগুলো শুনলো ডেপুটি চীফ এবং মাঝে মাঝেই মাথা নেড়ে তাদের কথার সমর্থন জানাচ্ছিল।

তবে তাই বলে এই নয় যে, ইরাক আন্তর্জাতিক টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়ার আগে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে কুয়েত থেকে কোনো খবর পাওয়া যায় নি। কুয়েতে প্রতিটি ব্রিটিশ কোম্পানির অফিস টেলিফোন, টেলেক্স, আর ফ্যাক্স মারফত তাদের স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিল। কুয়েত দূতাবাস বৈদেশিক অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিল। কুয়েত দুতাবাস বৈদেশিক অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রথম সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার খবর পৌঁছে দেয়। তবে সমস্যা হলো এই যে এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য খবর ছিলো না যা ক্যাবিনেটে উথ্থাপন করা যায়। তাছাড়া কুয়েত দখল করার পরেই বিদেশী দূতাবাসগুলো সীল করে দেয় ইরাক। কার্যত ব্রিটিশ দূতাবাসের কর্মচারীরা এখন গাল্‌ফ-এর ধারে তাদের কম্পাউণ্ডে গৃহবন্দী।

ওদিকে মার্গারেট থ্যাচারের প্রতি কোনো মোহ নেই ডেপুটি চীফের। আর থাকবেই বা কি করে। মনে আছে তার, ১৯৮০'র মে মাসে টেররিস্টরা যখন লণ্ডনে ইরানী দূতাবাস বোমার আঘাতে উড়িয়ে দেয়, তখন তাঁর মধ্যে কোনো ভাবাবেগ লক্ষ্য করে নি সে। বরং উল্টে সেদিন সন্ধ্যায় তাঁকে এ্যালবেনি স্ট্রীট ব্যারাকে একটা পার্টির সঙ্গে হুইস্কি পান করতে করতে সেই দুঃসাহসিক কাজের গল্প শুনতে দেখা যায়।

* * *

মে[illegible] টেবিলের উপরে বিছানো গাল্‌ফ তথা মধ্য-প্রাচ্যের বেশীর ভাগ অঞ্চলের একটা বিরাট মানচিত্রের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে নিরীক্ষণ করছিল মেজর মাইক মার্টিন। চারপাশে তার লোকেরা তাকে ঘিরে রেখেছিল।

'বস, এর মধ্যে আমাদের জন্য কিছু আছে?' একজন সার্জেন্ট জানতে চাইলো।

'জানি না,' বললো মার্টিন, 'কুয়েতে ঢুকে পড়েছেন সাদ্দাম হোসেন। এখন প্রশ্ন হলো, তিনি কি নিজের ইচ্ছায় সেখান থেকে বেরিয়ে আসবেন? আর যদি তিনি তা না করেন তবে কি ইউনাইটেড নেসন আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী পাঠিয়ে সেখান থেকে তাঁকে বাধ্য করবে হটে আসার জন্য? তাই যদি হয়, তাহলে মনে হয়, সেখানে আমাদের কিছু একটা করতে হবে।'

মেজর মার্টিন তার কোয়ার্টারে প্রবেশ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় ডুবে গেলো। সার্জেন্ট-এর ধারণা ঠিকই, তাকে কতকটা আরবদের মতোই দেখতে। তার লোকেরা প্র[illegible] বিস্ময় প্রকাশ করে, তার তামাটে রঙের চামড়া, কালো চোখ, কালো চুল, এ সবই ভূমধ্যসগারীয় অঞ্চলের মা[illegible]জনের চেহারার প্রতিফলন। কিন্তু তাদের এই ধারণা যে ভুল, এ কথা সে কখনো বলেনি তাদের।

মার্টিন ভায়েদের মা'র বাবা ছিলেন দার্জিলিং-এর একজন ব্রিটিশ টি-প্লান্টার। ছেলেবেলায় তারা তাদের দাদামশায়ের ছবি দেখেছিল—দীর্ঘ দেহী, লাল মুখ, সোনালী গোঁফ, মুখে পাইপ, হাতে বন্দুক, একটা নিহত বাঘের সামনে দণ্ডায়মান। ইণ্ডিয়ার একজন খাঁটি ইংলিশম্যান।

তারপর ১৯২৮ সালে সেই ইংলিশম্যান টেরন্স গ্র্যাঞ্জার হঠাৎ এক অচিন্তানীয় কাজ করে বসেন, এক ভারতীয় মেয়ের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। মেয়েটি যে ভদ্রঘরের এবং অতি সুন্দরী ছিলো বলে নয়, তাকে কেমন যেন ভালো লেগে গিয়েছিল টেরেন্স[illegible] টি কোম্পানি কোনোরকম রাগ দেখায় নি তার এই অসবর্ণ প্রেমের জন্য, তাদের সঙ্গে গোপন প্রেমের ব্যাপারটা প্রকাশ্যে আনতে চায় নি তারা। তবে তারা তাকে আসামের একটা চা-বাগানে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সেই ভারতীয় মেয়ে ইন্দিরা ভোস আর টেরেন্স গ্রাঞ্জার-এর মধ্যে ভালবাসার কোনো ঘাটতি পড়ে নি, বরং উত্তরোত্তার বাড়তে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এবং ১৯৩০ সালে তারা এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়, যার নাম সুসান। সেখানেই তারা তাকে বড় করে তোলে।

১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ে ভারতেও, বর্মার সীমান্ত দিয়ে জাপানীরা ভারতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। গ্র্যাঞ্জারের বেশ বয়স হয়ে গেছে তখন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা

প্রকাশ করে এবং তার ইচ্ছা মতো দিল্লীতে ট্রেনিং নেওয়ার পর তাকে আসাম রাইফেলের মেজরের পদ দেওয়া হয়। সমস্ত ব্রিটিশ ক্যাডেটদের মেজর পদে উন্নীত করা হয়, কারণ ভারতীয় অফিসারদের অধীনে তাদের কাজ করার কথা নয়। তবে ভারতীয়দের বড় জোর লেফটেনান্ট কিংবা ক্যাপ্টেন করা যায়।

১৯৪৫ সালে ইরাবতি পার হওয়ার সময় তার মৃত্যু হয়। তার মৃতদেহের কোনো হৃদিশ পাওয়া যায় নি, বর্মার জঙ্গলে হারিয়ে যায়। কোম্পানি থেকে সামান্য পেনসন পেয়ে তার বিধবা স্ত্রী ইন্দিরা তখন তার নিজের ভাবধারায় দিন কাটাতে থাকে।

দু'বছর পরে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে ভারতে আরো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তখন ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আলি জিন্না মুসলিম পাকিস্তানের দাবী করে অবিভক্ত ভারতের উত্তরাঞ্চল, আর পণ্ডিত নেহেরু প্রধানত দক্ষিণে হিন্দু ভারত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। দুই ধর্মাবলম্বি উদ্বাস্তু স্রোতের মতো ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হওয়ায় দাঙ্গা বাধে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। সেই দাঙ্গায় দশ লাখেরও ওপরে লোক নিহত হয়। মিসেস গ্র্যাঞ্জার মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে তার পড়াশোনা সম্পূর্ণ করার জন্য তার স্বামীর ছোটো ভায়ের কাছে তাকে পাঠিয়ে দেয়। সুসানের কাকা ছিলো সারের হাসলমেয়ারে একজন নামী আর্কিটেক্ট। ছ-মাস পরে এক দাঙ্গায় মিসেস গ্র্যাঞ্জার মারা যান।

সতেরো বছর বয়সে ইংলণ্ডে তার পিতার জন্মভূমিতে এসেছিল সুসান। হাসলমেয়ারের একটি মেয়েদের স্কুলে এক বছর কাটিয়ে ফার্নহাম জেনারেল হাসপাতালে দু'বছর ট্রেনিং নার্স হিসেবে কাজ করে সে। তারপর ফার্নফাম সলিসিটর অফিসে সেক্রেটারি হিসেবে এক বছর কাজ করে। একুশ বছর বয়সে ব্রিটিশ ওভারসিস এয়ারওয়েজ কর্পোরেশনে স্টুয়ার্ডেস-এর কাজে যোগ দেয় সে।

একুশ বছর বয়সে সে তখন রীতিমতো সুন্দরী, বাদামী রঙের এলায়িত চুল, পিঙ্গল চোখ, আর খাটি ইউরোপীয়দের মতো গায়ের সোনালী রঙ যেন ঝলসে উঠছিল। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর BOAC-র এক নম্বর লাইনে কাজ দেওয়া হয় তাকে, লণ্ডন থেকে ভারত। বলাবাহুল্য সুসান অনর্গল হিন্দি বলতে পারার দরুনই তাকে এই রুটে কাজ দেওয়া হয়। সেই সময় এই রুটটা ছিলো অত্যন্ত দীর্ঘ,—লণ্ডন-রোম- কায়রো-বসরা-বাহরিন-করাচি এবং বোম্বে। তারপর সেখান থেকে দিল্লী, কলকাতা, কলম্বো, রেঙ্গুন, ব্যাঙ্কক এবং সব শেষে সিঙ্গাপুর, হংকং ও টোকিও। অবশ্যই একজন ক্রু সারাটা পথ পাড়ি দিতে পারে না, তাই ইরাকের দক্ষিণে বসরায় ক্রু বদল হতো।

১৯৫১ সালে এই বসরাতেই পোর্ট ক্লাবে ড্রিঙ্ক করতে গিয়ে ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানির এক লাজুক তরুণ অ্যাকাউন্টেন্ট-এর সঙ্গে মিলিত হয় সুসান। সেই পেট্রোলিয়াম কোম্পানির মালিক ছিলো ব্রিটিশ। তরুণটির নাম ছিলো নিগেল মার্টিন।

বাগদাদের হাইফা স্ট্রীটে সেন্ট জর্জ ক্যাথেড্রাল চার্চে ১৯৫২ সালে বিয়ে হয় তাদের।

সেই সময়ে বসবাস করার পক্ষে বাগদাদ জায়গাটা বেশ ভালই ছিলো। জীবন শ্লথ হলেও বেশ সহজতর ছিলো। বালক-রাজা ফয়জল তখন সিংহাসনে, আর নুরি-অস-সৈয়দ তখন ব্রিটিশ প্রভাবে দেশ শাসন করছিল। তখন সারা আরব দুনিয়া ব্রিটিশ প্রভাবিত বলা যায়।

ইতিমধ্যে মার্টিন দম্পতি ১৯৫৩ ও ১৯৫৫ সালে যথাক্রমে দু'টি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়, তাদের নাম হলো মাইকেল ও টেরি। মাইকেলের মুখের আদল ছিলো মিস ইন্দিরা ভোস-এর মতোন, কালো চুল, গভীর চোখ, গায়ের রঙ তামাটে, ব্রিটিশ ধাঁচে না হয়ে তাকে বরং আরবদের মতোই দেখতে হয়েছিল। আর দু'বছর পরে টেরি তার বাবার আদল নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

* * *

ভোর তিনটে নাগাদ এক আর্দালির ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যায় মেজর মার্টিনের।

'সৈয়দ, আপনার জন্যে একটা খবর আছে।'

খবরটা অতি সাধারণ হলেও জরুরী। স্পেশাল ফোর্স-এর ডাইরেক্টরের ব্যাক্তিগত বার্তা। উত্তরের প্রয়োজন ছিলো না। প্রথম ফ্লাইটেই তাকে লণ্ডনে ফিরে যাওয়ার জন্যে আদেশ করা হয়েছে সেই বার্তায়।

SAS-এর ক্যাপ্টেনকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে সাধারণ নাগরিকের পোশাকে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে দ্রুত ছুটে চললো সে। লণ্ডনগামী প্লেন ছাড়ার কথা ছিলো দুটো পঞ্চান্ন মিনিটে, তবে নব্বই মিনিট লেট থাকার দরুন সেই প্লেনের একজন যাত্রী হতে পারলো মেজর মার্টিন।

ঘন্টা দুই পরে ভোর হয়ে আসে গাল্‌ফ-এ। আর তখন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ বিমান উত্তর-পশ্চিমের দিকে ছুটে চলেছে। ঠিক সকাল দশটার একটু আগে হীথরো বিমানবন্দরের মাটি স্পর্শ করলো সেই বিমানটি। মার্টিনের হাতে কোনো ব্যাগেজ না থাকার দরুন সেই প্রথম কাস্টমস হল পেরিয়ে বিমান বন্দরের বাইবে এসে দাঁড়ালো। সে জানতো, তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বিমানবন্দরে কেউ আসবে না।

তখনো ভোর হয়নি ওয়াশিংটনে, কিন্তু প্রথম সূর্যের আলোর আভাষ ফুটে উঠতে দেখা গেলো দূরে প্রিন্স জর্জ কাউন্টির পর্বতমালার শিখরে। বিরাট লম্বা বিল্ডিং-এর সিক্সথ এবং টপ ফ্লোরে CIA-এর হেডকোয়ার্টার, যার সংক্ষিপ্ত নাম ল্যাংলে, সেখানে আলো জ্বলছিল তখনো।

CIA-র ডাইরেক্টর বিচারপতি উইলিয়াম ওয়েবস্টাবের চোখে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি। আর একটা বিনিদ্র রজনীর অবসান হতে যাচ্ছে। কুয়েত দখল হওয়ার পর থেকে একের পর এক ফোন আসছে প্রেসিডেন্ট, ন্যাশানাল সিকিউরিটি কাউন্সিল, স্টেট ডিপার্টমেন্ট-এব কাছ থেকে।

তার পিছনে তারই মতো ক্লান্ত [illegible] ডেপুটি ডাইরেক্টর (অপাবেশন) বিল স্টুয়ার্ট বসেছিল, মিড-ইস্ট ডিভিসনের প্রধান সে।

'অতএব, এই তাহলে অবস্থা?' এমনভাবে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলো DCI যে, এবার যেন সে উত্তরটা আরো ভালো [illegible]। কিন্তু কোনো পরিবর্তন নেই। অবস্থা সেই আগের মতোই— প্রেসিডেন্ট, NSC স্টেট সবারই একই প্রশ্ন, বাগদাদের ভেতরে এমন কোনো সিক্রেট ইনটেলিজেন্স নেই, যার কাছ থেকে হাল-হকিকত জানা যেতে পারে। আর সাদ্দাম হোসেনের অতি কাছের কাউন্সিলেব কোনো লোককে কি হাত করা যেতে পারে না, যার কাছ থেকে ঘোড়ার মুখের খবরের মতো তাজা খবব পাওয়া যেতে পাবে, তিনি কি কুয়েতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে যাচ্ছেন? তিনি কি UN-এর সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কববেন? তিনি কি তেলের খনিগুলি অবরোধ করে ট্রেড ব্লক করাব মতলব করছেন? আসলে তিনি কি ভাবছেন? কি তাঁব প্ল্যান? জাহান্নামে যাক এ সব কথা! এখন তিনি কোথায়? এটাই জরুরী প্রশ্ন এখন।

না, এসব প্রশ্নের কোনো উত্তরই জানা নেই এজেন্সির। ওই যে ওই বাস্টার্ড রহমানি, ইরাক কাউন্টার-ইনটেলিজেন্স-এর প্রধান, তার কাছ থেকে যে সব খবর এখনো পর্যন্ত CIA-ব হেডকোয়ার্টাবে পৌচেছে, সবই ভূয়ো, যে খবরে সত্যের চিহ্ন মাত্র কিছু নেই।

অবশ্য স্যাটেলাইট KH-11 ও KH-12 মারফত প্রচুর ছবি এসেছে—কুয়েতে ইরাকি সেনাবাহিনীর গতিবিধর প্রচুর ছবি ছাড়াও ইরাকের আভ্যন্তরীণ অবস্থার একটা চিত্র পাওয়া গেছে সেই সব ছবিগুলি থেকে। এখন বিশ্লেষণকারীরা চব্বিশ ঘন্টা ধরে সেই সব ছবিগুলির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দেখছে, কোথায় বিষাক্ত গ্যাস ফ্যাক্টরি, কোথায়ই বা আনবিক চুল্লির সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, এ সব প্রশ্নের উত্তব ছবিগুলো আদৌ দিতে পারবে কিনা, তার ঠিক নেই।

কিন্তু এদিকে হোয়াইট-হাউস এখনই উত্তর চায়। আর সেইসব উত্তর আসতে পারে কেবল গোপন খবরের সোর্স থেকে, অর্থাৎ গুপ্তচর কিংবা বিশ্বাসঘাতকের কাছ থেকে, [illegible]ভাবেই হোক খবর চাই। কিন্তু সেই খবরের সোর্স, কিংবা সাদ্দাম হোসেনের অতি কাছের লোক বর্ণিত বিশ্বাসঘাতকদের দলের কারোর সঙ্গে যোগাযোগ নেই ওয়াশিংটনের, তথা, CIA-র।

* * *

৫ই আগস্ট সকাল—SAS-এর লণ্ডন হেডকোয়ার্টারে অপেক্ষারত পাঁচজন লোক আগের রাতের বেশীর ভাগ সময় ব্যস্ত ছিলো তাদের কাজে। স্পেশাল ফোর্স-এর ডাইরেক্টর ব্রিগেডিয়ার প্রায় সারা রাত (২টা থেকে ৪টে পর্যন্ত একটু বিশ্রাম নেওয়া ছাড়া) ফোনের সামনে বসেছিল কুয়েতের শেষ পরিস্থিতির খবর জানবার জন্য।

অলডারশটে প্যারাসু[illegible] রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টারে একজন মোরটরসাইকেল আরোহী ছুটে এলো ব্রাউনিং

ব্যারাক থেকে জনৈক অফিসারের ব্যক্তিগত ফাইল সংগ্রহ করার জন্য। সেই ফাইলটা মাইক মার্টিনের জীবনের অগ্রগতির দিনপঞ্জী বলা যেতে পারে। পার্সে তার আঠারো বছরের স্কুল জীবনের একটা অধ্যায় থেকে শুরু করে উনিশ বছর বয়সে সৈনিকের পদে বহাল হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত—এই নিয়ে তার জীবন প্রবাহ। কামণ্ডিং অফিসার বাইশতম SAS কর্নেল ব্রুস ক্রেগ, আর একজন স্কট হেরেফোর্ড থেকে সারা রাত মোটর সাইকেল চালিয়ে ঠিক ভোরের একটু আগে এসে পৌঁছোয় CIA-র হেডকোয়ার্টারে, সঙ্গে তার সেই ফাইলটা।

'সুপ্রভাত ব্যাপার কি?'

পরস্পর পরস্পরকে চেনে তারা। লোভাট-এর আর এক পরিচিত হলো JP অর্থাৎ JP। মনে আছে স্কোয়াডের এই মানুষটির এমনি গোঁ যে, দশ বছর আগে লণ্ডনে ইরানীয় দূতাবাস টেররিস্টদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, আর সেই সময় তার অধীনে ক্রেগ ছিলো ট্রুপ কমাণ্ডার।

কুয়েতে একজন লোক পাঠাতে চায় সেনচুরি,' বললো সে।

'আমাদের একজন মানে মার্টিন?' কর্ণেল জিজ্ঞেস করলো।

'সেই রকমেই তো মনে হচ্ছে। আমি তাকে আবু ধাবি যেতে ডেকে পাঠিয়েছি।'

'ঠিক আছে, ওদের কথা ছাড়ুন। তা আপনি কি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে যাচ্ছেন?'

ক্রেগের অফিসারদের মধ্যে মাইক একজন, আর তারা দীর্ঘ দিন ধরে এক সাথে কাজ করেছে। তাই সে চায় না, তার নাকের ডগা দিয়ে সেনচুরি হাউস তাদের লোকদের মোচড় দিক। শ্রাগ করলো DSF।

'তা আমাকে মাথা তো ঘামাতেই হবে, যদি সে উপযুক্ত বলে মনে হয়। তারা যদি তাই মনে করে, তাহলে তারা অনেক উপরে চলে যাবে।'

দু'জন লোক এসে হাজির হলো সেনচুরিতে এবং তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সিনিয়র লোকটি হলো স্টিভ লেইং। সাইমন প্যাক্সম্যানকে সে তার সঙ্গে এনেছিল, ইরাক ডেস্ক-এর প্রধান সে। আগের দিন সন্ধ্যায় প্যাক্সম্যান ছোট ভায়ের সঙ্গে চার ঘন্টা কাটিয়ে তাদের পরিবারের অতীত ইতিহাস এবং বাগদাদ ও হেইলিবারিতে তাদের গতিবিধির সব খবরই সে জেনে নিয়েছে।

মাইক মার্টিনের প্রথম ফাইলটার উপর চোখ বুলিয়ে সেটা এরকমইই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাগত স্বরেই বলে উঠলো প্যাক্সম্যান, 'ওরা পাগল, ওরা সবাই ভয়ঙ্কর পাগল।'

ঘোঁতঘোঁত কের উঠলো লেইং। দ্বিতীয় ফাইলে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে ছিলো সে। এই ফাইলে আরবে মার্টিনের অভিজ্ঞতার বিবরণ দেওয়া আছে, আর এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য মনে মনে ভীষণ তাগিদ অনুভব করেছিল সে। মার্টিন তার প্রথম ট্যুরে হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত—এই নিয়ে তার জীবন প্রবাহ। কামণ্ডিং অফিসার বাইশতম SAS ক্যাপ্টেন হয় এবং ট্রুপ কমাণ্ডারের ভূমিকায় তিনটি বছর কাটায় সেখানে (১৯৭৯—৮১)। এই সময়েই পশ্চিম ঠৌফারে ওমানের সুলতানের বাহিনীর সঙ্গেও কাজ করেছিল সে। সেখানেই সে ট্রেনিং দেয় কিভাবে গাল্ফ-এর দুজনে আমিরশাহীর হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত—এই নিয়ে তার জীবন প্রবাহ। কামণ্ডিং অফিসার বাইশতম VIP পর্যায়ে নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, ট্রেনিং দেয় রিয়াদে সৌদি ন্যাশানাল গার্ডদের এবং বাহারিনের শেখ ইসার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের সামনে বক্তৃতা দেয়। হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত—এই নিয়ে তার জীবন প্রবাহ। কামণ্ডিং অফিসার বাইশতম SAS-র ফাইলে তার কাজের বিবরণ দেওয়ার পর সঙ্গীতের স্বরলিপির মতো চিহ্ন ব্যবহৃত করা হয়েছে, যা সে ছোলেবেলা থেকেই আরব সংস্কৃতির উপর গবেষণা

রেকর্ড থেকে দেখা যায় হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত—এই নিয়ে তার জীবন প্রবাহ। কামণ্ডিং অফিসার বাইশতম SAS-এর হয়ে কাজ সেরে ১৯৮১-র শীতকালে পারস-এ ফিরে আসে সে। ওমানের সর্বত্র ১৯৮২-র জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারিতে অপারেশন রকি ল্যান্ড-এ পারস অংশ গ্রহণ করেছিল। মার্চে ছুটি নেওয়ার আগে কিছু সময়ের জন্য জেবেল আকদারে ফিরে আসে সে। এপ্রিলে জরুরি তলব, সেই সময় আর্জেন্টিনা ফকল্যাণ্ড দখল করে বসে। মাইককে পাঠানো হয় ফকল্যাণ্ডে সেখানকার পরিস্থিতি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্যে।

নিঃশব্দে রাতের অন্ধকারে আর্জেন্টিনার উপরে আক্রমণ চালানো হয়। ফাইলে এক জায়গায় লেখা রয়েছে

তাদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিলো—হয় সেই অগ্নিবলয় পেরিয়ে ছুটে যাওয়া কিংবা লণ্ডনের পথ ধরা। তা তারা লণ্ডনের পথই ধরলো। তাদের সঙ্গে ছিলো তেইশজন মৃত ও চল্লিশজন আহত সৈনিক। আর সেই আহতদের মধ্যে ছিলো মাইক মার্টিন। সেখান থেকে তাকে হেলিকপ্টার যোগে হসপিটাল জাহাজ উগাণ্ডায় তুলে দেওয়া হয়। সেখান সে তার পাশের বাঙ্কে একজন আর্জেন্টিনিয় লেফটেনান্টকে দেখতে পায়। মন্টেভিডিওয় ঘোরাঘুরি করার সময় তাদের বন্ধুত্ব গাঢ়তর হয়ে ওঠে, এবং আজও তাদের মধ্যে চিঠি আদন-প্রদান হয়ে থাকে।

জাহাজ থামে উরুগুয়ের রাজধানীতে আহত অর্জেন্টিনিয়দের ও মার্টিনকে নামিয়ে দেওয়ার জন্য। সেখান থেকে আসামরিক বিমানে ব্রিজ নর্টনে যাওয়ার উপযুক্ত তাদের মধ্যে মার্টিন একজন। সেখানেই নার্স লুসিণ্ডার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়, স্বল্প প্রেম পর্বের পরে মেয়েটি তার জীবনসাথী হয়। সম্ভবত গ্ল্যামার পছন্দ করতো সে। কিন্তু এখানেই তার ভুল। বিয়ের বছর তিনেক পরে দেখা গেলো সাকুল্যে মাত্র সাড়ে চার মাস সে তার স্বামীকে কাছে পেয়েছিল। তাই সঙ্গত কারণেই মার্টিনের কাছে প্রশ্ন রাখে লুসিণ্ডা ঃ হয় তুমি তোমার ব্লাডি মরুভূমি পারসকে বেছে নাও, নয়তো আমাকে।'

১৯৮২ সালের হেমন্তে উচ্চতর পদের জন্য, মার্টিন স্টাফ কলেজে অধ্যয়ন শুরু করে দেয়। কিন্তু ১৯৮৩-র ফেব্রুয়ারির পরীক্ষায় বসার অভিনয় করে সে।

'ইচ্ছে করেই সেটা করেছিল সে', বললো প্যাক্সম্যান, তার হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত—এই নিয়ে তার জীবন প্রবাহ। কামণ্ডিং অফিসার বাইশতম CO-র নোট বলছে।

'চাইলে অবশ্যই পাস করতে পারতো সে।'

'আমি জানি,' বললো লেইং। 'আমি সেটা পড়েছি। লোকটি.........একটু অস্বাভাবিক ধরনের।'

হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত—এই নিয়ে তার জীবন প্রবাহ। কামণ্ডিং অফিসার বাইশতম SAS-এ একটা ট্যুরে অফিসাররা যোগ দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য ফিরে আসতে পারে, তবে কেবল আমন্ত্রিত হয়ে। ১৯৮৭'র শীতে সে একবার ইংলণ্ডে ফিরে আসে যখন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ ঘটাতে যাচ্ছে, তখনি হেরেফোর্ড থেকে আমন্ত্রণ আসে তার কাছে। ১৯৮৮-র জানুয়ারিতে স্কোয়াড্রন কামাণ্ডার হিসেবে ফিরে যায় সে নর্দান ফ্ল্যাখের (নরওয়ে) হয়ে কাজ করার জন্য। তারপর ক্রুলির হয়ে কাজ করার পর হেরেফোর্ডে ছ'মাস অভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি টিমের হয়েও কাজ করে। ১৯৯০-এর জুনে আবু ধাবিতে তাকে উপদেষ্টা হিসেবে পাঠানো হয়।

দরজায় নক্ করে সার্জেন্ট সিদ জিজ্ঞেস করে, 'ব্রিগেডিয়ার জিজ্ঞে করছেন, আপনি কি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবেন? মেজর মার্টিন এখানে আসার মুখে।'

মার্টিন ঘরে ঢুকতেই সে তার রোদে-পোড়া তামাটে রঙের মুখ চুল ও চোখের দিকে তাকালো। আর চকিতে একবার তাকে দেখে নিলো। প্যাক্সম্যান। আরবরা যেমন অনর্গল আরবি ভাষায় কথা বলে যায় সে কি পারবে সেরকম কথা বলতে?

এগিয়ে গিয়ে মার্টিনের হাতটা হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত—এই নিয়ে তার জীবন প্রবাহ। কামণ্ডিং অফিসার বাইশতম JP তার শক্ত হাতের মুঠোয় আবদ্ধ করে বলে উঠলো,' মাইক, তোমাকে ফিরে আসতে দেখে ভালোই লাগলো।'

'ধন্যবাদ স্যার।' কর্নেল ক্রেগের সঙ্গে করমর্দন করলো সে।

'এই দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে পচিরয় করিয়ে দিই,' বললো হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত—এই নিয়ে তার জীবন প্রবাহ। কামণ্ডিং অফিসার বাইশতম DSF' মিঃ লেইং আর মিঃ প্যাক্সম্যান। এঁরা দু'জনেই সে নিচুরির লোক। ওঁরা তোমাকে মনোনীত করতে চান।'

তারা পাঁচজন আলোচনায় বসলো অতঃপর। প্রথমে লেইংই কথা বলতে শুরু করলো, আর তার সেই আলোচনার বিষয়বস্তু হলো ঃ রাজনৈতিক পশ্চাৎপট, সাদ্দাম হোসেন তাড়াতাড়ি কুয়েত ছেড়ে যাবেন কিনা, নাকি নিজে থেকে অদৌ তিনি যাবেন না, মানে তাকে কি বিতাড়িত করতে হবে? কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষণ হলো, প্রথমে কুয়েত থেকে মূল্যবান সম্পদ তুলে নেবে ইরাক, তারপর বিশেষ সুবিধে চাইবে যা স্বভাবতই

মেনে নিতে পারবে না ইউনাইটেড নেশন।

ওদিকে ব্রিটেন জানতে চায়, কুয়েতের অভ্যন্তরে কি ঘটেছে, তারা আরো জানতে চায়, সেখানে ব্রিটিশ নাগরিকদের কি অবস্থা, আর কুয়েতে বাহিনীরাই বা সাদ্দাম হোসেনের আগ্রাসী সেনাবাহিনীর সঙ্গে কি ভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

নীরবে সব শুনে যাচ্ছিল মার্টিন, মাঝে মাঝে কতকগুলো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা ছাড়া বাকি সময়ে মাথা নেড়ে সায় দেওয়া বাদে তার যেন আর কিছু করার ছিলো না। ঠিক বারোটার পরে লেইং তার বক্তব্য শেষ করলো।

'এই হলো ব্যাপার মেজর। এখনি উত্তর আমি চাই না, তবে একথাও বলে রাখি, এক্ষেত্রে সময়টা খুবই মূল্যবান।'

'আমার সহকর্মী ও আমি যদি একটু আলাদা ভাবে কথা বলি তাতে কিছু মনে করবেন না তো আপনারা?' জিজ্ঞেস করলো হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত—এই নিয়ে তার জীবন প্রবাহ। কামণ্ডিং অফিসার বাইশতম JP।

'অবশ্যই নয়। দেখুন, সাইমন আর আমি পরে না হয় আবার অফিসে ফিরে আসবো। সম্ভব হলে আজ অপরাহ্নের মধ্যে আপনি আমাকে জানাবেন।'

ঠিক আছে। মাথা নাড়ালো হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত—এই নিয়ে তার জীবন প্রবাহ। কামণ্ডিং অফিসার বাইশতম JP ।

ওরা চলে গেলে মার্টিনের দিকে ফিরে এবার হওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত—এই নিয়ে তার জীবন প্রবাহ। কামণ্ডিং অফিসার বাইশতম JP বললো, 'দেখ মাইক, তুমি বেশ ভালো করেই জানো, কিসে কি হয়। আর সেটাই ওরা চায়। আর তুমি যদি মনে করো, এটা জেদের ব্যাপার, তাহলে আমরা তোমার সাথী হতে পারি।'

'সম্পূর্ণ ভাবে,' বললো ক্রেগও। 'রেজিমেন্টে কখনো কোনো কাজ পারবো না বলে। তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। এটা তাদের ধারণা, আমাদের নয়।'

'তবে তুমি যদি ওদের সঙ্গে যেতে চাও,' বললো JP 'দরজা খোলা আছে তুমি অনায়াসে ওদের সঙ্গে যেতে পারো।'

'ঠিক আছে, কাজটা আমি নিলাম,' বললো মাইক। উঠে দাঁড়ালো কর্নেল ক্রেগ। হেরেফোর্ডে ফিরে যেতে হবে তাকে।

'মাইক, তোমার প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইলো।'

'ভালো কথা,' বললো ব্রিগেডিয়ার, 'আপনার জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করেছে সেনচুরি।' মার্টিনের হাতে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে তাকে বিদায় জানালো সে। চিরকুটে লেখা ছিলো, তার হোস্ট হলো মিঃ ওয়াফিক আল্-খৌরি।

কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আছে যারা জন্মসূত্রে আরব হলেও অনেক উচ্চ পর্যায়ে তাদের গতিবিধি খুবই পরিষ্কার। তাদেরই মধ্যে একজন হলো মিঃ আল্-খৌরি, যে কিনা অনেক আগেই ব্রিটেনে বসবাস করার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল এবং একজন ইংরাজ মহিলাকে বিয়ে করেছিল। এই ধুরন্ধর লোকটি আগে জর্ডনীয় ডিপ্লোম্যাট ছিল, এখন সে GCHQ-এর আরবিয় সার্ভিসেস-এর সিনিয়র অ্যানালিস্ট। এই মুহূর্তে মাইক মার্টিনের জন্য সেই ছোটখাটো রেস্তোরাঁয় অপেক্ষা করছে সে।

রেস্তোরাঁ ছেড়ে যাবার আগে আল্-খৌরি একটা ফোন করলো।

'না, কোনো সমস্যা নয় স্টিভ। একেবারে খাঁটি লোক। সত্যি কথা বলতে কি তার বিকল্প কোনো লোকের নাম আমি কখনো শুনিনি। জানেন, সে শুধু আরবি ভাষায় পারদর্শী নয়, আরবের নিচু তলার লোকেরা খিস্তি করে যে ভাষায় কথা বলে, সেই রকম কথাবার্তা অনর্গল সে বলে যেতে পারে অসংকোচে, মধ্যপ্রাচ্যে যে কোনো রাস্তায় সেখানকার বাসিন্দা হিসেবে অনায়াসে মিশে যেতে পারে সে।'

আধ ঘন্টা পরে সে তার গাড়ি চালিয়ে সেলটেন্হামে অভিমুখে রওনা হলো। হেডকোয়ার্টারে প্রবেশ করার আগে মাইক মার্টিনও ফোন করলো গোয়ার স্ট্রীটে।

'হ্যালো ব্রাদার, আমি কথা বলছি।' মাইককে তার পরিচয় দিতে হলো না। বাগদাদে প্রেপ স্কুল-এ পড়াশোনা করার সময় থেকেই সে তাকে ব্রাদার বলেই সম্বোধন করে থাকে। অপর প্রান্তে আঁতকে ওঠার মতো একটা অস্ফুট শব্দ ভেসে আসে দূরভাষে।

'মাইক? তুমি এখন কোথায়?'

'লণ্ডনের একটা টেলিফোন বুথে।'

'আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি গাল্‌ফ-এর কোথাও রয়েছে।'

'আজ সকালেই এখানে এসেছি, আজ রাতেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'দেখ মাইক, যেও না তুমি। আমারই দোষ। আমার মুখ বন্ধ করে রাখাই উচিত ছিলো। তার বড় ভাই-এর হাসির শব্দ ভেসে আবার দূরভাষে।

'বুঝতে পারছি না এইসব জঘন্য প্রকৃতির লোকেরা হঠাৎ আমার প্রতি এমন আগ্রহী হয়ে উঠলো কি করে। ওরা তোমাকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করেছিল, তাই তো?'

হ্যাঁ, আ মার কোনো একটা ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ মুখ ফসকে তোমার নামটা বলে ফেলি, দেখ, তোমাকে যেতে হবে না। ওদের বলে দিও আমি ভুল করেছি--'

'না, এখন আর তা বলা যায় না। অনেক দেরী হয়ে গেছে।

রাত ঠিক আটটা পঁয়তাল্লিশে নির্দিষ্ট সময়েই হীথরো বিমানবন্দব থেকে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে আকাশে উড়লো ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, সেই বিমানের একজন যাত্রী হলো মাইক মার্টিন, তবে তার ভিসা, পাসপোর্ট সবই অন্য নামে ভোর হওয়ার আগেই রিয়াদ দূতাবাসে সেনচুবিব প্রধানেব সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে সে।

১৯৯০-এর গ্রীষ্মে উনতিরিশ বছরে পা দিলো ডন ওয়াকার, অবিবাহিত, পাইলট, ফাইটার জকি, সে সবে মাত্র জানতে পেরেছে যুদ্ধে যাচ্ছে।

সেই দিনই সকালে উইং কামাণ্ডার, কর্নেল (পরবর্তীকালে জেনারেল) হল হর্নবাগ জানায়, তিন দিনের মধ্যে ৯ই আগষ্ট ট্যাকটিক্যাল এয়ার কমাণ্ডের ৩৩৬ তম 'রকেটিয়ার্স' আরেবিয়ান গাল্‌ফ-এর উদ্দেশে সমুদ্রযাত্রা করতে চলেছে। অর্ডারটা এসেছে ল্যাংলে এয়ারফোর্সে বেস, হ্যাম্পটন, ভার্জিনিয়ার TAC-র মাধ্যামে। খবরটা পাইলটদের মধ্যে দারুন উল্লাস ছড়িয়ে দিলো। সত্যি তো গব করার মতোই ! বছরের পর বছর ট্রেনিং নেওয়ার পর যদি তুমি শত্রুপক্ষের উপরে হামলাই না করলে কি লাভ হবে সেই ট্রেনিং নেওয়ার?

মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সেই ডন একজন দক্ষ পাইলট হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছে। আর সেও খুব ভালোভাসে ম্যাকডোনেল ডগলাস F-15 স্ট্রাইক ঈগল। স্মরণ থাকতে পারে যে, আমেরিকান এয়ার ফোর্স-এ এ ধরনের বিমানই সব থেকে ভালো। এখন তার বাবা টুলসায় তেল কোম্পানির কাজ থেকে অবসর নিয়ে ফিরে আসছেন। হয়তো তিনি ও মা বীচ হাউসে বেশ কিছুদিন কাটাবেন। এই বয়সে সে ভাবতেই পারে না। যদি একান্তই যুদ্ধ বাধে গাল্‌ফ থেকে সে আর ফিরে আসতে পারবে না। মাত্র আঠারো বছর বয়সেই তার মনে একটা জ্বলন্ত আকাঙ্খা ছিল—বৈমানিক হতে চায় সে

রে ওয়াকারই প্রথমে তার ছেলেকে দেখতে পায় এবং রান্নাঘর থেকে ছুটে আসে মেবল। ডনের ঠাকুরদা বসেছিল রকিং-চেয়ারে 'হাই গ্রাণ্ডপা, আমি ড '

বৃদ্ধ ঠাকুরদা চোখ তুলে মাথা নেড়ে মৃদু হাসলেন, শুধু তারপর তিনি আবার তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলেন সমুদ্রের দিকে।

'শরীরটা ওঁর ভালো নয়,' বললো রে, 'এক সময় উনি তোমাকে চিনতে পারবেন, আবার এক এক সময় পারবেন না। বসো তুমি। আর তোমার কি খবর বলো। আরে মেবল শুনছো, বড় তৃষ্ণার্ত আমরা, কিছু বিয়ার পাঠিয়ে দেবে?'

বিয়ারে চুমুক দিতে গিয়ে ডন তার অভিভাবকদের সেই খবরটা দিলো, দিন পাঁচেক-এর মধ্যে গাল্‌ফ-এ যাচ্ছে সে। খবরটা শোনা মাত্র মুখে হাত দিয়ে আঁতকে উঠলো মেবল; আর তার বাবাকে কেমন বিমর্ষ দেখালো।

'ঠিক আছে, এতো তোমার ট্রেনিং-এর ফসল,' বললো রে ওয়াকার।

বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে ডন ভাবছিল, যুদ্ধে যাওয়ার নাম শুনলে কেন বাবা-মায়েরা এতো উতলা হয়! 'ডন যুদ্ধে যাচ্ছে,' ঠাকুরদার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠলো রে। বৃদ্ধ মানুষটির চোখ দুটি এবার জীবন্ত হয়ে উঠলো। ডনের ঠাকুরদা সারাটা জীবন ধরে যুদ্ধ জাহাজে কাটিয়েছিলেন।। ১৯৪১ সালে তিনি তাঁর স্ত্রীকে চুম্বন করে বিদায় নিয়ে স্ত্রী ও সদ্যজাত মেবলকে টুলসায় তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কাছে রেখে যান।

বৃদ্ধ তাকে তার কাছে হাত নেড়ে ডাকলেন। ডন উঠে গিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। 'জাপানীদের দিকে লক্ষ্য রেখো,' ফিস্‌ ফিসিয়ে বললেন বৃদ্ধ, তা না হলে ওরা তোমাকে হাড়িকিড়ি করে ছাড়বে।' বৃদ্ধের মন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর আতঙ্কের রেশ যেন এখানো কাটেনি।

বৃদ্ধের পাতলা জীর্ণ কাঁধের উপরে ডন তার বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ রেখে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'ভাববেন না ঠাকুরাদা, ওরা আমাকে কোথাও পাবে না।'

বৃদ্ধের মাথা নাড়ার ভঙ্গিমা দেখে মনে হলো সন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি। তাঁর বয়স এখন আশি। এখন তিনি তাঁর অবসর সময় কাটান আনন্দঘন স্বপ্ন দেখে। আর তার মেয়ে-জামাই তাঁর দেখাশোনা করে থাকে, কারণ অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গাই বা তাঁর কোথায়?

পরে ডন তার মা'র একান্ত সান্নিধ্যে এলে মেবল তাকে উপদেশ দেয়, 'সেখানে গেলে তোমাকে খুব সাবধানী হতে হবে। এই লোকগুলো ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। দেখ, লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখ।

'মা'র হাত থেকে একটা ফটো নিয়ে ভালো করে দেখে ডন। দু'টি বালিয়াড়ির মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একজন বেদুইন—পিছনে ধূ ধূ মরুভূমি। ক্যামেরার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সে, তার দু'চোখে সন্দেহ।

ডন তার মাকে প্রতিশ্রুতি দেয়, নিশ্চিন্তে থাকো, এই লোকটির প্রতি আমি অবশ্যই নজর রাখবো, কথা দিলাম তোমাকে।' একথায় তার মা সন্তুষ্ট হলো।

বিকেল পাঁচটায় তার খেয়াল হলো, এবার তার ঘাঁটিতে ফিরে যাওয়া উচিত।

গাড়িতে উঠে ডন তাকালো বাড়ির দিকে। আর তখনি তার চোখে পড়লো, বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে তার ঠাকুরদা মাটির উপরে ভর দিয়ে। হাত নেড়ে তিনি তাঁকে বিদায় জানালো। ডনও হাত তুলে বিদায় জানালো তাকে। তারপর এ্যাক্সিলেটারে চাপ দিতেই ইঞ্জিন গর্জে উঠে চলতে শুরু করলো। এরপর সে তার ঠাকুরদাকে আর কখনো দেখতে পায় নি। সেই বছরের অক্টোবরে শেষ দিকে ঘুমের মধ্যেই মারা যান বৃদ্ধ।

রাত দশটায় ডন ওয়াকার যখন হ্যাটেরাসে থেকে উত্তরে গাড়ি চালিয়ে আসছিল, সে তখন স্কুল থেকে চলে আসে বৃদ্ধ জেনিফারকে শুভরাত্রি জানিয়ে। গোয়ার স্ট্রীট আর সেন্ট মার্টিন লেন দিয়ে হাঁটার সময় টেরি তাদের ছেলেবেলায় বাগদাদের জীবনের কথা ভাবছিল। পঞ্চাশ দশকে বাগদাদে ব্রিটিশদের জীবন খুবই সহজ ও সুন্দর ছিলো। ক্লাব, সুইমিংপুল ব্রিটিশদের জন্য সংরক্ষিত ছিলো। ক্লাবের লনে ফতিমা'নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়। ফতিমার সঙ্গে সেই লনে খেলা করতো সে মিস সেওয়েল-এর স্কুল থেকে মাইককে আনতে যাওয়ার আগে। তিন বছর বয়স হওয়ার আগে তাদের বাবাও আরব সংস্কৃতির দারুণ ভক্ত ছিলো। তাই তাদের বাড়িতে ইরাকি বন্ধু বান্ধবদের খুব যাতায়াত ছিলো।

তার বয়স তখন ছয়, আর তার ভায়ের বয়স আট, টেসিসিয়ায় তাদের সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে কিছু ইংরেজ ছেলের সঙ্গে অভিজাত কিছু ইরাকী ছেলেও ছিলো। আর তখনই একটি অভ্যুত্থান হয়ে গেছে ইরাকে। বালক-রাজা এবং নুরি-আস সৈয়দ খুন হয়ে গেছেন নৃশংসভাবে। রাজার জায়গায় নিও কমিউনিস্ট জেনারেল কাসেম তখন ক্ষমতায় এসে গেছেন। তবে এই দুটি ইংরেজ বালকের এই পরিবর্তন বোঝবার বয়স নয় তখন। কিন্তু তাদের অভিভাবকরা এবং ইংরেজ সমাজ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ইরাকি কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করে কাসেম তাঁর বিরোধী পার্টির সদস্যদের হত্যা করার চেষ্টা চালায় এক সময়। যারা সেই হত্যালীলা সংগঠিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, তাদের মধ্যে ডিক্টেটর ছিলো বয়সে তরুণ সাদ্দাম হোসেন।

টেরি প্রেপ স্কুলে তাকে প্রথম দিনে দেখে এক শ্রেণীর ইরাকি ছেলেরা বলে উঠলো, 'তুমি খারাপ ছেলে।' একথা শুনে কাঁদতে শুরু করে দেয় টেরি।

'আমি খারাপ ছেলে নই,' হাঁফাতে হাঁফাতে বললো টেরি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ঠিক তাই,' লম্বাটে ছেলেটা জোর দিয়ে বলে উঠলো। 'তুমি মোটা আর সাদা চামড়ার ছেলে, তোমাকে খারাপ ছেলের মতোই দেখতে।'

'আমার ভাইকে খারাপ ছেলে বলবে না,' সে তাদের সতর্ক করে দেয়।

'তোমার ভাই? ও তো তোমার মতো দেখতে নয়! বরং খারাপ ছেলের মতোই তো দেখতে সে।'

ঘুঁষি মারা আরব সংস্কৃতির পরিচয় নয়, কেবল দূর প্রাচ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় এর প্রচলন আছে, আর অছে আফ্রিকার কালো চামড়ার লোকেদের মধ্যে। বিশ্বে তারাই এখন শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা বলে সুবিদিত। এই ঘুঁষি মারার প্রচলন দেখা যায় পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, এ্যাংলো-স্যাক্সন ঐতিহ্যবাহীদের মধ্যে। মাইকের ডান হাতের দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হাতের ঘুঁষি আছড়ে পড়ে টেরিবিরোধী প্রধান ছেলেটির মুখের উপরে, ছেলেটি খুব বেশী আঘাত না পেলে পরে দেখা যায় যে, ভবিষ্যতে কেউ আর টেরিকে খারাপ ছেলে বলে সম্বোধন করেনি।

আশ্চর্য, এরপর থেকে মাইক আর ইরাকি ছেলেরা পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে যায়। সেই লম্বাটে ছেলেটির নাম ছিলো হাসান রহমানি। মাইক-এর দলের তৃতীয় সদস্য হলো আবদেল করিম বদ্রি। আর এই বদ্রির ছোটভাই ওসমান ছিলো টেরিরই বয়সী। অতএব টেরি ও ওসমান দুজনে বন্ধু হয়ে যায়। পরবর্তীকালে তাদের এই বন্ধুত্ব তাদের অভিভাবকদের বাড়িতে খুব কার্যকর হয়ে যায়, কারণ বদ্রির বাবা ছিলো একজন চিকিৎসক। তাই মার্টিনরা তাকে তাদের পারিবারিক চিকিৎসক হিসেবে পেয়ে খুশি হয়। বড় ভাই আবদেল করিম ইংরাজি কবিতার খুব ভক্ত ছিলো, এমন কি কবিতা আবৃত্তিতে ইংরেজ ছেলেদের টেক্কা দিয়ে পুরষ্কার অর্জন করে সে। আর ছোটো ভাই ওসমান অঙ্কে পারদর্শী ছিলো, তার স্বপ্ন ছিলো, বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার কিংবা আর্কিটেক্ট হবে, এবং একটা সুন্দর দেশ গড়ে তুলবে। ১৯৯০-এর সেই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় টেরি এখন অবাক হয়ে ভাবছে, কে জানে তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে।

ওরা যখন টেসিসিয়ায় অধ্যয়ন করছিল, তখন অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। চার বছর পরে সে কাসেম সেখানকার রাজাকে হত্যা করে ক্ষমতায় আসে, সেনাবাহিনী তাকেই শুধু উৎখাত নয় হত্যাও করে তাকে। এর ফলে তার কমিউনিস্ট ভক্তরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনী ও কমিউনিস্ট বিরোধীরা তাদের অপর সহযোগীদের নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়ে পুরোপুরি নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে অন্তত ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত।

ইরাকের সেই পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহাওয়ার পটভূমিকায় তেরো বছর বয়সে মাইককে তার পড়াশোনা সম্পূর্ণ করার জন্য ইংলিশ পাবলিক স্কুল হেইলিবারিতে পাঠানো হয়। ১৯৬৮ সালে টেরিকেও সেখানে পাঠানো হয়। এইভাবে ১৪ ও ৩০শে জুলাই সেখানে দু'দুটি অভ্যুত্থান দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তারা। সেনাবাহিনীদের সরিয়ে দিয়ে সাদ্দাম হোসেনের পার্টি ক্ষমতায় আসে তখন বকর-এর সভাপতিত্বে। আর সেই পার্টির ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয় সাদ্দাম হোসেন।

আর তখনই নিগেল মার্টিনের মনে সন্দেহ জাগে, একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে ইরাকে, তাই সেই মতো সে তার একটা পরিকল্পনা ছকে ফেলে। ইরাক পেট্রোল কোম্পানির চাকরি ছেড়ে ব্রিটিশ মালিকানায় বার্মা ওয়েল কোম্পানিতে যোগ দেয় সে। সেই মতো বাগদাদের আস্তানা গুটিয়ে সে যখন তার পরিবারদের হার্টফোর্ড-এর বাইরে স্থানান্তরিত করে, যেখান থেকে সে প্রতিদিন তার কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করার সুযোগ পেয়ে যায়।

রিয়াদ স্টেশনের প্রধানের সঙ্গে দু'দিন কাটালো মাইক মার্টিন। এই স্টেশনেই সেনচুরি হাউস থেকে বাড়তি দুজন লোক এসে যোগ দেয়। সাধারণত রিয়াদ স্টেশন দূতাবাসের কাজ করে থাকে।

পাশ্চাত্ত্য ও আরব জাতির সদ্য মিলন হওয়ার ফলে কুয়েতে ক্রমাগত ইরাকের দখল ও অবস্থানের বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে বিরোধিতা করে চলেছে তারা। ইতিমধ্যে তার দুজন কো-কামাণ্ডার-ইন-চীফ নিয়োগ করেছে। তারা হলো আমেরিকার জেনারেল নরম্যান স্কয়ারকফ এবং ইংলণ্ডের স্যাণ্ডহার্স্ট-এ ও স্টেটস-এ শিক্ষণপ্রাপ্ত চুয়াল্লিশ বছর বয়স্ক পেশাদার সৈনিক প্রিন্স খালেদ বিন সুলতান বিন আব্দুলজিজ, সে আবার রাজার ভাইপো ও প্রতিরক্ষা

মন্ত্রী প্রিন্স সুলতানের পুত্র। তাছাড়া ব্রিটিশ কারিগররা সেখানে অত্যাধ্যুনিক রিসিভার ও ট্রান্সমিটার স্থাপন করেছে যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য। কার্যত জায়গাটা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসেস-এর হেডকোয়ার্টারে পরিণত। সেই সঙ্গে শহরের অনতিদূরে আমেরিকানরাও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে CIA-র জন্য।

আপাতত স্টেশন প্রধান, জুলিয়ান গ্রের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে মাইক মার্টিনের। জুলিয়ানের আকর্ষণীয়া স্ত্রী মিসেস গ্রে তার হোস্টেস, এবং সে যে কে, কিংবা সৌদি আরবকে কি সে করছে, এসব ব্যাপারে প্রশ্ন করার স্বপ্ন সে কখনো দেখে না। সৌদি কর্মচারীদের সঙ্গে কখনো আরবি ভাষায় কথা বলে না মার্টিন।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় গ্রে তাকে চূড়ান্ত ভাবে তার কাজ বুঝিয়ে দেয়। রিয়াদ থেকেই কাজ করতে হবে তাকে। 'তবে কাল সকালে সৌদির বেসরকারি বিমানে উড়ে যেতে হবে তোমাকে। খাবাজিতে তোমার বিমান অবতরণ করবে। সেখানে একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করবে। এবং তোমার বিমান অবতরণ করবে। সেখানে একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করবে এবং আরো উত্তরে তোমাকে নিয়ে যাবে বাহরানে। আমার মনে হয়, সে একজন এক্স-রেজিমেন্ট। জানো, তার নাম স্পার্কি লো।

'হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি,' বললো মার্টিন।

'তোমার প্রয়োজনীয় সব কিছুই তার কাছে আছে। একজন তরুণ কুয়েতি পাইলটের সন্ধান পেয়েছে সে, হয়তো তার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে তুমি। আমেরিকান স্যাটেলাইট মাধ্যমে পাঠানো সর্বশেষ ছবি সে পাবে— ছবিগুলো সীমান্ত এলাকার আর ইরাকি সেনারা যেখানে জমায়েত হয়েছে সেখানকার। ইরাকি সেনাদের এড়ানোর জন্য এই ছবিগুলোর খুবই প্রয়োজন। এছাড়া দেখা যাক অন্য কি কি ছবি পাওয়া যায়। সবশেষে তোমাকে বলে রাখি, এই ছবিগুলো৷ সবেমাত্র লণ্ডন থেকে এসে পৌঁচেছে।' বলেই ডাইনিং টেবিলের উপরে ফটোগ্রাফগুলো বিছিয়ে দিলো সে।

'দেখা যাচ্ছে, সাদ্দাম হোসেন এখনো পর্যন্ত অধিকৃত কুয়েতে গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করেন নি; কিন্তু কোথাও হালে পানি পাচ্ছেন না তিনি। তবে ইরাকের সিক্রেট পুলিশ ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে। **AMAM**-এর স্থানীয় এজেন্ট সাবাবিই এখানে তার ছড়ি ঘোরাচ্ছে, লোকটা একেবারে বেজন্মা। তার বাগদাদের বস আমন-আল্-আমম-এর প্রধান ওমর খাতিব সম্ভবত আসছে সেখানে।

ছবিগুলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মার্টিন। রাগে-উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

'রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তার কুখ্যাতি আছে। কুয়েতের সাব্বাবির মতোই প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের খাতিব টিকরিটের লোক, সাদ্দামের আত্মীয় এবং দীর্ঘদিনের ভৃত্য সে। প্রমাণ হিসেবে সাব্বাবি হবে আমাদের কাছে তুরুপের তাস।'

* * *

আবার ফোন এলো স্টিভ লেইং-এর। বিরক্ত হয়ে বললো টেরি মার্টিন, 'আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

'কিন্তু ডঃ মার্টিন, আমার ধারণা, আমাদের কথা বলা দরকার। দেখুন, আপনি আপনার ভায়ের জন্য উদ্বিগ্ন, তাই না?'

'হ্যাঁ, খুব।'

'চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনার ভাই খুবই কঠিন চরিত্রের লোক, সে নিজেই নিজের দিকে ভালো নজর রাখতে পারবে। এখন আপনি বলুন—'

'আমার মুখ বন্ধ করে রাখা উচিত।'

'দেখুন ডক্টর, ঘটনাটা যদি আরো খারাপের দিকে গড়ায়, সেক্ষেত্রে আরো অনেকের ভাই, স্বামী, পুত্র, মামা-কাকাদের গাল্‌ফ-এ পাঠাতে হবে। এখন কথা হচ্ছে যে, কেউ যদি হতা হতের সংখ্যা কমাতে পারে, আমাদের সেটা চেষ্টা করে দেখা দরকার নয় কি?'

'ঠিক আছে। আপনি আমাকে কি করতে হবে বলুন?'

'মনে হয় আর একটা মধ্যাহ্নভোজ হলে ভালো হয়। দুজনে মুখোমুখি কথা বলা যেতে পারে। তা আপনি মন্টকাফ হোটেল চেনেন? ধরুন একটা সময়?'

'ব্যাপারটা কি জানেন ডঃ মার্টিন, হয়তো আসলে গাল্‌ফ-এ আমরা যুদ্ধের মুখোমুখি হতে পারি। অবশ্য এখনই নয়, প্রয়োজনীয় সেনাদল গঠন করতে কিছু সময় লাগবে। কিন্তু আমেরিকানরা তো পা বাড়িয়েই আছে। আর আমাদের ডাইনিং স্ট্রীটের সহৃদয়া লেডির সমর্থন যে তারা পাচ্ছেই, এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। তাদের আশা আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কুয়েত থেকে সাদ্দাম হোসেনকে বিতাড়ন করা যেতে পারে।'

'আমেরিকানদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আমাদের ফোর্স পাঠাবো জলে, স্থলে, শূণ্যে, আকাশে। এই মুহূর্তে গাল্‌ফ-এ আমাদের জাহাজ অবস্থান করছে, ফাইটার আর ফাইটার-বম্বার দক্ষিণের পথে এগিয়ে চলেছে। মিসেস থ্যাচার দৃঢ়পতিজ্ঞ এই ভেবে যে, আমাদের মধ্যে কোনো রকম গাফিলতি থাকবে না। এই মুহূর্তে আমাদের দেখতে হবে দক্ষিণ-মরুভূমির দিকে বেজন্মারা আর এক পাও যেন না এগোতে পারে আর যাতে করে তারা সৌদি-আরব দখল করতে না পারে।'

'অবশ্যই সেটা ভয়ঙ্কর ভাবে ধ্বংস করার অস্ত্র বটে!'

'সেটাই তো সমস্যা। NBC অর্থাৎ নিউক্লিয়ার ব্যাকটেরিওলজিকাল এবং কেমিকেল। বস্তুত সেনচুরি হাউসে, বেশ কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক গুরুদের আমরা সতর্ক করে দিয়ে আসছি, বিশেষ করে এই সব ব্যাপারে।'

'আপনি জানেন এ ধরনের অস্ত্র সাদ্দাম হোসেনের অনেক আছে,' মন্তব্য করলো ডঃ মার্টিন।

'এটাই পয়েন্ট। আমরা হিসেব করে দেখেছি, গত এক দশকে অস্ত্র সংগ্রহ করার ব্যাপারে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছেন সাদ্দাম। আর এই কারণেই তিনি আজ দেউলিয়া—কুয়েতের কাছে পনেরো বিলিয়ান ঋণী, আরো পনেরো বিলিয়ন ঋণী সৌদিদের কাছে, তাঁর এই সব ঋণের জন্যই ইরান-ইরাকের যুদ্ধ বাঁধাতে হয় তাঁকে। ইরানের আক্রমণ করার কারণ হলো তাদের কাছে তাঁর ঋণ মুকুবের অনুরোধ তারা রাখেনি বলে। শুধু তাই নয়, ইরান তাঁকে আরো তিরিশ বিলিয়ন ডলার ঋণে আবদ্ধ করে দেয়, এর ফলে তাঁর দেশের অর্থনীতি একেবারে ভেঙ্গে পড়ে?'

'তাই অবশেষে পশ্চিমীরা জেগে উঠেছে।'

'হ্যাঁ, অভিশাপ দিয়ে সারা বিশ্বে কোন্ কোন্ সরকার ইরাককে অস্ত্র বিক্রী করেছে, এই খবরটা সংগ্রহ করার জন্য ল্যাংলেকে বলা হয়েছে, সেই সঙ্গে এক্সপোর্ট পারমিটও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। আমরাও সেই কাজটি করছি এখন।'

'সবাই যদি সহযোগিতা করে মনে হয় খবরটা সংগ্রহ করতে বেশী সময় লাগা উচিত নয়,' বললো মার্টিন।

'না, ব্যাপারটা অতো সহজ নয়,' বললো লেইং। 'অস্ত্র সংগ্রহ করার ব্যাপারে সাদ্দাম-এর জামাতা কামিল দারুন চালাকি করেছে। সারা ইউরোপ, দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর আমেরিকায় শত শত বেনামী কোম্পানী রপ্তানি আবেদনপত্র নকল করে, রপ্তানি জিনিষ-এর বিস্তারিত বিষয় অস্ত্রের বদলে অসামরিক জিনিষ ঘোষণা করে এমন কয়েকটি দেশে এর বিস্তারিত বিষয় অস্ত্রের বদলে অসমারিক জিনিষ ঘোষণা করে এমন কয়েকটি দেশে পাঠিয়েছে, যারা বৈধ এক্সপোর্ট সার্টিফিকেটের বলে আসল গন্তব্যস্থলে অস্ত্র পাঠিয়েছে এক্ষেত্রে কোন্ কোন্ দেশ ইরাককে সেই সব অস্ত্র রপ্তানি করেছে, সেটা নির্ধারণ করা খুবই মুশকিল।'

'আমরা জানি, গ্যাস-বম্ব পেয়েছেন তিনি,' বললো মার্টিন, ' সেই বিষাক্ত গ্যাস তিনি কুরদ আর ইরানের উপরে নিক্ষেপ করেছিলেন. সে গ্যাসের কোনো ঘ্রাণ নেই, নেই কোনো চিহ্ন। মারাত্মক প্রাননাশক আর অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।'

'এরপর রয়েছে পশুরোগের জীবাণু। এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন সাদ্দাম। সম্ভবত সেটা প্লেগ রোগের জীবাণু। কিন্তু এই জীবাণু রান্নাঘরের গ্লাভস হাতে পরে ব্যবহার করা যায় না, এর জন্য চাই বিশেষ ধরনের কেমিকেল যন্ত্রপাতি। আর এগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করতে হলে সংশ্লিষ্ট দেশের কোম্পানির পক্ষে এক্সপোর্ট লাইসেন্স-এর প্রয়োজন হয়।' মন্তব্য করলো মার্টিন।

মাথা নেড়ে সায় দিলো লেইং। কেমন যেন বিমর্ষ দেখাচ্ছিলো তাকে। 'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তদন্তকারীরা দুটি সমস্যার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটি কোম্পানি একটা অন্ধকারের প্রাচীর তৈরী করে রেখেছে, বিশেষ করে জার্মানিতে, আর দ্বিতীয় সমস্যা হলো যুগল ব্যবহার। কেউ কেউ জাহাজে দুটি রাসায়ণিক কীটনাশক দ্রব্য

বলে ইরাককে চালান দিচ্ছে, যা কিনা সহজেই কৃষিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। এবার কোনো মেধাবী কেমিস্ট সেই কীটনাশকদ্রব্য বলে বর্ণিত কেমিক্যাল দুটি একত্রিত করে বিষাক্ত গ্যাস তৈরী করছে ইরাকের জন্য। কিন্তু কে সেই কেমিস্ট আমরা জানি না।'

'চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে রসায়ণ মিশ্রণের যন্ত্রপাতির মধ্যে,' বললো মার্টিন। 'এ হলো হাইটেক রসায়ণ। এসব জিনিষ আপনি সাধারন বাথটবে মেশাতে পারেন না। এখন দেখতে হবে সেই চাবিকাঠিটি কে যোগান দিয়েছে। তাই আমাকে না ডেকে আপনার তো কেমিস্ট আর ফিজিসিস্ট-এর পরামর্শ নেওয়া উচিত ছিলো। আমার ব্যক্তিগত আগ্রহের জন্যই এটা আমি ভাসা-ভাসা জেনেছি। কিন্তু আমাকে কেন?'

কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়ে লেইং ভাবছিল, খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যাপারটার মোকাবিলা করতে হবে তাকে। 'হ্যাঁ, কেমিস্ট আর ফিজিসিস্ট আমাদের আছে। আর আছে নানান ধরনের বিজ্ঞানী। তারা যে উত্তরের সন্ধান পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারপর সেই উত্তরগুলো আমরা সহজ ইংরেজিতে ভাষান্তর করার ব্যবস্থা করবো। এব্যাপারে আমরা ওয়াশিংটনের সঙ্গে একযোগে কাজ করছি। আমেরিকানরা একই কাজ করবে, আর আমরা বিশ্লেষণের সঙ্গে তাদেরটা তুলনা করে দেখবো।'

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ঘন ঘন মাথা নাড়লো টেরি মার্টিন। 'আমি আপনাকে বলছি, ইরাকিদের মধ্যে বেশ কিছু মেধাবী বিজ্ঞানী আছে। আর স্থপতি হিসেবে তারা তো অন্যদের সঙ্গে তুলনার উর্দ্ধে। তাদের ইমারত-তৈরী ইঞ্জিনিয়াররা তো পাশ্চাত্ত্যের যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে অনেক বেশী দক্ষ, অনেক বেশী পারদর্শী। ওদের সঙ্গে ইজরালিদেরও আমি যোগ করতে চাই। ওদের মধ্যে হয়তো অনেকে সোভিয়েত কিংবা পাশ্চাত্যের ট্রেনিং প্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, ওরা আমাদের ধ্যান ধারণা বেশ ভালো ভাবেই রপ্ত করেছে অন্ধের মতো—

সে থামতেই লেইং সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'দেখুন ডঃ মার্টিন, মাত্র এক বছরই সেনচুরির মধ্য-প্রাচ্য ডিভিসনের হয়ে আমি কাজ করছি, তাই হয়তো আপনার সঙ্গে খুব বেশী একমত হতে পারবো না। তবে আপনার মতো আমারও অভিমত তাই। ইরাকিরা অত্যন্ত মেধাবী। কিন্তু তাদের এমন একটি লোক শাসন করছে, যে কিনা ইতিমধ্যেই অন্য জাতি, অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদের ব্যাপক ভাবে হত্যা করেছে। তবে কি ধরে নিতে হবে, এতো অর্থ, এতো সব মেধা কি নরহত্যার জন্য? কতো খুন করবে সে? কিন্তু সাদ্দাম কি ইরাকের মানুষদের কাছে গৌরব এনে দিতে পারবেন, কিংবা তিনি শেষ পর্যন্ত তাদেরও জবাই করবেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো মার্টিন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। সাদ্দাম হোসেন তাঁর পুরনো দলকে বিকৃত করে ন্যাশনাল সোসালিজম্-এ পরিণত করতে গিয়ে একনায়কে পরিণত হয়ে গেছেন।'

'জর্জ বুশ আর মিসেস থ্যাচার উভয়েই দুটি বেশ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার জন্যে রাজী হয়েছেন। এখন আমাদের কাজ হবে সাদ্দাম-এর WMD-র সারা এলাকা তদন্ত ও বিশ্লেষণ করা। ইনভেস্টিগেটররা তাদের তদন্তের কাজের রিপোর্ট দেবে, আর আমাদের বিজ্ঞানীরা বলে দেবে তারা কি ভাবছে। কি পেয়েছেন সাদ্দাম হোসেন? কি ভাবেই বা তিনি তাঁর সমরাস্ত্র উন্নত করেছেন? আর সে কতটুকু বা? এসব খবর আমাদের কেন দরকার জানেন? নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য, অবশ্য সত্যি সত্যি যদি যুদ্ধ বাধে। গ্যাস ম্যাস্ক, স্পেস সুট, এ্যান্টিডেবাট সিরিঞ্জ, এসবের ব্যবস্থা তো করে রাখতে হবে আগে থেকে? এখনো আমরা জানি না, কি তিনি পেয়েছেন, আর আমাদেরই বা কি প্রয়োজন—'

কিন্তু আমি তো এ সবের কিছুই জানি না,' তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলো মার্টিন।

'না, কিন্তু আপনি এমন সব কিছু জানেন যা আমার জানি না, যেমন আরবদের মনোভাবও, সাদ্দামের মনোভাব। তিনি যে সব অস্ত্র পেয়েছেন, সেগুলো কি তিনি ব্যবহার করবেন? উনি কি কুয়েতিদের প্রতি আরো কঠোর হবেন, নাকি সে দেশ ছেড়ে চলে আসবেন? আরবদের ধ্যান-ধারণার কথা আমাদের দেশের লোকেরা একেবারেই অবগত নয়।

হাসলো মার্টিন। 'প্রেসিডেন্ট বুশ', বললো সে। 'আরে তাঁর চারপাশের লোকজন তাদের সংগৃহীত খবর অনুযায়ী কাজ করবে। আর সে কাজ হবে তাদের জুডিও খৃষ্টান জীবনাদর্শনের উপরে ভিত্তি করে, যার মূলমন্ত্র

গ্রেসিও-রোমন ধ্যান-ধারণায় সমর্থিত। ওদিকে সাদ্দাম তাঁর মতাদর্শে কাজ করে যাবেন।'

'একজন আরব আর একজন মুসলমানের মতো?'

'আহ! এ ব্যাপারের সঙ্গে ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নেই। তাঁর সুবিধা মতো ক্যামেরার মুখোমুখি হলে তিনি প্রার্থনা করে থাকেন। কতজন লোক মারা গেলো, এ নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না, তাঁর শুধু একটাই চিন্তা কি করে জয়ী হবেন।

'জিততে পারেন না তিনি, আমেরকিার বিরুদ্ধে তো নয়ই। আর ইরাক কেন, কেউই জিততে পারে না।'

'ভুল। ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকানদের মতোই ''জয়'' কথাটা ব্যবহার করছেন আপনি, বুশ স্কোক্রাফট আর অবশিষ্টরা এখনই এই ''জয়'' কথাটা ব্যবহার করে থাকে, আপনার বলার ধরণটাও ঠিক তাই। কিন্তু সাদ্দাম এই শব্দটা অন্য চোখে দেখে থাকেন। যদি জেড্ডা সম্মেলন একান্তই অনুষ্ঠিত হয়, আর তিনি যদি রাজা ফহদের কথায় কুয়েত ছেড়ে আসেন, তবু সেটা হবে তাঁর সম্মানজনক জয়। কুয়েত মুক্ত করার জন্য কিছু তাঁকে দিতে হবে, যা গ্রহণীয়। এতেই তাঁর জয়। কিন্তু সেটা মেনে নেবে না আমেরিকা। কিন্তু কারোর হুমকিতে তিনি যদি কুয়েত ছেড়ে আসেন, সেটাই হবে তাঁর পরাজয়। সব আরবরাই সেই পলায়ন দৃশ্যটা দেখবে। তাই তিনি কুয়েত ছেড়ে আসবেন না।'

'আর যদি আমেরকিনরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে? চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবেন তিনি,' বললো লেইং।

'তাতে কিছু এসে যায় না। তাঁর নিজস্ব বাঙ্কার আছে। তাতে তিনি জীবিত থাকুন চাই মারা যান, তিনি তো জয়ী হবেন বললো মার্টিন। 'সে যাই হোক জর্ডন অতিক্রম করলেই প্রচুর জীবনদর্শন উপলব্ধি করা যাবে সেখানে। আমি আবার জিজ্ঞেস করছি, আমার কাছ থেকে কি চান আপনি?'

'একটা কমিটি তৈরী হতে যাচ্ছে। এই সব সমরাস্ত্র আর ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার প্রশ্নে আমাদের রাজনৈতিক প্রভুদের উপদেশ দেওয়াই হবে সেই কমিটির প্রধান কাজ।'

কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, বোমারু-বিমান এ সবের মোকাবিলা করবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। সেটা কোনো সমস্যা নয়, আকাশপথ থেকেই আমরা সেগুলো ধ্বংস করে দিতে পারবো।' একটু থেমে লেইং আবার বলতে থাকে, 'আসলে দুটি কমিটি হবে, একটি ওয়াশিংটনে, আর অপরটি লণ্ডনে। ব্রিটিশরা ওদের, আর আমেরিকানরা আমাদের কমিটির কাজের পর্যবেক্ষণ করবে। বৈদেশিক অফিস আণ্ডারমাস্টন ও পোর্টন ডাউনের লোক থাকবে সেই কমিটিতে। সেনচুরির স্থান দুটি। আমার একজন সহকর্মী, ইরাক ডেস্কের সাইমন প্যাক্সম্যানকে পাঠাচ্ছি। আমি চাই আপনি তার সঙ্গে মিলিত হোন। আর আরবদের পর্যবেক্ষনের সময় যদি কিছু বাদ পড়ে যায় তো সংশোধন করে দেবেন। সেটাই হবে আপনার অবদান, আমাদের কাছে যা হবে অতি মূল্যবান।'

'আমার অবদান? না, না আমি তা মনে করি না। যাই হোক, কমিটি কবে বসছে।'

'নির্দিষ্ট সময়ে আর ঠিক জায়গায় আপনার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করবে সাইমন। আসলে সেই কমিটির নাম হচ্ছে ''মেডুসা''।

* * *

শেষ অপরাহ্নের আলো এসে পড়েছিল জনসন এয়ার ফোর্স ঘাঁটিতে, একটু পরেই অন্ধকারে ছেয়ে যাবে জায়গাটা। টারমাকের বাইরে চব্বিশটি ঈগল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আকাশে ওঠার অপেক্ষায়। সেদিন সন্ধ্যায় প্রতিটি ঈগল ছিলো চুয়াল্লিশ মিলিয়ান ডলার মূল্যের ব্ল্যাকবক্স, এ্যালুর্মিনিয়াম, ককপিটর, হাইড্রোলিক, সেই সঙ্গে ছিলো প্রেরণা জাগানোর মতো সমরাস্ত্রের নক্সা ইত্যাদি।

বেসামরিক প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলো গোল্ডসবোরো টাউনের কমিউনিটি মেয়র হল কে প্লঙ্ক। কুড়ি হাজার নাগরিক আদর করে তার একটা ছদ্মনাম দিয়েছিল 'কারপ্লঙ্ক''। তার সদা হাসিখুশি ভাব এবং কৌতুকপ্রিয়তার জন্যই তার এই ছদ্মনাম।

সেই মুহূর্তে ডন ওয়াকার তার **F100-PW-220** ফাইটার বিমানের ইঞ্জিন চালু করে দেয়। তারপর এক এক করে ৩৩৬ তম ট্যাকটিকাল ফাইটার স্কোয়াড্রনের চব্বিশটি ঈগল রানওয়ের পথ ধরে চলতে শুরু করে দিলো। তাদের ডানায় ছোট্ট একটা লাল পতাকা।

আকাশ পথে টানা পনেরো ঘন্টা কাটাতে গিয়ে ক্লান্ত আটচল্লিশজন তরুণ আমেরিকান সৌদি আরবদের দাহরানের মাটিতে অবতরন করলো। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাদের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে স্থানান্তরিত করা হলো। আর সেই জায়গাটা হলো ওমানের সুলতানিয়াতে থুমরেইতের বিমান ঘাঁটি। সেখান থেকে ৭১০ মাইল দূরে ইরাক সীমান্তের কাছাকাছি একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। বিপজ্জনক এলাকা। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাদের থাকতে হবে সেখানে। তারপর ডিসেম্বরে তারা আবার ফিরে আসবে সৌদি আরবের অভ্যন্তরে, এবং তাদের মধ্যে একজন, যদিও সে কখনো জানতেও পারবে না, যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেবে।

ভীড়ে ঠাসাঠাসি দাহরান বিমানবন্দরে। মনে হচ্ছে রিয়াদ থেকে মাইক মার্টিন এখানে এসে পৌঁছনোর পর থেকেই বেশীর ভাগ পূর্ব সমুদ্রোকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যস্ততা দেখা দিয়েছে। সৌদি আরবের ধন-সম্পত্তির প্রাণ কেন্দ্র এই তৈলক্ষেত্র। আমেরিকান ও ইউরোপীয়ানদের কাছে খুবই পরিচিত। এমন কি যে বন্দর শহর জেড্ডায় কিছুদিন আগেও এ্যাংলো-স্যাক্সানদের মুখ খুব বেশী দেখা যেতো না, কিন্তু আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে বহিরাক্রমণের ভয়ে তটস্থ দাহরান। কেউ কেউ সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে বাহরিনের উদ্দেশ্যে, সেখান থেকে আকাশ পথে তারা যে যার ঘরে ফিরে যাবে। আবার এরই মধ্যে চলেছে ইরাকের হাত থেকে কুয়েত মুক্ত করার প্রচেষ্টা।

বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে মাইক দেখলো একটা সুন্দর জীপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তার জন্য। জীপের পিছনের আসনে বসে একজন লোক শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার দিকে। আর সেই লোকটিই হলো স্পার্কি লো।

ইতিমধ্যে স্পার্কি তার জীপ চালাতে শুরু করে দিয়েছিল। মিনিট তিরিশের মধ্যে তারা দাহরান ছাড়িয়ে এবার উত্তরের দিকে যেতে থাকে। সেখানে থেকে খাফজি প্রায় ২০০ মাইল দূরে। কিন্তু জুবেল বন্দর পেরিয়ে ডান দিকে মোড় নিতেই কেমন যেন একটা ঢাক-ঢাক ভাব চোখে পড়লো তার। রাস্তাঘাট সুনশান। খাফজিতে যাওয়ার তাগিদ যেন কারোর নেই। কুয়েত সীমান্তের লোকসংখ্যা কমতে কমতে এখন যেন ভূতুড়ে শহরে পরিণতি হয়ে গেছে।

'এখনো কি উদ্বাস্তুর ঢল নেমে চলেছে?' জানতে চাইলো মার্টিন।

'কিছু কিছু' মাথা নেড়ে বললো স্পার্কি। 'আগে বন্যার স্রোতের মতো উদ্বাস্তুরা এখান দিয়ে চলে গেছে। প্রধান সড়ক দিয়ে যারা এখন আসছে, সাধারণত তারা মহিলা ও শিশু। ইরাকিরা তাদের ছেড়ে দিচ্ছে। আমিও যদি কুয়েত শাসন করতাম, তাহলে আমিও তাই করতাম।'

'আমি যাকে চেয়েছিলাম, তার খোঁজ পেয়েছো?'

'হ্যাঁ। আজ রাতে নৈশভোজের সময় এই তরুণ কুয়েতি বিমান বহরের পাইলটের সঙ্গে আলোচনা করার সময় সব বলবো। তার দাবী, কুয়েতের অভ্যন্তরের অনেক খবরই তার জানা আছে। এই ছেলেটিকে আমাদের খুব কাজে লাগবে।'

স্পর্কি লো'র ভিলা খুব একটা খারাপ নয়, সেটা একজন আমেরিকান তেল কোম্পানির একজিকিউটিভের। এই ভিলার বাসিন্দারা দাহরানে ফিরে গেছে প্রাণের ভয়ে। মার্টিন জানে, স্পার্কি লো এখানে কি করছে, আর কার হয়েই বা কাজ করছে সে। আর এটাও ঠিক যে, সেনচুরি হাউস তাকে ধরে নিয়ে এখানে পাঠিয়েছে। আর তার কাজ হবে উদ্বাস্তুদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কুয়েতের অভ্যন্তরের খবরাখবর জেনে নেওয়া।

মূলতঃ খাফজি এখন সুনশান মরুভূমি বলা যেতে পারে। ইতস্ততঃ দু'একজন সৌদি জাতীয় প্রহরী ছাড়া অন্য আর কারোর মুখ বড় একটা দেখা যায় না। তবু কয়েকজন সান্ত্বনার অতীত সৌদিকে বাজারে দেখা যায়। একজন দোকানী মার্টিনকে তার দোকান থেকে প্রয়োজনীয় পোশাক কিনতে দেখে তো ভেবেই পায় না, এখনো একজন ক্রেতা অবশিষ্ট রয়ে গেছে সেই শহরে।

আর তখনো অবশিষ্ট আছে জল ও বিদ্যুৎ। অর্থাৎ এয়ারকণ্ডিশন মেশিন এখনো চালু আছে।

কুয়েতি অফিসার বেশ সুপুরুষ, বয়স বছর ছাব্বিশ। তার দেশের প্রতি অন্যায় অবিচারের জন্য খুবই ক্রুদ্ধ সে। এবং স্বভাবতঃই পরিষ্কার দেখা যায়, বিতাড়িত রাজবংশের আল্ সাব্বাহর সমর্থক হয়ে গেছে সে। আর এখন সৌদি আরবের রাজা ফহদের অতিথি হয়ে আছে সে তৈইফ-এর এক বিলাসবহুল হোটেলে। তার আশা মতো তার হোস্ট অসামরিক পোশাকের একজন ব্রিটিশ অফিসার হলেও তৃতীয় ব্যক্তিটিকে দেখে মনে হয়, সে যেন একজন আরব, তার মুখটা টুপির আড়ালে অনেকটা ঢাকা ছিলো। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় লো।

'সত্যিই আপনি একজন ব্রিটিশ?' অবাক প্রশ্ন যুবকটির। অবশ্য পরে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, কেন তার এই ছদ্মবেশ। ক্যাপ্টেন আল্‌খালিফা তখন সায় দেয় মাথা নেড়ে। তারপর বলে ওঠে সে, 'ক্ষমা করবেন মেজর। অবশ্যই আমি এখন বুঝে গেছি ব্যাপারটা কি।'

এবার সেই তরুণ কুয়েতি অফিসারটি তার অভিজ্ঞতারর কাহিনী বলে যায়। ১লা আগস্ট তাকে বাড়ি থেকে ডেকে পাঠানো হয় এবং বলা হয়, আহমেদি বিমান ঘাঁটিতে রিপোর্ট করার জন্য। সেখানে সারা রাত ধরে সে আর তার অনুগামীরা বেতারে তাদের দেশ আক্রান্ত হওয়ার খবর শোনে, আক্রমণটা হয়েছিল উত্তর থেকে। ভোরে তার স্কাইহক ফাইটারের স্কোয়াড্রনে তেল ভরা হয়, যদিও কোনো মতেই সেগুলো আধুনিক ফাইটার বলা যায় না। তবে স্থলে আক্রমণের পক্ষে তখনো এই বোমারু বিমান কার্যকর ছিলো। ইরাকি মিগ ২৩, ২৫ কিংবা ২৯ অথবা ফরাসী মিরেজ-এর সঙ্গে তাদের বোমারু বিমানের কোনো তুলনাই হয় না। সেদিন ঠিক ভোরের একটু পরেই কুয়েত সিটির উত্তরের শহরতলি ছিলো তার প্রধান লক্ষ্য। আমি আমার রকেট ব্যবহার করে তাদের একটা ট্যাঙ্ক হস্তগত করি। আর তখনি আহমেদির কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে নির্দেশ আসে, দক্ষিণে সীমান্তর দিকে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে, সেখানে আমাদের বিমানবাহীনিকে বক্ষা করার জন্য। দাহরানে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট তেল আমার ছিলো।'

'জানেন, এখানে আমাদের ষাটটি এয়ারক্রাফট রয়েছে—স্কাইহক, মিরেজ এবং ব্রিটিশ হক ট্রেলার্সও রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে গ্যাজেলস, পুমা, সুপার-পুমা হেলিকপ্টার। এখন আমি যুদ্ধ করবো এখান থেকে, তারপর আমাদের দেশ মুক্ত হলে ফিরে যাবো। তা আক্রমণ কখন শুরু হবে বলে আপনার মনে হয়।'

মাপা হাসি হাসলো স্পার্কি লো। ছেলেটি যেন সুখের স্বর্গ দেখার জন্য একেবারে নিশ্চিত। 'এখনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে আপনাকে একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে বৈকি। তাছাড়া তার আগে কয়েকটা প্রাথমিক কাজ সেরে নিতে হবে। এখন আপনার বাবার সম্পর্কে কিছু বলুন।'

পাইলটের বাবা বিত্তমান বণিক, রাজপরিবারের বন্ধু আর ক্ষমতাশালী।

'আচ্ছা পররাজ্য আক্রমণকারী বাহিনীদের তিনি অনুগ্রহ করেন না তো?' জিজ্ঞেস করলো লো।'

সঙ্গে সঙ্গে পাগলের প্রলাপ বকার মতো বলে উঠলো আল্‌খালিফা,—'না, না কখনো নয়। স্বয়ং কুয়েতকে ইরাকিদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সব রকম সাহায্য করবেন তিনি।'

পরদিন সকালে সে আর লো জীপে চড়ে আবার দক্ষিণে যতদূর সম্ভব মনিফা পর্যন্ত এগিয়ে চললো চ্যাপলিন রোড দিয়ে, ইরাকি সীমান্তের ছায়া পরে আছে সেখানে। রাস্তাটা চ্যাপলিন বলা হয় এই কারণে যে, কারণ JAP-র অর্থ হলো ট্রান্স-আরবিয়ান পাইপলাইন, আর এই পথ দিয়ে সৌদির পশ্চিম প্রান্তে ক্রুড অয়েল নিয়ে যাওয়া হয়। পরে এই চ্যাপলিন রোডই হবে সব থেকে ব্যস্ত রাস্তা, এই পথেই ছুটে যাবে চার লাখ আমেরিকান, সত্তর হাজার ব্রিটিশ, দশ হাজার ফরাসী, দু'লাখ সৌদি ও অন্যান্য আরব সৈনিকরা ইরাকি আক্রমণ করার জন্য দক্ষিণ থেকে কুয়েত অভিযান করবে তারা তাকে মুক্ত করতে। কিন্তু সেই দিনটি দূর অস্ত।

মাইল কয়েক যাওয়ার পর জীপটা আবার উত্তরে সৌদি কুয়েতের দিকে মোড় নিয়ে ছুটতে শুরু করলো। কাছেই ছিল কুয়েত সিটি। রিয়াদে গ্রের দেওয়া আমেরিকান ফটোগুলো থেকে দেখা যায় যে, সীমান্তের উপরে সমুদ্রোপকূলের কাছেই ইরাকি সেনারা জমায়েত হয়ে আছে। মরুভূমির অভ্যন্তরে সুবিস্তীর্ন একশো মাইল জুড়ে এই হামাতিয়াত গ্রাম।

মার্টিনের ফরমাস মতো একটা ছোট্ট খামারে বাচ্চা স্ত্রী-উট রাখা ছিলো আরো উটের সঙ্গে। 'আচ্ছা বাচ্চা

উট কেন?' জীপের মধ্যে বসে থাকতে গিয়ে জানতে চাইলো লো।

'বলতে পারেন কভার স্টোরির জন্য। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, আমি তখন বলতে পারবো, মুলাইবিয়ার উটের খামারে বিক্রির জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। কারণ সেখানে এর দাম অনেক ভালো।'

জীপ থেকে নেমে আধ ঘন্টা ধরে উট বিক্রেতা বেদুইনের সঙ্গে দরদস্তুর করলো মার্টিন। তারপর এক সময়ে লো'র কাছ থেকে সংগ্রহ করা সৌদি দিনারের বাণ্ডিল থেকে দুটি উটের দাম মিটিয়ে দিলো সে।

ওদিকে জীপ থেকে মার্টিনের কথা বলা ও হাঁটা-চলা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল লো। আরেবিয়ান পেনিসুয়েলা সম্পর্কে তার ভালো জ্ঞান থাকলেও এর আগে মার্টিনের সঙ্গে কখনো কাজ করেনি সে। কিন্তু ওকে সে যতোই দেখছে ততোই যেন বিস্মিত হয়ে যাচ্ছে। সে শুধু আরবের মতোই ভান করছে না, জীপ থেকে নেমে যখন সে হাঁটছিল তখন ওকে একজন নিঁখুত বেদুইনের মতোই দেখাচ্ছিল যেন। ওর হাঁটা-চলা সব যেন একজন খাঁটি বেদুইনের মতো।

SAS-এর দুজন অফিসার উটের পিঠে ঝোলানো চটের থলের মধ্যে মাল বোঝাই করতে থাকে। কাপড়ে জড়ানো পাঁচ পাউণ্ডের চল্লিশটা সেমটেক্স-H বিস্ফোরকের প্যাকেট সেই চটের থলেতে বোঝাই করে তারা। অবশ্য সেই বিস্ফোরকের উপরে কিছু কফিও রেখে দেয় কৌতূহলী ইরাকি সৈনিকদের চোখে ধূলো দেওয়ার জন্যে। শুধু বিস্ফোরক নয়, সেই সঙ্গে ছিল সাব-মেসিন গান, গোলাবরুদ, ডিটোনেটর, টাইম-পেন্সিল, গ্রেনেড আর ছোট হলেও শক্তিশালী ট্রান্সিভার। সেগুলো উটের পিঠে বোঝাই হয়ে গেলে লো জিজ্ঞেস কররলো, 'আর কিছু লাগবে?'

'না, এই যথেষ্ট, ধন্যবাদ। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি এখনে থাকবো। তোমার আর অপেক্ষা করার দরকার নেই।'

তারপর জীপ চালিয়ে ফিরে গেলো সে। উটের পিঠে বসে মার্টিন ভাবে আগামী দিনের কথা। মরুভূমি কোনো সমস্যা হবে না তার কাছে, তবে অধিকৃত কুয়েত সিটির কর্মব্যস্ততায় সমস্যা দেখা দিতে পারে। ছদ্মবেশ সম্পর্কে তার দৃঢ় বিশ্বাস, বেদুইনদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তাদের ধর্মই হচ্ছে শুধু আসা-যাওয়া। পররাজ্য আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার কোনো ইচ্ছেই তাদের নেই, কারণ এর আগে অনেক আক্রমণকারীদের দেখেছে। যেমন দেখেছে আরাদান তুর্কী, ক্রুসেডার, নাইট-টেমপ্লার, জার্মান, ফরাসী, ব্রিটিশ, ইজিপসীয়, ইজরাইলি এবং ইরাকি। তবে এই যে তারা আজ নিজেদের অস্তিত্ব বজায়য় রেখেছে তার বড় কারণ হলো, রাজনীতি ও সামরিক ব্যাপারে মাথা ঘামায় না তারা। এক সময় সৌদি আরবদের রাজা ফাহদ ঘোষণা করেন, তাঁর সমস্ত প্রজাদের একটা করে বাড়ি থাকবে, সেই সব বাড়িতে থাকবে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, সুইমিংপুল, জল ও জলের ব্যবস্থা। এই সব বাড়ি গড়ে উঠবে, এসকল্ গ্রামে। কিছু কিছু বেদুইন মোহগ্রস্থ হয়ে এগিয়ে আসে। কিছুদিন তারা সুইমিংপুলে সাঁতার কাটে (ওয়েসিস-এর মতো দেখাচ্ছিল), কলের জল খায়, খোলামেলা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। আর তারপর সেখান থেকে চলে আসার সময় তারা রাজাকে বলে আসে, তারা আকাশ ভরা তারার নিচে ঘুমোতে ভালোবাসে। এর ফলে এসকল্ জনবসতি শূণ্য হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীকালে গাল্‌ফ-এ গণ্ডগোলের সময় আমেরিকানরা সেই সব বাড়ির দখল নেয়।

সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো মার্টিন। রুকাইফা পুলিশ পোস্টের উত্তর পশ্চিম পর্যন্ত তার যাত্রাপথ বেশ ভালোই হলো। রাতের ঠিক একটু আগে সীমান্ত পেরিয়ে এলো সে। ডানদিকে কুয়েতের ম্যানগীশ অয়েলফিল্ডের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাচ্ছিল। সম্ভবত ইরাকি প্যাটরল ঢুকে পড়েছে সেখানে। তবে তার সামনের মরুভূমি শুধুই ধূ ধূ করছিল, জনমানব শূণ্য। মানচিত্রে দেখা যাচ্ছিল, সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে সুলাইবিয়ার উটের খামার, কুয়েত্ত সিটির শহরতলি এলাকা। আর সেখানেই সে তার উট দুটোকে ছেড়ে যেতে চায়। তাবে তার আগে মরুভূমির কোনো এক জায়গায় সে তার অস্ত্র-শস্ত্রগুলো পুঁতে রেখে চিহ্নিত করে যাবে।

* * *

ঠিক হয়েছিল হোয়াইট হলে ক্যাবিনেট অফিসের নিচে মেদুসা কমিটির মিটিং বসবে। এর প্রধান কারণ হলো জায়গাটা নিরাপরাদ, এবং সেখানকার কোনো খবর কাক-পক্ষিও শুনতে পারে না।

স্যার পল স্প্রুস, মার্জিত ভদ্র ও একজন অভিজ্ঞ আমলা। তাঁর পদমর্যাদা ক্যাবিনেটের সহকারী স্থায়ী সেক্রেটারির সমমূল্য। আর তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিজের পরিচয় দিয়ে অন্যদের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দেন তিনি।

CIA-র লোক এবং চোখ পিট্‌পিট্‌ করে তাকালো সাইমন প্যাক্সম্যানের দিকে। একবার জয়েন্ট ইনটেলিজেন্স কমিটির মিটিং-এ তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল সে। সিনক্রেয়ারের কাজ হচ্ছে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকদের যে সব বক্তৃতা আকর্ষণীয় বলে মনে হবে, সেগুলো নোট করে নিয়ে ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেওয়া। পরে এই সব তথ্যগুলো পর্যালোচনা করে দেখা হবে ইরাকের শক্তি কতখানি, আর আমেরিকা ও ইউরোপের কাছে ইরাক ঠিক কতখানি বিপজ্জনক। সেই সঙ্গে ইরাকের নিউক্লিয়ার রিসার্চ-এর সুযোগ-সুবিধার ফটো সংগ্রহ করতে পারলে বিশেষ সুবিধে হবে এই কমিটির।

পোর্টন ডাউন থেকেও দুজন বৈজ্ঞানিক এসেছিল সেখানে। একজন কেমিস্ট, অপরজন ব্যাকটিরিওলজিতে বিশেষজ্ঞ।

'ভদ্রমহোদয়গণ', স্যার পল চারজন বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশ্য বলতে শুরু করলো, 'একাজের মূল দায়িত্ব হলো আপনাদের। আর অবশিষ্ট আমরা যেখানে যেমন সম্ভব আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবো।' এ পর্যন্ত বিদেশে আমাদের দূতাবাসের কর্মচারী, ট্রেড মিশনের কাছ থেকে যে সব খবর আমরা পেয়েছি, তার থেকে দেখা যাচ্ছে, গত এক দশক ধরে ইরাকিরা তাদের দেশের উন্নতিকল্পে বিদেশী জিনিষ আমদানি করার নামে আসলে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করার জন্য মাল-মশলা কিনেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তেকে। এখন আপনাদের দেখতে হবে ইরাকিদের তৈরী এই সব অস্ত্রশস্ত্র আমাদের পক্ষে ঠিক কতখানি ক্ষতিকারক। আমার বিশ্বাস, আমাদের আমেরিকান সহকর্মীরাও এই কাজে তৎপর।'

এরপর স্যার পল তার দুটি ফাইলের মধ্যে একটি পোর্টন ডাউনের লোকদের হাতে, আর অপর ফাইলটি অলডারমাস্টনের লোকদের হাতে তুলে দিলো। তার মতো CIA-র এজেন্টরাও ওই একই কাজ করলো। স্যাল পল আরো বললো, 'আমেরিকানদের নকল না করার চেষ্টা আমরা করেছি। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ওদের কজের সঙ্গে আমাদের কাজ মিলে গেছে, তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এরপর মিঃ সিনক্রেয়ার এখন—

CIA-র প্রধান তার কথার জের টেনে বলে উঠলো, 'ভদ্রমহোদয়গণ, ব্যাপার হলো, এই সব বেজন্মাদের বিরুদ্ধে আমাদের কাজ করতে হবে।' ব্রিটিশদের মনের কথাই যেন বললো সিনক্রেয়ার একজন আমেরিকান হয়ে।

'হ্যা, যদি সেরকম দিন কখনো আসে, আমরা প্রথমে ব্রিটিশদের মতো এয়র-রেড করবো, আর আমরা দেখবো যাতে সব থেকে কম লোক নিহত হয়। আমাদের লক্ষ্য হবে তাদের SAM মিসাইল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামরিক ঘাঁটি। কিন্তু যদি দেখা যায় যে সাদ্দাম হোসেন ধ্বংসের পথে পা বাড়াচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরাও চুপ করে বসে থাকতে পারি না। জানতে হবে—কি কি জিনিষের অধিকারী তিনি? সেটা জানতে পারলে সেই মতো আমরাও গ্যাস-মুখোস, পোশাক ও রাসায়নিক প্রতিষেধক ওষুধ-এর ব্যবস্থা করতে পারি। দ্বিতীয়ঃ আমাদের জানতে হবে, সেই সব মারণাস্ত্র কোথায়ই বা তিনি রেখেছেন? অতএব ফটোগুলো পরীক্ষা করে দেখুন, তার জন্য ম্যাগিনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করুন। দেখুন, ওদের গুপ্ত রহস্য কিছু ফাঁস করতে পারেন কিনা। এই সব ফটোগুলো দেখে আপনাদের সঠিক গবেষণার রিপোর্টের উপরেই নিরীহ মানুষের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে।'

হোয়াইট হল থেকে বেরিয়ে সাইমন প্যাক্সম্যান এবং টেরি মার্টিন আগস্টের তপ্ত সূর্যালোকের নিচে পার্লামেন্ট স্কোয়ারে এসে দাঁড়ালো। উইনস্টন চার্চিলের মূর্তির পাশে একটা খালি বেঞ্চ দেখতে পেয়ে বসলো তারা।

'বাগদাদের শেষ খবর আপনি জানেন?' জিজ্ঞেস করলো প্যাক্সম্যান।

'নিশ্চয়ই!'

সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত ছাড়ার শর্ত হলো,—যদি ইজরাইল ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ছেড়ে চলে আসে, আর সিরিয়া যদি লেবানন ছেড়ে চলে আসে, তবেই তিনি কুয়েতকে মুক্ত করে দেবেন, নচেৎ নয়। যাইহোক 'ইউনাইটেড নেশন' সঙ্গে সঙ্গে তার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। ওদিকে সিকিউরিটি কাউন্সিল প্রতিনিয়ত এক একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে যাচ্ছে—ইরাকের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছেদ করতে হবে, তাদের তেল রপ্তানি বন্ধ করতে হবে, ইরাকের

সঙ্গে বিমান যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এরই মধ্যে অধিকৃত কুয়েতে সুপরিকল্পিত ভাবে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে ইরাক।'

'বেশ তো, তাহলে কেনইবা এমন সুযোগ পেয়েও দক্ষিণের পথে সৌদি অয়েলফিল্ড দিয়ে অভিযান চালাচ্ছেন না তিনি? আমেরিকার প্রস্তুতি সবে শুরু হয়েছে, আমাদেরও তাই। কিছু স্কোয়াড্রন আছে বটে, কিন্তু স্থলযুদ্ধের কোনো প্রস্তুতি নেই। শুধু আকাশ পথে যুদ্ধ করে তাঁকে বাগ আনা যাবে না। সবে মাত্র সেই আমেরিকান জেনারেলকে নিয়োগ করেছে তারা।'

'স্কোয়ারজকফ,' মার্টিন, বললো 'নরম্যান স্কোয়ারজকফ।'

'হ্যাঁ, তার ধারণা, সাদ্দাম হোসেন তাঁর অভিযান 'সম্পূর্ণ করতে দু'মাস সময় লাগাবেন। কিন্তু এখনই নতুন করে আক্রমণ নয় কেন?'

'কারণ তা করলে আরব রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করা হবে, তার সঙ্গে তাঁর কোনো বিবাদ নেই। আরব রাষ্ট্রকে তিনি চটাতে চান না। তাছাড়া সেটা হবে তাঁর সংস্কৃতিবিরোধী কাজ। তবে এ কথা ঠিক যে, তিনি আরব জগৎ শাসন করতে চান। কিন্তু তাই বলে জোরজবরদস্তি করে নয়, তাঁদের মন জয় করে।'

'কিন্তু ভুলে যাবেন না।' মনে করিয়ে দেয় প্যাক্সম্যান, 'এই সাদ্দাম হোসেনই আবার কুয়েত দখল করেছেন জোর করে।'

'সেটা একটা ভিন্ন ব্যাপার। অনায়াসেই তিনি দাবি করতে পারেন, তিনি শুধু সাম্রাজ্যবাদীদের অবিচার শুধরে দিতে চান, কারণ ঐতিহাসিক দিক থেকে কুয়েত সব সময়েই ইরাকের অংশে ছিলো, যেমন করে নেহেরু পোর্তুগীজ-গোয়া দখল করেছিলেন।'

'ওহো টেরি, তা নয়। আসলে কি জানেন, সাদ্দাম দেউলিয়া হয়ে গেছেন বলেই কুয়েত আক্রমণ করেছেন। এ খবর আমরা সবাই জানি।'

'হ্যাঁ, সেটাই আসল কারণ। কিন্তু ভেতরের কারণ, ন্যায্যত তিনি ইরাকি অংশেরই দাবি করছেন। দেখুন, এরকম ঘটনা বিশ্বের সর্বত্রই ঘটেছে, এবং ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে, যেমন, ভারত গোয়া দখল করে নিয়েছে, চায়না নিয়েছে তিব্বত, ইন্দোনেশিয়া নিয়েছে টিমর। আবার এক সময় যেমন ফকল্যাণ্ড নেওয়ার চেষ্টা করেছিল আর্জেন্টিনা। প্রতিক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি দেশই তাদের হারানো স্থান পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে।'

* * *

আহমেদ আল্-খালিফার রোলস-রয়েস আল্-খালিফার ট্রেনিং করপোরেশন লিমিটেড-এর হেডকোয়ার্টার অফিসের সামনে এসে থামলো। রোলস-রয়েস গাড়ি এখানে আনাটা বোকামো, কিন্তু কোটিপতি কুয়েতি ব্যবসায়ী ইরাকি সৈনিকদের আক্রমণের ভয়ে ভালভো গাড়ির ব্যবহার করা থেকে বিরত ছিলো। অফিসটা ছিলো শামিয়ায় আন্দালুসের শহরতলিতে, এক বিলাসবহুল বাগানবাড়িতে।

মিঃ আল্-খালিফা সাধারণতঃ সকালের দিকেই বেরিয়ে পড়েন।

'কিছু ভিক্ষা দিন, সৈয়দি, কিছু ভিক্ষা দিন। তিনদিন পেটে কোনো দানাপানি পড়ে নি।'

লোকটাকে ফুটপাথের ধারে সূর্যস্নাত অবস্থায় দেখে মনে হয় যেন আধাঘুমে আচ্ছন্ন, মধ্যপ্রাচ্যের শহরে এক দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। দূর থেকে লোকটিকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। এখন সে তারই পাশে, বেদুইনের বেশে। লোকটিকে তার দৃষ্টির আড়াল করার জন্য চালক গাড়িটা তার সামনে পার্ক করতে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আহমেদ আল্খালিফা হাত তুলে বাধা দিলো তার চালককে। মুসলিম সংস্কৃতি নিচে চর্চা করছে সে। পবিত্র কোরান থেকে তার শিক্ষা হলো, যে কোনো মানুষেরই তার সাধ্যমতো গরীব মানুষকে সাহায্য করা উচিত। সে এবার তার পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে দশ দিনারের একটা নোট লোকটার হাতে তুলে দেয়। দু'হাত পেতে সেই নোটটা নিলো বেদুইন।

'খোদা আপনার মঙ্গল করুন সৈয়িদি, খোদা আপনার মঙ্গল করুন।' তারপর লোকটা তার কথার জের টেনে একইভাবে বললো, 'আপনি অফিসে গিয়ে আমাকে ডেকে পাঠাবেন। দক্ষিণ থেকে আপনার পুত্রের বার্তা আছে আপনার জন্য।'

সওদাগর আল্-খালিফার প্রথমে মনে হয়েছিল, বুঝিবা সে ভুল শুনেছে। কিন্তু অফিসে ঢুকে সেই বেদুইনের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে ইন্টারকমের বোতাম টিপলো। তার প্রাইভেট সেক্রেটারি সাড়া দিতেই আল্-খালিফা তাকে বললো, 'দেখো সামনের রাস্তার ধারে একজন আদিবাসী বেদুইন দাঁড়িয়ে আছে, তাকে এখনই আমার কাছে নিয়ে এসো।' মেয়েটি ভাবলো, তার বসের মাথা বুঝি খারপ হয়ে গেছে! যাইহোক, তার আদেশ মতো সেই বেদুইনটিকে আল্খালিফার অফিস ঘরে ডেকে আনে। সেক্রেটারী ভাবে কে এই লোকটি, যার জন্যে এতো খাতির করে ডেকে পাঠালো আল্-খালিফা?

'আপনি বলেছেন যে, আপনি নাকি আমার ছেলেকে দেখেছেন, সত্যি দেখেছেন নাকি।'

'হ্যাঁ, মিঃ আল্-খালিফা। গত দু'দিন আগে খাফজিতে আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম।'

বুক কেঁপে উঠলো খালিফার। গত দু'সপ্তাহ তার ছেলের কোনো খবর নেই। সে শুধু জানে সেদিন তার ছেলেকে আহমেদি বিমান ঘাঁটি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর তার ভাগ্যে কি যে ঘটেছিল, তা সে জানে না। ২রা আগষ্ট এই দিনটি সব যেন কেমন ওলট-পালট করে দিয়ে গেছে। এই দিনটির সব ঘটনাই কেমন বিভ্রান্তিকর যেন।

'আপনি তখন বলছিলেন, আপনি তার বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছেন।' আল্-খালিফা হাত বাড়িয়ে দেয়, সেটা তার কাছ থেকে গ্রহণ করার জন্য। 'দয়া করে তার সেই চিঠিটা আমাকে দিন। আমি আপনাকে বেশ ভালো পুরস্কারই দেবো।'

'চিঠি নয়, সেটা আমার মগজের মধ্যে রয়েছে। কোনো কাগজ আমি সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসতে পারি না, আ[illegible] ছেলের সব বক্তব্যই আমি স্মরণ করে রেখেছি।

'খুব ভালো কথা। এখন বলুন, কি বলেছেন সে।'

মাইক মার্টিন তখন স্কাইহক পাইলটের এক পাতার চিঠিটা কেমন গড় গড় করে মুখস্ত বলার মতো বলে চললো, একটা অক্ষরও বাদ দিলো না সে।

'প্রিয় বাপজান, এই ভদ্রলোকের পোশাক ও চেহারা যাইহোক না কেন, ইনি একজন ব্রিটিশ অফিসার........'

আল্খলিফা তার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে মার্টিনের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো। সে যেন নিজের চোখ-কানকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

'ছদ্মবেশে উনি কুয়াতে এসেছেন। তা এখন তো তুমি ওঁর পরিচয় জানতে পারলে, এখন ওঁর জীবন তোমার হাতে। আমার অনুরোধ তুমি ওঁকে বিশ্বাস করো। উনি তোমার সাহায্য চান। দাহরানে সৌদি বিমান ঘাঁটিতে আমি বেশ নিরাপদেই আছি। ইরাকিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমি ওদের একটা ট্যাঙ্ক ও ট্রাক ধ্বংস করেছি। দেশ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত রয়াল সৌদি এয়ারফোর্স-এর হয়ে লড়াই করে যাবো আমি। প্রতিদিন আল্লার কাছে আমি প্রার্থনা করি আমি যেন জয়ী হয়ে ফিরতে পারি তোমার কাছে। তোমার কর্তব্যপরায়ণ পুত্র খালেদ।'

চিঠি পড়া শেষে থামলো বেদুইন। ওদিকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গদগদ হয়ে বলে উঠলো আল্-খালিফা, 'সুক্রিয়া, বহুত সুক্রিয়া। এখন আপনার কি ইচ্ছে বলুন?'

'কুয়েত দখল করে রাখার ঘটনা কয়েক ঘন্টা কিংবা কয়েকদিনের নয়। যদি না সাদ্দাম হোসেনকে বিতাড়িত করা না হয়, বেশ কয়েক মাস লেগে যেতে পারে।'

'কেন, আমেরিকানরা খুব তাড়াতাড়ি আসবে না?'

'না, তাদের সামরিক শক্তি গড়ে তোলার জন্য বেশ কেয়ক মাস সময় লাগবে। শুধু আমেরিকা নয়, তার সহযোগী ব্রিটিশ, ফ্রান্স আর অন্য সব বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলোরও। বিশ্বে সাদ্দামের সেনাবাহিনী শক্তি ও সমর্থের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে, দশ লক্ষেরও বেশী সৈন্য তাঁদের।'

'আমাদের কিছু এক-রোখা ছেলে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ইরাকি সেনারা তাদের কুকুরের মতো গুলি করে হত্যা করেছিল।'

'কিন্তু ওদের শায়েস্তা করার জন্য অন্য আরো অনেক পথ আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শ'য়ে শ'য়ে ইরাকি সৈন্য খতম করলেই অভিষ্ট লাভ হবে না, আসলে দখলীকৃত ইরাকি সৈন্যদের সব সময় চাপে রাখতে হবে,

তাদের ভয় দেখাতে হবে, কখনোই তাদের শান্তিতে, নিরুপদ্রোপে ঘুমোতে দেওয়া হবে না।'

'দেখুন ইংলিশম্যান, আপনি কি বলতে চাইছেন আমি ঠিকই বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার আশঙ্কা কি জানেন, এই সব ইরাকিরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও হিংস্রপ্রকৃতির। আপনার ভাষায় আমরা যদি তাই করি, ওরা তার প্রতিশোধ নেবেই।'

'সেটা হবে ধর্ষণের মতো, তাই না মিঃ আল্-খালিফা?'

'ধর্ষণ?'

'কোনো নারীকে যদি ধর্ষণ করতে উদ্যত হয় কেউ, সে তখন মরীয়া হয়ে জোর লড়াই চালাবে। আর সে যদি সহজেই আত্মসমর্পণ করে, তাহলে সেক্ষেত্রে মানব অধিকারের নিয়ম-বিধি লঙ্ঘন করবে সে, সম্ভবত তাকে আঘাত করা হবে, হয় তো খুনও হতে পারে সে। আর লড়াই করলেও তার অনুরূপ অবস্থাই হবে।'

'কুয়েত হলো নারী। আর ইরাক হলো ধর্ষণকারী, এ আমি ইতিমধ্যেই জেনে গেছি।'

তাহলে লড়াই করে কি লাভ?'

'কারণ আগামীকাল বলে একটা কথা আছে। আগামীকাল কুয়েত আয়নায় মুখ দেখবে। আপনার ছেলে সাহসী সেনার মুখ দেখতে পাবে।'

দাড়ি ভর্তি তামাটে রঙের ইংলিশম্যানের দিকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আল্-খালিফা অবশেষে বললো, 'সেই সঙ্গে তার আব্বাজানও। আমার দেশের লোকদের যেন রক্ষা করেন আল্লা। এখন বলুন আপনি কি চান? অর্থ?'

'সুক্রিয়া। না যথেষ্ট অর্থ আছে।' বললো মার্টিন, 'এখানে আমার কতগুলো বাড়ির প্রয়োজন। অন্তত ছ'টি।'

'ওটা কোনো সমস্যা নয়। এখানে প্রচুর পরিত্যাক্ত ভিলা খালি পড়ে আছে।'

'ঠিক আছে, আমি সেগুলো খুঁজে বার করে নেবো।' বললো, মার্টিন, 'আর হ্যাঁ, পরিচয়পত্রও দরকার। সত্যিকারের কুয়েতি পরিচয়ে। সর্বমোট-তিনটি, একজন কুয়েতি চিকিৎসকের, একজন ভারতীয় অ্যাকাউন্টেন্টের আর শহরের বাইরের একজন মালির।'

'ঠিক আছে। অন্তর্দেশীয় মন্ত্রণালয়ে আমার কয়েকজন বন্ধু আছে। আশাকরি এখনো তাদের কর্তৃত্ব আছে। তা সেই সব পরিচয়পত্রের ছবি কি হবে?'

'মালির জন্য রাস্তা থেকে একজন বৃদ্ধকে সংগ্রহ করে নেবেন। আর চিকিৎসক ও অ্যাকাউন্টেন্টের জন্য আপনার কর্মচারীদের মধ্যে থেকে কাউকে বেছে নিন, যাদের দেখতে হবে মোটামুটি আমার মতোন, আর তিনটি গাড়ি চাই। একটি হোয়াইট এস্টেট গাড়ি। একটি চার চাকার জীপ, আর একটি পুরানো পিক-আপ ট্রাক। প্রত্যেকটিতে নতুন প্লেট থাকবে।'

'খুব ভালো কথা। এ সবেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। পরিচয়পত্র, গাড়ি বাড়ির চাবি আপনি কোত্থেকে সংগ্রহ করতে চান?'

'খৃষ্টান কবরখানা থেকে।'

'ভ্রু কুঁচকে উঠলো আল্-খালিফার।' নাম আমি শুনেছি বটে, কখনো যাই নি সেখানে। কিন্তু কোথায় বলুন তো?'

'সুলাইবখত্-এ জহরা রোডে, প্রধান মুললিম কবরখানার পাশেই। ছোট্ট একটা গেটের সামনে নোটিশ ঝোলানো আছে, ঃ "খৃষ্টানদের জন্য।" বেশীরভাগ কবরের স্মৃতিফলক লেবানীজ, সিরিয়ানদের, সেই সঙ্গে কিছু ফিলিপিনীয় ও চীনাদেরও আছে। ডানদিকে একেবারে শেষ প্রান্তে একজন বণিক শেপটনের কবর দেখতে পাবেন। সেখানেই সেগুলো রেখে আসবেন। ভবিষ্যতে আমার জন্য কোনো বার্তা থাকলে রেখে আসতে পারেন সেখানে। আমার তরফ তেকে কোনো বার্তা থাকলে সেখানে রাখার ব্যবস্থা করবো।'

মাথা নেড়ে সায় দেয় আল্-খালিফা।

পাঁচদিন পরে সীম্যান শেপটনের কবরের উপর থেকে তিনটি পরিচয়পত্র গ্যারাজের ঠিকানা সহ তিনটি গাড়ির চাবি, তিন সেট ইগলিশন চাবি, এবং বাড়ির ঠিকানা সহ ছয় সেট চাবি পেলো মাইক মার্টিন।

CIA-র মধ্য প্রাচ্য ডিভিসনের প্রধান বারবার দু'দিন ধরে তেল আবিবে ছিলো, সেই সময়ে আমেরিকান দূতাবাসে তার ফোন এলো। ফোনটা ছিলো আমেরিকার স্টেশন প্রধানের। 'চিপ, সব ঠিক। ফিরে এসেচে সে শহরে। চারটের সময় মিটিং-এর ব্যবস্থা করেছি। বেন গুরিয়ন থেকে স্টেটসাইটে ফিরে যাওয়ার জন্য বিমান ধরার সময় আপনি যথেষ্ট পাবেন।'

দূতাবাসের বাইরে থেকে স্টেশন প্রধান কর্তা বলছিল সাংকেতিক ভাষায়। ভয় ছিলো তার পাছে কেউ তার ফোন ট্যাপ করে। অবশ্যই এ কাজ হবে ইজরায়েলিদের, কারণ যেভাবেই হোক ব্যাপারটা তারা জেনে গেছে। এখানে 'সে' মানে জেনারেল জ্যাক 'কবি' ড্রোর, সেনাদের প্রধান। অফিস বলতে একমাত্র দূতাবাসই। আর লোকগুলো বলতে ড্রোর-এর দু'জন ব্যক্তিগত কর্মচারী, যারা একটা বেনামা গাড়িতে চড়ে তিনটে বেজে দশ মিনিটে এলো।

হারজিলার ঠিক অভ্যন্তরেই রয়েছে একটি বিরাট অ্যাপার্টমেন্ট-কাম-হোটেল-রিসোর্ট, যার নাম 'দি কান্ট্রি ক্লাব'। এখানে ইজরাইলিরা, তবে সাধারণত বয়স্ক ইহুদিরা বিদেশ থেকে আসে। অবসর বিনোদনের জন্য। এই সব সুখী লোকেরা কদাচিত রিসোর্টের উপরে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। যদি তাকাতো তাহলে তারা জিজ্ঞেস করতো সেই রমনীয় আবাস স্থলটি কার, তাহলে তাদের বলা হতো, সেটা প্রধানমন্ত্রীর গ্রীষ্মকালীন গৃহ, ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী খুব কম লোককে সেখানে আসার অনুমতি দিতেন, তবে মোসাদ ট্রেনিং স্কুলের লোকজনদের অবাধ যাতায়াত ছিলো সেখানে।

জ্যাকব ড্রোর তার টপ-ফ্লোরের অফিসে দু'জন আমেরিকানকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। বেশ খোলামেলা শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘর। ছোটোখাটো মোটাসোটা চেহারার লোক সে, পরণে ইজরাইলি ছোটো হাতার গলাখোলা শার্ট। চেইন স্মোকার, দিনে কম করেও ষাটটি সিগারেট ছাই হয়ে যায় তার ঠোঁটে।

এই গরমে শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে এসে খুবই খুশি বারবার। ইজরাইলি স্পাই চিপ তার ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়ালো। করমর্দনের জন্য হাত প্রসারিত করে বললো সে, 'আমার পুরোনো বন্ধু চিপ, আজকাল কেমন আছো তুমি?' দীর্ঘদেহী আমেরিকান বন্ধুটিকে জড়িয়ে ধরলো সে আবেগে। আলিঙ্গন তাকে খুব খুশি করলো। সবই অভিনয়। একজন অধিকর্তা হিসেবে আগের মিশনগুলোতে প্রমাণ করেছে সে, একাধারে অত্যন্ত চতুর ও ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ব্যাক্তি সে।

মিনিট দশেক পরেই তারা ইরাকের প্রশ্নে এসে উপনীত হলো।

'চিপ, প্রথমেই আপনাকে বলে রাখি, আমার মনে হয় যে, আপনি ঠিকই করছেন।'

'সাদ্দাম হোসেন যদি কুয়েত ছেড়ে চলে না যায়,' বললো বারবার, 'তখন কুয়েতের ভেতরে আমাদের ঢুকে পড়তেই হবে। আর তখন আমরা আকাশ পথে বোমারু বিমানের শক্তি প্রদর্শন করবো। আর তাঁর মরণাস্ত্রের সন্ধান করবো। তাতে আপনারও তো আগ্রহ আছে, তাই না কোবি?'

'দেখুন চিপ, বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা ওদের লক্ষ্য করে আসছি সেই সব বিষ গ্যাস, বীজাণু আর প্লেগ বোমা কাদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে জানেন? আমাদের বিরুদ্ধে। আগেই আমরা সতর্ক করে দিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ পাত্তা দেয় নি। মনে আছে আপনার, ন'বছর আগে আমরা ওসিরাতে তাঁর নিউক্লিয়ার জেনারেটোরগুলো উড়িয়ে দিয়েছিলাম? এর ফলে আমরা দশ বছর পিছিয়ে দিয়েছিলাম তাঁকে। সেই সময় সারা বিশ্ব আমাদের অভিযুক্ত করেছিল, এমন কি আমেরিকাও—'

'দেখুন, ওঁর সমস্ত পয়জন গ্যাস প্লান্ট, ওঁর প্লেগ ল্যাবরেটারি আর এ্যাটম রিসার্চ সেন্টার ধ্বংস করে দিতে চাই আপনাদের স্বার্থে। কিন্তু আরবদের সঙ্গে আঙ্কল সাম-এর মিলনের ফলে এ কাজে আমরা বিরত থাকতাম কিন্তু, কোনো কিছুতেই পিছিয়ে থাকিনি।'

'কোবি, আমরা আরো খবর জানতে চাই। একেবারে উচ্চপর্যায়ের খবর। তাই আমি আপনাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করছি। ইরাকি ফৌজে কাজ করে আপনাদের এমন কোনো লোক জানা আছে? থাকলে আমরা তাকে ন্যায্য মূল্যই দেবো, এ ব্যাপারে নিয়ম-কানুন অবশ্যই আমাদের ভালো জানা আছে।'

'চিপ,' ধীরে ধীরে বলে উঠলো ড্রোর। 'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি বাগদাদের কাউন্সিলের ভেতরে আমাদের যদি কোনো এজেন্ট থাকে, আমি আপনাকে জানিয়ে দেবো। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। পরে জেনারেল ড্রোর তার প্রধানমন্ত্রী শামিরকে জানিয়ে দেবে, কথা বলার সময় একটা মিথ্যা কথাও সে বলেনি।

ছয়

মাইক মার্টিনই প্রথম দেখতে পায় যুবকটিকে, তা না হলে সেইদিনই তার মৃত্যু অনিবার্য ছিলো। একটা ভাঙা ঝরঝরে পিক-আপ ট্রাক চালাচ্ছিল সে। এমন একটা ভাঙ্গা ঝরঝরে ট্রাক বেছে নেওয়ার কারণ হলো ইরাকিদের কাছে সেটা তাদের ব্যবহারের পক্ষে অযোগ্য বলে মনে হতে পারে। যুবকটি হাতে ধরে রাখা রাইফেলের নলটাও তার চোখে পড়লো। তাবে ছেলেটি মুহূর্তে অদূরে পাথরকুচি স্তূপের আড়ালে গিয়ে গা ঢাকা দিলো।

পিছনের দৃশ্যপট দেখার আয়নায় চকিতে একবার তাকাতেই সজোরে ব্রেক কসে একপাশে সরে জাহরা রোডে ঘুরে দাঁড়ালো সে। পিছনে সৈনিকে ভর্তি একটা লরি ছুটে আসছিল তখন।

ওদিকে তখন কুয়েতি যুবকটি সেই লরিটিকে লক্ষ্য করে তার হাতের রাইফেল উঁচিয়ে ধরে। আর ঠিক তখনি একটা শক্ত হাত তার মুখের উপরে চেপে বসে, এবং অপর হাত দিয়ে তার হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নেয়। 'আমার মনে হয় না আজই তুমি মরতে চাও, চাও কি?' তার কানের কাছে গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে উঠলো। মুহূর্তে লরিটা তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো। ছেলেটি তখন তার নিজের কৃতকর্মের জন্য ভয়ে কাঁপছিল। এক সময়ে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চোখের উপর থেকে আগন্তুকের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠলো সে, 'কে, কে আপনি?'

'এমন একজন কেউ যে কিনা কুড়িজন ইরাকি সেনাদের মধ্যে একজনকে হত্যা করতে যাওয়ার মতো বোকামো করে না। যাইহোক, তোমার গাড়িটা কোথায়?'

'ওখানে,' হাত দেখিয়ে বললো ছেলেটি। বয়স তার খুব বেশী হলে কুড়ি হবে। সবে দাড়ি গজাতে শুরু করেছে। মাটিতে নামিয়ে রাখলো, সেলী এনফিল্ড-৩০৩। সেই গাছের নিচে এসে মোটক-স্কুটারটা তার পিক-আপ ট্রাকে তুলে নিলো বেদুইন। 'ভেতরে এসো,' বললো বেদুইন। তারপর তারা ট্রাক চালিয়ে শুওয়াইকা বন্দরের কছে এসে থামলো।

'তুমি কি করছো, ভেবে দেখেছো কখনো?' জিজ্ঞেস করলো বেদুইন।

উইণ্ডস্ক্রীনের দিকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ছেলেটি। তার চোখে জল। কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে বললো সে, 'জানেন, ওরা আমার বোনকে ধর্ষণ করেছে। 'চারজনে মিলে, যাকে বলে গণ-ধর্ষণ।'

মাথা নেড়ে বললো বেদুইন, 'এর থেকেও ভয়ঙ্কর ঘটনা আরো ঘটতে যাচ্ছে। তা তুমি কি ইরাকিদের হত্যা করতে চাও।'

'হ্যাঁ, আমি মরবার আগে যতোগুলো পারি খতম করে যেতে চাই।'

'ভাবাবেগে কিছু করলে সফল হওয়া যায় না, তাতে বেঘোরে মৃত্যুই হবে। তাই আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে তোমাকে আমার ট্রেনিং দেওয়ার দরকার।' এই বলে ইয়ারমাকের পিছন দিকের একটা রাস্তায় একটা ভিলার ঠিকানা বার কুড়ি বলার পর বেদুইন তাকে বললো, 'ঠিকানাটা মনে রেখো। আজ রাত সাতটায় সেখানে এসো।'

ঠিক সময়েই যুবকেরা হাজিরা দিলো। চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নেয় সে। না, ধারে কাছে কোথাও ইরাকি সিকিউরিটি নেই। রাস্তা পার হয়ে পিছন দিক থেকে বাড়িতে ঢুকলো সে তাদের সঙ্গে নিয়ে। আলো ঝলমলে ঘর, পর্দা তোলা। তাদের মধ্যে চারজন যুবক ও একজন যুবতী, তাদের চোখের দৃষ্টি বড় গভীর ও আবেগপূর্ণ। হলে যাওয়ার দরজার দিকে তাকিয়েছিল তারা। সে তখন রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করলে সেখানে। ঘরে ঢুকেই আলো নিভিয়ে দেওয়ার আগে যুবক-যুবতীরা চকিতে একবার দেখে নেয় তাকে।

'পর্দাটা টেনে দাও,' শান্ত ভাবে বললো সে। মেয়েটিই উদ্যোগ নিয়ে পর্দা টেনে দেয়।

ছ'টি বাড়ি সে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল। চারটি বাড়ি সে তার বসবাসের জন্য সংরক্ষিত করে রাখে, আর বাকি দুটিতে অস্ত্রশস্ত্র রাখার জন্য ব্যবহার করতো সে। জায়গাটা নির্জন ও সব সন্দেহের বাইরে ছিলো বলেই সেখানে সে তার ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করেছিল। তারা সবাই ছাত্র, একজন কেবল ব্যাঙ্কে কাজ করে। তাদের পরস্পরের আলাপিত হওয়ার ব্যবস্থা করলে সে।

'দেখ, এখন তোমাদের নতুন নামকরন করা দরকার।' তাদের পাঁচটা নতুন নাম সে দিলো। 'এসব নাম তোমরা কাউকে দেবে না—এমন কি তোমাদের বন্ধু-বান্ধব, অভিভাবক, ভাই কিংবা কাউকেও এই সব নাম জানাবে না। যখনই সেই নামগুলো ব্যবহার করবে, তখন বুঝবে যে, আমাদের কারোর না কারোর কাছ থেকে কোনো বার্তা এসেছে।'

'তা আমরা আপনাকে কি নামে ডাকবো?' যে মেয়েটি এই মাত্র 'রানা' নামে পরিচিতা হলো জিজ্ঞেস করলো সে।

'বেদুইন,' উত্তরে বললো সে। 'এতেই কাজ হবে। এবার তুমি বলো, এখানকার ঠিকানা কি যেন?'

যে যুবকটিকে সে প্রশ্ন করেছিল, একটা কাগজ বার করলো সে। তার কাছ থেকে সেটা নিয়ে মার্টিন বলে উঠলো, 'কোনো কাগজ বা চিরকূট নয়। সব কিছুই মগজের মধ্যে বোঝাই করে রাখতে হবে। জনপ্রিয় সৈনিকরা হয়তো বোকা হতে পারে, কিন্তু সিক্রেট পুলিশরা কখনোই তা নয়।' একটু থেমে সে এবার অপর তিন যুবককে জিজ্ঞেস করলো, 'তা তোমরা শহরটাকে কি করে চিনবে? কালই শহরের রাস্তার ম্যাপগুলো কিনে ফেলো। সেই ম্যাপগুলো দেখে শহরের প্রতিটি রাস্তা, স্কোয়ার, গার্ডেন, বুলেভার্ড, প্রধান প্রধান বিল্ডিং, কবরখানা, কোর্টইয়ার্ড চিনে নেবে।'

মাথা নেড়ে সায় দেয় তারা। ইরাকিরা কুয়েত দখল করার পনেরো দিনের পর থেকেই কুয়েতিরা জেগে উঠতে শুরু করলো, তারা রুখে দাঁড়াতে শিখলো।

প্রথম রাতে মূল নিরাপত্তার ব্যাপারে শিক্ষা দিল মার্টিন তাদের।

'তাহলে আক্রমণকারীদের ব্যাপারে কি হবে? কখন আমরা তাদের হত্যা করতে শুরু করবো?'

দিনের শেষে আঁধার নেমে এলে জোড়ায় জোড়ায় বেরোবে—একজন অপরজনের উপরে নজর রাখবে। ওদের গাড়ি কোথাও থামলে, ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে পেট্রোল ক্যাপ খুলে কয়েকটা চিনির ডেলা ফেলে দেবে, কারবুরেটরের মধ্যে দিয়ে পেট্রোল প্রবাহিত হওয়ার সময় ইঞ্জিনের গরমে চিনি আবার ডেলা পাকিয়ে যাবে, তাতে ইঞ্জিন দারুণভাবে খারাপ হয়ে যাবে। গাড়ি থেমে যাবে। তারপর কি করতে হবে, আশা করি তা আর মুখে বলে দিতে হবে না—'

একটু থেমে মার্টিন আবার বললো, 'আর কুয়েতে যখন ইঁদুর আছে, দোকানে ইঁদুর মারার বিষও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। রান্নাঘরে পাঁউরুটি তৈরী করার সময় এই ইঁদুর মারার বিষ মিশিয়ে দেবে। এ কাজ করার সময় হাতে রাবার গ্লাভস ব্যবহার করবে, কাজ শেষে সেগুলো নষ্ট করে ফেলবে। আর বাড়িতে তোমরা একা থাকার সময়ে কেবল এ কাজ করবে।'

অবাক চোখে ছাত্ররা তাকিয়ে রইল। তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলো, 'তা আমরা কি সেই বিষ মাখানো পাঁউরুটি ইরাকিদের দেবো।'

'না, স্কুটারে কিংবা গাড়ির ট্রাঙ্কে খোলা বাস্কেটে পাঁউরুটিগুলো নিয়ে যাবে। ওরা তোমাদের থামিয়ে রুটিগুলো লুঠ করে নিয়ে যাবে। ছ'দিনের মধ্যে আবার আমরা এখানে মিলিত হবো কেমন?'

চারদিন পরেই দেখা গেলো ইরাকি ট্রাকগুলো রাস্তায় অকেজো হয়ে পড়তে থাকলো। কি ভাবে কিংবা কারাই বা তাদের গাড়িগুলোর এমন ক্ষতি করলো, বুঝতে পারে না তারা। ওদিকে হাসপাতালে অসুস্থ সৈনিকেরা ভিড় হতে শুরু করলো। প্রথমে তারা ভাবলো দূষিত জল খেয়ে বুঝি তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কিন্তু পরে ড্যাসম্যানে আমিরি হাসপাতালে একজন অসুস্থ ইরাকির বমি পরীক্ষা করে দেখা যায়, ইঁদুর মারার বিষ খেয়ে ইরাকি সৈন্যরা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ইঁদুরের বিষ খেয়ে? কুয়েতি তরুণদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ইঁদুর মারার বিষ মেশানো

পাঁউরুটি খেয়েই তাদের এই অসুস্থ হওয়ার কথা জানা যায়। মাথা নেড়ে নিজের মনে সে বলে, ইঁদুরের বিষ!'

* * *

৩০ শে আগস্ট আবার বসলো মেদুসা কমিটির মিটিং। এদিকে পোর্টন ডাউন থেকে রোগজীবাণু তত্ত্বের চিকিৎসক জানিয়েছে, ইরাকি জীবাণু। বোমা তৈরীর পরিকল্পনা আবিস্কার করেছে সে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আজকের এই মিটিং। এই তথ্য প্রকাশ করে শ্রোতাদের চিন্তায় ফেলে দিলো ডঃ ব্রায়ান্ট।

ব্রায়ান্ট তার কথার জের টেনে বললো, 'ইরাক তার রোগজীবাণু তত্ত্বের রিসার্চ প্রোজেক্ট-এর জন্য প্যারিসের ইন্সটিটিউট মেরিযাক্স-এর সঙ্গে একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছিল। সম্ভবত সেটা জানোয়ারদের রোগ নির্ণয়ের জন্য।'

'আর পশুদের কার্বঙ্কল জাতীয় দুষ্টব্রনের জীবাণু মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহারের খবর কি?' জানতে চাইলো আমেরিকান লোকটি।

'হ্যাঁ, এটা খুবই মারাত্মক রোগ। সাধারণত জানোয়ার ও গৃহপালিত পশুদের মধ্যে এ রোগ ছড়িয়ে থাকে। 'আর এই জীবাণু নিয়ে মানুষ ঘাঁটাঘাঁটি করলে তাদের দেহেও এ রোগ সংক্রামিত হতে পারে। আপনার হয়তো মনে থাকতে পারে, গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রিনার্ড হিব্রুদের উপরে এই জীবাণু প্রয়োগ করে।'

'আঃ সেটা খুবই খারাপ। এ সব জীবাণু কোত্থেকে পেলেন সাদ্দাম?'

'এ আর এমন কি কঠিন কাজ,' বললো সিনক্লেয়ার, 'ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় কোনো প্রতিষ্ঠিত ল্যাবরেটোরিতে গিয়ে আপনি বলতে পারবেন না, ''পশুর রোগের সেই জীবাণু দিন আমাকে, আমি সেটা মানুষের দেহে প্রয়োগ করতে চাই।'' যাইহোক তৃতীয় বিশ্বের যে কোনো দেশে পশুদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ হলেই সেখান থেকে অনায়াসে তিনি এই জীবাণু কিনতে পারেন। তাবে সরকারী নথীপত্রে এর কোনো রেকর্ড থাকবে না।'

'আপনাকে বলে রাখি, পাশ্চাত্যের ভেটারনারি ইন্সটিটিউট ও কলেজগুলোতে খবর নিয়ে জানতে হবে গত দশ বছরে ইরাক থেকে ভ্রাম্যমান কোনো প্রতিনিধি এসেছিল কিনা, আর যদি এসেই থাকে, তারা তাদের দেশে এই জীবাণু গবেষণার কাজ চালানোর জন্য পরামর্শ নিয়েছিল কিনা। এসব তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে মনে হয়, ব্যাপারটা অনেক পরিষ্কার হয়ে যাবে,' বললো ব্রায়ান্ট। 'আর যদি এক্ষেত্রে কোনো খবর সংগ্রহ না করা যায়, তখন আমাদের খুঁজে দেখতে হবে কোনো ইরাকি বিজ্ঞানী ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় এসে এ ব্যাপারে গবেষণার কাজ জেনে তার দেশে ফিরে গেছে কিনা।'

'আমরা গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ ডঃ ব্রায়ান্ট আপনার এই সব মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করার জন্য,' এই বলে উঠে দাঁড়ালো স্যার পল।

দলের তিনজন বালির উপরে বসেছিল, তাদের পাশে বসেছিল বেদুইন। ভোরের আলো প্রকাশ পাচ্ছিল ক্রমশ। সেই আলোয় তাদের লক্ষ্য স্থির রাস্তার দিকে। তেমন চওড়া নয় রাস্তাটা। সেই ছোট্ট রাস্তার অর্ধেক জুড়ে একটা কাঠের তক্তা বিছানো ছিলো—

আর সেই তক্তায় পেরেক পোঁতা ছিলো এক ইঞ্চির ব্যবধানে। বেদুইন এই ভাবে বিছিয়ে রেখেছিল রাস্তায় সেটার উপরে চট জড়িয়ে রেখে। তারপর তার উপরে বালি ছড়িয়ে দেয় যাতে করে দেখে মনে হবে ঝড়ে মরুভূমির বালি এসে জমেছিল সেখানে।

অন্য দুজন ব্যাঙ্ক ক্লার্ক এবং আইনের ছাত্র পর্যবেক্ষক হিসেবে দাঁড়িয়েছিল অদূরে। ওরা দু'জন ওদের সামনে একশো গজের মতো দুটি আলাদা আলাদা বালির স্তূপ তৈরী করে রেখেছিল যাতে করে আগুয়ান গাড়ির চালক ওদের দেখতে না পারে। ওদের বলে রাখা হয়েছিল, যদি বড় কোনো ইরাকি ট্রাক আসতে দেখা যায়, তখন ওরা যেন গা ঢাকা দেয়।

ঠিক সকাল ছ'টার পরে আইনের ছাত্রটি ইঙ্গিতে জানালো মোকাবিলা করার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা থেকে সেই সব বালির স্তূপ, চট জড়ানো কাঠের তক্তাটা সরিয়ে দিলো বেদুইন। তিরিশ সেকেণ্ড

পরে ইরাকি সেনা ভর্তি দুটি ট্রাক অতিক্রম করে গেলো অক্ষত অবস্থায়। বেদুইন আবার সেই কাঠের তক্তাটা রাস্তায় ঠিক সেই জায়াগয় রেখে দিয়ে সেটার উপরে বালি ছড়িয়ে দিয়ে একটা সরলরেখা তৈরী করে দিলো তখন।

আর তখনি ওয়েলফিল্ডের পথে একটা স্টাফকার ছুটে এলো সেখানে। গাড়ির চালক ভেবেছিল খুব সহজেই সেই বালির রেখা পার হয়ে যেতে পারবে। কিন্তু অবাক চোখে দেখলো যে সেটা পেরোতে গিয়েই কাঠের তক্তায় লাগানো পেরেকে টায়ার ফুটো হয়ে গেলো। গাড়িটা একটু দূরে গিয়ে হোঁচট খাওয়ার মতো থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বেদুইন তার ছাত্রদের বললো বিড়বিড় করে, 'তোমরা এখানে থাকো,' এই বলে সে এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে ধীরে ধীরে। তার গায়ে বেদুইনের কম্বল, কম্বলের নিচে ডান হাত লুকানো। মেজরের সামনে হাজির হলো সে মুখে হাসি ফুটিয়ে।'

'গাড়িটাকে ঠেলে একটু পিছনে নিয়ে যেতে হবে। আমার অনেক ভাই আছে।'

আট ফুটের ব্যবধানে পিছিয়ে আসার পরেই বেদুইনের হাতটা তার কম্বলের নিচে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলো। SAS ফ্যাশানে গুলি করলো সে। দু'রাউণ্ড, একটু থেমে আবার দু'রাউণ্ড। আবার খানিক বিরতি........প্রথম দু'রাউণ্ড গুলি মেজরের হৃৎপিণ্ড একেবারে ঝাঁঝরা করে দেয়, দ্বিতীয়বারের দু' রাউণ্ডের গুলি গিয়ে বিদ্ধ হয় জুনিয়র লেফটেনান্টের বুকে, আর তৃতীয় রাউণ্ডের গুলিতে ভূপতিত হলো গাড়ির চালক। লুকোনো জায়গা থেকে বেদুইন তার তিনজন ছাত্রকে ডেকে পাঠালো।

'চালককে তার স্টিয়ারিং হুইলের সামনে আর মৃত অফিসার দু'জনকে পিছনের আসনে বসিয়ে দাও।' দু'জন ছেলেকে এ কাজের ভার দিলে বেদুইন। আর মেয়েটিকে নির্দেশ দিলো সে ট্রাঙ্ক থেকে পেট্রোল বার করে মৃতদেহগুলোর উপর ছিটিয়ে গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া জন্য। একটু পরেই গাড়িটা দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখা গেলো।

'চলো, এখন এখান থেকে পালানো যাক,' বেদুইন তার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললো, 'এবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে তোমাদের। তোমরা তোমাদের পড়াশোনায় ফিরে যেতে পারো, কিংবা যুদ্ধে যেতে পারো। তা তোমরা কি ঠিক করলে বলো।'

বেশ কয়েক মিনিট চিন্তা করলো তারা। রানা বলে মেয়েটিই প্রথম মুখ খুললো,'

'বেদুইন, আপনি যদি যুদ্ধ করার আদব-কায়দা শিখিয়ে দেন তবে তাহলে যুদ্ধে যাবো।' এরপর যুবকরাও বাধ্য হলো রাজি হতে।

ওদিকে ঘন্টা খানেক পরে পরবর্তী প্যাট্রোল আগুনে বিধ্বস্ত সেই স্টাফকারটা আবিষ্কার করলো। ফিনটাসের কাছে আল খাদান হাসপাতালে তিনটি মৃতদেহের অটোপসি করবার সময় ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট তার রিপোর্টে বলে, 'আমার আশাঙ্কা, গাড়িতে আগুন লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আতঙ্কে তাদের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আল্লা তাদের ক্ষমা করুন।'

বেদুইনের সঙ্গে তার ছাত্রদের তৃতীয় সাক্ষাৎকারর ঘটলো কুয়েত সিটির পশ্চিমে এবং জাহারার দক্ষিণে মরুভূমি অঞ্চলে। সে ছাত্রদের অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলো।

'এটা প্লাস্টিক বিস্ফোরক। সহজেই নাড়াচড়া করা যায়। আর এটা হলো', বেদুইন আরো বললো, 'এটা ডিটোনেটর, সঙ্গে সময় নির্দেশক একটা কাঁটা রয়েছে। আর এই বাটারফ্লাই স্ক্রুটা একটু চাপ দিলেই এ্যাসিডের বোতলটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তখন একটা তামার ডায়াফ্রম-এর মাধ্যমে এ্যাসিডটা জ্বলে উঠবে মাত্র ষাট সেকেণ্ডের মধ্যে। তারপরেই বিদ্যুতের মতো পারদের ঝলকানিতে প্রচণ্ড ভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে। এবার লক্ষ্য করো।

ছাত্ররা তাকে পলকহীন চোখে লক্ষ করে। সিগারেটের প্যাকেটের আকারে একটা সিমটেক্স-এর টুকরো হাতে নিয়ে একটা ছোট সিগারেট বাক্সের মদ্যে পুরলো সে। তারপর সেই বাক্সের ঠিক মাঝখানে ডিটোনেটারটা ঢুকিয়ে দিলো।

'এখন দেখো, তোমরা যখন বাটারফ্লাইটা এই ভাবে মোচড় দেবে, তখন তোমাদের বাক্সটার মুখ বন্ধ করে সেটার গায়ে একটা প্লাস্টিকের টুকরো দিয়ে মুড়ে ফেলতে হবে...যাতে করে বাক্সের মুখটা ভালো ভাবে মোড়া থাকে। তবে এ কাজটা তোমাদের করতে হবে একেবারে শেষ মুহূর্তে।

বালির উপরে একটা বৃত্তের ঠিক মাঝখানে একা বাক্সটা রাখল সে।

'এই বিস্ফোরণ তোমরা ঘটাতে পারো গাড়ির পিছনে, কোনো কাফে তে কাফের প্রবেশ পথে, কিংবা রাতে কোনো গাছের পিছনে,' এই ভাবে তাদের নির্দেশ দিলো সে। 'প্রথমে তোমাদের লক্ষ্য স্থির করে নেবে, অন্য কোনো সৈনিক, যে কিনা রক্ষা পেতে পারে এমন অবস্থায় অদূরে দাঁড়িয়ে আছে কিনা, ভালো করে দেখে শুনে নিশ্চিত হয় নেবে। তারপর বাটারফ্লাইটাকে মোচড় দেবে, বক্সটা বন্ধ করে দেবে, সেটা প্লাস্টিকে মুড়িয়ে সহজ ভাবে হেঁটে যাবে, বাটারফ্লাইটা মোচড় দেওয়ার মুহূর্ত থেকে পঞ্চাশ গুনবে, আর পঞ্চাশ সেকেণ্ড অতিক্রম হওয়ার পরেই যতো দূরে সম্ভব সেটা ফেলে দেবে। আর একটা কথা বলে রাখি, এ সব কাজ অন্ধকারেই করা ভালো।'

সন্ধ্যার শুরুতে প্রতিটি ছাত্রকে একটি করে ঝোলাব্যাগ দিলো সে, যার মধ্যে ছ'টি সাবানের বার-এর মতো বোমা, ছ'টি টাইম মেসিন অনায়াসে স্থাপন পেতে পারে। একজন তামাক বিক্রেতার ছেলে ছোটো ছোটো সিগারের বাক্স এবং অ্যালুমিনিয়ামের টিউব দেবার জন্য রাজী হয়ে গেলো। তারপর গাড়ি চালিয়ে শহরে ফিরে গেলো সে।

* * *

সেপ্টেম্বর নাগাদ হিলটন হোটেলে AMAN হেড কোয়ার্টারের কাছে ইরাকি সেনা এবং সামরিক সরঞ্জামের উপরে ক্রমাগত আক্রমণের খবর আসতে থাকে। এদিকে ক্রমেই হতাশ হতে হতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো কর্ণেল সাবাবি। কিন্তু তার ধারণা এরকমটি তো হওয়ার কথা ছিল না। তার কাছে খবর ছিলো, কুয়েতিরা ভীরু প্রকৃতির, কোনো ঝামেলা করবে না। অথচ কার্যত তা হলো কই! সত্যি কথা বলতে কি রুমাইথিয়া ডিস্ট্রিক্ট-এ সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের কাছ থেকে প্রচণ্ড বাধা পেয়ে ইরাকি সৈন্যরা গা-ঢাকা দিয়ে পিছু হটে যায়। সিয়া মুসলমানদের বিরোধিতা করার কারণ ছিলো, গত ইরাক-ইরাণ যুদ্ধে ইরাকি সৈন্যরা হাজারে হাজারে ইরানিদের হত্যা করেছিল। তাই হয়তো ধর্মের ভিত্তিতে রুমাইথিয়া ডিস্ট্রিক্ট-এর সিয়া মুসলমানরা ইরাকি সৈন্যদের দেহ থেকে মুণ্ডু বিচ্ছিন্ন করে মৃতদেহের পাহাড় তৈরী করতে থাকে।

আর সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলমানরা সাধারণত মসজিদে কেন্দ্রীভূত হয়, যেখানে ইরাকি সৈন্যদের কদাচিত পা ফেলতে দেখা যায়। আরো দেখা যায়, যে কুয়েতি শিক্ষিত ও বিত্তবানদের কাছ থেকে বাধা আসে সুসঙ্গ বদ্ধ ভাবে।

কুয়েতে একটা পাপেট সরকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করলেন সাদ্দাম হোসেন। তার পরিবর্তে তিনি তাঁর আধা-ভাই আলি হাসান মজিদকে সেখানকার গভর্নর-জেনারেল হিসেবে নিয়েগ করলেন।

হিলটন হোটেলে কাউন্টার ইনটেলিজেন্স-এর চীফ হাসান রহমানি ডেস্কের সামনে বসে তার প্রত্যক্ষদর্শী স্টাফের রিপোর্টটা পড়ছিল। ১৫ই সেপ্টেম্বর সে তার বাগদাদের ডিউটি ছেড়ে স্বল্প সময়ের জন্য এসেছে এখানে। সেই রিপোর্টটা পড়তে গিয়ে তার মুখটা কেমন কালো হয়ে যায়। নির্জন রাস্তায়, অসতর্ক ইরাকি প্রহরীদের উপরে, মিলিটারি গাড়ির উপরে কুয়েতিদের আক্রমণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এটাই AMAM-এর প্রধান সমস্যা। রহমানির মতে এটা হলো অবিবেচক খাতিমের অদূরদর্শিতা ও নির্দয়তার প্রতিফলন। রিপোর্ট পড়তে গিয়ে রহমানি নিজের মনকে প্রবোধ দেয় এই ভেবে যে, এই অপ্রিয় কাজের অংশীদার সে নয়। এ এক রাতের দুঃস্বপ্ন যেন। ভবিষ্যৎবাণীর মতো তার এখনো বিশ্বাস বারবার ভুল তাস ফেলে যাচ্ছেন সাদ্দাম হোসেন। তাঁর সেই সব ভুল কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ পাশ্চাত্যের অতিথিদের উপরে আঘাত হেনে তিনি তাঁর বিবাদ ডেকে এনেছেন, রাজা ফাহাদকে আলোচনার টেবিলে বসবার জন্য বাধ্য করে সৌদি আরবের তৈলক্ষেত্রগুলো হাতছাড়া করেছেন তিনি; আর তাঁর এইসব ভুলের জন্যেই আজ আমেরিকানরা এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার মধ্যে এসে হাজির হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে, কুয়েতের সব রকম আক্রমণই প্রতিহত হয়ে যাচ্ছে। এক মাস কিংবা তারও কম সময়ে মনে হয়

সৌদি আরবরা তাদের মিত্র আমেরিকানদের সঙ্গে নিয়ে উত্তর সীমান্তে এসে হাজির হয়ে যাবে।

রহমানি তার ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া রিপোর্ট-এর কথা আবার পর্যালোচনা করতে শুরু করলো। সেই রিপোর্টে এমন একটা খবর ছিলো, যা তার মনটাকে ভীষণ ভাবে বিচলিত করে তুলেছিল। হ্যাণ্ডগান এবং রাইফেল দিয়ে কিছু আক্রমণ হয় ইরাকিদের উপরে। আর কিছু বোমাও ব্যবহৃত হয়, যা কিনা TNT'র তৈরী। তবে এ সব ছাপিয়েও যে জিনিষটা তাকে সব থেকে বেশী বিচলিত করে তুলেছিল, সেটা হলো প্লাস্টিক বিস্ফোরক। কিন্তু সেমটেক্স-H ছাড়া কুয়েতিদের কোনো প্লাস্টিক বিস্ফোরক তো থাকার কথা নয়। অতএব কে সেটা ব্যবহার করছে, আর কোত্থেকেই বা তারা সেটা পেয়েছে?

এরপর আছে রেডিও রিপোর্ট, মরুভূমির প্রান্তরে ভ্রাম্যমান ট্রান্সমিটারের অস্তিত্বের খবর পাওয়া গেছে। দশ থেকে পনেরো, মিনিট কথা বলার পর আবার নীরব হয়ে যাওয়া, আর বলা হয় সব বিভিন্ন পরিচিতিতে। তারপরেই এক রহস্যময় বেদুইনের অস্তিত্বের খবর আসে। দু'জন মারাত্মক ভাবে আহত ইরাকি সৈনিকের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে, তারা একজন দীর্ঘদেহী লোককে মরুভূমি ও হাইওয়ের কাছে ঘোরা ফেরা করতে দেখেছে, আর তার সঙ্গে ছিলো বেশ কয়েকজন কুয়েতি তরুণ।

এ ব্যাপারে হাসান রহমানি যত বেশী চিন্তা করতে থাকে, তার মনে ততই একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মায়, তাদের দখলীকৃত কুয়েতে কোনো এক বিদেশী গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। প্লাস্টিক বিস্ফোরক ও গোপন ট্রান্সমিটার সহ কোনো সত্যিকারের বেদুইনের অস্তিত্বের কথা তার জানা নেই। আর যদিই বা তা হয়, তাহলে ধরে নিতে হয় যে, বিদেশে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে এসেছে সে, আর সঙ্গে এনেছে সেই সব প্লাস্টিক বিস্ফোরক ও গোপন ট্রান্সমিটার। আবার এই খবরের উপরে ভিত্তি করে কুয়েত সিটি কিংবা মরুভূমিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণরত প্রতিটি বেদুইনকে গ্রেপ্তার করেও কোনো লাভ হবে না, সেটা AMAM-এর পথ। তাই রহমানির কাছে এই সমস্যার সমাধানের তিনটি পথ খোলা ছিল। সেই লোকটিকে আক্রমণের সময় তাকে গ্রেপ্তার করা, কিন্তু মনে হয় সেই সুযোগটা কখনো পাওয়া যাবে না। তাহলে এখন তার সহযোগী কুয়েতিদের গ্রেপ্তার করে তার খোঁজ করে দেখা যেতে পারে। শেষ পথটাই বেছে নিলো রহমনি শেষ পর্যন্ত। ইরাক থেকে সে তার দুজন কিংবা তিনজন ভালো রেডিও-ডিটেক্টর টিমকে নিয়ে আসবে এখানে। এখানকার বিভিন্ন জায়গায় তাদের পোস্ট করে রেডিও ব্রডকাস্টের সূত্র খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে। বাগদাদে ফিরে গিয়ে তার প্রথম কাজ হবে এ ব্যাপারে সত্বর ব্যাবস্থা নেওয়া।

ওই দিন কুয়েতে সেই রহস্যময় বেদুইন সম্পর্কে কেবল রহমানিরই আগ্রহ দেখা গেল না, সেই সঙ্গে হিলটন থেকে বেশ দূরে শহরতলীর এক ভিলায় আরাম কেদারায় বসে এক তরুণ কুয়েতিকে তার এক তরুণ বন্ধুর কথা বেশ মনোযোগ সহকারে শুনতে দেখা গেলো।

'জানো দোস্ত, ট্রাফিক লাইটে আমি তখন আমার গাড়িতে বসেছিলাম, আমার তখন বিশেষ কোনো কিছুর দিকে লক্ষ্য ছিলো না, কেবল দৃষ্টি প্রসারিত করে রেখেছিলাম বাইরের জানালা দিয়ে। অদূরে সৈনিক ভর্তি ইরাকি ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি তখন। তারপরেই দেখি আমাদের দেশেরই এক যুবককে সামনের কাফে থেকে বেরিয়ে আসতে, তার হাতে ছিলো ছোট্ট একটা বাক্স। সেটি খুবই ছোট। সেটা সে সেই ইরাকি ট্রাকের নিচে রাখা না পর্যন্ত আমার কিছুই মনে হয়নি। সেটা রেখেই সেখান থেকে উধাও হয়ে যায় অর্থাৎ বিস্ফোরণে ট্রাকটা উড়ে যায়।

'প্লাস্টিক,' বিড়বিড় করে বললো সেই তরুণ আর্মি অফিসারটি। 'সেই ছেলেটি নিশ্চয়ই বেদুইনের অনুচর। যাইহোক, কে সেই বেজন্মা, তার সঙ্গে মিলিত হতে পারলে আমি খুশিই হবো।'

'ব্যাপার কি জানো, সেই ছেলেটিকে আমি চিনতে পেরেছি।'

'কি বললে?' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো যুবকটি। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'সেই ছেলেটি হলো আবু ফুয়াদ, বছরের পর বছর ধরে আমি ওর বাবার দোকান থেকে সিগারেট কিনেছি।'

* * *

তিনদিন পরে লণ্ডনে মেডুসা কমিটির সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ডঃ রেইনহার্টকে খুবই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত

দেখাচ্ছিল। প্রথম মিটিং-এর এবং পরবর্তী খবরা খবরের সব নথীপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছে সে, কাগজপত্রের উপর মনোনিবেশ করাটা বিস্ময়কর বলেই মনে হয় যেন।

'রিপোর্টগুলো সম্পূর্ণ পড়া হয়নি আমার। তবে ধারণা করে নেওয়া যায়,' বললো সে, 'অবশ্য প্রথমেই বলতে হয়, সাদ্দাম হোসেন যে পয়জন গ্যাস উৎপাদনের ক্ষমতা রাখেন, এখন সেটা আমাদের কাছে আর অজানা নয়। আমার অনুমান, সেটা বছরে এক হাজার টন তো বটেই।'

'তার মানে আসলে তারা কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার কার জন্যে কেমিকেল উপাদন করতে চায় নি?' জিজ্ঞাসা করলো প্যাক্সম্যান।

'না, সে রকম কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না।' উত্তরে রেইনহার্ট বলে, '১৯১৮ সালে একটি জার্মান প্রতিষ্ঠান আইন বহির্ভূত একটি ল্যাবরেটরি তৈরী করে দেয়। সেই ল্যাবরেটরিতে ফসফরাস ডেন্টাক্লোরাইড উৎপাদন করার কথা—এ এক ধরনের আরগানিক ফসফরাস যা কিনা নার্ভ গ্যাস তৈরীর একটি মিশ্র উপাদান দ্রব্য।' একটু থেমে রেইনহার্ট আবার বলতে থাকে, 'আবার এক্সপোর্ট লাইসেন্স থেকে জানা যায় যে, থায়োডিজলিক্যাল-এর ফরমাস দেয় ইরাক। হাইড্রোক্লোরাইড এ্যাসিড-এর সঙ্গে সেটা মেশালেই মাস্টারড গ্যাস উৎপাদন করা যায়। আবার দেখুন, পরিমাণ যদি সামান্য হয়, তা হলে ধরে নেওয়া যায় যে, এই থায়োডিজলিকল দিয়ে বলপয়েন্ট পেন-এর কালিও উৎপাদন করা যায়।'

'তা কত পরিমাণ থায়েডিজলিকল কেমিকেল তারা কিনেছিল?' জানতে চাইলো সিনক্লেয়ার।

'পাঁচশো টন। ১৯৮৩ সালের গোড়ায়,' বললো রেইনহার্ট, 'গ্রীষ্মে তাদের সামারা পয়জন গ্যাস প্ল্যান্ট উৎপাদন শুরু করে দেয়।'

'আচ্ছা ডক্টর, আপনি কি জানেন, বছরের পর বছর ধরে তাদের প্রধান যোগানদার কে?' জিজ্ঞাসা করলো স্যার পল।

'ওহো নিশ্চয়ই। গোড়ার দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পূর্ব জার্মানি। পরে আরো আটটি দেশ থেকে আমদানি করে ইরাক। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ অনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি করা হয়, কিন্তু প্ল্যান্ট, লে-আউট, মেসিনপত্তর, বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, টেকনোলজি, নো-হাউ, এসবের শতকরা আশিভাগ যোগান দেয় পশ্চিম জার্মানি।'

'আসলে বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছি বন-এর কাছে। কিন্তু সব সময় তারা আমাদের প্রতিবাদ নাস্যাৎ করে দিয়েছে।

'আচ্ছা ডক্টর, আমাদের দেওয়া ওই সব ফটোগ্রাফগুলো থেকে আপনি ওদের কেমিক্যাল গ্যাস প্ল্যান্টগুলো চিহ্নিত করতে পারেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। কিছু কিছু খালি চোখে ফটোগুলো দেখলেই চিহ্নিত করা যায়। আর বাকিগুলো ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে।

সিনক্লেয়ার তার এ্যাটাচিকেস থেকে গ্যাস প্ল্যান্টের তালিকা বার করে পড়লো। জায়গাগুলোর নাম বললো; 'আমরা যেমন ভেবেছিলাম, আল্ কোয়েব, ফাল্লুজা, আল্-হিল্লা, সলবান, পাক আর সামারা। আপনার প্রতি অমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।'

এরপর মিটিং ভেঙে যাওয়ার পর সিনক্লেয়ারের সঙ্গে সাইমন প্যাক্সম্যান এবং টেরি মার্টিন পিকাডিলির পথে রওনা হয়ে যায়।

সাত

টোবাকোনিস্ট ও তার ছেলে, দুজনেই বেশ ভয় পেয়ে গেছে।

বৎস, ঈশ্বরের দোহাই, তুমি যা জানো ওদের সাফ সাফ জানিয়ে দিও।' সে তার ছেলেকে বিনীতভাবে অনুরোধ করলো। ছ'টি লোকেব একটি দল এসেছে কুয়েত রক্ষা কমিটির তরফ থেকে। অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র তারা দুজন। টোবাকোনিষ্ট পিতা-পুত্র এবং তারা দুজনে কেইফান-এ টোবাকোনিষ্ট-এর ড্রইংরুমে বসে আলোচনা করছিল। টোবাকোনিষ্ট-এর ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, তাকে নাকি একটি ইরাকি ট্রাকের উপরে বোমা ছুঁড়তে দেখা গেছে। সে ছিলো এক অপরিচিত লোকের দলে, যার নাম সে কখনো শোনে নি। স্বভাবতই এমন দুঃসংবাদ শুনলে যে কোনো পিতার হার্ট অ্যাটাক হয়ে হয়ে যেতে পারে।

তারা যে বাড়িতে বেদুইন-এর সঙ্গে মিলিত হতো, তার ঠিকানা জানার জন্য বিশেষ ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করলো প্রশ্নকর্তা। ছেলেটি সেই বাড়ির ঠিকানা তাকে দিয়ে বললো, 'আমার মনে হয়, ওই ঠিকানায় গিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ তিনি চান না, সেখানে কেউ যাক। তাঁর উপর কড়া নজর রাখছে ইরাকিরা। আমাদের একজন একদিন সেখানে গিয়ে বাড়ির দরজায় তালা ঝুলতে দেখেছিল। তার সেখানে যাওয়ার কথা তিনি জানতে পেরে রাগতস্বরে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা ঘটলে, চুক্তি ভঙ্গ করে দেবেন তিনি, তখন আমরা কখনো আর তাঁকে দেখতে পাবো না।'

এক কোণায় বসে থাকা আবু ফৌয়াদ সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো। অন্যদের মতো সেও একজন ট্রেনিং প্রাপ্ত সেনিক। তাই সে অপর এক ট্রেনিং প্রাপ্ত সৈনিকের কার্যকলাপ সম্পকে বেশ ভালো ভাবেই পরিচিত। 'এর পর তাঁর সঙ্গে কবে তুমি মিলিত হচ্ছো বৎস?' শান্ত ভাবে জানতে চাইলো সে।

'এখন সে মাত্র একজনের সঙ্গেই যোগাযোগ করে থাকে। আব সেই ছেলেটি বাকি সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে।'

কুয়েতি দুজন ফিরে যায়। দুটি গাড়ির বর্ণনা তারা পেয়েছে। তার মধ্যে একটি ভাঙ্গা ঝরঝরে পিক-আপ বাজার থেকে ফল বহনের উপযোগী।

ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রণালয়ে এক বন্ধুকে গাড়ি দুটির খবর নিতে বললো আবু ফৌয়াদ। কিন্তু কোনো খোঁজ পাওয়া গেলে না। তবে অন্তর্দেশীয় মন্ত্রণালয় থেকে খবর জানতে পারলো সে। একজন মার্কেট গার্ডেনার হিসাবে একটি লোক নকল আইডেন্টিটি কার্ড নিয়ে জাহরা থেকে কুয়েতে প্রবেশ করে । তার গতিবিধি রহস্যজনক। ছয় সপ্তাহ আগে একজন কোটিপতি ব্যবসায়ী আহমেদ-আল খলিফাকে অনুগ্রহ করেছে সে। কিন্তু এই রহস্যজনক বেদুইনটি এখানে কি কাজে এসেছে?

* * *

কুয়েতের দক্ষিণ সীমান্তে আমেরিকান সমরাস্ত্র'র ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো। সেপ্টেম্বরের সপ্তাহান্তে রিয়াদে ওল্ড এয়ারপোর্ট রোডে সৌদি এয়ারফোর্স মন্ত্রণালয়ে গোপন চেম্বারে বসে জেনাবেল নরম্যান স্কওয়ারজক শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করলো, ইরাকি আক্রমণ থেকে সৌদি আরবের নিরাপত্তা রক্ষা করার যে যথেষ্ট শক্তি আছে, সেটা এখনই ঘোষণা করা যায়। আকশপথে সর্বক্ষণ ইরাকি সেনাদের উপরে নজর রাখার জন্য ফাইটার বম্বারের প্যাটরলের ব্যবস্থা করেছে জেনারেল চার্লস 'চাক' হর্নার। তার এয়ার টেকনোলজি এমনি দক্ষ যে, ইরাকের প্রতিটি ইঞ্চি জমি ধরা পড়তে বাধ্য তার র‍্যাডার যন্ত্রে।

এর জন্যে আরো সময়, আরো সৈন্য, আরো অস্ত্র-সরঞ্জাম, আরো রসদ, আরো বন্দুক-কামান, আরো বিমানবাহিনী, আরো জ্বালানী, আরো খাদ্য, এবং প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই ক্যাপিটল হিলে আলোচনায় নেপোলিয়ানদের সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তারা যদি জয় চায় তো চট্‌জলদি এ সবের ব্যবস্থা করতেই হবে। জয়েন্ট চীফ, স্টাফ জেনারেল-এর আরবান চেয়ারম্যান কলিন পাওয়েল এই খবরটা তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সৈনিকদের নিয়ে রাজনীতিবিদরা একটু খেলতে ভালোবাসলেও তারা কিন্তু সৈনিকদের ব্যবহৃত

আশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করতে ঘৃণাবোধ করে। অতএব সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহের পরিকল্পনা অত্যন্ত গোপন রাখা হয়। তাবে সেটা বেশ ভালোভাবেই সমাধা হয় পরবর্তীকালে। ইরাক নিজের থেকে কুয়েত ছেড়ে না গেলে, শান্তি রক্ষার জন্য ইউনাইটেড নেশন ২৯শে নভেম্বরের আগেই কুয়েত মুক্ত করবার জন্য প্রয়োজনীয় মুক্তিবাহিনী পাঠাবার ব্যবস্থা করতো।

* * *

আহমেদ আল্-খলিফা গভীরভাবে বিহ্বল হয়ে পড়লো। হ্যাঁ, আবু ফৌয়াদ যে কে, অবশ্যই সেটা জানতো সে। আর তার অনুরোধে সহানুভূতিশীল সে। কিন্তু ওই বেদুইনিটি যে একজন ব্রিটিশ অফিসার, মনে হয় হয় না তার। তবে তার বার্তাটি বেদুইনের কাছে পৌঁছে দিতে রাজী হয়ে গেলো সে। পরদিন সকালে বেদুইনকে একটা ব্যক্তিগত চিঠি লিখে খৃশ্চিয়ান কবরখানায় এবল সীম্যান শেফটন-এর মার্বেল পাথরের স্মৃতিস্তম্ভের সামনে আবু ফৌয়াদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য রাজী হয়ে যেতে অনুরোধ করলো সে।

মাইক মার্টিন তার ছোট্ট ট্রাকটা গ্যারাজ করে সে রাতের জন্য সামনে একটা ভিলার দিকে এগিয়ে যেতে তাদের সামনে ধরা পড়ে যায়। সে তখন এতই পরিশ্রান্ত ছিলো যে, তার সব সতর্কভাবটা তখন তার মন থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। ইরাকি সৈন্যদের দেখতে পেয়ে সে যখন বুঝতে পারলো, তারাও তাকে দেখে ফেলেছে, নিজেই নিজেকে অভিশাপ দিলো সে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য। তার যা পেশা, তাকে একটু অসতর্ক হলেই যে কোনো লোকের মৃত্যু অনিবার্য। অনেক আগেই কার্ফিউ শুরু হয়ে গিয়েছিল তখন।

হাসান রহমনি বাগদাদে ফিরে তার ঐতিহাসিক জয়ের রিপোর্ট দিতে গিয়ে পপুলার আর্মির ব্যর্থতার কথা জানাতেই কিছু পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। তাদেরই দলের সার্জেন্ট সহ ছয়জন সৈনিক এখন তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

মার্টিন তার উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে সে তার হাতের ছড়িটার উপরে ভর দিয়ে এক বৃদ্ধের ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রইলো।

'বেদুইন, এসময় কি করছো তুমি এখানে?'

'কার্ফিউ শুরু হওয়ার আগে যেমন বৃদ্ধ তার ঘরে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকে, আমিও ঠিক তাই করছিলাম সৈয়দি,' নাকী সুরে বললো সে।

'দু'ঘন্টা হলো কার্ফিউ শুরু হয়ে গেছে, ন্যাকা!'

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বলে, 'আমি জানতাম না সৈয়দি। তাছাড়া আমার হাতে ঘড়িও নেই।'

মধ্য প্রাচ্যে বেদুইনের মতো সাধারণ মানুষের কাছে ঘড়িটা খুব একটা জরুরী কিছু নয়। তাছাড়া, 'বেদুইন' কথাটা এসেছে 'বিদুন', অর্থাৎ যার অর্থ হলো, 'রিক্ত'। এই সব কথা ভেবে সার্জেন্ট ভাবলো, হ্যাঁ, ক্ষমা করে দেওয়া যায় বৃদ্ধকে। তাবে সে জিজ্ঞেস করলো, 'কাগজপত্র!'

বৃদ্ধ তার মাটি মাখা হাতটা প্রসারিত করে দিয়ে বললো, 'মনে হয় আমি সেগুলো হারিয়ে ফেলেছি।' তার চোখে করুণ আবেদনের ছায়া পড়তে দেখা যায়।

'ঠিক আছে ওর দেহ তল্লাশি করো,' হুকুম করলো সার্জেন্ট। একজন সৈনিক এগিয়ে যায় তার দিকে। মার্টিনের বাঁ দিকের উরুতে হ্যাণ্ড গ্রেনেড বাঁধা ছিলো, দেখতে অনেকটা তরমুজের মতো।

'আমার ওই গোপন অঙ্গে হাত দেবেন না,' তীক্ষ্নস্বরে বললো বৃদ্ধ বেদুইন। সৈনিকটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

সোজাসুজি দৃষ্টি ফেলে রাখার চেষ্টা করলো সার্জেন্ট। তারপর সে আবার বললো, 'জুহায়ির, যা বললাম তুমি তাই করো, তোমার কাজে এগিয়ে যাও।'

'আমি আবার বলছি', বললো বেদুইন, 'আমার এই গোপন অঙ্গটি স্পর্শ করবার অধিকার আছে একমাত্র আমার বিবির।' দু'জন সৈনিক তাদের রাইফেলের নল নিচে নামিয়ে নেয়। বাকীরাও তাই করল। আর জুহায়ির তখন পিছনে আসার ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রইলো।

'ঠিক আছে বুড়ো, তুমি তোমার পথে যেতে পারো। আর একটা কথা শোনো, অন্ধকার নেমে আসার পর আর বাইরে যেন থেকো না, বুঝলে!'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাস্তার ধারে এগিয়ে গেলো বেদুইন। তার হাতটা তার পোশাকের নিচে ঘোরাফেরা করতে থাকে। তার সেই হাতটা পোশাকের নিচ থেকে বেরিয়ে এলো সেই সময়, হাতে তার গ্রেনেড। লক্ষ তার অব্যর্থ, জুহায়িয়ের টো-ক্যাপের দিকে। ছয়জন সৈনিকই স্থির অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর সেটা তার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো। আর তারপরেই সেই ছয়জন সৈনিকের জীবনে ইতি ঘটলো। সেই সঙ্গে সেপ্টেম্বরেরও শেষ।

* * *

১৯৮৮ সালের বসন্তে বাগদাদে একটি ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ফেয়ারে একজন ব্রিটিশ ব্যবসায়ী স্টুয়ার্ট হ্যারিস যোগ দিতে যায়। নটিংহামে একটা কোম্পানীর সেলস ডাইরেক্টর সে। ইরাকি ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রণালয় সেই মেলার ব্যবস্থা করে। অন্য সব পশ্চিমীদের মতো তারও ইয়াফা স্ট্রীটে রশিদ হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেই একজিবিসনের তৃতীয় দিনে হ্যারিস তার ঘরে ফিরে এসে একটা সাদা খাম দেখতে পায়, হয়তো দরজা গলিয়ে তার ঘরে ফেলে রাখা হয়েছিল। খামে কোনো নাম লেখা নেই, শুধু রুম নাম্বার ছাড়া। ইংরাজীতে গোটা গোটা অক্ষরে টাইপ করা চিরকূট ঃ 'লণ্ডনে ফিরে গিয়ে এই খামটা ইজরাইলি দূতাবাসে নরম্যানের কাছে পৌঁছে দেবেন।'

ব্যাস, এটুকুই শুধু। দারুণ আতঙ্কিত হয়ে উঠলো হ্যারিস। তার জানা ছিলো সিক্রেট পুলিশের কার্যকলাপ। ওই সাদা খামে যাই থাকুক না কেন, ওটা তার কাছ থেকে উদ্ধার করলে তারা তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। তার উপরে অত্যাচার চালাতে পারে, এমন কি তাকে হত্যাও করতে পারে।

ঠাণ্ডা মাথায় সে তার বিচার-বুদ্ধি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলো। যেমন প্রথমেই ধরা যাক, বাগদাদে এতো ব্রিটিশ ব্যবসায়ী থাকা সত্বেও কেনই বা তাকে নির্বাচন কবা হলো? সে যে একজন ইহুদি, তাদের তো জানবার কথা নয়। তাদের জানবার কথা নয় যে, তার বাবা স্যামুয়েল হরোউইজ ১৯৩৫ সালে জার্মানি থেকে ইংলণ্ডে এসে পৌঁছেছিল, এ খবর কি তারা জানতে পারে?

যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে হ্যারিস, যাইহোক, এই চিঠির ভূয়ো প্রেরকটি যেই হোক, সে যে একজন ইহুদি, সেটা সে আবিষ্কার করে ফেলেছে। আবার সুটয়ার্ট হ্যারিস যে একজন সিয়া সম্প্রদায়ের, সেটাও একটা আশ্চর্য ঘটনা বৈকি।

ইনটেলিজেন্স এবং স্পেশ্যাল অপারেশনের জন্য এই ইজরায়েলি ইন্সটিটিউটটি বেন গুরিয়ন নিজে প্রতিষ্ঠা করেছিল ১৯৫১ সালে, যেটা বাইরের জগতে মোসাদ নামে পরিচিত ছিলো। হিব্রুদের জন্য প্রতিষ্ঠান। তবে তাদের ভেতরের জগতে কখনো ওই নামে ডাকা হতো না, সব সময়ে বলা হতো—'অফিস'। তবে বিশ্বের সব সেরা সেরা ইনটেলিজেন্স এজেন্সিগুলো, যেমন CIA, KGB-র মতো সেটা অতো বড় নয়, বরং অতি ছোটোই বলা যেতে পারে। তাদের কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র ১২০০ থেকে ১৫০০'র মধ্যে। আর কেস অফিসারের সংখ্যা তো মাত্র চল্লিশ। ছোটো খাটো বাজেট আর সীমিত সংখ্যক কর্মচারী দিয়েই তারা গোয়েন্দাগিরি করে যে সব গোপন সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করে থাকে, তা খুবই নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকরী। এর কারণ দুটি— একটি হলো ইজরাইলি জনসংখ্যা, বিভিন্ন ভাষাভাষি, মেধাবি ইজরাইলিরা স্বেচ্ছায় এ কাজে এগিয়ে আসে। আর একটি কারণ হলো, হিব্রু ও সিঁয়া সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে থেকে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের জন্য সাহায্যকারী কিংবা সহকারীদের সহজেই পাওয়া যায়।

একবার এক ছুটিতে এইলাটের ইজরাইলি রিসোর্টে বেড়াতে এসেছিল স্টুয়ার্ট হ্যারিস। সেখানে রেড কর-এর বার-এ চমৎকার এক ইজরাইলি যুবকের সঙ্গে তার আলোচনা হয়। অপূর্ব ইংরিজিতে কথা বলে যুবকটি। পরে আর এক আলোচনার আসরে সেই ইজরাইলি যুবকটি একজন বয়স্ক' লোককে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। সেই লোকটি ইজরাইলের প্রতি হ্যারিসের গোপন আনুগত্যের কথা বার করে নেয়। ছুটির শেষে যদি কখনো প্রয়োজন হয় ইজরাইলের হয়ে কাজ করবার জন্য রাজী হয়ে যায় হ্যারিস। তাদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য দু'বছর ধরে অপেক্ষা করে হ্যারিস।

অতএব বাগদাদের একটা হোটেলের ঘরে বসে আতঙ্কিত স্টুয়ার্ট হ্যারিসকে অবাক হয়ে ভাবতে দেখা যায়, এখন সে কি করবে। হয়তো সেই চিঠিটা প্ররোচনামূলক হতে পারে। বিমান বন্দরে গেলে চিঠিটা স্মাগল

করে নিয়ে যাওয়ার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সে তার সিদ্ধান্ত মতো একটা কাজ করলো। সাদা কভার খাম আর তাকে লেখা চিরকুটটা পুড়িয়ে ফেলে ল্যাবোরেটরির প্যানে নিক্ষেপ করে দিয়ে জল ঢেলে দিলো সে। তারপর সেই সীল করা অপর খামটা ওয়ারড্রোবের কম্বলের নিচে রেখে দিয়ে মনে মনে ঠিক করে রাখলো, যদি কখনো তার ঘর তল্লাসি করতে গিয়ে সেটা আবিস্কৃত হয়, তখন সে বলবে, তার কম্বলের প্রয়োজন কখনো হয়নি, আর চিঠিটা সম্ভবত এই ঘরের আগের বোর্ডার রেখে গিয়ে থাকবে।

তারপর একটা স্টেশনারি দোকন থেকে একটা শক্ত গোছের ম্যানিলা খাম কিনলো। বাগদাদ থেকে লণ্ডনে ম্যাগাজিন পাঠানোর জন্যে প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট কিনলো ডাকঘর থেকে। ট্রেড ফেয়ার থেকে একটা ম্যাগাজিনও কিনে রাখলো সে। শেষ দিনে এয়ারপোর্টে তার দুই সহকর্মীর সঙ্গে যাওয়ার আগে সেই চিঠি ভরা খামটা ম্যাগাজিনের ভেতরে চালান করে দিয়ে সেটা খামে পুরে দিয়ে ভালো ভাবে সীল করে দিলো সেলোটেপ দিয়ে। প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট লাগিয়ে খামের উপরে লং ইটনে তার কাকার নাম ঠিকানা লিখলো। সে জানে লবিতে একটা পোস্ট বক্স আছে, চার ঘন্টার মধ্যে সেখানে থেকে চিঠিগুলো সংগ্রহ করা হবে। ভাড়াটে গুণ্ডা কিংবা কোনো বোকা লোকও যদি খামটা খুলে দেখে, সে তখন সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে, কারণ আলপ্স-এর উপরে ব্রিটিশ বিমানে যাত্রী সে তখন।

কথায় আছে চতুর কিংবা নির্বোধ, অথবা উভয় প্রকৃতির লোকের ভাগ্যেও এক এক সময় ভাগ্য সহায় হয়ে থাকে। সে বেশ বুঝতে পারে, লবিতে AMAM-এর লোকেরা নজর রাখছে ইরাকিদের উপরে, যদি কোনো বিদেশী বিমানযাত্রীদের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাতে কেউ কিছু তুলে দেয়, সেটা লক্ষ্য করাই উদ্দেশ্য তাদের। হ্যারিস তার পরনের জ্যাকেটের নিচে খামটা রেখে দিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ধরে রেখেছিল। একেবারে এক কোণায় খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢেকে নজর রাখছিল একটি লোক। কিন্তু সেই সময়ে হঠাৎ মাল বহনকারী একটা ট্রলি তার আর লোকটার মাঝে এসে পড়ে, আর সেই সুযোগ দ্রুত হাতে খামটা সে পোস্ট বক্সে ফেলে দেয় অতি সন্তর্পনে। তারপর সেই নজরদার যখন হ্যারিসকে ফিরে আবার দেখতে পেলো, তখন ডেস্কের উপরে সে তার হোটেল-রুমের চাবিটা রাখছিল।

এক সপ্তাহ পরে তার কাকার ঠিকানায় খামটা এসে পৌঁছোয়। তার কাকা তখন ছুটি উপভোগ করতে বাইরে কোথাও চলে গিয়ে থাকবেন। বাড়িতে আগুন কিংবা চুরি-চামারি হলে দেখভাল করার জন্যে কাকা তাকে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে যান, এটাই রেওয়াজ। সেই ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ঘর খুলে সেই খামটা সংগ্রহ করে নিয়ে সে তখন ছুটলো লণ্ডনে ইজরাইলি দূতাবাসে।

দু'নম্বর প্যালেস গ্রীনে দূতাবাসের বিল্ডিংটার গঠন অতি চমৎকার। কিন্তু বিল্ডিং-এর নিচে বেসমেন্টে যে মোসাদের লণ্ডন স্টেশনের কাজকর্ম গোপনে চলছে, ওপর থেকে দেখে বোঝবার কোনো উপায় নেই। আর সেই আণ্ডারগ্রাউণ্ড দূর্গ থেকে একজন যুবককে ডেকে পাঠানো হলো। অপেক্ষার পর অপেক্ষা করতে থাকে হ্যারিস।

ওদিকে একটা প্রমাণ-সাইজের আয়নার উপরে তার প্রতিবিম্বের উপরে নজর রেখে তার ছবি পর্যন্ত তোলা হয়ে গেলো গোপনো, সে কথা জানতেও পারলো না হ্যারিস। তার সেই ফটো তারা তাদের ফাইলের রেকর্ড থেকে নামিয়ে নিচ্ছিল ইত্যবসরে— আসলে সে নটিংহ্যামের স্টুয়ার্ট হ্যারিস কিনা, সত্যি সত্যি সে সিয়া সম্প্রদায়ের কিনা, নাকি সে প্যালেস্টাইনি টেররিস্ট, এটা মিলিয়ে দেখবার জন্যই তাদের এই বিলম্ব এবং তৎপরতা। অবশেষে তার সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে এক তরুণ কেস অফিসার ঘরে এসে প্রবেশ করলো। এক গাল হেসে যুবকটি নিজেকে রফি নামে পরিচয় দিয়ে হ্যারিসকে তার বক্তব্য শুরু করতে বললো। একেবারে সেই এইলাট থেকে। সেই মতো হ্যারিস বর্ণনা দিয়ে গেলো অতঃপর। এইলাট সম্পর্কে সব কিছুই জানে রফি, কিন্তু নতুন করে মিলিয়ে নিতে চায় সে। হ্যারিসের কাছ থেকে বিস্তারিত কাহিনী শোনবার পর কতকগুলো প্রশ্ন করলো সে, সুদত্তর পেয়ে সে যে মনে মনে বেশ খুশি হয়েছে তা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলো হ্যারিস। অবশ্য কোনো কিছুই নিজের হাতে নোট করলো না রফি, কারণ তাদের সব কথোপকথনই টেপ করে নেওয়া হয় হ্যারিসের অজান্তে। সব শেষে পাশের ঘরে হিব্রু ভাষায় রফি তার উর্দ্ধতন অফিসারের সঙ্গে নিচু গলায় আলোচনা করে নেয়।

এ্যান্টি-ব্লাস্ট হেলমেট এবং ফ্ল্যাটক-জ্যাকেট ও গ্লাভস পরিহিত একটি লোক টেবিলের উপর থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে চলে গেলো তার ফটো এবং এক্সরে করবার জন্য।

এধরনের সব রকম সতর্কতা নেওয়ার পর চিঠিটা খোলো হলো। এয়ারমেল কাগজে লেখা দুটি শীট, আরবি ভাষায় লেখা স্ক্রিপ্ট। রফি কিংবা লণ্ডন স্টেশনের কেউই আরবি ভাষা পড়তে জানে না। তেল আবিবে রেডিও মেসেজ মারফত সেই চিঠিটা এবং তার রিপোর্টটা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে পুরো হিথরো থেকে বেন গুরিয়ানে যাওয়ার সান্ধ্য ফ্লাইট এল্ আল্ বিমান ধরবার ব্যবস্থা করলো রফি। সেই ডিপ্লোম্যাট ব্যাগের গন্তব্যস্থল হলো কিং সাউল বুলেভার্ড। পরদিন সকালে প্রাতরাশের সময় ইরাক ডেস্ক-এর দক্ষ তরুণ কেস অফিসার ডেভিড শারণ-এর হাতে পড়লো সেটা। আরবি ভাষায় লেখা চিঠি হিব্রু ভাষায় ভাষান্তর করতে লেগে গেলো। তারপর সেই ভাষান্তর, আরবি ভাষায় লেখা চিঠি এবং রফির রিপোর্ট সঙ্গে নিয়ে মিডইস্ট-ডিভিসনের চীফ ডাইরেক্টরের কাছে গিয়ে হাজির হলো সে।

সেই চিঠির প্রেরক হলো ইরাক সেনাবাহিনীর একেবারে উপরতলার একজন নামী-দামী কর্মকর্তা—অর্থের বিনিময়ে ইজরাইল-এর হয়ে কাজ করতে প্রস্তুত সে। সেই চিঠিতে আরো সতর্কতা ছিলো, তার কাছে উত্তর পাঠাবার জন্য বাগদাদের মূল পোস্ট-অফিসের পোস্টবক্স-এর ঠিকানা দেওয়া ছিলো। আর এই হলো চিঠির সারাংশ।

* * *

সেদিনই সন্ধ্যায় কোবি ড্রোর-এর প্রাইভেট অফিসে কর্তৃপক্ষের মিটিং বসতে দেখা গেল। সেখানে উপস্থিতদের মধ্যে ছিলো কম্বাটান্ট-এর প্রধান সামি গারসন। আর ছিলো শারণ-এর বস, মিড-ইস্টের ডাইরেক্টর ইটান হাদার, যার কাছে আজ সকালে বাগদাদের চিঠি নিয়ে এসেছিল সে। ডেভিট শারনকেও ডেকে পাঠানো হ(

বাইরে থেকে গারসনকে নিরুৎসাহ দেখাচ্ছিল। 'এ চিঠি জাল,' গারসন মন্তব্য করল, 'এইরকম ফাঁদে ফেলার ঘটনা এর আগে আমি কখনো দেখিনি। দেখো কোবি, খোঁজ নেওয়ার জন্য আমি আমার কোনো লোককেই পাঠাচ্ছি না সেখানে। কোনো লোককে পাঠানো মানেই নির্ঘাত তার মৃত্যু।'

গারসনের বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হলো উপস্থিত সবার কাছে। চিঠি লেখাটা পাগলামো। আপাত দৃষ্টিতে বাগদাদের একজন সিনিয়র কেস অফিসারকে গ্রেপ্তার করার জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে এই ভাবে। তাকে গ্রেপ্তার করে তার উপরে অকথ্য অত্যাচার চালানো হবে, জনসমক্ষে তার ফাঁসিরও ব্যবস্থা করা হবে। অবশেষে ডেভিড শারনের দিকে ফিরে তাকালো ড্রোর।

হঠাৎ এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে এলো। একটা খোলাখুলি চ্যালেঞ্জের মতো কথাটা যেন বাতাসে রন রন করতে থাকলো। দীর্ঘশ্বাস ফেললো গারসন। ইরাক ডেস্কের চীফের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো কোবি, ড্রোর। আর শারন তার হাতের আঙ্গুলের ডগার দিকে তাকিয়ে রইলো।

গোয়েন্দাগিরির কাজে নির্দিষ্ট দেশে অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্য একজন এজেন্টকে চার রকম ভাবে নিয়োগ করা হয়। প্রথমত, নিজের দেশের নাগরিককে নিয়োগ করা খুবই কঠিন ব্যাপার, এই কারণে যে অনুপ্রবেশকারী সেই দেশে জন্ম ও বড় হওয়া দরকার, আর সে দেশে তার জন্ম হলেও তার আনুগত্য থাকবে তার নিজের দেশের প্রতি এমন লোক খুব কমই চোখে পড়ে, কিংবা প্রয়োজনে হাতের কাছে পাওয়া যায়। তবু ইজরাইলিদের ক্ষেত্রে এই সব টেকনিক বর্তমান, কারণ দেখা যায়, বিশ্বের সব জায়গাতেই ইহুদিরা অনায়াসে সে দেশের মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। এছাড়া রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকেও ইহুদিদের সাড়া পাওয়া যায়।

এদের মধ্যে সব থেকে সফল হলো এলি কোহেন, সিরিয়ায় তার জন্ম এবং সেখানেই তার প্রতিষ্ঠা। একজন সিরিয় হিসেবে দামস্কাসে সরে পড়ে সে। দীর্ঘ কেয়ক বছর সেখানে থেকে ফিরে আসে সে। সে তার সিরিয় নাম নিয়ে সেখানকার উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

যাইহোক, অনুপ্রবেশকারীদের রাজা হলো মার্কাস উলফ্, বহু বছর ধরে পূর্ব জার্মান ইনটেলিজেন্স-এর হয়ে

কাজ করেছিল সে। তার একটা বড় সুবিধে হলো এককজন পূর্ব জার্মান সহজেই নিজেকে পশ্চিম জার্মান বলে চালিয়ে দিতে পারে। তার সময়ে উলফ্ বহু অনুপ্রবেশকারীদের পশ্চিম জার্মানিতে ঢুকিয়ে দেয়, সেক্রেটারীর পদ পায়। উলফ্-এর বিশেষত্ব হলো, সে তারে অনুচরদের মারফত পশ্চিম জার্মানির গোপন তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে সহজেই সেগুলো ইস্ট বার্লিনে পাচার করে দিতে পারতো।

অনুপ্রবেশ ঘটানোর দ্বিতীয় পন্থা হলো আগ্রাসী এজেন্সির লোকদের কাজে লাগানো, তবে ভাব-ভঙ্গিমায় প্রকাশ করতে হবে,.-সে যেন একজন তৃতীয় দেশের লোক। যদিও সেই দেশ জানবে, অনুপ্রবেশকারী একজন বিদেশী, কিন্তু তাকে তারা তাদের দেশের একজন বন্ধুভাবাপন্ন, সহানুভূতিশীল বিদেশী বলে গ্রহণ করবে।

জিয়েভ গার আরিহ্ নামে একজন লোককে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে আবার একটা চমক দেয় মোসাদ। ১৯২১ সালে জার্মানির মানহেরেমে তার জন্ম, পরিচয় উলফগ্যাং, সোনালী চুল, নলি চোখ, তার পুরুষাঙ্গের ত্বক ছিন্ন হয়নি তখনো, আর তবু সে একজন ইহুদি। একজন বালক হিসেবে ইজরাইলে আসে সে, সেখানেই তার উত্থান, সেখানেই সে তার হিব্রু নাম গ্রহণ করে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড হাগানাহ্-এর সঙ্গে সংগ্রাম করে সে। পরবর্তীকালে ইজরাইলি সেনার জেনারেলের পদে উন্নীত হয়ে সে। তারপর মোসাদ তাকে গ্রহণ করে জার্মানিতে ফেরত পাঠায় ছ'বছরের জন্য একজন নিখুঁত গ্রাম্য জার্মানের রূপ নেওয়ার জন্য। তারপর নব বিবাহিত জার্মান স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কায়রোয় চলে আসে এবং সেখানে একটা রাইডিং স্কুল খুলে বসে।

গুপ্তচরবৃত্তি করার উদ্দেশ্য এক একজন লোকের এক একরকম। কেউ নিজের দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য, কিংবা প্রচুর অর্থের জন্য নতুন করে জীবন শুরু করার জন্য এই কাজে এগিয়ে আসে। হয়তো সে তার নিজের দূর্বলতা দেখিয়ে যৌনতা কিংবা সমকামিতা প্রকাশ করে, কিংবা কেবল মিস্টি কথায় ভুলিয়ে সে তার নিয়োগকর্তাকে প্রভাবিত করে থাকে।

এই রকমের ওলেগ পেনকোভস্কি হলো চির কৌতূহলোদ্দীপক এজেন্ট। তার সংক্ষিপ্ত তিরিশ মাসের কর্মজীবনে এ্যাংলো-আমেরিকান অপারেশনে ৫,৫০০'রও বেশী তথ্য সংগ্রহ করে সে। এ সবই 'সিক্রেট' কিংবা 'টপ সিক্রেট' ধরনের। কিউবা মিসাইল ঝামেলার সময় নিকিতা ক্রুশ্চেভ যে পুরোপুরি শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, প্রেসিডেন্ট কেনেডি যে একজন পোকার খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর প্রতিপক্ষের পিছনে একটা দর্পণ রেখে সেটা উপলব্ধি করেছিলেন, সে কথা বিশ্ব কখনোই উপলব্ধি করতে পারে নি। আর সেই দর্পণটি হলো পেনকোভস্কি। এই রাশিয়ান লোকটি পাগলের মতো জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল। মিসাইল ঝামেলার পরে সোভিয়েত কাউন্টার ইনটেলিজেন্স তার মুখোশ খুলে দেয়। তারপর তার বিচার হয় এবং তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

সেদিন রাত্রে তেল আবিবে কোবি ড্রোর-এর ঘরে উপস্থিত তিনজন ইজরাইলিকে ওলেগ পেনকোভস্কির সম্পর্কে বাড়তি আর কিছু বলার প্রয়োজন ছিলো না। তাদের দুনিয়ায় সে যেন এক রূপকথার কাহিনীর অংশ বিশেষ। শারণ সেই নামটা বাতিল করে দিতেই তারা সবাই যেন এক দুঃস্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। সত্যিকারের জীবন্ত চব্বিশ ক্যারেট সোনায় খচিত বাগদাদের বিশ্বাসঘাতক? এ কি সত্যি।

শারনের দিকে কঠোর চোখে তাকিয়ে কোবি ড্রোর বলে। 'বৎস, তা তোমার মনে কি আছে বলো?'

'আমি, বলছিলাম কি,' তার কণ্ঠস্বরে আত্মরক্ষার একটা ম্লান আভাসের সুর ভেসে আসে, 'একটা চিঠি........ কারোর কোনো ঝুঁকি নেই...... স্রেফ একটা চিঠি.......কয়েকটা প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে তাতে, খুব কঠিন প্রশ্নগুলো, সেগুলো আমাদের জানা প্রয়োজন....... সে আসুক কিংবা নাই আসুক।'

'ঠিক আছে বৎস ডেভিড, পরে আমরা তাকে একটা চিঠি না হয় লিখবো। আমরা তাকে কিছু প্রশ্ন করবো। তারপর আমরা দেখবো কি উত্তর দেয় সে। আর ইটন, এ ব্যাপারে ডেভিড-এর সঙ্গে কাজ করবে তুমি। পাঠাবার আগে চিঠিটা আমাকে একবার দেখিয়ে নিও।'

ইটান হাদার আর ডেভিড শারণ একসঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেলো।

'আপনি কি করতে যাচ্ছেন, আশাকরি আপনি তা জানেন,' মিড-ইস্টের প্রধান বেশ রাগত স্বরেই বললো ড্রোরকে।

যাইহোক, চিঠিটা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লেখা হলো। বহু ইন-হাউস এক্সপার্টরা সেই কাজে ব্রতী হলো।

চিঠিটা হলো হিব্রু ভাষায়, পরে তার ভাষান্তর হবে। ডেভিড লিখলো, তার সততা এবং সে নিজেকে একজন খাঁটি লোক বলে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই তার চাহিদা মতো অর্থের যোগান দিতে সমস্যা হবে না আমার লোকেদের। অতএব এই চিঠির সঙ্গে গাঁথা আলাদা একটা শীটে দেওয়া প্রশ্নের উত্তরগুলো পাঠালে পত্রপ্রেরক বাধিত হবে। চিঠির শেষ প্রান্তে উত্তর পাঠাবার ঠিকানা লিখে দিলো ডেভিড। উত্তর পাঠাতে হবে রোমে, তাদের রোম স্টেশনে। সেই মতো রোম স্টেশনের নির্দ্দেশ দেওয়া হলো রোমে সেই পরিত্যক্ত ঠিকানার উপর নজর রাখবার জন্য। যদি কোনো ইরাকি সিকিউরিটিকে সেখানে দেখা যায়, তাহলে তাকে চিহ্নিত করে তার খোঁজখবর নিতে হবে। কুড়িটি প্রশ্ন সতর্ককতার সঙ্গে নির্বাচন করা হলো। তার মধ্যে আটটি প্রশ্নের উত্তর মোসাদের জানা আছে, তবে তার জানার কথা অবশ্য নয়। তাই তেল আবিবকে বোকা বানানো অত সহজ হবে না। আর আটটি প্রশ্ন হলো ইরাকে প্রগতির ব্যাপারে। বাকী চারটি প্রশ্নের উত্তর খুবই জরুরী তেল আবিবের কাছে, বিশেষ করে সাদ্দাম হোসেনের উদ্দেশ্যটা কি, তা জানার।

'দেখা যাক, এই বেজন্মাটা কি ভাবে কাজ করে,' প্রশ্নের তালিকাটার উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো কোবি ড্রোর।

সব শেষে তেল আবিব বিশ্বদ্যিালয়ের আরবি ভাষার ফ্যাকাল্টির প্রফেসবকে সেই চিঠিটা আরবি ভাষায় ভাষান্তর করার ভার দেওয়া হলো। শারন চিঠিতে আরবি ভাষায় এবং একজন আরব-এর নাম 'দায়ুদ' হিসেবে সই করলো। চিঠিটা ডাকে দেওয়া হলো কেবল আরব দেশ থেকে, কারণ সেখানে ইজরাইলের দূতাবাস আছে— যেমন কায়রো, বাগদাদ আপত্তি না করলে ডেভিড-এর ইচ্ছে ছিলো প্রাপকের নাম জেরিকো দেওয়া।

চার সপ্তাহ পর জেরিকোর উত্তর মাথায় এসে পৌছলো রোমে। খাম না খুলেই চিঠিটা ব্লাস্ট প্রুফ বাক্স করে পাঠানো হলো তেল আবিবে। বৈজ্ঞানিকরা সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে 'পরিস্কাব' ঘোষণা করার পরেই সেটা খোলা হলো।

অবাক হয়ে গেলো তারা, মোসাদের জানা আটটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরই দিয়েছে জেরিকো। সেনাবাহিনীর গতিবিধি, পদোন্নতি, বরখাস্ত, সেনাবাহিনীর পরিচিত আফসারদের বিদেশে পাড়ি দেওয়ার ব্যাপারে আরো আটটি প্রশ্নের উত্তর মিলিয়ে দেখবার জন্য এবং যখন যেমন ঘটে সেটা দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাদের, অবশ্য যদি সেগুলো ঘটে কখনো। শেষ চারটি প্রশ্নের উত্তর তেল আবিব জানে না কিংবা মিলিয়ে দেখবার সুযোগও নেই তাদের, তবে আপাতদৃষ্টিতে সবগুলোই গ্রহণযোগ্য।

পরবর্তী চিঠিটা দ্রুত লিখলো ডেভিড শারণ। মাঝপথে যদি সেটা আটক করা হয় নিরাপত্তা সমস্যা দেখা দেওয়ার কোনো কারণ ছিলো না। সেই চিঠির ভাষা এই রকমঃ "প্রিয় আঙ্কল, আপনার চিঠির জন্য অজস্র ধন্যবাদ। আপনি যে বহাল তবিয়তে আছেন জেনে খুব খুশি হলাম। যে সব ব্যাপার আপনি আপনার চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো খতিয়ে দেখতে সময় লাগবে। তবে খুব শীগ্গীরই আমি আপনাকে চিঠি লিখবো। আপনার প্রিয় ভাইপো, দাউদ"।

মোসাদের প্রধান প্রধান ডিভিশনগুলো সেই গ্রীষ্মে এজেন্ট-এর অন্বেষণে উঠে পড়ে লেগে গেলো। ইতিমধ্যেই প্রধান গারসন জানিয়ে দিয়েছে। বাগদাদের দূতাবাসে তার কোনো এজেন্ট নেই। এব থেকেই বোঝা যায় যে, এ ব্যাপারে নাক গলাতে চায় না সে। তাই একজন নির্ভর যোগ্য বিদেশী দূতাবাসের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। জানা গেছে, এর আগে মোসাদের হয়ে কেউ কাজ করে নি। এমন কি দূতাবাস থেকে পাওয়া তালিকায় দেখা যায় যে, সিয়া সম্প্রদায়ের কোনো লোকই নেই সেখানে।

তারপরেই খবর পাওয়া গেলো ইউনাইটেড নেশন বাগদাদে ১৯৮৮ সালে পশ্চিম এশিয়ার জন্য ইউ. এন. ইকোনমিক কমিশনের একটা এজেন্সির গোড়পত্তন করে। সেখানে আলফানসো বেঞ্চ মোনাকাডা নামে এক তরুণ ইহুদি ডিপ্লোম্যাট-এর সন্ধ্যান পাওয়া যায়। নিউ ইয়র্কে ইউনাইটেড নেশনের অফিসে মোসাদের প্রভাব ছিলো, সেই সূত্রে তাদের কাছ থেকে বাগদাদে তাদের বিদেশী দূতের তালিকা সংগ্রহ করে সে। আর সেই সব নামের তালিকা থেকেই আফানসোর নাম জানা যায়।

ওদিকে জেরিকোর টিপস সত্য বলে প্রমাণিত হতে থাকে 'এর থেকেই বোঝা যায় যে, এই সব জগাখিচুড়ি

বা তালগোল পাকানোর পিছনে সাদ্দাম হোসেন নিজেই রয়েছেন, কিংবা জেরিকো তার দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করছে,' এই হলো ড্রোর-এর বিশ্লেষণ।

এরপর ডেভিড শারন তার তৃতীয় চিঠিটা পাঠালো। সেই চিঠিতে সে লিখলো, বাগদাদের একজন ক্লায়েন্ট-এর কাছ থেকে কাচের ও পোরসিলিনের জিনিসপত্রের ফরমাস পাওয়া গেছে। ডেভিড তাকে স্পষ্টতই জানিয়ে দিলো, একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে, দুর্ঘটনা জনিত বিপর্যয় এড়াতে জিনিষগুলো রপ্তানি করার জন্য একটা ভালো কারগোর সন্ধান করা হচ্ছে, তার জন্যে একটু বিলম্ব হতে পারে। চিঠির প্রতিটি বক্তব্য ইঙ্গিতধর্মী।

হঠাৎ স্প্যনিশ ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত দক্ষিণ আমেরিকার কেস অফিসারকে চট্‌জলদি স্যান্টিয়াগোতে বদলি করা হলো সেনর বেঞ্জ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। বেঞ্জকে সে অনুরোধ করলো, সে যেন তার ছেলেকে খবর দেয়, তার মা মৃত্যুশয্যায়, সে যেন ছুটি নিয়ে তৎক্ষণাৎ ছেলে ফিরে আসে। সেই মতো বাগদাদে তার বাবা তাকে ফোন করলো। চিন্তিত পুত্র তিন সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর করে ফিরে এলো চিলিতে। কিন্তু ঘরে ফিরে সে তার অসুস্থ মাকে না দেখে, মোসাদের ট্রেনিং অফিসারের একটা দলের সঙ্গে মিলিত হলো এবং তারা তাকে অনুরোধ কলো তাদের হয়ে বাগদাদে গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য। তার কাজ হবে সেখানে জেরিকোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা, এবং জেরিকোর মাধ্যমে খবর আদান প্রদান করে তেল আবিবে রিপোর্ট করা। এপরপর আলফানসোতার অভিভাবকদের সঙ্গে মোসাদের প্রস্তাবটা নিয়ে আলোচনা করে এবং শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ভাবাবেগই কাজ করলো আলফানসোর রাজী হওয়ার পিছনে। ইহুদিদের দেশ ইজরাইল, নতুন করে জানার কিছু ছিল না তার।

তিন সপ্তাহ পরে আলফানসো বেল্ড মোনকাডা চোখে অশ্রু নিয়ে তার অভিভাবকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লণ্ডন হয়ে বাগদাদে ফিরে গেলো। সামার ভিলায় ক্লান্ত সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর চেয়ারে হেলান দিয়ে তার টিমের অন্য সদস্যদের উদ্দেশ্যে বললো, এই ছোকরাটি যদি জীবিত থাকে এবং মুক্ত হয়, তাহলে মক্কায় তীর্থযাত্রা করতে যাবো।'

তার কথা শুনে দলের সদস্যরা হেসে উঠলো। তারা জানে, তাদের নেতা একজন গোঁড়া ইহুদি। সব সময়ে মোনকাডাকে তারা বলেছে, কেন যে সে বাগদাদে ফিরে যাচ্ছে, কিন্তু কেউই তা জানে না। সেটা জানা তাদের কাজ নয়। এমন কি এই চিলির যুবকটিরও জানার কথা নয়।

বাগদাদের ফিরে গিয়ে চিলির যুবকটি গুপ্তচরবৃত্তি করতে গিয়ে সব সময় ভবে, এই বুঝি AMAM-এর লোকেরা তাকে ঘিরে ফেললো। কিন্তু বাগদাদের নাগরিকদের সৌজন্যবোধ আছে, তাই তারা তার গতিবিধির দিকে কোনো সময়েই নজর দিলো না। আর সে-ও স্বচ্ছন্দে মোসাদের এজেন্ট হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে থাকলো।

আরবি ভাষায় একটি জরুরি নির্দেশ মোনকাডার কাছে এসে পৌঁছলো ১৬ই আগস্ট। ১৮ই অ াগষ্ট অপরাহ্ন পাঁচটায় পোষ্ট পোষ্ট অফিসে প্রবেশ করে সোজা এগিয়ে গিয়ে সেই নির্দিষ্ট পোষ্ট-বক্সে ভারি প্যাকেটটা ফেলে দেয় সে। এক ঘন্টা পরে পোষ্ট বক্স-এর তালা খুলে প্যাকেটটা বার করে নেয় জেরিকো। তাকে কেউ বাধা দিলো না, কিংবা গ্রেপ্তার করলো না।

এই ভাবেই এখন একটা নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো মোসাদ এবং জেরিকোর মধ্যে। এবার জেরিকো তার প্রতিটি খবর পাচারের দাম চাইলো তেল আবিবের কাছে। ভিয়েনার এক অতি জনপ্রিয় ব্যাঙ্কের নাম উল্লেখ করে সে, বালগাসির দি ব্যাঙ্ক উইস্কলার। সেই সঙ্গে সে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরও উল্লেখ করে, তার দাবীতে রাজী হয়ে যায় তেল আবিব এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কুড়ি হাজার ডলার তার সেই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হয়।

এরপর মোসাদ জেরিকোকে পরামর্শ দেয়, তার নিজের নিরাপত্তার জন্য এবার তার পরিচয় দেওয়া উচিত। বলা যায় না, যদি কখনো গোলমাল দেখা দেয়, তখন তার পশ্চিমের বন্ধুরা তাকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু জেরিকো তার প্রস্তাব শুধু প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হলো না, আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সতর্ক করে দিলো সে। চিঠি সংগ্রহ করার সময় যদি তার উপর নজর রাখার চেষ্টা করা হয়, কিংবা যে ভাবেই হোক তার একেবারে সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করা হয়, অথবা কোনো সময় তার পাওনা অর্থ যদি সে না পায়, সঙ্গে সঙ্গে তাদের

সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন করে দেবে সে।

তার সেই সতর্কবার্তাও মেনে নেয় মোসাদ, তবে অন্যভাবে তার পরিচয় জানার জন্য চেষ্টা করতে থাকে সে। তার একটা সাইকো-পোট্রেট আঁকা হলো, তার হস্তাক্ষর পরীক্ষা করে দেখা হলো, সেই সঙ্গে বিখ্যাত ইরাকিদের তালিকা তৈরী করে অনুধাবন করা হলো। তাতে জানা গেল, মাঝ-বয়সী জেরিকোর শিক্ষা মাঝারি ধরনের, একটু-আধটু ইংরিজি জানে আর তার পেশা ছিলে মিলিটারি বা কোয়াসি-মিলিটারি পর্যায়ের।

দু'বছর ধরে জেরিকোর সঙ্গে কাজ করে আলফনাসো বেঞ্জ মোনকাডা, আর সেই সব কাজের ফসল চব্বিশ-কারেট সোনার মতো খাঁটি। ইরাকের রাজনীতি। অস্ত্র-শস্ত্র, সামরিক অগ্রগতি, সমরাস্ত্র সংগ্রহ, রকেট, গ্যাস জীবাণু-বোমা এবং সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে দু'বার মিলটারি অভ্যুত্থানের খবর এই সব ফসলের অন্যতম। বেবলমাত্র ইরাকের পরমাণু অগ্রগতির ব্যাপরে ইতস্তত করেছে জেরিকো। এ ব্যাপারেও তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সে জানিয়েছিল, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয় এবং রবার্ট ওপেলহেইমারের সমকক্ষ ইরাকি আর প্রকৃতিবিজ্ঞানী ডঃ জাফর আল্-জাফরই শুধু এ ব্যাপারে অবগত। এ ব্যাপারে খুব বেশী চাপ দিলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেতে পারে।

১৯৮৯-এর হেমন্তে তেল আবিবকে জেরিকো খবর দেয়, জেরি বুলকে এখন সন্দেহ করা হচ্ছে, ব্রুসেলস-এ ইরাকি মুখাবারাত-এর একটা দল তার উপরে কড়া নজর রাখছে। বুল হচ্ছে মোসাদের ইরাকি রকেট প্রোগ্রামের প্রগতির খবরের আর একটা উৎস। সেই জন্যেই তারা তাকে সতর্ক করে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাকে সামনা-সামনি বলার কোনো উপায় ছিলো না। তার ব্যাপারে তারা কি জেনেছে বলার মতোই তারা যদি তাকে বলে দেয় যে, বাগদাদে তাদের একটা বিরাট খবরের সূত্র আছে, সেটা হবে খুবই বোকামো। ওই ধরনের খবরের উৎসের প্রকাশ করে দিতে চাইবে না সে এই কারণে যে সেটা প্রকাশ করে দিয়ে কোনো এজেন্সিই চাইবে না, তাদের খবরের উৎস ছিন্ন হয়ে যাক। আর তাই কি ব্রুসেলস স্টেশনরে নিয়ন্ত্রক কেস অফিসারের লোকেরা সারাটা হেমন্তে ও শীতে বহু ক্ষেত্রে বুলের অ্যাপার্টমেন্টে হানা দেয়। শুধু কি হান দেওয়া? তারা তার অ্যাপার্টমেন্টে তাকে সাবধান করে দিয়ে একটা বার্তা রেখে যায়য়, এবং ভিডিও টেপ রিওয়াইণ্ড করে, মদের গ্লাসের অবস্থানে পরিবর্তন এনে, পোসিও জানালা খুলে রেখে, এমন কি তার বালিশের উপরে নারীর এক গোছা লম্বা চুল রেখে দিয়ে সে হয়তো বোঝাতে চেয়েছিল তার ক্ষমতা কত না অপরিসীম।

বন্দুক ও কামান উৎপাদনের বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীকে চিন্তিত বলে মনে হচ্ছিল, বুলকে খতম করার খবরটা যখন পাওয়া গেলো জেরিকোর কাছ থেকে, তকন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তখন সেই নিষ্ঠুর কাজটা সারা হয়ে গিয়েছিল।

জেরিকোর সরবাহ করা তথ্য ও খবরা-খবর মোসাদের কাছে ১৯৯০ সালে কুয়েত দখলের জন্য ইরাকের একটা সম্পূর্ণ ছবি ফুটে উঠলো। সাদ্দাম হোসেন যে সর্বত্মক ধ্বংসের জন্য মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করতে যাচ্ছে, সে খবরের সঙ্গে জোনাথন পোলর্ড-এর দেওয়া ছবিসহ তথ্যবহুল খবর সম্পূর্ণ ভাবে মিলে যাচ্ছে। মোসদের ধারণা, এসব খবর আমেরিকাও নিশ্চয়ই জেনে গেছে, এখন আমেরিকার প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষায় রয়েছে।

এই সব তথ্য ও খবর সরবরাহের পারিশ্রমিক ১৯৯০ সালে ভিয়েনার জেরিকোর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দু মিলিয়ন ডলার পাঠাতে হয়েছে। তেল আবিব স্বীকার করে যে, তার খবরগুলো খুবই মূল্যবান ও কার্যকারী। আর তার পরেই ইরাক কুয়েত দখল করে নি এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়ে। ইউনাইটেড নেশন ২রা আগস্ট কুয়েত ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য ইরাকের কাছে নির্দেশ পাঠালো। তারপরেই ৭ই আগস্ট পশ্চিম এশিয়ায় ইকোনমিক কমিশনের অফিস গুটিয়ে ফেলা হয়, আর তাদের বিদেশী দূতদের ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

ওদিকে মোনকাডা একটা কাজ করলো। জেরিকোর কাছ থেকে সে তার শেষ সংবাদ রেখে গেলো এই বলে যে, সে এখন বিতাড়িত, অতএব সব যোগাযোগ বিছিন্ন। হয়তো সে একদিন ফিরে আসতে পারে, ইতিমধ্যে চকখড়ি দিয়ে মার্কা করা সম্ভাব্য জায়গাগুলো যেন খুঁজে দেখে জেরিকো, সেখানে তার জন্যে কিছু কাজ সে রেখে যাচ্ছে। লণ্ডনে তরুণ চিলিয়ান এই যুবকটিকে জিজ্ঞসাবাদ করা হয়, যতক্ষণ না সে ডেভিড শারনকে সন্তুষ্ট করতে পারলো, ততক্ষণ তার রেহাই ছিলো না।

অতএব এই ভাবেই চিপ বারবার এর উপরে নির্ভরশীল হতে সক্ষম হলো কোবি ড্রোর। সেই সময় বাগদাদে তার সব কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। সে যে বিশ্বাঘাতক চিনতে পারে নি, সে কথা স্বীকার করা এখন খুবই অস্বস্তিকর বটে, তবু তা সত্বেও, সামি গারসানের বিশ্লেষণ হলো, যদি কোনো আমেরিকান কখনো, আবিষ্কার করে,.........সম্ভবত সত্যিই জেরিকো নাম তাকে উল্লেখ করতেই হবে।

আট

ছয় সপ্তাহের মধ্যে ইরাকি দখলদারি সৈন্যদের মধ্যে একটা নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেলো। বিজয় অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কুয়েতে অবস্থানটা এখন সুনিশ্চিত। লুণ্ঠন অতি সহজ এবং লাভজনক, ধ্বংসের কাজটা চমকপ্রদ, আর গ্রাম্য রমণীদের ব্যবহার করাটা যথেষ্ট আরামদায়ক। সেই কোন্ ব্যাবিলনের যুগ থেকে এটাই বিজয়ীদের পথ। তবু এরই মাঝে ইরাকী সৈন্যরা এদিক-ওদিক আক্রান্ত হচ্ছে বিক্ষিপ্ত ভাবে। তাই তাদের এখন দলবদ্ধভাবে রাস্তায় চলাফেরা করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুয়েতের পক্ষে অক্টোবরের আরম্ভটা চার্চিলের সেই প্রবাদ বাক্য, শেষের শুরুর প্রতিধ্বনি হবে না, তবে সেটা হবে শুরুর শেষ।

কবরখানায় আল্‌খালিফার বার্তাটা পড়ার পর সেদিনই উত্তর দেবার কোনো উপায় ছিল না মার্টিনের। সে তার উত্তরে জানালো, হ্যাঁ, তার সঙ্গে মিলিত হতে রাজী সে, তবে তার নিজস্ব শর্তে। অন্ধকারে দেখা করতে হবে, তাই সাড়ে-সাতটার সময় মিটিং ডাকলো সে। আবু ফাউদকে গাড়ি কোথায় পার্ক করে রাখতে হবে, বলে দিলো সে। জায়গাটা আবরাক খেইতান জেলার মধ্যে। সাত তারিখে সন্ধ্যায় সাক্ষাৎকারের কথা লিখে কবরখানায় পাথরের বেদির উপরে সে তার উত্তরটা রেখে গেলো।

* * *

মেদুসা কমিটিতে ডঃ জন হিপওয়েলের আবার আবির্ভাব ঘটলো।

ডঃ হিপওয়েল তার রিপোর্ট পড়তে শুরু করলো এই ভাবে : 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের একটা শুভ খবর দিই, আমাদের বন্ধু মিঃ সাদ্দাম হোসেনের কাছে আনবিক বোমা নেই। সাদ্দাম হোসেন যখন ক্ষমতায় আসেন, অর্থাৎ সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ইরাক তার নিজের পরমাণু বোমার পিছনে পড়ে আছে। সেই সময় ফ্রান্স থেকে একটা সম্পূর্ণ পরমাণু রিএ্যাক্টর সংগ্রহ করে ইরাক, যা কিনা ১৯৬৮ সালে পরমাণু বোমা নিষিদ্ধকর চুক্তির আওতায় পড়ে না।'

'ক্ষমা করবেন,' বললো স্যার পল, 'আচ্ছা, এই রিএ্যাক্টরটি কি বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনে আনা হয়েছিল?'

'সম্ভবত তাই,' তার সঙ্গে একমত হেলো হিপওয়েল।

টেবিল চাপড়ে সমর্থন জানালো অনেকেই এ ব্যাপারে। সবাই জানে সেলাফিল্ডে পাওয়ার গ্রিড-এর জন্য ব্রিটিশ রিএ্যাক্টর বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে প্রান্তিক-দ্রব্য হিসেবে প্লুটোনিয়ামও উৎপাদিত করে থাকে।

'তাই ইজরাইলিরা ধ্বংসের কাজে নেমে পড়ে,' বলতে থাকে হিপওয়েল 'প্রথমেই তাদের কমাণ্ডো টিম জাহাজে তোলবার আগে একটি বিরাট টার্বাইন ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে প্রোজেক্টটা দু'বছর পিছিয়ে যায়। তারপর ১৯৮১ সালে সাদ্দাম-এর বহুমূল্যবান এক ও দু নম্বর ওসিরাক প্ল্যান্ট শুরু হওয়ার ঠিক আগে ইজরইলি ফাইটার বোম্বার বিমান ধ্বংস করে দেয় সেটা। তারপর থেকে আর একটি রিএ্যাক্টর কিনতে গিয়ে কখনোই সফল হননি তিনি। কিছু সময় পরে তিনি তাঁর চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে যান।

'কেনই বা তিনি তা করতে গেলেন?' জানতে চাইলো হ্যারি সিনক্লেওয়ার।

'ইউরেনিয়ামের ব্যাপারটা খুবই সহজ,' বললো প্রকৃতিবিজ্ঞানী।' 'খুন এমন এক রকমের তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে যা কিনা ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার কাজে লাগতে পারে। কিন্তু কার্যকর আনবিক বোমা তৈরীর জন্যে একমাত্র ইউরেনিয়াম-এর প্রয়োজন। আর সেই কারণেই তিনি ১৯৮২ সাল থেকে ইউরেনিয়াম নির্ভর অনবিক বোমার পিছনে লেগে আছেন। যদিও সাদ্দাম সেটা পাননি, তবু তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, আর একদিন না একদিন তিনি ঠিক পাবেনই।'

'সাদ্দাম হোসেনের হাতে আনবিক বোমা যে নেই, এতো নিশ্চিত আপনি হলেন কি করে?' জিজ্ঞাসা করলে স্যার পল।

'এ তো খুবই সহজ ব্যাপার,' উত্তরে বিজ্ঞানী বললো, 'এটা হলো সময়ের ব্যাপার। আনবিক বোমা তৈরীর পিছনে খুব বেশী সময় তিনি খরচ করেন নি। আর এ ধরনের বোমা তৈবী করতে হলে কম করেও ৩৫ কিলোগ্রাম ইউরেনিয়মের প্রয়োজন হয়।' 'আর এই ৩৫ কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম ১৯৯৩ সালের আগে পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারেন নি তিনি, এই তো?' তাদের কথায় বাধা দিয়ে বললো সিনক্লেয়ার।

'আমার শেষ প্রশ্ন, যদি তিনি প্রয়োজনীয় ইউরোনিয়াম পান, ঠিক কতো দিনে আনবিক বোমা তৈরী করতে সক্ষম হবেন তিনি।'

'খুব বেশী সময় লাগবে না। মাত্র কয়েক সপ্তাহ।'

'কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, সাদ্দাম হোসেনের হাতে খাঁটি ইউরেনিয়াম এখনে এসে পড়েনি,' বললো ডঃ হিপওয়েল। 'কম করেও তিনটি বছর পিছিয়ে আছেন তিনি।'

ডঃ হিপওয়েলের এইসব মূল্যবান বিশ্লেষণের জন্যে তাকে অজস্র ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভা শেষ হয়ে যায়।

এরপর সিনক্লেয়ার তার দূতাবাসে ফিরে গিয়ে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু কপি করে অত্যন্ত গোপন কোড-এ পাঠিয়ে দেবে আমেরিকায়। সেখানে আমেরিকান কাউন্টারপার্ট, সান্দিয়া, লস এ্যালমেস এবং মূলতঃ ক্যালিফোর্নিয়া লরেন্স লিভাররোনের ল্যাবরোটারির বিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণের সঙ্গে তার নোটগুলো মিলিয়ে দেখা হবে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং পেন্টাগনের হয়ে ডিপার্টমেন্ট / এই সব ল্যাবরোটারিতে বছরের পর বছর ধরে সারা বিশ্বে পরমাণু টেকনোলজির প্রসার নিয়ে উপদেষ্টার কাজ করে যাচ্ছে। যদিও সিনক্লেয়ার-এর সেটা জানা নেই, তবে ব্রিটিশ ও আমেরিকান টিম-এর পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে, তারা পরস্পর স্বীকার করে নিয়েছে, সেখানে উল্লেখযোগ্য প্রগতি ঘটেছে এই পরমাণু বোমা তৈরীর ক্ষেত্রে।

টেরি মার্টিন এবং সাইমন প্যাক্সম্যানও সেই আলোচনা সভা ত্যাগ করে চলে যায় এবং রৌদ্রকরোজ্জ্বল অক্টোবরের শুরুতে তাদের ঘোরাফের করতে দেখা যায় হোয়াইট হলে।

'যাক, অনেক স্বস্তি পাওয়া গেল এখন,' বললো প্যাক্সম্যান। 'বৃদ্ধ হিপওয়েল খুবই একরোখা মানুষ। আপাতদৃষ্টিতে আমেরিকানরা সবই মেনে নিয়েছে, ওই বেজন্মা লোকটার ধারে-কাছে আনবিক বোমার কোনো অস্তিত্ব নেই।

অক্টোবরে ইরাকের আকাশ পথে আমেরিকা একটা নতুন স্যাটেলাইটের প্রবেশ ঘটালো পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের জন্যে। ব্যাপারটা এতোই গোপনীয় যে, ক্যাপিটাল হীল পর্যন্ত অবগত ছিলো না। সেটার সাংকেতিক নাম হলো অরোরা, গতি ঘন্টায় ৫,০০০ মাইল, ইরাকি র‍্যাডার যন্ত্রে কিংবা মিসাইল-এরও ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিলো সেটা। এমন কি মৃতবৎ রাশিয়া তার কারিগরি বিদ্যা প্রয়োগ করেও অরোরার হদিশ করতে পারবে না। আর এই অরোরাই রূপকথার SR-71 ব্ল্যাকবার্ড-এর স্থলাভিষিক্ত। প্রায় চল্লিশ বছর আগে ছদ্মনাম ড্রাগন লেডি, U-2 এক সময় অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ছবি পাঠাতো। সেটা কামানবিদ্ধ করে নামানো হয় সাইবেরিয়ায়। আর ১৯৬২ সালে গ্রীষ্মে কিউবায় যে সোভিয়েত রাশিয়া মিসাইল ব্যবহার করেছিল, তার ছবি পাঠিয়েছিল এই U-2।

১৯৯০-এর U-2-কে নুতন ভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে 'পর্যবেক্ষক'-এর চেয়ে 'শ্রোতা' হিসেবে কাজ করবার জন্যে। আর TR-1-কে নতুন ডিজাইন-এ তৈরী করা হয়েছে।

প্রফেসর, বিজ্ঞানী, বিশ্লেষণকারী, পর্যবেক্ষক সাক্ষাতকারী এবং গবেষকদের খবর থেকে ১৯৯০-এর হেমন্তে ইরাকের যে ছবিটা তৈরী হয় সেটা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে বিশ্বমানবের কাছে।

* * *

সাইমন প্যাক্সম্যানকে ফোন করলো টেরি মার্টিন। 'আমি জানি, আমি একজন ভাই। কিন্তু GCHQ-এর সঙ্গে আপনার কি কোনো যোগাযোগ আছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললো প্যাক্সম্যান। 'বিশেষ করে আরবি সার্ভিস-এ। সেখানকার ডাইরেক্টরকেও আমি চিনি বৈকি। বলুন কি করতে হবে আমাকে?'

'দয়া করে ফোন করে আপনি তাঁকে বলবেন, যদি তিনি আমার সঙ্গে একবার দেখা করেন.......?'

'হ্যাঁ, তা পারবো বলে মনে হয়। তা আপনি এখন কি ভাবছেন বলুন তো?'

'বর্তমানে ইরাকের ঘটনা সম্পর্কে আমি চিন্তিত। অবশ্যই সাদ্দামের বক্তৃতা আমি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি। আর টেলিভিশনে তাদের ভয়ঙ্কর আক্রমণের ছবিও আমি দেখেছি। আমি একন দেখতে চাই, এসব ছাড়া ইরাকের প্রচারমন্ত্রীর প্রচার সম্পর্কে অন্য আরো কোনো তথ্য জানা যায় কিনা।'

'হ্যাঁ, তার পারবো বলে মনে হয়। তা আপনি এখন কি ভাবছেন বলুন তো?'

'হ্যাঁ, GCHQ-এর সেটা জানা থাকতে পারে,' স্বীকার কলো প্যাক্সম্যান। 'ঠিক আছে, আমি তাকে ফোন করে আপনার ইচ্ছার কথাটা জানিয়ে দেবো।'

সেদিনই অপরাহ্ণে গ্লুস্টারশায়ারে ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স M-15 এবং M-16-এর পাশে সরকারী যোগাযোগ-এর হেডকোয়ার্টারে টেরি মার্টিনকে হাজির হতে দেখা গেলো।

সিয়েন প্লামার আরবি সার্ভিসেস-এর ডাইরেক্টর। মিঃ আল্-খৌরি তারই অধীনে কাজ করেছিল। আর এই খৌরি চেলসি রেস্তোরাঁয় এগারো সপ্তহে আগে মার্টিন-এর আরবি ভাষায় জ্ঞান সম্পর্কে যাচাই করে দেখেছিল, যা টেরি মার্টিন কিংবা প্লামার কেউই জানতো না।

চা-এর কাপ হাতে নিয়ে প্লামার জিজ্ঞাসা করলো, 'এখন বলুন, আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?' মার্টিন তখন তাকে ব্যাখ্যা করে বলে, সে দেখেছে মাঝপথে আরব থেকে ইরাকে খবর পাচার রোধে বাধা সৃষ্টি করার বড়ই অভাব। খবরটা শোনার পর প্লামারের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠতে দেখা গেলো।

'আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি তো জানেন, আমাদের আরব বন্ধুরা গত কয়েক বছর ধরে এ ব্যাপারে চেষ্টা করেও সফল হতে পারে নি। এখন হয় তাদের জাতীয় চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে, কিংবা—'

'মাটির তলায় কেবল্—' তার অসমাপ্ত কথায় খেই ধরিয়ে দেয় মার্টিন।

'এ এক মূল্যবান খবর বটে। আমিও জানি, সাদ্দাম হোসেন আর তাঁর ছেলেরা মাটির নিচে ৪৫,০০০ মাইল দীর্ঘ পথে ফাইবার অপটিক যোগাযোগ কেবল্ বসিয়েছে। সেই পথেই তারা এখন তাদের গোপন খবরাখবর আদান প্রাদান করে চলেছে।' একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলে প্লামার, 'কিন্তু জরুরী আর অতি গোপনীয় খবর ফোন-এর মারফত সারা হচ্ছে। তা আপনি এখন কি দেখতে চান?' পরবর্তী চারঘন্টা ধরে ইরাকের গোপন খবরা-খবর ট্যাপ করার সম্ভাব্য উপায়গুলো খুঁজে বার করার পথগুলোর উপরে চোখ বুলোতে থাকলো। তার মধ্যে বেতার ঘোষণা অন্যতম। তবে সে এখন অদ্ভুত ফোন-কলের দিকে নজর দিচ্ছে, ভুল করে মুখ ফসকে বলা যদি কোনো গোপন খবর সংগ্রহ করা যায়। অবশেষে ফাইলটা বন্ধ করে বললো সে।

আবু ফাউদকে ঠিকানাটা দেবার পর দু'দিন কেটে গেছে, ৯ই অক্টোবরের রাতের আগে তেমন কিছুই ঘটতে দেখা গেলো না। এখনো সে দিবা-রাত্র নজর রেখে যাচ্ছে। ৯ই আগষ্ট সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার আগে যদি ইরাকি সৈন্যরা এসে পৌছোয়, সে তখন বুঝতে পারবে কে বিশ্বাসঘাতকতা করলো, আবু ফাউদ কি নিজেই! ঠিক সাড়ে সাতটা, সে তার কব্জিঘড়ির দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিলো। এবার কুয়েতি কর্ণেল ফোন করবে তাকে, এরকমই নির্দেশ দেওয়া ছিলো।

হ্যাঁ, ঠিক সেই মুহূর্তে শহরের অপর প্রান্ত থেকে রিসিভার তুলে একটা নম্বর ডায়াল করলো আবু ফাউদ। তৃতীয়বার রিং হওয়ার পর উত্তর পাওয়া গেলো। 'সালাহ?' 'কে, কে আপনি?'

'আমরা কখনো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইনি, কিন্তু আপনার সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা আমি শুনেছি, যেমন আপনি একজন আমাদের একান্ত অনুগত আর সাহসী। লোক আমাকে আবু ফাউদ বলেই জানে।' অপর প্রান্ত থেকে একটা বিস্ময়সূচক ধ্বনি ভেসে এলো দূরভাসে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম সালাহ, আপনার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন। আমরা কি আপনার সাহায্য আশা করতে পারি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন নয় আবু ফাউদ? বলুন আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে হবে?'

'আমাকে নয়, আমার এক বন্ধুকে। আহত এবং অসুস্থ সে। আমি জানি, আপনি একজন কেমিস্ট। এখনি আপনি একবার প্রয়োজনীয় ওষুধপত্তর, ব্যাণ্ডেজ, এ্যান্টিবায়োটিক, পেন-কিলার সঙ্গে নিয়ে চলে আসুন। ভালো কথা, বেদুইন-এর নাম আপনি কি শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি তাঁকে চেনেন নাকি?'

'কিছু মনে করবেন না, কয়েক সপ্তাহ হলো আমরা এক সঙ্গে কাজ করছি। আমাদের কাছে ভয়ঙ্কর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি তিনি।'

'ঠিক আছে, দোকান থেকে প্রয়োজনীয় ওই সব ওষুধপত্তর কিনে নিয়ে আমি এখনি তাঁর কাছে যাচ্ছি। আর ওঁর দেখা আমি কোথায় পাবো বলুন তো?'

শুওয়েখ-এর একটা বাড়িতে আছেন তিনি, নড়তে চড়তে পারেন না। কাগজ পেন্সিল নিয়ে ঠিকানাটা লিখে নিন।' ঠিকানাটা লিখে নিয়ে সালাহ্ বললো, 'আবু ফাউদ, আমি এখনি বেরিয়ে পড়ছি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো আবু ফাউদ। বেদুইন বলেছে, যদি কিছু না ঘটে আর কেমিস্ট চলে গেলে ভোরে ফোন করবে সে তাকে।

সাড়ে আটটার আগেই মাইক মার্টিন শোনার চেয়ে নিজের চোখে দেখলো একটা ট্রাক নিঃশব্দে চলার গতি মন্থর করে দিয়ে একটুপরেই আবার গতি বাড়িয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো। নিজের মনে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো মার্টিন, দ্বিতীয় ট্রাকটিও সেই একই কাজ করলো। প্রতিটি ট্রাক থেকে শান্ত ভাবে কুড়িটি করে লোক নেমে গেলো। গ্রীন বেরেটস জানে, তারা কি করতে যাচ্ছে। একজন সামরিক পোশাকের অফিসারের নেতৃত্বে সৈনিকরা সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলে। রাস্তা খুঁজে বার করবার জন্যে সৈনিকদের একজন অসামরিক লোকের প্রয়োজন ছিলো। অসামরিক ব্যক্তিটি একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নাম্বারপ্লেট দেখে ইঙ্গিত করলো, হ্যাঁ, এই সেই বাড়ি, যেটা তারা খুঁজছে। ক্যাপ্টেন-ইন-চার্জ দ্রুত তার সঙ্গে আলোচনা করে পনেরো জন সৈনিককে পার্শ্ববর্তী গলিপথে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ির পেছনটা ঘিরে ফেললো। বাকি সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে ছোট্ট একটা বাগানের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো। বাগানে প্রবেশ করে ক্যাপ্টেন দেখলো তালা লাগানো। সে তখন তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকটির দিকে তাকালো। সৈনিকটি তখন অটোমেটিক রাইফেল থেকে তালা লক্ষ্য করে একবার গুলি ছুঁড়তেই খুলে গেল দরজা। ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে গ্রীন বেরেটস দ্রুত ঘরের ভেতরে ছুটে গেল।

ক্যাপ্টেন ও বাকি সৈনিকরা ছুটলো মাস্টার বেডরুমের দিকে। AMAM-এর কর্নেল সাবিবি চাইছিল সেই ঘরের বাসিন্দাকে জীবিত অবস্থায় জিজ্ঞসা করবার জন্যে। সামনের দিকে ছুটে যেতে গিয়ে তরুণ অফিসারটি একটা অস্বাভাবিক বাধা অনুভব করলো। তার হাঁটুর নিচে নাইলনের দড়ি জড়িয়ে গেছে তখন। তারপরেই সে তার লোকেদের চিৎকার শুনতে পেলো পিছন দিক থেকে। তার চোখে পড়লো মাটি মাখা দলা পকানো একটা আঙারাখা ধরনের পোশাক আর তরমুজের মতো একটা জিনিস কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাগে উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। দরজা পথে কেমিস্টটি দাঁড়িয়ে, কাঁদছে সে, তাকে অপমান করবার মতো যথেষ্ট সময় সে পেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই..............।

চার পাউণ্ডের সিমটেক্স-H, শব্দ কম হয়, দেখতেও খুব বেশী বড় নয়। প্রতিবেশীদের বাড়িগুলো পাথরের ও কংক্রীটের, তাই এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেলো বাড়িগুলো। কিন্তু যে বাড়িতে ইরাকি সৈন্যরা ছিলো, কার্যত, সেটা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেলো। বাড়ির ছাদের টালিগুলো পড়ে বেশ কয়েকশো গজ দূরে গিয়ে পড়েছে।

ওদিকে বেদুইন তার হাতের কাজ দেখে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করেনি। সে তখন দু-দুটি রাস্তা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল। দূর থেকেই বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এলো তার কানে মুখে তার জয়ের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। পরদিন রাতের অন্ধকারে কুয়েতে দ্বিতীয়বার আবু ফাউদ-এর সঙ্গে দেখা করলো বেদুইন শেরাটন থেকে ২০০ গজ দূরে একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে, কাছে ছিলো, প্রায় ডজন খানেক ইরাকি সিনিয়র অফিসাররা।

ওদিকে সেদিন রাতে একটা নির্জন রেস্তোরাঁয় টেরি মার্টিন মদের গ্লাস হাতে অপেক্ষা করছিল তার এক অতিথির জন্যে। কয়েক মিনিট পরেই এলো সেই অতিথিটি—বয়স্ক, ধূসর চুল, চোখে চশমা। চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে রাখে সে।

'মোশি, এই যে আমি এখানে।' টেরি মার্টিনের কাছে ছুটে গেলো মোশি, উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলে সে তাকে।

ইজরাইলি বয়স্ক লোকটি ডঃ মার্টিনের বাবার বয়সী হলে হবে কি তাদের দুজনের সম্পর্ক বন্ধুর মতো এবং সেটা উভয়ের স্বার্থেই বটে। দুজনেই প্রাচীন মধ্য-প্রাচ্য আরব সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ভাষার ছাত্র ছিলো এক সময়।

পুরনো সেই দিনে ফিরে গেলো প্রফেসর মোসি হাদারি। তরুণ বয়সে আর্মি জেনারেল ইগেয়েল ইরাকিদের সঙ্গে এক যোগে পবিত্র ভূমির খনন কার্য চালিয়েছিল।

'আচ্ছা টেরি, তোমার কি মনে হয়, কুয়েত ছেড়ে সাদ্দাম কি চলে আসবেন?' জিজ্ঞেস করলো প্রফেসর।

'না, পরিষ্কার ভাবে তাঁকে কিছু সুযোগ-সুবিধা না দিলে সেখান থেকে এক চুলও নড়বেন না তিনি। তবে তিনি যদি নগ্ন আক্রমণ চালান, তাঁর পতন অনিবার্য।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো হাদারি।

'এতো অপচয়', বললো সে, 'আমাদের সারাটা জীবন, সব কেমন ব্যর্থ? এই পৃথিবীর মাটিতেই মধ্য-প্রাচ্যকে স্বর্গ করে তোলবার মতো পর্যাপ্ত অর্থ, প্রতিভা, যুবকদের প্রাণ, সব কি খরচের খাতায় চলে যাবে? আচ্ছা টেরি, একান্তই যদি যুদ্ধ শুরু হয়, ব্রিটিশ কি আমেরিকানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে?'

'অবশ্যই। চিন্তা করবেন না এটা এমনি একটা মধ্য-প্রাচ্য লড়াই যে, আশাকরি ইজরাইল হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না, এ যুদ্ধে তারা আমাদের সামিল হবে।'

'হ্যাঁ, আমি তা জানি', 'বিমর্ষ গলায় বললো প্রফেসর, 'কিন্তু কতোই না প্রাণ যাবে।' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মোশির হাত চাপড়ে বললো মার্টিন, 'দেখুন, মোশি, এই লোকটিকে স্তব্ধ করতেই হবে, সর্বাত্মক ধ্বংসের অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যাপারে তিনি যে কতদূর এগিয়েছেন, এ খবরটা মনে হয় ইজরাইল অবশ্যই জানে। সত্যি বলতে কি এই তথ্যটি আমরা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছি। আর এ ব্যাপারে আপনারাও যদি—'

'আমাদের লোকেরা তো সাহায্য করছে। সম্ভবত আমরা তাঁর প্রধান লক্ষ্য!'

'হ্যাঁ, বিশ্লেষণ করলে তো সেরকমই মনে হয়,' বললো মার্টিন। 'কিন্তু আমাদের মূল সমস্যাটা কি জানেন, বাগদাদ থেকে উচ্চ-পর্যায়ের ইনটেলিজেন্স-এ আমাদের কোনো লোক নেই, না ব্রিটিশ না আমেরিকান, এমন কি আপনাদেরও নেই। তাই সেখানে কি ঘটছে, বা ঘটতে যাচ্ছে, তার জানবার উপায়ও আমাদের নেই।'

মিনিট কুড়ি পরে নৈশভোজের শেষে প্রফেসর হাদারিকে তার হোটেলে ফিরে যাবার জন্য ট্যাক্সিতে উঠে বসতে দেখলো টেরি মার্টিন।

প্রায় মধ্যরাতে বাগদাদের হাসান রহমানির নির্দেশে কুয়েতের তিনটি বেতার তরঙ্গে বার্তা প্রেরণের স্টেশন স্থাপিত হলো। আরদিয়া ডিস্ট্রিক্ট-এ একটা বিরাট বিল্ডিং-এ ছাদের স্টেশনটা স্থায়ী, এবং অপর দুটি ভ্রাম্যমান স্টেশন। এই সব রেডিও স্টেশনের ক্রুরা রহমানির নিজস্ব কাউন্টার ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের লোক,

নিদ্রাবিহীন রাত্রী কাটালো প্রফেসর হাদারি। তার বন্ধু তাকে এমন কিছু বলেছিল যার জন্যে গভীর ভাবে চিন্তিত সে। একজন অতি বিশ্বস্ত ইজরাইলি হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় সে। ইয়াফার বাইরে তার জন্ম। ইয়াফা ছিলো প্যালেস্টাইন আরবদের অতি ব্যস্ত বন্দর। খুব ছোটো বয়স থেকেই আরবি ভাষা শিখেছিল সে। তার দুই পুত্রের মধ্যে একটি দুর্ভাগ্যক্রমে মারা যায় দক্ষিণ লেবাননে। পাঁচটি ছোটো ছোটো নাতি-নাতনীর পিতামহ সে। তাই কে বলবে, সে তার দেশকে ভালোবাসেনি, দেশের মঙ্গল চায় নি?

হোটেল ছেড়ে বিমানবন্দরে যাওয়ার মাঝপথে ট্যাক্সি থেকে নেমে বেসওয়াটার ফ্ল্যাটে টেরি মার্টিন ফোন করলো হাদারকে।

'টেরি, আমি কথা বলছি। আমার হাতে খুব বেশী সময় নেই। তোমার লোকজনদের বলো, বাগদাদের ভেতরে ইনস্টিটিউটের একটা উচ্চ পর্যায়ের উৎস আছে। জেরিকোর কি হলো তাদের জিজ্ঞাসা করতে বলো। বিদায়, প্রিয় বন্ধু বিদায়।'

'এক মিনিট মোশি, আপনি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত?

'তাতে কিছু এসে যায় না। মনে হয় তুমি আমার কাছ থকে কখনো কোনো খবর শোনোনি। যাইহোক, বিদায়।'

তারপরেই ফোনটা কেটে দিয়ে হিথ্রো বিমানবন্দরের দিকে এগিয়ে চললো, প্রফেসর হাদার। কাঁপছিল সে তার অপরাধের কথা ভেবে, এ কি করলো সে? কি করে সে টেরি মার্টিনকে বলবে, বাগদাদে জেরিকোর প্রথম চিঠির উত্তর আরবি ভাষায় ইউনির্ভাসিটির যে প্রফেসরটি দিয়েছিল, সে নিজেই?'

দশটার পরে সেনচুরি হাউসের প্যাক্সম্যান টেরি মার্টিনের ফোন পেলো। 'মধ্যাহ্নভোজ? আমি দুঃখিত, পারবো না। সম্ভব হলে বরং কাল', বললো প্যাক্সম্যান।

'খুব দেরী হয়ে যাবে। ব্যাপরটা খুব জরুরী প্যাক্সম্যান।'

প্যাক্সম্যান ভাবলো, এই শিক্ষিত লোকটি হয়তো সম্প্রতি কুয়েতে ইরাকি বেতার ভাষণের কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে থাকবে, আর সেটাই সে তাকে শোনাতে চাইছে। 'কিন্তু তবু আমি আপনাকে মধ্যাহ্নভোজের সময় দিতে পারছি না। এখানে এখন অনেক কাজ, কনফারেন্স ইত্যাদি রয়েছে। দেখুন, বড় জোর ড্রিঙ্ক-এর সময় দিতে পারি, আধঘন্টার জন্যে ওয়াটার ব্রীজ-এর নীচে পাব-এ ধরুন বারোটার সময়।'

'সেই যথেষ্ট। তাহলে আমরা ওই সময় মিলিত হচ্ছি', বললো মার্টিন।

ঠিক দুপুরে তারা বিয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে আলোচনায় বসলো। মাথার উপরে রেলওয়ে ব্রিজ, দক্ষিণাঞ্চলের রেলপথ—কেন্ট, সাসেক্স এবং হ্যাম্পায়ার যাওয়ার ট্রেন চলাচলের পথ। কোনো রকম উৎসর সূত্রটা না বলেই আজ সকালে মার্টিন যে খবরটা শুনেছিল তা বললো প্যাক্সম্যান।

'কে আপনাকে বলেছে?'

'বলতে পারবো না। তবে সে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক। ব্যাস্, এই পর্যন্ত।'

একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের সঙ্গে টেরি মার্টিনের বন্ধুত্ব, ভাবল প্যাক্সম্যান, নিশ্চয়ই সে একজন আরবিয়্যান। মোসাদের সমর্থক হতে পারে। যাইহোক, কোনো রকম দেরী না করে খবরটা সেনচুরি হাউসে পাঠিয়ে দিতে হবে। মার্টিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো সে পাব থেকে।

স্টিভ লেইং সেনচুরি অফিসেই ছিলো। তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে খবরটা দিলো প্যাক্সম্যান। সঙ্গে সঙ্গে লেইং নিজে ছুটলো তার চিফ-এর কাছে। স্যার কলিন কখনো অবন্তর কথা বলেন না। এ হেন লোক খবরটা শোনমাত্র মন্তব্য করের উঠলেন, 'জেনারেল কোবি ড্রোর অত্যন্ত বিরক্তিকর লোক।' তারপর তিনি তাঁর মধ্যাহ্নভোজ বাতিল করে গোপন লাইনে CIA-এর ডাইরেক্টর বিচারপতি উইলিয়াম ওয়েবস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

ওয়াশিংটনে তখন সবে মাত্র সাড়ে আটটা। তিনি তাঁর ব্রিটিশ সহকর্মীর কাছ থেকে খবরেব উৎস জেনে নিরাশ হলেও তিনি মানতে রাজী হলেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা এড়ানো যায় না।

মিঃ ওয়েবস্টার তখনি ডেপুটি ডাইরেক্টর (অপারেশন) বিল স্ট্যুয়ার্টকে খবরটা দিতেই সে তো রাগে ফেটে পড়লো। সে-ও তখনি মধ্য-প্রাচ্যের অপারেশন বিভাগের প্রধান চিফ বারবার-এর সঙ্গে আধঘন্টা ধরে আলোচনা করলো এ ব্যাপারে। এমন কি বারবারও প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ। কারণ হারজিলার বাইরে পাহাড়ের উপরে মধ্য-প্রাচ্যের অফিস বিল্ডিং-এ জেনারেল ড্রোর-এর মুখোমুখি হয়ে বসে আলোচনা করে এসেছিল এই সেদিন সে। কিন্তু এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ড্রোর যা বলেছে সবই মিথ্যে।

দুপুরের মাঝামাঝি ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল-এর চেয়ারম্যান ব্রেন্ট স্কোক্রফট-এর সঙ্গে আলোচনায় বসল উইলিয়াম ওয়েবস্টার। পরে এই ব্যাপারটা নিয়ে ব্রেন্ট আলোচনা করেন প্রেসিডেন্ট বুশ-এর সঙ্গে। সেই সঙ্গে ওয়েবস্টার কি চান সেটাও তিনি জানিয়ে দেন এবং এ ব্যাপারে যে কোনো রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে

পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হলো তাঁকে। স্টেট সেক্রেটারি জেমস বেকারের সহযোগিতা চাওয়া হলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলো। সেইদিনই রাত্রে তেল আবিবে একটা জরুরী বার্তা পাঠালো স্টেট ডিপার্টমেন্ট।

সেই সময় ইজরাইল-এর ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রি ছিলেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, সুপুরুষ, সম্ভ্রান্ত, মধ্যবয়সী ডিপ্লোম্যাট। তিনি হলেন জনাথন নেতানিয়াহুর ভাই, যিনি একমাত্র ইজরাইলি ইদি আমিন-এর এনটেব বিমানবন্দরে নিহত হন একটি ফরাসী হাইজ্যাক করা বিমান থেকে ইজরাইলি কমাণ্ডোর যাত্রীদের উদ্ধার করবার সময়। প্যালেস্টাইন এবং জার্মান টেররিস্টরা বিমানটা হাইজ্যাক করেছিল। আমেরিকায় শিক্ষিত বেনিয়ামিন-এর জাতিয়তাবোধ ছিলো অতি প্রগাঢ়। এই কারণে আইজ্যাক শামির-এর লিকুড সরকারের সদস্য ছিলেন তিনি এবং পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমের কাছে ইজরাইল-এর মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতেন।

দু'দিন পরে ১৪ই অক্টোবর ওয়াশিংটন এসে পৌছোলেন তিনি। একটা জরুরী আলোচনার জন্যে স্টেট ডিপার্টমেন্ট-এর ডাক পেয়ে তাঁকে খুবই বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। তার ওপর ডেপুটি সেক্রেটারি লরেন্স ঈগলবার্গার-এর সঙ্গে আলোচনার সময় ২রা আগস্টের পর থেকে মধ্য প্রাচ্যে ইরাকের আক্রমণে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে আরো বিভ্রান্ত হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর সেই আহ্বায়ক, লোকটির ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য যে কতখানি তা কি তিনি জানতেন? পত্র দাতার লিমোসিন গাড়ি অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্যে। দু'ঘন্টা পরে, জর্জটাউনে পূর্ব-নির্ধারিত একটি বাড়িতে তাঁকে যেতে হবে। তিনি তাঁর সেক্রেটারিকে ইজরাইলি দূতাবাসের লাগেজ-পত্তর রেখে দিয়ে জর্জটাউনে তাঁর সঙ্গী হতে বললেন। সেখান থেকে ডালাস-এ যাবেন তাঁরা।

বাড়িটা তিনি এর আগে কখনো দেখেন নি, তবে সেটা যে জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি থেকে ৩০০ গজ দূরে এম. স্ট্রীট হবে, এমনই একটা ধরণা ছিলো তাঁর।

'প্রিয় বিবি, এখানে আসার জন্যে আপনি যে সময় করতে পেরেছেন তা সৌভাগ্য।

সাউল নাথানসন একজন ব্যাঙ্কার এবং ফাইনেন্সার, এই পেশায় আজ তিনি একজন বিরাট বিত্তবান পুরুষ। ইজরাইলি রাজনীতিবিদ-এর মতো তিনি একজন বেশ মার্জিত পুরুষ ধূসর রঙ-এর চুলে সিল্কের শার্টে দারুণ মানিয়েছিল তাঁকে। ফায়ার প্লেসের সামনে একটা দামী লেদার ক্লাবের চেয়ারে তিনি তাঁর অতিথিকে আসন গ্রহণ করতে বলে বললেন, 'বন্ধু, আমাদের আলোচনা সময় আমি ভেবেছি, একটা বিশেষ কিছু জিনিষ আপনার উপভোগ করা উচিত।'

লাল মদের দু'টি লালিকিউ গ্লাস এগিয়ে দিল বার্টলার তাঁদের দিকে। তাতে চুমুক দিলো ইজরাইলি। প্রশ্ন চোখে ভুরু তুলে তাকালেন নাথানসন।

তারপরেই তাঁদের আলোচনায় মধ্য-প্রাচ্যের প্রসঙ্গ এসে পড়লো।

'এ যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে বহু আমেরিকান যুবক মারা যাবে, মৃত্যুর সংখ্যা যতো কম হয়, মানবতার দিক থেকে আমাদের সেটা চেষ্টা করা উচিত।'

'তা এই যুদ্ধের হোতাই বা কে? সত্যি সত্যি এ ব্যাপারে ইজরাইলি ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কোনো ধারণাই ছিলো না।

'সাদ্দাম,' ফায়ার প্লেসের আগুনের দিকে তাকিয়ে বললেন নাথানসন, 'তিনিই আমাদের এখন ভয়ঙ্কর ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছেন। তাঁকে রুখতেই হবে। অন্য সব প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চেয়ে ইজরাইলের কাছে সক থেকে বেশী ভয়ের কারণ তিনি।'

'একথা তো আমরা বহু বছর ধরে বলে আসছি। মনে আছে আমরা যখন তাঁর সেই নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্ট বোমা মেরে উড়িয়ে দিলাম, আমেরিকা আমাদের অভিযুক্ত করেছিল।'

'কার্টারের লোকেরা? অবশ্যই সেটা তাদের মূর্খামি, আমরা উভয়েই সেটা বেশ ভালো করেই জানি। গাঁলফ-এ আমার এক ছেলে কাজ করে।'

সে যেন নিরাপদে ফিরে আসে, এটাই আমার প্রার্থনা।'

'ধন্যবাদ বিবি, ধন্যবাদ। প্রতিদিন, আমিও তাই প্রর্থনা করে থাকি। এই মুহূর্তে আমাদের সহযোগিতার

মধ্যে কারোর এতটুকু কার্পণ্য যেন না থাকে। তাই তো আমি আপনাদের সাহায্য চাইছি বেনিয়ামিন, নিহত সৈনিকের সংখ্যা কমের দিকে রাখতে হবে। আমাদের উভয়ের অবস্থা এখন একই, তাই নয় কি? আমি একজন আমেরিকান, আর আপনি হলেন গিয়ে একজন ইহুদি।'

'হ্যাঁ, আমি একজন ইজরাইলি,' বিড় বিড় করে জোর দিয়ে বলেন নেতানিয়াহু।

'বেশ তো, আপনি আমাকে কি করতে বলেন?' জিজ্ঞাসা করলেন বেনিয়ামিন।

সাউল নাথানসন তাঁর মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, 'বাগদাদে একজন লোক আছে, তার সাংকেতিক নাম হলো জেরিকো.........'

কথাটা তিনি শেষ করা মাত্র চিন্তিত সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘরে ফেরার বিমান ধরবার জন্যে ডালাস বিমনবন্দরের পথে রওনা হয়ে গেলেন।

মহম্মদ ইবন কাসেম স্ট্রীট এবং ফোর্থবিং রোড-এর সংযোগস্থলে দূর থেকে রাস্তা অবরোধ দেখতে পেয়ে মাইক মার্টিন ভাবলো একবাব U -টার্ন করে ফিরে যাবে সে। কিন্তু বাস্তাব প্রতিটি দিকে ইরাকি সেনারা অবরোধ কবে বেখেছে। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই দীর্ঘ গাড়ির লাইনে সে তার সাদা রঙের ভলভো এস্টেট গাড়িতে আপেক্ষা কবে বসে রইলো।

সে যখন বাড় থেকে দক্ষিণ মরুভূমিব পথে বেরিয়েছিল তখনোও গভীর রাতে ডুবেছিল কুয়েত সিটি। সে বেরিয়েছিল দক্ষিণ মরুভূমিতে লুকিয়ে রাখা অবশিষ্ট অস্ত্র-সস্ত্রগুলো সংগ্রহ করার জন্যে, সেগুলো আবু ফাউদকে দেওয়ার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভোরের আগেই সেগুলো সে তাব এস্টেট গাড়ির পিছনের আসনে তুলে নিয়েছিল। বেদুইন-এব ছদ্মবেশ পরিবর্তন করাব ফলে সাদা পোশাকে একজন কুয়েতি চিকিৎসকের মতো দেখতে হয়েছে তাকে এখন।

শেষ পর্যন্ত তার গাড়ির ঠিক আগেব গাড়িটা চেকপয়েন্টেব সামনে হাজিব হতেই সার্জেন্ট-ইনচার্জ তার পরিচযপত্রেব তোয়াক্কা কবলো না। কিন্তু তাব গাড়ির পিছনের আসনে বড় বড় বক্সগুলো দেখে তার ভলভো এস্টেট গাড়িব সামনে সে এগিয়ে এলো। তারপব সে তাব সহকর্মীব উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠলো,' 'দেখো তো কে ওই গাড়িতে অপেক্ষা কবছে?'

অলিভ-ড্রাব ইউনিফর্ম পবিহিত একজন ইবাকি সেনা অফিসাব ভলভোর চালকের আসনের জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো। আগেই জানালাব কাঁচটা নামিয়ে রেখেছিল মার্টিন। এবং সেই জনালা পথে মুখ বাড়িয়ে তাব জন্যে অপেক্ষা করছিল সে।

'বেরিয়ে আসুন!' বললো সৈনিকটি। গাড়ি থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়ালো মাইক। তার মুখে স্মিত হাসি। কঠোব প্রকৃতির সৈনিকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গাড়ির পিছনেব আসনের দিকে দৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞাসা করলো, 'দেখি কাগজপত্র।'

মাইক-এর পরিচয়পত্র দেখলো সে ভালো করে। যদি সে তার দিকে তাকিয়ে থাকা একজন ব্রিটিশ অফিসার আর সেই পরিচয়পত্রের দেওয়া আল্‌খালিফা ট্রেডিং কোম্পানির স্টোর ক্লার্ক-এর ছবির মধ্যে কোনো তফাত পেযেও থাকে, তবু সেটা সে প্রকাশ করলো না তার মুখের ভাব-ভঙ্গিমায়। পরিচয়পত্রের ইস্যু করার তারিখ এক বছর আগেকার। এক বছরে একজন লোকের অল্প-বিস্তর ভালো দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে উঠতেই পারে, ভাবলো সে।

'আপনি একজন ডাক্তার?'

'হ্যাঁ, সার্জেন্ট, জাহরায় একটা হাসপাতালে কাজ করি আমি।'

'তা এখন আপনি চলছেন কোথায়?'

'ড্যাসম্যানে আমিরি হাসপাতালে।'

'ঠিক আছে, পিছনের দরজাটা খুলে দিন।'

পিছনের দরজাটা মার্টিন খুলে দিতেই দুটি ট্রাঙ্কের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সার্জেন্ট। 'কি আছে এই ট্রাঙ্ক দুটিতে?'

'স্যাম্পল। আমিরির রিসার্চ ল্যাবরেটারিতে এগুলো গবেষণার কাজে লাগবে।' বললো মার্টিন। 'এই ট্রাঙ্ক দুটি শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত।'

'শীততাপনিয়ন্ত্রিত?' খিঁচিয়ে উঠলো সার্জেন্ট, 'কি বলতে চান আপনি?'

'কাঁধ ঝাঁকিয়ে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললো মার্টিন, 'আমি দুঃখিত, ওই ট্রাঙ্ক দুটির ঢাকনা খুললেই আমাদের চারপাশে জীবাণুগুলো মিশে যাবে বাতাসে।'

'জীবাণু? কিসের জীবাণু?' সার্জেন্ট ক্রুদ্ধ, বিভ্রান্ত নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য। তার জানা উচিত ছিলো, ডাক্তারদের কারবারই তো এই জীবাণু নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা।

ওই ট্রাঙ্ক দুটি স্মলপক্স আর কলেরা জীবাণু স্যাম্পেলে ভর্তি, বিশ্লেষণ করার জন্য।' 'এই সময় সার্জেন্টটি লাফিয়ে দু'ফুট পিছিয়ে গেলো। তার মুখটা এক অজানা আতঙ্কে ছেয়ে গেলো। ছেলেবেলায় স্মলপক্সে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিল সে।

'এ সব মারাত্মক জীবাণু নিয়ে এখনি এখান থেকে কেটে পড়ুন।' ক্ষমা চেয়ে পিছনের দরজা বন্ধ করে দেয় মার্টিন। তারপর চালকের আসনে উঠে গাড়ি ছুটিয়ে উধাও হয়ে যায় সেখান থেকে নিমেষে. ঘন্টাখানেক পরে শুওয়াইখ বন্দরে মাছের ওয়্যারহাউসে দেখা যায় তাকে। সেখানে আবু ফাউদ-এর হাতে সেই ট্রাঙ্ক দুটি তুলে দেয় সে।

'দেখুন আইজাক, ও ব্যাপারে সত্যিই এদের সঙ্গে আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে।'

রাশিয়ায় জন্ম প্রধানমন্ত্রী আইজাক শামির আর ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতাহিয়াহুর সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকেলও তাদের দেশের স্বার্থে এবং প্যালেস্টাইনিদের ব্যাপারে সব সময়েই একমত তারা। বেনিয়ামিনি বেশ ভালোভাবেই তাঁর কাজটা সমাধা করেছেন। শামিরকে তিনি বোঝাতে সমর্থ হয়েছেন, আমেরিকার প্রয়োজন আছে ইজরাইল-এর কাছে। তার অস্ত্রশস্ত্র, সিকিউরিটি কাউন্সিলে তার ভেটো প্রয়োগ, এ সবই ইজরাইল-এর অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তেল আবিবে কোবির ড্রোর দ্বারা পরিচালিত একজন খুবই গোলমেলে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

'এই জেরিকো লোকটি যেই হোক না কেন, তাকে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়া হোক,' জোর দিয়ে বললো নেতানিয়াহু। সে যদি সাদ্দাম হোসেনকে খতম করতে সাহায্য করে, আমাদের পক্ষে সেটাও তো খুব ভালো কথা।'

মাথা নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়ালেন। 'জেনারেল ড্রোরকে বলো, সে যেন এখনি আমার সঙ্গে দেখা করে, 'তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে এও বললেন, 'না, তার যখন অবসর হবে তখন নয়, এখনি!'

ঘন্টা চারেক পরে প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে বেরোবার সময় তাকে রাগে ফুঁসতে দেখা গেলো। ক্যাপিটল হিল থেকে তেল আবিব-এর পথে যাওয়ার সময় ভাবছিল সে, এতো বেশী রাগ যে তার কবে হয়েছিল খেয়াল করতে পারে না সে।

অফিসে ফিরে এসেই সামি গারসনকে ডেকে পাঠিয়ে খবরটা দিলো সে তাকে।

'এই আমেরিকানটি জানলো কি করে?' চিৎকার করে উঠলো সে।

'কে ফাঁস করলো?'

'অফিসের ভেতরের কেউ নয়,' স্থির নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসার মতো করেই বললো গারসন, 'প্রফেসরের কি খবর? দেখছি, সবে মাত্র লণ্ডন থেকে ফিরে এসেছে সে।'

'ব্লাডি বিশ্বাসঘাতক,' খিঁচিয়ে উঠলো ড্রোর। 'আমি তার মুখোশ খুলে দেবো।'

'সম্ভবত ব্রিটিশরা তাকে মদ খাইয়ে তার পেট থেকে কথা টেনে বার করে থাকবে,' মন্তব্য করলো গারসন।

'ছেড়ে দিন কোবি। যা ক্ষতি হবার তো হয়েই গেছে। এখন আমাদের কি করতে হবে তাই ভাবা যাক।'

'জেরিকো সম্পর্কে ওদের সব কথা বলে দাও,' তীক্ষ্ণ স্বরে বললো ড্রোর। 'আমি বলতে পারবো না। শারনকে পাঠাও। একাজ তাকে করতে দাও। মিটিং লণ্ডনে, খবরটা যেখানে ফাঁস হয়েছিল।' কথাটা বলে দাঁত বার করে হাসলো গারসন।

* * *

আটলান্টিক-এর ওপারে কি ঘটেছে সেটুকু জানবার জন্যে ল্যাংলে'র ডেপুটি ডাইরেক্টর বিল স্টুয়ার্ট-এর কাছে লণ্ডনের মিটিংটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। তার সঙ্গী ছিলো মধ্য-প্রাচ্য ডিভিসনের চিপ বারবার। SIS-এর ডেপুটি ডাইরেক্টর এবং স্টিভ লেইং-এর সঙ্গে নৈশভোজে আপ্যায়িত হলো তারা। ডেপুটি ডাইরেক্টরের ভূমিকা প্রটোকলের এবং স্টুয়ার্ট-এর পদমর্যাদা তার।

অন্য এক নামে তেল আবিব থেকে উড়ে এসেছে ডেভিড শারন, প্রথমে সে প্যালেস গ্রীনে ইজরাইলি দূতাবাসের কেস অফিসাররের সঙ্গে মিলিত হয়। ব্রিটিশ কাউন্টার ইনটেলিজেন্স সার্ভিস M-15-কে SIS আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল। ইজরাইলি দূতাবাসের কেস অফিসারের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল তারা। বিমান বন্দরে 'মিঃ এলিয়াহুকে' অভ্যর্থনা জানাবার পরেই M-15 গ্রুপ এগিয়ে লণ্ডনে আগমনের জন্যে ডেভিড শারনকে স্বাগত জানালো তারা।

দু'জন ক্রুদ্ধ ইজরাইলিকে তারা তাদের গাড়িতে করে মধ্য লণ্ডনে নিয়ে গেলো৷ কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে।

পরদিন সকালে সাউথ কিনিংস্টনে ডেভিড শারন তার বক্তব্য রাখতে শুরু করলো। SIS তাদের সব থেকে নিরাপদ বাড়ি ব্যবহার করলো এই সাক্ষাৎকারের জন্যে। যথেষ্ট প্রশস্ত জায়গা। কনফারেন্স রুমের সঙ্গেই এ্যাটাচ্‌ড ডাইনিং রুম। সংলগ্ন বেডরুম থেকে প্রতিটি শব্দ টেপ রেকর্ড করে নেওয়া হলো। সেনচুরি হাউস থেকে একজন সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে আসা হলো ছ'জন লোকের খাবারের আয়োজন করার জন্যে।

ডাইনিং টেবিলের সামনে বসেছিল ডেভিড শারন এবং লণ্ডনে ইজরাইলি দূতাবাসের একজন কেস অফিসার। আর অপর চারজন হলো দু'জন আমেরিকান, স্টুয়ার্ট এবং বারবার, তারা ল্যাংলের প্রতিনিধি; লেইং ও প্যাক্সম্যান SIS-এর প্রতিনিধি দু'জন।

আমেরিকান প্রতিনিধিদের অনুরোধ একেবারে গোড়া থেকে বলতে শুরু করলো শারন। যেমনটি ঘটেছে ঠিক সেই ভাবেই বললো সে।

'ভাড়াটে সৈনিক?' শারনের বক্তব্যের মাঝে প্রশ্ন করে বসলো স্টুয়ার্ট।

'আমার নির্দেশ খুবই পরিষ্কার,' বললো শারন, 'এই ভাবেই ঘটনাটা ঘটেছিল।'

এই সব ভাড়াটে কর্মীর বিরুদ্ধে আমেরিকানদের কিছুই বলার নেই। বরং এদের দিয়ে একটা বাড়তি সুযোগ পাওয়া যায়। কারোর দেশের বিরুদ্ধে কাউকে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হলে টাকাটাই সব থেকে সহজ উপায় এবং নিয়োগকারী এজেন্সির পক্ষে সেটা খুবই সহজ ব্যাপার। আর ভাড়াটে কর্মীরাও জানে যে, তাদের ধরা পড়ার ভয় নেই, অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভবনা নেই, ব্যক্তিগত বিরক্তির সম্ভাবনা নেই, ব্যক্তিগত দম্ভেরও কোনো প্রশ্ন নেই। কাজের বিনিময়ে টাকা পেলেই তাদের স্বার্থ শেষ। নিজের দেশের বিরুদ্ধে কোন্ দেশের হয়ে সে কাজ করছে তা নিয়ে তাদের মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই। ইনটেলিজেন্স জগতে এমন একজন ভাড়াটে কর্মী একজন বেশ্যার সামিল। বিরক্তিকর মোমের আলোয় নৈশভোজের প্রয়োজন নেই। ড্রেসিং টেবিলের নিচে চুক্তি মতো ডলারের বিল পেলেই হলো।

বাগদাদে কোনো বিদেশী দূতের ছায়াতলে থাকা এমন একজন লোকের খোঁজ করছিল কোবি ড্রোর, সে কথা বলতে গিয়ে শারন বলে, 'হবসনের পছন্দ মতো ঘটনাচক্রে আলফানসো ব্রেঞ্চ মোনকাডাকে নির্বাচন করা হয়, স্যান্টিয়াগোয় তার ট্রেনিং থাকার দরুণ দু'বছর ধরে কাজ করেছে?' তারপর স্টিভের দিকে ফিরে সে তাকে জিজ্ঞেস কলো, 'স্টিভ, এ ব্যাপারে আপনার কি ধারণা?'

ওয়াটারগেট-এর ব্যাপারে 'ওয়াশিংটন পোস্ট-এ' ভেতরের খবর ফাঁস হওয়ার ঘটনা মনে পড়লো তাদের।

'নিশ্চিতরূপে উডওয়ার্ড আর বারনস্টেইনকে চিহ্নিত করা হয়েছিল?' বললো প্যাক্সম্যান।

'ওরা সেরকমই দাবী করে, কিন্তু তাতে সন্দেহ আছে,' বললো স্টুয়ার্ট। 'আমার ধারণা, জেরিকোর মতোই লোকটা আড়ালে থেকে গেছে।'

জেরিকোর রহস্যের অন্ধকার অনেক আগেই নেমে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত পরিশ্রান্ত ডেভিড শারনকে তার দূতাবাসে ফিরে যাওয়ার জন্যে ছেড়ে দিলো তারা। আরো কিছু যদি বলার থাকতো তাদের বলতে পারতো সে, তবে তার কাছ থেকে তার আর কোনো খবর আর বার করতে পারবে না। কিন্তু স্টিভ লেইং নিশ্চিত যে, এবার পরিষ্কার হয়ে গেছে মোসাদ।

'এ এক বেজন্মা স্টিভ। সত্যি সত্যি এটা একটা চার-চক্ষুর বেজন্মা। মোসাদের মতো আমাদেরও একজন শিক্ষণপ্রাপ্ত ডিপ্লোম্যাট-এর প্রয়োজন যে কিনা আমাদের হয়ে কাজ করবে। এ ব্যাপারে ল্যাংলে প্রচুর টাকা খরচ করতে রাজী আছে। যুদ্ধ শুরু হলে জেরিকোর খবর আমাদের অনেকগুলো জীবন রক্ষা করতে পারে।'

'কিন্তু কেই বা এখনো অবশিষ্ট আছে আমাদের জন্যে?' বললো বারবার। ইতিমধ্যে বাগদাদে অর্ধেক দূতাবাস বন্ধ হয়ে গেছে। বাকীগুলোর উপরে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। আইরিশ, সুইডিস, ফিনস?'

'নিরপেক্ষরা এ খেলায় মেতে উঠতে পারে না,' বললো লেইং। 'আর আমার সন্দেহ, বাগদাদে তাদের নিজস্ব কোনো শিক্ষণপ্রাপ্ত এজেন্ট আছে কিনা। তৃতীয় বিশ্বের দূতাবাসগুলোর কথা ভুলে যাও। এবং সেই মতো আমাদের ট্রেনিং দিতে হবে।'

'আচ্ছা এখনো কিছু ব্যবসায়ী যাতায়াত করছে সেখানে, বিশেষ করে জার্মানরা। একজন জার্মান কিংবা জাপানীকে তো আমরা আমাদের কাজে লাগাতে পারি।'

'কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এরা হলো ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু আমরা চাই মুরগীর মতো, যে কিনা ঘন ঘন ডিম পাড়তে পারে জেরিকোর মতো পরবর্তী চার মাসের জন্যে। আচ্ছা একজন সাংবাদিককে এ কাজে লাগালে কেমন হয়?' মন্তব্য করলো লেইং।

'হ্যাঁ, আমাদের কাছে এমন একজন লোক আছে যে এ কাজ করতে পারে।' বললো প্যাক্সম্যান।

'একজন পোষা আরব? যেমন মোসাদের আছে,' বললো স্টুয়ার্ট। 'কিন্তু এই পর্যায় নয়। বার্তা বাহক হিসেবে এতে ঝুঁকি প্রচুর হলেও ভালো কাজ পাওয়া যাবে।'

'না, বরং একজন ব্রিটিশ, SAS-এর একজন মেজর।' একটু থেমে স্টুয়ার্ট আবার বললো, 'আরবি ভাষায় কথা বলা এক রকম, কিন্তু ইরাকের ভেতরে ইরাকি ছদ্মবেশে একজনকে পাঠানো একেবারে আলাদা ব্যাপার।'

'সেই লোকটির গায়ের রঙ কালো, কালো চুল, বাদামী চোখ, তবে সে শতকরা একশো ভাগ ব্রিটিশ। তাকে একজন ইরাকি হিসেবে অনায়াসে চালানো যায়।'

'আসলে সেই লোকটি এখন কুয়েতে রয়েছে,' বললো লেইং।

'কিন্তু সেখানে কি করছেই বা সে?'

'বড় দাঁও একটা,' কি ভেবে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললো স্টুয়ার্ট, 'আপনি তাকে সেখান থেকে বার করে নিয়ে আসতে পারেন? আমরা তাকে ধার নিতে চাই।'

আবার মাথা নাড়লো স্টুয়ার্ট।

'তাই হবে। একটু পরেই রিয়াদে তার বেতার-বার্তা পাঠানোর কথা আছে।' প্যাক্সম্যান উঠে দাঁড়িয়ে মুখ মুছে বললো, 'আমি বরং রিয়াদকে বলি।'

* * *

নিজের ভাগ্য নিজেই সৃষ্টি করতে অভ্যস্থ মাইক মার্টিন। কিন্তু সেই অক্টোবরে নেহাতই ফ্লুকে তার জীবনটা বেঁচে গেলো। ১৯শে অক্টোবর রাতে রিয়াদের বাইরে SAS-এ তার বেতার-বার্তা পাঠানোর কথা ছিলো। সেদিন রাত্রে CIA আর সেনচুরি হাউসের চারজন অফিসার সাউথ কিনিংস্টনে নৈশভোজ সারছিল। সে যদি তাই করতো তাহলে বেতার-বার্তা পাঠানোর কাজ থেকে বিরত হতে হতো তাকে। দু'ঘন্টার ব্যবধান, দু'ঘন্টা পরেই সেনচুরি হাউসে ফিরে গিয়ে সাইমন প্যাক্সম্যান রিয়াদকে সতর্ক করে দিয়ে বলতো, তাকে তাদের খুব প্রয়োজন। তার

বেতার-বার্তায় থাকতো আরো অস্ত্র-শস্ত্র কুয়েতে পাঠানোর জন্যে।'

২১ শে অক্টোবর রাতে সে নিজেকে মরুভূমির গভীরে দেখতে পায়। জায়গাটা শহর থেকে বহু দূরে দক্ষিণে। বেশ কয়েকশো মাইল দূরে সৌদি রাজধানীর দিকে ছোট্ট স্যাটেলাটি ডিশটা ঘুরিয়ে বার্তা পাঠানোর বোতাম টিপে জানান দিতে থাকে, বেতার-বার্তা পাঠানোর জন্যে প্রস্তুত সে। নিজের পরিচয় দিয়ে সে এবার "গ্রহণ" স্যুইচটা টিপে অপেক্ষা করতে থাকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নিচু গলায় উত্তর এলো : 'রকি মাউন্টেন, ব্ল্যাক বিয়ার, তোমাকে পড়বো পাঁচ।' রিয়াদ আর মার্টিন উভয়েই সেই সাংকেতিক কথার অর্থ বুঝতে পারে। তারিখ ও চ্যানেল জানানো হলো সাংকেতিক ভাষায় এই কারণে, বিপক্ষের কেউ যদি তাদের বেতার তরঙ্গ ট্যাপ করে, সাংকেতিক ভাষার অর্থ বুঝতে পারবে না সে।

এরপর বার্তা পাঠানোর স্যুইচ টিপে অনেক কথাই বললো সে।

কুয়েত সিটির বাইরে উত্তরে এক তরুণ ইরাকি টেকনিসিয়ান সতর্ক হওয়ার জন্যে সে তার বাড়ির একেবারে উপর তলায় রেডিও-ট্রান্সমিটার যন্ত্রটা খুলে রেখেছিল। তার এক ঝাড়ুদার বেতার-তরঙ্গে মার্টিন-এর সঙ্কেত-বার্তা শুনতে পেয়ে সেই তরুণ ইরাকি টেকনিসিয়ানের কাছে ছুটে আসে। 'ক্যাপ্টেন,' ব্যস্তসমস্ত ভবে তাকে সে ডেকে উঠলো। হাসান রহমানির কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের সিগন্যাল সেকশন থেকে একজন অফিসার বার্তা পাঠাতে চায়। টেকিনিসিয়ান তখন ডায়াল করলো সেখানে।

'মনে হয় কেউ যেন বেতারে সাংকেতিক খবর পাঠালো এই মাত্র।

ইয়ারফোনে কথাগুলো শুনলো সেই তরুণ টেকনিসিয়ান।

'[illegible] অফিসার দূরভাষে তার অপর দুই ইউনিট জাহরা এবং আল্ আদান হাসপাতালে খবরটা জানিয়ে দিলো।

'টু-ও-টু ডিগ্রী কম্পাস।'

টু-ও-টু ডিগ্রী মানে ২২ ডিগ্রী দক্ষিণ-পশ্চিমে, আর সেই জায়গাটা কুয়েতের ধূসর মরুভূমি ছাড়া আর কিছু নয়। এই মরুভূমিটাই সীমান্তে সৌদি মরুভূমিতে গিয়ে মিশেছে।

'শুনুন লেফটেন্যান্ট,' আহমেদি এয়ারবেস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে বলে দিন সেই হেলিকপ্টার এয়ারবর্নটা তৈরী রাখার জন্য। সেই পথেই আমরা এগোতে চাই।'

ওদিকে বহু দূরে সেই মরুভূমিতে মার্টিন তখন তার বক্তব্য শেষ করে সুইচটা টিপে রিয়াদ থেকে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। উত্তরটা তার আশাপ্রদ নয়। তারপর সে নিজে মাত্র পনেরো সেকেণ্ড কথা বললো।

'রকি মাউন্টেন, ব্ল্যাক বিয়ার, ফিরে এসো গুহায়। আমি আবার বলছি, গুহায় ফিরে এসো। খুব জরুরী। খবব শেষ বাই।'

ইরাকি ক্যাপ্টেন তার অপর দুই মনিটারিং স্টেশনকে ফ্রিকোয়েন্সি জানিয়ে দিলো। জাহরা এবং হাসপাতালে অপর টেকনিসিয়ানরা সেই চিহ্নিত ফ্রিকোয়েন্সির খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারে, জায়গাটা কুয়েত ইরাকের উত্তর সীমান্তে-সৌদির সীমান্তের দিকে। আর জাহরা টেকনিসিয়ানরাও আবিষ্কার করলো জায়গাটা সমুদ্র থেকে দূরে পশ্চিমে ইরাকি মরুভূমির সীমান্তে। সেই মতো তিনটি স্টেশন থেকেই হিন্দ হেলিকপ্টার এবং তার দশজন সশস্ত্র সৈনিককে নির্দেশ দেওয়া হলো।

* * *

সাইমন প্যাক্সম্যান তার অফিসে ঘুমোচ্ছিল। টেলিফোনের আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। বেসমেন্টে যোগাযোগ দপ্তর থেকে একজন মামুলি ক্লার্ক ফোন করছিল।

'ঠিক আছে, আমি নিচে যাচ্ছি,' বললো প্যাক্সম্যান। রিয়াদ থেকে পাঠানো একটি ছোট্ট বার্তা। মার্টিন-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্যাক্সম্যান তার অফিস থেকে গ্রসভেনর স্কোয়ারে CIA ফ্ল্যাটে চিপ বারবারকে ফোন করলো। 'মার্টিন তার ফেরার পথে' সে বললো, 'আমরা জানি না, কখন যে সে সীমান্ত পেরোবে। তবে স্টিভ চায়, আমি সেখানে যাই। আর আপনিও কি আসছেন?'

'হ্যাঁ, যাবো বৈকি,' বললো বারবার। 'ডেপুটি ডাইরেক্টর সকালের ফ্লাইটে ল্যাংলে ফিরে যাচ্ছেন। আমি

আপনার সঙ্গে এই লোকটিকে দেখতে চাই।'

২২শে অক্টোবর আমেরিকান দূতাবাস এবং ব্রিটিশ ফরেন অফিস প্রত্যেকেই সৌদি দূতাবাসকে অনুরোধ করে তাদের দু'জন জুনিয়র ডিপ্লোম্যাটের নামে পাসপোর্ট ইস্যু করার জন্যে, তবে বারবার কিংবা প্যাক্সম্যানের আসল নামে নয়। সেইদিনেই হিথ্রো বিমান বন্দর থেকে রাত আটটা পনেরোর ফ্লাইট ধরে ভোরের ঠিক আগেই রিয়াদে কিং আদুলাজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গিয়ে পৌঁছলো তারা। সেখানে গিয়ে প্যাক্সম্যান-এর প্রথম খবর আসে, এখনো সীমান্ত পেরোতে পারেনি মার্টিন।

* * *

সেনচুরি হাইস টিমের একজন জুনিয়র সদস্যের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যায় সাইমনের। বেতারে ব্ল্যাক বিয়ারের কণ্ঠস্বর শোন যাচ্ছে।' সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে সে।'

পায়জামা পরিহিত অবস্থাতেই দ্রুত রেডিওরুমে ছুটে যায় প্যাক্সম্যান। আজ ২৪শে অক্টোবর, তাই রেডিও সংকেত-এর বদল হতে দেখা গেলো।

'টেক্সাস রেঞ্জারে কর্পাস ক্রিস্টি। আপনি এখন কোথায়? আপনার বর্তমান অবস্থান কোথায় আমায় বলুন?' কণ্ঠস্বর খুব নিচু গলায় হলেও অত্যন্ত স্পষ্ট।

'কোয়াতম সুব্বার দক্ষিণে, আরবুগি রোড হামাতিয়াতে।'

রেডিও অপারেটর চকিতে একবার প্যাক্সম্যান-এর দিকে তাকালো SIS-এর লোকটি বার্তা পাঠানোর বোতাম টিপে বললো, 'রেঞ্জার, আপনি ওখানেই অবস্থান করুন। একটা কালো রঙের ট্যাক্সির জন্যে আমি অপেক্ষা করে থাকবো।'

কালো ট্যাক্সি নয়, আসলে ঘন্টা দুই পরে একটা আমেরিকান ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার সেই নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে নিচে অবতরণ করলো।

রিয়াদ আমেরিকান মিলিটারি এয়ারবেস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে চিপ বারবারই সেই ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিল কুয়েত সীমান্ত থেকে একজন ইংলিশম্যানকে তুলে আনবার জন্যে। কিন্তু আর্মি পাইলটকে কেউ বলে দেয়নি যে, সেই ইংলিশম্যান একজন আদিবাসী বেদুইন-এর ছদ্মবেশে অপেক্ষা করে আছে সেখানে। শুধু তার নামটা জানানো হয়েছিল মেজর মার্টিন।

দুঘন্টা পরে SIS-এর ভিলায় মার্টিন তার বেদুইন-এর ছদ্মবেশ বদল করে দাড়ি, গোঁফ ও চুল ছেঁটে একজন খাঁটি ব্রিটিশ নাগরিকের মতো ডাইনিং টেবিলের সামনে এসে বসলো। তার পরনে প্যাক্সম্যানের হাল্কা সুতির ট্রাউজার এবং ছোট্ট হাতার শার্ট।

প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল তার, তাই সে একাই পাঁচজনের লাঞ্চ খেয়ে ফেললো।—খাওয়ার পর সে জিজ্ঞাসা করলো, 'যদি কিছু মনে না করেন, কেন আপনারা আমাকে কুয়েত থেকে ডেকে আনলেন বলবেন?'

উত্তরটা দিলে চিফ বারবারই। 'ভালো প্রশ্ন মেজর। ব্যাপারটা কি জানেন, আমরা আপনাকে বাগদাদে পাঠাতে চাই। পরের সপ্তাহে।

দশ

CIA এবং SIS উভয়েই দারুণ ব্যস্ত। বিশেষ করে CIA-এর ব্যাপারটা গোড়ায় বোঝা না গেলেও অক্টোবরের শেষ দিকে রিয়াদে তাদের উপস্থিতি এবং গতিবিধি অনুভূত হতে থাকে। স্পেসে স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে সাদ্দাম হোসেনের দেশ ইরাকের প্রতিটি ইঞ্চি মাটির ছবি নিয়মিতভাবে পাওয়া ছাড়াও একইভাবে আওরা এবং U-2 ও সমান কাজ করে যাচ্ছে, বরং তাদের ছবিগুলো খুব কাছ থেকে তুলে পাঠানো হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকনরা আর একটি স্যাটেলাইট স্থাপন করেছে জিও-সিংক্রেনাস অবস্থায়। এই স্যাটেলাইট-এর কাজ হলো ইরাকিরা যে সব কথা বলে থাকে সেগুলো পুনঃপ্রচার করা। তবে প্ল্যানিং কনফারেন্স-এর কোনো খবর তারা দিতে পারে না, কারণ সেখানকার সব কথাবার্তা হয়ে থাকে মাটির নিচে পোঁতা দীর্ঘ ৪৫,০০০ মাইল ফাইবার-অপটিক কেব্‌ল-

এর মাধ্যমে। এক কথায় আমেরিকা তার অধিকাংশ সামরিক বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গাল্‌ফ-এর ঝামেলায়। আর ব্রিটিশও পিছিয়ে নেই। তারা তাদের সব রকম সামরিক শক্তি নিয়ে তাদের মিত্র রাষ্ট্র আমেরিকার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। CIA ও SIS যেন দুই যমজ সন্তান এখন। উভয়েরই ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, ভাব-ভঙ্গি সব যেন এক, অবিচ্ছিন্ন। তবে CIA গ্রুপ-এর চেয়ে SIS-এর ব্রিটিশ কম্যাণ্ডাররা অনেক বেশী ফিল্ডওয়ার্ক করে রেখেছিল গাল্‌ফ-এ। সৌদি আরবে SIS-এর উপস্থিতি বেশ ভালো রকমই বলা যায়। রিয়াদ-এর বাইরে তাদের বিরাট মিলিটারি বেস-ক্যাম্প রয়েছে। তাছাড়া ব্রিটিশ সৈনিকদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো তারা বিপক্ষ দলের মধ্যে গভীর চাপ সৃষ্টি করে সব সময় তাদের একটা আতঙ্কের মধ্যে ফেলে রাখতে পারে, আর পারে হোস্টেজদের পুনরুদ্ধার করতে, এ দুটি কাজে তারা বিশেষজ্ঞ তো বটেই।

ভিলায় মাইক মার্টিন-এর প্রথম দিনের অপরাহ্নটা কাটে শুধু একজন শ্রোত হিসেবে। বাগদাদে একজন দলত্যাগীর সঙ্গে অ্যাংলো-আমেরিকান আঁতাতের আবিষ্কারের পশ্চাৎপট নিয়ে আলোচনা হল মার্টিন-এর সঙ্গে। তার সাংকেতিক নাম জেরিকো। বাগদাদে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার আছে, আর তাদের রেজিমেন্টে যোগ না দিতেও পারে সে। এ ব্যাপারে চিন্তা করলো সে সারাটা সন্ধ্যা ধরে। তারপর CIA-SIS অফিসারদের বললো সে ঃ 'আমি যাবো, তবে আমার শর্তে।'

সারা ইরাক তখন যেন একটা বিরাট মিলিটারি ক্যাম্পে পরিণত হয়ে গেছে। এমন কি ইরাকের মানচিত্রে যে সব অঞ্চল ফাঁকা বা নির্জন, সেখানেও ইরাকি আর্মি সর্বত্র কড়া পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। মিলিটারি পুলিশ মরুভূমিরর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে, আর AMIA-এর লোকেরা সেখানে যাকে সন্দেহজনক বলে মনে করছে নির্বাচারে [illegible] ফেলছে। AMIA-এর লোকেদের অত্যাচারের ভয় শুধু বহিবাগত ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, কিংবা ব্রিটিশ ও আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটদের নয়, খাস ইরাকি নাগরিকরাও ভয়ে তটস্থ, কে জানে কখন তাঁদের উপরে কোপ পড়ে।

তবে একান্তই যদি তাকে যেতে হয়, তাহলে বাগদাদের ভেতরেই থাকতে হবে তাকে। জেরিকোর মতো একজন এজেন্ট হয়ে সেখানে কাজ চালানোটা অত সহজ হবে না তার পক্ষে। প্রথমেই জেরিকোর সন্ধান করতে হবে তাকে। ডেড-লেটার-বক্সগুলোর খোঁজ করতে হবে এবং তাকে নতুন করে সতর্ক করে দিতে হবে এই বলে যে, সে আবার অপারেশনে ফিরে এসেছে। মনে হয় ডেড-লেটার-বক্সগুলোর উপরে ইতিমধ্যেই সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

শেষে সব থেকে খারাপ ব্যাপার হলো সেখানে এমন কোনো ডিপ্লোম্যাট নেই যে তাকে আড়াল করতে পারবে, তার নিরাপত্তার কোনো ব্যাবস্থা নেই সেখানে। ধরা পড়লে [illegible] ঘ্রেব-এর মতো লোক তাকে প্রশ্নবাণে ছিঁড়ে খাবে।

মার্টিন তার শর্ত আরোপ করলে প্যাক্সম্যান তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার মনে ঠিক কি আছে বলুন তো মার্টিন?'

'আমি যদি ডিপ্লোম্যাট হতে না পারি, আমি তাহলে কোনো ডিপ্লোম্যাটের বাড়ির কাজের লোক হতে চাই।'

'তা এতে সুবিধে কি মাইক?' জিজ্ঞেস করলো প্যাক্সম্যান।

'সুবিধে হলো এই যে, এতোই সাধারণ লোক সে, কেউই তার উপরে নজর রাখে না। যদি কখনো তাকে রুখে দেওয়া হয়, তখন তার পরিচয়-পত্র বলে দেবে, সে একজন স্থানীয় লোক, তার কাছে দূতাবাসের লেটার-হেডে আরবি ভাষায় লেখা থাকবে, ডিপ্লোম্যাটের [illegible] কাজ করছে সে, তাকে তার কাজে যেতে দেওয়া হোক।'

কথাটা চিন্তা করে দেখলে ইনটেলিজেন্স অফিসাররা।

'ঠিক আছে,' বললো প্যাক্সম্যান, 'এখন তাহলে বাগদাদে একজন ডিপ্লোম্যাট-এর সন্ধান করতে হয়।

'ব্রিটিশ দূতাবাস বন্ধ,' বললো প্যাক্সম্যান।

'তা আমাদেরও তো ওই একই ব্যাপার,' বললো বারবার, 'আপনার মনে অন্য কোন দূতাবাসের কথা জেনেছে মাইক?'

মার্টিন যখন তাদের যেই অন্য এক দূতাবাসের কথা বললো, অবিশ্বাস্য চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো তারা।

'আপনি কি একটুও গুরুত্ব দিয়ে কথা বলতে পারেন না?' বললো আমেরিকান ইনটেলিজেন্স অফিসার।

'কিন্তু আমি মনে করি, বেশ গুরুত্ব সহকারেই কথাটা বলেছি,' শান্তভাবে বললো মার্টিন।

'মাইক, রেখে দিন আপনার কথা। জানেন, আপনার এ ধরনের অনুরোধ কোথায় যেতে পারে? আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর কানে পর্যন্ত এ কথা তুলতে হবে..........।'

'আর আমাদের দেশের প্রেসিডেন্টকেও জানাতে হবে,' বললো বারবার।

'সে তো খুবই ভালো কথা,' বললো মাইক, 'আমরা সবাই জানি, এখন ওরা দুজনেই বন্ধু। মানে আমি বলতে চাই যে, জেরিকোর দেওয়া খবরে যদি আমাদের দুই দেশের প্রচুর লোকের জীবন রক্ষা পেয়ে থাকে, তাহলে একটা ফোন-কলই তো যথেষ্ট নয় কি?'

চিপ বারবার তার কব্জি ঘড়ির দিকে তাকালো। গাল্‌ফ-এর সময় থেকে সাত ঘন্টা এগিয়ে আছে ওয়াশিংটন। ল্যাংলের নিশ্চয়ই এখন মধ্যাহ্নভোজ চলছে। আর লণ্ডন গাল্‌ফ-এর থেকে মাত্র দু'ঘন্টা এগিয়ে আছে—তাহলে সেনচুরি হাউসের সিনিয়র অফিসাররা নিশ্চয়ই এখনো তাদের ডেস্কে থাকতে পারে।

বারবার দ্রুত আমেরিকান দূতাবাসে ফিরে ডেপুটি ডাইরেক্টর অপারেশনের বিল স্টুয়ার্টকে সাংঘাতিক ভাষায় একটা বার্তা পাঠালো। বার্তাটা পড়া মাত্র সে তখন সেটা নিয়ে গেলো ডাইরেক্টর উইলিয়াম ওয়েবস্টারের কাছে। আর তিনি তখন হোয়াইট হাউসে ফোন করে প্রেসিডেন্ট বুশ-এর সঙ্গে মিলিত হতে চাইলেন।

ভাগ্যবান বটে সাইমন প্যাক্সম্যান। সেনচুরি হাউসে স্টিভ লেইংকে পাওয়া গেলো ফোনে। মধ্য-প্রাচ্যের অপারেশন বিভাগের প্রধান তখন চীফকে তার বাড়িতে ফোন করলো। ব্যাপারটা ভেবে দেখে স্যার কলিন ফোন করলেন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি স্যার রবিন বার্টলারকে।

সিক্রেট ইনটেলিজেন্স সার্ভিসেস-এর চীফ জরুরী ব্যাপারে যে কোনো সময়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন, এবং এ ব্যাপারে মিসেস থ্যাচার সব সময়েই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আর এক্ষেত্রেও SIS-এর চীফের সঙ্গে ১০ নম্বর ডাইনিং স্ট্রীটে প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রাইভেট অফিসে পরদিন সকাল আটটায় মিলিত হওয়ার জন্যে রাজী হয়ে গেলেন।

চীফ চলে আসার পরেই ডাইনিং স্ট্রীটের স্টাফ যোগাযোগ করলো হোয়াইট হাউসের সঙ্গে। বেলা একটায় প্রাইম মিনিস্টার মিসেস মার্গারেট থ্যাচার কথা বললেন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ-এর সঙ্গে। বুশ তাঁর পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের মতোই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। দু'টি দেশের সরকারই রাজী হয়ে গেলো মাইক মার্টিন-এর ইচ্ছা মতো কাজ করতে।

সেদিনই সন্ধ্যায় বিল স্টুয়ার্ট ওয়াশিংটন থেকে বেরিয়ে পড়লো, আর স্টিভ লেইং হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে শেষ ফ্লাইটটা ধরলো।

* * *

মাইক মার্টিন তার প্রতিশ্রুতি মতো কাজ শুরু করে দিলো। ২৬ ও ২৭ শে অক্টোবর বিশ্রাম, খাওয়া, আর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলো সে। তবে দাড়ি কামানো বন্ধ করে দিলো আবার ঘন কালো দাড়ি রাখতে চায় সে ছদ্মবেশ গ্রহণ করার জন্যে। ওদিকে তার দাবী মতো মধ্যপ্রাচ্যে SIS স্টেশন প্রধান তার হয়ে কাজ শুরু করে দেয় বিভিন্ন জায়গায়। প্রথমেই সে গেলো জেনারেল কোবি ড্রোর-এর কাছে মাইক-এর শেষ অনুরোধ তাকে জানাবার জন্য। সব শোনার পর মোসাদ চীফ স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

'সত্যি কি আপনি এ কাজে এগোতে চান?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'দেখুন কোবি, আমাকে যা বলা হয়েছে আমি ঠিক তাই করতে বলেছি আপনাকে।'

উঠে দাঁড়ালো কোবি। ইংলিশম্যানের পিঠের উপরে হাত রেখে সে বললো; 'আপনি তো জানেন, আমরা আমাদের নিজের আইন অর্ধেক ভঙ্গ করেছি, আর আমরা ভাগ্যবানও বলতে পারেন। সাধারণত, আমরা কখনো আমাদের লোককে ডেড-লেটার-বক্সে যেতে বলি না। এটা একটা ফাঁদও হতে পারে। আমাদের কাছে ডেড-

লেটার-বক্স হচ্ছে এইরকম ঃ কেস অফিসার থেকে গুপ্তচর যাকে বলে। জেরিকোর জন্যে আমরা আইন ভঙ্গ করেছি। মোনাকাডাও ওইভাবেই তার অভিষ্ট লাভে সফল হয়েছিল। তবে সে ছিলো একজন ডিপ্লোম্যাটের ছায়ার আড়ালে। আর এখন আপনি চাইছেন এমনটিই, এই তো?'

একটা ছোট্ট ফটো সে তার হাতে তুলে ধরলো—বিমর্ষ চেহারা একজন আরবের, কালো চুল, মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ। । মাত্র রিয়াদ থেকে ফিরেছে ইংলিশম্যান। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো ড্রোর। 'ঠিক আছে, কাল সকালে এই লোকটির পরিচয়পত্র আপনি ঠিক পেয়ে যাচ্ছেন।'

প্রতিশ্রুতি মতো ড্রোর-এর জালিয়াতরা সারা রাত ধরে কাজ করে ভোরের দিকে একজন ইরাকির পরিচয়-পত্র তৈরী করে ফেললো। সেই পরিচয়পত্রটা মহম্মদ আল্-খৌরির নামে, বয়স পঁয়তাল্লিশ, সে আসছে দক্ষিণ বাগদাদের এক পাহাড়ী গ্রাম থেকে রাজধানীতে শ্রমিকের কাজে করতে। জালিয়াতরা জানতেও পারলো না, মহম্মদ আল্-খৌরির নাম নিয়েছে মার্টিন, গত আগস্টে চেলসী রেস্তোরাঁয় যার আরবি ভাষা জ্ঞানের পরীক্ষা হয়ে গেছে। আর তারা এও জানতে পারলো না, যে গ্রামের নাম সে পছন্দ করেছে, সেখান থেকে তার বাবার বাগানের মালি এসেছিল।

সকালে তেল আবিবের SIS-এর লোকের হাতে পরিচয় পত্রটা তুলে দিলো কোবি ড্রোর।

'আপনাকে বলে রাখি, আপনার এই পোষা আরবটি হয় আপনাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, নয়তো এ সপ্তাহের মধ্যে ধরা পড়বে।'

তার কথাটা SIS-এর লোকটির উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিলো না। এমন কি ড্রোর জানতেও পারলে না কোনো দাগ লাগা ওই ফটোটা আদৌ কোনো আরবের নয়। পরিচয়-পত্রটা সে HS-125 ফ্লাইট-এ তুলে দিলো।

নোভায়া প্লোসহাড-এ সেন্ট্রাল কমিটি বিল্ডিং-এর সাত ও শেষ তলে—মিখাইল সারজেভিক গরবোচভ নিয়ম মাফিক তাঁর ব্যক্তিগত অফিসে বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো দুজন পুরুষ সেক্রেটারি। এই সময় ইন্টারকম বেজে উঠলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা খবর এলো—লণ্ডন এবং ওয়াশিংটন থেকে দু'জন দূত এসেছে।

চব্বিশ-ঘন্টা ধরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বার বার অনুরোধ করেছেন তাঁর কাছে তাঁরা যে দুজন দূতকে পাঠাচ্ছেন, তিনি যেন তাদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের কথা শোনেন। তারা রাজনীতিবিদ নয়, আর ডিপ্লোম্যাটও নয়, শুধু দূত। তিনি অবাক হন, আজকের দিনে এমন কি বার্তা যে, সাধারণ ডিপ্লোম্যাট-এর মাধ্যমে পাঠানো যায় না? এমন কি তার তো হটলাইনও ব্যবহার করতে পারতেন।

মিনিট দশেক পরে দু'জন অতিথিকে কম্যুনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট-এর প্রাইভেট অফিসে হাজির হতে দেখা গেলো।

'স্যার, আমার নাম উইলিয়াম স্টুয়ার্ট, ওয়াশিংটনের সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির ডেপুটি ডাইরেক্টর (অপারেশন) আমি,' বললেন আমেরিকান দূত। ভুরু কুঁচকে উঠলো গরবোচভের।

'আমি স্যার স্টিফেন লেইং, ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স-এর মধ্য প্রাচ্য ডিভিসনের ডাইরেক্টর (অপারেশন)।' গরবোচভের বিভ্রান্তি আরো গভীর হলো, গুপ্তচর, আজকের দুনিয়ায় এসব কি হচ্ছে?

'ঘটনা কি জানেন স্যার,' বললেন স্টুয়ার্ট, 'আজকের যা আবহাওয়া, তাতে মনে হচ্ছে, মধ্য-প্রাচ্য যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে। আমরা সবাই তাই জানি। আর এই যুদ্ধ যদি এড়াতে হয়, তাহলে ইরাকি সরকারের ভেতরকার খবর আমাদের অবশ্যই জানতে হবে।'

'সেটা কোনো নতুন কথা নয়,' শুকনো গলায় বললেন গরবোচভ।

'হ্যাঁ, আদৌ কিছু নয় বটে স্যার, কিন্তু এই সরকার অত্যন্ত নড়বড়ে, আমাদের সবার কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক। আজকের দিনে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ক্যাবিনেট ভেতরে ভেতরে সত্যি কি চিন্তা করছে আমরা যদি জানতে পারি, আমরা তাহলে আগামী যুদ্ধের মোকাবিলা কার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি', বললেন লেইং।

'হ্যাঁ, অবশ্যই তার জন্যে তো ডিপ্লোম্যাটরা রয়েছে,' উল্লেখ করলেন গরবোচভ।

'হ্যাঁ, মিঃ প্রেসিডেন্ট, সাধারণত তাই। কিন্তু এক এক সময় দৌত্যগিরিও ব্যর্থ হয়ে থাকে। আর সেক্ষেত্রে দৌত্যগিরির বাইরেও কিছু একটা করতে হয় বৈকি! যেমন রিচার্ডস সোরজ্-এর কথা আপনার কি স্মরণ আছে?'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন গরবোচভ। সরোজ্-এর কথা প্রতিটি রশিয়ান জানে। মৃত্যুর পরে সে আজ সেভিয়েত ইউনিয়নের নায়ক।

'সেই সময়,' লেইং বোঝাতে থাকেন, 'সোরজ্-এর খবর ছিলো, জাপান সাইবেরিয়া আক্রমণ করছে না, এ খবরটা আপনার দেশের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তখন। কিন্তু এখবর দূতাবাসের মাধ্যমে আসেনি।'

যাইহোক, কিছুতেই সাদ্দাম হোসেনের বন্ধু তিনি নন। এক সময়ের রাশিয়ার বশ মানা ইরাক এখন ভয়ঙ্কর ভাবে স্বাধীনচেতা হয়ে উঠেছে, তার অস্থির প্রকৃতির নেতা এখন রাশিয়ার কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। তাছাড়া সোভিয়েত নেতা বেশ ভালো ভাবেই অবগত আছেন, ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান হয়ে গেছে কবেই। আর সেই কারণেই নিরাপত্তা পরিষদে ইরাকের কুয়েত দখলের জন্যে তাকে দোষী সাব্যস্ত করার প্রস্তাবে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে রাশিয়াও হাত মিলিয়েছে।

'অতএব ভদ্রমহোদয়গণ, খবরের এই উৎসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমাদের খবর দিন যাতে করে এই উদ্ভট পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়, আর তার জন্য আমরাও কৃতজ্ঞ হবো। তাছাড়া মধ্য-প্রাচ্যে যুদ্ধ হোক, রাশিয়াও তা চায় না।'

'তাই আমরা যোগাযোগ করতে চাই স্যার', বললেন স্টুয়ার্ট। 'কিন্তু আমরা পারছি না। এই উৎস নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে না তাও আমরা বুঝি। তার পক্ষে ঝুঁকিটা বিরাট। তার সঙ্গে যোগাযোগ কতে হলে দৌত্যগিরির পথটা আমাদের এড়িয়ে যেতে হবে। তার পরিষ্কার কথা হলো, সে আমাদের সঙ্গে একটা নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা চায়।'

'বেশ তো, আপনারা আমার কাছে কি চান বলুন?'

পশ্চিমী দুই নেতা গভীর ভাবে নিঃশ্বাস নিলেন।

'খবরের সেই উৎস আর আমাদের মধ্যে যোগাযোগ করানোর জন্যে আমরা একজন লোককে বাগদাদে পাঠাতে চাই,' বললেন বারবার।

কঠিন দৃষ্টি নিয়ে তাদের দিকে তাকালেন গরবোচভ। 'তার মানে একজন এজেন্ট?'

'হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট, একজন এজেন্টই বটে। এ কজন ইরাকির ছদ্মবেশে।' কিন্তু দেখতে হবে অবশ্যই সে যেন নির্জনে, নিরুদ্রবে শান্ত পরিবেশে সহজ-সরল গোবেচারা ভাবে ছদ্মবেশে থাকতে পারে। সে যখন কোনো গোপন খবর সংগ্রহ করে আমাদের কাছে পাঠাবে, দেখতে হবে বাইরের কেউ যেন টের না পায়, এমন কি কাক-পক্ষীও নয়। তাই আমরা চাই, সোভিয়েত দূতাবাসের একজন সিনিয়র সদস্যের কর্মচারী হিসেবে তাকে কাজ করতে দেওয়া হোক অবশ্যই একজন ইরাকির ছদ্মবেশে।'

'যদি আপনাদের এই লোকটি কখনো ধরা পড়ে যায়, তখন আমার দূতাবাসকে কি সমঝোতা করতে হবে?'

'না, স্যার, পশ্চিমীদের প্রতি রাশিয়ার চিরাচরিত শত্রুতার দরুণ আপনার দূতাবাস সম্পূর্ণ ভাবেই সব সন্দেহের উর্দ্ধে থাকবে সব সময়। সাদ্দাম সেটা বিশ্বাস করবেন,' বললেন লেইং।

একটু চিন্তা করলেন গরবোচভ। এ ব্যাপারে একজন প্রেসিডেন্ট এবং একজন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত অনুরোধের কথাও ভাবতে হচ্ছে তাঁকে। তাঁদের সেই অনুরোধ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত তিনি মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'খুব ভালো কথা জেনারেল, ক্রুশ্চভকে আমি বলবো আপনাদের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার জন্যে।'

সেই সময় ক্রুশ্চভ ছিলেন পার্টির চেয়ারম্যান। দশমাস পরে গরবোচভ যখন ব্ল্যাক শীতে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন, এই ক্রুশ্চভ তখন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডিমিত্রি ইয়াজোভ এবং অন্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে প্রেসিডেন্টকে উৎখাত করতে চেয়েছিল।

পশ্চিমী নেতা দু'জন একটু অস্বস্তিতে পড়লেন।

'অতি শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলছি মিঃ প্রেসিডেন্ট,' বললেন লেইং, 'পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ক্রুশচভের মধ্যে কাকে আপনি সব থেকে বিশ্বাস করেন?'

এডুয়ার্ড শেভারনেজ তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মিখাইল গরবোচভের অতি বিশ্বস্ত বন্ধু। লেইং-এর প্রশ্নের অর্থ উপলব্ধি করে তিনি বললেন, 'পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমেই ব্যবস্থাটা হবে।'

ভোর হওয়ার এক ঘন্টা পরে একটা বাস আর-রুবতা থেকে তিন মাইল দূরে একটা পাথরের টিবির উপরে মাত্র একজন যাত্রীকে বসে থাকতে দেখে গতি মন্থর করে দিলো। বাসে উঠেই একটা নোংরা দু-দিনারের নোট কণ্ডাক্টারের হাতে গুঁজে দিয়ে পিছনের একটা খালি সীটে বসে সে তার কোলের উপরে মুরগী ভর্তি একটা ঝুড়ি রেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

শহরের মাঝখানে পুলিশ প্যাটরল বাসটাকে থামালো এক সময়। বেশ কিছু যাত্রী কাজের জন্যে কিংবা বাজারে যাওয়ার জন্যে বাস থেকে নেমে গেলো। অবশিষ্ট যাত্রীদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে দেখলো পুলিশ। তবে পিছনের আসনে বসে থাকা একজন চাষীর কোলে মুরগীর ঝুড়ি দেখে তারা অবজ্ঞা ভরে গেলোই না তার দিকে।

তার কোলে খাঁচার মধ্যে মুরগীগুলো হুটো পাটি করছিল বিশ্রী ভাবে। মার্টিন তার পকেট থেকে তাদের খাদ্য শস্যের দানা ফেলে দেয় কিন্তু তাকেও শান্ত হলো না তারা।

খাঁচাটা ভালো ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যেতো, সেটার বনিয়াদ খাঁচার ভেতরে মাঝের থেকে চার ইঞ্চি বড়। মুরগীগুলোর পায়ের নিচে বিছানো খড়কুটোর আচ্ছাদনটা সেই তফাতটা ঢেকে দিয়েছিল। খড়কুটোর আচ্ছাদন মাত্র এক ইঞ্চি গভীর। আর চার ইঞ্চি গভীর গহ্বরের মধ্যে কুড়ি ইঞ্চি বাই কুঁড়ি ইঞ্চি খাঁচার অভ্যন্তরে হরেক রকমের যন্ত্রপাতি লুকানো ছিলো। আর-রুতবা পুলিশ যদি সেগুলোর সন্ধান পেতো ধাঁধায় পড়ে যেতো তারা।

সেইসব লুকানো যন্ত্রপাতির মধ্যে একটি হলো ফোল্ডকরা স্যাটেলাইট ডিস, আর একটা ট্রান্সমিটার। এ দুটি ছাড়া ছিল ক্যাডমিয়াম-সিলভার ব্যাটারি। আর সেই গহ্বরের শেষ জিনিষটি হলো একটা বিশেষ ধরনের টেপ-রেকর্ডার। মার্টিনের এই টেপরেকর্ডারটা খুব সহজেই চালানো যায়, তবে সেটার ভেতরে ব্যবহারযোগ্য ফিচার থাকে। দশ মিনিটের একটা বার্তা মাউথপীসে ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে পড়া যায়। স্পুলে রেকর্ড করার আগে একটা সিলিকন চিপ ব্যবহার কার হয়, এর ফলে বার্তা পাঠানোর পর সেটা মুছে ফেলা যায়। ইরাকিরা সেটা হস্তগত করলেও সম্ভবত সাংকেতিক ভাষাটা পাঠোদ্ধার করতে পারবে না।

রামাদিতে বাস থামতেই নেমে পড়লো মার্টিন। পরে আর একটা [illegible] ধরে এগিয়ে চললো লেক হাবানিযাহর দিকে। পুরনো রয়্যাল এয়ারফোর্স বেস এখন আধুনিক ইরাকি ফাইটার স্টেশনে রূপান্তরিত। বাগদাদের বাইরে এক শহরতলীতে বাস এসে থামতেই যাত্রীদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করা হলো। মার্টিনের পালা আসতেই সে তার পরিচয়পত্রটা দেখালো পুলিশকে। চকিতে একবার সেটা দেখে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, 'এই গ্রামটা কোথায়?'

'বাজির উত্তরে একটা ছোট্ট গ্রাম। তরমুজের জন্যে সুপরিচিত এই গ্রামটা।'

সার্জেন্ট-এর মুখের রেখা কুঁচকে উঠলো। একটু সময়ের জন্য ভাবলো সে। তুরস্ক সম্রাটের আমলে জায়গাটার একটা পরিচিতি ছিলো বটে, এখন সেটা অনগ্রসর এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। তারপরেই সে তার হাতের ইশারায় তাকে চলে যেতে বলে। সাতটার একটু আগে এক জায়গায় বাস এসে থামলো। মেজর মার্টিন বাস থেকে নেমে কাদিমিয়া, বাগদাদ মেন বাস স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো ধীরে ধীরে।

মনসুরের রবিয়া স্ট্রীটে এসে মার্টিন দেখলো, এখন এই জায়গাটা চিনতে সত্যি খুব কষ্ট হয়। এখানকার সেই মনসুর ক্লাবে উইকএণ্ডের অপরাহ্নে তার বাবা যখন তাঁর পরিবারের সকলকে নিয়ে আসতেন, তখন ক্লাবটা কতই না প্রশস্ত ছিলো, দু'চোখ ভরে দেখলেও বোধ হয় পরিমাপ করা যেতো না। কিন্তু এখন সেই ক্লাবটা কতোই না ছোটো হয়ে গেছে, সেটার ডানা কেটে-ছেঁটে সেখানে গজিয়ে উঠেছে নতুন নতনু বিল্ডিং, আর সেই সব বিল্ডিং-এ প্রবেশ করার জন্যে তৈরী হয়েছে কতো না নতুন নতুন সব রাস্তা।

মিঃ হার্টলির স্কুলের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে তার মনে পড়ে গেলো এখানেই তার জীবনে প্রথম পাঠ

নেওয়া, টিফিনের সময় সে তার বন্ধু হাসান রহমানি আর আবদেল করিম বদ্রির সঙ্গে কতো না খেলেছে। স্কুলের রাস্তাটা এখন আর চেনা যায় না। হাসান রহমানি যে কি করছে এখন সে জানে না। বদ্রির অন্য দুই ছেলের খবর জানা নেই। ছোট ছেলে ওসমান অঙ্কে দারুণ মেধাবী ছিলো, সে কি তাহলে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, ভাবলো সে। আর আবদেল করিম? ইংরাজি আবৃত্তিতে সে একবার পুরস্কার পায়। তাহলে সে পরবর্তী কালে কবি নাকি লেখক হয়েছে।

ষাট দশকের কাশেমের অধীনে তাঁকে যে সব জেনারেলেরা অনুসরণ করতো, তাদের সৌজন্যে বাগদাদে সোভিয়েত রাশিয়ার স্থান যথেষ্ট সম্মানজনক ছিলো। তখন সোভিয়েতের সঙ্গে ইরাকের সম্পর্ক খুবই মধুর ছিলো। কারণ ইরাকিরা জানতো পাশ্চাত্য-বিরোধী ছিলো সোভিয়েট, যারা আরব জাতির উন্নতির ভান করতো এবং তাদের লক্ষ্য ছিলো আরব-দুনিয়ায় কমিউনিজম আমদানি করা। সেই সব বছরগুলিতে সোভিয়েত মিশন তাদের দূতাবাসের বাইরে প্রচুর ঘর-বাড়ি কিনেছিল সস্তাদরে সোভিয়েত কলোনী বানানোর জন্যে। এতে সাদ্দাম হোসেনের মদত ছিলো বৈকি। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইরাকের প্রধান অস্ত্র আমদানী হতো রাশিয়া থেকে। ওদিকে সোভিয়েত মিলিটারি পরামর্শদাতারা ইরাক এয়ারফোর্সকে প্রশিক্ষণ দেয় তাদের যন্ত্রপাতির সাহায্যে।

এক সময় সেই ভিলাটি খুঁজে পেলো মার্টিন, সোভিয়েত দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতের নামের ফলক ঝুলতে দেখা যায় গেটে। বেশ কয়েক মিনিট পরে দূতাবাসের গেটটা খুলে যেতে একজন রাশিয়ান স্টুয়ার্ডকে হাজির হতে দেখা যায় সেখানে। আগন্তুকের মলিন বেশ দেখে সে তাকে জিজ্ঞেস করলো রুশ ভাষায়, 'কে তুমি?'

আরবি ভাষায় উত্তর দিয়ে মার্টিন তার পরিচয়পত্রটা মেলে ধরলো তার সামনে, এতে কাজ হলো। আরবি ভাষা না বুঝুক সেই রাশিয়ান স্টুয়ার্ডটি, তবে তার দেশে অর্ন্তদেশীয় পাসপোর্ট-এর ব্যাপারটা সে জানে। কার্ডটা নিয়ে কোনো রকমে আরবি ভাষায় ছোট্ট একটা শব্দ উচ্চারণ করলো সে, 'দাঁড়াও', তারপর আবার গেট বন্ধ করে দিলো সে। পরে ফিরে এসে সে তাকে ভি াার ভেতরে নিয়ে যায়।

সোভিয়েত দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি য়ুরি কুলিকভ একজন পুরোপুরি পেশাদার ডিপ্লোম্যাট। মার্টিনের ব্যাপারে মস্কোর যে নির্দেশ সে পেয়েছে, অবিশ্বাস্য হলেও এড়ানো কঠিন। 'তাহলে আপনি এসে গেছেন?' রুশ ভাষায় বললো সে। 'এখন শুনুন, আপনি এখানে আপনার ইচ্ছে মতো যতো খুশি গুপ্তচরবৃত্তি করুন না কেন আ..র তাকে কিছু এসে যাবে না। কিন্তু আমি এর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাই না।'

রুশ ভাষা না জানার জন্যে অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকালো মার্টিন এবং আরবি ভাষায় বললো, 'দয়া করে আরবি ভাষায় একবার বলবেন?' মার্টিন ভাবলো কুলিকভ বোধ হয় তাকে একজন রুশ ভেবেছে।

যাইহোক, কুলিকভ এবার ভাষার পরিবর্তন করে আরবি ভাষায় বললো, 'আপনি আরবি ভাষায় কথা বলতে চান? তাহলে তো ভালোই হয়।' KGB-র এজেন্টদের সঙ্গে এখানে সময় সময় তাকে আরবি ভাষায় কথা বলতে হয়, বিশেষ করে যখন তারা স্থানীয় লোক হয়। আরবি ভাষায় বলতে থাকে সে অতঃপর। 'এই হলো আপনার কার্ড আর এই হলো চিঠি, মস্কোর নির্দেশ মতো লিখে রেখেছি। বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা কুটিরে আপনাকে থাকতে হবে। বাগান পরিচর্যার কাজ করবেন, আর বাবুর্চি যখন যেমন নির্দেশ দেবে বাজার থেকে জিনিষপত্তর কিনে আনবেন। এ ছাড়া আমি আর কিছু জানতে চাইবো না। আর আপনি যদি কখনো ধরা পড়েন, তার দায়িত্ব আমি নিতে পারবো ন এখন আপনি আপনার কাজে লেগে যান। যদি সে কখনো ধরা পড়ে যায়, আর AMAM যদি জানতে পারে সে একজন রাশিয়ান এবং ফার্স্ট সেক্রেটারির ব্যক্তিগত লোক, তখন তারা ধরে নেবে টাইগ্রিস-এর হয়ে কাজ করছে সে। তাই ব্যাক্তিগত ভাবে মস্কোর উপরে চটে আছে য়ুরি কুলিকভ। গোড়ায় মাইক মার্টিন-এর ভার নিতে চায়নি সে।

মাইক মার্টিন সিকি একর বাগানের একেবারে পিছন দিক তার এক কামরার সুসজ্জিত বাংলোয় গিয়ে দেখলো জায়গাটা তার কাজ চালানোর পক্ষে বেশ উপযুক্ত।

মাঝরাতের ঠিক অগে মুরগির খাঁচার বুনিয়াদ ছুরি দিয়ে কেটে মার্টিন তার বার্তা আদান-প্রদানের সব সরঞ্জামগুলো যত্ন সহকারে বার করে। ভোর পৌনে-পাঁচটায় সেই দিনের চ্যানেলে বেতার-তরঙ্গে প্রথম সংকেত পাঠালো সে। রিয়াদ-এর আকাশ তখনো কালো-পিচের মতো অন্ধকারে ঢাকা। SIS-এর রেসিডেন্স-কাম-অফিসের

ছাদে স্যাটেলাইট ডিশ-এর মাধ্যমে যোগাযোগ দপ্তরে এক সেকেণ্ড-এর জন্যে সাংকেতিক আলোটা [illegible] আবার মিলিয়ে যেতে দেখা গেল। তারপরেই ট্রান্সমিটার আবাব চালু হয়ে গেল। বাগদাদের বার্তা দুটি স্পিলিং টেপে ধরা পড়লো। সতর্কীকরণ আলোটা রিয়াদের টেকনিসিয়ানদের নজরে পড়তেই বার্তা গ্রহনের যন্ত্রটা প্লথ করে দেয় যাতে করে হেডফোনে প্রেরকের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যায়। সেই বার্তাটা একজন স্টেনোগ্রাফার নোট করে সেটা টাইপ করে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলো এক সময়।

পাঁচটা পনেরোয় স্টেশন অধিকর্তা জুলিয়ান গ্রে-কে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে তাকে খবর দেওয়া হলো, 'স্যার, ব্ল্যাক বিয়ারের বার্তা এসেছে বাগদাদ থেকে।'

গ্রে সেই বার্তাটা প্রচণ্ড উত্তেজনায় এক লহমায় পড়ে ফেলে সাইমন প্যাক্সম্যানের কাছে ছুটে গেলো। রিয়াদে ইরাক ডেস্কের প্রধান ঘুম থেকে জেগে উঠে মার্টিনের বার্তাটা পড়ে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলো, 'আপাতত লোকটা বেশ ভালো কাজই করেছে দেখছি।'

ভোর সাড়ে পাঁচটায় মার্টিন ফুলগাছে জল দিচ্ছিলো। রান্নাঘবেব জানালা পথে রুশ রাঁধুনি তাকে দেখতে পেয়ে রুশ ভাষায় বললো, 'কাক নাজিভায়েট?' তারপব একটু সময় কি ভেবে সে আবার আরবি ভাষায় জিজ্ঞেস করলো, 'নাম কি?'

'মাহমাউদ,' উত্তরে বললো মার্টিন।

'ঠিক আছে, এই তোমার কফি মাহমাউদ।'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘন ঘন মাথা নেড়ে মার্টিন দু'হাত বাড়িয়ে কফির পেয়ালাটা তার হাত থেকে নিলো।

আটটার সময় কুলিকভের সোফারের সঙ্গে দেখা কবলো মার্টিন। লোকটি ইরাকি, কাজ চালানোর মতো রুশ ভাষায় কথা বলতে পারে সে, সাধারণ বার্তা বোঝবার জন্যে তাকে দোভাষী হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে মার্টিন আবার ঠিক করলো, সোফারের সঙ্গে খুব বেশী মেলামেশা করবে না সে। হয়তো সে AMAM-এর সিক্রেট পুলিশের লোক হতে পাবে, কিংবা এমন কি রহমানিব কাউন্টার ইনটেলিজেন্স-এর লোকও হতে পারে।

রাস্তায় নেমে বাস স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো মার্টিন। পথে একটা নির্জন জায়গায় মুরগীগুলোকে খাঁচা মুক্ত করে দিলো সে। বাজার থেকে একটা রিকেটি বাইসাইকেল কিনলো মার্টিন। সে বেশ ভালো করেই জানে যে, একজন বাগানের মালি হয়ে তার পক্ষে গাড়ি এমন কি মোটর সাইকেল ব্যবহার কবাটা শুধু বিলাসিতাই নয়, সন্দেহজনক বলে মনে হতে পারে। তাছাড়া তার মনে পড়লো ছেলেবেলায় এখানে সে দেখেছে, তার বাবা হাউসম্যান বাইসাইকেলে চেপে রোজকার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্তব কেনা-কাটা করতে যেতো।

এখন তার কেবল একটা কাজই বাকী ছিলো। পেন-নাইফ দিয়ে মুরগীর খাঁচাটা কেটে-ছেঁটে চৌকো সাইজের একটা খোলামেলা ঝুড়িতে পরিণত করা। ঝুড়িটা সদ্য কেনা বাইসাইকেলেব পিছনে কেরিয়্যারে বেঁধে নিলো গাড়ির পুরনো ফ্যান-বেল্ট দিয়ে। আসার পথে সেটা সে কিনেছিল একটা মোটর গ্যারাজ থেকে।

তারপর বাইসাইকেলে চেপে শহরে ফিরে এলো সে। সুরজা স্ট্রীটের একটা স্টেশনারি দোকান থেকে চারটে ভিন্ন রঙের চকখড়ি কিনলো। সেই দিনই সকালে বর্তমানে ইরাকিদেব জীবনযাত্রা সম্পর্কে একটু আভাষ পেলো সে। কাসরায় ফল ও সব্জির দোকানে গেলো সে।

ফল কিনে দুপুরে সোভিয়েত ফার্স্ট সেক্রেটাবির বাড়িতে ফিবে এলো মার্টিন। সে তার কুটিরে ফিরে এসে বৃদ্ধ ফল বিক্রেতার কথাগুলো বিশ্লেষণ করতে বসলো। '.......এই সব নোংরা লোকগুলোকে বিতাড়িত করে ছাড়বে—' এর অর্থ হলো সাদ্দাম হোসেনের কাজে বাধা দিযে তার সিক্রেট পুলিশকে তাড়িয়ে ছাড়বে। বাগদাদের রাস্তায় রাস্তায় ব্রিটিশকে 'বেনি নাজি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়, ক্রিশ্চিয়ান তরুণ ব্রিটিশদের তারা 'নাজির সন্তান হিসেবে' সম্মান দেয়। আর আমেরিকানদের তারা 'বেনি এল্ কালব্' বলে সম্বোধন করে থাকে। আরবি ভাষায় কালব্ হচ্ছে কুকুর, আর আরব সংস্কৃতিতে কুকুরকে খুব একটা ভালো চোখে দেখা হয় না।

উইঙ্কলার ব্যাঙ্কের রিপোর্ট পেয়ে একটা স্বস্তিবোধ করলো গিডিয়ন বারজিলাই। রিপোর্টে তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাকে কি কি করতে হবে। প্রথমেই তাকে খোঁজ নিতে হবে তিনজন ভাইস প্রেসিডেন্ট যথাক্রমে কেমলারা, জেমিলিক এবং ব্রেই-এর মধ্যে কে এই ইরাকি বিশ্বাসঘাতক জেরিকোর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণ করে। এর দ্রুত উপায় হলো ফোন করে খবর নেওয়া। কিন্তু বারজিলাই একেবারে নিশ্চিত, তাদের মধ্যে কেউই ফোনে স্বীকার করবে না।

বারজিলাই হিসেব করে দেখলো, টাকা রোজগার করতে ভালোবাসে ব্যাঙ্ক, আর বালাগেসির সেই ব্যাঙ্ক চিঠির মাধ্যমে উত্তর দেবার সৌজন্যবোধটা অবশ্যই দেখাবে। হ্যাঁ, তার ধারণাই ঠিক।

একটা খাম এলো তেল আবিব থেকে, সঠিক লেটারহেডে ব্রিটিশ স্ট্যাম্প দেওয়া, দু'দিন আগের ট্রাফালগার স্কোয়ারের পোস্ট অফিসের ফ্রাঙ্ক করা। ঠিকানা খুবই সাধারণ, ডাইরেক্টর, ওভারসীজ ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্টস, উইঙ্কলার ব্যাঙ্ক।

ব্যাঙ্কের লেটার বক্স মাধ্যমে মাঝরাতে খামটা ফেলে দেওয়া হয়ে থাকবে। ওদিকে চিঠি আসা-যাওয়ার সময় কড়া নজর রাখা হতো ব্যাঙ্কের উপরে।

কাউটস-এর চিঠি মেল বাক্সে ফেলে দিয়ে ব্যাঙ্কের লোকটি চলে যাওয়া মাত্র পর্যবেক্ষক দল সক্রিয় হয়ে উঠলো, মেল-বক্সের তালা খুলে উইঙ্কলার ব্যাঙ্কের পাঠানো বাইশটি চিঠির মধ্যে লণ্ডনে মেসার্স কাউটসকে লেখা চিঠিটা খুঁজে বার করতে বিশেষ অসুবিধে হলো না। তারপর বাকি একুশটি চিঠি রেখে মেল-বক্সে তালা লাগিয়ে দেওয়া হল। তারা তাদের সহকর্মীর উপরে নজর রেখেছিল। বাজার থেকে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড ভিয়েনিজ মেলমেন-এর ইউনিফর্ম পরিহিত তাদের সেই নকল "পোস্টম্যান-এর" উপরে যদি কেউ হামলা চালায়, তার মোকাবিলা করার জন্যই এই নজরদারির ব্যবস্থা।

কিন্তু ভিয়েনার সহজ-সরল নাগরিকরা মধ্য-প্রাচ্যের এজেন্টরা যে মেল-বক্স-এর তালা খুলে অন্যের চিঠি বার করে নিতে পারে, ব্যাপারটা তাদের জানা ছিলো না।

কাউটস-এর চিঠির উত্তরে উইঙ্কলার ব্যাঙ্ক-এর চিটিটা খুলো পড়লো বারজিলাই। সংক্ষিপ্ত উত্তর, কিন্তু অতি বিনয়ের সঙ্গে লেখা সেই চিঠিটা সহজ-সরল ইংরিজি ভাষায় লেখা। সই করেছে, উলফগ্যাং জেমুলিক। জেরিকোর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আসলে কে চালায়, এখন সে খবরটা জেনে গেলো মোসাদ দলের নেতা।

অন্ধকার নেমে আসার পর মনসুরে রাশিয়ান কম্পাউণ্ড-এর পিছনের নিরাপদ একটা ছোট গেট পেরিয়ে এলো মাইক মার্টিন, গেটের বহুদিনে অব্যবহৃত মরচে ধরা তালার চাবি তাকে আগেই দেওয়া হয়েছিল। তালায় ফের চাবি লাগিয়ে সে তার বাই-সাইকেলে চেপে বেরিয়ে এলো। সে জানে আজ রাতে তাকে দীর্ঘ সময় ধরে জেগে থাকতে হবে।

নোংরা এয়ারমেল কাগজে বার্তাগুলো লিখলো সে আরবি ভাষায়। প্রতিটি কাগজ চার ভাঁজ করে সিলফোন ব্যাগে পুরে উরুর কছে টেপ দিয়ে সেঁটে রাখলো সে।

তার প্রথম যাত্র বিরতি ঘটলো রিসাফা নদী পেরিয়ে আলওয়াজিয়া কবরখানায়। রিয়াদে ফটো দেখে আন্দাজ করা আর মোনকাডার বর্ণিত সেই দেওয়ালটা খুঁজে বার করা আর এক কথা। ঠিক জায়গার কথাই বলেছিল মোনকাডা। বাঁধুনি থেকে একটা ইঁট সরিয়ে সিলফোনের খামটা সেটার পিছনে রেখে দিয়ে ইঁটটা সে আবার যথাস্থানে রেখে দিলো।

তার দ্বিতীয় লক্ষ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের, ততোধিক জরাজীর্ণ দেওয়াল ভেঙে পড়েছে এখানে-সেখানে। জায়গার নাম আধমিয়া। পাশেই একটা পচা-হজা পুকুর, আর দুর্গের অদূরেই রয়েছে ইমান আলাধাম মসজিদ; দুর্গ ও মসজিদের মধ্যেই এই দেওয়ালটা। দেওয়ালে গজিয়ে ওঠা সেই গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো মার্টিন। গাছের পিছনে একেবারে উপর থেকে গুনে গুনে ঠিক দশটা ইঁটের নিচে একটা দাঁত বার-করা ইঁট দেখতে পেলো সে। দ্বিতীয় খামটা সেখানেই রেখে দিলো সে। তৃতীয় চিটিটা ফেললো সে একটা কবরখানায়। তবে সেটা ছিলো ওয়াজিরায় পরিত্যক্ত ব্রিটিশ কবরখানা।

তারপর মোনকাডার নির্দেশ মতো সে এবার মনসুর এলাকায় বড় বড় রাস্তায় লাল নীল-সাদা চকখড়ি

দিয়ে চিহ্নিত করে রাখলো। নিয়ম ছিলো এই রকম ঃ মোনকাডা কিংবা জেরিকো যে চকখড়ির চিহ্ন দেখতে পাবে, সে তখন সেই তিনটি ডেড-লেটার বাক্স থেকে বার্তাসহ খামগুলি সংগ্রহ করে নেবে এবং ভিজে কাপড় দিয়ে সেই চিহ্নগুলি মুছে দিয়ে যাবে। এর থেকে বোঝা যাবে যে, প্রাপক যেই হোক না কেন, চিঠি পেয়ে গেছে। এই ভাবেই গত দু'বছর ধরে উভয় এজেন্টই নিজেদের মধ্যে বার্তা বিনিময় করে গেছে, কেউ কারোর মুখোমুখি হয় নি কখনো।

মার্টিন তখন সাইকেলে চড়ে ঘুরে দেখলো নীল ও লাল চকখড়ির দাগ দুটোও মুছে দেওয়া হয়েছে দেওয়ালের উপর থেকে। সেই দিনই রাতে তিনটি ডেড লেটার বক্স থেকে মার্টিন তার কর্তাদের উদ্দেশ্যে লেখা তিনটি বিশেষ বার্তা সংগ্রহ করলো। পাঠিয়েছে জেরিকো। সেগুলো মার্টিন তার বাঁ-পায়ের উরুতে টেপ দিয়ে সেঁটে রাখলো এবং মনসুরে তার ডেরায় ফিরে গেলো।

মোমবাতির আলোয় বেশ ভালো করেই পড়লো সে বার্তাগুলো। জেরিকো জীবিত এবং বেশ ভালোই আছে সে। সে আবার কাজ করতে চায় পশ্চিমের হয়ে। আর সে জেনে গেছে যে, এখন থেকে তার সব খবরের প্রাপক হবে ব্রিটিশ আর আমেরিকানরা। কিন্তু এখন ঝুঁকি অনেক বেড়ে গেছে আগের চেয়ে। এখন সে অপেক্ষা করছে এই ব্যাপারে একটা চুক্তি ও শর্ত এবং কি ধরনের খবরের প্রয়োজন সেটা জানবার জন্যে।

চিঠিগুলো মোমবাতির আলোয় পুড়িয়ে ফেললো মার্টিন। উভয় প্রশ্নের উত্তরগুলো সে জানে। তার যে কোনো পারিশ্রমিকের জন্যে ল্যাংলে প্রস্তুত, তবে তার কাজ অবশ্যই ভালো হওয়া উচিত। আর খবর যা যা জানা দরকার তা হলো এই রকম ঃ সাদ্দামের মেজাজ কি রকম, তার পরিকল্পনার রূপরেখা, যুদ্ধ পরিচালনা করার প্রধান প্রধান ঘাঁটিগুলো এবং গণহত্যা বা ধ্বংস লীলা সম্পন্ন করার জন্যে প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণের কারখানগুলো কোথায় সেই সব জায়গার ঠিকানা জানতে হবে।

ভোরের ঠিক একটু আগে রিয়াদকে সে জানালো; জেরিকো আর ফিরে এসেছে তার পুরনো খেলায়।

* * *

১০ই নভেম্বর স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিস-এর ছোট্ট অফিসে এসে ডঃ টেরি মার্টিন তার সেক্রেটারির রাখা ছোট্ট একটা চিরকূট দেখতে পেলো। তাতে লেখা ছিলোঃ একজন মিঃ প্লামার ফোন করেছিলেন। তিনি বলেছেন, আপনি নাকি তাঁর ফোন নম্বর জানেন, আর এও জানেন যে, কি ব্যাপারে তিনি ফোন করতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে টেরি জানতে পারালো প্লামার মধ্যাহ্নভোজ সারতে বেরিয়ে গেছে। বাড়ি ফেরার একটু আগে বিকেলে সে আবার ফোন করতেই পেয়ে গেলো প্লামারকে।

সপ্তাহের বাকী দিনগুলো দুজনেই খুব ব্যস্ত রাইলো। ঠিক হলো আগামী রবিবার প্লামার তাকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করবে খবু সুন্দর একটা পাব-এ, তার অফিস থেকে মাত্র এক মাইল দূরে। টেপটা বাজানো হবে সেদিনই।

'কে কার সঙ্গে কথা বলছে আমরা জানি না,' বললো প্লামার, 'তবে কণ্ঠস্বর স্পষ্ট বলে দেয় যে, তারা বয়স্ক লোক। হয়তো কোনো কারণে আহ্বায়ক কুয়েতে হেডকোয়ার্টার থেকে ফিরে এসে মুক্ত টেলিফোন ব্যবহার করে থাকবে। সম্ভবত সে তার বাড়ির ফোন ব্যবহার করেছে। আমরা জানি যে, এটা কোনো মিলিটারি নেটওয়ার্ক নয়, তাই সম্ভবত বক্তা কোনো সামরিক ব্যক্তি নয়। কোনো অভিজ্ঞ আমলা হবে।'

'মনে হয় ইরাকের এয়ারফোর্স-এর উপরে মন্তব্য করতে গিয়ে আহ্বায়ক রিপোর্ট করছে আমেরিকান আর ব্রিটিশ তাদের টহলদারি বোমারু বিমানের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে ইরাকের সীমান্তে।'

'বক্তা বেনি এল্ কালব্-এর উল্লেখ করেছে কুত্তার বাচ্চা হিসেবে অর্থাৎ তারা যে আমেরিকান এটাই বোঝাতে চেয়েছে সে। এ সব কথা শুনে হেসে ওঠে শ্রোতা, আর মন্তব্য করে, 'এতেই সাড়া দিলে ভুল করবে ইরাক। এটা যে একটা ফাঁদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই—এই ভাবেই তাদের প্রতিরক্ষার ছবিটা উন্মোচিত হয়ে যাবে।'

'আর তারপরেই বক্তা এমন কিছু বলেছে যা আমাদের বোধগম্য হয় নি। এখানেই বক্তার কথাগুলো কেমন জড়িয়ে গেছে।

মধ্যাহ্নভোজের পর মার্টিনকে GCHO-তে নিয়ে গেলো প্লামার। একটা শব্দ নিরোধক ঘর, কতকটা রেকর্ডিং রুমের মতো। প্লামার তার একজন টেকনিসিয়ানকে সেই রহস্যজনক টেপটা বাজিয়ে শোনাতে বললো। প্লামারের বর্ণনা মতোই সব মিলে যেতে থাকে। শেষ পর্যায়ে আহ্বায়ক ইরাকিকে কেমন যেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখা গেলো। তার কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে চড়ে উঠলো ঃ বেশী দিনের জন্যে নয় রাফীক। শীগগীরই আমরা', তারপরেই কথা অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু বাগদাদের লোকটি বলে উঠলো 'চুপ করে থাকো, ইবন-আল্-গাহবা।'

আর তারপরেই হঠাৎ শব্দ করে রিসিভার নামিয়ে রাখতে শোনা গেলো, যেন হঠাৎ তার খেয়াল হলো, টেলিফোন লাইনটা নিরাপদ নয়।

'নিশ্চয়ই'।

টেরি মার্টিন তার বিছানার পাশে বার বার টেপ চালিয়েও পরদিন সকালে কেন তারপরদিনও উত্তরটা খুঁজে পেলো না। তবে পাঁচ দিন পরে সেই জড়ানো শব্দ দুটির অর্থ সে পাঠোদ্ধার করা মাত্র সেনচুরি হাউসের সাইমন প্যাক্সম্যানের যোগাযোগ করার চেষ্টা করলো, কিন্তু সে তখন সেখানে ছিলো না। তখন সে মধ্য প্রাচ্যের অপারেশনের প্রধনা স্টিভ লেইং-এর খোঁজ করলো। কিন্তু তাকেও পাওয়া গেলো না।

তাদের বর্ণিত "স্পটার" লণ্ডন এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে তেল আবিব থেকে ভিয়েনায় পৌঁছে কারোর সঙ্গে দেখা না করেই সোজা বিমানবন্দর থেকে শেরাটন হোটেলে গেলো, তার ঘর বুক করা ছিলো সেখানে।

রীতিমতো আমুদে এই স্পটার, টকটকে লাল মুখ। নিউ ইয়র্কের আমেরিকান উকিল প্রমাণ করার জন্যে প্রয়োজনীয় নথীপত্র সঙ্গে এনেছে সে। আমেরিকান ধাঁচে তার ইংরাজি বাচন ভঙ্গী নিখুঁত। তার আই বিষয়ক ফার্ম-এর লেটারহেডে উইঙ্কলার ব্যাঙ্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট উলফগ্যাং জেমুলিককে একটা সৌজন্যমূলক চিঠি লেখালো। লেটারহেডটা একেবারে আসল, ফোনে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সেই চিঠির স্বাক্ষরকারী সত্যি সত্যি নিউইয়র্কের খ্যাতিসম্পন্ন একটি 'ল'-ফার্মের সিনিয়র পার্টনার, যদিও সে এখন ছুটিতে (নিউইয়র্কে খোঁজ নিয়ে এই রকমই একটা কিছু দেখেছে মোসাদ), এবং ভিয়েনায় ভ্রমণার্থী লোকটি যে অবশ্যই সে নয়, এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না।

অতি বিনয়ের সঙ্গে লেখা চিঠিতে পত্রপ্রেরক জানিয়েছে, তার এক বিত্তবান মক্কেল ইউরোপে তার ভাগ্যান্বেষণের জন্যে একটা মোটা টাকা স্থানান্তর করতে চায়। সেই মক্কেলটি তার এক বন্ধুর কাছ থেকে জেনেছে, এ ব্যাপারে উইঙ্কলার ব্যাঙ্কের অনুরোধ করা যেতে পারে, বিশেষ করে হের জেমুলিক-এর মতো একজন সৎ লোক হলে তো ভালোই হয়। যেহেতু এই সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফোনে কিংবা ফ্যাক্স মারফত সারা যায় না, তাই পত্রপ্রেরক নিজেই ইউরোপের অন্যত্র কাজ বাতিল করে দিয়ে ভিয়েননায় ছুটে এসেছে। চিঠিটা নিজেই ব্যাঙ্কের লেটার বক্সে ফেলে এলো সে রাতের অন্ধকারে।

পরদিন দুপুরে ব্যাঙ্কের মেসেঞ্জার শেরাটন হোটেলে এসে তার চিঠির উত্তরটা দিয়ে গেলো। পরদিন সকাল দশটায় হের জিমুলিক আমেরিকান উকিলের সঙ্গে দেখা হলে খুশি হবেন বলে জানিয়েছেন।

হের উলফগ্যাং তাঁর ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করে তাঁর সামনের চেয়ারে বসতে বললেন তাঁকে। জার্মান ভাষায় "জেমুলিক-এর" অর্থ হলো "আরামদায়ক"। তবে এই লোকটির পাতলা রোগাটে চেহারা দেখলে মনে হবে, মৃত্যুপথযাত্রী তিনি। ষাটের উপরে বয়স, পরনে ধূসর রঙের সুট, টাই, পতালা চুল।

তামাসাপ্রিয় লোকেদের জন্যে ব্যাঙ্কার হিসেবে কাজ করতে চান না উলফগ্যাং। তাঁর কাছে ব্যাঙ্কের প্রতিটি কাজই গুরুত্বপূর্ণ, এমন কি মানুষের জীবনের থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তিনি। তাঁর মতে সঞ্চয়ের জন্যে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা, আর ব্যাঙ্ক থেকে মক্কেলদের টাকা তোলার ব্যাপারটা তাঁর কাছে অত্যন্ত বেদনা দায়ক। এবং কেউ যদি মোটা টাকা অন্যত্র স্থানান্তর করে, তবে এই সপ্তাহটা তাঁর কাছে মাটি হয়ে যাবে।

স্পটার তার কাজের কথা জানে। এই ব্যাঙ্কের বিস্তারিত খবর জেনে জেনে নিয়ে তাকে রিপোর্ট করতে বলা হবে যথাস্থানে—ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা, তালা-চাবি দরজার নাট-বোল্ট, এলার্ম-এর ব্যবস্থা—এ সবেরই খোঁজ নিতে হচ্ছে তাকে।

তাদের কথা মাঝে মাত্র এবারই বাধার সৃষ্টি করেছিল একটি মহিলা তাঁকে দিয়ে তিনটি চিঠি সই করানোর

জন্যে।

তিনি এবং স্পটার জার্মান ভাষায় কথা বলছিলেন। যাইহোক, স্পটার উঠে দাঁড়িয়ে আগন্তুকের দিকে মাথা একটু নিচু করে বললো, 'আপনার পরিচয় ফ্রাউলিন?' মেয়েটিকে কেমন অপ্রস্তুত দেখায়। জেমুলিকের অতিথিরা কখনো তাঁর সেক্রেটারিকে সম্মান দেখানোর জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় না। যাইহোক, জেমুলিক পরিস্থিতির সামাল দিতে গিয়ে বললেন, 'আহ্ হ্যাঁ, ও আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি, মিস হারডেনবার্গ।'

তাঁর কথা শুনে স্পটার বসে পড়লো অতঃপর। এরপর সে চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতি দিলে হের উলফগ্যাংকে—নিউইয়র্কে সে তার মক্কেলকে বলবে উইলঙ্কার ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলা লাভজনক সব দিক থেকে। নিচে নামতে গিয়ে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলো স্পটার—এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে পুরুষদের টয়লেট ব্যবহার করতে পারবে কিনা সে। ভুরু কুঁচকে ওঠে দারোয়ানের, উইলঙ্কার ব্যাঙ্কে এই সব প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ আশা করা যায় না। তবে মেজানিন ফ্লোরে লিফট থামিয়ে সে হাত দেখিয়ে সামনে এএকটা দরজা দেখিয়ে দেয়।

টয়লেটটা পুরোপুরি পুরুষ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের জন্যে উপযুক্ত বটে। দ্রুত ঘরটা দেখে নেয় সে। জানালাগুলো লোহার তার দিয়ে সীল করা—এলার্ম সিস্টেমও রয়েছে—এখান থেকে পালানো সহজ হবে না। দেওয়াল আলমারিতে ঝাঁটা, প্যান, ক্লিনিং ফ্লুইড এবং ভ্যাকুয়াম ক্লিনার থাকতে দেখলো স্পটার। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, তাদের ক্লিনিং স্টাফ আছে, কিন্তু কখনই বা কাজ করে তারা? রাতে, নাকি উইকএণ্ডে? তার অভিজ্ঞতা থেকে সে বলতে পারে, সাধারণতঃ কারোর না কারোর তত্ত্বাবধানে ধোয়া-মোছার কাজ করানো হয়ে থাকে। তাহলে এক্ষেত্রে দারোয়ান কিংবা নাইটওয়্যাচম্যান এই সব কাজ তদারকি করে থাকবে।

ব্যাঙ্ক-এর ভেতরকার কাজ-কর্ম সম্পর্কে গিডি বারজিলাই-এর বিশ্লেষণ অনুধাবন করতে দু'ঘন্টা সময় কাটিয়ে দিলো সে। তারপরেই মনে মনে বললো সে, ব্যাঙ্কে প্রবেশ করতে পারা কোনো সমস্যাই নয়। এলার্ম ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় করে দিতে হবে প্রথমেই। সম্ভবত সেখানে নাইট ওয়াচম্যান থাকবে। তারপর ব্যাঙ্কে ঢুকে তারা একটা পুরনো সিন্দুকের সন্ধান করবে। কাজ সারতে বেশ কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে। তাই নাইটওয়্যাচম্যানের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে চিরদিনের জন্যে। অবশ্য তাতে একটা প্রমাণ থেকে যাবে। সেটা ক্ষমা করে দেবে ড্রোর।

পরদিন ভিয়েনা থেকে তেল আবিবে উড়ে এলো স্পটার। সেইদিনই অপরাহ্নে এক গাদা ফটো থেকে উলফগ্যাং জেমুলিককে সনাক্ত করা গেলো, সেই সঙ্গে ফ্রাউলিন হারডেনবার্গকেও। সে চলে গেলে বারজিলাই এবং নেভিয়ট টিম-এর প্রধান আবার পরামর্শ করতে বসলো।

'সত্যি কথা বলতে কি গিডি, ভেতরের আরো খবর আমার দরকার। এমন অনেক কিছু আছে যা এখনো আমি জানি না আপনার সে সব কাগজপত্র দরকার, সে নিশ্চয়ই সিন্দুকের মধ্যেই রেখে থাকবে। কিন্তু কোথায়? প্যানেলের পিছনে? ফ্লোর সিন্দুকে? সেক্রেটারির অফিসে? নাকি বেসমেন্টে বিশেষ ধরনের সিন্দুকে? এখানকার এসব খবরই আমাদের জানা প্রয়োজন।

মাথা নেড়ে সায় দেয় বারজিলাই। অনেক দিন আছে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় একজন প্রশিক্ষক তাদের বলেছিল, যে কোনো লোক তার কাজের মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা না একটা দুর্বল পয়েন্ট রেখে যাবেই। আর সেই পয়েন্টটা খুঁজে বার করে তোমার স্নায়ু কোষ মেলে ধরো, সেটা নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। পরদিন সকালে উলফগ্যাং-এর উপরে নজর রাখা হলো। কিন্তু এই সদা-সতর্ক ভিয়েনিজ প্রশিক্ষকের কথাটা যে ভুল সেটা প্রায় প্রমাণিত হতে যাচ্ছিল।

* * *

স্টিভ লেইং এবং চিপ বারবারা'র সামনে এখন একটা বড় সমস্যা। নভেম্বরের শেষ বাগদাদে ডেড-লেটার বাক্সে তার জন্যে রাখা প্রশ্নের প্রথম উত্তর পাওয়া গেলো জেরিকোর কাছ থেকে। তার পারিশ্রমিক অনেক চড়া। যাইহোক, আমেরিকান সরকার তার ভিয়েনার অ্যাকাউন্টে তার দাবীর টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছে। যদি জেরিকোর খবরগুলো খাঁটি হয়, তাহলে তাকে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ থাকার কথা নয়। খবরগুলো

খুবই প্রয়োজনীয় হবে তাদের কাছে। সব প্রশ্নের উত্তর সে দিয়েছে। মূলত ইরাকে সতোরোটা মারণাস্ত্র তৈরীর জায়গার নাম সে দিয়েছে। তার মধ্যে আটটি জায়গা ব্রিটিশ ও আমেরিকার সন্দেহের তালিকায় ছিলো। আর তাদের সন্দেহজনক দুটি জায়গা সংশোধন করে দিয়েছে সে। অপর নয়টি খবর তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। কিন্তু সমস্যাটা হলো, বাগদাদের ভেতরের লোককে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য করিয়ে ল্যাংলে এবং সেনচুরি যে এই সব খবর সংগ্রহ করেছ, সে খবর না দিয়ে তাদের দেশের সামরিক বিভাগকে কিভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে অনুপ্রাণিত করবে তারা।

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে সৌদি আরবের এয়ারফোর্স মিনিস্ট্রির বেসমেন্টের অফিসে বসে জেনারেল বাস্টার গ্লোসনের সঙ্গে আলোচনায় বসলো সে। গালফ্-এ আকাশ অভিযানের নেতা চাক হরনারের সহকারী এই জেলারেল গ্লোসন। লণ্ডন এবং ওয়াশিংটন চায় কুয়েতে সাদ্দাম হোসেনের যুদ্ধ পরিচালনার মেসিনারি ধ্বংস করে ফেলতে। আর সেই সব মেসিনারিগুলো অবশ্যই হলো গ্যাস-বোমা, জীবাণু-বোমা, এবং আণবিক-বোমা। ইরাকের সৌদি আরব আক্রমণের প্রতিরোধ করার অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল এই বাস্টার গ্লোসান। তার সেই গোপন বাহিনীর সাংকেতিক নাম ঃ—ইনস্টান্ট থাণ্ডার।

১৬ই নভেম্বর ইউনাইটেড নেশন বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়, গালফ-এ ভয়াবহ যুদ্ধ এড়ানোর জন্যে ইরাকে একটা "শান্তি মিশন" পাঠাতে হবে। কিন্তু এই তিন নেতা মনে করে, যুদ্ধ পরিহারের এই ঠুনকো আবেদন কখনোই বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না।

অবশেষে স্টিভ লেইং সেই আলোচনা সভায় বাস্টারকে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর জানালো, 'ইরাকে যার সমরাস্ত্র নির্মাণের কাজে সহায়তা করেছিল, আমরা তাদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তাদের মধ্যে একজন সাদ্দামের পয়জন গ্যাস প্ল্যান্ট-এর নির্মাতা, তারপরেই চিপ বারবার সেই সব অস্ত্র নির্মাণের কারখানর একটা নতুন তালিকা গ্লোসনের সামনে মেলে ধরলো। সেই তালিকার উপরে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গ্লোসনের মনে হলো এগুলোর খবর তো ইরাকের সামরিকভূখণ্ডের ম্যাপ থেকে জানা যায় না। ভুরু তুলে সে বিস্ময় প্রকাশ করলো, 'এগুলো সত্যি?'

'সম্পূর্ণভাবে', বললো ইংলিশম্যান। হ্যাঁ, আমাদের খবরের উৎস একেবারে নির্ভেজাল, খাঁটি।'

উঠে দাঁড়ালো গ্লোসন। 'ঠিক আছে। আমার জন্য আর কোনো খবর আছে?'

'ইউরোপে আমরা অন্বেষণ চালাচ্ছি। নতুন কোনো খবর থাকলে অবশ্যই আপনাকে জানাতে ভুলবো না। তবে এখনো পর্যন্ত আমরা সেখানকার সামরিক প্ল্যান্ট নির্মাতাদের কাছ থেকে জেনেছি, বেশীর ভাগ অস্ত্র সেখানকার মরুভূমির নিচে রাখা আছে।'

'সঠিক জায়গার কথা আমাকে বলুন, আমরা সেই সব সামরিক প্ল্যান্ট উড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো,' বললো জেনারেল।

গ্লোসন পরে সেই তালিকাটা মার্কিন এয়ারফোর্সের চীফ হরনারবে দেখালে সেটা ভালো করে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, 'ওরা এটা কোত্থেকে পেয়েছে?'

'যারা এই সব সামরিক প্ল্যান্ট তৈরী করেছিল তাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে ওরা জানতে পেরেছে,' বললো গ্লোসান।

'যেখান থেকেই পাক না কেন, মনে হয় বাগদাদে কারোর খোঁজ ওরা পেয়ে থাকবে। শোনো বাস্টার, এ ব্যাপারে আমরা এখন কিছুই বলবো না। তাদের এই ভালোমানুষির কথা এখন শুনে যাও, আর তাদেব নাম হিট-লিস্টে তুলে রাখো।' একটু থেমে সে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, 'আশ্চর্য, কে এই বেজন্মাটা?'

১৮ই নভেম্বর লণ্ডনে ফিরে গেলো স্টিভ লেইং। ওদিকে পিছনের আসন থেকে সংরক্ষণশীল দলের সরকারের একজন সদস্য মিসেস মার্গারেট থ্যাচারকে প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকে সরানোর জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেছে তখন।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হওয়া সত্বেও মিলিত হলো স্টিভ লেইং। মার্টিন তার এ্যাটাচি কেস থেকে একটা ক্যাসেট

প্লেয়ার ও একটা টেপ বার করে, লেইংকে দেখালো এবং গত সপ্তাহে সিয়ান প্রামারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিলো

'তা আপনাকে এই টেপটা বাজিয়ে শোনাবো? জিজ্ঞেস করলো মার্টিন।

'বাজাও! তবে আমার ধারণা, GCHQ-এর ছেলেরা যখন বুঝতে পারেনি আমি বেশ ভালো করেই জানি, আমিও বুঝতে পারবো না, তাছাড়া আল্-খৌরির মতো আরবদের পেয়েও সিয়েন প্রামার যখন এই টেপের শেষ অংশটা পাঠোদ্ধার করতে পারে নি, তখন আমি.........'

তবু শান্ত ভাবে ধৈর্যসহকারে শুনতে থাকলো সে।

'শুনতে পাচ্ছেন?' উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো মার্টিন, ''পাবো'' কথাটার আগে K অক্ষরটা শুনলেন তো? লোকটা নিশ্চয়ই ইরাকের এই দুঃসময়ে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছে না। এখানে সে তাঁর ক্ষমতাটা ব্যবহার করেছে কেবল। আর তাতেই শ্রোতা অমন রেগে যায়। এটা খুবই স্পষ্ট যে, খোলাখুলি ভাবে কেউ সেটা ব্যবহার করতে চায় না।'

'কিন্তু আসলে সে কি বলতে চেয়েছিল?' দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞেস করলো লেইং। অসহায়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলো মার্টিন।, আশ্চর্য, এখনো লেইং কিছুই বুঝতে পারলো না?

'তার বক্তব্য হলো, আমেরিকার বিরাট বাহিনী তাদের কাছে চিন্তার কোনো কারণ হতে পারে না। এই জন্যে যে, ''শীগ্‌গীর আমরা কুবথ-আট্-আল্লাহকে পাবো।'' বুঝলেন কিছু?'

তখনো লেইংকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল।

'এর অর্থ হলো একটা অস্ত্র,' জোর দিয়ে বললো মার্টিন, 'অবশ্যই সেটা হতে হবে। শীগ্‌গীর এমন কিছু একটা তারা পেতে যাচ্ছে যা দিয়ে তারা আমেরিকনদের রুখে দেবে।'

'আমার আরবি ভাষায় দুর্বলতার জন্যে আসলে ক্ষমা করবেন,' বললো লেইং 'কিন্তু কুবথ-আট্-আল্লাহটাই বা কি?'

'ওহো,' বললো মার্টিন, 'এর অর্থ হলো ভগবানের হাত।'

বারো

তিনটি সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে দীর্ঘ এগারো বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিসেস মার্গারেট থ্যাচার সরকারের পতন হল ২০শে নভেম্বর, যদিও তিনি তাঁর পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন দু'দিন পরে। বিদেশী রাষ্ট্রের এবং স্বদেশের কয়েকজন ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদদের চাপে পড়ে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ব্রিটিশরা তাদের দেশের নেত্রীর এভাবে পতনটা ভালো মনে মেনে নেবে না।

প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, এক্সচেকারের চ্যান্সেলার জন মেজর প্রধান মন্ত্রীত্বের দাবী করে এবং জয়ী হয় হাউস অফ কমন্স সভায়। এই খবরটা পেয়ে গালফ্-এ ব্রিটিশদের মতো আমেরিকান সৈনিকরাও শুধু বিস্মিত নয় স্তম্ভিতও বটে। ওমানে SAS-এর লোকেদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কার্যরত আমেরিকানরা তো ব্রিটিশদের সরাসরি প্রশ্ন করে বসে, এ সব কি ঘটছে, এর ফলে তার যে নিজেদের বড় অসহায় বোধ করছে।

ধীরে ধীরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো লায়লা-আল্-হিলা। বাথরুম থেকে চুঁইয়ে পড়া আলোয় লায়লাকে এখন ছয়টি রিপুর সব ক'টিতে ভরপুর দেখাচ্ছিল, চোখে মদির চাহনি, ঠোঁটে মোনালিসার হাসি, দেববল্লরী যেন তপ্ত যৌবনের মতো টগ্‌বগে। দেহে নাম মাত্র পোশাক। বুকে এত চিলতে লেস, প্যারিস থেকে আমদানি করা।

বিছানায় শায়িত বিরাট চেহারার মানুষটা ক্ষুধার্ত চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে, তার নিচের পুরু ঠোঁটটা সিক্ত। দাঁত বার করে হাসলো সে।

যৌন সংসর্গে লিপ্ত হওয়ার আগে বাথরুমে হেলায় সময় নষ্ট করার বড় পছন্দ লায়লার। তার দেহের

অনেক কিছুই ধুয়ে-মুছে নতুন করে প্রলেপ দেওয়ার কাজ থাকে সেখানে, যেমন চোখের পাতায় রঙ লাগানো, ঠোঁট জোড়া লাল রঙে রাঙিয়ে তোলা এবং প্রসাধন ব্যবহার করা। দেহের বিভিন্ন অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সৌরভ।

তিরিশটি বসন্ত পেরিয়ে এসেও তার দেহ এখনো অটুট, দেহে কোথাও একটুকু মেদ নেই, দেহের যেখানে যেখানে একটু-আধটু বাঁক থাকা দরকার, ঢল নামার দরকার, ঠিক তেমনটিই বর্তমান তার দেহে। ভারী নিতম্ব, পুরুষ্ট স্তনজোড়ার ঠিক নিচে ঢল নেমেছে উপত্যকার মতো, সেই ঢল নেমে গেছে নাভীর নিচে। এ সবই তার মক্কেলদের অতি প্রিয়।

লায়লা তার হাত দু'টি নত করে স্বল্পালোকে আচ্ছন্ন বিছানার দিকে এগিয়ে যায় কোমর দোলাতে দোলাতে। চার ইঞ্চি উঁচু হাই-হীল জুতো পরার দরুণ তার নিতম্ব যেন আরো বেশী উদ্বেলীত।

কিন্তু ভাল্লুকের মতো কালো ফার-এর আবরণে ঢাকা নগ্ন শরীরের লোকটা চোখ বুজে পড়ে থাকে। ওহে হাবাগোবা, ভাবলো মেয়েটি, এখন ঘুমিও না, অন্তত আজ রাতে আমি যখন তোমাকে একান্তে কাছে পেতে চাই, ঘুমিয়ে থেকে আমার আজকের সুন্দর রাতটা নষ্ট করে দিও না। বিছানার ধারে বসে সে তার নাভীর নিচে লোম থেকে বুক পর্যন্ত তার লাল রঙ করা ধারালো নখের আঁচড় কাটলো। পুরুষটি কঠোর ভাবে তার স্তনজোড়ার প্রতিটি বোঁটা খামচাতে থাকলো, তারপর সে তার হাতটা আবার নিচের দিকে নামাতে শুরু করলো, এবার নাভীর নিচে কুঁচকি পর্যন্ত সে তার হাতটা প্রসারিত করে দিলো।

এরপর ঝুঁকে পড়ে লোকটার ঠোঁটে চুমু খেলো সে, সে তার সিক্ত জিভ দিয়ে লোকটার ঠোঁটের উপরে বুলোতে থাকে। কিন্তু লোকটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে সাড়া দিলো আলতো ভাবে মেয়েটির ঠোঁটে চুমু খেয়ে। আর তখনি সে অনুভব করলো, লোকটা মদ খেয়েছে। কেন যে পুরুষগুলো এমন এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তের আগে মদ খেয়ে মিলনের স্বাভাবিক আনন্দটা মাটি করে দেয়, বুঝতে পারে না সে। কিন্তু লোকটাকে যে জাগিয়ে রাখতে হবে আজ, অন্তত তাকে স্বাভাবিকভাবে তার একান্ত সান্নিধ্যে কাছে পাওয়া খুবই জরুরী।

একেবারে শিশু অবস্থা থেকে বহুবছর আগে লেবাননের একটা প্রাইভেট এ্যাকাডেমিতে শিক্ষণ প্রাপ্ত সে। সেখানে মরোক্কা এবং ভারতীয় মেয়েদের মেয়েরা তামিল দিতো কি করে পুরুষদের মানোরঞ্জন করতে হয়। বয়স্ক মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে যৌন মিলনে প্রবৃত্ত হয়ে সেই মিলনের কায়দা-কানুন কি রকম হয় তাদের দেখানো হতো। সে তার নিজের পেশায় পনেরো বছর নিযুক্ত থাকার পর জেনে গেছে, একজন ভালো বারবণিতার শতকরা নব্বই ভাগ দক্ষতার কাছে পুরুষদের পৌরুষত্বে ঘাটতিটা কোনো সমস্যাই নয়। ওটা হয় অশ্লীল ম্যাগাজিন এবং ফিল্ম দেখে। তার দক্ষতা হলো পুরুষকে প্রথমে দৈহিক উত্তেজনা জাগানোর জন্যে প্ররোচিত করা। যাইহোক, শেষোক্ত পন্থায় সফল হলো মেয়েটি শেষ পর্যন্ত। পুরুষটিকে সে তার শয্যাসঙ্গী করতে বাধ্য করলো। অবশ্য শুরুতে তাকে মুখ্য ভূমিকা নিতে হয়, পরে তার ভেতরের পশুটা জেগে ওঠে তখন সে তার পশু প্রবৃত্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটির উপরে। আর ঠিক এই রকমটি চাইছিল লায়লা। সে এবার তার পুরুষ সঙ্গীটির উপরে নিজের দেহটা উঠিয়ে তাকে সে নিজের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেহটা আন্দোলিত করতে থাকে তৃপ্তির চরম প্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য রেখে। তারপর মেয়েটি জেনারেল কাদিবির মুখটা তার বুকের মধ্যে চেপে ধরে এবং অস্ফুট স্বরে সে তার সুখের জানান দিতে গিয়ে অস্ফুটে বলে উঠলো, 'আহ, আমার প্রিয় কালো ভাল্লুক, চিরকালের মতো তুমি অপূর্ব।'

প্রত্যুত্তরে জেনারেল বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রিয়তমা, তুমি আজ আমাকে এ এক নতুন সুখের সন্ধান দিলে। তুমি অপরূপা, তুমি অনন্যা, তোমার তুলনা হয় না।' মেয়েটি এবার তার রঙ-করা ঠোঁট জোড়া জেনারেলের ঠোঁটের উপর চেপে ধরে থাকে যতক্ষণ না তার সুখের চরম-প্রাপ্তি ঘটে, আর তখনি জেনারেলের পরিশ্রান্ত দেহটা এলিয়ে পড়ে এবং একটু পরেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়তে যায় সে। প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর লায়লাও ঠিক এমনটিই চাইছিল। এখনো তার অনেক কাজ বাকী পড়ে রয়েছে।

অতএব সে তখন নিজের এবং জেনারেলের নগ্ন দেহের উপরে একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে তার পাশে শুয়ে পড়লো। ঠিক শেওয়া নয়, কুনুই-এর উপর ভর দিয়ে জেনারেলের মুখটা তার নগ্ন বুকের মধ্যে চেপে

ধরে তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললো, 'বেচারা ভাল্লুক আমার, তুমি কি খুবই ক্লান্ত? আমার চমৎকার প্রেমিক, ওরা তোমাকে খুব খাটিয়ে নেয়, তাই না? আজ তোমাকে কি করতে হয়েছে প্রিয়তম? কাউন্সিলে আজ কি অনেক সমস্যা ছিলো প্রিয়? আর তুমিই তো সব সময় সব সমস্যার সমাধান করে দাও, তাই নয়? বলো তোমার প্রিয়তমা লায়লাকে, তুমি তো জানো, তুমি তোমার লায়লাকে সব খুলে বলতে পারো, পারো না তুমি?'

হ্যাঁ, লায়লার ভালোবাসার আতিশয্যে শেষ পর্যন্ত ঘুমোবার আগে জেনারেল কাদিবি তার ইচ্ছা পূরণ করলো।

পরে মদের নেশায় এবং যৌন উপভোগের দরুণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়লে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো লায়লা। ভেতর থেকে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাথরুমের উপরে একটা ট্রে বিছিয়ে তার উপরে বসে জেনারেলের স্বীকারোক্তি আরবি ভাষায় সব লিখে রাখলো। পরদিন সকালে সেই নোটটা একটা লোকের হাতে তুলে দিতে হবে, যার জন্যে সে তাকে উপযুক্ত দাম দিয়েছে। নোটটা খুবই বিপজ্জনক। একই কাজের জন্যে দ্বিগুণ আয়। তার ইচ্ছে, একদিন সে বিত্তবান হয়ে উঠবে। প্রচুর অর্থের অধিকারিনী হয়ে ইরাক ছেড়ে চলে যেতে চায় সে চিরদিনের জন্যে। তারপর সে তার একটা নিজস্ব স্কুল খুলবে, সম্ভবত মরোক্কোয়, সুন্দর সুন্দর মেয়েদের সে শেখাবে কি করে মরোক্কোবসী হাউজবয়দের সঙ্গে সঙ্গ দিতে হয়, আর প্রয়োজন মনে হলে কি করে তাকে চাবুক মারতে হয়, সেটাও সে শিখিয়ে দেবে।

* * *

ফ্রাউলিন হারডেনবার্গ ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এলো। আজ সে ঠিক করেছে, স্যাণ্ডউইচ কিনে কয়েকটি ব্লক দূরে স্টা[illegible] এগিয়ে গিয়ে খাবে। স্যাণ্ডউইচ কিনে পার্কে একটা খালি বেঞ্চ দেখে বসতে যায় সে। এই সময় পিছন থেকে নিচুগলায় কে যেন বলে উঠলো, 'মাপ করবেন।'

প্রশ্নকর্তা তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। চকিতে একবার তার দিকে তাকিয়ে বেঞ্চে বসলো মিস হারডেনবার্গ। কণ্ঠস্বরে তার বিদেশী টান ছিলো। তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে গিয়ে সে লক্ষ্য করলো যুবকটির হাতে একটা ব্রোসিওর, ''দি ম্যাজিক ফ্লুট'' অপেরার প্রোগ্রামের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আছে তাতে। তারই একটা পাতার প্রতি মিস হারডেনহার্গ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করলো সে, 'আচ্ছা, এই এই শব্দটা তো জার্মান, তাই না।' তর্জনী উঁচিয়ে সে দেখালো সেই শব্দটা—''পারটিটুরা''।

স্যাণ্ডউইচটা আবার মোড়কে ঢাকতে শুরু করলো এবং সংক্ষেপে বললো, 'না, এটা একটা ইতালীয় শব্দ।'

'আহ্!' ক্ষমা চাওয়া ভঙ্গিমায় বললো যুবকটি 'আমি জার্মান [illegible] যা শিখছি, কিন্তু ইতালীয় ভাষা বুঝতে পারি না। আচ্ছা, এটা কি কোনো গান?'

'না অপেরা সংগীতের স্বরগম এটা।' বললো মেয়েটি।

মেয়েটি তার লাঞ্চ সারবার জন্যে পার্ক থেকে বেরিয়ে তার ব্যাঙ্কে ফিরে চললো। নিজের ওপরেই খুব রাগ হলো তার। পার্কে ওই যুবকের সঙ্গে তার কথা বলাটা ঠিক হয় নি। এরপর কি হবে? সে আবার এও ভাবলো, সে একজন বিদেশী ছাত্র, ভিয়েনিজ অপেরা শিখতে চাইছে। নিশ্চয়ই তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে এই যথেষ্ট, আর নয়।

তিনদিন পরে পার্ক থেকে বেরিয়ে সেই স্থানীয় কাফেতে এসে বসলো সে। সে দেখলো তার আসন আগেই দখল হয়ে গেছে, আসলে ওটাই তার রোজকার টেবিল। কিন্তু সেখানে কয়েকটি বই রাখা ছিলো, কোনো ছাত্রের হবে। সে তার খাবারের ফরমাস দেওয়া মাত্র দেখলো টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে সেই টেবিলটা যে দখল করলো, তাকে দেখা মাত্র চিনতে পারলো সে।

'ওহো তুমি? দেখো, পৃথিবীটা গোল বলেই কেমন আমার আমাদের দেখা হয়ে গেলো?' সেই যুবকটি বললো। বিরক্তিতে মেয়েটির ঠোঁট দুটি শক্ত হয়ে উঠলো।

'প্রোগ্রাম নোটগুলো আমি শেষ করে। এখন মনে হচ্ছে, আমি সব বুঝতে পারি।'

মেয়েটি মাথা নেড়ে খেতে শুরু করে দিলো। খেতে খেতেই সে বলে উঠলো, 'চমৎকার। তা তুমি এখানে পড়াশোনা করছো?'

যুবকটি দাঁত বার করে হাসলো 'হ্যাঁ, আমি এখানে ইন্‌জিনিয়ারিং পড়ছি, টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে। আমার নাম করিম।'

'আর আমার নাম ফ্রাউলিন হারডেনবার্গ,' মেয়েটি এবার নিজের থেকেই তার পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'করিম, তুমি কোত্থেকে আসছো?'

'জর্ডান থেকে।'

'ওহো, একজন আরব। এই সব আরব ছাত্রদের কারনটনার রিং-এ কাফের ফুটপাথে কার্পেট, খবরের কাগজ বিক্রী করতে দেখেছে সে, তবে পাশের ওই যুবকটিকে অবশ্যই বেশ ভদ্রই দেখতে, সম্ভবত ভালো পরিবার থেকেই আসছে সে।

'আমার মনে হয় না,' যুবকটি দুঃখ করে বললো, 'আমি যেতে পারবো।'

'কোথায়?'

'ওই অপেরায়, দি ম্যাজিক ফ্লুট দেখতে। একা যাওয়ার সাহস আমার নেই। অতো লোকের ভিড়। জানি না কোথায় যেতে হবে—'

যুবকটিকে যেন ধাঁধায় পড়তে দেখা গেলো। 'না, না টিকিট পাওয়ার কোনো ব্যাপারই নয়।' সে তার পকেট থেকে দুটি কাগজের টুকরো বার করে মেয়েটির টেবিলে কাফের বিল-এর পাশে রাখলো। স্টলের দ্বিতীয় সারির টিকিট দুটি।

ঠিক সাড়ে-সাতটয় কথা মতো গ্রিনজিং থেকে গাড়ি চালিয়ে এসে অপেরা হাউসের সিঁড়িতে মিলিত হলো যুবকটির সঙ্গে এডিথ হারডেনবার্গ। গত দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে যদি এডিথ হারডেনবার্গের কুড়িটা বসন্ত নিঃসঙ্গ প্রেমহীন জীবন কেটে থাকে, তাহলে ১৯৯০-এর সেদিন রাতে অপেরা হাউস যেন তার কাছে এক প্রেমের স্বর্গ হয়ে দেখা দিলো। মঞ্চ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে বসে অপেরা গানের সুরে সম্পূর্ণবাবে ডুবে যায় সে।

প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পরেও মাতালের মতো অবস্থা এডিথের তখনো। তা না হলে যুবকটির হাত ধরে তার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সে কখনোই কাফে ল্যাণ্ডম্যান-এ গিয়ে উঠতো না। সেখানকার প্রধান ওয়েটার রবার্ট তাদের দুজনকে এই প্রথম এক সঙ্গে দেখে ভুরু কোঁচকালো। সেখান থেকে এডিথ যখন তার গাড়ির কাছে ফিরে এলো, তাকে অনেক শান্ত দেখাচ্ছিল, তখনো তার স্বপ্নের ঘোর যেন কাটে নি।

সেদিন রাতে এডিথ হারডেনবার্গ-এর স্বপ্নে ব্যাঘাত ঘটলো। অনেক, অনেক বছর আগে ঠিক এরকমই স্বপ্ন দেখতো সে। মনে পড়ে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে ১৯৭০-এর এক গ্রীষ্মে হর্স্ট নামে এক যুবক ভালোবেসেছিল তাকে, তার বয়স ছিলো তখন উনিশ, সে তখন ছিলো প্রকৃত কুমারী। সেই হর্স্ট একদিন তার কুমারীত্ব হরণ করে বসে এবং এই ভাবেই এডিথ তাকে ভালোবেসে ফেলে। সেই বছরেই শীতকালে কিছু না জানিয়েই হর্স্ট বিদায় হয়ে যায় তার কাছ থেকে। প্রথমে এডিথ ভেবেছিল, হয়তো সে কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে থাকবে। তাই সে তখন প্রতিটি হাসপাতালে খবর নিয়ে জানতে পারে, না কোথাও ভর্তি হয় নি সে তার চিকিৎসার জন্যে। তারপর সে ভাবলো তার সেলসম্যানের চাকরী, হয়তো তার নিয়োগকর্তা হঠাৎ তাকে অন্য কোথাও বদলি হয়ে গিয়েছে। পরে সে জানতে পারে, গ্রাজ-এ বদলি হয়ে সেখানে সে একটি মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। বসন্ত আসা না পর্যন্ত কেঁদেছে সে। তারপর হার্স্ট-এর দেওয়া উপহার, তার ছবি সব পুড়িয়ে ফেলে এডিথ। তার মা যথার্থই বলেছিলেন, এই সব পুরুষরা তোমার মধু খেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। তারপরেই সে সিদ্ধান্ত নেয়, না আর কোনো পুরুষের সঙ্গে সংস্রব রাখবে না সে।

খৃষ্টমাসের সপ্তাহ খানেক আগে সেই স্বপ্নগুলোয় ভাঁটা পড়ে গেলো সকাল হতে না হতেই। দি ম্যাজিক ফ্লুট-এর প্রোগ্রাম-এর কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

তেরো

শুরজা স্ট্রীটে এসে জেনারেল কাদিরির বড়িগার্ড কেমাল গাড়ি থামালো। ট্যাঙ্ক করপস-এর সার্জেন্ট সে। বহু বছর ধরে কাদিরির বডিগার্ড হিসেবে কাজ করে আসছে। গাড়ি থেকে নেমে দরাজা খুলে দিতেই লায়লা আল্-হিলা গাড়ি থেকে নেমে একবারের জন্যেও কেমালের দিকে তাকালো না, এমন কি ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলো না। এর কারণ লায়লা তাকে ঘৃণা করে। তার ঘৃণার কারণ হলো কেমাল তাকে সবত্র অনুসরণ করে থাকে। হয়তো সেটা তার কাজের একটা অংশ, কাদিরি তাকে এই রকমই নির্দেশ দিয়ে থাকবে। কাদিরিকে ভদ্র বলা যায় না। যৌন মিলনের ক্ষেত্রে পাগলের মতো হিংসুটে। আর সেই কারণেই তার নির্দেশ, শহরের কোথাও বেরোলে লায়লা যেন একা না যায়।

তার সেই বড়িগার্ডকে তার ঘৃণার আর একটা কারণ হলো, এই বডিগার্ড-কাম-চালকের লোলুপ দৃষ্টি আছে তার উপরে, সে প্রমাণ সে পেয়েছে কেমালের আচরণে। সে বেশ বুঝতে পারে পুরুষ মাত্রই তার দেহের প্রতি লোভী। তাতে কোনো অভিযোগ নেই তার, টাকা পেলেই যে কোনো পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে সে। কিন্তু একজন গরীব চালকের পক্ষে লোভের হাত বাড়ানোটা কি তার প্রতি অপমান নয়? এ ব্যাপারে জেনারেল কাদিরির কাছে অভিযোগ করেছিল।

চ্যালদিন চার্চ-এর প্রবেশ পথের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো কেমাল। একজন মুসলমান হিসেবে আর এক পাও এগোবে না সে। তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো লায়লা এবং প্রবেশ পথ দিয়ে চার্চের ভেতরে হেঁটে গেলো। তার দিকে দৃষ্টি রাখতে গিয়ে তাকে একটা দোকান থেকে মোমবাতি কিনতে দেখলো কেমাল। তারপর সে তার দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই প্রবেশ পথের সামনে বসে রইলো লায়লার ফেরার অপেক্ষায়। সে তখন ভাবছিল তার মালিক কেন যে এই বেশ্যা মেয়েটাকে প্রশ্রয় দেন, বুঝতে পারে না সে। যাইহোক, একদিন না একদিন সে ঠিক জেনারেলের কাছে বোঝা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে, আর তখন তিনি তাকে পরিত্যাগ করার আগে, কেমাল মনে মনে ভাবে, সে তাকে উপভোগ করে ছাড়বে।

চার্চের ভেতরে প্রবেশ করে মোমবাতি জ্বালাবার জন্যে একটু থামলো।

'লায়লা'? একেবারে নিচু গলায় কণ্ঠস্বর। সব সময় লোকটা আসার পর এখানে এসে পৌঁছোতে হয়, এবং সে চলে যাওয়ার আগেই তাকে চলে যেতেই হয়। সে তাকে সতর্ক করে দিয়েছে, তাকে দেখবার জন্যে সে যেন এখানে ঘোরাফেরা না করে। ইচ্ছে থাকলেও সে কিন্তু তা আসার আগে এখানে আসতে পারে না ওই টিকটিকি কেমালের জন্যে। কিছু একটা দেখলেই সে তার মালিকের কাছে ঠিক রিপোর্ট করে দেবে। সংগৃহীত গোপন খবর তার জীবনের থেকেও মূল্যবান।

'দয়া করে তোমার পরিচয়টা দাও।'

'ফাদার, দেহ বেচে আমি পাপ করেছি, সেই কারণে আমি আপনার ক্ষমার যোগ্য নই।' কথাটা তাঁরই আবিষ্কার, কারণ তিনি ছাড়া অন্য কেউ এ কথা বলতেই পারে না।

'আমার জন্যে তুমি কি এনেছো বলো?'

লায়লা তার দুই পায়ের খাঁজ থেকে পেন্সিলের মতো ছোট্ট একটা টিউব টেনে বার করলো। সেই টিউব-এর ভেতরে ছিলো একটা কাগজের রোল। সেই কাগজটা সে গ্রীলের ফাঁক দিয়ে চালান করে দেয় ওপারে।

'একটু অপেক্ষা করো।' পেঁয়াজের খোসার মতো কাগজের খসখস শব্দ সে শুনতে পেলো। সেই কাগজে তার নোট লেখা ছিলো, তার তৈরী নোট। আগের দিন প্ল্যানিং কাউন্সিল-এর আলোচনার বিষয়বস্তুর উপরে লেখা সেই নোটটা। কাউন্সিলের সেই মিটিং-এ সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং সাদ্দাম হোসেন। সেখানে আবদুল্লা কাদিরিও উপস্থিত ছিলো।

আজকের পেমেন্ট সুইস ফ্রাঙ্ক-এ, বেশী দামের নোট সব। টাকাটা গ্রীল-এর ফাঁক দিয়ে এ প্রান্তে চালান করে দেওয়া হলো। টাকাগুলো লায়লা চালান করে দেয় তার দুই উরুর সংযোগস্থলে, যেখানে সে তার গোপন কাগজপত্তর লুকিয়ে রেখেছিল।

হাসলো লায়লা। সত্যিই পুরস্কৃত হবে সে? টাকা, প্রচুর টাকা হবে তার। অনেক দূরে চলে গিয়ে বাকি জীবনটা বিত্তবানদের মতো কাটিয়ে দেওয়ার পক্ষে সেই টাকাটা যথেষ্ট হবে।

'এখন তুমি যেতে পারো।'

লায়লা উঠে দাঁড়িয়ে বুথ থেকে বেরিয়ে এলো। এক স ময় সূর্যালোকের নিচে এসে দাঁড়ালো লায়লা। হাবাগোবা কেমাল তখন ঘামছিল। ওদিকে কালো পোশাকে চ্যালদিন পাদ্রীসাহেব আরো কিছুক্ষণ বসে রইলো চার্চের সামনে, যতক্ষণ না তার এজেন্ট নিরাপদে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়, ততক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হলো তাকে। লায়লা তাকে চিনতেও পারলো না। এই লুকোচুরি খেলায় চেনা দেওয়ার সুযোগ না দেওয়াটাই যে একটা মস্ত বড় খেলা।

ঠিক সেই সময় ঘনটাস্থল থেকে মাত্র ২০ ফুট দূরে বাইসাইকেলের একজন আরোহীকে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। কালো পোশাক পরিহিত সেই পাদ্রীসাহেবকে দেখতে পায় সে। পাদ্রীসাহেবও তাকে দেখতে পায়, কিন্তু তেমন অস্বাভাবিক কিছু সে দেখতে পায় না তার মধ্যে। বাইসাইকেল আরোহীটি তখন তার সাইকেলের যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামত করে থাকবে। এই ধারণা নিয়ে সে তার ছোট্ট গাড়িটিতে গিয়ে উঠে বসলো।

ওদিকে চার্চের উল্টোদিকের একটা মশলাপতির দোকানের মালিক প্রচণ্ড ভাবে ঘামতে শুরু করে দেয়, তার বুক কাঁপতে থাকে। তাই তো সে মনসুর-এ মুখাবারাত হেডকোয়ার্টারে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সে ভাবে, খৃশ্চিয়ান কোয়ার্টারের লোকটাই বা কি করছে? ঈশ্বর জানেন, অনেক বছর আছে মিঃ হার্টলের প্রেপ স্কুলের লন-এ তারা দুজনে এক সঙ্গে কত খেলাই না খেলেছে। মনে আছে তার ছোট ভাইকে অপমান করার প্রতিবাদে সে একবার তার চোয়ালে ঘুঁষি মেরেছিল। তারা এক সঙ্গে কত কবিতাই না পড়েছে ক্লাসে। তবে স্বীকার করতেই হয় যে, খুব ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারতো, আবদেল করিম বদ্রি। আজ বহুদিন হলো সে তার পুরনো বন্ধু হাসান রহমানিকে দেখেনি, যে এখন ইরাক রিপাবলিক-এর কাউন্টার ইনটেলিজেন্স-এর প্রধান।

খৃষ্ট মাসের ঠিক দুদিন আগে তার আগের প্রশ্নগুলোর উত্তর হাতে পেলো মাইক মার্টিন। খুবই জেদী মনোভাব জেরিকোর। দিন কয়েক আগে রেভোলিউশনারি কম্যাণ্ড কাউন্সিল-এর সদস্য এবং সাদ্দাম হোসেনের খুব কাছের মানুষজনদের নিয়ে একটা জরুরী মিটিং বসেছিল। সেই মিটিং-এ স্বেচ্ছায় ইরাকের কুয়েত ছেড়ে আসার প্রশ্ন ওঠে।

এক সময় ইরাকি ডিক্টেটর কুয়েত ছেড়ে আসার প্রসঙ্গের জের টেনে যা বলেন তা এই রকম ঃ যদি ইরাক জিততে পারে কিংবা জয়ের মুখ দেখতে পায়, কেবল তখনি ইরাকের উনিশতম প্রদেশ ছেড়ে চলে আসা সম্ভব হতে পারে।

টেবিলের চারপাশের সবাই পরম বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে তাঁর সেই প্রস্তাবে সমর্থন জানায়, যদিও কেউ জানতো না তিনি আসলে কি বলতে চেয়েছেন।

দীর্ঘ রিপোর্ট সেটা। সেদিনই রাতে রিয়াদের একটা ভিলায় সেই বার্তাটি বেতার তরঙ্গে পাঠিয়ে দিলো মাইক মার্টিন।

সেই রিপোর্টটা অনুধাবন করবার জন্যে ততোধিক দীর্ঘ সময় নিলো চিপ বারবার এবং সাইমন প্যাক্সম্যান। তারপর দুজনেই ঠিক করলো, তারা দুজনেই সৌদি আরব ছেড়ে যে যার দেশে ফিরে যাবে এ ব্যাপারে পরবর্তী আলোচনা চালানোর জন্যে।

* * *

খৃষ্টমাসের উৎসবে সালজবার্গে গিয়েছিল এডিথ হারডেনবার্গ তার মা'র কাছে।

তরুণ জর্ডানিয়ান ছাত্র করিম গিয়ে হাজির হলো গিডি বারজিলাই-এর কাছে। অপারেশন জোশুনার নেতা তখন পানরত, সঙ্গী তার ইয়ারিড এবং নেভিয়ট টিমের সদস্যরা। কেবল একজন হতভাগ্য সদস্য এখন রয়েছে সারজবার্গ-এ, হারডেনবার্গ-এর উপরে নজর রাখার জন্যে, সে যদি রাজধানীতে ফিরে আসে, সেটা দেখার জন্যে।

করিমের আসল নাম হলো আবি হরাজাগ, উনিতিরিশ বছরের যুবক। বেশ কয়েক বছর মোসাদের হয়ে

৫০৪ নম্বর ইউনিটে কাজ করেছে সে। চমৎকার আরবি ভাষায় কথা বলতে পারে বলে এবং তার ভালো চেহারার জন্যে মোসাদ তাকে দু'বার হনিট্র্যাপ অপারেশনের কাজে লাগিয়েছিল।

'মিঃ প্রেসিডেন্ট ওটা একটা পয়জন গ্যাস অস্ত্র।'

তিনদিন পরে নিউ ইয়র্কের হোয়াইট হাউসে বসে প্রেসিডেন্ট-এর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। শান্ত অফিস। জানালায় বুলেট-প্রুফ কাঁচ লাগানো। জর্জ বুশ একটা বিরাট ডেস্ক-এর পিছনে বসেছিল। তার মুখোমুখি বসেছিল জেনারেল ব্রেন্ট স্কওয়ারজকফ, প্রেসিডেন্ট-এর ন্যাশানাল সিকিউরিটি উপদেষ্টা।

'এ ব্যাপারে সবাই কি একমত।' প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, স্যার, আমাদের মতো ব্রিটিশদেরও একই ধারণা, সাদ্দাম হোসেনকে কুয়েত থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার না করে দিলে তিনি সেখান থেকে এক চুলও নড়বেন না।'

জন এফ কেনেডির পর জর্জ বুশই প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি সত্যিকারের যুদ্ধে গিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত আমেরিকান সৈনিকদের মৃতদেহ দেখেছিলেন তিনি। তিনি তখন একজন তরুণ সৈনিক, তিনি দেখেছিলেন গ্যাস বোমায় আহত সৈনিকেদের শ্বাস নিতে সে কি কষ্ট, মৃত্যু যন্ত্রণার থেকেও ভয়ঙ্কর সেটা।

'আর গ্যাস বোমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানতে পারি?'

'সব করম ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ এখন মিঃ প্রেসিডেন্ট। আর যদি জীবাণু বোমায় আমরা আক্রান্ত হই, সে জন্যে আগে থেকেই প্রতিটি নারী-পুরুষকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর প্রতিটি নারী ও পুরুষকে গ্যাস মাস্ক দেওয়া হয়েছে।

পরের বছর তিনি পুনঃনির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। তবে সেটা কোনো ব্যাপার নয়য, জিতুন কিংবা হেরে যান। একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হিসেবে হাজার হাজার সৈনিকদের হত্যাকারী হিসেবে কলঙ্কের ইতিহাস সৃষ্টি করবার ইচ্ছে তাঁর নেই। এমন কি ভিয়েতনামের পুনরাবৃত্তিও করতে চান না তিনি।

'ব্রেন্ট........' 'শীগ্‌গীর তারিক আজিজ-এর সঙ্গে জেমস বেকার-এর দেখা হচ্ছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, ছয় দিন পরেই ওঁরা জেনেভায় মিলিত হচ্ছেন।'

'ওঁকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন, প্লিজ।'

জেনারেল স্যার পিটার দ্য লা বিলিয়ার রাতের অন্ধকারে একা একা মরুভূমির বালির উপরে পায়চারি করতে গিয়ে অনেক কথাই ভাবছিল তখন। জেনারেল স্কওরাজক-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু স্যার পিটার তখন জেনে গেছে, যুদ্ধ অনিবার্য। ইউনাইটেড নেশানের দেওয়া নির্ধারিত সময় সীমা অতিক্রম হতে এক সপ্তাহও নেই, অথচ কুয়েত থেকে সরে আসার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না সাদ্দাম হোসেনের।

সেদিন রাতে আকাশ ভরা গ্রহ-তারার নিচে পথ চলতে চলতে তার মনে কেবল একটা চিন্তাই বার বার ঘুরপাক খাচ্ছিল, সেই চিন্তা সাদ্দাম হোসেনকে নিয়ে। সাদ্দাম কখনোই সৈনিক নয়, ছিলোও না কোনোদিন। তাঁর সামরিক বাহিনীতে সত্যিকারের যে সব প্রতিভা ছিলো, তা তিনি নষ্ট করে ফেলেছেন, হয় তাঁর জেনারেলদের অতিরিক্ত মাত্রায় পরিশ্রম করিয়ে কিংবা ভালো ভালো প্রতিভাবনাদের কোর্টমার্শাল করে। আর তাঁর মনের খবর কেউ বার করতে পারছে না, এমন কঠিন প্রকৃতির মানুষ তিনি।

ভুল সময়ে এবং ভুল অজুহাত দেখিয়ে কুয়েত দখল করেছেন তিনি। এই ভাবেই তিনি আরবদের বিশ্বাস হারিয়েছেন। এমন কি তিনি তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেও রাজী নন। তাছাড়া তিনি যদি তেলের যোগনটা ঠিক রাখতেন, তাহলে পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গ আজ আর তাঁর বিরুদ্ধে যেতো না, কিংবা সৌদি আরবে এসে জমায়েত হতো না তাদের দেশের স্বার্থে। নিজের বোকামির জন্যেই, এবং অবিবেচকের মতো অসময়ে কুয়েত দখল করে খাল কেটে কুমির ডেকে এনেছেন তিনি। একের পর এক নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, নির্বিচারে গণহত্যা, নিষ্ঠুর-নির্দয় ব্যবহারের জন্যেই শুধু আরব রাষ্ট্রকে নয়, সারা বিশ্বকে তিনি আজ চটিয়েছেন।

গোড়ায় সৌদি আরবের উত্তর-পূর্ব খণ্ডে সাদ্দাম হোসেনের দামী দামী তৈলখনি ছিলো, সে সব আজ হাতছাড়া তাঁর হঠকারিতার জন্যে। তিনি তাঁর পদাতিক সেনাবাহিনী এবং এয়ারফোর্স দিয়ে রিয়াদ পর্যন্ত পৌছোতে পারতেন, নিজের শর্ত আরোপ করতে পারতেন তাদের উপরে। কিন্তু তিনি আজ ব্যর্থ তার কারণ এই মরুভূমি

এলাকায় তিনি জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন।

ব্রিটিশ জেনারেল ভাবে, একটা মানুষ কতো বোকা হতে পারে? বাগদাদের সেই নিষ্ঠুর মানুষটা যতো অত্যাচারীই হোক না কেন, তবু জেনারেল-এর ভয় যায় না যদি সাদ্দাম হঠাৎ কুয়েত ছেড়ে চলে আসেন? তাহলে তাঁদের যে ঝুলে থাকতে হবে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে সাদ্দামের ফিরে আবার অত্যাচারী হয়ে ওঠার অপেক্ষায়।

সময়টা সম্মিলিত বাহিনীর পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নয়। এ সময়টা বরং ইরাকের পক্ষে। ১৫ই মার্চ মুসলমানদের রমজান শুরু হচ্ছে। এক মাস ধরে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কেনো মুসলমান খাবার কিংবা জলস্পর্শ করবে না। রাতে তারা খাবার মুখে দেয়। জলপান করে। অতএব এই রমজানের সময় কোনো মুসলমান সৈনিকই যুদ্ধ কতে চাইবে না।

চোদ্দ

ব্রিটিশ জেনারেলের সব ধাঁধার উত্তর নিহিত ছিলো প্যাডেড ট্রলির উপরে। ইরাকের মরুভূমি থেকে আশি ফুট নিচে ফ্লুরোসেন্টের আলোয় উদ্ভাসিত কারখানা, যেখানে তৈরী হয়েছিল সেটা। একজন ইঞ্জিনিয়ার দারুণ ভাবে পালিশ করে দ্রুত ট্রলিটাকে পিছনে সরিয়ে রাখলো প্রবেশ পথের ঠিক পাশেই যাতে করে সেটা দৃষ্টি আকর্ষণ কতে পারে সবার। ঘরের দরজা খুলে যেতে দেখা যায়, ঠিক সেই সময়ে মাত্র পাঁচজন লোক ঘরে প্রবেশ করলো। প্রেসিডেন্ট-এর সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট, আম-আল্-খাশ-এর দু'জন সশস্ত্র প্রহরী দরজা বন্ধ করে দিলো।

ঘরের ঠিক মাঝখানে এসে চারজন লোক সরে গেলো পঞ্চম ব্যক্তির কাছ থেকে। আর সেই পঞ্চম ব্যক্তিটির পরণে ছিলো সামরিক পোশাক, তাঁর ব্যক্তিগত অস্ত্রটা রয়েছে কোমর-ঘেঁষে।

অপর চারজনের মধ্যে একজন হলো তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী, তার কাজ হলো লুকনো গোপন অস্ত্রের সন্ধান করা। রাইস এবং তাঁর দেহরক্ষীর মাঝে দাঁড়িয়েছিল তাঁর জামাতা হুসেন কামিল, মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রি এ্যাণ্ড মিলিটারি ইনডাস্ট্রিলাইজেসনের প্রধান।

প্রেসিডেন্ট-এর অপর দিকে দাঁড়িয়েছিল ইরাক প্রোগ্রামের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি ডঃ জাফর আল্-জাফর, রত্ন সে। খোলাখুলি ভাবে তাকে ইরাকের রবার্ট ওপেল হোগার বলে উল্লেখ করা হয়। তার পাশে দাঁড়িয়েছিল ডঃ সালহা সিদ্দিকি। জাফর যেখানে প্রকৃতবিজ্ঞানী, সিদ্দিকি সেখানে ইঞ্জিনিয়ার। তাদের নব-আবিস্কৃত সেই ইস্পাতের শিশুটির মৃদু ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাচ্ছিল সাদা আলোয়। লম্বায় ১৪ ফুট, প্রস্থে ৩ ফুট। রকেট টেকনোলজিতে ইরাকের এ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি, সমরাস্ত্রের এক এক নতুন সংযোজন, যা ইরাককে বিশেষ করে সাদ্দাম হোসেনের হাত শক্ত করতে পেরেছে প্রচণ্ড ভাবে। ডঃ জাফর আর ডঃ সিদ্দিকির যৌথ প্রচেষ্টার এই ফসলটিই কি তাহলে সাদ্দামের দম্ভের হাতিয়ার? আমেরিকার সঙ্গে রকেট যুদ্ধে তিনি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চাইবেন। প্রেসিডেন্ট-এর কালো গোঁফের নিচে ধীরে ধীরে সন্তুষ্টির হাসি ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেলো। এগিয়ে গিয়ে তিনি বার্নিশ করা সেই ইস্পাতের ফলার উপরে হাত বুলোতে থাকেন।

'সত্যিই কি এটা কার্যকর হবে?' ফিস্ফিসিয়ে বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, সৈয়দ রাইস,' বললো প্রকৃতিবিজ্ঞানী।

বারবার মাথা ঘোরালেন রাইস। তাঁর মুখের হাসিটা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে থাকে। 'ভাইজানরা, আপনাদের অভিবাদন জানাতে হয়।'

সেই নবলব্ধ রকেটটা একটা কাঠের টেবিলের উপরে রাখা ছিল, ছোট্ট একটা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিলো ঃ কুবথ-অট্-আল্লাহ। অর্থাৎ ভগবানের হাত।

* * *

অনেকক্ষণ ধরে তারিক আজিজ মনে মনে ভাবছিল কি করে জেনেভায় আমেরিকানের সেই হুমকির কথাটা তার প্রেসিডেন্টকে বলা যায়। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে প্রভুভক্ত কুকুরের মতো প্রেসিডেন্ট-এর প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে এসেছে সে। আর সে তার অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে এবং দেখেছে যে তার বিরুদ্ধাচারণ করেছে কিংবা তাঁর মন জুগিয়ে চলতে পারে নি, তিনি তার গর্দান নিতে বিন্দুমাত্র কসুর করেন নি। এভাবে কত দক্ষ জেনারেলদের অসময়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে যে চলে যেতে হয়েছে তার ঠিক নেই। শুরুতে প্রেসিডন্টকে নিজের দলের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে কি কম লড়াই করতে হয়েছে? ক্ষমতার লড়াই। আর সেই লড়াই-এ সব সময় তারিক তার প্রভুকেই সমর্থন করে এসেছে।

যাইহোক, ১১ জানুয়ারী সাদ্দাম তাকে ব্যক্তিগত ভাবে ডেকে পাঠান ইউরোপে গোয়েন্দাগিরির রিপোর্ট শোনাবার জন্য। তারকি আজিজ পররস্ট্রমন্ত্রী হিসেব জেনেভা মিটিং-এ ইউরোপিয়ানদের বেশ ভালো করেই বোঝাতে পরেছে, কেন তারা কুয়েত দখল করতে বাধ্য হয়েছে। আর তখনি তারিক যুদ্ধবাজ আমেরিকনদের ইচ্ছের কথা প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট-এর কাছে জানিয়ে দেয় জেমস বেকারের হুমকির কথা। তারিক ভেবেছিল, খবরটা শুনে রাইস বুঝি রাগে ফেটে পড়বেন। রাইস কিন্তু আগের মতোই মাথা নেড়ে যাচ্ছিলেন, মুখে সেই হাসিটা লেগেই ছিলো তখনো। শুধু তাই নয়, দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিতে এসে পররাস্ট্রমন্ত্রীকে তিনি বলেন—' 'প্রিয় কমরেড, চিন্তা কোরো না। খুব শিগ্গীর আমি অবাক করে দেবো আমেরিকানদের। কিন্তু যদি কখনো বেনি এল্ কাব্ সীমান্ত অতিক্রম করতে চায়, তার জবাব আমি দেবো গ্যাস বম্ব দিয়ে নয়, ঈশ্বরের হাত দিয়ে।'

মাথা নেড়ে সায় দেয় তারিক আজিজ। যদিও সে জানতো না, রাইস কি বলতে চাইছেন। চব্বিশ ঘন্টা পরে অন্যদের সঙ্গে সে-ও সেটা প্রত্যাক্ষ করলো।

* * *

১৪ই জুলাই কিনডি স্ট্রীট-এর কর্ণারে প্রেসিডেন্ট-এর প্রাসাদ। ১২ই জানুয়ারির সকাল, আজই রেভোলিউশনারি কম্যাণ্ড কাউন্সিল-এর শেষ মিটিং। এক সপ্তাহ পরে এই প্রাসাদ বোমার আঘাতে উড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে প্রাসাদের ভেতরে পাখীগুলো আগের মতোই তেমনি ডানা মেলে উড়ছে।

চিরচরিত প্রথায় মিটিং-এ যোগদান করার জন্য একেবারে শেষ মুহূর্তে সময় জারি করা হয়। খবরটা আসে রাইস-এর পরিবারের এক সদস্যের কাছ থেকে। অন্য আর কেউ জানতো না এই শেষ মিটিং-এর খবর। এমন কি তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীও জানতে পারে না, রাইস কখন কোথায় থাকবেন। একেবারে শেষ মুহুর্তে তাকে প্রেসিডেন্ট-এর দেহরক্ষীর ভার অর্পণ করা হয়। আগে সাত সাতবার তাকে হত্যা করার প্রচেষ্টার পরেও তিনি যে আজও বেঁচে আছেন, সেটা সম্ভব হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্তা কায়েম কারর জন্যে। কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের লোক কিংবা ওমর খাতিবের সিক্রেট পুলিশ নয়, এবং অবশ্যই সেনাবাহিনীও নয়, এমন কি রিপাবলিকান গার্ডদের ওপরেও তাঁর নিরাপত্তা রক্ষার ভার দেওয়া হয় নি। সেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের ভার ন্যাস্ত হয় আমন-আল্-খাস-এর উপরে। হয়তো তারা বয়সে তরুণ। কিন্তু আনুগত্যদের বিচারে তারা চমৎকার এবং সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। তাদের কম্যাণ্ডার হচ্ছে রাইস-এর নিজের পুত্র কুসে। তাই কোনো ষড়যন্ত্রকারী কখনো জানতেও পারে না, কোন্ রাস্তা দিয়ে রাইস ভ্রমণ করবেন, কিংবা কোন্ গাড়ি তিনি ব্যবহার করবেন। আর তিনি যে কখন কোথায় অবস্থান কবেন কেউ জানে না। তিনি কখনো থাকেন তাঁর প্রাসাদে আবার কখনো থাকেন রসিদ হোটেলের পিছনে মাটির নিচে বাঙ্কারে। তাঁকে খাবার পরিবশেন করার আগে সেই খাবার বাবুর্চির প্রথম পুত্রকে খেয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হতো। সীল-না-ভাঙ্গা বোতল থেকে সুরা পারবেশন করা হতো তাঁকে।

সেদিন সকালে মিটিং-এর ঠিক এক ঘন্টা আগে RCC-র সদস্যদের কাছে বিশেষ দূত মারফত পাঠানো হয়, যাতে করে তাঁকে হত্যা করার সুযোগ কেউ না পায়। প্রতিটি সদস্যদের মেটাল ডিটেক্টার দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। কাউকে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে দেওয়া হয় না।

কনফারেন্স রুম-এ উপস্থিত হলা মোট তেত্রিশ জন সদস্য T-শেপ-এর টেবিলের সামনে। আটজন সদস্য বসলো T-র একেবারে উপরে, মাঝখানের সিংহাসনটা খালি পড়েছিল। বাকী সদস্যরা বসলো T-র সরু দণ্ডের উভয় পাশে মুখোমুখি হয়ে। সাতজন সদস্যের সঙ্গে রাইস-এর রক্তের সম্পর্ক এবং বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ আরো

তিনজন সদস্য। এগুলো ছাড়া আরো আটজন হলো টিকরিট উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক, এরা সবাই বহু পুরনো সদস্য।

তেত্রিশ জন সদস্যদের মধ্যে আটজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং ন'জন পদাতিক কিংবা বিমান-বাহিনীর জেনারেল। প্রাক্তন রিপাবলিকন গার্ডের কম্যাণ্ডারকে সেই দিনই সকালে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে উন্নীত করা হয়। বিশ্বাসঘাতক কুরদ্ সম্প্রদায়ের আবদাল-জব্বর শেনশাল-এর স্থলাভিষিক্ত হলো। আবদল-জব্বর আগেই নিহত হয়।

দু'ঘন্টা পরে হাসান রহমানি তার কাউন্টার ইনটেলিজেন্স-এর অফিসে ফিরে এসে বকেয়া কাজগুলো আগে সেরে ফেলার জন্যে তার কর্মচারীদের হুকুম করলো কেউ যেন তার কাজে বাধা সৃষ্টি না করে। কালো কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়ে সে তখন রাইস-এর বিস্ময়কর অবিস্কারের কথা ভাবছিল, গভীর ভাবে ভাবছিল।

খবরটা তাকে দারুণভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। এর ফলে মধ্য-প্রাচ্যে ইরাকের সম্মান অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু অন্য দেশ জানবেই বা কি করে সাদ্দামের এই নবতম আবিষ্কারের কথা। ব্যাপারটা রহমানি বেশ বুঝতে পারে। এ নিয়ে যতই হৈ-চৈ হোক না কেন, একদিন না একদিন সেটা স্তিমিত হয়ে যাবে। তাই এখন থেকেই প্রধান সমস্যার কথা ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে সে। তোমার বন্ধুরা এমন কি শত্রুদের কাছে এত বড় একটা শুভ খবর যদি পরিবেশিতই না হয়, তখন এর স্বার্থকতাই বা কি হতে পারে? শত্রুরা জানলে তবেই তো এর মজা! তারা হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরবে, আর সেই সঙ্গে তাদের এই ভয়ঙ্কর অস্ত্রের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা অনুমান করে আতঙ্কিত হয়ে উঠবে। জেমস বেকারের হুমকির যোগ্য উত্তর দেওয়া যাবে তখন। অন্যান্য দেশও যেমন ইজরাইল, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশও নিজেদের ঢাক-ঢোল পিটিয়ে থাকে নতুন কোনো অস্ত্র আবিস্কার করলে, তাদের সেই অস্ত্র ভয়ঙ্কর হোক চাই না হোক, শত্রুপক্ষকে অন্তত চাপে ফেলা যাবে। কিন্তু রাইস এ প্রাচারে নামতে চান না, সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। এটা যে সত্য, সেটাই বিশ্বাস করে নিতে হবে তাদের।

কিন্তু কেন। তবে কি এ সব মিথ্যে? রাইস-এর মনে কি অন্য কিছু আছে? এর পিছনে তাঁর ভবিষ্যৎ কি রহমানি? হাসান নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে।

মাসের পর মাস ধরে সাদ্দাম হোসেনের মনের ইচ্ছের কথা জানবার চেষ্টা করে এসেছে সে, তিনি যে যুদ্ধের জন্যে ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হচ্ছেন, সেটা এখন প্রাকশ পেয়ে গেছে। কিন্তু এ যুদ্ধে তিনি কখনোই জয়ী হতে পারেন না। আমেরিকার শক্তির সঙ্গে পেরে উঠতে পারবেন না তিনি।

* * *

সেদিনই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে খৃষ্টান এলাকায় চ্যালদিনের সেন্ট জোসেফ চার্চে। চার্চের পিছনের দেওয়ালের উপর চকখড়ির লেখা ফুটে উঠতে দেখা গেলো। লেখাটা সংখ্যায়।

শুরজা স্ট্রীটের কাছে এসে মাইক মার্টিন তার সাইকেলের গতি কমিয়ে দিয়ে চার্চের চার পাশে ঘুরতে থাকলো। হঠাৎ দেওয়ালে সেই চকখড়ির দাগ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। এবং এমন ভান করলো, যেন তার বাইসাইকেলের চেন খুলে গেছে। সই ফাঁকে আড়চোখে চারদিক দেখে নিতে ভুললো না সে। না, কেউ কোথাও নেই, জানমানব শূন্য জায়গাটা। সংখ্যা 'আট-এর'' অর্থ হলো আবু নবাব স্ট্রীটে পরিত্যক্ত কোর্টইয়ার্ডে ফ্ল্যাগস্টোনের নিচে একটা বার্তা অপেক্ষা করছে তার জন্যে। জায়গাটা তার চেনা, ছেলেবেলায় হাসান রহমানি এবং আবদেল করিম বদ্রির সঙ্গে কত খেলা করেছে সেখানে সে।

হ্যাঁ, বার্তাটা সেখানেই ছিলো। এক সেকেণ্ডের মধ্যেই ইটটা সরে গেলো। দ্রুত হাতে কাগজটা সেখান থেকে নিয়ে তেমনি দ্রুতগতিতে সে তার ট্রাউজারের নিচে চালান করে দিলো। কয়েক মিনিট পরেই টাইগ্রিস নদীর উপর আহরার ব্রীজের উপর দিয়ে বাইসাইকেল চালিয়ে তাকে যেতে দেখা গেলো।

ন'সপ্তাহ ধরে রুশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে ছিলো মাইক মার্টিন। বাসিন্দাদের সঙ্গে তার বেশ হৃদ্যতা হয়ে গিয়েছিল। অদৃশ্য মানুষ জেরিকোকে চোদ্দটি বার্তা পাঠিয়েছিল এবং তার কাছ থেকে উত্তর পায় সে পনেরোটি। AMAM-এর লোকেরা আটবার তার গতিরোধ করে দেয়। কিন্তু প্রতিবারই তার সরলতা, তার বাইসাইকেল সব্জির বোঝা বয়ে নিয়ে রাশিয়ান দূতের বাড়িতে ফেরা, এইসব ঘটনা থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, সে ছিলো তাদের সন্দেহের বাইরে।

সেদিন রাত্রে কৃতজ্ঞচিত্তে ঘরে ফিরলো মাইক মার্টিন। ঘরের প্রতিটি জানালা-দরজা বন্ধ করলো, যাতে করে একটা শব্দও বাইরে যেতে না পারে। তারপর জেরিকোর বার্তাটা পড়লো, ছোট্ট হলেও প্রচণ্ড অর্থবহ। তারপর সেটা ইংরেজিতে ভাষান্তর করে রেকর্ড করতে বসলো টেপরেকর্ডারে। মাঝরাতে কুড়ি মিনিট পরে সে সেই বার্তাটা বেতার-তরঙ্গে পাঠালো রিয়াদে।

জেগেই ছিলো সাইমন প্যাক্সম্যান। সে যখন একজন রেডিও অপারেটরের সঙ্গে তাস খেলছিল, তখনি বেতার-তরঙ্গে বার্তাটা ভেসে উঠলো। রেডিও রুম থেকে সেকেণ্ড রেডিও অপারেটর ছুটে এসে খবরটা দিয়ে বললো, 'আপনি বরং নিজের কানেই বার্তাটা শুনুন সাইমন।'

বিরাট টেপ মেশিনে কণ্ঠস্বরটা শুনলো প্যাক্সম্যান। মার্টিন প্রথমে আরবি ভাষায় বার্তাটা পড়লো, জেরিকোর নিজের হাতে লেখা। তারপর বেতার ইংরিজী ভাষায় ভাষান্তরিত বার্তাটাও পড়লো, একবার নয় দু'বার। শুনতে শুনতে প্যাক্সম্যান-এর হাত দুটো কেমন ঠাণ্ডা, অবশ হয়ে এলো। তার মনে হলো, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, ভয়ঙ্কর গোলমাল। অপর দু'জন লোক তার পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে শুনছিল।

সেদিন রাত্রে বাগদাদ থেকে যে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে রেকর্ড করা আগের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় যে, মার্টিনই নিজের মুখে বলেছে, অন্য কেউ নয়। প্যাক্সম্যানের দ্বিতীয় আশঙ্কা, হয়তো মার্টিন ধরা পড়ে তাদের চাপে পড়ে বার্তা পাঠাতে বাধ্য হয়েছে। আর ভয়ে-আতঙ্কে তার কণ্ঠস্বরের হেরফের হয়ে থাকবে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে আবার এও ভাবলো, মার্টিন খুবই শক্ত লোক। তাই মনে হয় না, অতি সহজে সে তাদের কথায় রাজী হয়ে গিয়ে বাধ্য ছেলের মতো তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এমন গোপন বার্তা পাঠাবে ইরাকি পুলিশের সামনে। তাহলে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, মাইক মার্টিন ওদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এবং জেরিকোর কাছ থেকে যেমন রিপোর্ট পেয়েছে, হুবহু সেটাই বেতার-তরঙ্গ মারফত রিয়াদে পাঠিয়েছে। তবে জেরিকোর খবর ঠিক হতে পারে, আমার ভুলও হতে পারে, কিংবা সে মিথ্যেও বলতে পারে।

'জুলিয়ানকে ডেকে নিয়ে এসো,' প্যাক্সম্যান তার এক রেডিও অপারেটরকে বললো। উপরতলা ব্রিটিশ স্টেশন হেড জুলিয়ান গ্রে-কে সে ডেকে আনতে গেলে, সেই ফাঁকে প্রাইভেট লাইনে আমেরিকান কাউন্টাপার্ট চিপ বারবারাকে ফোন করে প্যাক্সম্যান বললো, 'শুনুন চিপ। আপনি তাড়াতাড়ি রেডিওরুমে চলে আসুন জরুরী কথা আছে।

ঘুম থেকে জেগে উঠে CIA-এর এজেন্ট চিপ বারবার-এর মনে হলো, ইংলিশম্যানের কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত আবেদন। ঘরে ঢুকেই সাইমন-এর উদ্দেশ্যে বললো সে, 'কোনো স- ্যা বন্ধু?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেই রকমই মনে হচ্ছে,' স্বীকার করলো প্যাক্সম্যান।

টেপ-এ সব কথা শুনে হাঁফাতে হাঁফাতে বারবার বললো, 'মনে হয় ও ঠাট্টা করছে।' তারপর বললো, 'দেখুন সাইমন, জেরিকো তার রিপোর্টে বলছে, আজ সকালে সাদ্দামকে সে ওই কথা বলতে শুনেছে। সাদ্দাম যে মিথ্যে বলেছে, সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সত্যি কি মিথ্যা, সে নিয়ে রিয়াদে মাথা ঘামানোর কথা নয়। স্থানীয় SIS এবং CIA স্টেশন-এর কাজ হলো তাদের জেনারেলদের কাছে জেরিকোর বার্তা পৌঁছে দেওয়া. তারা ঠিক করবে সেই বার্তাটা আসল না নকল। কিন্তু লণ্ডন এবং ওয়াশিংটনে তখন জোর রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বারবার তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো। ওয়াশিংটনে এখন সন্ধ্যা-সাতটা জরুরী ভিত্তিতে বেতার-তরঙ্গে বার্তাটা বিল স্টুয়ার্টকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলো বারবার। তেমনি ভাবে প্যাক্সম্যানও বার্তাটা পাঠিয়েছিলো স্টিভ লেইংকে।

* * *

জর্ডানীয় ছাত্র করিম ধীরে হলেও বেশ দৃঢ়ভাবে ফ্রাউলিন এডিথ হারডেনবার্গ-এর সঙ্গে প্রেমপর্ব চালিয়ে যাচ্ছিল। পুরনো ভিয়েনার ফুটপাত ধরে হাঁটবার সময় করিমকে এডিথ তার হাত ধরতে দিচ্ছে শুধু নয়, তার উষ্ণ হাতের স্পর্শে বেশ সুখ অনুভব করছে সে এখন। কিন্তু কাজটা এখন করিমের কাছে বড় একঘেঁয়ে লাগছে, বিশেষ করে এডিথ আর তার বয়সের মধ্যে এতই পার্থক্য যে, এই কোর্টশিপের মধ্যে তেমন রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারছে না সে। তাই সে একদিন বারজিলাইকে বললো, এ যেন ছবির রঙ শুকিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখা।

জেরিকোর ১২ ও ১৩ই জানুয়ারির রাতের রিপোর্ট লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে রীতিমতো ঝড় তুললো, সেই সঙ্গে বাতাসের গতিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। সত্যি কথা বলতে কি খুব কম লোকই যারা জেরিকোকে জানতো, তাদের কাছে এখন একটা জিনিষ খুবই স্পষ্ট হয়ে গেছে, তার আচরণ একেবারে ভাড়াটে লোকের মতো, তার কোনো উচ্চাশা নেই, নেই কোনো আদর্শ। তা না হলে নিজের দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে? ক্ষমার অযোগ্য সে। যাইহোক, একদিন না একদিন ইরাক সরকার তার কার্যকলাপ ঠিক উপলব্ধি করবে, জানতে পারবে একজন শয়তান বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা তাদের দেশের কি ক্ষতিই না করে গেছে। আবার ব্রিটিশ ও আমেরিকার কাছে এই জেরিকোই একটা মূল্যবান সম্পদ, তার মূল্যবান খবরগুলো তাদের সম্মিলিত বাহিনীর অনেক সৈন্যদের জীবন রক্ষা করতে সাহায্য করবে। জেরিকো গোপনে এমনি নিঃশব্দে বিশ্বাসঘাতকতা করে যাচ্ছে যে, কোনো মন্ত্রী, কোনো রাজনীতিবিদ, কোনো সিভিল সার্জেন্ট, কিংবা কোনো সৈনিককে বলতে শোনা যায় নি, জেরিকোর অস্তিত্বের খবর তারা অবগত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম আকারে ইঙ্গিতে খবরগুলো পরিবেশন করে এসেছে বিশ্বের সেরা দুই গুপ্তচর এজেন্সিকে।

এই সব গণ-ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি খবরা-খবর সব এসেছে একজন ইরাকি বিজ্ঞান-স্নাতকের কাছ থেকে। লণ্ডনে ইম্পিরিয়াল কলেজের পাঠ শেষ করে ফিরে আসে সে বাগদাদে। একটি ইংরাজ মেয়ের প্রেমে পড়ে যায় সে। এবং আর একজন ইউরোপীয় কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত যে লোকের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করা হয় ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত, সে ছিলো ইরাকের একেবারে ভেতরের লোক। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, সাদ্দাম হোসেনের মুখের কথা বাইরে প্রকাশ করা হয় কি করে! কাজটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, খবর পাচারের সোর্স সেখানে ছিলো। এ সোর্স সব সময়ে সব জায়গাতেই থাকে, যেমন থাকে ক্যাবিনেট নথীপত্রে, সিভিল সার্ভিসেসের মেমোরাণ্ডায় এবং আন্তঃবিভাগীয় বার্তা বিনিময়ে........।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদরা সব থেকে খারাপ। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রাতের দুঃস্বপ্ন বর্ণনা দেওয়ার মতো করে তার তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে। আলোচনা করে মেয়ে-বন্ধবীর সঙ্গে, ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে, নাপিতের সঙ্গে, গাড়ির চালকের সঙ্গে, বারমেডদের সঙ্গে। এমন কি রেস্তোরাঁয় বসে টেবিলে ওয়েটারের সামনেও তারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও অনায়াসে কথা বলে যেতে পারে। অবশেষে এও বলা যায় যে, লণ্ডন এবং ওয়াশিংটনে এখনো বেশ কয়েকশো ইরাকি ছাত্র রয়েছে, অবশ্যই তাদের মধ্যে কেউ কেউ ডঃ ইসমাইল উবাইদির মুখাবারাত। তারা যা দেখে, কিংবা যা শোনে অনায়াসে সব রিপোর্ট করতে পারে। সে রিপোর্ট সত্যি-মিথ্যে দুইই হতে পারে। যেমন হতো জেরিকোর রিপোর্ট-এর ক্ষেত্রেও। জেরিকোকে কেউ স্বচক্ষে এখনো দেখেনি। আদৌ তার কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা, তা কেউ জানে না। যেমন খবর আছে গ্যাস বোমার ব্যাপারে ইরাকের ভেতরের খবর হলো, ইরাক তার গ্যাস প্ল্যান্টগুলো দু বছরেও আগে তৈরী করেছিল, সেই থেকে সেখানকার প্রোডাকশন শুরু হয়ে গেছে। ইরাককে শক্তিশালী করতে হলে একটা সিঙ্গল মিডিয়াম-ইল্ড ডিভাইস তৈরী করার জন্য তার দরকার অর্ধেক ইউরেনিয়াম।

এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, এর বিকল্প কিছু মনে করার মতো এজেন্সিদের যথেষ্ট সুযোগ আছে বৈকি। সাদ্দাম ভুল, কারণ তিনি নিজেই নিজের কাছে মিথ্যে বলেছিলেন। কিংবা "ঈশ্বরের হাত"-এর ব্যাপারে আদৌ তিনি কিছু বলেন নি। এর থেকে এটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, সারা রিপোর্টটাই মিথ্যের বেসাতি। আর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হলো ঃ জেরিকো যে মিথ্যে বলেছে, তার কারণ হচ্ছে সে হলো লোভী। অর্থের লোভে সব কাজই করতে পারে সে। আর সে মনে করে যে, যুদ্ধ শুরু হলে তার কাজও শেষ, তখন তাকে ধরে কে! সে তার সত্যি-মিথ্যে বলেছে, তার কারণ হচ্ছে সে হলো লোভী, সে তার সত্যি-মিথ্যে মেশানো খবর থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার কামিয়ে নিয়েছে, সেটাই তো যথেষ্ট। জেরিকো মিথ্যে জাল বুনে গেছে সে, তাই কি সে বাগদাদের সব শ্রেণীর লোকেদের উপরে আস্থা রেখে যেতে সমর্থ হয়েছে?'

এই একটা ব্যাপারে দৃঢ়হস্তে মোকাবিলা করতে চাইলে CIA। যেহেতু টাকা-কড়ির যোগানদার ল্যাংলে, অতএব সেটা করার পূর্ণ অধিকার আছে তাদের।

'স্টিভ, আমি আপনাকে একেবারে গোড়ার দিকের খবর দেবো,' বললো বিল স্টুয়ার্ট। কথা হচ্ছিল তাদের CIA-এর অফিস থেকে সেনচুরি হাউসে অত্যন্ত গোপন হট লাইনে। সময় ১৪ই জানুয়ারির সন্ধ্যা। 'সাদ্দাম ভুল কিংবা মিথ্যে বলেছেন। জেরিকোও ভুল অথবা মিথ্যে বলতে পারে। সে যাইহোক, আঙ্কল সাম এই সব বাজে খবরের জন্যে আর এক কানাকড়িও দিতে রাজী নন।'

'দেখুন বিল, আমরা যেটাকে অবিবেচ্য বলে উড়িয়ে দিতে চাইছি, হয়তো শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে সেটাই ঠিক।'

'সেটা কোনটা?'

'যে কথা সাদ্দাম বলেছেন, তিনি কি ঠিক বলেছেন?'

'কোনো ভাবেই নয়। এটা হলো সেই যে তিন-তাস-এর চালাকি। আমরা ওটা হজম করবোই না। দেখুন, গত ন'হপ্তাহ ধরে আমাদের কাছে জেরিকো ছিলো একজন মহান ব্যক্তি। তবু তার দেওয়া খবরগুলো এখন আমাদের নতুন করে পরীক্ষা করে দেখতে হচ্ছে। তার মধ্যে অবশ্য অর্ধেক সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সে তার আগের সব খ্যাতি নষ্ট করে ফেলেছে। কেনই বা সে এমন করলো? মনে হয়, একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলে এমনি ভাবে মানুষের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

'কিন্তু বিল, ওটা যে আমাদের কাছে অনেক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'জানি বন্ধু, আর তাই তো ডাইরেক্টরদের কনফারেন্স শেষ হবার দু'মিনিটের মধ্যেই আপনাকে ফোন করলাম। মনে হয়, জেরিকো ধরা পড়ে গিয়ে প্রতিপক্ষের কাছে সব স্বীকার করে বসেছে, কিংবা সে এখন পালাতে চাইছে। কিন্তু এই সময় সে যদি জানতে পারে যে, আমরা তাকে আর এক কানকড়িও পাঠাচ্ছি না, আমার ধারণা, এর ফলে খুব খারাপ কাজ করতেপারে সে যাইহোক, সেখানে আপনাদের লোকের পক্ষে এটা খুবই খারাপ খবর। খুবই ভালো লোক সে, তাই তো?

* * *

১৫ই জানুয়ারি, সকালে সৌদি আরবে বসে ব্রেকফাস্টের সময় প্রতিটি ব্রিটিশ, আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়, সৌদি ও কুয়েতি বিমানবাহিনীর সদস্যরাও জেনে গেলো, তারা যুদ্ধে যাচ্ছে। রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদরা তখন জেনে গেছে, যুদ্ধ আর ঠেকানো যাবে না। বিমানবাহিনীর ইউনিটগুলো প্রাক্-যুদ্ধকালীন সতর্কতা হিসেবে আকাশ-পথে উড়ে বেড়াতে থাকলো। রিয়াদের তিনটি প্রতিষ্ঠান প্রচাবে মুখর হয়ে উঠলো।

ধূসর রঙের কংক্রীটের একটা বিবাট বিল্ডিং, তেমনি বড় বড় জ না, ১৫০ মিটার লম্বা। হেডকোয়ার্টারটা হচ্ছে বেসমেন্টে। একেবারে নিচতলায়, গ্রাউণ্ডফ্লোরের নিচে। আর সেখানেই রয়েছে রয়্যাল সৌদি এয়ার ফোর্স-এর হেডকোয়ার্টার, এখন সেটা সেন্ট্রাল এয়ারফোর্স-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখানেই ব্রিটিশ ও আমেরিকানরা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করে। সশস্ত্র সেনাবাহিনীর তিনটি বিভাগের মোট ২৫০ জন বিশেষজ্ঞ যুদ্ধের পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাদের নীতি নির্ধারণ করে যাচ্ছে। এরই নাম ব্ল্যাক হোল।

সমরাস্ত্রের অফিসারদের মধ্যে ডন ওয়াকার একজন। সে-ই ঠিক করে নিচ্ছে কখন কোথায় কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে।

আরো এক মাইল এগিয়ে গিয়ে ওল্ড এয়ারপোর্ট রোডে রয়েছে তৃতীয় বিল্ডিং। সৌদির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। সেই বিল্ডিং-এর চতুর্থ তলে একটা সুন্দর স্যুইট দেওয়া হয়েছিল জেনারেল নরম্যান স্কওয়ারজককে।

৩৩৬-তম TFS রকেটের অন্য সব পাইলটের সঙ্গে ডন ওয়াকারও শুনেছে। আল্ খারজ থেকে খবরটা ঘোষণা করে উইং কামণ্ডার। তখন সকাল ন'টার ঠিক একটু আগে মরুভূমির সূর্যস্নাত বালি থেকে ধোঁয়া উড়তে শুরু করেছে। এয়ার-বেস-এ সারি সারি ঈগল বোমারু বিমান দাঁড়িয়ে রয়েছে। F-15 ঈগল বিমনগুলি এমনি ডিজাইন-এ তৈরী যে, শব্দের চেয়ে বেশী দ্রুত গতিতে প্রতিপক্ষের ঘাঁটিতে গিয়ে বোমা ফেলে আসতে পারবে। তাদের এতদিনের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সব কিছুই আজ কাজে লাগতে যাচ্ছে, আজই এবং এখানেই। চল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই সে তার ঈগলে চড়ে আবার আকাশে উড়বে। আর হয়তো এবাব ফিরে সে আসবে না।

অন্যদের মতো বাড়ির কথাও ভাবলো ওয়াকার। একমাত্র সন্তান হিসেবে তার মা-বাবার কথা ভাবলো। তার ছেলেবেলা কেটেছে তুলসায়। সেই সময়কার কথা, জায়গার কথা, সব তার মনে আছে আজও। বাবার সঙ্গে কতো না জায়গায় বেড়াতে যেতো সে তখন। বারো বছর বয়সে, মনে আছে গ্রীষ্মের ছুটিতে আলাস্কায় মাছ ধরতে যেতো সে বাবার হাত ধরে। সে ওয়াকার-এর বয়স তখন প্রায় কুড়ি বছর কম ছিলো, তার ছেলের থেকেও বেশী শক্তির অধিকারী ছিলো সে। আজ ডন যেমন তরতাজা, টগবগে, তার রক্ত চঞ্চল, ওর থেকেও বেশী চনমনে, উৎসাহী ও সাহসী ছিলো রে ওয়াকার। সেই ডন-এর বাবা কেমন বহাল তবিয়তে বাড়ি ফিরে গেছে। আর জন ভাবছে, তার ভবিষ্যৎ এখন একেবারে অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

* * *

সেদিনই রাতে রিয়াদ থেকে মাইক মার্টিন তার কন্ট্রোলারের কাছ থেকে একটা জরুরী নির্দেশ পেলো। টেপটা চালাতেই শুনতে পেলো সে সাইমন প্যাক্সম্যান-এর কণ্ঠস্বর। খুব বড় একটা বার্তা নয়, তবে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং একটা বিশেষ ব্যাপারে নির্দিষ্ট। আগের বার্তায় জেরিকো ভুল, সম্পূর্ণ ভুল খবর পাঠিয়েছে। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে, কোনো মতেই তার খবর ঠিক নয়। হয় সে অসতর্ক ভাবে ভুল খবর পরিবেশন করেছে, নয়তো ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল খবর দিয়েছে সে। এখন সে টাকার মোহে মরীয়া। এ অবস্থায় সে যদি এখন জানতে পারে, তার এ ধরনের বাজে খবরের জন্যে CIA এক কানাকড়িও দেবে না, তখন সে খুবই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। তাই যদি হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইরাকি কাউন্টার ইনটেলিজেন্স-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে তোমাকে খতম করে দিতে চাইবে। এখন সব কিছুই নির্ভর করছে তোমার বন্ধু হাসান রহমানির হাতে। প্রতিশোধ নিতে জেরিকো এখন সে নিষ্ঠুর কাজ করতে প্রস্তুত।

অতএব সাইমন প্যাক্সম্যান-এর পরবর্তী নির্দেশ হলো, সেই ছয়টি ডেড লেটার বক্স-এর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করতে হবে এখনই। আর প্রথম সুযোগেই ইরাক থেকে বেরিয়ে আসতে হবে মার্টিনকে। এই নির্দেশ দিয়েই প্যাক্সম্যান তার বার্তা শেষ করেছে।

বাকী রাতটুকু অনেক কথাই ভাবলো মাইক মার্টিন। পাশ্চাত্য যে জেরিকোকে অবিশ্বাস করে, তাতে আশ্চর্য হয় নি সে। এখন সেই দেশদ্রোহীর পাওনা টাকা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, সেটা তার কাছে প্রচণ্ড একটা আঘাত হবে। ওর দোষ কি? সাদ্দাম যদি মিথ্যে ভাষণ দিয়ে থাকেন, তাতে তার করার কি থাকতে পারে? সে তো কেবল তাঁর কনফারেন্স-এর ভাষণের কথাটাই জানিয়েছে, তার বেশী কিছু তো নয়। তাই চারদিন কি পাঁচদিন পরে জেরিকো যখন খোঁজ নিজে জানতে পারবে, তার পাওনা এক বিলিয়ন ডলার তার ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করা হয় নি, তখন সে যদি পীড়নক ওমর খাতিব-এর হাতে ধরা না পড়ে যায়, সে নিজেই তখন বেনামে তাদের গুপ্তচরবৃত্তির খবরটা ফাঁস করে দেবে তার কাছে। আর সেটাই হবে জেরিকোর বোকামো। মার্টিন যদি ধরা পড়ে যায় এবং মুখ খোলে ওমর খাতিবের কাছে, সে জানে না তখন তার কপালে কি ভয়ঙ্কর দুঃখ যন্ত্রণাই না আছে। তবু মানুষ ভুল করে। প্যাক্সম্যানই ঠিক, ডেড-লেটার-বক্সগুলোয় তল্লাসি চালানো হবে এখন। তবে বাগদাদ থেকে পালানো মুখে বলাটা যত সহজ, কাজে তা সহজ নয়। বাজারের খবর শহরের বাইরের রাস্তাগুলোয় AMAM এবং মিলিটারি পুলিশ প্যাটরলে ছেয়ে গেছে। সোভিয়েত ডিপ্লোম্যাট কুলিকভ-এর চিঠিতে তাকে বাগদাদে মালির কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। এখন সে যদি মরুভূমির বালির নিচে পুঁতে রাখা তার সেই মোটর-সাইকেলটা উদ্ধার করতে যায় সেখানে, চেকপয়েন্টকে বিশ্বাস করানো খুবই কঠিন হবে যে, সে ইরাকেরই বাসিন্দা, সে একজন বাগানের মালি কথাটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে না তাদের কাছে।

তাই রাত্রিশেষে সে ঠিক করলো, কিছুদিনের জন্যে সে বরং সোভিয়েত কম্পাউণ্ডেই থেকে যাবে। সম্ভবত বাগদাদে সেটা এখন সব থেকে নিরাপদ স্থান।

পনোরো

সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত ছেড়ে আসার নির্দিষ্ট সময়-সীমা পেরিয়ে যায় ১৬ই জানুয়ারির মধ্যরাত্রে। সৌদি আরব ও রেড সী এলাকার এক হাজার ঘর-বাড়ি, টেন্ট এবং কেবিনের লোকেরা যে যার ঘড়ির দিকে তাকালো।

রাত দুটো পনেরোয় জেনারেল স্কওয়ারজক ওয়ার-রুম-এ এসে ঢুকলো। উপস্থিত সবাই উঠে দাঁড়ালো। সৈন্যদের কাছে বার্তাটা পড়লো সে, প্রার্থনা জানালেন। যাজক এবং কমাণ্ডার-ইন-চীফ বললো : 'ঠিক আছে, এখন কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।'

ওদিকে মরুভূমি প্রান্তরে লোকেরা তখন কাজ শুরু করে দিয়েছিল। সীমান্তে বোমারু বিমান নয়, আর্মির ১০১-তম এয়ারবর্ন ডিভিসনের আটটি অ্যাপেক হেলকপ্টার আকাশে উড়তে শুরু করে দিয়েছিল। তাদের কাজ ছিলো সীমিত, কিন্তু খুবই কঠিন।

বাগদাদের কাছেই উত্তর সীমান্তে দুটি শক্তিশালী ইরাকি র‍্যাডার ছিলো, যার ডিশগুলোয় গালফ্ মরুভূমির পশ্চিম প্রান্তের সব কিছুই ধরা পড়তো। সুপারসোনিক জেট ফাইটারের থেকে হেলিকপ্টারের গতি অনেক কম হলেও সেগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল দুটি কারণে। মরুভূমির উপরে ভাসমান অবস্থায় দেখা না দিয়েই ইরাকি র‍্যাডারযন্ত্রের পাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে পারবে; তাছাড়া কমাণ্ডারের ইচ্ছে তার সৈন্যরা ইরাকি ঘাঁটিগুলো নিজেদের চোখে দেখে আসুক সেগুলো যদি সত্যিই সক্রিয় হয়ে থাকে, তাহলে অনেকগুলি জীবনের বিনিময়ে কাজটা হাসিল করতে হবে।

নির্দেশিত সব কাজই সম্পন্ন করলো হেলিকপ্টারগুলো। বোম-বর্ষণ শুরু করার পরেও অদৃশ্য হয়েই রইলো তারা। মিনিট দু'য়েক কম সময়ের মধ্যে ইরাকিদের ২৭টি মিসাইল, এ কশোটি ৭০ মিলিমিটারের রকেট, এবং ৪,০০০ রাউণ্ড হেভি-ডিউটি কামানের গোলাবর্ষণ ব্যর্থ করেছিলো অ্যাপেক হেলিকপ্টারগুলো। র‍্যাডার যন্ত্রের উভয় দিকই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেলো সেই স্বল্প সময়ে। এর ফলে ইরাকি বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অনেক ছিদ্রপথ আবিষ্কার করলো এই মিশন। যারা জেনারেল চাক হরনারের এই অভিনব আকাশযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করলো, তারা অকপটে মেনে নিলো সম্ভবত সেই পরিকল্পনা অতি চমৎকার এবং অত্যন্ত ফলপ্রসূও বটে।

আর সেই র‍্যাডারযন্ত্রকে ধ্বংস করা মানেই শত্রুপক্ষকে অন্ধ করে দেওয়া, যেমন রিং-এ অবস্থা হয় অন্ধ হেভিওয়েট বক্সারের। হয়তো সে বিরাট ও খুবই শক্তিশালী হতে পারে, হয়তো তার ঘুঁষিতে প্রচণ্ডতা থাকতে পারে, কিন্তু তাকে যদি রিং-এ আসা মাত্র চোখে মারাত্মক আঘাত হেনে সাময়িক ভাবে অন্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে তার প্রতিপক্ষ তখন অনায়াসে তার চারপাশে বিচরণ করে যত্রতত্র আঘাত হানতে পারে তার উপরে। ঠিক তেমনি ইরাকের র‍্যাডার-যন্ত্র বিকল করে দিয়ে অদৃশ্য আমেরিকান F-1/7A বোমারু বিমানগুলো অকেজো ইরাকি র‍্যাডার যন্ত্রের দৃষ্টি এড়িয়ে তাদের ৩৫টি লক্ষ্যস্থলে ২০০০ রাউণ্ড বোমা নিক্ষেপ করলো ইরাকি বিমনা-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অকেজো রেখে। তাদের সেই লক্ষ্যস্থলগুলির মধ্যে তেরোটি ছিলো বাগদাদের অভ্যন্তরে এবং আশেপাশে। ইরাকের মাটিতে বোমবর্ষণ হলে ইরাকিরা অন্ধের মতো আকাশে কামান দাগলেও তারা কিছুই দেখতে পেলো না, অতএব বস্তুত তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। আমেরিকানদের এই চৌর্য্যবৃত্তি বা গোপনতাকে আরবি ভাষায় বলা হলো, ''শাবাহ'', যার অর্থ হলো ''ভূত''। আরবি ভাষায় গোপনে যে পথ দিয়ে আমেরিকান বোমারু বিমানগুলো আকাশ অভিযান চালিয়েছিল, সেটা হলো সৌদি আরবে খামিস মুশাইত। ইরাকের উপর ধ্বংসলীলার কাজ সম্পন্ন করেই তারা আবার ফিরে যায় সেই খামিস মুশাইতে। সে রাতের সব থেকে বিপজ্জনক কাজ সম্পন্ন করে ব্রিটিশ টরনাডো। যতক্ষণ না সেই অভিযান বাতিল করে দেওয়া হয়, তারা তাদের বিরাট ও শক্তিশালী JP-233 বোমা ব্যবহার করেছিল।

তবে তাদের সমস্যা দেখা দিলো দু'দিক থেকে। ইরাকিরা তাদের মিলিটারি এয়ারফিল্ড তৈরী করেছিল বিরাট আকারে। তালিল এয়ারফিল্ডটা ছিলো হীথ্রো বিমানবন্দরের চারগুণ বড়। ষোলোটি রানওয়ে এবং ট্যাক্সি-ট্র্যাকের ব্যবস্থা ছিলো সেখানে, সেখান থেকে এক যোগে বিমান উড়ান ও আবতরণ করার সুযোগ ছিলো। তাই এ

হেন বিরাট এয়ারফিল্ড সহজে ধ্বংস করা অসম্ভব।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো, JP-233 বোমা ফেলতে হয় খুব নিচু থেকে, বোমা ফেলার পর স্বল্প-গতি সম্পন্ন টরনাডো বিমানগুলো ফিরে আবার আকাশে উড়ে যেতে যে সময় লাগে তারই মধ্যে ইরাকি এ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট সহজেই সেই বোমারু-বিমানকে উড়িয়ে দিতে পারে। এর ফলে সেই বিমানের পাইলটের মৃত্যু অনিবার্য। তাই পাইলটদের হারানোর পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকানরা এই বোমা ব্যবহার বাতিল করে দেয়।

সেই সঙ্গে আর একটা সমস্যা ছিলো বোমারু বিমানে তেল ফুরিয়ে যাওয়ার সমস্যা। সেজন্যে ইরাকের দিক্ষণ সীমান্তের ওপারে ষাটটি তেলের ট্যাঙ্কার মজুত রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিলো আমেরিকান KC135 ও KC10 আমেরিকান নেভি KA-6D এবং ব্রিটিশ ভিক্টোর ও ইত্যাদি।

পরদিন সকালে দেখা গেলো, ইরাকের প্রধান প্রধান র‍্যাডার যন্ত্রগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত, তার মিসাইল ঘাঁটিগুলো কানা করে দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রধান মিলিটারি ঘাঁটিগুলো বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইরাক ধ্বংসলীলার কাজ শেষ করতে আর বড় জোর চার দিন ও চার রাত্রি লাগবে, তবে আকাশ-যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব্য প্রমাণ হয়ে গেছে। এরপর তাদের লক্ষ্য হবে পাওয়ার জেনারেটিং স্টেশন, টেলিকম্যুনিকেশন টাওয়ার, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, রিলে স্টেশন, এয়ার ক্রাফট শেলটার, কন্ট্রোল টাওয়ার, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, এবং সাদ্দামের গণহত্যার অস্ত্র গুদাম উড়িয়ে দেওয়া। এরপর তারা কুয়েত-এর অভ্যন্তরে এবং ইরাক-কুয়েত সীমান্তে ইরাকি সৈন্য শতকরা পঞ্চাশভাগ হ্রাস করার অভিযান চালাবে। তবে জেনারেল স্কওয়ারজক-এর পরিকল্পনা হলো কুয়েত অভিযানে পদাতিক সৈন্য পাঠানোর আগে নিশ্চিত হতে হবে ইরাকের অভ্যন্তরে সাদ্দাম যেন আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।

কিন্তু পরে দুটি ঘটনা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। একটা হলো ইজরাইলে স্কাড মিসাইল নিক্ষেপ করার জন্যে ইরাকের সিদ্ধান্ত নেওয়া। অপর ঘটনা হলো ৩৩৬-তম ট্যাকটিকাল ফাইটার স্কোয়াড্রন-এর ক্যাপ্টেন ডন ওয়াকার-এর হতাশ মনোভাব।

* * *

বাগদাদে ১৭ই জানুয়ারি ভোর হলো এক ভয়ঙ্কর অশুভ সূচনা করে। গতরাত তিনটের পর থেকে সাধারণ ইরাকি নাগরিকদের চোখে ঘুম ছিলো না। সকালের আলোয় সেই ভয়াবহ দৃশ্যগুলো প্রত্যক্ষ করলো—বাগদাদ শহর ও তার আশপাশ প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। তারা আবার এও দেখলো, যে কুড়িটি স্থান লক্ষ্য করে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে, সেই সব জায়গায় সাধারণ নাগরিক প্রায় ছিলো না বললেই চলে, সেগুলো সবই মিলিটারি ঘাঁটি। আমেরিকানরা বেছে বেছে সাদ্দামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছে।

কিন্তু দেশের প্রধান প্রধান নেতাদের কাছে সত্যিকারের আঘাত হলো, সাদ্দাম হোসেনের অন্তর্ধান। ১৬ই জানুয়ারি যুদ্ধ শুরু হতেই রসিদ হোটেলের নিচে মাল্টি-স্টোরিড বাঙ্কারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন সাদ্দাম হোসেন। ওদিকে রসিদ হোটেলে বহু বিদেশী রয়ে গেছে তখনো, প্রধানত প্রচার দপ্তর থেকে আসা প্রতিনিধি তারা।

মাটির নিচে বহু বছর আগেই সেই বাঙ্কারটা তৈরী করা হয় সুইডিশ টেকনোলজির সাহায্যে। সেই বাঙ্কারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতোই নিখুঁত যে, প্রকৃতপক্ষে সেটা যেন একটা বাক্সের ভেতরে আর একটা বাক্সের অবস্থানের মতো। আর সেই ভেতরের বাস্কের নিচে ও চারপাশে এমনি শক্তিশালী স্প্রিং দেওয়া ছিলো যে, সেখানকার আশ্রয়প্রার্থীরা আনবিক বোমার বিস্ফোরণের ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। আর একটা ব্যাপার লক্ষনীয় যে, রসিদ হোটেলের নিচে সেই বাঙ্কার তৈরী করাটা সাদ্দামের সুবিবেচনার ইঙ্গিত বহন করছে। কারণ সেই রসিদ হোটেলে বিদেশীরা যতদিন অবস্থান করবে, আমেরিকা কখনোই সেটা ধ্বংস করতে চাইবে না। আর হোটেলটা ধ্বংস না করতে পারলে তাদের বিধ্বংসী বোমা বা মিসাইলগুলো সাদ্দামের বাঙ্কারেও পৌঁছোতে পারবে না। কোনো শত্রু যদি সেই বাঙ্কারকে তার লক্ষ্যস্থল হিসেবে বেছে নেয়, তাহলে সবার আগে ধ্বংস করতে হবে রসিদ হোটেলটা।

কম করেও বেশ কয়েক হাজার সাধারণ ইরাকি নাগরিক ১৬ই জানুয়ারির রাতের যুদ্ধে নিহত হলো। সেই ধ্বংসলীলার ছবি তুলে রেখেছিল পশ্চিমী প্রচার জগতের ভিডিও ক্যামেরাম্যান। পরে সেই ভয়াভহ দৃশ্যের ছবি

দেখানো হবে টেলিভিশনে তখন প্রেসিডেন্ট বুশ-এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা হবে। আমেরিকার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবে সারা বিশ্ব। বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদের চীপ ও রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করবে, যাতে করে এরকম নৃশংস হত্যাকাণ্ড আর না ঘটে।

ইরাকের সর্বত্র সারাদিন ধরে অনুসন্ধান চালানো হয় ক্ষয়-ক্ষতি ও নিহতদেব সংখ্যা নির্ধারণ করার জন্যে। বিকেলের দিকে জনবসতিশূন্য এক মাঠে একজন মহিলার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেলো। দেহটা এমনিভাবে বিধ্বস্ত যে, আপাত দৃষ্টিতে দেখে মনে হয় যে, খুন করা হয়েছে তাকে। মৃতদের পরিচিতি এবং তাদের মৃত্যুর কারণ জানার উদ্দেশ্যেই তাদের মর্গে চালান করা হল। মৃতদেহগুলি পরীক্ষা করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার আশ্চর্য হলো, সেই মহিলাটি ছাড়া বাকি মৃতদেহগুলো সবই সার্ভিস পার্সোনেলের। মহিলার বয়স প্রায় তিরিশ হবে। তার হাত ব্যাগটা পাওয়া যায় পরবর্তী মৃতদেহের কাছে, যার ভেতর থেকে পাউডার, লিপস্টিক এবং তার আইডেন্টিটি কার্ড পাওয়া যায়। তার সেই পরিচয়পত্রটি দেখে যখন জানা গেলো, বোমার আঘাতে নিহত সেই মহিলাটি লায়লা আল্-হিলা, সে যে একজন অসামরিক ব্যক্তি তাতে আর কোনো সন্দেহই রইলো না, তাই সেই প্যাথেলজিস্ট তাড়াতাড়ি তার কবরের ব্যবস্থা করে ফেলে।

১৭ই জানুয়ারি বিস্তারিতভাবে কোনো মৃতদেহ পোস্টমর্টেম করার সময় তার ছিলো না। আর যদি তা করা হতো, তাহলে দেখা যেতো যে মেয়েটিকে পিটিয়ে হত্যা করার আগে তাকে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরভাবে বারবার ধর্ষণ করা হয়েছিল।

জেনারেল আবদুল্লা কাদিরি দু'দিন আগেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে তার বিলাসবহুল অফিস থেকে সরে পড়েছিল। আমেরিকান বোমার আঘাতে উড়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। সে তখন নিশ্চিত ভাবে জেনে গিয়েছিল, আকাশ-যুদ্ধ বেশীদিন স্থায়ী হওয়ার আগেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে আঘাত হানা হবে। তার অনুমান ঠিকই ছিলো। সেখান থেকে সে তার ততোধিক বিলাসবহুল ভিলায় চলে যায়। সে জানতো, সেই ভিলা আমেরিকানদের লক্ষ্য হতে পারে না। এক্ষেত্রেও তার অনুমান ঠিকই। সেই ভিলা থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন কমাণ্ড হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা সুদৃঢ় ছিলো। এখন কয়েকটা ইউনিটের সঙ্গে বেতার মারফত যোগাযোগ করতে হবে, যদিও সেটা ট্যাপ করার সম্ভবনা থেকে যায়, মনে করলো আবদুল্লা কাদিরি।

সেদিন বাগদাদে আঁধার নেমে এলে কি করে যে সে তার আরমার্ড বিগ্রেড কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে কিংবা তাদের কি হুকুম সে করবে, সেটা কোনো সমস্যাই নয়, কারণ এখন যা অবস্থা তাতে ইরাকের আকাশ-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা আর সম্ভব নয়। এখন তার কেবল সমস্যা হলো নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে। তবে সে বিপদ আমেরিকানদের তরফ থেকে নয়, তার ভয় অন্য তরফ থেকে।

মনে আছে দু'রাত্রি আগে বাথরুমে প্রবেশ করতে যাওয়ার সময়। অন্যদিনের মতো সেদিনও সে মদ খেয়েছিলো বটে তবে একেবারে মাতাল হয়ে পড়েনি। বাথরুমে দরজা খুলতে গিয়ে সে দেখে ভেতর থেকে বন্ধ। তখন তার ২০০ পাউণ্ডের ভারি দেহটা দরজার উপরে আছড়ে পড়তেই ভেতরের স্ক্রু ও বল্টু খুলে গিয়ে দরজার পাল্লাটা ভেঙ্গে পড়ে। মদের ঝোঁকে তার দৃষ্টি সামান্য একটু ঝাপসা হয়ে এলেও সে তখন বাথরুমের ভেতরে পলকহীন চোখে তার মিস্ট্রেস-এর দিকে তাকিয়ে থাকে। ভয়ঙ্কর আতঙ্কে মেয়েটি তখন দারুণ ভীত হয়ে ওঠে। দু'চোখে তার গভীর বিস্ময়, এক হাতে তার লেখার প্যাড, আর অপর হাতের পেনটা তখনো শূন্যে ঝুলছিল। তখন আবদুল্লা তাকে দাঁড় করিয়ে তার চোয়ালে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। চোখে-মুখে জল ছিটোতেই জ্ঞান ফিরে পায় সে। তবে তার আগেই মেয়েটি যে রিপোর্ট লিখছিল সেটা তার পড়া হয়ে গিয়েছিল। তার অতি বিশ্বস্ত কেমালকে তার কোয়ার্টার থেকে ডেকে পাঠায় সে। কেমালই সেই বেশ্যা মেয়েটিকে বেসমেন্টে নিয়ে যায়।

সেই রিপোর্টটা বারবার পড়লো কাদিরি। সেটা যদি তার ব্যক্তিগত অভ্যাস কিংবা দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে হতো, ভবিষ্যৎ ব্ল্যাকমেলের সম্ভাবনা এড়াতে হয়তো সে তখনই তাকে খুন করে ফেলতো। সে যাইহোক, এ ব্যাপারে তাকে ব্ল্যাকমেল করা কার্যকর হবে না। কারণ রাইস-এর ব্যক্তিগত বদ-অভ্যাস ও দোষ-ত্রুটি যে তার থেকে অনেক বেশী, জানে সে। আর সে এও জানে, রাইস সেটা পরোয়া করে না।

কেমাল তার বস-এর অনুমতি নিয়ে তার দীর্ঘদিনের মনের ইচ্ছা পূরণ করার সুযোগ পেয়ে তো খুবই খুশি হলো। তবে প্রথমে সে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা ধরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যা যা জানার জেনে নিলো। তারপর কেমাল তার কামনা-বাসনা পূর্ণ করতে বার বার তাকে ধর্ষণ করতে থাকে তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত।

কাদিরি নিশ্চিত হয়ে গেলো, মেয়েটিকে কে যে নিয়োগ করেছে তার আসল পরিচয় জানে না সে, তবে ঘটনা যে রকম তাকে সেই অপরিচিতি লোকটি হাসান রহমানি বলেই মনে হলো কাদিরির। অর্থের বিনিময়ে খবর আদান-প্রদান করার ধরন দেখে মনে হয় সেন্ট জোসেফ চার্চে ধর্মযাজক বলে বর্ণিত যে লোকটি আড়াল থেকে মেয়েটার কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করেছে সে একজন পেশাদার আর রহমানি অবশ্যই সে ধরনের লোকই বটে।

অবশ্য এ জন্যে এখন থেকে তার উপরে নজর রাখা হলেও তার জন্যে নিশ্চিন্ত নয় কাদিরি। তার চিন্তা রাইসকে নিয়ে। সবজান্তা ভগবানের মনে সব কিছুর উপরে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর থাকে, এবং এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করে তাঁর তিনজন সহকর্মী। তাই তার সহকর্মীরা যে রিপোর্টই সংগ্রহ করুক না কেন, রাইস-এর কানে ঠিক যাবেই।

রাইস-এর সেই সহকর্মীদের মধ্যে যাকে রিপোর্ট করার ভার দেওয়া হবে, যদি সে কাদিরির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে, তাহলে খতম হয়ে যাবে সে। আবার সেই সহকর্মী যদি তার রিপোর্ট দিতে অসমর্থ হয়, তাহলে সেও একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু এটা ভিন্ন ধরনের। রহমানি হচ্ছে কাউন্টার ইনটেলিজেন্স-এর প্রধান। সে কি নিজের থেকে এ কাজে লিপ্ত হয়েছে? আর তাই যদি হয়, কিন্তু কেন? আচ্ছা এই অপারেশনের কাজটা কি রাইস-এর জানা আছে আর তাঁর সম্মতি নিয়েই করা হয়েছে? তাই যদি হয় কেন? কি সে বলেছে? ভাবলো কাদিরি। নিঃসসন্দেহে কাজটা বিশ্বাসঘাতকের।

বোমাবর্ষণের আগে পর্যন্ত মৃতদেহটা বেসমেন্টে রাখা ছিলো। তারপর বোমাবর্ষণের সময় সেটা জনশূন্য মাঠে ফেলে রেখে আসে কেমাল। জেনারেল কাদিরি চেয়েছিল হাতব্যাগটা তার মৃতদেহের পাশে রেখে দিতে বাস্টার্ড রহমানি জানুক, তার পেয়ারের এই নোংরা মেয়েটার ভাগ্যে কি ঘটেছে।

* * *

দুদিন পরে ১৯শে জানুয়ারি। হাসান রহমানি তার এজেন্ট লায়লার মৃত্যুর খবরটা জানতে পারলো। জেনারেল কাদিরির শয্যায় পাওয়া খবরটা পৌঁছে দেবার কথা ছিলো লায়লার। কিন্তু নির্দিষ্টি দিনে সে হাজির না হওয়াতে রহমানি খুবই চিন্তায় পড়ে এবং মর্গে গিয়ে খোঁজ নেয় সে। মনুসুরের একটা হাসপাতাল থেকে তার মৃত্যুর প্রমাণ সে পায়, যদিও অন্য আরো মৃতদেহের সঙ্গে তাকে ইতিমধ্যেই কবরস্ত করা হয়ে গেছে।

লায়লা যে বোমার আঘাতে মারা গেছে, একথা আদৌ বিশ্বাস করে না রহমানি। তার দৃঢ় বিশ্বাস। তাকে হত্যা করা হয়েছে। এখন তার আশঙ্কা হলো লায়লার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের কথা নিশ্চয়ই জেনে গেছে কাদিরি, এবং সেটা বন্ধ করার জন্যেই সরিয়ে দেওয়া হলো লায়লাকে। এর অর্থ হলো, লায়লার মৃত্যুর আগে সে নিশ্চিয়ই সব কিছু বলে গেছে তাকে, বলে গেছে তার গুপ্তচরবৃত্তির কথা। তাহলে এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, কাদিরি এখন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক শত্রু হয়ে গেছে তার কাছে।

তবে রহমানি যদি জানতে পারতো, তার মতো কাদিরিও সমান চিন্তিত, তাহলে খুব খুশি হতো সে। কিন্তু সে কথা এখনো সে জানে না। সে শুধু জানে যে, এখন থেকে তাকে খুবই সতর্ক হতে হবে।

* * *

আকাশ-যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে ইরাক প্রথম ইজরাইল মিসাইল নিক্ষেপ করলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করা হয়ে গেলো সেটা সোভিয়েতে তৈরী স্কাড-B। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সেগুলো আদৌ স্কাড নয়। এই আকস্মিক আক্রমণ বোকামো নয়। ইরাক জানতো, বিরাট সংখ্যায় অসামরিক নাগরিকদের মৃত্যুটা ইজরাইল কিছুতেই সহ্য করবে না। প্রথম রকেটটা তেল আবিব-এর শহরতলীতে গিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো ইজরাইলিদের মধ্যে। আর ঠিক এ টাইই চাইছিল বাগদাদ।

ইরাকের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্যে সম্মিলিত উনষাটটি দেশের মধ্যে সতেরোটি ছিলো আরব রাষ্ট্রের। যদিও তারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে একত্রিত হয়ে ইরাকের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে থাকে, কিন্তু যেহেতু ইজরাইল তাদের চিরশত্রু, এবং সেই ইজরাইল ইরাকের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করলে তখন আরব-রাষ্ট্র আর এক ইসলাম রাষ্ট্র ইরাককে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবে। তখন ইরাকের বিরুদ্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলিত বাহিনী ভেঙে তারা সম্মিলিত বাহিনী থেকে বেরিয়ে আসবে এমন কি রাজা ফাহদ, সৌদি আরবের রাজা দুটি পবিত্র স্থানের সংরক্ষক তখন এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাবে। ঠিক এরকমটিই চাইছিল ইরাক।

ইরাকের অস্ত্রভাণ্ডারে যে ৯০টি সোভিয়েত স্কাড মিসাইল মজুত করা ছিলো, সেগুলো বহু বছর আগে কেনা এবং বর্তমানে বাতিলযোগ্য সেগুলো। এর পরিধি ছিলো মাত্র ৩০০ কিলোমিটার এবং ওজন ১০০০ পাউণ্ড। নিক্ষেপের পর এই সব মিসাইল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যে পৌছোবে তার জন্য কোনো নির্ধারক যন্ত্র ছিলো না, এক-আধমাইলের ভেতরে যে কোনো জায়গায় সেগুলো মাটি স্পর্শ করতে পারে। ইরান-ইরাক যুদ্ধে সেগুলো তেহরান পর্যন্ত পৌছোতে পারে নি। তাই এই মিসাইল ইরজাইলে পৌছোতে পারে না, তবু সেই মিসাইল কি করেই বা ইজরাইল-এ পৌছলো?

ইতিমধ্যে ইরাক কি করেছিল সেটা দেখতে হবে। তারা কি জার্মান কারিগরির সাহায্যে তিনটি মিসাইল ভেঙ্গে সেগুলোর মাল-মশলা দিয়ে নতুন দুটি রকেট বানায় এবং তার নাম আল্-হুসেন। কিন্তু তাতেও গতির দিক থেকে বিশেষ হেবে-ফের হলো না। তাই বাড়তি ফুয়েল-ট্যাঙ্ক সংযোজন করে ইরাক সেই মিসাইল-এর গতি ৬২০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয় যাতে করে সেগুলো তেহরান এবং ইজরাইল-এ পৌছায়। কিন্তু এই নতুন মিসাইল-এর ওজন কমিয়ে আনা হয় মাত্র ১৬০ পাউণ্ডে, যা অত্যন্ত দৈন্যতার প্রকাশ মাত্র। আর এই আল্-হুসেন মিসাইল-এর গতিবিধিও বড় খামখেয়ালি ধরনের। ইজরাইল-এর উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপিত মিসাইলগুলোর মধ্যে দুটি শুধু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তেল আবিবে পড়া দূরে থাক, সেগুলো গিয়ে পড়ে জর্ডান-এর মাটিতে। তবে ভয়ঙ্কর অস্ত্র হিসেবে সেগুলো বেশ কার্যকর হয়। এর ফলে ইজরাইলি জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

আমেরিকা এর জবাব দিলো তিনটি উপায়ে। সম্মিলিত ১০০০ বোমারু-বিমান অন্য পথে ঘুরিয়ে দেয়া হলো, তাদের কাজ হলো ইরাকের রকেট-উৎক্ষেপণের ঘাঁটিগুলো আবিস্কার করে সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা। তাছাড়া আমেরিকান প্যাট্রিয়ট মিসাইল ইজরাইল-এ পাঠানো হলো ইরাকের আগুয়ান রকেটগুলো ধ্বংস করার জন্য। সেই সঙ্গে তারা ইজরাইলকে বোঝালো ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে বি[illegible] থাকার জন্য।

উপরন্তু SAS এবং পরে আমেরিকান গ্রীণ বেরেট ইরাকের পশ্চিম মরুভূমি অঞ্চলে পাঠানো হলো তাদের ভ্রাম্যমান রকেট-লঞ্চারগুলো খুঁজে বার করে ধ্বংস করে ফেলার জন্যে। এক্ষেত্রে তাদের মিলান মিসাইল খুবই কার্যকর হলো।

৩৩৬-তম স্কোয়াড্রনে ২৪টি ঈগলসহ ২০শে জানুয়ারি অভিযান মালটিমিশন দিবস হিসেবে চিহ্নিত হতে যাচ্ছে। ইরাকের মিসাইল ঘাঁটি ধ্বংস করার জন্য স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার লেফটেনান্ট কর্নেল স্টিভ টার্নার বারোটি ঈগল নির্ধারিত করে রেখেছে। এই এক ঝাঁক ঈগল "গেরিলা" হিসাবে পরিচিত। এই গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে দু'জন সিনিয়র ফ্লাইট কমাণ্ডারদের মধ্যে একজন। বারোটি বিমানের মধ্যে চারটি র‍্যাডার ধ্বংসকারী মিসাইল-এ ভর্তি রাখা হয়েছে। অপর আটটি বিমান বহন করছে দুটি লম্বা স্টেনলেস স্টীল-এর কেসে মোড়া GBU-10-1 বোমা। যখন র‍্যাডার যন্ত্র একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, এবং তাদের মিসাইলগুলো কানা হয়ে যাবে তখন তারা বাকী আটটি বোমারু-বিমান অনুসরণ করে রকেট ব্যাটারিগুলোকে উড়িয়ে দেবে।

বারোটি ঈগল এক গ্রুপে চারটি বিমানে বিভক্ত হয়ে সিঁড়ির ধাপের আকারে মাটি থেকে ২৫,০০০ ফুট উপরে উড়ে গেলো। চমৎকার নির্মেঘ নীল আকাশ এবং সেখান থেকে নিচে ধূসর মরুভূমি বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

কি আশ্চর্য, গেরিলা ঈগল তাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌছেও ইরাকি কমাণ্ডার ভয় পেয়ে তার পিঠ বাঁচানোর জন্যে, কিংবা আমেরকিানদের মতো স্মার্ট ভাব দেখিয়ে প্রতিআক্রমণ থেকে বিরত হলো! তাদের র‍্যাডার যন্ত্রগুলি

নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে রইলো। হঠাৎ তারা যদি সক্রিয় হয়ে উঠতো, সেক্ষেত্রে সবীজ র‍্যাডার যন্ত্রগুলোর অত কাছে যাওয়াটা বোকামো হতো, ঈগলগুলোকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারতো SAM রা।

লক্ষ্যসীমানার উপরে মিনিট কুড়ি উড়ে বেড়িয়ে বিমান আক্রমণ তুলে নেওয়া হলো। তখন সেই গেরিলা বাহিনীকে পরবর্তী লক্ষ্যের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো।

টিম নাথানসনের সঙ্গে দ্রুত বার্তা-বিনিময় করে নেয় ডন ওয়াকার। তার দ্বিতীয় লক্ষ্যস্থল হলো সাহারার দক্ষিণে স্কাড-সাইট। সেখানে রয়েছে পয়জন-গ্যাস। তাই লক্ষ্যাধন করার জন্যে আরো অনেক ফাইটার-বোম্বার যাওয়ার কথা আছে।

আকশের দিকে তাকালো ওয়াকার, স্বচ্ছ মাথার উপরে অনেক উঁচুতে যেন ফ্যাকাশে নীল সামিয়ানা খাটানো রয়েছে। আধমাইল দূরে তার উইংম্যান র‍্যাণ্ডি R-2 রবার্ট এবং তার একটু উপরে রয়েছে উইজো জিম 'বুমার'-এর পিছনে বসে আছে হেনরি।

তিন মিনিট পরে নিচে তাকাতে গিয়ে সুদূর বিস্তৃত একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স চোখে পড়লো তার। 'ওটা কি?' টিমকে জিজ্ঞেস করলো সে।

WSO তার ম্যাপ দেখে বললো, 'ওটার নাম তারমিয়া।'

'এতো দেখছি বিরাট।'

তাদের দুজনের মধ্যে কেউই জানে না তারমিয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স ঠিক কতো বড়? দশ মাইল চওড়া আর দশ মাইল লম্বা এই জায়গায় রয়েচে ৩৮১টি বিল্ডিং।

'চলো, নিচে নাম যাক।' ওয়াকার তার ঈগলকে ১০,০০০ ফুটে নামিয়ে আনলো। তার ঈগলের ঠিক নিচে একটা স্পোর্টস স্টেডিয়াম-এর মতো বিরাট একটা বিল্ডিং।

'এটা কিন্তু আমার টার্গেট নয়।'

তার নিষেধ সত্ত্বেও নিচে ৪,০০০ ফুটে নেমে এসে সেই ফ্যাক্টরি বিল্ডিং-এর উপরে দু-দুটি বোমা নিক্ষেপ করলো সে। দুটি বোমাই কার্যকর হলো। ফ্যাক্টরি বিল্ডিং-এর ছাদ বোমার আঘাতে উড়ে গেলো একেবারে। সেই ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে খুশি মনে ওয়াকার তার ঈগলের নাক উঁচু করে আবার উঠে গেলো ২৫,০০০ ফুট উঁচুতে। ঘন্টা-খানেক পরে সে তার উইংম্যান সহ ফিরে এলো আল্-খারজ-এ, মাঝপথে শূন্যে তেল ভরে নিতে হয়েছিল ঈগলের ট্যাঙ্কে।

ঘাঁটিতে ফিরে এসে ডন ওয়াকার তার স্কোয়াড্রন ইনটেলিজেন্স অফিসার-ইনচার্জ মেজর বেথ ক্রোগার - এর কাছে তার অভিযানের বর্ণনা দিচ্ছিল। গেরিলা সফল হয়েছে, সেরকম ভান কেউ করলো না। বেথ ক্রোগার তো সরাসরি উত্তেজিত হয়ে অভিযোগ করলো, 'এ তুমি কি করছো?'

'কিন্তু বিল্ডিংটা যে বিরাট দেখাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিল ওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই—'

'ওটা ধ্বংস করার আদেশ ছিলো না,' অভিযোগ করলো বেথ। 'যদি ওটা ওয়াটার বটলিং প্ল্যান্ট হতো, কিংবা বেবী-ফুডের কারখানা হতো, তখন তোমার এই গর্দভোচিত কাজের কি কৈফিয়ত হতো শুনি?' ওয়াকারকে সতর্ক করে দেয় সে।

ষোল

সেদিনই রাতে গ্রিনিজিং-এ এডিথ হারডেনবার্গ-এর ফ্ল্যাটে তার সঙ্গে নৈশভোজ সারতে এলো করিম। তাকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে এডিথের মুখটা ঈষৎ লাল হয়ে গেলো। দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে একজন পুরুষের জন্যে নিজের হাতে খাবার তৈরী করেছে সে। এতে তার ভীষণ লজ্জা হচ্ছিল, তবু কেন জানি না ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা উত্তেজনা অনুভব করছিল সে।

কয়েক সপ্তাহ আগে নেভিয়ট টিমের লোকেরা তাকে এডিথ-এর ফ্ল্যাটটা সম্পর্কে মোটামুটি একটা বর্ণনা দিয়ে রেখেছিল, পরিষ্কার, ছিমছাম ফ্ল্যাট। এটাই হলো সদা হাস্যময় হৈ-চৈ প্রিয় এডিথের ফ্ল্যাট।

* * *

এডিথ-এর রান্নার খুব প্রশংসা করাতে বেশ ক্ষুণ্ণই হলো সে, তবু প্রকাশ্যে খুশির ভাবই প্রকাশ করলো সে। খেতে খেতে তারা অনেক গল্প করলো। জার্মান সংস্কৃতি, স্প্যানিশ রাইডিং স্কুলের ব্যাপারে, তাদের পরবর্তী বেড়ানোর জায়গার প্রসঙ্গ, ইত্যাদি নিয়ে। আর কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে এডিথের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল আড় চোখে, চুলে তেমন করে চিরুণি দেওয়া নয়, যেন কোনো রকমে চুলে একটা কুণ্ডলি পাকিয়ে পিছন দিকে ফেলে দেওয়া।

ঘরের ভেতরে মোমের আলো। করিম ইচ্ছে করেই ঘরের আলোগুলো নিভিয়ে দিয়েছিল। আলো-আঁধারি পরিবেশে মনটা বেশ রোমান্টিক হয়ে ওঠে। করিম সুপুরুষ, বিনয়ী, নম্র এবং ভদ্র। একটু সুযোগ পেলেই এডিথের গ্লাসে মদ ঢেলে দিচ্ছিল। সে চায় আজ এডিথ তার থেকেও বেশী মদ পান করুক, তাকে সে আজ মাতাল হিসেবে কাছে পেতে চায়, কেন সে-ই জানে। রেকর্ড-প্লেয়ারে ভারডি'র নোবুকোর বাজনার সুর ভেসে আসছে।

আবার মদ, মোমের আলো বাজনার সুর এবং তরুণ বন্ধুর সঙ্গ, সব মিলিয়ে এডিথ-এর মনে এখন অদ্ভুত একটা ব্যাঞ্জনা এনে দিয়েছিল যে, তার মনে হচ্ছিল, যেন সে একটু একটু করে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে, দেহ অবশ হয়ে আসছে।

করিম ট্রে হাতে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে তার সঙ্গে মিলিত হলে এডিথ সোফার একেবারে এক প্রান্তে সরে গিয়ে বসলো। তখনো তার মনে একটা কুণ্ঠাবোদ, একটা জড়তা। স্বল্প পরিচিত এক যুবকের নিরালা-সান্নিধ্যের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে, সেটা মনে করেই বোধহয় নিজেকে তার এই ভাবে গুটিয়ে ফেলা। আগামী সপ্তাহে নতুন কনসারট্-এ হাজির হওয়ার প্রসঙ্গে আলোচনা করবে ভেবেছিল সে, কিন্তু তার মুখে একটা কথাও ফুটলো না। হঠাৎ সে যেন বোবা হয়ে গেছে, স্তব্ধ হয়ে গেছে তার সব উদ্দামতা, সব চঞ্চলতা, সব মুখরতা। নীরবে সে শুধু গ্লাসে চুমুক দেয়।

ওদিকে করিম তখন এডিথ-এর মনের খবর পেয়ে গেছে। এডিথ-এর হাত ধরে সে তাকে তুলে ধরলো সামানে।

'এ কি করছো তুমি?' এই সময় এডিথ দেখলো, করিম বাঁহাত দিয়ে তার ডান হাতটা চেপে ধরলো। আর ডান হাত দিয়ে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরলো শক্ত করে। এডিথ আলতো করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলো তার বাহুবন্ধন মুক্ত করে।

করিম-এর মনে পড়ে গেলো গিডি বারজিলাই-এর কথা, "মেয়েটির সঙ্গে যতে মাখামাখিই করো না কেন, সময় নষ্ট করো না। যতো তাড়াতাড়ি পারো, কাজ হাসিল করে সরে পড়ো। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এডিথ-এর কাছ থেকে কিই বা সে জানতে পেরেছে? কিছুই নয়। তবে সে এও জানে যে, প্রথমে বিশ্বাস জন্মাও, তারপর কাজ হাসিল করো। এডিথ তাকে বিশ্বাস করে ফেলেছে, করিম সেটা বুঝতে পেরেছে বলেই আজ সে তার কাজ হাসিল করার পথে আর এক ধাপ এগোতে যাচ্ছে। সে জানে সব নারী-পুরুষই যৌনাকাঙ্খী। যদি সে একবার এডিথ-এর মধ্যে সেই যৌন আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলতে পারে, তাহলে তার চরম সমাপ্তি ঘটার আগে তার দুর্বল মুহূর্তে অনেক কিছুই জেনে নিতে পারবে সে। এই বিশ্বাস নিয়ে এডিথকে বুকে টেনে নিয়ে সে তার এক হাতের বেষ্টনীতে তার কোমরটা আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। এডিথ-এর হাত দুটো সে নিজেই তার গলায় জড়িয়ে নিল তাকে আরো বেশী করে কাছে পাওয়ার জন্যে। সে এক অবর্ণনীয় অবস্থা এডিথ-এর কাছে।

করিম-এর বুকের মধ্যে এডিথ-এর মুখ, সে তার মুখ সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। তার পাখির মতো ছোটো ছোটো বুক দুটি তখন করিম-এর দেহের ভারে পিষ্ট হওয়ার উপক্রম, দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে এডিথ আবার পুরুষের স্পর্শ অনুভব করলো, তাতে সুখ থাকলেও এই মুহূর্তে সেটা মেনে নিতে পারে না সে, তার মুখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা যায়।

এডিথ তার ডান হাতটা মুক্ত করে নিলো, বাধা দিলো না করিম। করিম তখন তার বাঁহাত দিয়ে তার

চিবুক তুলে ধরলো মুখের সামনে। তারপর বলড্যান্স-এর ভঙ্গিমায় নাচ করতে করতে এক সময় করিম তার মুখটা নামিয়ে এনে চুমু খেলো এডিথ-এর ঠোঁটে। সেটা কামজ-চুম্বন নয়। সে তার ঠোঁট জোড়া এডিথ-এর ঠোঁটের উপরে চেপে ধরে থাকলো, তাকে জোর করে চুমু খাওয়ানোর চেষ্টা করলো না। এডিথ-এর মনে তখন অনেক চিন্তা, অনেক ভাবাবেগ। সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এ যেন আকাশে বিমানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার মতো। এডিথ তখন ভাবছে তার ব্যাঙ্কের কথা, তার খ্যাতির কথা, করিমের যৌবনের কথা, তাদের দুজনের বয়সের পার্থক্যের কথা। আবার সে যে একজন বিদেশী, সে কথাও ভাবতে হচ্ছে তাকে। ওদিকে রেকর্ড-প্লেয়ারে বাজনা থেমে গেছে, খেয়াল নেই তার। করিমের উষ্ণ আলিঙ্গনে যতো বিহ্বলতাই থাকুক না কেন, নিজের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠতে হচ্ছে এডিথকে। সে এখন এও ভাবছে, এরপর করিম যদি আরো বাড়াবাড়ি কিছু করে, সে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। করিম এবার এডিথ-এর ঠোঁটের উপর থেকে তার মুখ তুলে নিয়ে তাকে বুকে চেপে ধরলো আবার। সেই নির্জন অ্যাপার্টমেন্টে দুটি নারী-পুরুষ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

এরপর এডিথই প্রথম তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোফার উপরে গিয়ে বসলো। সে দেখলো করিম তার সামনে, তার হাঁটুর উপরে বসে আছে। তার দুটো হাত নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে করিম জিজ্ঞেস করলো, 'এডিথ, তুমি কি আমার উপরে রেগে গেছো?'

'ওরকম করা উচিত হয়নি তোমার,' বললো এডিথ।

'আমি শপথ নিয়ে বলছি, সেরকম কিছু ভেবে আমি করিনি। নিজেকে আমি তখন খুবই অসহায় বলে মনে করছিলাম।'

'আমার মনে হয় তোমার এখন এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।'

মিনিট পাঁচেক পরে চলে গেলো করিম। সুতির নাইটড্রেস পরলো এডিথ। বাথরুমে গিয়ে মুখে জলের ঝাপটা দিলো, দাঁত ব্রাশ করলো, এরপর সে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলো। অন্ধকারে হাঁটু মুড়ে সে তার বুক চেপে ধরলো। ঘন্টা দুই পরে এমন একটা কাজ সে করলো, যা বহু বছর হলো করেনি। অন্ধকারে হাসলো সে। বারবার তার মনে যত সব আজগুবি চিন্তা এসে ভিড় করতে থাকলো তখন। আমি একটা বয়-ফ্রেণ্ড পেয়ে গেছি। সে আমার থেকে দশ বছরের ছোটো, ছাত্র, বিদেশী, একজন আরব এবং সে একজন মুসলমান। তা হোক, আমি কিছু মনে করি না।

* * *

সেদিন রিয়াদ-এ ওল্ড এয়ারপোর্ট রেড-এর কবরখানার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে ভাবছিল মার্কিন এয়ারফোর্সের কর্নেল ডিক বেটি। ব্ল্যাক হোল কোনদিন থামবে না। আকাশ-যুদ্ধের প্রথম কয়দিন খুব কঠোর ও দ্রুত কাজ করে গেছে সেটা।

ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধ চতুর্থ দিনে, অর্থাৎ ২০শে জানুয়ারি যদি সম্মিলিত বাহিনী অযথা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্ট-এর উপরে বোমা বর্ষণ না করে নির্ধারিত লক্ষ্যের উপরে আঘাত হানতো, তাহলে শত্রুপক্ষের বিমান-প্রতিরক্ষা অচিরেই ভেঙে পড়তো।

সেদিন রাতে স্কোয়ড্রন ইনটেলিজেন্স অফিসারদের দেওয়া তালিকার উপর চোখ বুলোচ্ছিল কর্নেল বেটি। মাঝরাতে বিভিন্ন স্কোয়াড্রনে তাদের অভিযানের তালিকা পাঠানোর জন্যে সব ব্যবস্থা একরম পাকা করে ফেললো সে, ঠিক সেই সময় শুনতে পেলো সে, 'স্যার, এই যে এখানে দেখুন—'

তার পাশে এসে আমেরিকনা নেভির চীফ পেটি অফিসার শুধালো। সেদিকে চকিতে একবার দৃষ্টি নিয়ে বলে উঠলো কর্নেল, 'তারামিয়া?'

'হ্যাঁ, স্যার, এটার কথাই তো বলছি।'

এয়ার-ম্যাপের দিকে তাকালো কর্নেল। জায়গাটা কিসের, বুঝতে পারলো সে। তাই সে জানতে চাইলো, 'র‍্যাডার? নাকি মিশাইল, এয়ার-বেস, মিলিটারি ঘাঁটি?'

'না 'স্যার, এখানে রয়েছে সব রকম কলকারখানার সুযোগ-সুবিধা।'

ক্লান্ত কর্নেল। রাত অনেক হয়ে গেছে, এ নিয়ে আলোচনা করলে ভোর হয়ে আসবে। 'যীশুর দোহাই, কলকারখানা ধ্বংস করার সময় এখনো আসেনি। যাইহোক, তালিকাটা আমাকে দাও।'

দ্রুত সেই তালিকার উপরে চোখ বোলালো কর্নেল, এই তালিকার সব কয়টি কলকারখানাই তাদের জানা, আর সেগুলো হলো বিধ্বংসী অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণের।

প্রথম পর্যায় আল্-কোয়েম, অস-শারকৎ, তুয়েখা, ফালুযা, হিল্লা, আল্-আথীর এবং আল্-ফুরাত তালিকাভুক্ত। কিন্তু কর্নেল জানে না এই তালিকায় রাশা-দিয়া কেন বাদ দেওয়া হলো। অথচ এই জায়গায় ইরাকিরা তাদের দ্বিতীয় রিফাইনড ইউরেনিয়াম প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। সমস্যা হলো, মেদুসা কমিটির বিশেষজ্ঞরা এই জায়গাটার নাম বাদ দিয়েছে। অনেক পরে এই প্ল্যান্ট-এর অস্তিত্ব ইউনাইটেড নেশন আবিষ্কার করেছিল। এমন কি কর্নেল বেটিও জানতো না ইরাকের প্রথম ইউরেনিয়াম ক্যাসকেড-এর প্ল্যান্ট রয়েছে আল্-ফুরাতে। তবে একজন জার্মান বিশেষজ্ঞ ডঃ স্টেমলারকে তুয়েখার কাছে দেখা গিয়েছিল। আর তার সঠিক অবস্থান-এর খবর পাওয়া যায় জেরিকোর কাছ থেকে।

* * *

সেদিন বিকেলে লেফটেনান্ট কমাণ্ডার ডারেন ক্লিয়ারির তোলা ম্যাপশটগুলো রিয়াদে এসে পৌঁছলো। প্রতিদিন CENTAF হেডকোয়ার্টারে এক একটা নতুন নতুন ছবি ঝড় তুলে থাকে। ছবিগুলো তোলা হয়েছে স্যাটেলাইটে, মাটি থেকে অনেক উঁচুতে থাকার দরুণ ছবিগুলো আকারে বড়। সারা ইরাকের অনেক দৃশ্যই ধরা পড়েছে এই সব ছবিগুলোতে —সামরিক কিংবা কলকারখানায় ইরাকিদের গতিবিধি—আগের ছবিগুলোতেও এ সব দৃশ্য ছিলো, এখন এগুলো নতুন।

তারামিয়ায় ডজন খানেক কারখানার দিকে তাকিয়ে কর্নেল বেটি ভুরু কুঁচকে উঠলো, এবং রয়্যাল এয়ারফোর্স-এর ব্রিটিশ ফ্লাইট সার্জেন্ট-এর ডেস্কের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে, 'চার্লি, এগুলো কি? আর জায়গাটাই বা কোথায় বলো তো?'

'তারামিয়ায় স্যার। আপনার মনে আছে গতকাল এখানকারই একটা কারখানায় ঈগল বোমাবর্ষণ করেছিল? ঠিক তার দশ মিনিট পরেই রেঞ্জার থেকে একটা টমক্যাট এই ফটোগুলো তুলে থাকবে।'

'কিন্তু এখানে এই ফ্যাক্টরিতে কি হচ্ছে বলো তো?'

'তা তো জানি না স্যার। আর তাই এই ফটোগুলো আপনার ডেস্ক-এ রেখেছি। এসব ফটোগুলো থেকে কেউ কিছু হদিশ করতে পারে নি।'

'যাইহোক, মনে হচ্ছে ঈগল জকি নিশ্চয়ই কোনো মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছে। এখানে তাদের ইতস্ততঃ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এ তো সাধারণ ফ্যাক্টরি নয়, মনে হয় ইরাকি অস্ত্র নির্মাণের কারখানা। কাজটা খুবই ভালো হয়েছে চার্লি। এ সব ব্যাপারে বাস্টার গ্রোসনা এর সঙ্গে আমি কথা বলছি। তবে ওই কারখানার পিছনে পড়ে থাকলে আমাদের চলবে না।

'হ্যাঁ স্যার, এটা আমি নথিভুক্ত করবো।'

'আচ্ছা, আমরা একটা স্কোয়াড্রন এদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারি না?'

'না। তার কারণ স্কাড-ঘাঁটি খুঁজে বার করার জন্য আমরা এখন সব শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। তবে, একটু ভেবে দেখি। হ্যাঁ, দিয়েগোয় কিছু এয়ারফোর্স রয়েছে। ওদের ক্ষমতাও আছে।'

সোভিয়েত কমপাউণ্ডে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছিল মাইক মার্টিন। ওদিকে সেখানে খাবারও শেষ। রাশিয়ান স্টুয়ার্ড তাদের বাগানের মালি মাইক মাহমুদকে বাজারে পাঠালো খাবার ও তরিতরকারি কিনে আনার জন্যে। এই সুযোগে মার্টিন সাইকেল চালিয়ে একবার করোদিত মারিয়াম-এ পুরনো হোয়াত বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে পিছন দিকের দেওয়ালে চকখড়ির চিহ্ন দেখতে পেলো সে। এর অর্থ, সংশ্লিষ্ট ডেড-লেটার বাক্সে জেরিকো একটা প্যাকেট রেখে গেছে তার জন্যে।

ওদিকে ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের উপর্যুপরি ক'দিন বোমাবর্ষণের পর বাগদাদ ও তার চারপাশ প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। ইরাকিরা এখন উপলব্ধি করতে পারছে, কুত্তার বাচ্চা এবং নাজির সন্তান বলে যারা সম্বোধন

করতো আজ তারা সত্যি সত্যি তাদের দেশের উপরে মোক্ষম আঘাত হেনেছে। পাঁচ দিনের যুদ্ধে প্রেসিডেন্ট-এর প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়েছে, চেনা যায় না যে এখানে সাদ্দাম-এর বাসস্থান ছিলো কোনোদিন। তার থেকেও আরো করুণ অবস্থা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং মূল জেনারেটিং স্টেশনের, সেখানে কোনোদিন যে ওই সব দপ্তরগুলোর অস্তিত্ব ছিলো দেখে বোঝাই যাচ্ছে না।

সেই চখখড়ির চিহ্নটা মাইক মার্টিন-এর কাছে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। সে জানে, তার উপরে নির্দেশ আছে, নতুন করে জেরিকোর সঙ্গে আর যোগাযোগ নয়। সে যদি চিলির ডিপ্লোম্যাট হতো তাহলে সেই নির্দেশ অবশ্যই মান্য করতো এবং সেটাই তার সঠিক কাজ হতো। কিন্তু মোনকাডা তো কখনো মিথ্যে কথা বলতে শেখায়নি। অতএব—

সেদিনই রাত্রে নদী পেরিয়ে কাসরায় শাক-শব্জির বাজারে ছুটলো। আর তখনি বোমাবর্ষণ হতে দেখা গেলো। বাজারে একটা নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিলো সে। চারটে দশ-এ বোমাবর্ষণ বন্ধ হলো। মাইক তখন ভাবছিল, খাতিব কিংবা রহমানির লোকেরা আট ঘন্টা কি করে স্থির হয়ে রইলো। চারদিক তাকিয়ে দেখে নিলো সে, না কোথাও কোনো বাড়ির জানালা থেকে তাকে লক্ষ্য করে ক্যামেরার লেন্স তাক করা নেই, বাজারের চারপাশের সব বাড়িগুলোই অন্ধকারে ডুবে আছে। সে তখন তার আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে সংশ্লিষ্ট ডেড-লেটার-বক্সের দিকে এগিয়ে গেলো। যথারীতি ইটটা সরাতেই বার্তাটা পেয়ে গেলো সে। তারপর মুহূর্ত আর বিলম্ব না করে ফিরে চললো সে তার ডেরায়।

দেখা গেলো পরবর্তী দু-তিন দিন তারমিয়ার ফটোগুলো একটা অদ্ভুত সমস্যার চাপে ফেলে রাখলো লণ্ডন ও ওয়াশিংটন উভয়কেই। ফটোকপিগুলো পাঠানো হলো ব্রিটেন ও ওয়াশিংটনের ফটো বিশারদদের কাছে। কিন্তু তারামিয়া ফ্যাক্টরির অস্তিত্ব সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত পাওয়া গেলো। লণ্ডনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ওয়াশিংটনের পেন্টাগনের বিশেষজ্ঞরা কেবল সেই চিরাচরিত অস্ত্র-শস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলো, কিন্তু তার বাইরে যে অন্য কোনো বিশেষ ধরনের অস্ত্র থাকতে পারে, তা তারা জানতো না। তারামিয়া ফ্যাক্টরির ছবিগুলো তারা উল্টে পাল্টে দেখলো, ওখানে যে ইরাক বিষাক্ত গ্যাস বোমা কিংবা জীবাণু-বোমা তৈরী করতে পারে, সে ধারণা একেবারেই ছিলো না তাদের। এমন কি CIA-এর লোকেরাও বলতে পারলো না ওটা কিসের কারখানা। ছবিতে দেখা যাচ্ছিলো, একটা অত্যন্ত বিলাসবহুল "পাখি", তারামিয়া নামক কারখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছে আকাশে উড়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। তাই CIA-এর মতো লণ্ডনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ওয়াশিংটনের পেন্টাগনের বিশেষজ্ঞরাও ফটোগুলো ফেরত দেয়।

সতেরো

পরদিন সানফ্রানসিস্কো ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দরে স্থানীয় সময় দুপুর তিনটের সময় অবতরণ করলো টেরি মার্টিন। প্রফেসর পল মাসলোওয়াস্কি অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিল টেরিকে।

'বেটি আর আমি আপনার জন্যে একটা ভালো হোটেল ঠিক করে রেখেছি। কিন্তু আপনি কি হোটেলে থাকবেন, নাকি আমাদের সঙ্গে থাকবেন?'

'চমৎকার হবে সেটা, ধন্যবাদ,' বললো মার্টিন।

প্রফেসর মাসলোওয়াস্কির শহরতলী মেনলো পার্কের বাড়িতে না পৌঁছনো পর্যন্ত তারা দুজনে আলাপ চালিয়ে গেলো।

সেখানে পল-এর স্ত্রী বেটির সঙ্গে পরিচিত হলো মার্টিন ওপরতলায় তাকে সুন্দর একটা গেস্টরুম দেওয়া হলো। ঘড়ির দিকে তাকালো টেরি ঃ পাঁচটা বাজতে পনেরো। নিচে নেমে এসে বললো সে, 'ফোনটা আমি ব্যবহার করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই?' মাসলোওয়াস্কি জানতে চাইলো, 'বাড়িতে ফোন করবেন নাকি?'

'না, স্থানীয় একটা জায়গায়। ডাইরেক্টরি আছে আপনার?'

প্রফেসর তাকে টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা দিতেই মার্টিন পাতা ওলটাতে থাকে। ফোন করতে চায় সে লিভারমোর-এ, লরেন্স এল. ল্যাবোরেটরিতে। আলমেণ্ডা কাউন্টির বাইরে।। ঠিক সময়েই ফোন করেছে সে। লাইন পেতেই বলে উঠলো, 'ডিপার্টমেন্ট Z-এর ডাইরেক্টরের অফিসে লাইনটা দিন দয়া করে।'

'আমি জিম জ্যাকব, ডেপুটি ডাইরেক্টর। বলুন, কি ভাবে অমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

'দেখুন, আমি এখানে এসেছি বার্কল্যের প্রাচ্যের শিক্ষার উপরে একটা বক্তৃতা দিতে। হাতে সময় আমার খুবই কম। কালই ফিরে যেতে হচ্ছে এখান থেকে। ব্যাপার হলো, আপনার সঙ্গে লিভারমোরে আমি একবার দেখা করতে চাই।'

'প্রয়োজনটা কি জানতে পারি ডঃ মার্টিন?'

'ও হ্যাঁ, সংক্ষেপেই বলি তাহলে, আমি হলাম মেদুসা কমিটির একজন ব্রিটিশ সদস্য। এবার আমার প্রয়োজনটা কি বুঝতে পারছেন তো?'

'নিশ্চয়ই। তবে এখনি আমাদের অফিস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাল সকাল দশটায় আসতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করলো ডঃ জ্যাকব।

সাক্ষাতের সময় পাকা হয়ে গেলো। সে যে একজন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট নয়, কথাটা আদৌ উল্লেখ করলো না মার্টিন। তবে সে যে একজন আরবিস্ট, সেটাও অবশ্যই উল্লেখ করলো না সে। ব্যাপারটা জটিল করার প্রয়োজন নেই. ভাবলো সে।

* * *

সেদিন রাতে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে, ভিয়েনায় শেষ পর্যন্ত এডিথ হারডেনবার্গকে করিম তার শয্যাসঙ্গিনী করে ছাড়লো। এভাবে এডিথকে প্রলোভিত করার কাজে তার মধ্যে কোনো ব্যস্ততা ছিলো না, সব কিছুই সে ধীরে ধীরে সারলো। সন্ধ্যায় সে তার সঙ্গে কনসার্ট মিউজিক শুনতে গেলো, সেখান থেকে নৈশভোজ সেরে সে যখন গ্রিনজিং-এ এডিথ-এর অ্যাপার্টমেন্টে যাচ্ছিল, তখন এডিথ মনে মনে ভাবছিল, সে বুঝি সেখানে এক কাপ কফি খেয়ে এবং তাকে একটু গুডনাইট চুম্বন দিয়ে ফিরে আসবে। অবশ্য এডিথ জানে, তার এই ভাবনাটা একটা ভনিতা মাত্র, আসলে ভেতরে ভেতরে এর থেকে আরো বেশী কিছু আশা করছিল সে।

অ্যাপার্টমেন্ট-এ ঢুকেই করিম তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আলতো ভাবে চুমু খেলেও তার মধ্যে কেমন যেন একটটা প্ররোচনার ভাব মেশানো ছিলো। তবে তা জেনেও সে তাকে ফিরে আবার চুমু খেতে অনুমতি দিলো। অথচ এই কদিন আগেও এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছিল সে, তার সেই দৃঢ়তার বরফ যেন এখন গলতে শুরু করেছে, সে আর বাধা দিতে পারলো না।

তারপর করিম যখন তাকে তার সেই ছোট্ট শয়নকক্ষে নিয়ে গেলো, তখন সে শুধু তার কাঁধের দিকে মুখটা ফিরিয়ে নিলো তার কাছ থেকে আবার চুম্বনের প্রত্যাশা নিয়ে। এমন কি সে অনুভব করতেই পারলো না, কখন যে তার দেহের পোশাক খুলে গেলো এক এক করে। হোরস্ট-এর থেকেও করিমের আঙ্গুল চালনার মধ্যে অনেক বেশী দক্ষতা ছিলো, কোনো ধাক্কা-ধাক্কি নয়, ঠেলাঠেলি নয়, পোশাকের জীপার কিংবা বোতাম ধরে টানাটানি নয়। এডিথ তার নরম বিছানায় শুয়ে করিম-এর উষ্ণ আলিঙ্গনের স্পর্শে কোনো বিরক্তি নয়, বরং সেই শীতের রাত্রে একটা অদ্ভুত আমেজে আবিষ্ট হয়ে পড়লো সে ধীরে ধীরে। কি তাকে করতে হবে বুঝতে না পেরে চোখ দুটো বন্ধ করে শুয়ে রইলো এবং মনে মনে ভাবলো, যা ঘটার ঘটুক। তখন তার সারা নগ্নদেহের মধ্য দিয়ে উষ্ণ রক্তস্রোত যেন বইতে থাকে, সে এক অদ্ভুত চঞ্চলতা, একটা পাপবোধের সে কি আকুলতা। তবু তা সত্বেও স্থির হয়ে শুয়ে থাকে সে করিমের দেহের নিচে। মৌখিক প্রবিাদ করার ইচ্ছা তখন সম্ভব ছিলো না,কারণ করিম তার ঠোঁটের উপর তার ঠোঁট চেপে ধরে চুম্বনের স্বাদ আস্বাদন করতে ব্যস্ত তখন। তারপরেই এডিথ অনুভব করে, আলতো ভাবে করিমের আঙ্গুলগুলো বিলি কাটতে কাটতে তার বুকের উঁচু-নিচু অংশ পেরিয়ে নিচে নাভীর উপত্যকায় এসে মুহূর্তের জন্যে যেন বিরতি ঘটালো। তাতে বেশ একটা আবেশ ভাব ছিলো, ছিলো সেই চিরন্তন আবেশ, যা কোনো নারী-পুরুষই সেটা পরিহার করতে পারে না।

তবে ভেতরে ভেতরে বেশ আতঙ্কিত হয়ে উঠলো সে যখন করিমের উষ্ণ ঠোঁটজোড়া তার ঠোঁটজোড়া ছাড়িয়ে স্তনদ্বয়ে, সেখান থেকে তার শরীরের অন্য আরো অংশ পেরিয়ে নারীর সেই নিষিদ্ধ এলাকায় এসে পড়লো। তখন সত্যি সত্যি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো এডিথ, তার মা'র কথা মনে পড়ে গেলো, তিনি সব সময় বলতেন, "এরপর আর নামতে দিও না কোনো পুরুষকে।" মা'র কথা মনে পড়তেই এবার সচেষ্ট হয়ে উঠলো এডিথ। তাকে সে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করলো, তবে খুব আলতো ভাবেই। সে তখন বেশ বুঝতে পারছিল, তার দেহের নিম্নাংশ যেন একটা উষ্ণ প্রস্রবন বয়ে চলেছে, যা স্বাভাবিক নয়, শোভন নয়, কিন্তু করিম তখন ভয়ঙ্কর বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল, তার ভেতরের পশুটা উত্তেজনায় ছটফট করছিল খাঁচার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে। 'না, না, এরকম করো না করিম, এ অন্যায়, এ পাপ।' বারবার এ সব কথা বলা সত্ত্বেও করিম কিন্তু তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে, তার সেই অন্যায় খেলার শেষ না দেখা পর্যন্ত ক্ষান্ত হতে চাইলো না সে। তখন সে যেন খড়কুটোর মতো ভেসে চলেছে অশান্ত সমুদ্রের ঢেউ-এর মাঝে। এডিথ এখন বুঝে গেছে, তার অবস্থাটা এখন গভীর সমুদ্রের ঢেউ-এর তোড়ে সে যেন ছোট্ট একটা রোয়িং-বোট। এডিথ বুঝে গেছে, তার অবস্থাটা এখন করিমের রোয়িং বোট যতক্ষণ না গভীর সমুদ্রের তীরে এসে আছড়ে পড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত করিমের হাত থেকে তার রেহাই-এর আশা নেই। একটু একটু করে ভাঙ্গা নৌকার মতো করিমের বলিষ্ঠ দেহের মধ্যে এলিয়ে যেতে থাকলো সে। এরকম ভয়ঙ্কর দৈহিক উত্তেজনা, আবেগ বা তাড়না সে তার উনচল্লিশটি বসন্তে কখনো অনুভব করেনি। এই প্রথম এবং প্রচণ্ড আকারে, এ সুযোগ সে তার প্রথম প্রেমিক হারস্টকেও দেয়নি।

এডিথ তখন করিমের কাছে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেবার জন্যে প্রস্তুত। সে এবার নিজের হাতে করে করিমের মাথাটা টেনে নিয়ে তার ছোট্ট স্তনজোড়ার উপরে তার মুখটা চেপে ধরতে থাকলো। এবং এই ভাবে সে তার মুখ বন্ধ করে দিলো।

সেদিন রাতে করিম তার সঙ্গে দু'বার সহবাসে লিপ্ত হলো, প্রথমবার ঠিক মাঝরাতের পরে এবং দ্বিতীয়বার ভোর হওয়ার একটু আগে। এবং প্রতিবার করিম তাকে এতো বেশী জোরালো ও তীব্র সুখ দিলো যে, প্রতিবাদ করা তো দূরে থাক বরং বার বার সেই রকম সুখ পাওয়ার জন্যে নিজেই সে আগ্রহ প্রকাশ করলো করিমের কাছে। এমন কি দ্বিতীয়বার সহবাসের পর করিম ঘুমের কোলে ঢলে পড়লে তার নগ্ন দেহের উপর আঙ্গুল বোলাতে গিয়ে সে অনুভব করলো তার এই নতুন প্রেমিকটির দেহের প্রতিটি ইঞ্চি যেন তার সফল সহবাসের প্রতীক।

* * *

এখন বাগদাদে সন্ধ্যা নামা মানেই গভীর রাতের অন্ধকার নেমে আসার সামিল। রাস্তায় লোক চলাচল কমে আসে। তবু তারই মাঝে সাইকেল চালিয়ে মাইক মার্টিন নফুরা স্কোয়ারের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলো। কোনো কিছু চিন্তা না করেই সাইকেল চালাচ্ছিল সে। এই সময় তার ডান দিক দিয়ে একটা বিরাট লিমুসিন গাড়ি ছুটে আসছিল। তবে ট্রাফিক-আইন অনুযায়ী গাড়িটা ডানদিক দিয়ে চলাটা ঠিক হয়নি। সেটার পাশাপাশি দু'জন মোটর-বাইক আরোহী দুরন্ত ছুটে আসছিল, তাদের বেপরোয়া গতি কমানোর কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। এর ফলে বেচারা মার্টিন টাল সামলাতে না পেরে তার সাইকেল থেকে পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তার বাস্কেটটা সাইকেলের কেরিয়ার থেকে উল্টে গিয়ে সব্জিগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লো। হাঁটুর উপর ভর দিয়ে একবার ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে এক ঝলকে লিমুসিন গাড়ির পিছনের আসনে তাকাতে গিয়ে তার মনে হলো আরোহীর মুখটা তার চেনা চেনা লাগছে, ইউনিফর্ম পরিহিত একজন ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল। মুহূর্তে গাড়িটা তার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেলো।

দু'জন শ্রমিকশ্রেণীর পথচারী হাত ধরে তাকে তুলে ধরলো, এবং তার সব্জিগুলো রাস্তা থেকে তুলে বাস্কেটের ভেতরে গুছিয়ে রাখতে সাহায্য করলো। এবার তার মনে পড়লো, ওই মুখ সে দেখেছে, অস্পষ্ট মুখ, কয়েক সপ্তাহ আগে রিয়াদের টেবিলে তার একটা ফটো দেখেছিল সে। রাইস-এর পরে এই লোকটা ইরাকে ভয়ঙ্কর লোক সে। লোকটার নাম আল্ মুয়াজিব, ভয়ঙ্কর অত্যাচারী, AMAN -এর প্রধান, তার আসল নাম ওমর খাতিব।

স্যাণ্ডির দেওয়ার টেলিফোন নম্বরটা ডায়াল করে ড্যাডি লোম্যাক্স-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলো টেরি মার্টিন। কোনো উত্তর নেই, স্রেফ রেকর্ড করা উপদেশ ভেসে আসে দূরভাষে ঃ আপনি যাঁকে চাইছেন তিনি এখন এখানে নেই। দয়া করে পরে চেষ্টা করে দেখবেন।

পল মাসলোওয়াস্কি তার ফ্যাকাল্টি সহকর্মীদের সঙ্গে মার্টিনকেও মধ্যাহ্নভোজ সারতে নিয়ে গেলো ক্যাম্পাসে।

বক্তৃতা বেশ ভালোই হলো। সাতাশটি গ্র্যাজুয়েট ছাত্র তাদের ডক্টরেট পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। ইউরোপিয়দের ধারণা মতো মধ্যযুগের মোসোপটিমিয়ায় খলিফা শাসনের উপরে তার লেখাটা ছাত্রদের কাছে বেশ বোধগম্য হওয়াতে খুবই খুশি সে। বক্তৃতা শেষে টেরি মার্টিন সেই ফোন নম্বরটা পাওয়ার চেষ্টা করলো আর একবার। এবার উত্তর পাওয়া গেলো। সংক্ষিপ্ত উত্তর।'

'মাপ করবেন, আপনিই কি ডঃ ডোম্যাক্স?'

'বন্ধু, এখানে একজনই কেবল এই নামে আছে, আর সে আমি।'

'আমি জানি, হয়তো এটা আমার পাগলামো, কিন্তু তবু আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। আমার নাম টেরি মার্টিন। ইংলণ্ড থেকে আসছি।'

'হেঁ, হেঁ ইংলণ্ড থেকে? তা মিঃ মার্টিন, এই বৃদ্ধ মানুষটার কাছ থেকে আপনি কি পেতে চান বলুন তো?'

'বহুদিন আগের পুরনো একটা স্মৃতি আমি জাগাতে চাই আপনার মধ্যে। আমি আপনাকে কিছু জিনিষ দেখাতে চাই। লিভারমোরের লোকেরা বলছিল, আপনার স্মৃতিশক্তি নাকি খুবই প্রখর। যাইহোক, ফোনে তার ব্যাখ্যা করা খুবং মুশকিল। আপনার সঙ্গে কি দেখা হতে পারে?'

ড্যাডি লোম্যাক্স তার ঠিকানা সহ রাস্তার বিবরন দিয়ে বললো, 'তাহলে কাল সকালে আসুন আজ অনেক দেরী হয়ে গেছে, অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলতে পারেন। আর এখানে আসার জন্যে আপনার চার চাকার গাড়ির প্রয়োজন হবে।

* * *

মিসেস মাসলোওয়াস্কি সুজুকি জীপ-এ চড়ে ড্যাডি লোম্যাক্স-এর পাহাড়ী ভিলায় এসে পৌঁছলে লোম্যাক্স বলে উঠলো, 'তাহলে আমার বাড়ি খুঁজে পেলেন?' তারা করমর্দন করলো। তারপর জঙ্গলের কাছে একটা গাছের নিচে গিয়ে বসলো।

'তা আপনার এখানে আসার কারণটা কি জানতে পারি?'

মার্টিন তার অ্যাটাচিকেস থেকে ফটোগুলো বার করে তার হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'দয়া করে আপনি এই ফটোগুলোর উপরে চোখ বোলান, দেখুন তো জায়গাটা চিনতে পারেন কিনা!'

ফটোগুলোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে সে বললো, 'সেকি, কেন চিনবো না? আমার কর্মময় জীবনে পাঁচ পাঁচটা বছর কেটেছে সেখানে, সেকি ভুলতে পারি, নাকি ভোলা যায়?'

'তারামিয়ায়?'

'সেটা কোথায়?' মনে করার চেষ্টা করলো বৃদ্ধ। 'হ্যাঁ, এই তো ওটা রিজ।'

'ডঃ লোম্যাক্স, ওই ফটোগুলো ছ'দিন আগে তোলা। ইরাকে একটা কারখানার উপরে একটা নেভি ফাইটার বিমান বোমা নিক্ষেপ করছিল।'

'কুত্তির বাচ্চা,' অবশেষে বললো সে, 'বেজন্মাগুলোকে আমি সতর্ক করে দিয়েছিলাম, তিন বছর আগেই।'

'ওই কারখানায় ওরা কি উৎপাদন করে বলুন তো?'

'ক্রুড ইউরোনিয়াম ২৩৮ রিফাইন করে বোমা বানানোর ইউরেনিয়াম ২৩৫ তৈরী করতো। আপনি বলছেন, এই জায়গাটা ইরাকে?'

'হ্যাঁ, দুর্ঘটনাবশত এক সপ্তাহ আগে ওখানে বোমা ফেলা হয়। পরদিন ওই ফটোগুলো তোলা হয়।'

'কুত্তার দল,' আবার সে বললো, 'জানেন, মিস্টার, এই কারণেই আমি সেখান থেকে চলে আসি। এ কাজ সাদ্দাম হোসেনের, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এই ইউরোনিয়াম ওরা কি কজে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, বলবেন?' বললো টেরি মার্টিন।

একটু সময়ের জন্যে সেই পাহাড়ী উপত্যকা ছাড়িয়ে দূরে বহু দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলো বৃদ্ধ লোম্যাক্স, সেই সঙ্গে সে চলে গেলো ফেলে আসা বহু বছর আগের কথায়। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে বৃদ্ধ বলতে শুরু করলো এই ভাবে ঃ 'সময়টা ১৯৪৩ সাল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা, আপনার জন্মের আগে, আপনার মতো অনেকেরই জন্ম হয় নি তখনো। আমরা অনেকেই তখন একটা অসম্ভব কাজ সম্ভবপর করতে উদ্যোগ নিই। আমার বয়স মাত্র সাতাশ তখন। ইতালির ফারসি, জার্মানির পন্টেকোরভো ও ফুকস, ডেনমার্কের নিলস বোহর, ইংলণ্ডের নান মে এবং আরো অনেকের সঙ্গে আমাদের মধ্যে ছিলো ইয়াঙ্কিস, য়ুরি, ওপি, আর্নেষ্ট আর আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমরা দুটি বোমা তৈরী করি, লিটল বয় আর ফ্যাটম্যান। তারপর সেগুলো হিরোসিমা আর নাগাসাকিতে ফেলে আসে এয়ারফোর্স। তখন সারা বিশ্ব আমাদের সমালোচনা করে বলে, আমরা কাজটা ঠিক করিনি। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, আমরা সেই রকম বিধ্বংসী বোমা না ফেললেও কেউ না কেউ ঠিক ফেলতোই, নাৎসি জার্মানি কিংবা স্ট্যালিনের রাশিয়া........'

'ক্যালুট্রন?' টোপ ফেললো মার্টিন।

'হ্যাঁ। ম্যানহাটন প্রেজেক্টের নাম শুনেচেন?'

'অবশ্যই।'

'সেই সময় ওখানে এই ক্যালুট্রন ব্যবহার করা হয় আনবিক বোমায়। কিন্তু এর গতি ছিলো খুবই কম। তবে তার থেকেও আরো বেশী গতিশীল ছিলো ইউরেনিয়াম। আমরা সবাই জানি যে, পৃথিবীর সব থেকে ভারী পদার্থ হলো এই ইউরেনিয়াম। সে তুলনায় ক্যালুট্রন খুবই হাল্কা ধরনের।' সব শেষে বৃদ্ধ লোম্যাক্স বললেন, 'সাদ্দাম হোসেন-এর শুরু করেন ক্যালুট্রন দিয়ে, পরে তিনি পরমাণু বোমা তৈরী করার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকেন বিশ্বের নানা জায়গা থেকে ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করার জন্যে। তারা যদি ১৯৮৩ সালে কুড়িটি ক্যালুট্রন সংযোজন করে থাকে, তাহলে পরবর্তীকালে খাঁটি ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে পরমাণু বোমা তৈরী করতে সক্ষম হয়ে থাকবে সাদ্দাম-এর ইরাক, শতকরা তিরানব্বই ভাগ বম্ব-গ্রেড ইউরোনিয়াম.............নভেম্বরে।'

'আগামী নভেম্বরে?' জিজ্ঞেস করলো মার্টিন।

উঠে দাঁড়ালো লোম্যাক্স।

'না বৎস, গত নভেম্বরে।'

আঠারো

ওয়াশিংটনের চিপ বারবার পৌঁছোনোর আগেই ভোরের ফ্লাইটে হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে সেখানে এসে হাজির হলো সেনচুরি হাউসের দুই অফিসার স্টিভ লেইং এবং সাইমন প্যাক্সম্যান। রিয়াদ স্টেশনের প্রধান জুলিয়ান গ্রে বিমানবন্দরে দেখা করে তাদের সেই পুরনো ভিলায় নিয়ে এলো। হঠাৎ লণ্ডন থেকে প্যাক্সম্যানের পুনরাবির্ভাবে সে রীতিমতো বিস্মিত। তার ওপর স্টিভ লেইং-এর মতো একজন সিনিয়র অফিসারকে সঙ্গে আনাতে আরো বিস্মিত সে। তবে কি এখানকার অপারেশনের কাজকর্মে কোনো ত্রুটি হচ্ছে তার? জুলিয়ান আশাঙ্কিত।

অবশ্য অচিরেই তার সেই আশঙ্কা দূর করে দিয়ে লেইং তাকে জানালো কেন তারা নতুন করে আবার জেরিকোর খোঁজ করতে যাচ্ছে।

'সে কি!' ওই বেজন্মাটা সত্যি সত্যি সঠিক খবরটা সংগ্রহ করতে পেরেছে?'

'আমাদের কাছে প্রমাণ না তাকলেও আপাতত সেই রকমই অনুমান করে নিতে হবে।' এই বলে লেইং জিজ্ঞেস করলো, 'তা মার্টিনকে রেডিও তরঙ্গে কখন পাওয়া যেতে পারে?'

'সোয়া -এগারোটা থেকে পৌনে বারোটা পর্যন্ত।' উত্তরে বললো জুলিয়ান। 'তবে তার নিরাপত্তার খাতিরেই গত পাঁচদিন আমরা তার সঙ্গে যোগযোগ রাখিনি। এখন যে কোনো মুহূর্তে ইরাক সীমান্তে তার আবির্ভাব ঘটতে পারে।'

'আশাকরি সেখানেই সে যেন থাকে এখন। তা না হলে খুব অসুবিধেয় পড়তে হবে আমাদের। আর তাকে আবার সেখানে ফেরত পাঠানোর অর্থ হলো, চিরকালের জন্যে, কারণ ইরাকের প্রতিটি ইঞ্চি জমিতে ইরাকি সৈন্যরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।'

লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের মধ্যে খবর আদান-প্রদান করার জন্যে অতি গোপন এবং উচ্চপর্যায়ের একটা টিম প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

এখন থেকে মিত্রবাহিনীর অনুমান মতো ইরাকের নব আবিষ্কৃত অস্ত্র, যার সাংকেতিক নাম "কুবত-আত-আল্লাহ," অর্থাৎ "ভগবানের হাত"-এর সন্ধানে ইরাকের বিরুদ্ধে সব অভিযানের আর একটা লক্ষ্য স্থির হয়েছে সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে, যে ভাবেই হোক। ইতিমধ্যে দু'দুবার চেষ্টা চালানো হয়েছে। দু'টি লক্ষ্যস্থলেই অনুমান করা হয়েছিল ইরাকি প্রেসিডেন্ট বুঝি আশ্রয় নিয়েছেন সেখানে, অন্তত সাময়িক ভাবেও। তিনি যখন বাগদাদের বাঙ্কারে নেই, অন্য কোথাও আছেন নিশ্চয়ই কিন্তু রাইস-এর গতিবিধির সঠিক সন্ধান জানে না। আকাশ পথ থেকে ক্রমাগত নজর রেখে দুটি লক্ষ্যস্থলে হানা দেওয়া হয়, প্রথমে বাগদাদ শহর থেকে ক্রমাগত নজর রেখে দু'টি লক্ষ্যস্থলে হানা দেওয়া হয়, প্রথমে বাগদাদ শহর থেকে ৪০ মাইল দূরে শহরতলীর একটা ভিলায়; আর অপর স্থানটি হলো একটা বিরাট ভ্রাম্যমান টেন্ট-কাম-বাড়ি, যা কিনা একটা যুদ্ধকালীন ক্যারাভান এবং প্ল্যানিং সেন্টারে রূপান্তরিত হয়। দুটি ক্ষেত্রেই স্ট্রাইক ঈগল থেকে বোমা নিক্ষেপ করা হয়, কিন্তু তার আগেই পাখী উড়ে যায় খাঁচা ভেঙে। মিত্র শক্তির চোখে ধূলো দিয়ে ইরাকি ডিক্টেটর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে তখন।

আসলে সাদ্দাম হোসেনের গতিবিধির খবর তাঁর কতিপয় ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা ছাড়া অন্য করোরই জানা ছিল না। আর সেই সব দেহরক্ষীরা এসেছে আমন-আল্-খাস থেকে যার পরিচালক তাঁর পুত্র কুসে। এছাড়া আছে ডুপ্লিকেট সাদ্দাম হোসেন। সে আরো বিভ্রান্তিকর ব্যাপার। হয়তো দেখা গেলো কোনো এক লিমুসিন গাড়িতে চড়ে সাদ্দামকে পালিযে যেতে, কিন্তু ভালো কবে খোঁজ নিয়ে দেখা যায় যে, সেই লোকটা ইরাকের আসল প্রেসিডেন্ট নয়, তাঁর ডামি। সেই লোকটার আগেই আসলে প্রেসিডেন্ট নেহাতই একটা মামুলি গাড়িতে চড়ে গোপন জায়গায় পালিয়ে গেছে। এরই মধ্যে সেই চোরা পথে যখনই প্রয়োজন হচ্ছে, সাদ্দাম তার ক্যাবিনেট সদস্য ও সামরিক প্রধানদের সঙ্গে মিটিং করে যাচ্ছেন। আগে থেকেই সেই সব ভিলার মালিকদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারা জানতেও পারছে না, তাদের ভিলায় সাদ্দামের সঙ্গে তাঁর দলের সদস্যদের মিটিং হতে চলেছে। তারা তাদের ভিলা ফিরে পাওয়ার আগেই সেখান থেকে চলে যাচ্ছেন সাদ্দাম হোসেন। এ এক ভয়ঙ্কর বিস্ময় মিত্র শক্তির কাছে। তবু তারা তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, অন্তত ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তারা যে অন্ধকারে ছিলো সেই অন্ধকারেই রয়ে যায়। এরপর তাঁকে খতম করার সব রকম পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

* * *

এক সপ্তাহের মধ্যেই একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিলো এডিথ হারডেনবার্গ-এর মধ্যে। তার এই পরিবর্তন করিম-এর ভালোবাসার জন্যে। তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল এডিথ তখন। করিম-এর নিত্য-নতুন উপহার, দৈহিক সুখ, সব মিলিয়ে এডিথ তখন অনেক বদলে গেছে। তার এই পরিবর্তন তার কর্মস্থল ব্যাঙ্কে উলফগ্যাং জেমুলিক-এর দৃষ্টি এড়ায় না। এডিথ-এর চালচলন, বেশভূষা এমন কি হেয়ার-স্টাইল-এর পরিবর্তন দেখে উলফগ্যাং, আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছে তার এই আকস্মিক পরিবর্তনের মূলে কে? অবশ্য এডিথ-এর অধঃপতন শুরু হয়ে গেছে, আর যে গতিতে তার অধঃপতন শুরু হয়েছে, সম্পূর্ণ ধ্বংস হতে খুব বেশী দিন সময় লাগবে না।

৩রা ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় করিম তার ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলো উপহারের কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট সঙ্গে নিয়ে। সেটা দেখে এডিথ-এর খুব পছন্দ। চুলে বিলি কাটলে আবেশে চোখ বুজে ফেলে সে, আর তখনই সে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে উজাড় কর দেয় তার সব কামনা-বাসনা। আজও সে সেই পরিবেশটা তৈরী করার জন্যে বললো, 'দেখো সুন্দরী, আমার বাবা একজন বিত্তবান পুরুষ। তিনি আমার জন্যে প্রচুর হাত-খরচার টাকা পাঠান। তার থেকে কিছু টাকা তুকি কি আমাকে নাইট-ক্লাবে খরচ করতে বলবে?'

না, না, নিজের মনে বলে উঠলো এডিথ। করিম সেখানে যাওয়া মানেই তো অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঢলাঢলি করা। না, অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গী হয়ে উঠুক তা সে চায় না। তাদের প্রেম দেরীতে হলেও সেই প্রেম সে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। তাই সে দু-হাতে করিমের গলা জড়িয়ে ধরে গাঢ়স্বরে বলে উঠলো, 'না, আমি তোমাকে নাইট-ক্লাবে যেতে দেবো না। বরং তুমি আমার এই ফ্ল্যাটে আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারো, আমি আর আপত্তি করবো না।' তারপর করিম-এর হাতের প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে বললো এডিথ, 'ওটা আমি খুলে দেখতে পারি।'

'নিশ্চয়ই, তোমার দেখার জন্যেই তো এনেছি।' এই বলে সেই প্যাকেটটা তার হাতে দিয়ে বললো করিম, 'হ্যা, খুলে দেখো।'

এডিথ প্রথমে বুঝতে পারে নি, উপরের এই বাক্সটার মধ্যে কি আছে। সে ভাবলো, হয়তো সিল্ক-এর পোশাক-টোশাক হবে। কিন্তু বাক্সটা হাতে নিয়েই সে বুঝতে পারলো, সেটার ভেতরে কি থাকতে পারে। কারণ ম্যাগাজিনে এ ধরনের বাক্সের বিজ্ঞাপন দেখেছে সে। সেই বিজ্ঞাপনের কথাটা মনে পড়তেই তার মুখটা কেমন লাল হয়ে উঠলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো সে, 'না করিম, আমি পারবো না। আমি কিছুতেই পারবো না।'

'হ্যাঁ, তুমি পারবে।' দাঁত বার করে হাসলো করিম। 'বেডরুমে গিয়ে চেষ্টা করে দেখো সুন্দরী। দরজা বন্ধ করে দিও, আমি তাহলে দেখতে পাবো না।'

বেডরুমের ভেতরে ঢুকে বাক্সটা খুলে তার ভেতরের জিনিষগুলো বিছানার উপরে রাখতে গিয়ে আর এক প্রস্থ তার মুখটা আরক্ত হয়ে উঠলো। করিম-এর উপহারের বস্তুগুলো হলো, স্টকিংস, প্যান্টিস, ব্রা, শর্ট নাইটি—নানার রঙের। এক ঘন্টা পরে বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলো এডিথ, তার পরণে হাউজকোট। স্থির অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে করিম। এবং তাকে বুকে টেনে নিয়ে এক হাত দিয়ে সে তার পরণের হাউজকোটটা দেহ থেকে খুলে দেয়। এডিথ-এর মুখটা আবার লাল হয়ে উঠলো। করিমের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছিল না সে লজ্জায়। তবে তার কোনো কাজেই বাধা দিলো না সে আজ।

'ওগো সুন্দরী,' নরম গলায় বললো করিম; 'কি ভয়ঙ্কর আকর্ষণীয় তুমি।'

এডিথ বুঝতে পারে না কি জবাব দেবে সে। নীরবে সে শুধু দু'হাত বাড়িয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে। এখন তার আর কোনো ভয় নেই। কি তার নগ্ন উরুর উপরে করিম-এর জিনের কাঠিন্য অনুভব করেও মনে ভয়ের উদ্রেক হলো না একটুও। সহবাসের পর বিছানা থেকে নেমে সোজা বাথরুমে চলে গেলো এডিথ। বাথরুমের আয়নায় তার আরক্ত মুখ দেখে এডিথ ভাবতে থাকে, এত বদলে গেলো কি করে সে? এ প্রশ্নের উত্তর সে নিজের কাছ থেকেই পেয়ে গেলো। তার উপলব্ধি হলো, করিম-এর জন্যে, যাকে সে ভালোবাসে, আর যে তাকে ভালোবাসে, যা খুশি করতে পারে সে। হয়তো তার জীবনে প্রেম বিলম্বিত, কিন্তু সেই প্রেম এসেছে তার কাছে বন্যার মতো, সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ-এর মতো। আর সেই প্রেমের বন্যায় ভেসে যেতে তার কোনো আপত্তি নেই আর এখন।

* * *

কালো পিচের মতো অন্ধকারে একজন এয়ারক্র্যাফটম্যান ট্রাকে চড়ে ৬০৮ তম ঘুমন্ত স্কোয়াড্রন কোয়ার্টারে এলো ফ্লাইট হাট-এর জন্য চারজন ক্রুমেনকে তুলে নিতে।

ফ্লাইট হাট-এ বসেই মিশন কমাণ্ডার উইলিয়ামস তার সহযোগী পাইলটের সমেঙ্গ আলোচনা করে ঠিক করে নেয় আল্-কোয়াবির পথে ১২ মাইল দূর থেকে বোমাবর্ষণ শুরু করবে তারা। প্রত্যেকে তাদের হ্যাণ্ডগান এবং একটা ছোটো ওয়ালথার PPK তুলে নিলো, সবগুলোতেই গুলি ভরে নিয়েছিল তারা এই ভেবে যে, মরুভূমিতে যদি তারা আক্রান্ত হয় একজন ইরাকির মাথা গুঁড়িয়ে দিতে পারবে এই সব অস্ত্র দিয়ে।

নির্দিষ্ট সময়েই আকাশে উড়লো তারা। আর ঠিক সূর্য ওঠার একটু আগে তারা তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে অতর্কিতে বোমা বর্ষণ করতে শুরু করে' দেয় আল্-কোয়াবি ইরাকির নিউক্লিয়ার ইন্‌জিনিয়ারিং প্ল্যান্টের উপরে। তবে ইরাকিরাও চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে রইলো না, তারাও লড়াই চালালো তাদের সাধ্য মতো। দাম্ভিক উইলিয়ামসন তখন অন্ধ আবেগে নিজেকে বিজয়ী বলে মনে করতে শুরু করেছে। কিন্তু সে তো জানতো না,

শুধু সে কেন কেউই জানতো না আল্-কোয়াবিতে ট্রিপল-A আর মিসাইল লুকোনো ছিল।

ওদিকে অনেক উঁচুতে একটি TR-1 আল্-কুয়াবি সত্যিকারের ছবি তুলে ফিরে যায় রিয়াদে। আর একটি E-3 সেন্টি বেতার-তরঙ্গের সব কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিল, সে-ই রিয়াদে খবর পাঠায়, তারা তাদের একজন টরনাডো ক্রুকে হারিয়েছে।

একা, একে বারে একা অহঙ্কারী উইলিয়ামসন ঘরে ফিরে এসে তার রিপোর্টে রিয়াদের নির্বাচনকারীদের উপরে ভয়ঙ্কর রাগ প্রকাশ করলো।

ওদিকে ওল্ড এয়ারপোর্ট রোডে CENTAF হেড-কোয়ার্টারে বসে স্টিভ লেইং ও চিপ বারবার আনন্দে ফেটে পড়লো, ভগবানের হাত মাতৃগর্ভেই কবরস্থ হয়ে গেছে, তবে তার বিনিময়ে তাদের দু'জন তরুণ যোদ্ধাকে হারাতে হয়েছে।

* * *

মনুসুরে মুখাবারাত বিল্ডিং। সেখানে ব্রিগেডিয়ার হাসান রহমানি তার প্রাইভেট চেম্বারে বসে গত চব্বিশ ঘন্টায় ইরাকের ক্ষয়-ক্ষতির একটা হিসাব-নিকাশ করতে গিয়ে মুষড়ে পড়লো। মূলতঃ তার দেশের সামরিক শক্তি এবং রসদ সুপরিকল্পিত ভাবে বোমা আর রকেট ফেলে একেবারে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে ব্রিটিশ আর আমেরিকানরা। এই পরিণতির কথা বেশ কয়েক সপ্তাহ আগেই জানিয়ে দিয়েছিল সে। তার আরো একটা ভবিষ্যৎবাণী ছিলো, টিকরিতেই ওই লোকটাকেও তারা গদিচ্যুত করে ছাড়বে। এই ধরনের একটা পরিকল্পনা ছিলো তার মাথায়। কিন্তু ১১ই ফেব্রুয়ারি যে সেটা ঘটবে, সেটা তার জানা ছিলো না। অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক এই রহমানি, কিন্তু তার খুঁটির জোর ছিলো না। সেদিন সকালে তার কেবল একটাই চিন্তা, তার নিজের বেঁচে থাকার চিন্তা। আসুক মৃত্যু, তার জন্যে ভয় পায় না সে। কিন্তু তার বড় আশা ছিলো সাদ্দাম হোসেনের পতন জীবিত অবস্থায় নিজের চোখে দেখে যাওয়া, সে কি সম্ভব? ওরা কি তাকে বেঁচে থাকতে দেবে? যেখানেই সে লুকিয়ে থাকুক না কেন, ওরা ঠিক তাকে খুঁজে বার করবেই, সে আজ না হয় কাল, নয়তো পরশু..........

এই যে আল্-কুয়াবির নিচে তাদের নিউক্লিয়ার ইন্জিনিয়ারিং প্ল্যান্ট ছিলো, কত গোপনীয়তাই না ছিলো সেটার। কিন্তু কোথায় রইলো সেই গোপনীয়তা। শেষ পর্যন্ত ওরা ঠিক সেই জায়গাটা তো আবিস্কার করলো। তারপর সেই প্ল্যান্টটা তারা ধূলায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলো খেলনা-বাড়ির মতো। এর পরেও কি বেঁচে থাকার আশা সে করতে পারে? ভাবলো অতি বুদ্ধিমান হাসান রহমানি। সে উপলব্ধি আজ বেলুনের মতো চুপসে গেছে। এখন শুধু এক বুক হাহাকার ছাড়া অন্য আর কিছুই আশা করে না সে।

দু'টি ব্রিটিশ বোম্বার চলে যাওয়ার পরেই জীবিত সৈনিকরা (গানাররা) সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে বাগদাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। সব শুনে ডঃ জাফর আল্-জাফর নিজেই গাড়ি নিয়ে ছুটলো ঘটনাস্থলে তার আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্টাফদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। ডঃ জাফর ধ্বংসলীলা দেখে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লো। দুপুরে হাসান কামিল-এর কাছে তিক্তস্বরে অভিযোগ করলো সে। হাসান কামিল ইনডাস্ট্রি এবং মিলিটারি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের মন্ত্রণালয়ের প্রধান। সাদ্দাম-এর জামাই-এর কাছে বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট করতে গিয়ে বললো, অস্ত্র-শস্ত্র খরচের মোট ৫০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে ৮ বিলিয়ন ডলার নষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলো যুদ্ধ-জয়ের জন্যে ব্যবহার করার আগেই অতগুলো টাকা জলে গেলো। দেশ কি তার নাগরিকদের নিরাপত্তার ভার নেবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি?'

হাসান কামিল আবার তার শ্বশুরমশায়ের কাছে ঘটনাটা আনুপূর্বিক ভাবে রিপোর্ট করলো। তিনিও রাগে ফেটে পড়লেন। বাগদাদের প্রতিটি মানুষ মৃত্যু ভয়ে কাঁপতে শুরু করলো। তবে আশার কথা শোনা গেলো, সেখানে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বিজ্ঞানীরা শুধু বেঁচেই যায় নি, তারা সুড়ঙ্গ পথ ধরে দূরে মরুভূমির উপরে উঠে আসে।

ব্যাপারটা যদি এখানেই শেষ হয়ে যেতো, তাহলে রহমানি হাঁফ ছেড়েবাঁচতো। কারণ আকাশ-যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তাঁর এক সাক্ষাৎকার সাদ্দাম। হোসেন তাঁর সেই নবলব্ধ ডিভাইস-এর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছিলেন। এখন তাঁর রাগ দেখে দুশ্চিন্তায় পড়লো রহমানি। তার উপর ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ইজ্জাত ইব্রাহিম তাকে ডেকে পাঠিয়ে জানিয়ে ছিলেন, আল্-কোয়াবিতে যে ইরাকের নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে, এখবর আমেরিকানরা কি করে

জানলো খোঁজ নেওয়ার জন্যে। ওদিকে সামরিক বাহিনীর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, মরুভূমি অঞ্চল থেকে দু'জন ব্রিটিশ এয়ারম্যানকে ধরা হয়েছে, এবং তারা এখন ওমর খাতিব-এর হাতে বন্দী।

রহমনি এখন বুঝে গেছে, অতীতে সে যা অন্যায় করে ফেলেছে, সেটা তো আর রদ করা যাবে না। তাই এখন তাকে তার দেশের জন্যে কিছু করে দেখাতে হবে। সেই সঙ্গে এও জানতে হবে, রাইস কি চান? কেন এই ষড়যন্ত্র। তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আর সেই ষড়যন্ত্রের চাবিকাঠি হলো ট্রান্সমিটার।

সে তার ইউনিটের প্রধান মেজর মহসীন জইদকে ফোন করলো। তারা আবার কথা বললো।

ওমর খাতিব তার অফিসে পৌঁছে টার্কিশ কফির ফরমাস দিয়ে একা একা সে তারক কাগজপত্রের উপর চোখ বোলাতে থাকলো। রহমানির মতো সেও খুব চিন্তিত। সেও একজন টিকরিত সম্প্রদায়ের লোক, সে হিসেবে তার একটা বাড়তি সুবিধা পাওয়ার কথা। এ পর্যন্ত রাইস-এর হুকুম মতো সব কাজ সম্পন্ন করে গেছে সে। কিন্তু গত চব্বিশ ঘন্টায় সব কিছু কেমন ওলট-পালট হয়ে গেছে, যে দিকে তাকানো যায়, সে দিকে শুধুই গোলমাল। রহমানির মতো তাকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে দূরভাষে। ফোনটা এসেছিল রাইস-এর জামাই কামিল হুসেনের কাছ থেকে। রহমানিকে ইব্রাহিমের হুমকির মতো কামিলও তাকে জানিয়েছে, আল্-কুয়াবের ঘটনায় প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ রাইস। এবং সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণ খুঁজে দেখতে বলা হয়েছে তাকে।

রহমানির মতো খাতিবের হাতেও ব্রিটিশ সৈনিকরা বন্দী, সেটা একটা মস্ত বড় সুযোগ বৈকি। রাইস জানতে চাইবেন, ব্রিটিশ-আমেরিকানরা আল্-কুয়াবের খবর সংগ্রহ করলো কি করে। এখন সেই খবরটা সংগ্রহ করার ভার খাতিব-এর উপরে।

আলিকে সঙ্গে নিয়ে খাতিব নেমে এলো বেসমেন্টে। দু'টি কক্ষে আমেরিকান ও ব্রিটিশ গুপ্তচরকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। খাতিব প্রথমে আমেরিকান বন্দীর সেল-এ এসে হাজির হলো।

'কি নাম লোকটার?' ওমর খাতিব জিজ্ঞেস করলো আলিকে।

'টাইন,' বললো সে, 'নিকোলাস টাইন। ফ্লাইট লেফটেনান্ট।'

'আমাদের মধ্যে ইংরিজি জানা কে আছে, তাকে ডেকে নিয়ে এসো,' আলিকে বললো খাতিব।

ইংরিজি জানা লোককে সঙ্গে নিয়ে নিকোলাস টাইন-এর সেল-এ ঢুকলো খাতিব আর আলি।

ইংরিজি জানা ইরাকি দোভাষী তখন নিকি টাইন-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'ঠিক আছে ফ্লাইট লেফটেনান্ট, তোমার শাস্তি এই পর্যন্ত। তোমার উপরে আর অত্যাচার করা হবে না।'

কথাগুলো শুনলো তরুণ নাবিক। মনে হলো এ কথায় তার দেহ-মন বুঝি বা একটু স্বস্তি পেলো।

'কিন্তু তোমার ব্রিটিশ বন্ধু তোমার মতো ভাগ্যবান নয়। সে এখন মৃত্যুপথযাত্রী। এখন তোমার স্বীকারোক্তির উপরে তার বেঁচে থাকাটা নির্ভর করছে, তোমার গুপ্তচরবৃত্তির কথা স্বীকার করলে আমরা তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারি। তার মরণ-বাঁচন সব নির্ভর করছে তোমার উপরে।'

ওদিকে পাশের সেল-এ গিয়ে নিকির মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর উপর চরম নির্যাতন শুরু করে দেয়। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ক্ষীণ গলায় অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে সে।

'ঠিক আছে,' বন্ধুর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নিকি টাইন চিৎকার করে বলে উঠলো, 'বন্ধ করুন, আমি বলছি, সব বলছি......'

নিকির বন্ধুর উপর দৈহিক অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশ পাইলট বন্দীর সেল থেকে আলির দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ ভেসে আসে। ফিরে এসে ওমর খাতিবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলে উঠলো আলি,' সত্যি আপনি একজন অসাধারণ ব্রিগেডিয়ার।'

সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ফিরে তাকালো খাতিব। অভিজ্ঞ সৈনিকদের মতো বললো সে, ব্রিটিশ আর আমেরিকানদের ভাবপ্রবণতা ছোট করে কখনো দেখো না। যাইহোক, নিকোলাসের কাছ থেকে বিস্তারিত খবর জেনে নাও পরে সেটা আরবি ভাষায় ভাষান্তর করে নিয়ে আমার অফিসে চলে এসো।

ব্রিগেডিয়ার খাতিব তার অফিসে ফিরে এসে ফোন করলো হুসেন কামিলকে। তাকে জানালো, খবরটা পেয়ে

তার শ্বশুরমশাই খুবই উৎফুল্ল হয়েছেন। এ ব্যাপারে একটা মিটিং ডাকা হবে, সম্ভবত আজ রাতেই। সেই সময় সাদ্দাম-এর কাছ থেকে ডাক পাওয়ার জন্যে ওমর খাতিব যেন উপস্থিত থাকে।

* * *

সেইদিনই সন্ধ্যায় এডিথ-এর দেহ আবার ভোগ করতে গিয়ে উইলক্কার ব্যাঙ্ক এবং হের জেমুলিক-এর ব্যাঙ্ক পরিচালন ব্যবস্থার খুটি-নাটি সব জেনে নিলো করিম। এডিথ-এর বুকের উপরে সোজা দেহটা বিছিয়ে দিয়ে ঘন ঘন চুমু খেল সে তার ঠোঁটে। সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে এডিথ আনন্দে আত্মহারা তখন, তার দেহটা থরথর করে কেঁপে ওঠে। হঠাৎ করিম নিজেকে নিস্ক্রিয় করে ফেলে। তার দেহটা তখন অবশ, অনড়, অটল। এ খেলায় এত তাড়াতাড়ি সেরে ফেলার কথা নয় করিমের। একদিনে এডিথ জেনে গেছে, করিম তার সঙ্গে এরকম খেলা একবার শুরু করলে কখন যে সে একেবারে থেমে যায় সেটা তার বেশ ভালো করেই জানা হয়ে গেছে। তাই অসময়ে তাকে থামতে দেখে সতর্ক হলো সে।

'আমি জানি, আমি করবো,' দম নিতে গিয়ে বললো করিম। 'আমি একজন সিন্দুক-ভাঙ্গিয়েকে ভাড়া করবো, জেমুলিক-এর সিন্দুক ভেঙ্গে সাংকেতিক চিহ্নগুলোর সন্ধান করবো। তারপর আমি আমার পরবর্তী কাজ সেরে সরে পড়বো।'

তার কথা শুনে হাসলো এডিথ। 'তাতে কোনো ফল হবে না। একবার করেই দেখো না তুমি।'

'হবেই দেখো। সব সময়েই সিন্দুক ভাঙ্গা হয়ে থাকে, সে যতো কঠিনই হোক না কেন। রোজ খবরের কাগজে খবর বেরোয় দেখতে পাও না?'

এডিথ তার হাতটা নিচে নামায় ধীরে ধীরে। আবেশে চোখ দুটো বড় বড় করে তাকায় সে। 'ওঃ, তোমার সব কিছু উজাড় করে দাও আমাকে। উঃ তোমার কতোই না শক্তি করিম। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার সব কিছুই ভালো লাগে আমার। তবে তুমি জেমুলিককে বৃদ্ধ বলে থাকো, সে তোমার থেকেও স্মার্ট।' তবে মিনিট খানেক পরে জেমুলিক যতোই স্মার্ট হোক না নে, এডিথ তার আর তোয়াক্কা করলো না।

ভিয়েনায় মোসাদের এজেন্ট যখন এডিথ-এর সঙেগ প্রেমের খেলায় লিপ্ত, মাইক মার্টিন তখন ১২ই ফেব্রুয়ারির মাঝ রাতে স্যাটেলাইট মারফত রিয়াদের রেডিও-বার্তা পাঠাতে ব্যস্ত। ২০শে ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত ইরাক অভিযান থেকে তখন আর মাত্র আটদিন বাকী ছিলো। রেডিও বার্তা শুরু হতেই রিয়াদ-এর কন্ট্রোলাররা তাকে সেই শুভ খবরটা জানিয়ে দিলো,—যেহেতু আল্-কুয়াবেতি ইরাকের নিউক্লিয়ার ইনজিনিয়ারিং প্ল্যান্ট তারা ধ্বংস করে দিয়েছে, তাই এখন তার আর বাগদাদে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। ` া শেষে তাকে বলা হলো, সে যেন জেরিকোকে জানিয়ে দেয়, তার কাজে তাবা খুবই সন্তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ, আর ত:র পাওনা টাকা তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়ে গেছে। যুদ্ধ শেষ হলে তার সঙ্গে আবার যোগাযোগ কবা হবে। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে যেন নিরাপদে সৌদি আরবে ফিরে আসে।

এরপরই মাইক মার্টিন তার রেডিও-সেট বন্ধ করে ভাবছিল, আশ্চর্য তাদের সৈন্যরা কি তাহলে বাগদাদে আসছে না? আর সদ্দাম-এরই বা কি খবর? তবে কি কোনো পরিবর্তন ঘটেছে!

বারজিলাই ১৪ই ফেব্রুয়ারি সেই ছবিগুলো হাতে পাওয়ার দিন দেখা গেলো, সেই দিনই সাদ্দাম হোসেন নতুন করে আবার মিটিং ডেকেছেন এবং সেই মিটিং-এ মন্ত্রিদের, জেনারেলদের এবং ইনটেলিজেন্স চীফদের হাজির থাকতে বলেছেন তিনি। AMAM-এর চীফ ওমর খাতিবের পরামর্শেই আবার সেই মিটিং ডাকা হয়েছে। সে তার সাফল্যের কথা জানিয়েছিল রাইস-এর জামাই হুসেন কামিল-এর মাধ্যমে. সাক্ষাৎকারের স্থান সেই ভিলা, সময় মধ্যরাত্রি।

ঘরে প্রবেশ করেই খাতিব-এর উদ্দেশ্যে তার রিপোর্ট-এর বিবরণ দিতে বললেন রাইস।

'আমি কি আর বলতে পারি রাইস?' সিক্রেট পুলিশের প্রধান তার হাত তুলে বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গিমায় বলতে থাকে, 'আমাদের রাইস তো সব সময়েই ঠিক কথা বলে থাকেন, আর আমরা সবাই ভুল। আল্-কোয়াবিত-এ বোমাবর্ষণ অবশ্যই কোনো দুর্ঘটনা নয়। এর পিছনে একজন বিশ্বাসঘাতক রয়েছে, আর আমরা তাকে খুঁজে পেয়েছি।'

'আচ্ছা রাফিক, আপনি এটা আবিষ্কার করলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করলো রাইস।

'আমার সৌভাগ্য আর গোয়েন্দাগিরির যৌথ ফল বলতে পারেন। আল্‌-কুবাই-এর কাছে ঠিক দুদিন আগে সেখানে বোমাবর্ষণের আগে বাগদাদে রেজেস্ট্রি করা একটা দামী বিদেশী গাড়ি ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। সে গাড়ির মালিককে সনাক্ত করা গেলেও খবর নিয়ে জানা যায় যে, ওই দিন সেখানে সে যায়নি। তাহলে? তার গাড়ি কে ব্যবহার করতে পারে, আর কেনই বা সেখানে গিয়েছিল সে। সে উত্তরও আমি পেয়ে গেছি। আসলে আমাদের শত্রুদের কেউ সেখানে গিয়েছিল, আল্‌-কুবাই-এর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করার জন্যে। এখন কথা হচ্ছে আমাদের পরিচিত দামী গাড়ি কি করে আমাদের শত্রুরা ব্যবহার করতে পারে? নিশ্চিয়ই আমাদেরই লোক, অর্থাৎ সেই গাড়ির মালিক-এর সহযোগিতা না থাকলে এ কি করে সম্ভব হতে পারে বলুন রাইস?' বললো খাতিব।

হাসান রহমানি মাথা নাড়লো, ভালো গোয়েন্দাগিরি বলতে হবে, অবশ্য যদি সেটা সত্যি হয় তবেই।

'কে, কে সে, আমাদের সেই বিশ্বাসঘাতক?' জিজ্ঞেস করলের সাদ্দাম হোসেন। 'আর এমন একটি সঠিক সিদ্ধান্তে আপনি এলেনই বা কি করে?'

'যে ব্রিটিশ পাইলটকে আমরা বন্দী করেছিলাম, তার কাছ থেকেই শুনেছি, আমাদের সেই বিশ্বাসঘাতক হলো, ডঃ সালাহ সিদ্দিকি।'

তাদের কথায় বাধা দিয়ে রহমানি বললো, 'সেই বিশ্বাসঘাতকটি কার হয়ে কাজ করছে বলে কিছু জেনেছিলেন তার কাছ থেকে।'

'এ প্রশ্নের উত্তর সে দেয়নি সৈয়িদি রাইস।'

'মিঃ প্রেসিডেন্ট, অবশ্যই আমি প্রতিবাদ করবো।' প্রোটোকল অস্বীকার করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, রহমানি, 'এ তো অযোগ্যতার পরিচয়। আমাদের শত্রুদের সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকের অবশ্যই যোগাযোগ আছে, হয়তো বেতার-বার্তা আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে আল্‌-কুবাই-এর খবর জেনে গিয়েছিল তারা।'

ব্রিগেডিয়ার খাতিব ক্রুদ্ধ চোখে তাকালো রহমানির দিকে। ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে এবার সাদ্দাম হোসেন পাল্টা অভিযোগ করলেন, 'যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আর ব্রিগেডিয়ার রহমানি আপনি আপনার সহকর্মীর সমালোচনা করছেন, কিন্তু আপনার সাফল্যই বা কতটুকু?'

রহমানি দেখলো, রাইস তাকে রাফিক কিংবা কমরেড বলে সম্মোধন করলেন না। তাই তাকে সতর্ক হতে হবে, উত্তরে বললো সে, 'জানেন রাইস, বাগদাদে একটা প্রাইভেট ট্রান্সমিটারের সন্ধান পাওয়া গেছে।' মেজর জাইদ-এর রিপোর্ট উল্লেখ করে সে বললো, 'খুব শীগগীর বেতার-বার্তা প্রেরকের সন্ধান আমরা পেয়ে যাবো।'

'যাইহোক, সেই বিশ্বাসঘাতক যখন মৃত,' বললেন, রাইস, 'দুদিন আগে আমি যা আপনাদের বলতে পারি নি, তা এখন আমি বলতে পারি। "ঈশ্বরের হাত" ধ্বংস হয় নি, এমন কি ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপাও পড়ে নি। বোমাবর্ষণের চব্বিশ ঘন্টা আগেই আমি সেটা নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলার হুকুম দিয়েছিলাম।'

তিনি তাদের আরো বললেন, সেটা একটা দুর্গে রাখা আছে, আমেরিকান সৈনিকরা ইরাক সীমান্ত অতিক্রম করা মাত্র সেটা কোবালা থেকে সবেগে নিক্ষেপ করা হবে তাদের উপরে। এই ভাবেই সেটা ইতিহাসের ধারা বদলে দেবে।

ব্রিটিশ টরনাডো আল্‌-কুবাই-এর সত্যিকারের লক্ষ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার খবরটা ছড়িয়ে পড়লে সব থেকে বেশী মুষড়ে পড়লো জেরিকো। রাইস যে "ভগবানের হাত" ডিভাইসটা কোবালার দুর্গে স্থানান্তরিত করেছিলেন, সে খবরটা তার জানা ছিলো না। জেরিকো এখন ভাবছে, আমেরিকানদের কাছে সে এখন মিথ্যে হয়ে গেছে। অথচ এর জন্যে সে যে একেবারেই দায়ী নয়, কি করে সে কথা সে তাদের বোঝাবে? জেরিকো তার ভবিষ্যত এবং নিরাপত্তা দুই-ই চেয়েছিল। তাই তো সে তার উপরে কর্তৃত্ব ইজরাইল থেকে আমেরিকায় সরাতে চেয়েছিল।

সে চেয়েছিল, আমেরিকার অধীনে থেকে সেখানে চলে গিয়ে নতুন নামে, নতুন পরিচয়ে জীবনের বাকী দিনগুলি সুখে শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারবে। অন্য দেশ অন্য জাতির পরিচয়ে মেক্সিকোর সমুদ্রতীরে গিয়ে সুখের আর আরামের জীবনযাপন করবে।

কিন্তু আল্-কুবাই-এর ব্যর্থতা অনেক কিছুই বদলে দিয়ে গেলো। তাই এখন তাকে নতুন করে সব কিছু ভাবতে হচ্ছে। তাকে এখন আমেরিকানদের জানিয়ে দিতে হবে, অবশ্যই সেই ডিভাইসটা আল্-কুবাইতেই ছিলো, আর তার আগের খবরটা যথাযথই ছিলো। কিন্তু ব্রিটিশ টরনাডো আল্-কুবাই'র উপরে বোমা বর্ষণ করার আটচল্লিশ ঘন্টা আগেই সেখান থেকে সেটা সরিয়ে ফেলা হয়। এটা তার দোষ নয়।

আরবি ভাষায় সেই বার্তাটি পড়লো মাইক মার্টিন। সেই বার্তাটা ইংরিজি ভাষায় ভাষান্তরিত করে নিজের মন্তব্য সহ বেতার-তরঙ্গ মারফত রিয়াদে পাঠানোর ব্যবস্থা করলো সে। বার্তাটা পাঠিয়ে মার্টিন যখন ট্রান্সমিটার বন্ধ করতে যাবে, ঠিক তখনই রাশিয়ান হাউসম্যান-এর পায়ের শব্দ শুনতে পেলো সে। দরজা খুলতেই সে তাকে বলকান সিগারেট উপহার দেয়। মার্টিন সেটা গ্রহণ করে ভাবে, বেচারা, এই তো জীবন। আর সেই বেচারাই পরে আরবি ভাষায় মার্টিন-এর রেডিও-বার্তা পাঠানোর রিপোর্ট লিখে পাঠিয়ে দেয় মেজর জাইদকে। সেই রিপোর্টটা ভালো ভাবে পড়ে নিয়ে মেজর জাইদ মুখাবারত হেডকোয়ার্টারে ব্রিগেডিয়ার হাসান রহানিকে ফোন করে জানিয়ে দেয় বেতার-বার্তা পাঠানোর জায়গাটা খুঁজে পাওয়া গেছে। রহমানির সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয় চারটের সময়।

১৬ই ফেব্রুয়ারি মনসুর ডিস্ট্রিক্ট-এ তিন তিনটি বাংলো সার্চ করার পর মেজর জাইদ তার বস হাসান রহমানির কাছে রিপোর্ট করলো, কোথাও ট্রান্সমিটারের অস্তিত্ব নেই। জাইদ আরো বললো, 'যদি বা থাকতো, আমরা নিশ্চয়ই সেটার সন্ধান পেতাম। অতএব, আমাদের সন্দেহ, চতুর্থ ভিলায়, ডিপ্লোম্যাটের বাড়িতে—'

'তুমি ভুল করছো না তো? জিজ্ঞেস করলো রহমানি, 'অন্য কোনো বাড়িতে নয় তো?'

'না, স্যার, আমাদের খবর মতো একশো গজের মধ্যে ওই চারটে বাড়ি ছাড়া অন্য আর কোনো বাড়িই নেই সেখানে।'

দ্বিধায় পড়ে যায় রহমানি। এই সব ডিপ্লোম্যাটরা এক একটা শয়তান। তাদের স্বাধীনতা একটু খর্ব হলেই তারা অভিযোগ জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। তাই কমরেড কুলিকভ-এর বাংলোয় ঢুকতে হলে তাকে অনেক উঁচু মহলে যেতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফোন করলো রহমানি। তার ভাগ্য ভালো, পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে পেয়ে গেলো। পরদিন সকাল দশটায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতিও পেয়ে গেলো সে।

* * *

পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারিক আজিজ মন দিয়ে ব্রিগেডিয়ার হাসান রহমানির সব কথা শুনে শান্ত গলায় বললো, 'এখানে প্রত্যেক দেশের দূতাবাসে শক্তিশালী রেডিও ট্রান্সমিটার থাকাটা স্বাভাবিক, আর তারা তাদের দেশের রাজধানীতে সাংকেতিক ভাষায় বার্তা পাঠাতে পারে। তাছাড়া রাশিয়ার কাউন্টার ইনটেলিজেন্স KGB-এ সেরকম ট্রান্সমিটার ব্যবহার করতে পারে। না, না, আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ব্রিগেডিয়ার। আপনি জানেন, গতকালই মিঃ গরবোচভ আর তাঁর প্রতিনিধি ইয়েগেনি প্রিমাকোভ-এর সঙ্গে আলোচনা সেরে এসেছি? আপনি জানেন, সঙ্গে আমি একটা শান্তি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি? অবশ্য রাইস যদি সেটা গ্রহণ করেন! ঘন্টা দু'এক পরেই রাইস-এর সঙ্গে আমি মিলিত হচ্ছি। উনি সেই শান্তি প্রস্তাব মেনে নিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরাপত্তা পরিষদে অধিবেশন ডেকে আমাদের আক্রমণ না করার জন্যে আমেরিকাকে নিষেধ করতে পারে। আর এই মুহূর্তে এখানে আমরা যদি সোভিয়েতের ফার্স্ট সেক্রেটারির ভিলা সার্চ করি, এর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে জানেন? না, না মানে হচ্ছে, আপনি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন।' কিন্তু দূর থেকে নজর রাখার ব্যাপারে নিষেধ করেনি তারিক আজিজ। তাই সেদিনই দুপুর থেকে কুলিকভ-এর ভিলার উপরে নজর রাখার ব্যবস্থা করলো বিগ্রেডিয়ার হাসান রহমানি।

* * *

ডঃ বদ্রি, একদা টেরি ও মাইক মার্টিন-এর বাবা নিকেল মার্টিন-এর বন্ধু ছিলেন। মারা গেছেন তিনি। তাঁর

ছোটো ছেলে ওসমান বদ্রি তার আব্বাজান-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন যখন করছিল, তখন হঠাৎ পিছন থেকে তার নাম ধরে কে যেন ডাকলো। পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখলো, একটা লিমোসিন গাড়ির জানালা থেকে একজন মুখ বাড়িয়ে তাকে ডাকছে। ওসমান কাছে যেতেই গাড়ির একমাত্র আরোহী বললো তাকে, 'কর্ণেল, দয়া করে আমার গাড়িতে উঠে আসুন। আপনার সঙ্গে কথা ছিলো।'

ওসমান বদ্রি গাড়িতে উঠলে চালক গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললো, 'আপনার বাবা আমেরিকান বোমার আঘাতে মারা যাওয়ায় আমি খুবই দুঃখিত। এ খুব অন্যায়! সময় মতো জানতে পারলে, আমি হয়তো সেটা বন্ধ করতে পারতাম।' গাড়ির চালকের মুখে হাল্কা একটা মুখোস। কে এই লোকটি? আর কেনই বা সে তার মুখ দেখাতে চাইছে না? ভাবলো কর্ণেল ওসমান বদ্রি। এক সময় সে উপলব্ধি করলো, যার সঙ্গে সে কথা বলছে, তাকে চেনে সে, দু'বছর আগে সামরিক অভ্যর্থনা আসরে এই লোকটিকে দেখানো হয়েছিল।

'জানেন কর্ণেল, রাইসকে আমিও ভালোবাসি আপনাদের মতো। কিন্তু এখন অনেক কিছুই বদলে গেছে। তিনি এখন পাগল হয়ে গেছেন। একটার পর একটা নিষ্ঠুর কাজ করে চলেছেন। তাঁকে অবশ্যই থামানো উচিত। আপনি নিশ্চয়ই "ভগবানের হাত" সম্পর্কে জানেন।'

আবার আশ্চর্য হলো বদ্রি, হঠাৎ আগন্তুক কেমন প্রসঙ্গ বদলে ফেললো। 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমি সেটা তৈরী করেছি। কিন্তু আপনি কি জানতে চান?'

'এ ব্যাপারে সব খুলে বলুন।'

'কেন?'

'ওটা ধ্বংস করতে চায় আমেরিকানরা।'

তরুণ ইঞ্জিনিয়ার কিছু না ভেবেই বললো সেই আগন্তুকটিকে, যার নাম জেরিকো।

'গ্রিড রেফারেন্সটা কি বলবেন?'

সেটাও বদ্রি বুঝিয়ে বললো তাকে।

'কর্ণেল, এখন আপনি আপনার কাজে ফিরে যেতে পারেন। আপনি নিরাপদে থাকবেন।' গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে কর্ণেল বদ্রি ভাবছিল, এ সে কি করলো? হঠাৎ সে ভাবলো, তার বড় ভায়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে সে।

* * *

১৮ই ফেব্রুয়ারি, সোমবার বিকেল পাঁচটার পর কুলকিভ-এর বাগানের গেট খুলে বেরিয়ে এলো মাইক মার্টিন। সাইকেলে চেপে সে এখন চলেছে জুমহুরিয়া ব্রিজের দিকে, তার উপর দিয়ে নদী পার হতে চায় সে। রাশিয়ান ভিলা পিছনে ফেলে রাস্তার মোড় নিতেই সে দেখলো পরপর বেশ কটা গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। কাছে যেতেই সেই গাড়িগুলো থেকে আরোহীরা নেমে পড়লো এক এক করে। এবং রাস্তা ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়লো তারা। মাইক তখন বুঝে গেছে, সব শেষ। এখন জোর প্যাডল করে সাইকেল চালাতে হবে তাকে।

'হে,' একজন লোক তার সামনে এগিয়ে এসে বললো, 'থেমে পরো।'

রাস্তার ধারে সারি সারি গাছের নিচে থেমে পড়লো সে, আর তখনি তিনজন সৈনিক ঘিরে ফেললো তাকে। তাদের হাতের বন্দুক তার দিকে তাক করা। ধীরে ধীরে মাইক তার হাত দুটো শূণ্যে তুলে ধরলো।

'তুমি তো রুশ-ভিলা থেকে আসছো, তাই না?' সাদা পোশাকে কাউন্টার ইনটেলিজেন্স-এর লোকেরা জিজ্ঞেস করলো।

'হুঁ।'

'কাগজ দেখাও।'

মাইক মার্টিন ওরফে মহম্মদ আল্-খৌরি তার পরিচয়পত্র এবং রাশিয়ান ফার্স্ট সেক্রেটারি কুলিকভ-এর নিয়োগপত্রটা পকেট থেকে বার করে দেখালো। ইজরাইলি নকলনবিশ ভালোই নকল করেছে তার আই.ডি. কার্ডটা। নকল বোঝবার উপায় নেই।

এরপর তার দেহ তল্লাশি করা হলো। তার পকেট থেকে কয়েকটা ডিনারের নোট, খুচরো মুদ্রা, পেন-

নাইফ, বিভিন্ন রঙের চকখড়ি এবং সিনথেন ব্যাগ ছাড়া সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেলো না।

'এখানে অপেক্ষা করো,' সিনিয়র অফিসার মার্টিনকে সেখানে রেখে অদূরে গাড়িতে অপেক্ষারত হাসান রহমানির কাছে ছুটে গেলো।

'কাকে পেলে?' জানতে চাইলো হাসান রহমানি।

'বাগানের মালি স্যার। ওখানে কাজ করে। কেনা-কাটা করতে বেরিয়েছে।'

'স্মার্ট।'

'না স্যার, আসলে সরল মনের লোক সে। আপ-কান্ট্রির চাষী গোছের লোক।'

রহমানি তখন ভাবছিল, সে যেই হোক না কেন, তাকে যদি এখন আটক করে রাখা হয় রুশ ফার্স্ট সেক্রেটারি তখন ভাববে, কেনই বা তার ফিরতে দেরী হচ্ছে। আরো ভাবে সে, রুশ শান্তি-প্রস্তাব ব্যর্থ হলে সে তখন রুশ-ভিলায় তল্লাশি করার অনুমতি পেয়ে যাবে। তবে আপাতত মহম্মদ আল্-খৌরিকে গরীব ভেবেই ব্রিগেডিয়ার হাসান রহমানি তার সিনিয়র অফিসর মারফত তাকে একশো ডিনার সাহায্য পাঠালো।

অফিসার তার হাতে একশো দিনার গুঁজে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের ওই ভিলায় ছাতা দেখেছো?'

'ছাতা সৈয়িদি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিরাট সিলভারের ছাতা, হয়তো কালো রঙেরও হতে পারে। আকাশের দিকে মেলে দেওয়া। দেখেছো কি কখনো?'

'না সৈয়িদি' দুঃখের সঙ্গে বললো সরল মনা লোকটি, 'যখনি বৃষ্টি পড়ে, ওরা বাংলোর ভিতরে ঢুকে যায়।'

'হায় আল্লা!' হতাশ সুরে বললো অফিসারটি, 'সেরকম ছাতার কথা আমি বলছি না, আমি বলছি বেতার-তরঙ্গে বার্তা পাঠানোর জন্যে ছাতার মতো যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, সেই রকম ছাতা—'

'ঠিক আছে সৈয়িদি, সেইরকম ছাতার খোঁজ করে দেখাবোখন।'

তারপর সাইকেল চালাতে গিয়ে মার্টিন ভাবলো, ইবাক রিপাবলিকের কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের প্রধানের সামনে ফিরে আর হাজির হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আর রুশ ভিলায় ফিরে যাওয়ারও কোনো প্রশ্ন নেই, কারণ ট্রান্সমিটারটা সে ধ্বংস করে এসেছে। ফেরার পথে এক জায়গায় চকখড়ির চিহ্ন দেখতে পেয়ে সংশ্লিষ্ট ডেড-লেটার-বক্স থেকে জেরিকোর শেষ বার্তাটা সংগ্রহ করে সে একবার বাগদাদ ছেড়ে চলে আসার জন্যে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে চললো দ্রুত সাইকেল চালিয়ে।

* * *

পরদিন ঠিক সেই সময়েই অর্থাৎ ভোর হওয়ার আগেই ৩৩৬-তম ট্যাকটিকাল ফাইটার স্কোয়াড্রন'র ক্যাপ্টেন ডন ওয়াকার আল্-খারজ থেকে বেরিয়ে আকাশ পথে আল্ কুত-এ যাওয়ার পথে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। তার উদ্দেশ্যে ছিলো টাইগ্রিস নদীর উপরে সমস্ত ব্রীজগুলো ধ্বংস করে দেওয়া।

স্ট্রাইক ঈগলকে তাদের দিকে ছুটে আসতে দেখে আবদেলকরিম প্রস্তুত হলো মোকাবিলা করার জন্যে। তার ভাই ওসমান তার পিছনে বসে থাকার দরুন কিছুই টের পেলো না সে। আবদেল করিম যেন একটু বেকায়দায় পড়ে গেলো। সে তখন জেনে গেছে, শত্রুপক্ষ তাকে ঠিক লক্ষ্য করেছে। এখন সে যদি তার মিগ-ফাইটার বিমান সৌদি আরবের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, তাহলে নিঃসন্দেহে সে তার ভাই শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী হয়ে যাবে। আর তার পরিণাম যে কি, সেটা সেটা তার অজানা নয়। ওসমান দেখলো, তাদেব মিগ বিমান ক্রমশঃ আকাশের উপরে উঠে যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই তারা মাটি থেকে এক মাইল উপরে উঠে এসেছিল। এরপর আরো যদি উপরে উঠে, তখন তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা মুশকিল হয়ে পড়বে।

'আমরা কোথায় চলেছি ভাইজান?' জিজ্ঞেস করলো ওসমান। সে তার বড়-ভাইজান-এর শেষ শান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো ঃ 'শান্তি, এখন শুধু শান্তি ভাইজান। আমাদের সদা মৃত আব্বাজানকে স্মরণ করো। আর নাম নাও আল্লা-ও-আকবর-এর।'

ডন ওয়াকারের সহকারী টিম তখন আবদেল করিম-এর মিগ ফাইটার লক্ষ্য করে মিসাইল নিক্ষেপ করলো। অনেক উঁচুতে দুটো মিগ বিমানকে ঠিক চড়ুই পাখির মতো দেখাচ্ছিলো। একটু পরেই সোভিয়েত ফাইটার

বিমানগুলো মিসাইল-এর আঘাতে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়লো নিচে, এক মাইল নিচে। এই ভাবেই আল্ কুত-এ আমেরিকানদের ধ্বংস-লীলা শুরু হয়ে গেলো, ২৪শে ফেব্রুয়ারি ডেড-লাইন-এর আগেই।

তখন প্রায় দুপুর হবে, মাইক মার্টিনকে সঙ্গে নিয়ে ব্ল্যাকহক উড়ে এলো রিয়াদ মিলিটারি এয়ার বেস-এ। একটা ছোটো-খাটো দল তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। যে লোকটিকে সে আদৌ আশা করে নি, সেই কর্ণেল ব্রুস ক্রেগও তার সঙ্গে মিলিত হলো সামরিক আস্তানায়। চিফ বারবার-এর সঙ্গে চিফ লেইংও ছিলো সেখানে।'

'মাইক, তুমি কি রিপোর্টটা পেয়েছো?'

'হ্যাঁ, জেরিকোর শেষ বার্তাটা রেডিও-তরঙ্গে খবর পাঠানো সম্ভব নয় জেনেই আমি সেটা আমার সঙ্গে এনেছি।' সংক্ষেপে সেই বার্তার বিবরণ দিয়ে জেরিকোর রিপোর্টটা তার হাতে তুলে দিলো মাইক।

'গত আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে খুবই চিন্তিত ছিলাম,' বললো বারবার। 'সত্যি মেজর তুমি একটা অসাধারণ বিরাট কাজ করে এসেছো।'

'ভদ্রমোহদয়গণ, ওঁর সঙ্গে আপনাদের আলোচনা যদি শেষ হয়ে থাকে, তাহলে একটা কথা বলি.' তাদের আলোচনার মাঝে বলে উঠলো কর্ণেল ক্রেগ, 'তাহলে আমি কি আমার অফিসারকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' বললো লেইং

ওঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ রইলো।'

'এক মিনিট,' এবার বারবার জিজ্ঞেস করলো, 'তা কর্ণেল, আপনি এখন ওঁকে নিয়ে কি করবেন?'

'এয়ারফিল্ড'র বাঙ্কে ওঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করবো, অবশ্যই খাওয়া-দাওয়ার পরে।'

জেরিকোর আরবি ভাষার বার্তাটা মাইক ইংরিজিতে ভাষান্তর করে এনেছিল। লেইং ও বারবার তার উপরে চোখ বোলাতে থাকে। 'এই ঠিক,' বারবার বললো, 'ঠিকই বলেছে জেরিকো, বৈমানিকরা যেখানে যাচ্ছে, ওদের উড়িয়ে দিন।'

ওদিকে এয়ারফিল্ডের বাঙ্কারে প্ররিশ্রান্ত মাইক যখন ঘুমোচ্ছিল, তখন অনেক কিছুই ঘটে গেলো।

ভিয়েনা থেকে তেল আবিবে জেরিকোর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত খবর পাঠিয়েছে গিডি বারজিলাই। আর সেই উইলঙ্কার ব্যাঙ্কের কাজ সেরে এডিথ বারডেনবর্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে করিম তাকে বলে, তার অসুস্থ মাকে দেখবার জন্যে এক সপ্তাহের জন্যে তাকে জরডানে ফিরে যেতে হচ্ছে। তার ভিয়েনা থেকে চলে যাওয়ার কারণ বিশ্বাস করে নেয় এডিথ। এবং তার হাত ধরে এডিথ তাকে অনুরোধ করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসার জন্যে।

ওদিকে ব্ল্যাক হোল থেকে হুকুম জারি করা হয়েছে, উত্তর ইরাকের আস-শারিকত-এ প্রধান প্রধান অস্ত্র কমপ্লেক্স-এর আরো ছবি তুলতে হবে। সেই মতো তৈফ'র এয়ারবেস থেকে TR-1 স্পাই বিমান এই কাজের উদ্দেশ্যে আকাশে ওড়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

প্ল্যানিং কনফরেন্স শুরু হয় ছ'টায়। মাত্র আটজন লোক উপস্থিত ছিলো সেখানে। চেয়ারম্যান হলো জেনারেল হরনার-এর ডেপুটি জেনারেল বাস্টার গ্লোসন। দুজন ইনটেলিজেন্স অফিসার স্টিভ লেইং এবং চিপ বারবার। দুজন বিশ্লেষণকারী। বেটি এবং পেক। তাদের কাজ হবে ইরাক থেকে তোলা ফটোগুলো বিশ্লেষণ করা। এবং তিনজন স্টাফ অফিসার, দুজন আমেরিকান ও একজন ব্রিটিশ।

মাঝরাতে রয়্যাল এয়ারফোর্সের একজন কর্পোরোল হায়াত হোটেলে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'স্যার, উঠে পড়ুন। আপনাকে প্রয়োজন মেজরের।'

'এই যে এখানে,' ঘন্টা দুই পরে মেজর মাইক মার্টিন ইরাক থেকে তোলা একটা ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, এখানেই কোথাও লুকনো আছে "ঈশ্বরের হাত"। ব্ল্যাক হোলের কনফারেন্স রুমে একটা টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ে নিবিষ্ট মনে মাইক মার্টিন জেবাল আল্ হামবিন পাহাড়ের একটা বিরাট অংশের ছবি দেখছিলো।

একটু থেমে সে আবার বলে উঠলো, 'তিন তিনটি পাহাড়ের চারপাশ দেখে মনে হচ্ছে বুঝি তিনটি গ্রামে চাষীদের ঘরবাড়ি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। কিন্তু আসলে জায়গাগুলো ইরাকি সেনাবাহিনীতে ভর্তি।

শীতকালে পাহাড়ী এলাকায় ইরাকিদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, সব সময় সেখানে মেঘ আর বৃষ্টি লেগেই থাকে।

'ঠিক আছে মেজর,' বললো কর্ণেল বেটি, ইরাকের সব কিছু আমার থেকে ভালোই জানা আছে আপনার।'

'তা হতে পারে। তবে এর থেকে এও প্রমাণ হয় যে, জেরিকো মিথ্যে কিছু বলেনি, কিংবা ভুলও করেনি ঠিক খবরই দিয়েছে আপনাদের। ইরাকীরা যদি সেরকম অস্ত্র তৈরী করে থাকে, তারা সেটা আপাততঃ লুকিয়ে রাখতে চাইছে যথা সময়ে মোক্ষম আঘাত হানবার জন্যে।'

SAS-এর ২২-তম স্কোয়ড্রনের কম্যান্ডিং অফিসার কর্ণেল ক্রেগ এসে যোগ দিলো তাদের সঙ্গে। সে তখন স্টিভ লেইং-এর সঙ্গে আলোচনা করছিল। এবার সে মাইক-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কি মনে হচ্ছে মাইক?'

'এই যে ক্রুস এখানেই সেটা রয়েছে,' মাইক আর একবার ফটোটার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ কালো। 'দেখুন এই পাহাড়ের কোথাও রাস্তা নেই।'

তার মানে ইরাকি পাহাড়াদারীদের এড়ানো যাবে?'

তাদের কথা শুনতে গিয়ে ভ্রু তুলে তাকালো কর্ণেল ক্রেগ। মার্টিন-এর কাজকর্ম সম্পর্কে একটা কথাও সে জিজ্ঞেস করে নি লেইংকে, আর তাকে বলা হয় নি, কিন্তু সে এখন অবাক হয়ে ভাবছে, তার একজন ভালো দক্ষ অফিসার কি করেই বা বাগদাদে একজন মালির ভূমিকায় নিখুঁতভাবে কাজ করে এলো!

* * *

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান হামবার্গার আর সোডা আনা হলো। বোমারু বিমান আকাশে ওড়া পর্যন্ত বিশ্রাম নিলো তাররা চারজন। সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছিল রাত ন'টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট, এবং বোমাবর্ষণের সময় নির্ধারিত হয় রাত সাড়ে এগারোটায়।

ইতিমধ্যে আল্-খারিজ-এ লোক পাঠানো হয়েছিল দু'জন লোককে তুলে আনার জন্যে। তারা হলো, ৩৩৬-তম ট্যাকটিকাল স্কোয়াড্রনের স্কোয়াড্রন কামাণ্ডার স্টিভ টার্নার এবং তার পছন্দ মতো একজন ভালো পাইলটকে সঙ্গে আনার জন্যে তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়, খুব নিচু থেকে বিমান হানার অভিজ্ঞতা থাকা চাই সে পাইলটের। সেই মতো রিয়াদে রওনার জন্যে নির্দেশ পাঠায় জেনারেল বাস্টার গ্লোসন

রকেটিয়ারেরা CO কিংবা ক্যাপ্টেন ডন ওয়াকার-এর বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলো না কেনই বা হঠাৎ তাদের রিয়াদে ডাক পড়লো। পরে CENTAF হেডকোয়ার্টারে তাদের জানানো হলো তাদের প্রয়োজনের কারণটা কি। আবার তাদের এও বলা হলো, তারা দুজন ছাড়া অন্য কেউ যেন এর বিস্তাবিত বিবরণ জানতে না পারে।

টেক-অফের পরে চারজন সৈনিক এয়ারক্র্যাফটের ভেতরে পায়চারি করতে থাকে। ফ্লাইট ডেকের সিঁড়িতে কিছুক্ষণ বসে রইলো মার্টিন তার ক্রুদের সঙ্গে। ইরাক সীমান্ত পর্যন্ত তারা ১০,০০০ ফুট উপর দিয়ে উড়ে এলো। তবে ইরাক সীমান্ত পেরিয়েই ২৫,০০০ ফুট উপরে উঠে গেলো হারকিউলিস। গাল্ফ'র আকাশে তখন সম্মিলিত বাহিনীর এয়ারক্রাফ্ট টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো ইরাকি র‍্যাডার যন্ত্র সক্রিয় হওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ চালাতে হবে। এ কাজে তাদের সাহায্য করার জন্যে তাদের নিচে আকাশে বিচরণ করছিল দুটি ফ্লাইট ওয়াইল্ড ওয়েসেল, তাদের সঙ্গে ছিলো এ্যান্টি র‍্যাডার HARM মিসাইল।

হামরিন পাহাড়ের কাছাকাছি এসে হারকিউলিস এবার ধীরে দীরে ২৫,০০০ ফুট উঁচু থেকে নিচে নেমে এলো, মাটি থেকে ৩,৫০০ ফুট উঁচুতে তখন এয়ারক্র্যাফটটা আকাশে উড়ছিল। চারজন সৈনিক আগেই প্যারাসুট সহ ঝাঁপ দেওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল এয়ারক্র্যাফ্ট-এর মধ্যে। এক সময় মাটি থেকে এক হাজার ফুট উঁচুতে হারকিউলিস নেমে আসতেই চারজন সৈনিক এবার প্যারাসুটের সাহায্যে নিচে পাহাড়ে নামার জন্যে ঝাঁপ দিতে থাকলো এক এক করে।

রাতের অন্ধকারে সার্জেন্ট-এর প্যারাসুটটা তার ডানদিকে দেখতে পেলো মার্টিন। তারপর সার্জেন্ট-এর মতো

মাইকও দেখলো পাহাড়ী উপত্যাকার পাশ দিয়ে একটা ঝর্ণার স্রোত বয়ে যাচ্ছে কলকল শব্দে। সেই ঝর্ণা থেকে কয়েক গজ দুরে অবতরণ করলো পিটার স্টিফে মার্টিনও তাকে অনুসরণ করলো অনুরূপ ভাবে। ঘাস বিছানো পাহাড়ী উপত্যকায় সে প্রায় ৫০ গজ দূরে এসে নামলো। কিন্তু কেভিন নর্থকে দেখতো পেলো না মার্টিন।

আসলে কেভিন নর্থ সেখান থেকে একশো গজ দূরে ঘাস বিছানো উপত্যকার পরিবর্তে পিচ্ছিল পাহাড়ের গায়ে নামতে গিয়ে পিছলে যায়। তার শরীরের বাঁ-দিকের অংশের আটটি অংশ ভয়ঙ্করভাবে জখম হয়। সে তখন প্রাথমিক চিকিৎসার বাইরে, তাকে তখন হাসপাতালে পাঠানোর প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু সে ব্যবস্থা কোথায় সেখানে। তার ক্ষতস্থান থেকে রক্তের ধারা নেমে এসেছিল পাহাড়ী ঝর্ণার মতো।

মাত্র একবারই চোখ মেলে মাইক-এর দিকে তাকালো নর্থ। কোনো রকমে, মাত্র একটিবারই।

কিন্তু তখন বিকেল চারটে হবে, বেন ইস্টম্যানের খোঁচায় ঘুম ভেঙ্গে যেতেই মার্টিন দেখলো ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে সে তাকে ইশারা কাছে সামনের দিকে। স্রোতস্বিণী ঝর্ণার ঠিক দশ ফুট নিচ থেকে আরবি ভাষায় সম্মিলিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে শুনতে পেলো তাবা। সার্জেন্ট স্টিফেনসও তখন জেগে উঠে ভুরু কোঁচকায়। 'এখন আমরা কি করবো?' কিছুক্ষণ কান পেতে শুনলো মার্টিন। চারজন সৈনিক দুর্গ পাহারা দিচ্ছে। খানিক পরেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে তারা। কিন্তু তা যদি না হয়, তারা যদি SAS-এর তিন সৈনিককে দেখতে পেয়ে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে? না, তার আগেই তাদের খতম করে ফেলতে হবে। মার্টিন-এর কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে অন্য দুজন উঠে দাঁড়ালো। তিন সৈনিক তখন হাতে ধারালো ছুরি হাতে নিয়ে নিচে নেমে এলো টহলরত ইরাকিদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে।

খতমের কাজ শেষ হতেই মৃত ইরাকিদের সেবুক থেকে মার্টিন জানতে পারলো তারা চারজনই আল্-উবাইদির বাসিন্দা, পাহাড়ী এলাকার লোক। প্রত্যেকেরই পরণে রিপাবলিকান গার্ডের ইউনিফর্ম।

এক সময় সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে SAS-এর লোকেরা আবার চলতে শুরু করলো। তাদের হাতে ছিলো তাদের লক্ষ্যস্থলের ফটো ও কম্পাস আর একটা সেই পাহাড়ের মানচিত্র। ভোর হওয়ার দু'ঘন্টা আগে তাদের সামনে ছোট বড় অনেকগুলো দুর্গ দেখতে পেলো তারা। জেরিকোর বর্ণনা মতো দক্ষিণ দিকের একটা দুর্গের দিকে এগোতে লাগলো তারা। ঘন্টা খানেক ধরে তারা সেই চড়াই-উতরাই পথ ধরে উপরে উঠতে থাকলো, দুর্গে পৌছানোর জন্যে একটা জায়গায় এসে মার্টিন দেখলো, সে যা আশা করেছিল তার থেকেও আশ্চর্যজনক একটা গর্ত, ৮ ফুট লম্বা, ৮ ফুট গভীর আর ছ'ফুট উঁচু। এবং সেই গর্তের উপরে দু'ফুট একটা পাথবের স্ল্যাব, অনেকটা তাকের মতো হবে।

মার্টিন তার ঝোলা থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র বার করলো এক এক করে। সেগুলো ভালো করে আর একবার দেখে নিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে সে তার ডিভাইসগুলো থেকে একটা ব্যবহার করলো সূর্য ওঠার আগেই।

এবারেও মার্টিন তার নিজস্ব একটা ট্রান্সমিটার সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। তবে বাগদাদের চেয়ে অনেক ছোটো। দুটো সিগারেট প্যাকেটের সাইজ হব হয়তো। ট্রান্সমিটারেরর সুইচ টিপে স্পিকারে মুখ রেখে সে কথা বললো ঃ 'কাম নাইনেভ, কাম টায়ার। আমি আবার বলছি কাম নাইনেভ, কাম টায়ার।' একটু পরেই তার বার্তা গ্রহণ করা এবং প্রাপ্তি স্বীকার করা হলো। ছোট্ট ট্রান্সমিটার সেটটা ওয়াটারপ্রুফ কভারে মুড়িয়ে রাখলো মার্টিন অতঃপর।

২৩ ফেব্রুয়ারি, সূর্য হামরিন পাহাড়ের আড়াল থেকে উঠে এলে মেজর মার্টিন তার ছেলেবেলার স্কুলের বন্ধু ওসমান বদ্রির মাস্টারপীসটা অনুধাবন করার চেষ্টা করলো। কোয়ালায় কোনো মেসিন কিংবা যন্ত্রপাতির চিহ্ন নেই।

রিয়াদে রেডিও মারফত খবরটা শোনা মাত্র স্টিভ লেইং সাইমন প্যাক্সম্যান পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো। 'ব্লাডি হেল,' অনেক ভেবেচিন্তে লেইং বলে উঠলো, ছোকরা পাহাড়ের সেই দুর্গে পৌছে গেছে। কুড়ি মিনিট পরে খবরটা জেনারেল গ্লোসন-এর অফিস থেকে আল্-খারজ্-এ এসে পৌছলো।

* * *

চারটি স্টাইক ঈগল রাত দশটা পনেরোয় আল্ খারজ থেকে যাত্র শুরু করে আকাশ পথে। একটু পরেই তারা মাটি থেকে ২০,০০০ ফুট উপরে উঠে এলো। তিনটি ঈগলের ক্রুর উপরে ভার ছিলো ইরাকি বিমান

ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করা। প্রতিটি ঈগলে ২০০০ পাউণ্ড বোমা মজুত ছিলো। এ ছাড়া তাদের নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আকাশ পথে ব্যবহারের জন্যে মিসাইলও রাখা আছে।

রাত ১১টা ৩৯ মিনিটে ডন ওয়াকার-এর সহকারী চিৎকার করে বলে উঠলো সাংকেতিক ভাষায় : 'পাঁচ-এ টার্নিং পয়েন্ট।'

তারা সবাই তার সেই সাংকেতিক ভাষাটা শুনে বুঝলো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তারা লেক আস্ সাদ্দিয়া অতিক্রম করতে চলেছে।

জাবেল হামরিন পাহাড়ের উপত্যাকায় তিনটি ডামি গ্রামে রিপাবলিকান গার্ড-এ ছেয়ে গেছে। জেট ইঞ্জিনের প্রচণ্ড গর্জনে তারা তাদের বাঙ্ক থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে চললো তাদের অস্ত্রের সন্ধানে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তাদের ছাউনির ছাদ উড়ে গেলো মিসাইলের আঘাতে। তারপরেই বোমা বৃষ্টি শুরু করে দিলো. চারটি স্ট্রাইক ঈগলের পাইলটরা।

ওদিকে পাহাড়ের গায়ে একটা গাছের আড়ালে উপুড় হয়ে পড়েছিল মাইক মার্টিন। অপেক্ষা করছিল সে তার সহকর্মীদের আগমনের পথ চেয়ে। বোমারু-বিমানের তীব্র আওয়াজ এবং বোমাবর্ষণের ফলে পাহাড়টা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

সে কখনো বোমা দেখেনি। সবুজ পাহাড়ের দিকে বিস্ময়ভরা চোখে সে তাকিয়ে দেখেছিল প্রকৃতির বিস্ময়, আবার পর মুহূর্তেই সেই চোখ সে ফিরিয়ে নিলো, কারণ সেদিনের রাতটা ভোর হতে যাচ্ছিল একটা রক্তাক্ত দিনের দিকে দৌড়ে চলেছিল বলে। উপত্যাকার দিকে তাকাতে গিয়ে মার্টিন দেখলো দুর্গের উপরটা জ্বলছে দাউ দাউ করে। একটু আগেই ডন ওয়াকার বোমা ফেলে গেছে সেখানে।

'জ্বলুক, আরো বেশী করে জ্বলুক,' ফিস্‌ফিসিয়ে বললো সার্জেন্ট স্টিফেনসন। 'ওরা আমাদের পথ অনেকটা হাল্কা করে দিয়ে গেলো।'

ডন ওয়াকার আকাশ পথে তাব প্রাথমিক কাজ শেষ করে এযাব প্যারাসুট সহযোগে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়লো মার্টিনদের সাহায্য করার জন্যে। তার সঙ্গে টিম নাথানসনও নেমেছিল। পায়ের নিচে ঘাস আর মাটির স্পর্শ পেয়ে ডন ওয়াকার এবার তার সঙ্গীর খোঁজ করলো। টিমকে দেখতে পেলো না সে। অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট নয়। 'টিম,' নিচু গলায় বললো সে। 'টিম, তুমি ঠিক আছো তো?' এই বলে সে উপত্যাকায় ছুটে বেড়ালো। না, আর একটা প্যারাসুটের সন্ধান পেলো না সে। অথচ তারা দুজনে এক সঙ্গে একই জায়গায় অবতরন করার কথা ছিল। কথা ছিলো আর কথা রাখা আর এক কথা। শেষ মুহূর্তে ওয়াকার নিচে নামার সময় দেখে আসতে পারে নি, মিসাইলের আঘাতে টিম-এর বিমানটা ভেঙ্গে পড়ে এবং সে তখন তার আসনে আবদ্ধ থেকে সেই অবস্থায় নিচে উপত্যকায় উপরে ভূপতিত হল। এ অবস্থায় কোনো লোকেরই বাঁচার সম্ভাবনা থাকতে পারে না। ওযাকার দেখলো অদূরে উপত্যাকার একেবারে শেষ প্রান্তে টিম-এর রক্তাক্ত দেহটা পরে আছে। কাছে গিয়ে ওয়াকার তার মুখের উপর থেকে মুখোসটা সরিয়ে দিতেই সে তাকে চিনতে পারলো। ওযাকার তার চোখের জল আর সম্বরণ করতে পারলো না।

দুর্গে বোমাবর্ষণের মিনিট দুই পরে বেতার মারফত রিয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করলো মার্টিন। 'এখন বারাব্বাস, আমি আবার বলছি, এখন বারাব্বাস।'

SAS-এর তিনজন সৈনিক রেডিও-ট্রান্সমিটার বন্ধ করে তাদের জিনিষপত্রগুলো গোছগাছ করতে শুরু করে দিলো। এখনি তাদের সেই পাহাড় ছেড়ে চলে যেতে হবে। কারণ ইরাকি টহলদাররা এখনি বেরিয়ে পড়বে তাদের খোঁজে নয়, আসলে মার্কিন ও ব্রিটিশ হামলায় তাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখার জন্যে।

কুড়ি মিনিট পরে মাইক মার্টিন এবং দুজন SAS-এর সৈনিক উইপন সিস্টেম অফিসারের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলো। এ ব্যাপারে তাদের করার কিছু ছিলো না বলেই তারা এগিয়ে চললো সামনের দিকে। মিনিট দশেক পরেই তারা ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলো। মনে হয় আল্ উবাইদরা সেই মৃতদেহটা আবিষ্কার করে থাকবে। আর সেই রাগে তারা এখন খ্যাপা কুকুরের মতো খুঁজে বেড়াবে তাদের।

ডন ওয়াকার তার কণ্ঠনালীর উপরে সার্জেন্ট স্টিফেনসনের ছুরির স্পর্শ অনুভব করলো। তবে খুবই হাল্কা

স্পর্শ, নরম সিল্কের মতো। ভয়ে ভয়ে তাকাতে গিয়ে সে দেখলো তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন ইরাকি রিপাবলিকান গার্ডের ইউনির্ফম পরিহিত সৈনিক, মাউন্টেন ডিভিসনের ক্যাপ্টেন-এর পোষাক। ডন-এর মুখে কথা নেই, ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছে সে। সেই লোকটাই প্রথমে মুখ খুললো। 'ব্লাডি ফুল, এখন একটু গরম চা হলে ভালো হয় না? তবে তার আগে এখান থেকে বেরিয়ে পড়া উচিত, কি বলো ডন?'

* * *

সেদিন রাত্রে সৌদি ডিফেন্স মিনিস্ট্রি বিল্ডিং-এর ফোর্থ ফ্লোরে জেনারেল নরম্যান স্কওয়ারজকফ একা তার স্যুইটে বসেছিল ডেস্কের সামনে। ডেস্কের উপরে একটা লাল টেলিফোন, সেটা টপ সিকিউরিটি পর্যায়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। ২৪শে ফেব্রুয়ারির সকাল, অন্য আর একটা ফোন বেজে উঠলো। স্কওয়ারজকফ রিসিভার তুলে কান রাখতেই অপর প্রান্ত থেকে এক স্বল্প পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, জেনারেল স্কওয়ারজকফ কথ বলছেন?' তার কণ্ঠস্বরে একজন ব্রিটিশের গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো। উত্তরে বললো সে, 'হ্যা, আমিই সেই লোক।'

'স্যার আপনার জন্য একটা খবর আছে।'

'বলো।'

'খবরটা এইরকম ঃ এখন ব্যারাব্বাস এখন ব্যারাব্বাস।'

'ধন্যবাদ,' বললো, জেনারেল নরম্যান এবং তারপর রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। সেদিন চারটের সময় ইরাকের সমতলভূমিতে বহিরাক্রমন অব্যাহত থাকে।

* * *

SAS-এর তিন সৈনিক বাকী রাতটুকু হাঁটা-পথে এগিয়ে চললো। তাদের পিছু পিছু ডন ওয়াকারও আসছিল। জেবাল হামরিনের পথ না ধরে তারা তখন একটা নিরাপদ জায়গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কারণ রিপাবলিকান গার্ডের সৈনিকরা এখন রাস্তায় নেমে পড়েছে। ওদিকে মাইক মার্টিন তখন পূর্বে ইরান-সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে।

খানাকিন টাউনের উপরে একটা পাহাড়ি এলাকা থেকে শেষ পর্যন্ত রিয়াদের একটা রেডিও-বার্তা পাঠালো মাইক মার্টিন। রিয়াদকে কেবল জানিয়ে দিলো মার্টিন ঃ SAS-এর লোকেরা চলে গেছে সেখান থেকে, আর তাদের সঙ্গে মাত্র একটিই আমেরিকান বিমান রয়েছে। পাছে শত্রুপক্ষ তার বেতার-বার্তাটা ট্যাপ করে শুনে ফেলে, সেই আশাঙ্খাঙ্ক জায়গার নামটা বললো না সে। স্থলযুদ্ধের চারদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো তাদের। সম্মিলিত সেনাবাহিনী ইরাক ধ্বংস করে যতক্ষণ না কুয়েতের দিকে এগোয়, ততদিন পর্যন্ত তাদের সেই গোপন আস্তানা ছেড়ে যাওয়াটা মোটেই নিরাপদ নয় বলে মনে করলো মাইক মার্টিন।

সেই একই দিনে স্থলযুদ্ধে পশ্চিম প্রান্ত থেকেই একজন সৈনিককে ইরাকে প্রবেশ করতে দেখা গেলো। সে হলো ইজরাইলের সায়েরাত মতকল কমাণ্ডোর একজন, চমৎকার আরবি ভাষায় তার দখল থাকার দরুণ তাকে নির্বাচন করা হয়। জর্ডানীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায়য় তাদের সীমান্ত থেকে একটা ইজরাইলি হেলিকপ্টার তাকে ইরাক সীমান্তে নামিয়ে দিয়ে যায়। প্রধান সড়ক দিয়ে বাগদাদে প্রবেশ করে সে। বাগদাদের জনগণ তখন জেনে গেছে যে, দক্ষিণ ইরাক ও কুয়েতে তাদের প্রচুর সৈন্য নিহত হয়েছে। প্রথম দিনের যুদ্ধ শেষে সন্ধার অন্ধকারে AMAM-এর সেনাবাহিনী চুপিসারে তাদের ব্যারাকে ঢুকে পড়ে।

তখন বোমবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। বাগদাদের লোকেরা মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে, তারা তখন নিজেদের মধ্যে বেশ খোলাখুলিভাবেই আলোচনারত ঃ আমেরিকান ও ব্রিটিশরা এবার সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করে ছাড়বে। এর ফলে বাগদাদের লোকেদের মনে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

মাইক মার্টিন-এর মতোই মলিন পোশাকে একটা ভাঙ্গা মোটর-সাইকেল (ওপর থেকে দেখতে যাইহোক না কেন, ভেতরের কলকজ্জা একেবারে ঝকঝকে নতুন) চড়ে ইরাকিদের সঙ্গে মিশে গেলো সেই ইজরাইলি তরুণ কমাণ্ডোটি। তার কেবল একটাই কাজ, আর সে কাজ তাকে রাতের অন্ধকারে সারতে হবে। গত আগস্টে অলফানসো বেঞ্জ মোনকাডা চলে যাওয়ার পর মোসাদের কাছে মাত্র তিনটি ডেড-লেটার-বক্সের খবর ছিলো,,

যার মাধ্যমে জেরিকোর সঙ্গে বার্তা-বিনিময় হতো তাদের। তিনটির মধ্যে দুটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় মার্টিন। কিন্তু তৃতীয় ডেড-লেটার-বক্সটি তখনো সক্রিয় ছিলো। সেই ইজরাইলি তরুণটি একই ধরনের তিনটি বার্তা সেই ডেড-লেটার-বক্সে ফেলে দিয়ে তিনটি ভিন্ন রঙের চকখড়ির চিহ্ন এঁকে দেয় শহরের নির্দিষ্ট তিনটি জায়গায়। তারপর এক সময় সে তার মোটর-সাইকেলে চড়ে নির্জন মরুভূমি পেরিয়ে ইরাক-জর্ডনের সীমান্তে ফিরে গেলো। গত পঞ্চাশ ঘন্টা তার চোখে ঘুম ছিলো না। আর আহার ছিলো যৎসামান্যই। তবে সে ভালো ভাবেই তার উদ্দেশ্য সাধন করে নিরাপদে ঘরে ফিরে যায়।

* * *

স্থলযুদ্ধের তৃতীয় দিনে উইলঙ্কার ব্যাঙ্কে এডিথ হারেডনবার্গকে তার ডেস্কের সামনে যুগপৎ হতবুদ্ধি এবং ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিলো। আগের দিন ফলস ফোন-কল পেয়ে সে তার রুগ্ন মাকে দেখতে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে দেখে তার মা বহাল তবিয়তে রয়েছেন। তাহলে? কে এই ফলস্ ফোন করে তার মায়ের মিথ্যে অসুখের কথা জানালো? আর তার উদ্দেশ্যই বা কি হতে পারে? এডিথ-এর মাথায় কিছুই আসে না। সে তখন স্তব্ধ, বিমূঢ় ও হতবাক। পরদিন অফিসে এসে উলফগ্যাংকে বিমর্ষ মুখে বসে থাকতে দেখে আরো অবাক হলো এডিথ। উলফগ্যাং-এর সেই বিমর্ষতার কারণ সে জানতে পারলো একটু পরেই। গতকাল দুপুরে একজন যুবক তার ঘরে ঢুকে তাকে তার পরিচয় দেয় ঃ তার নাম আজিজ। সেই ব্যাঙ্কে তার বাবার প্রায় দশ মিলিয়ন ডলার জমা ছিল একটা নাম্বারও অ্যাকাউন্টে। সে তার বাবার সেই অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে টাকাটা অন্য কোনো ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করতে চায়।

উলফগ্যাং-এর কথাগুলো মন দিয়ে শুনলো এডিথ। তারপর সে সেই তরুণ আগন্তুকের প্রসঙ্গ তুললো, তার চেহারার বিবরণ জানতে চাইলো। হ্যাঁ, উলফগ্যাং-এর বর্ণনা মতো তার প্রথম নামটি হলো করিম। আর কিছু শুনতে চাইলো না এডিথ। সে তখন বুঝে গেছে কে, কে হতে পারে সে। বিশ বছর পরে সে আবার বঞ্চনার শিকার হলো। পাখী উড়ে গেছে। এডিথ ভাবলো, তার মা ঠিকই বলেছিলেন, পুরুষদের কখনো বিশ্বাস করো না। ওরা হলো মধুলোভী ভ্রমর। মধু ফুরোলেই তারাও উধাও হয়ে যাবে। ঘৃণায়, অপমানে জর্জ্জরিত এডিথ কোনো রকমে বাড়ি ফিরে এলো সেদিন সন্ধ্যায়।

পরদিন সকালে প্রাটার পার্কে সুন্দরী এক মহিলার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেলো। সে আর কেউ নয়, সে হলো এডিথ হারডেনবার্গ।

* * *

২৮শে ফেব্রুয়ারি, স্থলযুদ্ধের শেষ দিন। কুয়েতের পশ্চিমে ইরাকের মরুভূমি তখন কার্যত মরুভূমির মতো নির্জন, নিস্তব্ধ, চার দিকে ছড়িয়ে রয়েছে নিথর, প্রাণহীন ইরাকি সেনাবাহিনী। আর যারা জীবিত ছিলো তখনো, এই দিন শেষ মরণ কামড় দিতে গিয়ে পরাস্ত হলো আমেরিকান-ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে। সেদিনও বেশ কিছু সংখ্যক ইরাকি সৈন্য প্রান হারালো। সূর্যাস্তের পর প্রথম আরব বাহিনী কুয়েতে প্রবেশ করলো তাকে মুক্ত করার জন্যে। কিন্তু তার আগেই ইরাকিরা কুয়েত প্রায় ধ্বংশ করে ফেলেছিল। তাদের তৈলখনিগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।

* * *

দুদিন পরে, ৩রা মার্চ, সম্মিলিত বাহিনীর কমাণ্ডাররা ইরাকের সফওয়ানে একটা পরিত্যক্ত এয়ারস্ট্রিপের টেন্টে বাগদাদের দুজন জেনারেল-এর সঙ্গে মিলিত হলো ইরাকের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্যে।

* * *

সেই আলোচনা শেষে জানা যায় যে, আনবিক বোমার ব্যাপারে সাদ্দাম হোসেনের ঘোষণাটাই কাল হলো ইরাকের। সেই ভয়ঙ্কর খবরটা পাওয়ার পরে আমেরিকা ঠিক করে ফেলে, আর নয়, এবার ইরাকের সাদ্দামকে রুখতে হবে, তার "ঈশ্বরের হাত"টাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে হবে, এবং শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। প্রথম আকাশ-যুদ্ধে ইরাকের উপরে বোমাবর্ষণের আগে সাদ্দাম এক গোপন বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে, তাদের মধ্যে

একজন বিশ্বাসঘাতক অবশ্যই আছে, যে কিনা আল্-কুবাইতে তাঁদের আনবিক বোমার প্ল্যান্টের খবর ফাঁস করে দিয়ে থাকবে আমেরিকাকে।

তারপরেই ডঃ সালাহ্ সিদ্দিকিকে বাগদাদের রাস্তা থেকে গ্রেপ্তার করা হল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, আল্-কুবাই-এর গোপন ডিভাইসের কথা ইরাকের শত্রুপক্ষের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে। সে একজন বিশ্বাসঘাতক, তার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত।

ওদিকে জেরিকো তখন ডঃ সিদ্দিকির গ্রেপ্তারের খবরটা শুনে দারুণ মর্মাহত। সে ভেবে পায় না, আল-কুবাইতে বোমাবর্ষণ হওয়ার তিনদিন আগে কি করে একজন বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, আর কি করেই বা তাকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়? বোমাবর্ষণের দুদিন পরে অন্য কথা ছিলো।

তবে সব থেকে দুঃখের খবর সম্মিলিত বাহিনীর, আল্-কুবাইতে বোমাবর্ষণের আগে পর্যন্ত তারা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে নি, সেখান থেকে ইরাকের সেই তথা-কথিত 'ঈশ্বরের হাত', অর্থাৎ আণবিক বোমা অন্যত্র একটা পাহাড়ী দুর্গে সরানো হয়েছিল। কোথায় বা সেই দুর্গটি?

একজন নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ার মৃত্যুর আগে সেই গোপন খবরটা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিল, ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে অন্যতম কর্নেল ওসমান বদ্রি সেই আনবিক বোমা অন্যত্র স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেছিল সেই নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারের উপরে সন্দেহ করে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? সে তো তার দেশের প্রেসিডেন্ট-এর প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলো। তাহলে? কি করেই বা তাকে সন্দেহ করা যেতে পারে? এর উত্তর পাওয়া গেল ডঃ সিদ্দিকির গ্রেপ্তারের মধ্যে দিয়ে।

আর জেরিকো নামটাও একটা ছদ্মনাম, ভয়ঙ্কর পীড়নক ছিলো সে। এখন চির শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। আহত হয়ে সে পালাতে চেয়েছিল বাগদাদ থেকে। কিন্তু তখন তার পা দুটো মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিল। দুজন আমেরিকান কর্নেল তার জবানবন্দী নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারে নি। কারণ, একবর্ণ ইংরেজিও বুঝতো না সে। তাছাড়া তখন তার কথা বলার মতো অবস্থাও ছিলো না। ওদিকে কোন্ এক রহস্যময় কারণে আঙ্কারার দক্ষিণে নীল জলের উপর দিয়ে আকাশ পথে উড়ে যেতে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার ওমর খতিবকে বিমান থেকে নিচে সেই নীল জলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায়। তার জীবনাবসানের বাকী কাজটা সেরে ফেলে হিংস্র হাঙ্গরের দল।

HS-125 উত্তরে বাঁক নিয়ে এইমাত্র অতিক্রম করে ইজরাইলের এয়ারস্পেস স্পর্শ করলো আবার। শেষপর্যন্ত তেল আবিবের উত্তরে সৈয়দ দোব মিলিটারি এয়ারফিল্ডে অবতরণ করলো। সেই বিমান থেকে অবতরণ করে দুজন পাইলিট তাদের পরণের ব্রিটিশ ইউনিফর্ম খুলে ফেললো, আর কর্নেলেরা নিজেদের আমেরিকান পোষাক মুক্ত করে ফেললো। তারা চারজনই তাদের আগের ইজরাইলি পদে ফিরে এলো। তাদের কাছ থেকেই জানা যায় যে, ভিয়েনা থেকে টাকাটা প্রথমে বাহরিনে কান্নু ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করা হয়, তারপর আমেরিকার আর একটা ব্যাঙ্কে। টাকার একটা অংশ ফিরে আবার তেল আবিবের হ্যাপোয়ালি ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করা হয়, পরে সেটা ইজরাইলি সরকারের তহবিলে জমা পড়েছিল। CIA-তে ট্রান্সফার কবার আগে পর্যন্ত জেরিকোকে টাকাটা দিয়েছিল ইজরাইল। তার বাকী আট মিলিয়ন ডলার মোসাদের 'দি ফান ফাণ্ড'-এ জমা পড়ে যায়।

এপ্রিলের রৌদ্রকরোজ্জল একটা দিন। মৃত সৈনিকের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে মাইক মার্টিন ফিরে চললো তার ছোট্ট হ্যাচব্যাক গাড়িতে। প্রহরীবেষ্টিত গেট পেরিয়ে সে তার হেয়ারফোর্ডশায়ারে গ্রামের বাড়ীতে ফিরে চললো। গাড়ি চালাতে চালাতে সে তখন ভাবছিল, গত অক্টোবরের পর থেকে যে সব ঘটনা ঘটে গেছে তার জীবনে,—যেমন ইরাক ও কুয়েতের রাস্তায় এবং মরুপ্রান্তরে; মাথার উপরে আকাশে; বাগদাদ শহরের অলিতে-গলিতে; এবং হামরিনের পাহাড়ে, কোনো জায়গার কোনো ঘটনাই বাদ পড়লো না তার স্মরণ-তালিকা থেকে। সব কিছু গোপন রাখার স্বভাব নিয়েই তার জন্ম, কোনো কিছুই সে প্রকাশ করে না, এই কারণেই একটা ব্যাপারে সে এখন খুশি এই ভেবে যে, এই গালফ্ যুদ্ধে সে যা জেনেছে, অন্য আর কেউ কখনো জানতেও পারবে না।

নো কাম ব্যাক্‌স

মার্ক স্যাণ্ডারসনের নারীসঙ্গ ভালোই লাগে। এছাড়া তার ভাল লাগে বিশেষ ধরনের মাছের স্টেক আর লেটুসপাতার স্যালাড। যখন তার মনে আনন্দ থাকে তখন দুটোই তিনি সমানভাবে উপভোগ করেন। এছাড়া যখনই তার সামান্য খিদে পায় তখনই তিনি তার পছন্দমাফিক সাপ্লারকে ফোন করেন। তাকে নির্দেশ দেন তার পছন্দমত খাবারগুলো যেন তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় তার নিজস্ব পেন্টহাউসে। এটা তিনি পারেন। কারণ তিনি কোটিপতি হয়েছিলেন। এখন যদিও তার দুঃসময় চলছে তবুও এটা পারেন তিনি।

প্রতিটি ধনী আর সফল মানুষের মতো তারও তিন ধরনের জীবন। তার প্রকাশ্য এবং পেশাগত জীবনের পরিচয় হচ্ছে লন্ডনের একজন অভিজাত ধনী ব্যবসায়ী রূপে। তার ব্যক্তিগত জীবন যদিও তেমন নয় তবুও কিছু লোকের মতো তিনি ব্যক্তিগত ব্যাপারেও জমকালো প্রচার পছন্দ করেন। এছাড়া আছে তার গোপন জীবন। নিয়মিতই শহরের বড়বড় খবরের কাগজগুলোতে আর টেলিভিশনে ধারাবাহিকভাবে তাকে দেখানো হয়। ষাটের মাঝামাঝি সময়ে তিনি লন্ডনের অভিজাত এলাকায় স্থাবর সম্পত্তির এজেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন। প্রথাগত শিক্ষা সামান্যই। কিন্তু সম্পত্তি লেনদেনের এই লোভনীয় ব্যবসাতে তার মাথাটা খুব পরিষ্কার। মাত্র দুবছরের মধ্যে এই লোভজনক খেলার নিয়মটা তিনি রপ্ত করে ফেলেন। শুধু তাই নয়, আইন সম্মতভাবে ফাঁকি দেওয়ার কৌশলটাও তিনি শিখে নেন। মাত্র তেইশ বছর বয়েসে তিনি এককভাবেই প্রথমবার এই লেনদেন ব্যবসায় সফল হন। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই তার হাজার দশেক পাউন্ড লাভ হয়। বাসস্থানসহ এই সম্পত্তিটা ছিল সেন্ট জনস উড এলাকাতে। এর পরেই তিনি হ্যামিলটন হোল্ডিংস প্রতিষ্ঠা করেন। ষোলো বছর পরে এটিই তার সম্পত্তির মূল উৎস হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমবার লেনদেন ব্যবসায়ে সফল হবার পরই তিনি এর নাম দেন। বাড়ীটা ছিল হ্যামিলটন টেরাসে। তিনি যত কাজ করেছেন তার মধ্যে এটাই ছিল তার শেষ আবেগতাড়িত ব্যাপার। সত্তরের প্রথম দিকে তিনি তার বাসস্থানের স্থাবর সম্পত্তি থেকে এক মিলিয়ন পাউন্ড তার অফিস ব্লকের উন্নতির কাজে লাগান। এরপর সত্তরের মাঝামাঝি পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ডে এসে থামে। এরপরই তিনি অন্য দিকে মুখ ফেরাতে আরম্ভ করেন। তার অর্থ আসক্তি এরপর নিয়োজিত হয় ফিনান্স, ব্যাঙ্কিং, কেমিক্যাল প্রভৃতি ব্যবসাতে। এ ব্যাপারে তিনি খুবই বিচক্ষণ। এছাড়া সেন্ট জনস উডের মতো ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ছুটির দিনগুলোতে প্রমোদ বাবদ খরচও করতেন। এতে তার কার্পন্য ছিল না। শহরের প্রভাবশালী কাগজের সম্পাদকরা এই ব্যাপারগুলো রিপোর্ট করেন, যথারীতি। জনসাধারণও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেন। হ্যামিলটন হোল্ডিং-এর শেয়ারের দরও ক্রমশঃ চড়তে থাকে। এই হোলো মার্ক স্যান্ডারসনের প্রথম জীবনের কথা।

এরপর দ্বিতীয় ধরণের জীবন। তার ব্যাক্তিগত জীবনের কথায় আসা যাক। যে খবরের কাগজগুলোতে তার ব্যবসাসংক্রান্ত প্রতিটি খবর থাকে সেই কাগজেরই কয়েক পাতা আগে তার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনীই পরিবেশন করা হয়। কি থাকে তাতে। যেমন তার রিজেন্ট পার্কে পেন্টহাউস, উরস্টারশায়ারে এলিজাবেথীয় খাস তালুক, সারভ্যালিতে জমিদারী আর ক্যাপ দ্য এ্যানটিলবসে ভিলা। এছাড়াও খুব দ্রুতগামী পোত, রোলস রয়েস আর তার সীমাহীন সফল কোম্পানীর তারকাদের ফটো অথবা তার কাল্পনিক চারমিটার গোলাকার বিছানা এসবই বেরোয় কাগজগুলোতে। উইলিয়াম হিকিং কলামে তার প্রয়োজনীয় পছন্দের কথাও বাদ যায় না। এছাড়াও কাগজগুলোতে থাকে জনৈকা মিলিয়ন ডলার চিত্রাভিনেত্রীদের সঙ্গে তার বিবাহ বিচ্ছেদের শুনানী আর কালো

চামড়ার এক মিস ওয়ার্ল্ডের কাছ থেকে পিতৃত্বের আবেদনের বিবরণ। পঞ্চাশ বছর আগে এগুলোই তাকে একেবারে পথে বসিয়েছিল। এসব ব্যাপার যে একেবারে অমূলক ছিল তা নয়। অনেকেরই ধারণা, এ সমস্ত উনি করতেও পারেন। আর এটাই লন্ডনের অভিজাত এলাকায় তার ব্যাপক পরিচিতি ঘটিয়ে দিয়েছে। তার সম্পর্কে ধারাবাহিক কাহিনী রেরিয়ে গেছে। এটা হলো দ্বিতীয় ধরণের জীবন।

এবার তৃতীয় ধরনের জীবন অর্থাৎ গোপন জীবনের কথা। এটা অন্য ধরনের। এটাকে এক কথায় বলা যায় বিরক্তিকর। শিকারের পুরো খেলাটাই মার্ক স্যাণ্ডারসন মানসিকভাবে বিরক্তিতে ভুগে গেছেন। পরিহাস করে তিনি একসময়ে বলতেন, যখন মার্ক যা কিছু চায় তাই পায়। ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত অপ্রীতিকর উপহাসের পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

উনচল্লিশে তাকে দেখতে মন্দ ছিল না। আঁটোসাটো গড়ন, শারীরিকভাবে ভীষণ সুস্থ আর একক। তিনি একটা ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে, তিনি বিশেষ একজন কাউকে প্রত্যাশা করেন। সে কিন্তু মোটেই সাধারণ নয়। বিশেষ ধরনের। তার কাছে তিনি সন্তান আশা করেন— আর একটা নিজস্ব ঘর! তিনি এও ভালভাবেই জানতেন যে, তিনি একটা অসম্ভবের পেছনে দৌড়চ্ছেন। তিনি ঠিক কাকে চান এ ব্যাপারে তার পরিষ্কার ধারণা ছিল। কিন্তু এক দশকেও তিনি তার খোঁজ পাননি। এখানকার অনেক ধনী প্রেমিক পুরুষদের মতো তিনিও এমন একজন মহিলার দেখা পেতে পারতেন যাকে অবির্ভূত করার ক্ষমতা ছিল না। অন্ততঃ যোগাযোগ করা যেতো এরকম কোনো মহিলা। তার অর্থ, খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠা অনুযায়ী এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। বেশীরভাগ ধনী প্রেমিকদের তিনিও নিজের আচরণের একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা তৈরী করে নিতে পারতেন। কিন্তু এটা প্রকাশ্যে করতে গেলে তাকে উপহাসে শেষ হয়ে যেতে হতো।

তিনি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে কোনোদিনই তিনি সেই মহিলার দেখা পাবেন না। যার দেখা তিনি পেয়েছিলেন গ্রীষ্মের প্রথমে। কোনো একটা চ্যারিটির সাহায্যে একটা অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। পুরো অনুষ্ঠানই ছিল ভীষণ বিরক্তিকর। এরই টিকিট বিক্রির একটা অংশ বাংলাদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ওই টাকা দিয়ে তাদের জন্যে দুধ খাবার পাত্র কেনা হবে।

ওই অনুষ্ঠানেই তিনি দেখা পেয়েছিলেন তার। সে হলের দিকে আসছিল। সঙ্গে একজন স্থূল চেহারার ছোটখাটো আকারের মানুষ। মুখে বড়ো একটা সিগার। ওই ভদ্রলোকের কথা শুনেছিল সে। তার ঠোঁটের আগায় সামান্য হাসি লেগেছিল। বোঝা যাচ্ছিল না যে, ও গল্প শুনে হাসছিল না তার ভাঁড়ের মতো আকৃতি দেখে। ভদ্রলোকটি অবশ্য তার চোখে পড়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

স্যাণ্ডারসন একটু ঝুঁকে দ্রুতবেগেই সেদিকে এগিয়ে গেলেন। সেই ভদ্রলোক নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন শর্ট ফিল্মের প্রোডিউসার হিসেবে। স্যাণ্ডারসনও নিজের পরিচয় দিলেন। সামনেই সেই মহিলা। তার নাম এঞ্জেলা সামার্স। করমর্দন করার সময় মনে হলো ওর হাতটা ঠান্ডা এবং অবশ্যই বড়ো আকারের। হাতের নখগুলো অসাধারণ সুন্দর। অন্য হাতে জিন বা টনিকের মতো একটা কিছু। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওটা টনিকই মনে হচ্ছিল। মধ্যমায় ছিল একটা পাতলা সোনার ব্যান্ড। স্যাণ্ডারসন ওকে ঠিক উপেক্ষা করতে পারছিলেন না। বিবাহিতা মহিলা হিসেবে সে আর পাঁচটা মহিলার মতোই স্বাভাবিক। সেই ফিল্ম প্রোডিউসারকে সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই সেই মহিলাকে নিয়ে অন্য একদিকে এগিয়ে গেলেন। শারীরিক ভাবেই তিনি মহিলার ওপরে প্রভাবিত হয়ে পড়লেন যা একটু অস্বাভাবিকই ছিল। তিনি উত্তেজিতও হলেন যা কিন্তু অস্বাভাবিক ছিল না।

মিসেস সামার্স বেশ লম্বা আর ঋজু শারীরিক গঠনের মহিলা। বেশ শান্তপ্রকৃতির আর চমৎকার স্বভাবের। মুখটা অবশ্য তেমন একটা সুন্দর বলা যায় না। ওর চেহারাটা একেবারে সাদামাটা ধরণের। কিন্তু বুকজোড়া ভরাট, কোমর ভীষণ সরু। আবার নিতম্ব অত্যন্ত চওড়া। খরচ বহুল কৃত্রিমতার বদলে চুলে একটা সজীব ভাবও বজায় ছিল। ও পরেছিল একটা সাদামাটা ধরনের সাদা রঙের পোশাক। তাতে সামান্য একটা সোনালী আভা। তার অঙ্গে একটাও অলংকার ছিল না। শুধু দুটো চোখে সামান্য পরিমাণ মেকআপ করা ছিল। শুধু এই টুকুর জন্যেই ঘরের অন্য মহিলাদের চেয়ে তাকে একটু অন্যরকম লাগছিল। বয়েসটাকে তিরিশের মধ্যে বেঁধেছিল সে। যদিও পরে জানা গেছিল তার আসল বয়েস বত্রিশ।

স্যান্ডারসনের মনে হলো, পোশাকটা খুবই দামী। ওর স্বামীর কিংবা ওর নিজের নিশ্চয় প্রচুর অর্থ আছে যাতে এইরকম জীবন কাটানো যায়। এই ঘরের অন্যান্য মহিলাদের দেখেও তাই বোঝা যাচ্ছে। অবশ্য দুদিকের হিসেবেই তার ভুল হয়ে গেল। তিনি জানতে পারলেন যে, মহিলা এবং তার স্বামী উভয়েই স্পেনের সমুদ্রতীরের কাছে একটা কুটীরে থাকেন। তার স্বামী পাখীর বিষয়ে লেখা বই থেকে খুব সামান্যই আয় করেন। মহিলার আয় হয় ইংরেজী ভাষা শেখানোর মাধ্যমে।

কয়েক মুহূর্ত পর তার মনে হলো ওই কালো চুল আর গভীর চোখ এবং তার সোনালী রঙের গায়ের চামড়া আর আচরণ সব মিলিয়ে জন্মসূত্রে স্প্যানিশ।

কিন্তু তা নয়। ওরই মতো সেও একজন ইংরেজ। মার্ককে বললো ও যে, মধ্য-ইংল্যান্ডে ওরা বাবা-মায়ের কাছে এসেছিল। এছাড়া এক বন্ধুর কাছে। বন্ধুটি জানিয়েছিল যে, ফেরার সময় ও যেন লন্ডনে ওর বাড়ীতে এক সপ্তাহ কাটিয়ে যায়। কথাবার্তাতে খুবই সহজ মনে হচ্ছিল ওকে। ও একবারের জন্যেও মার্কের অযথা প্রশংসা করেনি। এটা মার্কের ভাল লেগেছিল। এছাড়াও মার্ক যখন ওর সঙ্গে সামান্য রসিকতা করছিলেন তখন ও হাসিতে একেবার ফেটে পড়েনি।

ওরা হলঘরের একেবারে শেষের দিকে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওখান থেকে অনুষ্ঠান দেখছিল। মার্ক জিজ্ঞেস করলেন ওকে, 'আমাদের এই অভিজাত সমাজকে আপনার কেমন লাগে?'

সামার্স একটু ভেবে উত্তর দিলো, 'আমি যেরকম ভেবেছিলাম ঠিক সেরকম নয়।'

স্যাণ্ডারসন একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠেই বলে উঠলেন, 'এরা সবাই এক ধরণের লেজওয়ালা পাখীর মতো।'

স্যান্ডারসনের কথায় ভুরু কোঁচকালো এঞ্জেলা। বললো, 'আমি তো জানি মার্ক স্যাণ্ডারসনও এই সমাজের একজন খুঁটি।'

এঞ্জেলা আসলে ওকে একটু বিদ্রুপ করলো। যদিও অতি ভদ্রভাবে কিন্তু স্পষ্ট। মার্ক জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা আমাদের কাজকর্ম কি স্পেনে ঢোকাতে পেরেছি?'

হ্যাঁ, এমন কি কোষ্টাব্র্যাংকাতেও আমরা ডেইলি এক্সপ্রেস পেতে পারি।' ভাবলেশহীন মুখে উত্তর দিলো ও।

এমন কি মার্ক স্যান্ডারসনের জীবন আর সময়ও নাকি?

ও গুলোও। ও পরিষ্কার ভাবেই জানালো। মার্ক স্যাণ্ডারসন এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ভাল লেগেছে?'

আমিও একই প্রশ্ন করতে পারি?

না।

তাহলে আমরাও না।

এঞ্জেলার উত্তরে কিছুটা স্বস্তি পেলেন স্যাণ্ডারসন। বললেন, 'এতে আমি খুশি।'

বলেই আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারি, কেন?'

সামান্য চিন্তা করলো ও। তারপর বললো, 'আসলে পুরো ব্যাপারটাই কৃত্রিম।'

আমিও?

বলে স্যাণ্ডারসন ওর দিকে তাকালেন। ওর বুকটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে শান্তভাবে ওঠানামা করছিল।

'আমি জানি।' ও একটু গম্ভীর হয়েই বললো এবার। তারপর কিছুক্ষণ হেসে আবার বললো, 'আমার ধারণা, কিছুটা সুযোগ পেলে আপনি একজন সুন্দর পুরুষ হয়ে উঠতে পারেন।'

ওর মুখে এই কথা শোনামাত্রই স্যাণ্ডারসন নিজের ওপরে খানিকটা আস্থা হারিয়ে ফেললেন। সামান্য ক্রুদ্ধ হয়েই বললেন তিনি, 'আপনার তো ভুলও হতে পারে।'

এঞ্জেলা মৃদু হাসলো। ওকে দেখে মনে হলো একটা ছোট্ট বালককে ও বুঝি কিছুটা প্রশ্রয় দিচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওর বন্ধুরা আবার ফিরে এলো। স্যান্ডারসনের দিকে উৎসাহভরে তাকাতেই ও যাবার উদ্যোগ নিলো তখনই। লবির দিকে যেতে যেতে স্যাণ্ডারসন ওকে একটা অনুরোধ করলো।

সেটা হলো পরের রাতেই ওর সঙ্গে ডিনার করা। অনেক বছর ও ঠিক এইরকম ধরনের প্রস্তাব কাউকে করেনি। বিপদের আশংকা ভেবেও ওর প্রস্তাবের কোনো বিরোধিতা করলো না। ভাবলো, উনি ওকে নিয়ে যে জায়গাতে যাবেন সেখানে অন্ততঃ কোনো ফটোগ্রাফার থাকবে না। সামান্য ভেবে জবাব দিলো এঞ্জেলা, 'হ্যাঁ, আমি যাবো, মনে হয় ভালই লাগবে।'

সেই রাত্রে প্রায় সবসময়ই ওর চিন্তা স্যান্ডারসনের মাথা জুড়ে রইলো। কয়েক ঘন্টা আগে যে অ্যানাবেলের শারীরিক সৌন্দর্য্যে ও মুগ্ধ হয়েছিল তাকে আর মনেই পড়লো না। এক রকম অবজ্ঞাই করলো বলা যেতে পারে। শুয়ে একভাবে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়েছিল ও। একটা অদ্ভুত স্বপ্নের কথা ভাবতে লাগলো ও। বিছানায় ওর পাশেই শুয়ে আছে বাদামী রঙের চকচকে চুলওয়ালা এক নারী। তার নরম আর সোনালী চামড়া ওর শরীর ছুঁয়ে আছে। মনে মনে প্রস্তুত হলো ওর সঙ্গে বাজী রাখার যে ও স্বাভাবিক ভাবেই রাতে ঘুমিয়েছে।

মার্ক স্যাণ্ডারসন নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলেন অন্ধকারে। ভেবেছিলেন সেই মডেলের বুকটা স্পর্শ করতে পারবেন। কিন্তু তার হাতটা ঠেকলো একটা কুকুর ছানার কানে। স্বপ্ন ভাঙতেই ওর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। উঠে পড়লেন তিনি। সোজা গেলেন রান্নাঘরে। কফি তৈরি করলেন। তারপর সেই অন্ধকার ঘরে বসেই ধীরে ধীরে কফিতে চুমুক দিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একইভাবে বসে রইলেন। দূরে পার্কের গাছগুলো দেখা যাচ্ছিল। দূরের জলাশয়ের অপর প্রান্তে আস্তে আস্তে সূর্য উঠছিল।

ভালবাসার ব্যাপারে একটা সপ্তাহ এমন কিছু সময় নয়। কিন্তু তা একটা মানুষের জীবনধারা বদলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিংবা দুটো মানুষের অথবা তিনটে। পরের দিন সন্ধ্যাবেলা তিনি এঞ্জেলাকে ডেকে পাঠালেন। ও একটা গাড়িতে চেপে এলো। মাথায় একটা পালক লাগানো ভেলভেটের টুপি। গায়ে একটা সাদা রঙের কুঁচি দেওয়া ব্লাউজ যা কব্জির কাছে বাঁধা। কোমরে একটা চওড়া বেল্ট। শরীর জুড়ে কালো ম্যাক্সি স্কার্ট। পুরো ব্যাপারটা মার্ক-এর কাছে একটা পুরোনো আমলের আবহাওয়া তৈরী করলো। উনি একটু উত্তেজিত বোধ করলেন। কারণ আগের রাতে ওকে দেখে যেরকমটা ভেবেছিলেন এখন দেখলেন ঠিক তার বিপরীত। আর এটাই ওকে আকর্ষণ তৈরী করলো।

এঞ্জেলা ওর কথাগুলো ছুড়ে দিচ্ছিল খুবই স্বাভাবিকভাবে কিন্তু বুদ্ধিমতীর মতো। যখন মার্ক তার ব্যবসার ব্যাপারে কথাবার্তা বলছিলেন তখন ও মনোযোগ দিয়েই শুনছিল। কোনো স্ত্রীলোকের কাছে উনি এরকম ধরণের আচরণ কদাচিৎ করেন।

সন্ধ্যে ক্রমশঃ গড়াতে লাগলো। তিনি এবার একটু সচেতন হলেন। তার মনে হচ্ছিল ওর ওপরে তিনি মোহে পড়েনি কিংবা ওর প্রতি যৌন-আকর্ষণও নয়। আসলে ওকে ভীষণ পছন্দ হচ্ছিল তার, একটা বিশেষ ধরণের ভাললাগা যাকে বলা যায়। তার ভেতরকার একটা স্থিরতা, আত্মসংযমী ভাব আর চঞ্চলতা মার্ককে এক ধরনের স্বস্তি এনে দিলো।

নিজের জমানো কথাগুলো ওকে তিনি সহজভাবে বলে যেতে লাগলেন। তার অর্থনৈতিক বিষয়, খোলামেলা সমাজ সম্পর্কে তার বিরক্তি এসবই তিনি বলে যেতে লাগলেন। সবকিছু শোনার চেয়ে বোঝার দিকে তার বেশী আগ্রহ ছিল। একজন মহিলার অনেক জ্ঞানের চেয়ে এটাই বরং বেশী কাম্য। দুজনে কথাবার্তা বলতে বলতে তন্ময় হয়ে গেল। টেবিলের দুপ্রান্তে বসেছিল ওরা। অবশেষে গভীর রাত নেমে এসেছিল কখন। রেস্তোঁরা বন্ধ হবার সময় হয়ে গেল। অবশেষে ও স্যান্ডারসনের পেন্টহাউসে বিশেষ এক ধরণের পানীয় খাবার খেতে যেতে রাজী হলো। এই ব্যাপার গত কয়েক বছরের মধ্যে ওর জীবনে ঘটেনি।

সপ্তাহের মাঝামাঝি কাটলো। আচমকাই উনি এমন ধরনের আচরণ করতে আরম্ভ করলেন যেন সতেরো বছরের কিশোর। ওকে জিজ্ঞেস করলেন স্যাণ্ডারসন, ওর প্রিয় সুগন্ধি কোনটা। ও উত্তর দিলো, ওর প্রিয় সুগন্ধি হলো মিস ডায়র। প্লেনে করে ওটা মাঝে মধ্যে কোয়ার্টার আউন্স আনাতে হয় ওকে। এর জন্যে শুল্ক লাগে না। স্যাণ্ডারসন একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিকে বন্ড স্ট্রীটে পাঠালেন। সেইদিন সন্ধ্যেবেলাই তিনি লন্ডন থেকে আনা একটা বড় আকারের বোতল ওর হাতে দিলেন। ও নিলো বটে তবে খুবই স্বাভাবিকভাবে। নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদও জানিয়ে রাখলো যে, বোতলের আকার অত্যন্ত বড়। এছাড়াও ও বললো স্যাণ্ডারসনকে, 'এটা এরকম

অপচয় হলো।'

স্যাণ্ডারসন ভেতরে ভেতরে একটু বিহ্বল হয়ে পড়লেন। বললেন, 'আমি তোমাকে একটা বিশেষ কিছু দিতে চেয়েছিলাম।'

উত্তরে, একটু কঠোর ভাবেই বললো ও, 'এটা ভাগ্যের ব্যাপার।'

তুমি জেনে রাখো, 'আমি সত্যই তোমাকে এটা দেবার সামর্থ্য রাখি।'

এঞ্জেলা জবাবে বললো, 'হতে পারে তা। জিনিষটা খুবই সুন্দর। কিন্তু তুমি আর কখনো আমার জন্যে এরকম জিনিষ কিনো না। এটা অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।'

এঞ্জেলার কথাগুলো বলার মধ্যে এক ধরনের দৃঢ়তা ছিল।

এরপর সপ্তাহ শেষ হবার আগেই স্যাণ্ডারসন উরসেস্টারশায়ারে ওর নিজের জমিদারীতে ফোন করলেন। সেখানে পুলটাকে ঠিকঠাক করে গরম করে রাখার জন্যে জানালেন। শনিবার সকালে ওরা দুজনে মোটরে করে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। মে মাসের শীত। ঠান্ডা বাতাস বইছিল। এর ফলে পুলের তিনদিকেই কাঁচের দরজা তুলে দিতে হলো। এঞ্জেলা ড্রেসিংরুম থেকে সাঁতারের পোশাক পরে বেরিয়ে এলো। গায়ে একটা সাদা রঙের তোয়ালে জড়ানো ছিল। ওকে দেখামাত্র একটা গভীর নিঃশ্বাস পড়লো মার্ক স্যান্ডারসনের। নিজের মনেই বলে উঠলেন তিনি সবদিক থেকে চমৎকার মহিলা বটে।

শেষ পর্যন্ত ওদের সন্ধ্যে বেলাটাও কাটতে লাগলো ভাল। এবার স্পেনে ফিরে যাবার পালা। অন্ধকারের মধ্যেই রাস্তার একপাশে উনি রোলস রয়েসটাকে দাঁড় করালেন। জায়গাটায় একটা আড়াল ছিল। সেখানে দাঁড়িয়েই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তারা অনেকক্ষণ চুম্বন করলেন। কিন্তু যখনই স্যাণ্ডারসন নিজের হাতটা ওর পোশাকের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করলেন তখনই ও ওর হাতটা সরিয়ে শান্তভাবে আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে দিলো।

স্যাণ্ডারসন এবার মরিয়া হয়ে ওকে বললেন যে, ও যেন ওর স্বামীকে ছেড়ে দেয়। ডিভোর্স করে। এরপর তারা দুজনে বিয়ে করবে। যেহেতু খুবই গম্ভীরভাবে উনি কথাগুলো বললেন, ও সামান্য আগ্রহ নিয়ে শুনে গেল। তারপর মাথাটা নাড়লো।

ও বলল, 'আমি তা করতে পারি না।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি। এটা কোনো ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার নয়। চরম আর পরিপূর্ণ ভাবেই আমি তোমাকে চাই। আমি তোমার জন্যে অনেককিছুই করতে পারি।'

কাঁচের শার্সির ভেতর দিয়ে ও সোজাসুজি অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'আমি জানি, তুমি তা পারো মার্ক। আসলে আমাদের আর বেশীদূর এগোনো মোটেই উচিত নয়। এটা তোমাকে আমার আগেই জানানো উচিত ছিল। তোমার সঙ্গে দেখা করাটা ঠিক হয়নি।'

স্যাণ্ডারসন বললেন, 'তুমি আমাকে অন্ততঃ সামান্য হলেও ভালবাসো?'

এঞ্জেলা জবাবে বললো, 'ব্যাপারটা তুমি অনেক আগেই জানতে চাইলে। আমি এরকম হটকারী কাজ করতে পারি না।'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে ভালবাসতে পারো? এখনই অথবা বরাবরের মতো।' আবার নারীসুলভ বিচক্ষণতার সঙ্গে ও গম্ভীর হয়ে কথাটা শুনলো। তারপর বললো, 'আমার ধারণা আমি তা পারি। অন্ততঃ তোমাকে ভালবাসতে পারি। তুমি এখন ঠিক তোমার মতোই আচরণ করেছো। তোমার প্রতিষ্ঠা তোমাকে এর ভেতর থেকে বের করার চেষ্টা করছে। তুমি নিজেকে সমালোচনা করছো। এটা সত্যিই প্রশংসার ব্যাপার।'

স্যাণ্ডারসন এবারে বলে উঠলেন, 'তাহলে তুমি তোমার স্বামীকে ছেড়ে দাও। এসো আমরা বিয়ে করি।'

'আমি তা করতে পারি না। আমি আর্চিকে বিয়ে করেছি। আমি ওকে কোনোভাবেই ছাড়তে পারি না।'

স্যাণ্ডারসন হঠাৎই সেই অবয়বহীন মানুষটার ওপরে একটা প্রচণ্ড রাগ বোধ করলেন। স্পেনের সেই লোকটা ওদের মাঝখানে এসে কখন যেন দাঁড়িয়েছে।

স্যাণ্ডারসন বললেন, 'ওর এমন কি আছে, যা আমি তোমাকে দিতে পারি না?'

অনেকটা বিষণ্নভাবেই হেসে উঠলো এঞ্জেলা। তারপর বললো, 'কিছুই না, ওর কিছুই নেই। বরং ও বেশ দুর্বল। কোনদিক থেকেই তেমন একটা সফলও নয় বলা যায়.........।'

'তাহলে তুমি ওকে ছাড়তে পারো না কেন?'

এবারে খুব সহজভাবে এঞ্জেলা জবাব দিলো, 'আসলে আমকে ওর খুবই প্রয়োজন।'

'কিন্তু তোমাকে আমার প্রয়োজন।'

উত্তরে ও মাথাটা নাড়লো, বললো, 'না, এটা সত্যি নয়। তুমি আমাকে চাও এটা ঠিক কথা, কিন্তু আমাকে না পেলেও তোমার ভালোভাবেই চলবে। কিন্তু ও তা পারবে না। ওর সেরকম শক্তি একেবারেই নেই।'

স্যাণ্ডারসন বললেন, 'আমি নিছকই তোমাকে চাইছিনা এঞ্জেলা, আমি তোমাকে প্রকৃতই ভালবাসি। এই ঘটনা আমার জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার চেয়ে বেশী মূল্যবান, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। শুধু তাই নয় আমি তোমাকে আকুল ভাবে আকাঙ্খা করি।' 'স্যাণ্ডারসন আসলে,' ও আবার বললো খানিকটা থেমে। 'তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারেছো না নারীরা শুধু ভালবাসার জন্যেই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করার জন্যেই কাউকে শ্রদ্ধা করে আর কামনা কিংবা আকাঙ্খাও করার জন্যেই করে এসব কিছুর ওপরেও একজন নারী প্রয়োজনকে মূল্য দেয়, আর্চির আমাকে ভীষন প্রয়োজন। তার কাছে আমি ঠিক বাতাসে নিশ্বাস নেবার মতো।'

স্যাণ্ডারসন সিগারেটের আগুনটা এ্যাসট্রের ভেতরে ফেললেন। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে বললেন; 'ঠিক আছে, তাহলে তুমি ওর সঙ্গেই থাকো...।'

মুখে আবার বললেন, 'একমাত্র মৃত্যুই আলাদা করতে পারে', স্যান্ডারসনের কথায় এঞ্জেলা কোনো উপহাস করলো না। কিন্তু মাথাটা ঝাঁকিয়ে ওর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, এটাই সত্যি, একমাত্র মৃত্যুই আমাদের দুজনকে আলাদা করে দিতে পারে। মার্ক, আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি এতেই বিশ্বাসী অন্য কোনো সময় আর সুযোগ হলে এবং আর্চির সঙ্গে আমার বিয়ে না হলে, তাহলে হয়তো অন্য কথা ছিল। সম্ভবত তোমার কথা ভেবে দেখতাম, কিন্তু আমার স্বামী আছে, সুতরাং ব্যাপারটা এখানেই শেষ হওয়া উচিত।'

নির্দিষ্ট দিনেই চলে গেল এঞ্জেলা সামার্স। গাড়ীতে করে ওকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিলেন, এখান থেকে ভ্যালেনসিয়ার প্লেন ধরতে হবে।

ভালবাসা এবং প্রয়োজনের মধ্যে এই যে পার্থক্য এটা সত্যিই চমৎকার। আকাঙ্খা আর কামনার মধ্যেও তাই। কোনো মানুষের মনে এরকম একটা ব্যাপার সংস্কার হিসেবে থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। চারটে ব্যাপারই মার্ক স্যান্ডারসনের মনে একটা সংস্কার হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল, শুধু তাই নয়, এটা ক্রমশঃ বেড়ে তার মধ্যে একটা একাকীত্ব এনে দিলো। নিঃসঙ্গ বোধ করতে হলো নিজেকে। মে মাস কেটে গিয়ে জুন পড়লো। কোনো কিছুকেই উনি উপেক্ষা করেননি। আর পাঁচটা মানুষের মতোই এক দশকেরও বেশী সময় ধরে তিনি ক্ষমতার পেছনে ছুটেছিলেন যা তার মাসসিকতাকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছিল। আকাঙ্খা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তার কাছে যুক্তি আর সর্তকতাই বিবেচ্য ছিল। এমন কি কোনো কিছু ভাবা তাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে পরিণত করা পর্যন্ত। এখনো তার ব্যতিক্রম নয়। ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় অর্জন করাতে। জুনের প্রথম দিকেই মার্ক স্যাণ্ডারসন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এঞ্জেলা সামার্সকে তিনি যেভাবেই হোক জয় করবেন। যে কথাটা তার মনের মধ্যে সবসময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেটাকে তিনি মনে রেখেই একটা চিন্তার পদ্ধতির দিকে এগোতে থাকলেন। এ ব্যাপারে তার সাহায্যকারী কমন প্রেয়ার-এর একটা বই। সেই কথাটা হলো একমাত্র মৃত্যুই আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। ও যদি অন্যরকম ধরনের নাবী না হতো, যারা সম্পদ, শৌখীনতা, ক্ষমতা, সামাজিক অবস্থান দেখে মোহিত হয়ে যায় সেরকম মহিলা হলে কোনোরকম সমস্যাই থাকতো না। তাদের সম্পদ দেখিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু ও একেবারেই অন্য ধরনের মহিলা। শুধু তাই নয় ওর ওপরে এঞ্জেলার কোনো আচ্ছন্ন ভাব একেবারেই নেই। স্যাণ্ডারসন নিজের ভাবনার মধ্যেই একটা বৃত্ত তৈরী করলেন। এই বৃত্তের মধ্যে তার চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগলো। তিনি উন্মাদের মতো হয়ে গেলেন। এটাকে ভেঙে ফেলার কেবল মাত্র একটাই উপায় ছিল।

অবশেষে মাইকেল জনসন নামে স্যাণ্ডারসন একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন। এজেন্টের সঙ্গে ফোনে

যোগাযোগ করে একমাসের ভাড়াও দিয়ে দিলেন। এছাড়া রেজিষ্টারড মেলে একমাসের জমা বাবদ নগদ টাকাও পাঠিয়ে দিলেন। জানালেন সকালের দিকেই তিনি লন্ডনের গিয়ে পৌঁছোচ্ছেন। একটা চাবির ব্যবস্থা করে তিনি সেটাকে পাপোশের নীচে রেখে দিলেন। এরপর ওই ফ্ল্যাটটাকে অবলম্বন করে তিনি লন্ডনের একটা প্রাইভেট এনকোয়ারী এজেন্সীতে ফোন করে নিজের সমস্ত ব্যাপার জানালেন। তিনি সঠিকভাবে কি চান তাও বললেন।

বিস্ময়ের সঙ্গে তারা ক্লায়েন্টের ইচ্ছে শুনলেন। তারপর ব্যুরো এই কাজের অগ্রিম বাবদ অর্থ চাইলো। সঙ্গে সঙ্গে স্যাণ্ডারসন স্পেশ্যাল ডেলিভারী বাবদ পাঁচশো পাউন্ড নগদ ওদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

এক সপ্তাহ পরে মিঃ জনসনের কাছে একটা চিঠি এসে পৌঁছোলো। তাতে লেখা ছিল কমিশন তাদের কাজ শেষ করে ফেলেছে। এ বাবদ তাদের আরো আড়াইশো পাউন্ড পাওনা হয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ওই টাকাটা পোস্টে পাঠিয়ে দিলেন। এর তিন দিন পরে তিনি যা চেয়েছিলেন সেই দলিল পেয়েও গেলেন। সেটা একটা সাধারণ বায়োগ্রাফি যা তিনি চেয়েছিলেন। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পাখীদের ওপর লেখা একটা বই থেকে সযত্নে নেওয়া একটা ছবি। এই বইটা বেশ কিছু কপি বিক্রি হবার পরে দীর্ঘদিন আর ছাপা হয়নি। এর বেশ কিছু ফটো টেলিফোটো লেন্স থেকে তোলা হয়েছে। ছবিতে একজনকে দেখা যাচ্ছিল। তার কাঁধটা খুব চওড়া নয়। গোঁফটা অনেকটা টুথব্রাশ-এর মতো আকারের। চিবুকটা খুবই পাতলা। ভদ্রলোকের নাম, মেজর আর্চিবাল্ড ক্যারেন্স-সার্মাস।

স্যাণ্ডারসন মনে মনে ভাবলেন তাহলে লোকটা মেজর। বেশ একটু ক্রুদ্ধ হলেন তিনি। মেজর আর্চিবাল্ড সার্মাস একজন নির্বাসিত ব্রিটিশ অফিসার। স্পেনের সমুদ্র উপকূল থেকে অন্ততঃ আধ মাইল ভেতরে অ্যালস্যাঁতে প্রদেশের এক অনন্নত গ্রামে তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন। তার ভিলাটা খুবই ছোট। অ্যালিস্যান্ডে আর ভ্যালেনসিয়ার মাঝামাঝি ওই জায়গাটা। ভিলার অনেকগুলো ফটোই আছে। ভিলাতে তাদের জীবন বেশ ভালই কাটে। সকালবেলা উঠে তারা কফি খান। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে খুবই ভালবাসেন। খাওয়ার পর স্ত্রী 'ক্যাস্টিল্লো' বলে একটা জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেখানে তিনটি শিশুকে ইংরেজী ভাষা শেখাতে হয় তাকে। এরপর সে ফিরে আসে। বিকেল তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত সেই মহিলা সমুদ্র উপকূলে সূর্যের আলোয় রোদ পোহায়। তারপর সমুদ্রে সাঁতার কাটে। এই সময়টা মেজর নিজের মনে কোস্টাব্ল্যাংকার পাখীদের নিয়ে তার নোট তৈরীর কাজে ব্যস্ত থাকেন। এটা ওদের রোজকার অভ্যেস।

এরপর স্যাণ্ডারসন দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে নামলেন। তার অফিসের স্টাফদের তিনি জানালেন যে, পুনরায় নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি তার বাড়ীতেই থাকবেন। কিন্তু অফিসের করনীয় কাজ প্রতিদিনই ফোনে জানিয়ে দেবেন। এরপরের কাজ হলো নিজের চালচলন একেবারে পালটানো। এমন কি শারীরিক ব্যাপারেও। এই পর্যায়ে তার সবচেয়ে কাজে লাগালেন হেয়ারড্রেসারকে। 'ভো নিউজ' পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ দিয়েছিল। সেখানে গিয়ে স্যাণ্ডারসন তার লম্বা চুল একেবারে ছোট ছোট করে কেটে ফেললেন। তার চুলের রং ছিল কালচে বাদামী। সেটা বদলে হয়ে গেল একধরণের বিবর্ণ সোনালী। কাজটা শেষ করতে হেয়ারড্রায়ারের ঘন্টাখানেক সময় লাগালো। কয়েক সপ্তাহ ওটা বেশ ভালরকমই থাকবে।

ওখান থেকে স্যাণ্ডারসন সোজা গাড়ী চালিয়ে গেলেন নিজের অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কিং জোনে। ওখানে গাড়ী রেখে লিফটে উঠলেন পেন্টহাউসে যাবার জন্যে। লবিতে যে মালবাহক ছিল তার চোখ এড়িয়ে গেলেন তিনি। এরপর নিজের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তিনি ক্লিন্ট স্ট্রীটে ফোনে যোগাযোগ করলেন এক মহাফেজখানার সঙ্গে। লন্ডন শহরের গুরুত্বপূর্ণ লাইব্রেরীর মধ্যে এটি একটি অন্যতম লাইব্রেরী। ঐ লাইব্রেরীতে আধুনিক বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ সব সংগ্রহ আছে। এখানকার রেফারেন্স বিভাগটি খুবই ভাল। এছাড়া বিভিন্ন সংবাদপত্রের কাটিং-এর একটা বিশাল সংগ্রহ আছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ কাটিংও এখানে রাখা হয়েছে। প্রায় দিন তিনেক পরে তিনি এখান থেকে মাইকেল জনসন নামে একটা কার্ড তৈরী করে নিলেন। প্রথমেই তিনি এখানে যা দেখতে আরম্ভ করলেন তার শিরোনামা হলো; ভাড়াটে সৈনিক অথবা কর্মীদের সম্পর্কে তথ্য। এখানে এই বিষয়ের ওপরে লেখকদের কিছু নামও পাওয়া গেল। যেমন মাইক হো, রবার্ট ডেনর্ড, জন পিটার্স এবং জ্যাকুইস স্ক্র্যামি। এছাড়া অন্য একটা ফাইলও পাওয়া গেল এই বিষয়ের ওপরে। তাতে, কঙ্গো, ইয়েমেন,

নাইজিরিয়া, বায়াফ্রা, রোডেশিয়া, এ্যাঙ্গোলা প্রভৃতি দেশ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে। সবকিছু তিনি ঘেঁটে ঘেঁটে দেখলেন। যা পাওয়া গেল তা হলো নিউজ রিপোর্ট, ম্যাগাজিনের আর্টিকল, বিভিন্ন মন্তব্য, বইয়ের সমালোচনা আর বিভিন্ন জনের সাক্ষাৎকার। যখন তিনি নিজের প্রয়োজনীয় বই খুঁজে পেলেন তখন তিনি গেলেন সাধারণ লাইব্রেরী বিভাগে। সেখানে বই নিয়ে তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন মনোযোগ দিয়ে। এখানে যে কটা বই পাওয়া গেল সেগুলো হলো যথাক্রমে অ্যান্টনী মকলারের 'ভাড়াটে সৈনিকদের ইতিহাস' এবং মাইক হোরের লেখা 'কঙ্গোর ভাড়াটে সৈনিকেরা।' এছাড়া আরও একটা বই; প্রতি মিনিটের কামান ছোঁড়ার হিসেবের ওপর লেখা। এর ঠিক এক সপ্তাহ পরে অসংখ্য টুকরো বিষয়ের ওপর থেকে একটা নাম ভেসে উঠলো। এই ভদ্রলোক তিন তিনটে অভিযানে বেরিয়েছিলেন। লেখকদের মতে এই ভদ্রলোকই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর সম্পর্কে দুধর্ষ লেখকরাও বেশ সচেতন হয়ে লিখেছেন। তিনি কাউকে কোনোরকম সাক্ষাৎকার দেননি। কোনো ফাইলে তার কোনো ফটো নেই। কিন্তু ভদ্রলোক ইংরেজ। মার্ক স্যাণ্ডারসন মনে মনে ভাবলেন, এই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই লন্ডনের কোথাও থাকেন। ব্যাপারটা তিনি নিজেই আন্দাজ করে নিলেন।

কয়েক বছর আগে যখন তিনি একটা কোম্পানী কিনেছিলেন যার সম্পত্তি খুব সামান্যই ছিল। স্যাণ্ডারসন সেই সময়ে অন্যান্য কমার্শিয়াল ফার্মের একটা লিষ্ট যোগাড় করেছিলেন তাতে একজন সিগারেট ব্যবসায়ীর নামও ছিল। এছাড়া একটা ফিল্ম প্রসেসিং কোম্পানী আর একটা বই সংক্রান্ত এজেন্সীও ছিল। এদেরকে তিনি কখনো গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। এই সেই এজেন্সী যাদের কাছে এক লেখকের ব্যক্তিগত ঠিকানা ছিল। সেই বইটা উনি লাইব্রেরীতেই দেখেছিলেন। যে আসল প্রকাশক তাতে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। কারণ ওই ঠিকানাটাও একই ছিল।

এবারে স্যাণ্ডারসন সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, নিজের মিথ্যে পরিচয় দিলেন তিনি নিজেবে প্রকাশক বলে। লোকটি শীর্ণকায়। জ্ঞানত স্মৃতিকে সম্বল করেই দিন কাটাচ্ছেন। ওকে দেখামাত্র সেই প্রাক্তন ভদ্রলোক কর্মী ভাবলেন যে, নিশ্চয়ই কোনো রয়্যালিটির ব্যাপার আছে, যখন তিনি শুনলেন, এসবের কোনো ব্যাপার নেই তখন পরিষ্কারই তিনি অসন্তুষ্ট হলেন বোঝা গেল। স্যাণ্ডারসন ওকে অর্থের প্রলোভন দেখাতে ভদ্রলোকের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

স্যাণ্ডারসন ওর কাছে নিজেকে মিঃ জনসন বলে পরিচয় দিলেন। নিজের কর্মের বিষয়ে জানালেন, ওকে, বললেন, তারা শুনেছেন যে কিছু প্রাঞ্জল লেখক নিজেরাই নিজেদের গল্প প্রকাশের কথা ভাবছেন। তাদের অন্য কোনো সংস্থাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। একমাত্র সমস্যা এক বিশেষ ব্যক্তির...।' এরপর সেই ভদ্রলোক যখন নামটা শুনলেন তখন ঘাড় নাড়লেন। বললেন তিনি, 'তাহলে উনি পরিষ্কার রাস্তায় আসতে চাইছেন। আমার কাছে অবাক লাগছে।'

শেষপর্যন্ত তাকে খুবই অসহায় লাগছিল। এবার তিনি ষষ্ঠবার হুইস্কিতে চুমুক দিলেন। হাতে একতাড়া নোটের বান্ডিল। তিনি একটা কাগজের টুকরোয় খসখস করে লিখে স্যান্ডারসনের হাতে দিলেন। তারপর বললেন, 'যখন উজবুকটা শহরে থাকে তখন মদ খাওয়া ছাড়া আর কিছুই করে না।' স্যাণ্ডারসন সেদিন সন্ধ্যেবেলায় জায়গাটা খুঁজে পেলেন। কার্লস কেটির পেছনের ক্লাবের ভেতরে। পরের দিন সন্ধ্যেবেলা তিনি আবার ওখানে গেলেন। ওর প্রত্যাশিত লোকটি অবশেষে এলো। স্যাণ্ডারসন ইতিপূর্বেই তার ছবি দেখেছিলেন। একজন ভাড়াটে কর্মীর সংকলনের বর্ণনা অনুযায়ী। নামটা করতেই মদের দোকানের পরিবেশক স্বীকৃতি জানালো। ভদ্রলোকের পা দুটো বেশ লম্বা। চওড়া কাঁধ আর বেশ সুস্থ সবল মনে হচ্ছিল। বারের ঠিক পেছনের দিকেই একটা আয়না ছিল। স্যাণ্ডারসন তার ভেতর দিয়েই লক্ষ্য করলেন ওকে। গোমড়া মুখে তিনি বীয়ার খাচ্ছিলেন। এরপর স্যাণ্ডারসন সেই লোকটিকে অনুসরণ করলেন। ওখান থেকে চারশো গজ দূরে একটা ফ্ল্যাটে তিনি থাকেন।

এরপর তিনি গিয়ে তার দরজায় ধাক্কা দিলেন। দশ মিনিট পরে রাস্তার আলোটা জ্বলে উঠলো। তারপর সেই ভদ্রলোককে স্বল্প পোশাকে দেখা গেল। স্যাণ্ডারসন তাকিয়ে দেখলেন। এরপরেই হলের ভেতরকার আলো নিভে গেল। একটা বিরাট ছায়া পড়লো সামনে। করিডোরে আলো জ্বলছিল। স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলেন, 'মিঃ হিউজেস?'

এবারে ভদ্রলোক ভুরুটা ওপরে তুললেন। বললেন, 'কে আপনি?'

'আমার নাম জনসন, মাইকেল জনসন।' স্যাণ্ডারসন জবাব দিলেন। এবারে হিউজেস গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ওয়ারেন্ট কার্ড?'

'না না।' স্যাণ্ডারসন বললেন, 'আমি একজন নাগরিক। ভেতরে আসতে পারি?'

'কে তোমাকে বলেছে যে, কোথায় আমার দেখা পাওয়া যাবে?' হিউজেস ওর আগ্রহ দেখে কথাটা জিজ্ঞেস করলেন। স্যাণ্ডারসন তাকে সংবাদদাতার নামটা জানালেন। এর সঙ্গে আবার যোগ করলেন, এমন নয় যে চব্বিশ ঘন্টাই নামটা ওর মনে থাকে।

থেমে আবার বললেন, এখন অবশ্য সব সময়েই মদে চুর হয়ে থাকে। কয়েক মুহূর্তে হিউজেসের ঠোঁটের কোনো মৃদু হাসির রেখা দেখা গেল। কিন্তু তাতে কোন রসিকতার চিহ্ন ছিলনা।

হ্যাঁ। তিনি বললেন, ঠিক আছে।

তারপর মাথাটা ঝাঁকালেন। স্যাণ্ডারসন ওর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে ওর বসার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘরটা একেবারে জীর্ণ। সবকিছু এলোমেলো, লন্ডনের হাজার খানেক ভাড়া বাড়ীর যেরকম অবস্থা হয় ঠিক সেইরকম। মেঝের ঠিক মাঝখানে একটা টেবিল। হিউজেস হাত দেখিয়ে সেখানে ওকে বসতে বললেন। স্যাণ্ডারসন বসলেন, হিউজেস ঠিক তার সামনা-সামনি একটা চেয়ারে বসলেন।

'বলুন কি ব্যাপার?' হিউজেস প্রশ্ন করলেন। স্যাণ্ডারসন উত্তর দিলেন, আমি একটা কাজ করাতে চাই। চুক্তির বিনিময়ে। আমি যা বিশ্বাস করি তা সফল হবে।

'আপনি কি মিউজিক পছন্দ করেন?'

হিউজেস অভিব্যক্তিহীন চোখে ওর দিকে তাকালেন। স্যাণ্ডারসন খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন। তারপর কোনরকম ঘাড়টা নাড়লেন।

'তাহলে এখন একটু মিউজিক শোনা যাক।' হিউজেস বললেন।

তিনি উঠে পড়লেন তারপর। বিছানার এক কোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। টেবিলের ওপরে একটা পোর্টেবেল রেডিও। সুইচ অন করে তিনি অসহায়ের মতোই একবার বালিশের নীচে হাত দিলেন। তারপরই যখন স্যান্ডারসনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন তখন তার হাতে অটোমেটিক কোল্ট ৪৫ রিভলবার। এরপর তিনি গভীর ভাবে একবার নিশ্বাস নিলেন। রেডিওটার সুইচ আবার হাতে দিতেই আওয়াজ আরো বেড়ে গেল। এরপর তিনি বিছানার কাছের ড্রয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন। তখনও তার স্থির দৃষ্টি স্যান্ডারসনের ওপরে। ওখান থেকে একটা প্যাড আর পেনসিল নিয়ে টেবিলের কাছে ফিরে এলেন। তারপর একটা কাগজের ওপরে একটা শব্দ লিখলেন দ্রুত। তারপর সেটা স্যাণ্ডারসন হাতে এগিয়ে দিলেন। তাতে একটা শব্দ লেখা ছিল, নিজেকে খোলো।

স্যাণ্ডারসনের পাকস্থলীটা গুলিয়ে উঠলো। তিনি জানেন যে, এই ধরনের লোকেরা ভীষণ অসৎ হয়। হিউজেস রিভলবার দেখিয়ে ওকে উঠে পড়তে বাধ্য করলেন। স্যাণ্ডারসন সে আদেশ পালন করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে নিজের দেহের সমস্ত পোশাক খুলে ফেললেন। ওপরটা একেবারে নগ্ন। এবাবে রিভলবার দেখিয়ে নীচের পোশাক খুলতে বলা হলো তাকে। স্যাণ্ডারসন ট্রাউজারও খুলে ফেললেন। হিউজেস নিস্পৃহচোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে পোশাক পরে নিন।

তার হাতে তখনও উদ্যত রিভলবার। সেই অবস্থাতেই তিনি রেডিওর কাছে গিয়ে মিউজিকের শব্দ কমিয়ে দিলেন। তারপর ফিরে এসে বসলেন টেবিলে। স্যাণ্ডারসন এবার বললেন, 'আমার জ্যাকেটটা ছুড়ে দিন।'

সমস্ত পোশাকগুলোই আবার ওকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। জ্যাকেটটা একবার ঝাঁকিয়ে দেখে নিলেন হিউজেস। তারপর সেটাও দিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্যাণ্ডারসন আবার পোশাক পরে নিলেন। তারপর বসে পড়লেন আবার। তারই প্রয়োজনটা বেশী। হিউজেস ঠিক তার বিপরীত দিকে বসেছিলেন। টেবিলের ওপর ঠিক ডানদিকে তার রিভলবারটা রাখা। একটা ফরাসী সিগারেট ধরালেন তিনি। স্যাণ্ডারসন এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এসমস্ত করার কি প্রয়োজন ছিল? আপনি কি ভেবেছিলেন আমার কাছে কোন অস্ত্র আছে?'

হিউজেস ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়ালেন। বললেন তারপর, 'আমার দেখে নেওয়া উচিত। এছাড়া আপনি যদি আমাদের কথা বাইরে পাঠানোর উদ্যোগ করে থাকেন তাহলে যাতে আপনার মালিকের কাছে সেই রেকর্ডিং পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করতাম।'

'ও'। স্যাণ্ডারসন বলে উঠলেন। থেমে মৃদু হেসে আবার বললেন, 'আমার কাছে কোনো হার্ডওয়ারের জিনিষ কিংবা টেপরেকর্ডার কিছুই নেই। এমন কি আমাব কোনো মালিকও নেই। আমি নিজেই মালিক। মাঝে-মধ্যে অন্যের সাহায্য নিই বিশেষ প্রয়োজনে। কিন্তু আমার কাজের ব্যাপারে আমি সিরিয়াস, আমার একটা কাজের প্রয়োজন। তারজন্যে আপনাকে আমি ভালই অর্থ দেবো। খুব সতর্কভাবেই সবকিছু করি আমি। আপনার ক্ষেত্রেও আমি সেটাই চাই।'

হিউজেস এবারে জবাব দিলেন, 'এটা আমার কাছে কোনো ব্যাপার নয়।'

স্যান্ডারসনের দিকে ফিরে বললেন আবার, 'এ ব্যাপারে শক্ত মানুষদের প্রয়োজন।' স্যাণ্ডারসন এবারে বললেন, আমি কিন্তু আপনাকে চাইনা।

এই কথায় হিউজেস আবার চোখদুটো কপালে তুললেন। স্যাণ্ডারসন আবার বললেন ওকে, 'আমি কাউকে চাইনা যে ব্রিটেনে বাস করে কিংবা এখানকারই লোক। আমি নিজেই এখানেই থাকি। এটাই আমার কাছে অনেক। আমি একজন বিদেশীকে চাইছি। কারণ আমার কাজটাও বিদেশী। আমার একটা নামের প্রয়োজন। আমি তার জন্যে ভাল অর্থও দেবো।'

এরপরেই স্যাণ্ডারসন পকেট থেকে পঞ্চাশটা কুড়ি পাউন্ড নোটের একটা নতুন বাণ্ডিল বের করে টেবিলের ওপরে রাখলেন। হিউজেস সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন। চোখ দুটো মাছের মতো নিস্পৃহ। স্যাণ্ডারসন সেই বাণ্ডিলটাকে দুভাগে ভাগ করলেন। এরপর একটা ভাগ হিউজিসের দিকে ঠেলে দিলেন তিনি। আর একটা ভাগ নিজের পকেটে রেখে দিলেন। 'এরপর কাজ সফল হলে বাকীটা দেবো। প্রথমে আমাকে নামটা জানাতে হবে। তারপর কাজে নামতে হবে। চিন্তার কোনো কারণ নেই। ব্যাপারটা এমন কিছু জটিল নয়। কারণ আমার লক্ষ্য কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নন। একেবারেই সাধারণ একজন ব্যক্তি।'

হিউজেসের সামনে পাঁচশো পাউন্ড নোট পড়েছিল। সেদিকে একবার তাকালেন তিনি। কিন্তু নেবার কোনো উদ্যোগ দেখালেন না। বললেন, 'আমি একজন লোককে সম্ভবত জানি যে আমার সঙ্গে বেশ ক'বছর আগে কাজ-করেছিল। আমি এখন অবশ্য জানিনা যে, সে এখনও কাজ করছে কিনা। তবে আমি তাকে খুঁজে বের করবো।'

'আপনি তাকেই ডাকতে পারেন।' স্যাণ্ডারসন জবাব দিলেন। হিউজেস মাথাটা নাড়লেন একবার। তারপর আবার বললেন, 'আর্ন্তজাতিক কোনো ফোনের লাইন আমি পছন্দ করি না। ওখানে নানাধরনের ফাঁদ থাকে। বিশেষ করে আজকের দিনের ইউরোপে। আমি নিজেই গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করবো। এতে আরো শ'দুয়েক খরচ পড়বে।'

'ঠিক আছে। আমি রাজি।' স্যাণ্ডারসন বললেন, নাম দেবার সময়ে আমি দিয়ে দেবো।

এবারে হিউজেস জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন করে আমি জানাবো যে, আপনি আমাকে প্রতারণা করবেন না।'

স্যাণ্ডারসন জবাব দিলেন, 'চিন্তা নেই। আমি প্রতারণা করলে আপনি আমাকে ছেড়ে দেবেন না এটা আমি জানি। অবশ্য এরকম করবার প্রয়োজনও আমার নেই। মাত্র সাতশো ডলারের ব্যাপার।'

এবারে হিউজেস জিজ্ঞেস করলেন আবার, আমিতো আপনাকে ঠকাতে পারি? স্যাণ্ডারসন বললেন, 'আমি তা মনে করি না। আবারও বলছি। তবে আমার একজন শক্ত মানুষ দরকার। আমার দুটো কনট্র্যাক্ট করারও ক্ষমতা আছে। সেরকম অর্থও আছে আমার। আমি কোনরকম বিরুদ্ধ কাজ করতে চাইনা। এটাই আমার নীতি বলতে পারেন।'

প্রায় দশ সেকেন্ড ধরে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলেন একভাবে। স্যাণ্ডারসন মনে মনে ভাবছিলেন যে, আর বেশী কিছু বলাটা ঠিক হবে না। হিউজেস ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন একবার। এবারের হাসির

অর্থ কাজ করার সম্মতি। তিনি টেবিলের ওপর থেকে নোটের বান্ডিলটা তুলে নিলেন। বললেন তারপর, 'ঠিক আছে, আপনি আপনার কাজ পেয়ে যাবেন।'

সামান্য থেমে বললেন আবার, 'আমাদের একটা সাক্ষাতকারের জায়গাও ঠিক করা দরকার। সেটা আমিই করে রাখবো। সেখানেই আপনার নাম জানানোর পর পরের কাজের চুক্তি হবে। আপনি আমাকে মেলে বাকীটা পাঠিয়ে দেবেন। এছাড়া খরচের জন্যে আরো দুশো পাউন্ড আর্লকোর্ট পোষ্ট অফিসে পাঠাবেন। নাম হবে হারগ্রেভস। সাধারণ ডাকে পাঠাবেন। খামটা যেন ভালভাবে সীল করা থাকে। রেজিস্ট্রি করবেন না। যদি বিপদের আশংকা দেখা দেয় তাহলে আমার লোকই আপনাকে সাবধান করে দেবে। ঠিক আছে?' স্যাণ্ডারসন ঘাড়টা নাড়লেন, 'আমি কবে নামটা পাবো?'

'এক সপ্তাহের মধ্যে।' হিউজেস বললেন, 'কিন্তু আপনার সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করবো?'

স্যাণ্ডারসন বললেন, 'আপনাকে করতে হবে না। আমিই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।'

হিউজেসের তেমন কোনো ভাবান্তর দেখা গেলনা। বললেন, 'আমাকে যে বারে দেখেছিলেন ওই বারেই থাকবো। ঠিক রাত দশটা নাগাদ। ফোন করবেন।'

* * *

ঠিক এক সপ্তাহ পরে স্যাণ্ডারসন ওই বারে ফোন করলেন। পরিচায়ক প্রথমে ফোন ধরলো। তার কিছুক্ষণ মধ্যেই ও প্রান্ত থেকে হিউজেসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'প্যারিসের রু ম্যাণ্ডলিন বলে একটা কাফে আছে। সেখানেই আপনার কাজের লোক থাকবে। আগামী সোমবার ঠিক দুপুর বেলা আপনি ওখানে থাকবেন। লোকটা আপনাকে চিনে নেবে। আপনার হাতে যেন ফিগারেট কাগজটা থাকে। কাগজের প্রথম পাতাটা সামনের দিকে রাখবেন। সে আপনাকে 'জনসন' বলেই জানবে। এরপর আপনার ওপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। আগামী সোমবার যদি না যেতে পারেন মঙ্গলবার কিংবা বুধবার যাবেন। ওই একই সময়ে। অর্থের ব্যাপারে ওর সঙ্গে সেদিনই আপনি কথা বলে নেবেন।

'কতো লাগবে?' স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলেন।

হিউজেস জবাব দিলেন, 'আমার ধারনা পাঁচ হাজার পাউন্ড। এতেই নির্বিঘ্নে কাজ হবে।'

স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি করে বুঝবো যে, সোজাসুজি ডাকাতি করা হবেনা?'

ওপ্রান্তে হিউজেস বললেন, 'তার সম্ভাবনা নেই। কারণ ওপক্ষে জানা সম্ভব নয় যে, আপনার দেহরক্ষীরা কোথায় আছে। তাহলে.......'

ঠিক সেই সময়েই ফোনের লাইনটা কেটে গেল। ফোনটা হাতে নিয়ে একবার দেখলেন।

নির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ সোমবার ঠিক বারোটার সময়ে প্যারিসের 'রু ম্যাণ্ডলিন' কাফেতে বসেছিলেন স্যাণ্ডারসন। হাতে সেই ফিগারোট কাগজটা। সামনের দিকে প্রথম পাতাটি ওল্টানো। দেওয়ালের একেবারের ধারের একটা চেয়ারে বসেছিলেন তিনি। হঠাৎ তার সামনের চেয়ারে এসে একজন বসলো। আগে বারে একে দেখেছিলেন তিনি। লোকটা বলে উঠলো, 'মাঁসিয়ে জনসন?' এবারে কাগজটা নামলেন স্যাণ্ডারসন। তারপর মুড়ে কাগজটা পাশে রেখে দিলেন। দেখলেন লোকটাকে। লম্বাটে রোগা চেহারা। মাথার চুলগুলো কালচে ধরণের। চোখদুটোও তাই। চোয়ালের দিকটা হ্যারিকেনের মতো।

তিরিশ মিনিট ধরে ওরা কথা বললো। স্যাণ্ডারসন ওর নাম জানতে পারলেন কালর্ভি। যে শহরে লোকটা জন্মেছে সেই শহরের নামটাও জানলো। এরপর মিনিট কুড়ি বাদে স্যাণ্ডারসন দুটো ফটো বের করে লোকটার হাতে দিলেন, একটা ছবি দেখল লোকটা। মুখটা ভালই দেখা যাচ্ছে। পেছন দিকে টাইপ রাইটারে লেখা আছে, মেজর আর্চি সামার্স। ভিলা স্যান ক্রিসপিন, প্লাজা ক্যানডেরা, ওনডারা অ্যালিসেন্টে।

অন্য ছবিটা সাদা রং করা একটা ছোট ভিলার ছবি। সামনের দিকে হলুদ রঙের শাটার লাগানো। লোকটা মাথাটা একবার নাড়লো। স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলেন, বিকেল তিনটে থেকে চারটে নাগাদ পাওয়া যাবে একে। লোকটা ঘাড় নাড়লো, ঠিক আছে এতে কোনো সমস্যা হবে না।

এরপরের দশ মিনিট ওদের মধ্যে আর্থিক দেনা-পাওনা সম্পর্কে কথা হলো। সবশেষে স্যাণ্ডারসন ওকে

পাঁচশো পাউন্ড নোটের পাঁচটা বান্ডিল দিলেন, ওগুলো নিয়ে যথাস্থানে রেখে লোকটা আবার বললো, 'বিদেশী কাজ-কারবারের ব্যাপারে খরচ অনেক। এছাড়া স্প্যানিশ পুলিশেরাও বিশেষ কিছু টুরিষ্টের ব্যাপারে বাজে ব্যবহার করে।'

কথা শেষ হয়ে আসছিল। স্যাণ্ডারসন এবার ওঠার উদ্যোগ করলেন। একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কতদিন লাগবে?'

লোকটা ওর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললো, 'এক সপ্তাহ কিংবা দুই অথবা তিনও লাগতে পারে।'

'আমি শুধু কাজ শেষ হবার ব্যাপারটাই জানতে চাই। এইটুকু আমাকে জানালেই চলবে। বুঝেছ?'

লোকটা বললো, 'তাহলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার কয়েকটা উপায় বলে দিন।'

স্যাণ্ডারসন পকেট থেকে কাগজ আর পেনসিল বের করলেন। তারপর একটা নাম্বার লিখে ওর হাতে দিলেন। বললেন, 'এক সপ্তাহ সময় রইলো। তিন সপ্তাহ যদি লাগে তারপর তুমি আমাকে সকাল ঠিক সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে লন্ডনে এই নাম্বারে ফোন কোরো। কিন্তু জায়গাটা কোথায় জানার চেষ্টা কোরোনা, কেমন। কাজটা যেন সফল হয়।'

লোকটা এবারে অদ্ভুত ভাবে হাসলো। তারপর বললো, 'আমি ব্যর্থ হবোনা। কারণ আমার বাকী অর্ধেক অর্থের প্রয়োজন।'

আর একটা ব্যাপার। স্যাণ্ডারসন বলে উঠলেন, 'আমি আমার ব্যাপারে কোন রকম সূত্র রাখতে চাই না। যদি সেরকম কোনো কিছু জানতে পারি তাহলে পরিনাম কিন্তু ভয়ঙ্কর হবে।'

লোকটা এবারে হেসে উঠলো। বললো, 'আপনার প্রতিজ্ঞা আছে মঁসিয়ে জনসন কিন্তু আমারও জীবন আছে। তেমন কিছু হলে অন্ততঃ তিরিশটা বছর জেলের ঘানি টানতে হবে আমাকে। চিন্তার কিছুই নেই। কোনো চিহ্ন থাকার ব্যবস্থাই আমি রাখবো না, ভবিষ্যতে কেউ ফিরে আসবে না। কেউ না।'

স্যাণ্ডারসন চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই কালভি কাফে ছেড়ে চলে গেলো। খুব সতর্ক হয়ে দেখে নিলো কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। শেষে শহরের একেবারে মাঝখানে আর একটা কাফেতে গিয়ে ঢুকলো। সেখানে কাটালো অন্ততঃ ঘন্টা দুয়েকের মতো। জুলাই মাসের রোদের প্রচণ্ড তাপ। ওর মাথার মধ্যে শুধু কাজটা শেষ করার চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিল। চুক্তি অনুযায়ী ও কাজটা নিল বটে। কিন্তু বেশ সমস্যা আছে। একটা অচেনা নির্দোষ লোককে সোজাসুজি শিকার করতে হবে। এখন স্পেনে রিভালবার নিয়ে নিরাপদে প্রবেশ করাটাই আসল সমস্যা। এটাকে নিয়ে ও প্যারিস থেকে বার্সিলোনা পর্যন্ত ট্রেনে যেতে পারে। তারপর অবশ্য কাষ্টম্‌স চেকিং-এর ভয় আছে। এখন ও যদি কোনোভাবে ধরা পড়ে যায় তাহলে ফরাসী পুলিশের বদলে স্পেনীয় পুলিশের হাতে পড়বে। ওদের দৃষ্টিভঙ্গী আবার একটু পুরনো ধাঁচের। প্লেনের ব্যাপারটাতো চিন্তাই করা যায়না। আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাসবাদের দৌলতে ওরলি বিমান বন্দরেতো প্রায় প্রতি মিনিটেই আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যাপারে চেকিং হচ্ছে। স্পেনের সঙ্গে ওর পুরনো যোগাযোগ এখনো অবশ্য আছে। অ্যালিস্যান্টে আর ভেলেনসিয়ার মাঝামাঝি সমুদ্র উপকূলে কাটায় এরকম লোকেরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সমস্ত ব্যাপারটাই ও মন থেকে মুছে ফেললো। অন্য কোনো লোকের মাধ্যমে কাজ নাও হতে পারে। জানাজানি হয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

শেষ পর্যন্ত কালভি চেয়ার থেকে উঠে পড়লো। কাউন্টারে বিলটা মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো। এখন কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন। ও বেরিয়েই প্রথমে স্প্যানিষ টুরিষ্ট অফিসে গেল। সেখানে এনকোয়ারীতে আধঘন্টার মতো কাটালো।

এর পরের দশ মিনিট কাটালো লা ইবেরিয়া এয়ারলাইন্সের অফিসে। এরপর ওখান থেকে একটা বইয়ের দোকানে গেল ও। সেখান থেকে একটা স্টেশনার্সে রু দ্য রিভোলীতে। সবশেষ নিজের ফ্লাটে ফিরে এলো ও।

সেদিন সন্ধ্যা বেলাতেই মেট্রোপল হোটেলে ফোন করলো কালভি। ভ্যালেনসিয়াতে ওটাই সবচেয়ে ভাল হোটেল। একটা রাতের জন্যে দুটো সিংগল রুম ভাড়া নিলো। পাসপোর্টে যেহেতু কালভি নামটা রয়েছে ওকে সেই নামটাই বলতে হলো। ওই নামেই হোটেলের ঘর বুক করলো ও। এছাড়াও প্যারিস থেকে ভ্যালেনসিয়ার রির্টান এয়ার টিকিট কাটালো। নির্দিষ্ট হোটেলে ও সন্ধ্যেবেলা গিয়ে পৌঁছবে। ঠিক পরের দিন সন্ধ্যাবেলা আবার

প্যারিসে ফিরে আসবে।

ভ্যালেনসিয়া থেকে যখন টেলিফোন এলো কালভি তখন ইতিমধ্যেই হোটেলে কনফারমেশানোর জন্যে চিঠি পাঠিয়েছে। খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে লেখা। এরই মধ্যে ওকে ভ্যালেনসিয়াতে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

এবারে ওকে একটা বই-এর অর্ডার দিতে হবে, স্পেনের ইতিহাস। বইটা ওকে হোটেলের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবার জন্যে বলা প্রয়োজন।

কালভি একটা ব্যাপার ভাবলো। যখন ওর সেই বইটা হোটেলে নিজের প্রকৃত নামে গিয়ে পৌঁছবে সেই মুহূর্তে ও আবার যদি গিয়ে বইয়ের খোঁজ করে তাহলে বিপদ হবার সম্ভাবনা, ক্লার্ক সন্দেহ করতে পারে। অবশ্য তখন ও পালানোর সময় পাবে। যদি অবশ্য ধরা পরেই যায় তাহলে বললেই হবে বন্ধুর জন্যে বইটা নেওয়া হয়েছে, এ ব্যাপারেও কিছু জানে না, সামান্য পরে পৌঁছলে ক্ষতি নেই, চিঠিটা লেখার পরে ও বাঁ হাতে নিজের নাম কালভি সই করলো। তারপর বন্ধ করলো, শেষে পোষ্ট করার জন্যে স্ট্যাম্প লাগালো। এরপর ওর বইয়ের কাজ বাকি, ওটা ও বিকেলেই কিনেছে স্পেনের ইতিহাস। বেশ দামী বই। আকারেও মোটা। ভেতরের পাতাগুলোও ভাল। ভেতরে আবার কতকগুলো ছবিও আছে।

প্রথমেই বইয়ের কভার দুটো উলটো দিকে মুড়ে একটা ইলাস্টিক ব্যান্ড দিয়ে দুটোকে আটকে রাখলো। বইএর ভেতরকার চারশো পাতা একটা ব্লকের মতো করে রান্নাঘরের টেবিলের কিনারায় রাখলো। কাঠের মিস্ত্রীর ব্যবহার করা দুটো সাঁড়াশির মতো জিনিস দিয়ে আটকানো হলো ওটাকে।

এরপর একটা ধারালো ছুরি নিয়ে সে বইএর ওপরে নিজের কারুকাজ আরম্ভ করলো। এই ছুরিটা ও সদ্য কিনেছে। প্রায ঘন্টাখানেক চেষ্টার পর দেড় ইঞ্চি স্কোয়ারের মতো একটা জায়গা বা গর্ত করলো। সবশেষে যে গর্ত দাঁড়ালো মোট সাত ইঞ্চি লম্বা ছয় ইঞ্চি চওড়া। আর তিন ইঞ্চি গভীর। এরপর ও তার ভেতরে মোটা করে আটা লাগালো। এই আঠা এখন শুকোনো দরকার। পর পর দুটো সিগারেট খেলো কালভি। আঠাটা শুকিয়ে যাবার পরে বেশ শক্ত হলো। এখন আর বইয়ের চারশো পাতা খোলা একেবারেই সম্ভব নয়। এরপরে ও একটা ফোম রাবারের গদিকে ঠিক সাইজ মতো কাটলো। সেটাকে ঢুকিয়ে দিলো ওই গর্তের মধ্যে, বইয়ের কাটা কাগজগুলো ও রান্নাঘরের দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করে দেখলো দেড় পাউন্ডের মতো হয়েছে।

এরপর আসল কাজ। ওই নরম রাবারের গর্তের মধ্যে ও একটা ছিমছাম ব্রাউনিং 'ন' মিলিমিটার অটোমেটিক রিভলবার রাখবে। মাস দুয়েক আগে বেলজিয়ামে এটা কিনেছিল ও। এর আগেরটা ছিল কোল্ড ৩৮। কাজ শেষ হবার পরে সেটাকে ও ক্যানালের জলে ফেলে দিয়েছিল। কালভি এদিক থেকে খুবই সতর্ক। দুবার একই ধরনের রিভলবার ও কখনোই ব্যবহার করে না।

এবারে সাইলেন্সারটা ঢোকাতে প্রয়োজন। অটোমেটিক সাইলেন্সার একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট হয় না। এক ধরনের শব্দ হতে পারে। অটোমেটিকসে, রিভলবারের মতো এর পিছন দিকটা নিখুঁত হয় না। যে মুহূর্তে ব্যারেল দিয়ে বুলেট বেরোয়, সেই মুহূর্তে অটোমেটিকসের জ্যাকেট পেছনদিকে সরে আসে। কার্টিজ বেরিয়ে যায়। তখন আবার নতুন করে কার্টিজ ঢোকাতে হয়। এই জন্যেই এর নাম অটোমেটিকস, তবে সেকেন্ডর ভগ্নাংশের মধ্যে যে মুহূর্তে পেছন দিকটা খুলে যায়, ব্যবহৃত শেলটা বেরোবার জন্যে, ঠিক তখনই ওই খোলা জায়গা দিয়ে বিস্ফোরনের অর্দ্ধেক শব্দ শোনা যায়। এক্ষেত্রে সাইলেন্সারের কাজ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। কালভি এজন্যে রিভলভারই বেশী পছন্দ করে। তাতে এসব ঝামেলা থাকে না। এই বইয়ের গর্তের মধ্যে ফ্ল্যাটগান ছাড়া অন্য কিছু ঢোকানো একেবারেই সম্ভব নয়।

এরপরপ কালভি ব্রাউনিংএর অন্যান্য অংশের পাশে সাইলেন্সারটা রাখলো। এই জায়গাটা সাড়ে ছ ইঞ্চি লম্বা। পেশাদার কর্মী হিসেবে ও সবকিছুই জানে।

কালভি সেই রাবারের কুশনের ভেতরে পরপর আঁচটা অংশ রাখলো। এর মধ্যে ম্যাগাজিন তার সাইলেন্সারও ছিল। ব্যাপারটা ঠিকভাবে আটকাচ্ছিল না। তখন ও অটোমেটিকের হ্যান্ডেলের সঙ্গে ম্যাগাজিনটা আটকে দিলো। এতে অনেকটা জায়গা পাওয়া যাবে। সমস্ত কাজটা ঠিকভাবে করতে ওর মাঝ রাত লেগে গেল। ব্রাউনিং ভালভাবে বসলো সেই বই-এর গর্তের ভেতরে। সবকিছু ঢুকিয়ে তার ওপরে কালভি আবার একটা পাতলা রবারের ঢাকা

দিলো। তারপর সেই কভার দিয়ে বইটাকে আবার ঠিকমতো আটকে দিলো। ভেতরে আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হল ভালোভাবে। এরপর ঘন্টাখানেক বইটা মেঝের ওপর রেখে টেবিলটা উলটে ওর ওপরে চাপ দেওয়া হলো। শেষপর্যন্ত বইটা দাঁড়ালো একটা শক্ত ব্লকের মতো। এখন এটাকে খুলতে গেলে একটা ছুরির প্রয়োজন। সবশেষে বইটাকে আবার ওজন করলো ও আসল ওজনের চেয়ে তা খুব সামান্যই বেশী। এরপর একটা পলিথিনের খামের ভেতরে সেই স্পেনের ইতিহাসকে ঢোকালো। বিভিন্ন বড় প্রকাশকেরা বইকে ধুলা ময়লা কিংবা অন্যভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্যে এই ধরনের পলিথিন খাম ব্যবহার করে। ভাবভাবেই আটকে গেল বইটা। এরপর ভালভাবে খোলা মুখটা আটকে গ্যাস ষ্টোভের ওপরে রাখলো ও। এবারে সেটা ভালভাবে আটকে যাবে।

যদি কেউ এটাকে খোলে তাহলে একটা সাধারণ বই দেখে আবার নিশ্চয়ই বন্ধ করে দেবে। এই পার্শেলের ওপরে সন্দেহ করার কোনো কারণই থাকতে পারবেনা।

এরপর ও সে বইটা আবার বড়ো খামের মধ্যে রাখলো। এইধরণের খামেই বই পাঠানো হয়ে থাকে। মুখটা আটকানো হলো একটা সাধারণ ধরণের ক্লিপ দিয়ে। এতে এটাকে খুবই সাধারণভাবে খোলা যাবে। এরপর ও সেই খামের বাঁপাশে একটা নাম করা বইয়ের দোকানের লেবেল এটে দিলো। তারপর নিজের নাম তার ঠিকানাটা খামের ওপরে লিখলো।

মসিয়ে আলফ্রেড কালভি। হোটেল মেট্রোপল, ক্যালে দ্য জাতিভা, ভ্যালেনসিয়া, স্পেন। এরপর ও খামের ওপরে প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প লাগালো। ব্যস্ সব কাজ শেষ।

* * *

পরের দিন সকালবেলা ও এয়ার মেলে একটা চিঠি পাঠালো। প্যাকেটটা পাঠালো ডাকে। এটা ট্রেনে যাবে। দশদিন অন্ততঃ দেরী হবেই।

ইবেরিয়া ক্যারাভেল ক্যাসো-দা-ম্যানিসেস এ যখন পৌঁছলো তখন সূর্য ডুবে যেতে বসেছে। এখনও বেশ ভয়ঙ্কর রকমের গরম লাগছিল। জনা তিরিশেক যাত্রী তাদের বেশীর ভাগই প্যারিসের বাসিন্দা তারা এখানে ভিলার মালিক। তারা বেশ কয়েক সপ্তাহ অবসরের জন্যে এসেছে। কাস্টমস শেডের সামনে ওদের ব্যাগেজগুলো রাখা আছে।

ক্যালভির হাতে ছিল একটা মাঝারি আকারের সুটকেশ। এটা হাত ব্যাগেরই মতো। এটা খোলা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছিল ভালভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। ব্যাগটা নিয়ে ও এয়ারপোর্ট বিল্ডিং এর বাইরে এলো, বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। ও এয়ারপের্টের কারপার্কের দিকে তাকালো, বিরাট জায়গা। বড়ো বড়ো গাছপালা। সেই গাছপালার নীচে বেশ কয়েকটা গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছে যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়ানো। ও পরের দিন সকালেই ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এগিয়ে গিয়ে ও গাড়ীতে উঠলো। এখন শহরে যাওয়া দরকার।

হোটেলের ক্লার্ক একটু বেশী মাত্রায় সহানুভূতি সম্পন্ন। কালভি গিয়ে নিজের পরিচয় দিলো। পাসপোর্টটাও দিলো হাতে। ডেস্ক ক্লার্ক এবারে আগের বুকিংএর ব্যাপার দেখতে আরম্ভ করলো। কনফারমেশান লেটার মিঃ এম. কালভির লেখা। এরপর লোকটা পেছনের অফিস থেকে একটা বইয়ের প্যাকেট নিয়ে এলো। এবারে সাবধান হওয়া দরকার। ও জানালো দুর্ভাগ্যবশত ওর বন্ধু কালভি ও'র সঙ্গে আসতে পারেনি। কিন্তু লোকটা বিশ্বাস করে প্যাকেটা দিলোনা ওকে, এবারে ক্যালভি দুটো ঘরের বিলই মিটিয়ে দেবার কথা বললো পরের দিন সকালে। তার সঙ্গে একটা চিঠিও দিলো যাতে লেখা, ওর বন্ধু কালভি ওকে ওর প্যাকেটটা নেবার জন্যে বলেছে। ক্লার্ক ভদ্রলোক একবার চিঠিটা দেখলো। ভুরুটা কোঁচকালো। তারপর প্যাকেটা দিয়ে দিলো ওর হাতে।

সেটা নিয়ে ও প্রথমেই নিজের ঘরে ফিরে এলো। ঘর বন্ধ করে একটা ছুরি বের করে বইটা কাটলো। ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ওর আকাঙ্খিত বস্তু। সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা পরখ করলো ও। এরপর বিভিন্ন অংশগুলো জোড়া দিতেই একটা পুরো রিভলবার ওর হাতে চকচক করতে লাগলো। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর চোখ দুটো। গুলি বেরোবার সময় সামান্য শব্দ হবে। তা হোক, দশ ফুট দুর থেকে মাথা লক্ষ্য করে ছুটে যাবে সেই মৃত্যুবান। আজ পর্যন্ত যতোগুলো কাজ কালভি করেছে তার কোনোটাই দশ ফুটের বেশী দূর থেকে ও করেনি।

এবারে ওয়ারড্রোবের নিচের দিকে রিভলবারটাকে রেখে ও চাবি দিয়ে দিলো। চাবিটা রেখে দিলো নিজের পকেটে। তারপর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খেতে আরম্ভ করলো। হোটেলের বাইরের দিকটা দেখতে দেখতে ও ভাবতে লাগলো সামনের দিনটার কথা। ঠিক নটা নাগাদ ও নীচে নেমে এলো। পরনে কালচে ধূসর রঙের স্যুট। প্যারিসের নামী টেলার্সের তৈরী। এই হোটেল আর পরিবেশের সঙ্গে ভালই মানিয়ে গেছে। বেরিয়ে পড়লো ও। রাতের ডিনার খেয়ে ও যখন ঘুমোবার উদ্যোগ নিলো তখন মাঝরাত অতিক্রম করে গেছে। হোটেলে ক্লার্কের কাছ থেকে ও আগেই জেনে নিয়েছিল যে, মাদ্রিদের একটা প্লেন সকাল আটটায় ছাড়বে। ছ'টার সময় ওকে ডাকবে কথা বলে দিয়েছে ও।

পরের দিন ঠিক সকাল সাতটা নাগাদ ও প্রস্তুত হয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো। এয়ারপোর্টে যাবার জন্যে উঠলো একটা ট্যাক্সিতে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলো ডজন খানেক গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। ও দাঁড়িয়ে ভাল করে গাড়ীর নাম্বার আর ড্রাইভারের মনোভাব একবার দেখে নিলো। সাতটা গাড়ীতে ড্রাইভার ছাড়া কোনো যাত্রী ছিল না। প্রত্যেকেরই পরনে 'বিজনেস স্যুট'। মাদ্রিদে যাবার যাত্রীরা এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল। কালভি সবকিছু ভাল করে দেখতে লাগলো। হঠাৎ দেখলো ও চারজন গাড়ীর ড্রাইভারও এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ও নিজের লেখা নোটটা দেখলো। তাতে তার পছন্দের গাড়ীর নাম লেখা সিমকা, মার্সিডিজ, জাগুয়ার আর একটা ছোট্ট আকারের স্প্যানিশ সীট। এটা স্থানীয় নাম। আসলে গাড়ীটা হলো ফিয়াট ছশো।

শেষ পর্যন্ত প্লেন যখন আকাশের যাত্রা শেষ করলো কালভি এগিয়ে গেল পুরুষদের ঘরের দিকে। সেখানে ও পোশাক পাল্টালো। ক্রীম রঙের একটা জিনস পরলো। তার সঙ্গে হালকা নীলচে একটা স্পোর্টস সার্ট। আর একটা গাঢ় নীল রঙের উইন্ডব্রেকার। জিনিষটা নাইলনের তৈরী। এবার রিভলবারটাকে একটা তোয়ালে দিয়ে জড়ালো। তারপর সেটাকে একটা এয়ার লাইন ব্যাগের মধ্যে পুরে নিলো।

সুটকেসটাও একবার দেখে নিলো ও। প্যারিসের সন্ধ্যেবেলাব বুকিং-এর টিকিটটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিলো একবার। তারপর কারপার্কিং-এর দিকে এগিয়ে গেল।

যে গাড়ীতে গিয়ে বসলো ও সেটা স্পেনের খুবই সাধারণ গাড়ী। দরজাটা এতোই আলগা যে, যেকোনো চোর অনায়াসেই ঢুকে পড়তে পারে। যখন ও অপেক্ষা করছিল তখন দুজনকে ও গাড়ী চালিয়ে আসতে দেখলো। ওরা দুজন চলেও গেল। ঠিক তখনই ও গাড়ী থেকে একটা ছোট লালরঙের মুগুর বের করলো। একটা লোহার পাইপ বের করে সেটা দরজার হাতলের সঙ্গে লাগালো। তারপর নীচের দিকে চাপ দিতে লাগলো। ডালাটা খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। ভেতর থেকে এরপর হুডটা খুললো ও। তারপর গাড়ীর পজিটিভ ব্যাটারী টার্মিনাল থেকে স্টাটার মোটর পর্যন্ত একটা 'ওয়ার জাম্পার' আটকে দিলো। শেষে হুইলের নীচে একটা বোতাম চাপ দিতেই গাড়ী চলতে আরম্ভ করলো। ভালেনসিয়ার দিকে এগোতে লাগলো গাড়ীটা। অ্যালিস্যান্তের দক্ষিণ বরাবর নতুন সড়ক। গাড়ী স্বাভাবিক ভাবে এগোচ্ছিল।

ভ্যালেনসিয়া থেকে ওনডারা বিরানব্বুই কিলোমিটার দুরত্ব, যেতে হয় গান্ডিয়া আর ওলিভার ভেতর দিয়ে। রাস্তার মাঝখানে কমলালেবু চোখে পড়ে বেশী। খুব স্বাভাবিক ভাবেই চালাচ্ছিল কালভি। ঘন্টা দুয়েক লাগলো। ভোরের সূর্যলোকে সমস্ত উপকূলটা যেন ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। দীর্ঘ ফিতের মতো সোনালী রঙের বালির ওপরে পড়ে থাকা বাদামী দেহগুলোকে এক একটা বিন্দুর মতো দেখাচ্ছিল। ভিজে পোশাকের সাঁতারুরাও সারি বেঁধে পড়ে আছে। উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়ছিল। একটুও হাওয়া নেই। সমস্ত সমুদ্র উপকূল জুড়ে এক ধরনের অস্পষ্ট কুয়াশা ছড়িয়ে আছে।

ওনাডারাতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কালভি পালমেরা হোটেল অতিক্রম করে গেল। এখানেই এক সময়ে ও.এ.এসে-র প্রধান এবং প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল রাউল স্যালান থাকতেন। কালভির সেটা এখনো মনে আছে। এখানে থেকে প্লায়া ক্যালডেরা জায়গাটা কোথায় জিজ্ঞেস করতে অনেকেই বলে দিলো। কেনো অসুবিধেই হোলো না। শহর থেকে জায়গাটা মাইল দুয়েক দূরে। সারি সারি এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে থাকা ভিলার ভেতর দিয়ে ওর গাড়ীটা এগিয়ে যাচ্ছিল তীব্রবেগে। এই বাড়ীগুলোতে বেশীর ভাগই দেশত্যাগী মানুষদের বাস। দুপুরের

আগেই ও খুঁজতে আরম্ভ করলো সাত ক্রিসপিন ভিলা। অনেকটা পুরোনো ফটোগ্রাফের মতো অস্পষ্ট ভাবে সেটা স্মৃতিতে আছে ওর। ও ভাবলো, নিশ্চয়ই কেউ বলতে পারবে। খুঁজে নিতে শেষ পর্যন্ত কোনো অসুবিধা হবে না।

একটা বাজতে আর সামান্য বাকি। ভিলাটা তখনও খুঁজছিল। হঠাৎ ওর চোখে পড়লো হলুদ রঙের কিছু শাটার। সাদা রঙ করা টেরাকোটার দেওয়ালগুলো দেখতে পেলো ও। সামনের গেটের পিলারের মধ্যে টালি দিয়ে সাজানো। সেখানেই নাম লেখা, ওখান থেকে অন্ততঃ দুশো গজ দূরে গাড়ীটা থামালো ও। নেমে কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘোরাফেরা করলো ও। ওর ব্যাগটা হঠাৎই গিয়ে ধাক্কা লাগলো একজন ট্যুরিষ্টের কাঁধে। ভিলার পেছন দিকে প্রবেশ পথের দিকে এগোতে লাগলো ও। এটাই সহজ। যে মাটির রাস্তার ওপরে ভিলাটা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে একটা ছোট আকারের ফুটপাত। তার পাশেই অনেকগুলো বাড়ী। ঠিক তার পেছনেই পরপর অনেকগুলো কমলালেবুর গাছ। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ও দেখতে লাগলো ভিলাটা। একটা ছোট বেড়া দিয়ে কমলা লেবুর বাগানটা অন্য অংশের সঙ্গে আলাদা করে রাখা। ভিলার পেছন দিকেও হলুদ রঙের শাটার লাগানো। অবশেষে মানুষটার দিকে নজর গেল ওর। অলস গতিতে হাতে একটা জলের পাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পেছন দিককার বাগান থেকে এক তলার ঘর জুড়ে সারি সারি ফরাসী ধাঁচের জানলা লাগানো। সব জানলাগুলোই খোলা। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও যাতে একটু বাতাস ভেতরে আসে তাই এই ব্যবস্থা। কালভি হাতঘড়ি দেখলো একবার। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। ও এবার ভিলা ছেড়ে ওনডারার দিকে এগোলো।

ক্যালেডক্টর ফ্লেমিং-এ বার ভ্যালেনসিয়াতে তিনটে পর্যন্ত ও বসে কাটালো। বাগদা চিংড়ি ভাজা একটা বড়ো প্লেট আর দু'গ্লাস এখানকার সাদা মদ নিয়ে ও খাচ্ছিল। খাওয়ার পর খানিকক্ষণ বসলো, তারপর দাম মিটিয়ে দিয়ে বার ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

গাড়ী চালিয়ে প্লায়ার দিকে ফিরতে লাগলো ও। ঠিক তখনই মেঘে ঢেকে গেল আকাশ। দূরের সমুদ্র অন্ধকার হয়ে গেল। বৃষ্টি আসবে এখনই। এক ধরনের অস্পষ্ট বাজ পড়ার শব্দ তেলের মতো মসৃণ সমুদ্রের জলের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো ক্রমশঃ। এই জুলাই মাসের মাঝামাঝি কাসাব্ল্যাংকায় এরকম ধরনের আবহাওয়া খুবই অস্বাভাবিক। কমলালেবুর গাছগুলোর সামনের রাস্তার ওপরে ও গাড়ীটাকে পার্ক করলো। কোমরের বেল্টের মধ্যে সেই ঘুমিয়ে থাকা রিভলবারটা আর একটু গুঁজে নিলো ও।

নিজের উইন্ডব্রেকারটাকে গলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলো চেন টেনে। তারপর গাছগুলোর দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। জায়গাটা একেবারে নিশ্চুপ। কিছুক্ষণ থাকার পরে ও গাছের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বাগানের ঐ নিচু বেড়ার দিকে এগলো। এই গরমে দুপুরবেলায় সবাই ঘুমোচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়ার শব্দ ভেসে এলো কালভির কানে। চাতালের দিকে এগোতেই ওর কাঁধে বৃষ্টির বড়ো ফোঁটা এসে পড়লো। দ্রুত ও সেই ফরাসী ধাঁচের জানলার কাছে গিয়ে পৌঁছোলো। ছাদের টালির ওপরে বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ ক্রমশঃই বাড়ছে। মনে মনে খুশী হলো কালভি। নিঃশব্দে কাজ হবে। কেউ শুনতে পাবে না।

ও ভিলার ভেতরে ঢুকল। সামনেই ঘর, সেই ঘরের ভেতর দিয়ে ও বসার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। টাইপ রাইটারের শব্দ শোনা যাচ্ছে। খুব সতর্কভাবে কালভি রিভলবার বের করে লাউঞ্জের ঠিক মাঝখানে দাঁড়ালো। সেফটি ক্যাচে হাত রাখলো। তারপর এগোলো সামনের দিকে। পড়ার ঘরের দরজা তখন খোলা।

মেজর আর্চি সামার্স ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি শুধু দেখলেন দরজার সামনে একজন অপরিচিত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করবার চেষ্টা করলেন। আগন্তুকে হাতের দিকে তাকাতেই তার মুখ দিয়ে একটু অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো। বাইরে সজোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। পলকের মধ্যে দুটো মৃদু শব্দ শোনা গেল। পর পর দুটো বুলেট আর্চি সামার্সের বুকের ভেতর গিয়ে প্রবেশ করলো তখনই। তৃতীয়টা একটু নীচু হয়ে তার মাথা ভেদ করে ঢুকে গেল। এই আঘাত অনুভব করার চেতনা তখন তার ছিল না। ক্যালভি এগিয়ে গিয়ে সামান্য নীচু হয়ে আর্চির কাছে গিয়ে ওর কব্জির নাড়ীটা পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলো। সাবধানে মুখটা একবার তুললো। ঠিক তখনই ও দেখতে পেলো বসার ঘরের ঠিক দরজার সামনে........।

পরের দিন সন্ধ্যে বেলা। রুমায়োলিন বারে দুজন মুখোমুখি বসেছিল। একজন খুনী অপরজন মক্কেল। ক্যালভি ভ্যালেনসিয়া থেকে ফিরেছিল সেদিনই মাঝরাতে।

তারপর ভোরবেলা ফোনে খবরটা জানিয়েছিল ওকে। স্যাণ্ডারসন শোনা মাত্রই রওনা হয়েছিল। টেবিলে বসে বাকী পাঁচহাজার ডলার স্যাণ্ডারসন যখন ক্যালভির হাতে তুলে দিচ্ছিলেন তখন ওর হাতটা কাঁপছিল। মুখটা রীতিমতো নার্ভাস। ওর প্রাপ্য ওর হাতে দেবার সময়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কোনো অসুবিধে হয়নি তো?'

ক্যালভি এবার মৃদু হাসলো, তারপর শান্তভাবে মাথাটা নাড়লো। বললো, 'না, খুব সহজেই কাজটা মিটেছে। আপনার মেজর খতম। তিনটে বুলেট খরচ হয়েছে ওর পেছনে। দুটো বুকে আর একটা মাথায়।'

—কেউ তোমাকে দেখতে পায়নি তো? জিজ্ঞেস করলেন তিনি আবার, 'কোনো সাক্ষী নেই?'

—না। বলে ক্যালভি উঠে দাঁড়ালো। ডলারের নোটগুলো বুক পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো সাবধানে। তারপর বললো, শেষের দিকে অবশ্য সামান্য বিপদে পড়েছিলাম। খুব জোর বৃষ্টি হচ্ছিল। মেজরের নাড়ীটা যখন দেখছিলাম ঠিক তখনই একজন আমাকে দেখতে পায়।'

স্যাণ্ডারসনের দু'চোখে তখন আতঙ্ক। বললেন তিনি, 'কে?'

এক মহিলা।

স্যাণ্ডারসন আঁতকে উঠলেন, 'লম্বা, কালো চুল?'

জবাব দিলো ক্যালভি, 'হ্যাঁ, দেখতে খুবই সুন্দরী।'

বলেই ক্যালভি দেখতে পেলো ওর মক্কেলের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দু'চোখে ভয়ের ছাপ। ক্যালভি সামান্য এগিয়ে স্যাণ্ডারসনের কাঁধে হাত রাখলো। তারপর বললো, 'ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই মঁসিয়ে।'

তারপরপ সামান্য থেমে কুটিল হেসে বললো আবার, 'ভয় নেই, কেউ আর ফিরে আসবে না। কেউ না, আমি ওই মহিলাকেও শেষ করে দিয়েছি।'

দ্য এম্পারার

মিসেস মারগেট্রয়েড বলে উঠলেন,'ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা।' ট্যাক্সির মধ্যে তার স্বামী পাশেই বসেছিল। মুখের অভিব্যক্তিতে কিছুটা লজ্জার রেখা। সেটা লুকোবার চেষ্টা করলেন তিনি। মিসেস মারগেট্রয়েডের কথার ধরনটাই এরকম। কত ভালভাবে চলেছে সেটা ওর কাছে মোটেই বড় ব্যাপার নয়। এডনা মারগেট্রয়েড সারা জীবন ধরেই একটার পর একটা অভিযোগের পাহাড় তৈরী করে গেছেন বলা যায়। সীমাহীন অতৃপ্তি তার। অবিশ্রান্ত অন্যকে উত্যক্ত করাটাই তার বরাবরের অভ্যেস।

ড্রাইভারের পাশেই বসেছিলেন মারগেট্রয়েড কোম্পানীর একজন তরুণ একজিকিউটিভ। সম্প্রতি এক সপ্তাহ ছুটি পেয়েছেন তিনি। এই ছুটির খরচ কোম্পানি অর্থাৎ ব্যাঙ্কই যোগাবে। অফিসে তার খ্যাতি একজন প্রতিশ্রুতিবান একজিকিউটিভ হিসেবে এহেন লোক চুপচাপ বসেছিলেন গাড়ীতে।

তিনি ফরেন এক্সচেঞ্জ বিভাগে কাজ করেন। এই বুদ্ধিমান যুবকের সঙ্গে অফিসের লোকেরা মাত্র বারো ঘন্টা আগে হিথরো এয়ারপোর্টে সাক্ষাৎ করেছিল। ওর আনন্দ হয়েছিল আর উৎসাহও বেড়েছিল। কিন্তু সেই আনন্দও মিসেস মারগেট্রয়েড-এর অবিরাম আক্রমণে ক্রমশ ভাঁটার দিকে এগোচ্ছিল।

মিসেসের কথায়, দেহাতি ড্রাইভারও মৃদু হাসছিল। কয়েক মিনিট আগেই ওরা হোটেলে যাবার জন্যে ওর ট্যাক্সিটা ভাড়া করেছে। সেই ড্রাইভারও এরই মধ্যে পেছনে বসা মহিলাটির মেজাজ ভালই বেঝে ও। মরিশাস একসময় দেড়শো বছর ধরে ইংরেজদের কলোণী ছিল।

এডনা মারগেট্রয়েড একবার রাগে অথবা বিদ্রুপে একনাগাড়ে বকবক করেই যাচ্ছিলেন। সেদিকে কান না দিয়ে মিঃ মারগেট্রয়েড জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। গাড়ী তখন প্লাইস্যাস এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে মাহের্বাগ-এর দিকে। এই দ্বীপের পুরোনো ফরাসী রাজধানী। এখানে বেশ কিছু ভাঙাচোরা দুর্গের দেখা পাওয়া যায়। আঠারোশো দশ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ রনতরীর আক্রমণ ঠেকাতে এই দুর্গগুলো তৈরী হয়েছিল।

মারগেট্রয়েড জানলা দিয়ে একভাবে তাকিয়েছিলেন। বাইরের দৃশ্য তাকে আকর্ষণ করছিল। তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দ্বীপে তিনি মনের আনন্দে এক সপ্তাহ ছুটি উপভোগ করবেন। এটাই তার জীবনে সত্যিকারের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার।

এখানে আসার আগে, তিনি মরিশাসের ওপরে লেখা দুটো গাইডবুক পড়ে নিয়েছেন। দুটো বই ছিল বেশ মোটা মোটা। ভেতরের বড়ো বড়ো ম্যাপও ভাল করে দেখে নিয়েছেন তিনি।

গাড়ীটা একটা আখের ক্ষেতের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে। রাস্তার ধারে ছোট আর নীচু আকারের কুটিরের সারি, ওই কুটিরগুলোতে ভারতীয়, চীনা আর নিগ্রোদের বাস। এছাড়া স্থানীয় বাসিন্দরাও আছে। সবাই পাশাপাশি একই সঙ্গে বসবাস করে। এখানে যেমন হিন্দুদের মন্দির আছে তেমনই বৌদ্ধদের সংঘরামও রয়েছে। ঠিক তার কিছুটা দূরেই আবার ক্যাথলিকদের চ্যাপেলও আছে। হিগিনস বইয়েতেই পড়েছেন যে, মরিশাস মিশ্র জাতের দেশ। এখানে অন্ততঃ গোটা ছয়েক প্রধান জাতিগত গোষ্ঠী আর চারটে বৃহৎ ধর্মসম্প্রদায়ের বাস। এই ব্যাপারটা তিনি এর আগে আর কোথাও দেখেননি। বিশেষ করে এরা যে পাশাপাশি এতো সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বাস করেছে তা তার কাছে অকল্পনীয়।

যে সমস্ত গ্রামের ওপর দিয়ে গাড়ীটা চলেছে বোঝাই যাচ্ছে অধিবাসীরা মোটেই ধনী নয়। এটাও নিশ্চিত, খুব একটা ভাল অবস্থায় ওরা নেই। কিন্তু ওদের দেখা মাত্রই গ্রামবাসীরা হাসছে আর ওদের দিকে হাত নাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। মারগেট্রয়েডও হাত নাড়াচ্ছিলেন। চারটে হাড্ডিসার মুরগীর ছানার বাচ্চা কোনো রকমে ট্যাক্সি চাপা পড়া থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারলো। এক ইঞ্চির জন্য তারা বেঁচে গিয়েছে।

হিগিনস পেছন ফিরে দেখলেন ওরা আবার রাস্তার ওপরে দৌড়োচ্ছে। প্রচণ্ড ভাবে ধূলো উড়াচ্ছিল সর্বত্রই। গাড়ীটা রাস্তার ধার বরাবর খুবই আস্তে চলতে লাগলো। হঠাৎ একটা কমবয়েসী তামিল বালক কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে পড়লো। অবশ্য রাস্তার একটু ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল ও। গায়ে সেলাই করা জামা। নিম্নাঙ্গে কিছু নেই। গাড়ীটা যখন ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল তখনও ও প্রস্রাব করায় ব্যস্ত। এরপরে প্যান্টটা হাতে করে ও আর একজনকে চীৎকার করে ডাকলো। ব্যাপারটা দেখে মিসেস মারগেট্রয়েড একধরনের ফোঁস করে উঠলেন। তারপর বলে ফেললেন যতোসব বিরক্তিকর ব্যাপার।

বলে ড্রাইভারের সামনে তিনি ঝুঁকে পড়লেন। তারপর ড্রাইভারের কাঁধে একটা আলতো করে টোকা মারলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা এই ছেলেটা টয়লেটে গেল না কেন?'

ড্রাইভার ওর কথা শুনে মাথাটা একবার নেড়েই সজোরো হেসে উঠলো। তারপর ঘুরে মিসেসের মুখের দিকে একবার তাকালো।

গাড়ী ওর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। ড্রাইভার জবাব দিলো, 'ওটাই টয়লেট।'

—তার মানে? মিসেস মারগেট্রয়েড জিজ্ঞেস করলেন। ড্রাইভার আবার জবাব দিলো, 'তার মানে ম্যাডাম, ওটাই মানে রাস্তাটাই ওদের কাছে টয়লেট।'

—হ্যাঁ, রাস্তাটাই টয়লেট। হিগিনস অর্থাৎ ড্রাইভার এবারে বলে উঠলো। কথাটা শুনেই একটা অদ্ভুত ঘৃণায় মুখটা বেঁকে গেল মিসেস মারগেট্রয়েডের। গাড়ী তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। ওদের ঠিক ডানদিকেই রাস্তাটা খাড়া উঠে গেছে। দূরে দেখা যাচ্চিল ভারত মহাসাগবের তটরেখা। সকালের সূর্য্যের আলোয় সমস্ত জায়গাটা একটা অদ্ভুত হালকা নীল রঙের মনে হচ্ছিল। উপকূলের অর্দ্ধেক মাইল দূরে একটা সাদা রেখা বরাবর চলে গেছে, ওটা সমুদ্রের ফেনা। মরিশাসের স্থলভাগের সঙ্গে ওই রেখাই সমুদ্রের পার্থক্য তৈরী করেছে। কিছুটা দুরেই শৈল শ্রেণী। ওর ভেতরের একটা ছোট্ট হ্রদ দেখা যাচ্চিল। ওখানকার জল হালকা সবুজ রঙের। ঠিক কুড়ি ফিট নীচে প্রবালের ঝাঁক পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছিল। ট্যাক্সি ক্রমশঃ আখের ক্ষেতে নামতে লাগলো, এরপর প্রায় পঞ্চাশ মিনিট কেটে গেল। ওরা তখন একটা মাছের গ্রামের ওপর দিয়ে চলেছে। ড্রাইভার তখন সামনের দিকে দেখালো। বললো, 'সামনেই হোটেল্স। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবো।' —ধন্যবাদ। মিসেস মারগেট্রয়েড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এবার। বললেন, 'আমি এরকম রিকক্তিকর অবস্থায় এর আগে পড়িনি।'

ইতিমধ্যে গাড়ীটা তখন সারি সারি পাম গাছে ঘেবা একটা লনের ওপরে এসে পড়েছে, মারগেট্রয়েড মুগ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। ড্রাইভার বললো, 'পণ্ডারস এণ্ড থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি।'

মারগেট্রয়েড মৃদু হাসলেন, 'হ্যাঁ।'

লণ্ডনের এই পণ্ডার'স এণ্ডের শহরতলীতে তিনি অফিসের গাড়ীতে একসময় কাজে আসতেন। তিনি এখানকার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ছিলেন। অবশ্য তার জন্য তিনি এই জায়গাটার ওপরে কৃতজ্ঞ তা নয়। ছ'মাস আগে এখানে একটা হালকা ইণ্ডাষ্ট্রীর ফ্যাক্টরী চালু হয়েছিল। সেই সময়ে তিনি উৎসাহের বশে ম্যানেজমেন্ট আর ওয়ার্কার দু'তরফকেই একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পরামর্শও বলা চলে। সেটা হলো খামে করে যখন মাইনে দেওয়া হয় তখন মাইনে কম অর্থাৎ চুরি হয়ে যাবার আশংকা থাকে। সেটাকে থামানোর জন্যে চেকে মাইনে নেওনাটাই সবচেয়ে ভাল। সাপ্তাহিক মাইনে এভাবে নিতে কোনো অসুবিধেও নেই। একজিকিউটিভরা এভাবেই নেয়। প্রস্তাব দেওয়া মাত্র অবাক হয়ে তিনি দেখলেন যে, বেশির ভাগই এ ব্যাপারটায় রাজী হয়ে গেল। এর ফলে ওর ব্রাঞ্চে অন্ততঃ শ'খানেক অ্যাকাউন্ট খোলা হলো। এই ব্যাপারটা অবশেষে হেড অফিসের কানে গিয়ে পৌঁছলো। তখন ওখানেই কেউ আবার প্রস্তাব দিয়েছিল, প্রভিন্সিয়াল আর জুনিয়ার স্টাফদের ইনসেনটিভ স্কীম চালু করতে। এই স্কীম অনুযায়ী উদ্বোধন অর্থাৎ প্রথম বছরেই মারগেট্রয়েড পুরস্কার পেয়েছিলেন, তার ফলেই এক সপ্তাহের মরিশাস ভ্রমণ যার সম্পূর্ণ খরচ যোগাবে ব্যাঙ্ক।

অবশেষে হোটেল সেন্ট জেরানের ঠিক পেটের সামনে ট্যাক্সিটা থামলো। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এলো দুজন মালবাহক। ট্যাক্সির ভেতর থেকে আর ছাদের ওপর থেকে তারা মালগুলো নামানোর জন্যে এসে দাঁড়ালো। মিসেস মারগেট্রয়েড তৎক্ষণাৎ গাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। এর আগে তিনি মাত্র বার দুয়েক এইরকম অ্যাডভেঞ্চার ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। একবার টেমস নদীর মোহনাতে আর একবার ছুটিতে বোগনোর-এ ওর বোনের বাড়ীতে। নেমে এসে মিসেস মারগেট্রয়েড মাল বাহকদের সঙ্গে বকবক করতে আরম্ভ করলেন। খুব কম বয়সেও তিনি এরকম ধরণের ব্যবহার করতেন যাতে মনে হয় তিনি ব্যক্তিগত জমি থেকে কিছু অংশ অন্যকে দিয়ে দিচ্ছেন।

শেষ পর্যন্ত লাগেজ আর মালবাহকদের অনুসরণ করে ওরা তিনজন বাতানুকূল হলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। মিসেস মারগেট্রয়েডের পরনে ফুলের প্রিন্ট করা পোশাক। প্লেনে আর ট্যাক্সিতে এতোদূর আসার ফলে পোশাকের অনেক জায়গা একেবারে কুঁকড়ে গেছে। হিগনস-এর পরনে ছিল ছিম-ছাম ক্রীম রঙের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পোশাক। মারগেট্রয়েড একটা শুভ্র ধূসর রঙের পোশাক পড়েছিল। রিসেপশান ডেস্কের সামনে একজন ভারতীয় ক্লার্ক দাঁড়িয়েছিল। সে ওদের দেখামাত্রই হেসে ওদের অভ্যর্থনা জানালো।

হিগিনসই সব ভার নিলো। ওদের দেখিয়ে বললো, 'এরা হচ্ছেন মিঃ এবং মিসেস মারগেট্রয়েড। আর আমার নাম হিগিনস।'

ক্লার্ক হেসে মাথা নেড়ে রিজার্ভেশানের লিষ্টটা দেখতে লাগলো। তারপর বললো, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

মারগেট্রয়েড ওর দিকে একভাবে তাকিয়ে ছিলেন। মূল হলঘর স্থানীয় পাথর দিয়ে অদ্ভুত এবড়ো খেবড়ো ভাবে তৈরী। ক্রমশঃ উঁচু থেকে নীচু। হলঘরের একেবারে মাথায় কালো রঙের মোটা কাঠের বীম। ছাদকে ওগুলো দিয়েই ভর করানো আছে। অনেকদূর পর্যন্ত সারি সারি স্তম্ভ চলে গেছে। একেবারে দুপাশে কিছু থাম হালকাভাবে আটকানো আছে যাতে হলের মধ্যে বাতাসের প্রবেশ খুব সহজে হয়। একেবারে দূরে তিনি দেখতে পেলেন এই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের সূর্য্যের প্রখর আলো। তার কানেও এলো সুইমিং পুলে সাতারুদের ঝাঁপাঝাপির শব্দ। হলের ঠিক মাঝামাঝি একটু বাঁ দিকে একটা বিরাট পাথরের সিঁড়ি একেবারে ওপরের তলার শোবার ঘর অবধি চলে গেছে। নীচের দিকে আর একটা ধনুকাকৃতি খিলান নেমে এসেছে।

রিসেপশানের ঠিক পেছন দিকেই একটা কোণে সোনালী চুলওয়ালা একজন ইংরেজ ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তার গায়ে একটা কোঁচকানো জামা আর ঢিলেঢালা রঙচঙে স্ল্যাকস।

—সুপ্রভাত। হেসে সেই ইংরেজ বলে উঠলেন। নিজের পরিচয় নিজেই দিলেন, 'আমার নাম পল জোনস। এখানকার জেনারেল ম্যানেজার।'

হিগিনস জবাবে জানালো, 'আমার নাম হিগিনস। আর এরা হলেন মিঃ এবং মিসেস মারগেট্রয়েড ।'

জোনস আবার বলে উঠলেন, 'আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এখন আমাদের সব ঘরগুলো দেখুন।'

এই সময়ে হঠাৎ হলঘরের ভেতর থেকে একজন রোগা চেহারার লোককে আসতে দেখা গেল। ছোট সর্টসের ভেতর থেকে তার কৃশকায় পা দুটো বেরিয়েছিল। গায়ে একটা ফুল আঁকা রঙচঙে শার্ট। লোকটার পায়ে কোনো জুতো ছিল না। মুখে একটা চাপা হাসি। লম্বা হাতে মদের পাত্র। মারগেট্রয়েডের সামনে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে থেমে গেল লোকটা। তারপর তাকিয়ে রইলো ওর দিকে বেশ কিছুক্ষণ। শেষে বলে উঠলো, 'হ্যালো, নতুন বুঝি?'

কথার মধ্যে এক ধরনের অস্ট্রেলিয়ান টান লক্ষ্য করা গেল। ওর সম্ভাষণে মারগেট্রয়েড প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ', এরপর একরকম বিনা আড়ম্বরেই সেই অস্ট্রেলিয়ান লোকটা বলে উঠলো, 'আপনার নামটা?'

—মারগেট্রয়েড। তরুণ ব্যাঙ্ক ম্যানেজার নিজের পরিচয় দিলেন ওকে। একটু থেমে আবার বললেন, 'রজার মারগেট্রয়েড ।'

অস্ট্রেলিয়ান লোকটা একবার মাথা ঝাঁকালো। তারপর আবার বলে উঠলো, 'কোথা থেকে আপনারা আসছেন?'

কিন্তু মারগেট্রয়েড কথাটা বুঝতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করছে।

মারগেট্রয়েড জবাব দিলেন, 'আমরা মধ্য ইংল্যাণ্ডের লোক।'

কথাটা শুনে অস্ট্রেলিয়ান লোকটা সেই মদের পাত্রটা নিজের মুখের কাছে তুলে কাত করলো। কিছুটা মদ খেয়ে একটা ঢেকুঁর তুললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ভদ্রলোক কে?'

—এর নাম হিগিনস্। মারগেট্রয়েড জবাব দিলেন, 'আমাদের হেড অফিসের লোক।'

এবারে অস্ট্রেলিয়ান লোকটা হেসে উঠলো। বার কয়েক ওদের দিকে কৌতুক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'বাঃ চমৎকার। মধ্য ইংল্যান্ডের মারগেট্রয়েড আর হেড অফিসের হিগিনস।'

সেই সময় পল জোনস ডেস্কের পেছন থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর অস্ট্রেলিয়ান লোকটার দিকে তাকালেন। শেষে এগিয়ে গিয়ে ওর একটা কনুই ধরে আবার হল ঘরের দিকে নিয়ে চললেন। মারগেট্রয়েড শুনতে পেলেন জোনস তাকে বলছে, 'মিঃ ফসটার, আপনি এখন একটু বার থেকে ঘুরে আসুন। আমি বরং আমাদের নতুন অথিতিদের সবকিছু বুঝিয়ে দিই।'

ফস্টার কোনোরকম প্রতিবাদ না করে স্বাভাবিক ভাবেই হলঘরের দিকে এগোতে লাগলো। একেবারে শেষ পান্তে লোকটা ঘুরে দাঁড়ালো একবার। তারপর হাতটা নাড়িয়ে বলে উঠলো, 'আচ্ছা ভাই মারগেট্রয়েড চলি।'

চলে গেল ফসটার। পল জোনস আবার ফিরে এলেন ওদের কাছে। এবারে মিসেস মারগেট্রয়েড এক ধরনের নিস্পৃহ অসন্তোষের মেজাজে বলে উঠলেন, 'ওই লোকটা মদে চুর হয়েছিল।'

মারগেট্রয়েড এবার বলে উঠলেন, 'ডার্লিং, আসলে উনি এখন ছুটির মেজাজে আছেন।'

জবাবে মিসেস মারগেট্রয়েড আবার বললেন, 'এটা কোনো ব্যাপার নয়। এরজন্যে ওকে ক্ষমা করা যায় না। কে লোকটা?'

এবারে পল জোনস বলে উঠলেন, 'ওর নাম হ্যারি ফসটার। অস্ট্রেলিয়ার পার্থ থেকে এসেছেন।'

বলে ওদের দিকে প্রসন্নভাবে তাকিয়ে বিনয়ের সঙ্গে আবার বললেন, 'এখন আমি আপনাদের ঘরটা বরং দেখিয়ে দিই।'

দিনের আলোয় মারগেট্রয়েড দোতলার সেই ডবল বেড ঘরের ব্যালকনি থেকে সব দেখতে পাচ্ছিলেন। ঠিক তার নীচেই ছোটখাটো একটা লন। জায়গাটা পুরো সাদা দেখাচ্ছে। ওগুলো আসলে বালি। রোদে ঝিলিক দিচ্ছে, সেই লণে সারি সারি পাম গাছ। বাতাসে সেই গাছগুলো যত নুয়ে পড়ছিল ততোই অসংখ্য ছায়ার সৃষ্টি হচ্ছিল। মাঝে মধ্যে গোলাকার অন্ততঃ ডজন খানেক খড়ের গোছা লাগানো। এতে একটা নিরাপত্তার ভাব তৈরী হয়েছে। ঠিক সামনেই একটা ঈষৎ উষ্ণ জলাশয়ের নীচে বালি এমন ভাবে চিকচিক করছিল যাতে পুরো জায়গাটা দুধের মতো সাদাটে লাগছিল। সমুদ্র উপকূলের কাছ বরাবর ছোট ছোট ঢেউ সেই জলাশয়ের মধ্যে প্রবেশ করে কিছুটা তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। কিছুটা যাবার পরেই আবার জলের রঙটা অস্বচ্ছ সবুজ হয়ে গেছে। আর তার কিছুটা দূরে একেবারে নীল। সেই জলাশয়ের পাঁচশো গজ দূরে সাদা শৈলশ্রেণী খুঁজে পাওয়াটা মারগেট্রয়েডের পক্ষে অসম্ভব নয়।

হঠাৎ দূরে এক যুবককে দেখা গেল। মাথার চুলটা ওপরের দিকে খড়ের মতো আর নীচের দিকে মেহগিনি রঙের। সমুদ্রের ফেনার ওপরে ভাসছিল ও। বসেছিল একটা ছোট্ট কাঠের তক্তার ওপরে। বুক ভরে বাতাস নিচ্ছিল যুবকটি। মাঝে মাঝে নৌকোর দাঁড়ের ওপরে শুয়ে পড়ছিল আবার। তারপর স্বচ্ছন্দ গতিতে জলের ওপরে মাঝে মাঝে ভাসতে ভাসতে এগোচ্ছিল। তার পাশেই দুটো বাদামী চেহারার বাচ্চা পরস্পরকে জল ছেটাচ্ছিল। ওদের চোখদুটো আর চুল দুইই কালচে। খেলতে খেলতে সমানে চীৎকার করে যাচ্ছিল ছেলে দুটো। কিছুটা দূরে একজন মাঝ বয়েসী ইউরোপীয়নকেও দেখা যাচ্ছিল। কোমরটা একেবারে গোলাকার। গায়ে সমুদ্রের জল চিকচিক করছে। এছাড়া গায়ে সাঁতারের পোশাক, মুখে একটা মুখোশ। ক্লান্ত পায়ে কোনোরকমে জল থেকে উঠে আসছিল ও। উঠে এসে ছায়ায় দাঁড়ানো এক মহিলাকে উদ্দেশ্য করে দক্ষিণ আফ্রিকান উচ্চারণে বললো, 'প্রভু যীশুর দিব্যি নীচে অসংখ্য মাছ। একেবারে বিশ্বাসই করা যায় না।'

মারগেট্রয়েডদের ঠিক ডানদিকেই মূল বিল্ডিং। ওখানে বেশ কিছু পুরুষ আর মহিলাকে দেখা যাচ্ছিল। সবাই জল থেকে উঠে পুলের বারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লাঞ্চের আগে এখন ওরা বরফের জল খাবে। মারগেট্রয়েড এবার বলে উঠলেন, 'চলো, এবার বরং সাঁতার কাটা যাক।'

ওর স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'আমরা খুব তাড়াতাড়িই ওখানে পৌঁছতে পারবো। অবশ্য যদি তুমি আমাকে সবকিছু খুঁজতে সাহায্য করো।'

—ঠিক আছে, সবকিছু রেখে দেওয়া যাক। লাঞ্চের আগে পর্যন্ত আমাদের সাঁতারের জিনিষপত্রগুলোই নিলে চলবে। মারগেট্রয়েড বলে উঠলেন।

—মোটেই না। মিসেস মারগেট্রয়েড সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন। একটু থেমে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে ওই দেহাতী লোকগুলোর মতো লাঞ্চ করতে যাবো না। এই হচ্ছে তোমার শর্টস আর শার্ট—

* * *

মাত্র দু'দিনের মধ্যেই মারগেট্রয়েড এই গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় এলাকায় ছুটির মেজাজের একটা ছন্দ পেয়ে গেলেন। তিনি মনে প্রাণে তাই চাইছিলেন। এখানে তিনি খুব ভোরেই ওঠেন। অবশ্য এটা বরাবরের অভ্যেস। সাধারণতঃ নিজের বাড়ীতে তিনি উঠে রাস্তায় পায়চারী করেন। কিন্তু এখানে তার পরিবর্তে তিনি ব্যালকনিতে চুপচাপ বসে সূর্যোদয় দেখেন। ভারত মহাসাগরের শৈলশ্রেণীর আড়াল ভেদ করে আস্তে আস্তে সূর্য উঠছে। একবারে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। পুরো জায়গাটা আগে অন্ধকার ছিল। সমুদ্রের জল চিকমিক করছিল। কিন্তু হঠাৎই সূর্য্যের আলোয় সেই সমুদ্রের জলরাশি যেন চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল কাঁচের মতো হয়ে যেতো।

ঠিক সাতটার সময় তিনি সমুদ্রে যেতেন সাঁতার কাটতে। সঙ্গে স্ত্রীকে নিতেন না তিনি। কারণ তখন মিসেস মারগেট্রয়েড এলোমেলো কোঁকড়ানো চুলে বিছানায় অসাড় ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘুম ভাঙতেই তার যতো অভিযোগ জমা হতো ব্রেকফাস্ট দিতে দেরী হবার ব্যাপারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রেকফাস্ট খুব তাড়াতাড়িই দেওয়া হতো।

মারগেট্রয়েড সেই ঈষৎ উষ্ণ জলে ঘন্টা খানেকের মতো সাঁতার কাটতেন। প্রায় দুশো গজের মতো চলে যেতে পারতেন তিনি। নিজের এই সাহস দেখে তিনি নিজেই রীতিমত অবাক। সাঁতারু হিসেবে তিনি মোটেই খুব একটা দক্ষ নন। কিন্তু এই মুহূর্তে যেন তিনি ধীরে ধীরে দক্ষ সাঁতারু হয়ে পড়ছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তার স্ত্রী তার এই চমকপ্রদ ব্যাপারে সাক্ষী হতে পারছে না। কারণ মিসেস মারগেট্রয়েডের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ওই জলাশয়ের মধ্যে বড়ো আকারের তিমি কিংবা সামুদ্রিক মাছ আছে। কেউ তাকে বোঝাতে পারেনি যে, ওই শৈলশ্রেণী অতিক্রম করে ওরা কিছুতেই জলাশয়ে আসতে পারবে না। ব্যাপারটা একরকম অসম্ভব, এই জলাশয় পুলের জলাশয়ের মতোই নিরাপদ।

পুলের টেরাসেই তিনি অতঃপর ব্রেকফাস্ট খেতে আরম্ভ করেন। অন্যান্য যারা ছুটি কাটাতে এসেছে তারাও ওই একই সময়ে ব্রেকফাস্ট খায়। আর পাঁচজনের মতো মারগেট্রয়েডও পছন্দ করেন তরমুজ, আম, পেঁপের সঙ্গে ডিমসেদ্ধ আর বেকন। বলা বাহুল্য, এগুলো এখানে খুবই সহজে পাওয়া যায়। এই সময়ে বেশির ভাগ লোকেরই পরনে থাকে সাঁতার কাটার পোশাক। আর মহিলাদের পরনে বিকিনির ওপরে একটা বড়ো ঢিলেঢালা পোশাক। মারগেট্রয়েডের হাঁটু পর্যন্ত শর্টস আর টেনিস শার্ট ইংল্যাণ্ড থেকে নিয়ে আসা। ওর স্ত্রী বেশ খানিকক্ষণ পরে সমুদ্র উপকূলের খড়ের ছাউনি ঘেরা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। তখন দশটা বাজতে সামান্য বাকি। তখন প্রত্যেকেরই শফট্ ড্রিংকস খাবার পালা। এছাড়া এক ধরনের তেল গায়ে মেখে সূর্যোলোকে বসা। অবশ্য মিসেস মারগেট্রয়েড কদাচিৎ নিজের দেহকে সূর্যোলোকের-সামনে মেলে ধরেছেন। মাঝে মধ্যে অবশ্য তিনি তার নিম্নাঙ্গের পোশাক খুলে হোটেলের পুলে ঘেরা জায়গাতে রেখে দিতেন। ওখানে আরো অনেকের পোশাকও থাকে। তার সাঁতারের গতি বারবারই তার মাথার ঝালরওয়ালা টুপিতে বাধাপ্রাপ্ত হতো। তিনি বড়ো জোর সামান্য কয়েকগজ খুব আস্তে আস্তে সাঁতরে যেতেন। তারপর আবার সঙ্গে সঙ্গে তীরে উঠে আসতেন।

হিগনিস একাই থাকতো। সেই সময় সে তার চেয়েও কমবয়েসী ইংরেজ যুবকদের সঙ্গে আড্ডা মারতে আরম্ভ করতো। তখন মারগেট্রয়েড দম্পতি তাকে খুব কমই দেখেছে। ও নিজেকে একজন গায়ক হিসেবে ভাবতো।

হোটেলের একটা দোকান থেকে ও একটা চওড়া কানওয়ালা টুপি কিনে পরতে আরম্ভ করেছিল। আসলে এই টুপির চিন্তাটা ওর মনে এসেছিল একটা ফটো দেখে। হেমিংওয়ে ওইরকম একটু টুপি পরে আছেন। এছাড়া হিগিনস বেশীর ভাগ সময়টা কাটাতো শার্ট আর পাজামা পরে। ওখানে আর যারা ডিনারে আসতো তাদের পরনেও ছিল রঙচঙে শ্ল্যাকস আর সাফারী শার্ট। বুকে বড়ো বড়ো পকেট। কাঁধে মেডেল লাগানো। হিগিনস ওদেরই অনুসরণ করার চেষ্টা করতো। ডিনার খাওয়ার শেষে হিগিনস দৌড়োতে হয় ক্যাসিনো আর নয় তো ডিস্কোতে। মারগেট্রয়েড অবশ্য এ সমস্ত ব্যাপার দেখে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে যেতেন।

হ্যারি ফস্টারের রসিকতার ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়েই চলে গেছিল। অনেক দক্ষিণ আফ্রিকান, অস্ট্রেলিয়ান আর ব্রিটিশ মক্কেলদের কল্যাণে মধ্য ইংল্যাণ্ডের মারগেট্রয়েড বেশ জনপ্রিয়। হেড অফিসের ঝামেলাতে হিগিনস্ অবশ্য এদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন। এরই মধ্যে মারগেট্রয়েড যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন এটা বলাই বাহুল্য। যখন তিনি লম্বা শর্টস আর পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো পরে ব্রেকফাস্ট করতে আসতেন তখন তার মুখে এক ধরনের মৃদু হাসি লেগেই থাকতো। অনেকেই তখন ওকে বলে ওঠে 'সুপ্রভাত, মারগেট্রয়েড।' ওর ভালই লাগে শুনতে। মাঝে মাঝে তিনি নিজের পদমর্যাদার ব্যাপারে কিছু কিছু কল্পনা করতেন। বেশ কয়েকবার হ্যারি ফস্টার যখন তার পাশ দিয়ে যেতো হাত নাড়াতো দেখত তাকে। ছুটিটা হ্যারি তার নিজের মেজাজেই কাটিয়ে গেছে।

ওর একটা হাতে সবসময়েই মদের পাত্র আর অন্য হাতে গেলাস। প্রতিবারই সেই অস্ট্রেলিয়ানের মুখে হাসি লেগে থাকতো। মারগেট্রয়েডকে দেখামাত্রই একটা হাত নাড়িয়ে বলে উঠতো, 'ভাল,মারগেট্রয়েড।'

ছুটির তৃতীয় দিনের সকালবেলা। ব্রেকফাস্ট খাবার পরে মারগেট্রয়েড সমুদ্রে গেলেন সাঁতার কাটতে। তারপর সাঁতারের শেষে উঠে এলেন সমুদ্র থেকে। এসে সেই খড়ের ছাউনির ছায়ায় হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিতে আরম্ভ করে নিজেকে নিজেই জরীপ করতে আরম্ভ করলেন। সূর্য্য এখন একেবারে মাথার ওপরে। গরমও রীতিমতো বাড়ছে। যদিও এখন মাত্র সাড়ে নটা। তিনি নিজের শরীরের দিকে একবার ভালো করে তাকালেন। নিজের সাবধানতা আর স্ত্রীর সতর্কবাণী সত্ত্বেও সামনের শেডটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওখানে বড় বড় প্রচুর গলদা চিংড়ি ধরে রাখা আছে।

তিনি সেইসব মানুষদের ঈর্ষা করেন যারা খুব কম সময়ে নিজেদের দেহের চামড়া বাদামী করে ফেলেন। এরকম লোক তার চোখে পড়ছিল মাঝে মাঝে। যাইহোক, পরের তিনটে দিন থেকে থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল। এছাড়া মাঝে মাঝে ধূসর মেঘে আকাশটা ঢেকে যাচ্ছিল।

পশমী সাঁতারের পোশাকের ভেতর দিয়ে তার পা দুটো এগোচ্ছিল। পাতলা এবং ছড়ানো। দেখাচ্ছিল অনেকটা বেড়ে থাকা গুল্মের মতো। গোলাকার কোমর আর বুকের ঝুলন্ত মাংসপেশী। ডেস্কের নীচে তার শরীরটা ক্রমশঃ চওড়া। চুলগুলো মাথার একেবারে পাতলা হয়ে এসেছে। দাঁতগুলো অবশ্য ওর নিজের। কেবল পড়ার জন্যে তিনি চশমা ব্যবহার করেন। কাগজপত্র যা দেখছেন তার বেশীর ভাগই হয় কোম্পনী রিপোর্ট আর নয় তো ব্যাংকের হিসেব-নিকেশ সংক্রান্ত।

হঠাৎ জলের ওপরে একটা ইঞ্জিনের শব্দ পেয়ে তিনি সামনের দিকে তাকালেন। একটা স্পীডবোট এসে দাঁড়ায় তীরে। পেছনের দিকে একটা দড়ি বাঁধা যার মাথাটা আবার জলের মধ্যে ডুবে আছে। যে মুহূর্তে তিনি তাকালেন দেখতে পেলেন এক বাদামী চেহারার যুবক কাঠের জুতো পরে এগিয়ে আসছে। বোটের পেছনে হোটেলের নতুন অথিতি বলেই মনে হল তাকে। তার একটা পায়েই 'স্কী' ছিল। বোটটা যতো এগোচ্ছিল ততো সমুদ্রের ফেনাগুলোকে পালকের মতো মনে হচ্ছিল। শিরস্ত্রান পরিহিত চালক যখন হুইলটা ঘোরালো তখন স্কী পরা যুবক এমন ঘুরে গেল যাতে ওকে ধনুকের মতো দেখায়। মারগেট্রয়েডের একেবারে সামনে চলে এসেছিল যুবকটি। ওর দেহের মাংসপেশীগুলো স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে। উরুগুদ্বয় নিটোল। একটা নুইয়ে পড়া বনলতার গাছের মতো লাগছিল ওকে। হাসছিল যুবকটি। একেবারে সামনে এসে আবার দূরে চলে যেতে লাগলো ও।

যুবকের হাসি সমুদ্রের বুক জুড়ে ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সেই হাসি প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরতে লাগলো উপকূল প্রান্তরে। মারগেট্রয়েড সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন। তার মনের ভেতরে একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা তৈরী হলো ওই যুবকের ওপরে।

মারগেট্রয়েডের পক্ষে অনেক কিছুই অসুবিধজনক। রবিবার আসতে এখনো কয়েকটা দিন বাকি। এখান থেকে প্লেনে ফিরে যাবার পরে আর হয়তো কখনো এখানে উনি আসবেন না। সম্ভবতঃ আর একটা দশক তিনি পনডার'স এণ্ড এলাকাতেই থাকবেন। তারপর যখন অবসর গ্রহণ করবেন তখন বোগনোরেই কাটাবেন।

হঠাৎ তার চোখে পড়ল এক যুবতীকে। উপকূলের সামনে দিয়ে এগিকেই আসছে! যুবতী মারগেট্রয়েড-এর ঠিক বাঁদিকে বরাবর এগিয়ে আসছে। মারগেট্রয়েড-এর দু'চোখের ভাষা অন্যরকম। মেয়েটার দিকে তাকিয়েছিলেন একভাবে। কিন্তু নিজের কাছে তিনি অসহায়। খালি পায়ে একেবারে এই দ্বীপের মেয়েদের মতোই তার আচরণ। ওর গায়ের চামড়ায় কোনো তেল কিংবা লোশন জাতীয় কিছু ছিল না। তা সত্ত্বেও ওকে সোনার মতো উজ্জ্বল লাগছিল। ওর সাদা সূতির পোশাকে একটা লাল রঙের লেসের মতো বস্তু ঝুলে আছে। সেটা আবার বাঁ হাতে বাঁধা। জিনিষটা ঠিক তার কোমরের কাছে এসে ঠেকেছে। মারগেট্রয়েড মনে মনে ভাবলেন, যুবতী ওই পোশাকের ভেতরেও নিশ্চয়ই কিছু পরে আছে। বাতাসে তার পোশাক শরীরের সঙ্গে এঁটে যাচ্ছে। এতে তার বক্ষদ্বয় আর কোমর প্রকট হয়ে উঠেছে বারবার। এরপর আবার ভেতরে বাতাস ঢুকতেই পোশাকটা আবার ফুলে উঠেছে।

একটু কাছে আসতেই মারগেট্রয়েড লক্ষ্য করলেন যুবতী স্থানীয় বাসিন্দা। চোখ দুটো কুচকুচে কালো। চোখ আর গালের মাঝের অংশটা বেশ উঁচু। একরাশ কালো চুল পিঠের ওপরে পড়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দোল খাচ্ছে। সেই মুহূর্তে মারগেট্রয়েড-এর কাছাকাছি এসে পৌঁছোলো যুবতী ঠিক তখনই ও ফিরে কাউকে দেখে যেন হেসে উঠলো। মারগেট্রয়েড এবারে একটু অবাক হলেন। তার আশেপাশে আর কেউ আছে বলে তো তার মনে হলো না। তিনি হন্তদন্ত হয়ে এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে দেখলেন কাছাকাছি কেউ কোথাও আছে কিনা। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না তিনি। এরপর তিনি সেই যুবতীর দিকে আবার তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে যুবতীটি আবার হেসে উঠলো।

সকালের সূর্যের আলোয় তার সাদা দাঁতগুলো চিকচিক করে উঠলো। এর সঙ্গে পরিচয় আছে বলে মনে হলো না তার। তাহলে হয়তো যুবতীটি স্বাভাবিক ভাবেই হেসেছে। আগন্তুককে দেখে সম্মানবশতঃ মারগেট্রয়েড তার সানগ্লাসটা খুলে ফেলতেই সেই যুবতী আবার হাসলো। তিনি বললেন, 'সুপ্রভাত।'

যুবতীটিও প্রত্যুত্তরে স্থানীয় ভাষায় জবাব দিলো। তারপর চলে গেল।

মারগেট্রয়েড তার গমনপথের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারা কালো চুল একেবারে নিতম্ব পর্যন্ত নেমেছে। সাদা পোশাকের ওপরে চুলগুলো ঢেউ-এর মতো উড়ছিল। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বরে তার চমক ভেঙে গেল, 'নতুন করে আবার আরম্ভ করার চিন্তাটা ত্যাগ করো।'

মিসেস মারগেট্রয়েড ঠিক তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তার স্ত্রীও তখন সেই যুবতীর দিকে একভাবে তাকিয়ে ছিলেন। কুটীরের ছায়ায় স্বামীর পাশে বসে তিনি ছোট্ট একটা মন্তব্য করলেন, 'বেহায়া মেয়ে।'

প্রায় মিনিট দশেক পরে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তার স্ত্রী তখন এক জনপ্রিয় লেখিকার লেখা একটি ঐতিহাসিক রোমান্সের কাহিনী গোগ্রাসে পড়ে যাচ্ছিলেন। এই বইটা তিনি পড়ার জন্যে আনিয়েছেন। মারগেট্রয়েড সামনের জলাশয়ের দিকে একবার তাকালেন। মনে মনে অবাক হলেন তিনি। এই সুন্দর চমৎকার বাস্তবতা ছেড়ে ওর স্ত্রী কি করে এক রোমান্টিক উপন্যাসের মধ্যে ডুবে আছে। বিয়ে ভালবাসার কোনোরকম চিহ্ন ওর নেই। এমন কি বিয়ের প্রথম দিকেও মারগেট্রয়েড-এর স্ত্রী তাকে বলেছিলেন, ওসব জিনিষ তার একেবারেই পছন্দ নয়। অবশ্য তিনিও এর প্রয়োজন আছে কিনা ঠিক বুঝতে পারেন নি। কিন্তু গত কুড়ি বছর ধরে তিনি এরকম ভালবাসাহীন বিবাহিত জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন। এই ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমি মাঝে মাঝে একেবারে চরম পরিণতিতে পৌঁছোয় পারস্পরিক তীব্র অপছন্দে। একসময় তিনি টেনিস ক্লাবে জনৈক সদস্যের মুখে শুনেছিলেন যে, তিনি নাকি তার স্ত্রীকে নিগ্রহ করেছেন বেশ কিছুকাল আগে। ব্যাপারটা শোনা মাত্রই তিনি রেগে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে ভেবেছিলেন যে, তার সহকর্মী বেঠিক কিছু বলেনি। আসলে সমস্যাটা হলো তিনি এমন এক ধরনের পুরুষ, যিনি এই কাজটা ঠিকভাবে করতে পারেন না। তার সন্দেহ, তার স্ত্রীই ব্যাপারটা রটিয়েছে। মারগেট্রয়েড বরাবরই নরম স্বভাবের মানুষ।

এমন কি তিনি যখন যুবক ছিলেন তখনও তার মনটা নরম ছিল। ব্যাঙ্কে যদিও তিনি কড়া মেজাজ দেখাতে পারেন, বাড়ীতে তো তার অবস্থা রীতিমতো শোচনীয়। মনে মনে এই চিন্তা করে তিনি রীতিমতো লজ্জা পেয়ে গেলেন।

এডনা মারগেট্রয়েড চশমার ফাঁক দিয়ে তার স্বামীর দিকে তাকালেন। বললেন, 'তোমার যদি নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধে হয় তাহলে একটা ট্যাবলেট খেতে পারো।'

মারগেট্রয়েড ওর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কিছু বললেন না।

শুক্রবার ঠিক সন্ধ্যেবেলা। হিগিনস উত্তেজিতভাবে মারগেট্রয়েড -এর কাছে এসে হাজির হলো। মূল হলঘরে তিনি বসেছিলেন। তার স্ত্রী তখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেছে। হিগিনস এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলে উঠলো, 'মিঃ মারগেট্রয়েড আপনার সঙ্গে একটু গোপনে কথা আছে।'

মারগেট্রয়েড ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'এখানে কি বলা যাবে না?'

—'না'। হিগিনস বলে উঠলো। এদিক ওদিক তাকালো একবার। তারপর বললো, 'আপনার স্ত্রী যে কোনো সময়ে এসে পড়তে পারেন। আপনি বরং আমার সঙ্গে আসুন।'

একধরনের উদাসীন মেজাজে তিনি এগিয়ে গেলেন। বেশ কিছু গজ গিয়ে একটা বাগানে এসে তারা দাঁড়ালেন। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে মারগেট্রয়েড জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার?'

বাগানে তখন বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে। হিগিনস পেছন দিকে একবার তাকালো। হলঘরটা রীতিমতো আলোকিত। মারগেট্রয়েড অবশ্য সবটা দেখতে পাচ্ছিলেন না। হিগিনস বলে উঠলো, 'মাছ ধরতে যাবেন? এটা একটা মজার খেলা। আপনি খেলেছেন এর আগে?'

—'না, কোনোদিন খেলিনি।' মারগেট্রয়েড বলে উঠলেন। হিগিনস জবাবে বলে উঠলো, 'আমিও খেলিনি। তবে আমার খুব আগ্রহ আছে। একবার খেলেই দেখা যাক। চেষ্টা তো করি। শুনুন, তিনজন জোহান্সেবার্গের ব্যবসায়ী আগামী কাল সকালের জন্যে একটা নৌকো বুক করেছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওরা আসতে পারবে না। সে কারণে ওই নৌকোটা খুব সহজেই পাওয়া যাবে অর্দ্ধেক ভাড়াতে। কারণ ওই ব্যবসায়ীদের টাকাটা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এবার কি বলেন? আমরা নিতে পারি?'

মারগেট্রয়েড এবার জিজ্ঞেস করলেন। 'কতো খরচ পড়বে?'

—'খুবই সামান্য। মাথা পিছু একশো আমেরিকান ডলার।'

হিগিনস বললো আবার, 'কিন্তু আমরা তারও অর্দ্ধেক দেবো। মাথা পিছু পঞ্চাশ ডলার।'

—'কয়েকঘন্টার জন্যে মাত্র? পঁচিশ পাউণ্ড?' মারগেট্রয়েড বলে উঠলেন। তারপর মনে মনে হিসেব করতে লাগলেন তিনি। ট্যাক্সিতে এয়ারপোর্টে যাবাব খরচ এরপর নেমে ওখান থেকে পন্ডারস এণ্ডে ওর বাড়ী যাওয়া প্রভৃতি বাবদ খরচ হবার পরে সামান্যই কিছু থাকবে। এতে আবার ওর স্ত্রী করমুক্ত কিছু জিনিষপত্র কিনবে। গেগনোরে ওর বোনকে উপহার দেবার কথা। সমস্ত কিছু ভেবেচিন্তে মাথাটা নাড়লেন তিনি, 'না এডনা রাজী হবে না।'

হিগিনস বলে উঠলো 'আরে, আপনি ওকে একেবারেই বলবেন না।'

—'বলবোনা?' তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন এবার। হিগিনস বলে উঠলো, হ্যাঁ।

বলে আর একটু সরে এসে বললো, 'এটাই আপনাকে করতে হবে। পরে আপনাকে উনি কি বলবেন তা না ভাবাই ভাল। শুনুন, আমরাতো আর এখানে কোনদিনও আসবো না। সম্ভবতঃ আমাদের আর এ জীবনে ভারত মহাসাগর দেখাই হবে না। সুতরাং কেন যাবো না?'

—'ঠিক আছে। কিছু হলে আমি কিন্তু জানি না।' মারগেট্রয়েড বলে উঠলেন। হিগিনস বললো, একটা মাত্র সকালে আমরা ছোট্ট নৌকো করে একেবারে সমুদ্রে যাবো। খোলামেলা বাতাস পাওয়া যাবে। এরপর পোনিটো টুনা কিংবা কিংকিশ এ সব মাছ ধরাও যাবে। আমরা নিশ্চয়ই ধরতে পারবো। কিছু যদি নাও পারি তবুও যে আমরা একটা অন্ততঃ 'অ্যাডভেঞ্চার করেছিলাম এটা লন্ডনে গিয়ে মনে করতে পারবো।'

মারগেট্রয়েড এবারে বেশ খানিকটা কঠিন হয়ে গেলেন।

ঠিক তখনই তার সেই স্কী করা যুবকটি কথা মনে পড়ে গেল। তিনি ঠিক করলেন, যাবেন।

—'ঠিক আছে যাবো।' বলে উঠলেন তিনি। থেমে বললেন আবার, 'তুমি ব্যবস্থা করো। কখন বেরোতে হবে?'

বলে তিনি পকেট থেকে ওয়ালেট বের করলেন। তার ভেতর থেকে বের করলেন তিনটে দশ ডলারের নোট। ট্রাভেলার্স চেক। বুকলেটে দুখানা রেখে তিনি নীচে সই করে হিগিনসের কাছে জমা দিলেন। হিগিনস নিয়ে আবার চুপিচুপি বলে উঠলো, 'আমাদের কিন্তু খুব ভোরে বেরোতে হবে।'

হেসে মারগেট্রয়েডকে আবার বললো হিগিনস, 'ভোর চারটের সময়ে আমরা উঠে পড়বো। ঠিক সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা গাড়ীতে করে এখান থেকে বেরিয়ে পড়বো। বন্দরে পৌঁছোবো ঠিক পাঁচটা নাগাদ। সেখানে ঠিক সওয়া ছটা নাগাদ আমরা বন্দর ছাড়বো। ফিশিং গ্রাউণ্ডে এরপর পৌঁছোবো ঠিক সাতটার আগে। ওটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল সময়। তখন ভোরের সময়টা থাকবে। ম্যানেজার থাকবেন আমাদের সঙ্গে। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি ঠিক সাড়ে চারটের সময় লবিতে আপনার জন্য অপেক্ষা করবো।'

হিগিনস চলে গেল। মারগেট্রয়েড এবার সামনের দিকে এগোলেন। মুখটা রীতিমতো বিব্রত। ঘরের মধ্যে তার স্ত্রী তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ডিনার খেতে এগোলেন।

সেই রাতে মারগেট্রয়েড ঠিকমতো ঘুমোতে পারলেন না। তার একটা অ্যালার্ম ঘড়ি ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি সেটাকে দম দিয়ে রাখার সাহস পেলেননা। কারণ তার স্ত্রী তাহলে জেগে যেতে পারে। স্ত্রী ব্যাপারটা বুঝে ফেললে আর যাওয়াই হবে না তার। ঠিক সাড়ে চারটের সময় হিগিনস এসে তার ঘরের দরজায় টোকা মারলো। তার মনটা একেবারেই স্থির হচ্ছিল না। অবশেষে উজ্জ্বল কাঁটাদুটো ঠিক চারটে বাজার সংকেত জানালো। পর্দা সরিয়ে বাইরে একবার তাকালেন তিনি। একেবারে নিঃশ্চিদ্র অন্ধকার।

আস্তে আস্তে মারগেট্রয়েড বিছানা ছেড়ে নামলেন। স্ত্রীর দিকে ভাল করে তাকালেন একবার খুব সাবধানে। পেছন ফিরে মারগেট্রয়েড ঘুমিয়ে আছেন। তার নিঃশ্বাস পড়ছে ধীরে ধীরে। তার প্রসাধনের জিনিসপত্র একটা জালের মধ্যে রাখা আছে।

সর্ন্তপণে তিনি পাজামাটা বিছানার ওপরে রেখে দিলেন। আণ্ডারপ্যান্টটা টেনে নিলেন তারপর। সঙ্গে নিলেন ক্যাম্বিসের জুতো, শর্টস আর শার্ট। এরপর তিনি পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। শেষে ঘরের দরজা খুব আস্তে ভেজিয়ে দিলেন। অন্ধকার করিডোরে বাকী সমস্ত পোশাক তিনি নিয়ে নিলেন। তার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চবোধ হচ্ছিল।

খানিকটা এসেই দেখলেন, হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে হিগিনস আর ওদের গাইড। ভদ্রলোক লম্বাটে চেহারার। খসখসে দেহ। বোঝাই গেল লোকটা দক্ষিণ আফ্রিকার। নিজের নাম বললো, আন্দ্রে। অথিতিদের সমস্ত রকম খেলাধুলোর ব্যাপারে সমস্ত চার্জ এরই ওপরে দেওয়া আছে। কিলিয়ান তার পোশাকের দিকে তাকিয়ে রইলো।

—'সূর্য ওঠার আগে পর্যন্ত বেশ ঠাণ্ডা থাকে।' বলে উঠলো ও, 'পরে অবশ্য বেশ গরম পড়ে যাবে। সূর্যের আলোতে ঝলসে যাবেন। আপনি একজোড়া লম্বা ট্রাউজার সঙ্গে আনেননি? আর একটা লম্বা হাতা উইণ্ডচিটার আনলেও ভাল করতেন।'

—'আমিতো এতো চিন্তা করিনি।' মারগেট্রয়েড বলে উঠলেন, 'তাছাড়া আমার নেইও।'

এই মুহূর্তে আবার ঘরে গিয়ে নিয়ে আসার সাহস ওর নেই।' কিলিয়ন এবার বলে উঠলো, 'ঠিক আছে, আমার একটা বেশি আছে।'

বলে একটা পুলওভার ওর হাতে দিলো। তারপর বললো, 'ঠিক আছে, এখন যাওয়া যাক।'

অন্ততঃ মিনিট পনেরো ধরে ওরা সেই অন্ধকার রাস্তা ধরে এগোতে লাগলো গাড়ীতে। রাস্তার পাশের কুটীরগুলোতে একটা করে আলো জ্বলছিল। এতে বোঝা যাচ্ছিল কেউ হয়তো উঠে পড়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা মেন রোড ছেড়ে ছোট্ট বন্দরটার দিকে এগোতে লাগলো। গাড়ী দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে ট্র-দ্য ইউ ডোর্স বন্দরের দিকে। ওখানে যে খাঁড়িটা আছে তার জল খুবই সুমিষ্ট। গ্রামের বেশীর ভাগ বাড়ীই এখন একেবারে অন্ধকার হয়ে আছে। বন্দরের দিকে মারগেট্রয়েড একবার তাকিয়ে দেখলেন, বিভিন্ন আকারের নৌকো বাঁধা আছে।

কিছু নৌকো টর্চের অলোয় চলাফেরাও করতে দেখলেন তিনি। ওরা একেবারে বন্দরের সামনে এসে দাঁড়ালো। একেবারে কাঠের জেটির সামনে। বোটটা থামার পরে কিলিয়ান গ্লোভ খ্যাপার্ট সেন্ট থেকে গরম কফির একটা ফ্লাস্ক নিয়ে এলো। তারপর সবাইকে এক এক করে দিতে আরম্ভ করলো। ব্যাপারটা মারগেট্রয়েড-এর বেশ ভালই লাগছিল।

খানিকক্ষণ পরে দক্ষিণ আফ্রিকান লোকটা বোট থেকে নেমে এলো। তারপর জেটির দিকে এগোলো। নীচুস্বরে কথাবার্তা বলে ও আবার গাড়ীর কাছে ফিরে এলো। সূর্য্য এখনো ওঠেনি। বেশ অন্ধকার। মারগেট্রয়েড-এর আশ্চর্য লাগলো এই ভেবে যে, অন্ধকারে এরা কতো অনায়াসে স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে।

দশ মিনিট পরে লোকটা আবার ফিরে এলো। পূর্ব্ব দিগন্তে তখন একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছিল। তার কিছুটা নীচে কালো ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছিল। জলের ওপরে আলোছায়ার খেলা চলছিল অনবরত। ধীরে ধীরে জেটি, বোট আর মানুষগুলো পরিষ্কার হয়ে আসছিল। কিলিয়ান বললো, 'আমরা পোশাক এখানেই পড়ে নিতে পারি।'

গাড়ীর ঠিক মাঝখাণে একটা রেফ্রিজারেটেড-ভ্যাকুয়াম বক্সের দিকে এগিয়ে গেল ও। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো কোল্ড বীয়ারের বোতল। ও আর হিগিনস দুজনে মিলে সেগুলো জেটির ওপরে এনে রাখলো। মারগেট্রয়েড দুটো লাঞ্চের প্যাকেট আর দুটো কফির ফ্লাস্ক নিয়েছিলেন।

বোটটা খুব একটা নতুন নয়। বেশ সৌখীন অবশ্য। ফাইবার গ্লাসের তৈরী মডেল। কিন্তু কড়িকাঠটা পুরোনো কাঠের তৈরী। ডেকটাও অবশ্য মন্দ নয়। সামনেই একটা ছোট আকারেব কেবিন। কেবিনের ঠিক দরজার সামনেই একটা [illegible]। একটু উঁচুমতো জায়গাতেই রাখা আছে ওটা। হুইল আর বেনিক কন্ট্রোলটা একেবারে ওর সামনে। পুরো জায়গাটা ঢাকা দেওয়া আছে। পরে আবার পুবো এলাকাটা একরকম খোলা। ওখানে শক্ত কাঠের বেঞ্চের সারি পরপর রাখা। বোটের একেবারে পেছনের দিকে একটা ঘোরানো চেয়ার। অনেকটা সিটি অফিসের মতো।

ডেকের পেছন দিকে দুটো লম্বা রড আটকানো আছে। অনেকটা এরিয়ালের মতো লাগছিল। মারগেট্রয়েড প্রথমে ভেবেছিলেন ওগুলোকে মাছ ধরার রড, পরে বুঝলেন ওটা একধরনের পাল খাটানোর দণ্ড আর বোট আটকালে ওগুলো দিয়ে সরানো হয়।

চালকের চেয়ারে একজন বৃদ্ধ বসেছিল। এক হাত হুইলের ওপরে। লোকটা নিশ্চুপ হয়ে শেষবারের মতো প্রস্তুতির ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। কিলিয়ান বীয়ারের মুখ টেনে খুললো।

একটা বেঞ্চের সঙ্গে ওটা সংযুক্ত। তারপর অন্যদের ডেকে বসতে বললো। বোটের ওপরে একটা কিশোরকে দেখা যাচ্ছিল। এই বোটেরই বয় ছেলেটা। ও বোট বাঁধার কাছিটা হেঁচকা মেরে খুলে ডেকের ওপরে ছুঁড়ে দিলো। ওদের পাশেই কাঠের একটা তক্তার ওপরে এক গ্রামবাসী দাঁড়িয়েছিল। সেও সামনের দিকে একই কাজ করলো। তারপর বোটটা সামনের দিকে ঠেলে দিলো। সেই বৃদ্ধ ততোক্ষণে ইঞ্জিন চালু করে দিয়েছে। ওদের পায়ের নীচে একটা মৃদু গর্জন শোনা গেল। বোট ধীরে ধীরে জলাশয়ের দিকে এগোতে আরম্ভ করলো।

দূরে সমুদ্রের উপত্যাকার নীচ থেকে সূর্য্য দ্রুত লাফিয়ে ওপরে উঠছিল। পশ্চিমদিকের সমুদ্রের জলে তারই রেখা। মারগেট্রয়েড দূরে তাকালেন। গ্রামের সারি সারি কুটীরগুলোকে এবার কিছুটা স্পষ্ট লাগছে। পাখীর পালকের মতো ধোঁয়া ক্রমশঃ আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। তিনি বুঝলেন [illegible] মহিলারা ব্রেক ফ্রাস্ট তৈরীতে ব্যস্ত। আকাশের দিকে তাকালেন একবার। কয়েক মিনিটের মধ্যে আকাশের শেষ তারাটাও মিলিয়ে গেল অবশেষে।

আকাশের রং তখন কমলা আর নীল রঙে মেশানো। সেই বিভিন্ন রং সোজা এসে সমুদ্রের জলে পড়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে এর ঝলক হালকা বাতাস জলের ওপর দিয়ে বয়ে গেল দ্রুত বেগে। সঙ্গে সঙ্গে আলোর রেখা ভেঙে অনেকগুলো হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে আবার স্বাভাবিক। বোট তখন তীর ছেড়ে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। মারগেট্রয়েড তীরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ওর মনে হলো, প্রবাল প্রাচীর নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। ততোক্ষণে ওরা চার ফ্যাদম এর মতো এগিয়ে গেছে।

—'আচ্ছা এবার বরং—' বলে কিলিয়াণ সবাইকে দেখলো। তারপর আবার বললো, 'পরিচয়টা করিয়ে

দেওয়া যাক।'

আলোর উজ্জ্বলতা যতো বাড়ছিল ততো কিলিয়াণের কণ্ঠস্বরও বেড়ে যাচ্ছিল। কিলিয়াণ বললো, 'এই বোটের ফরাসী নাম 'অ্যাভান্ট'। এর ইংরেজী অর্থ, এগিয়ে যাওয়া। বোটটা পুরোনো হলে কি হবে বেশ মজবুত। গর্জনও তেমনি। একসময়ে বেশ মাছটাছও ধরেছে। এর ক্যাপ্টেনের নাম মঁসিয়ে পিসেন্ট। আর ও হচ্ছে নাতি জাঁ-পল।

পরিচয় পর্ব্ব শেষ হতে সেই বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়ে অথিতিদের অভিবাদন জানালো। কিন্তু কিছু বললোনা। ওর পরনে নীল রঙের ক্যানভাস শার্ট আর ট্রাউজার। গাছের গুঁড়ির মতো তার খালি পা দুটো নীচে ঝুলছিল। মুখটা ভীষণ কালচে আর শীর্ণ। পুরোনো আর শুকিয়ে যাওয়া আখরোটের মতো লাগছিল। মাথায় একটা সস্তা টুপি। সমুদ্রের দিকে একভাবে তাকিয়ে ছিল বৃদ্ধ। উজ্জ্বল সেই জলরাশিকে যেন আগ্রহ-ভরে দেখছিল। চোখের দুপাশে কুঞ্চিত রেখা।

কিলিয়াণ বলে উঠলো, 'মাঁসয়ে পিসেন্ট এই সমুদ্রের জলে অন্ততঃ ষাট বছর ধরে মাছ ধরছেন। যদিও নিজে তিনি জানে না কতো দিন ধরে। এছাড়া ব্যাপারটা কেউ মনেও করতে পারে না।'

সামান্য থেমে আবার বললো কিলিয়ান, 'মঁসিয়ে, শুধু মাছ আর জলই ভাল বোঝেন। মাছ ধরার গোপন কৌশল ওর আয়ত্বে।'

এই সময়ে, হিগিনস কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা ক্যামেরা বের করলো। তারপর বললো, 'আমি একটা ছবি তুলবো।'

কিলিয়ান বললো, 'আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি। এরপর আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই শৈলশ্রেনীর কাছে গিয়ে পৌঁছোবো।'

মারগেট্রয়েড সামনের শৈলশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। হোটেলের ব্যালকনি থেকে ওটাকে পালকের মতো দেখাচ্ছিল। মনে হয়েছিল সারা গায়ে দুধের ছিটে লাগানো হয়েছে। যতো কাছে এগোচ্ছিল ততোই একধরণের গুমগুম শব্দ ভেসে আসছিল, শৈল প্রাচীরের মাথাটাও দেখা যাচ্ছিল। সারি সারি ধারালো ছুরির মতো মনে হচ্ছিল।

সমুদ্রের ফেনার ঠিক কিছুটা দূরে বৃদ্ধ পেসেন্ট হুইলটা ঠিক ডানদিকে ঘোরালো, 'অ্যাভান্ট' ঠিক কুড়ি গজ দূরে ফেনার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। এরপরই একটা চ্যানেল দেখতে পাওয়া গেল। মনে হচ্ছিল শৈলশ্রেণীর দুটো কিনারা পাশাপাশি চলেছে। তার মাঝখান বরাবর একটা সংকীর্ণ ফাঁক তৈরী হয়েছে। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পরেই ওরা চ্যানেলের মধ্যে গিয়ে হাজির হলো। দুদিকেই কিছুটা অংশ ভাঙছিল। তীরের ঠিক আধ মাইল পূর্ব দিকে ও দুটো পাশাপাশি ছুটছিল ক্রমশঃ। যখন উত্তাল ঢেউ বোটের ওপরে এসে আছড়ে পড়ছিল তখন অ্যাভান্ট লাফিয়ে উঠে অনেকটা অসহায়ের মতো ভাসছিল।

মারগেট্রয়েড নীচের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। দুদিকেই ভেঙে গেছে। সমদ্রের ফেনাও নেই, মাত্র দশ ফিট দূরে শৈলশ্রেণী। ভঙ্গুর পালকের মতো দেখতে কিন্তু স্পর্শ করলেই ক্ষুরের মতো ধারালো। একবার ব্রাশ করলেই যেন বোট কিংবা মানুষকে খুব সহজেই পরিষ্কার করে দেবে। চালককে তেমন একটা মনোযোগী মনে হচ্ছিল না। তার একটা হাতে হুইল আর একটায় ভালব্ ধরা আছে। কাঁচের শার্সি দিয়ে সামনের দিকে একভাবে তাকিয়েছিল ও। মনে হচ্ছিল, সেই বিস্তীর্ণ ফাঁকা উপত্যকা থেকে ও কোনো সিগন্যাল এর অপেক্ষা করছে। মাঝে মাঝে হুইলটাকে সামনের দিকে টানছিল। মাঝে মাঝে গতিবেগ বাড়াচ্ছিল। নতুন গতি পেয়ে 'অ্যাভান্ট' পুরোদমে সামনের দিকে ছুটে চলছিল একভাবে। মারগেট্রয়েড একভাবে সবকিছু দেখছিলেন, ওদের চোখে কেমন একটা বিষণ্ন ভাব।

ষাট সেকেণ্ড মাত্র। তারপরই সব আবার ঠিকঠাক। ওদের ডানদিকে শৈলশ্রেণী, পরিষ্কার। কিন্তু বাঁ দিকটা সমস্ত কিছু থেমে একটা ফাঁক তৈরী হয়েছে। চালক আবার হুইলটা ঘোরালো। এবারে অ্যাডান্ট-এর মুখটা সোজাসুজি সমুদ্রের দিকে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ভারত মহাসাগরের একেবারে মাঝখানে গিয়ে পড়লো। মারগেট্রয়েড অনুভব করলেন যে, এখন নৌকা চালনার ব্যাপারে খুঁতখুঁত হওয়া যায় না। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এতে

লজ্জার কোনো কারণ নেই।

—'আমি বলি কি মারগ্রেট্রয়েড, আপনি ওই শৈলশ্রেণী দেখতে পাচ্ছেন?' হিগিনস ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো। কিলিয়াণ একটু হাসলো এবার, তারপর বললো, 'কিছুটা? কিন্তু কফি?'

হিগিনস বলে উঠলো, 'এরপর আরো ভাল করে করবো।'

কিলিয়াণ বললো, 'আমরা সবকিছু ভাবি। আমাদের কাছে ব্র্যান্ডিও আছে।'

বলে আর একটা ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক বের করে ঢাকনাটা খুলতে আরম্ভ করলো। ততো ক্ষণে বোটের রডগুলো ঠিকঠাক করতে আরম্ভ করেছে, কেবিন থেকে ও সবশুদ্ধু চারটে রড এনেছে। শক্ত ফাইবার গ্লাস দিয়ে তৈরী। প্রত্যেকটা আটফুটের মতো লম্বা। নীচের দু'ফিট কর্ক দিয়ে আটকানো। এতে ধরার সুবিধে। প্রতিটা রডের সঙ্গে আটশো গজের মতো মনোফিলামেন্ট নাইলনের তার লাগানো। গোড়ার দিকটা নিরেট পেতলের তৈরী আর নীচের দিকে বোটের সকেট আটকানোর জন্যে চেরা। এতে বোটের ঝাঁকুনি কম হয়, ও প্রত্যেকটাকে সকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। তারপর দড়ি আর ক্লিপ দিয়ে আঁটোসাটো করে বাঁধলো। শেষে জাহাজের ডেকের ওপরে ফেলে রাখলো।

সমুদ্রের ওপরে সূর্যের ধনুকের মতো বাঁকানো রেখা। সমুদ্রের ঢেউ-এর ওপরে তার আলো এসে পড়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমুদ্রের কালো জল বেগুনি নীল হয়ে গেল। এরপর সূর্য যতো ওপরে উঠতে লাগলো ততোই রঙটা হালকা সবুজ হয়ে যেতে লাগলো। মারগ্রেট্রয়েড বোটের দুলুনির সঙ্গে নিজেকে সামলাচ্ছিলেন। বারবার চেষ্টা করছিলেন কফিতে চুমুক দিতে। সেই অবস্থাতেই একভাবে তিনি বয়টার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বয়টা তখন সাজ সরঞ্জামের বড়ো আকারের একটা বাক্স থেকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের অনেকগুলো স্টীলের তার বের করলো, এগুলোকে 'ট্রেস' বলে। এরপর কিছু বিশেষ ধরণের টোপ বের করলো। বেশীর ভাগই বাদামী অথবা হলুদ রঙের সমুদ্রের ছোট একধরণের মাছ। নরম রাবারের সঙ্গে আটকানো। এছাড়াও কিছু লাল আর সাদা রঙের পালক আর চকচকে কিছু চামচ জাতীয় জিনিষ। এসবেরই ব্যবস্থা শিকারকে আকৃষ্ট করার জন্যে। এছাড়াও সিগারের মতো আকারের শিসের তৈরী একধরনের জিনিষ ক্লিপের সঙ্গে আটকানো।

সেই কিশোর তার দাদামশাইকে স্থানীয় ভাষায় কিছু জিজ্ঞেস করলো। বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন, তখন কিশোর দুটো ছোট্ট মাছ, একটা পালক আর একটা চামচ জাতীয় জিনিষ নিলো। প্রতিটির সঙ্গে দশ ইঞ্চির মতো স্টীল লাগানো রয়েছে একদিকে আর একদিকে একটা কিংবা তিনটে হুক। কিশোরটা লম্বা দিকে টোপের সঙ্গে ক্লিপটা আটকে দিলো। বাকী অন্য দিক রঙের সঙ্গে জুড়ে দিলো। প্রত্যেকের সঙ্গে শিলের ওজন আটকালো। এভাবে ঠিকঠাক করে ওরা জলে ফেলবে। কিলিয়াণ টোপগুলো ভাল করে একবার দেখে নিলো। ও বললো, 'এই স্পিনার দিয়েই 'ব্যারাকুডা' মাছ ভালভাবে ধরা যাবে। আর ছোট মাছ আর পালক দিয়ে বোনিটো, ডোরাডো এমন কি বড়ো আকারের টুনা পর্যন্ত ধরা যাবে।'

মঁসিয়ে পেসেন্ট হঠাৎ গতি পালটাতেই অন্যরা সবাই ব্যাপারটা দেখতে লাগলো। সামনের উপত্যকা বরাবর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। প্রায় ষাট সেকেণ্ড পরে ওরা বুঝলো সেই বৃদ্ধ কি দেখে এরকম করেছে। দূরের উপত্যকা বরাবার একগুচ্ছ সামুদ্রিক পাখী সমুদ্রের ওপরে একেবারে নীচের দিকে নেমে চক্রাকারে ঘুরছে। ফুটকির মতো ওখানে কিছু দেখা যাচ্ছিল।

কিলিয়াণ বলে উঠলো, ওদের টার্ন বলে। 'সামুদ্রিক পাখী। ওরা ওখানে মাছের ঝাঁক নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে। ওদের ধরার জন্যেই ওখানে ঘুরছে ওরা।'

হিগিনস জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা কি ছোট মাছ ধরতে পারবো?'

—'না। কিলিয়াণ জবাব দিলো, 'কিন্তু অন্য মাছ পারবো। মাছের ঝাঁকের মধ্যে পাখীগুলো সিগন্যালের মতো কাজ করছে। বোনিটো আর ছোট টুনা মাছ খায়। সেজন্যে আমাদের অসুবিধে হবে না।'

এবারে ক্যাপ্টেন সেই কিশোরের দিকে তাকিয়ে ঘাড়টা নাড়লো। কিশোরটি তখন সবকিছু ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত। সমুদ্রের ফেনার ওপরে প্রতিটি মাছ তখন ঝাঁক বেঁধে এগোচ্ছে। সূতো ছাড়তেই অনেকটাই এগিয়ে গেল সেটা। বঁড়শিটা ক্রমশঃ ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই কিশোর ততোক্ষণেই সুতো ছেড়ে যেতে লাগলো যতোক্ষণ

না সেটা একশো ফুটের মতো এগিয়ে যায়। ততোখানি যাবার পরে কিশোর মোটামুটি নিশ্চিন্ত হলো। তারপর রিলটা আবার বন্ধ করে দিলো। রডের টিপটা সামান্য বেঁকে গেল এবার। এবারে টোপে একটু টান পড়লো। সবুজ জলের ঠিক নীচে বঁড়শির টোপ একটু জোরেই এগোচ্ছিল। জলের নীচে যেমন মাছেরা দৌড়োয় ঠিক সেই রকম।

দুটো রড নৌকোর কিনারে আটকানো আছে। একটা ডানদিকের কিনারে আর একটা বাঁদিকে।

অন্য দুটো রড সকেটের মধ্যে একটু উঁচুতে রাখা। ডেকের ঠিক পাশে। ওদের সঙ্গে আবার ক্লিপ আটকানো আছে। একটা লম্বা দণ্ডের সুতোর ওপরে সেই ক্লিপগুলো ঝুলছে। সেই কিশোর এই রডগুলো থেকে সমুদ্রের ওপরে টোপগুলো ইতিমধ্যেই ছুঁড়ে দিয়েছে। তারপর এগিয়ে গেছে সামনের দিকে, মাছ একবার যদি টোপ গেলে তাহলে আর রক্ষে নেই।

কিলিয়াণ জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি আগে মাছ ধরেছ?' মারগেট্রয়েড ঘাড় নাড়লেন। হিগিনসও ঘাড় নাড়লো, দুজনের কেউই ধরেনি। এবারে কিলিয়াণ বলে উঠলো, 'ঠিক আছে, আমিই তোমাদের দেখাবো যখন আমরা তুলবো তখন কি হয়। একটু দেরী হবে, তোমরা একটু এগিয়ে এসে ব্যাপারটা দেখো।'

সেই দক্ষিণ আফ্রিকান ভদ্রলোক চেয়ারে বসে একটু রড ধরেছিল। আবার বললো ও, 'যখন ধরা হবে তখন সুতো খুব জোরে ছুটবে। তখন একটু শব্দও শোনা যাবে না রীতিমতো। বুঝেছ তোমরা, সেটা যখন হবে আমি কিংবা জাঁ-পল রডটা নেবো, ঠিক আছে?'

দুজনেই ঘাড় নাললো। কিলিয়াণ এবার বললো, 'শোনো তোমরা কেউ এবার রড়টা ধরো। ওর লকেটের কাছটা তোমাদের উরুর মাঝখানে রাখবে। ক্লিপটা ঠিকমতো দেবে। যদি তোমাদের হাতে টান পড়বে তখন দেখা যাবে। এখন এই জায়গাটা.......।'

কিলিয়াণ পেতলের হুইলটা দেখালো। হুইলের সঙ্গে স্পোকও লাগানো ছিল, রিল ড্রামের ঠিক পাশে। মারগেট্রয়েড আর হিগিনস দুজনেই মাথাটা নাড়লো।

—'এটা হচ্ছে শ্লিপিং ক্লাচ।।' কিলিয়াণ বলে উঠলো। একটু থেমে ভাল করে দেখে বললো আবার, 'এই মুহূর্তে একটা হালকা ওজনের ওপর সেট করা আছে। মোটামুটি পাঁচ পাউণ্ড। যখনই মাছ কামড়াবে তখনই রীলটা খুলে যাবে। ওটা যখন ছুটতে থাকবে তখন এমন শব্দ হবে মনে হবে কেউ আর্তনাদ করছে। তোমরা তখন ঠিক প্রস্তুত হয়ে থাকবে। কারণ পরে ওটাকে টানতে হবে। প্রথমে ক্লাচ কন্ট্রোলটাকে আস্তে আস্তে সামনের দিকে ঘোরোতে হবে। ঠিক এই রকম.....।'

বলে কিলিয়াণ ভংগী করে দেখালো। তারপর আবার বললো, 'যতোক্ষণে না রীলটা একেবারে থেমে যায় ততোক্ষণে শক্ত হয়ে থাকবে। সবশেষে মাছ নৌকোতে টেনে তুলতে হবে।'

বলে আবার দম নিয়ে কিলিয়াণ বলতে আরম্ভ করলো। শেষে রীলটা গোটাতে হবে। কর্কটাকে ঠিক এইভাবে ধরতে হবে বাঁ হাতে তারপর রীলটা গোটাতে হবে। যদি বড়ো আকারের হয় তাহলে দুহাতে করতে হবে শেষ পর্যন্ত। যতোক্ষণ না রডটা ভ্যার্টিক্যাল অবস্থায় আসছে ততোক্ষণ পেছনে টানতে হবে। এরপর ডানহাতটা রীল থেকে তুলে নিয়ে একভাবে রীল করে যেতে হবে যতোক্ষণ না রডটা নৌকোর পেছন দিকে আসে। এইভাবে করতে হবে। সব কিছুই একভাবে একই সময়ে করতে হবে। এতে নিশ্চিতভাবেই তোমরা মাছ পেয়ে যাবে। সবশেষে আমাদের বোটবয় ওটাকে তুলে আনবে।'

হিগিনস একবার জিজ্ঞেস করলো, 'স্লিপিং ক্লাচ আর ড্রামের কেসের মার্কিংটা কোথায়? কি ভাবে জানবো ব্যাপারটা?'

জবাবে বললো কিলিয়াণ, 'মার্ক একটাই, তাহলো সর্ব্বোচ টান। এই টান একশো তিরিশ পাউণ্ড পর্যন্ত ওজন লক্ষ করতে পারে। একশো পাউণ্ড হলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। তোমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

—'কিন্তু যদি বড়ো আকারের ওঠে তখন কি হবে?' হিগিনস একরকম মরীয়া হয়েই বলে উঠলো। কিলিয়াণ জবাবে বললো, 'তখন ওকে হয়রান করে ক্লান্ত করতে হবে। সুতো ছেড়েই যেতে হবে। ওকে ছোটাতে হবে যতোক্ষণ না একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ওর আর টেনে নিয়ে যাবার কোনো ক্ষমতাই থাকবে না।

ঠিক আছে, যখন ওরকম পাওয়া যাবে, তখন ব্যাপারটা আমরাই দেখবো।'

ঠিক সেই সময়ে, ওদের বোট অর্থাৎ 'অ্যাভান্ট' তিরিশ মিনিটে তিন মাইল চলে এসেছে। মঁসিয়ে পেসেন্ট এবারে গতি একেবারে কমিয়ে দিয়েছে। এখন সমুদ্রের জলের নীচে মাছ দেখার পালা। সমুদ্রের ঠিক কুড়ি ফিট ওপরে পাখীদের ঝাঁক চক্রাকারে ঘুরছে মাছের আশায়। ওদের মাথাটা নীচের দিকে, ডানা দুটো একেবারে স্থির আর শক্ত হয়ে গেছে। যতোক্ষণ না ওরা সমুদ্রের নীচের শৈলশ্রেণীর কাছে মাছ দেখতে না পাবে ততোক্ষণওদের চোখ দুটো ওইভাবেই থাকবে। দেখতে পাওয়া মাত্রই ওরা নীচে নামবে। একের পর এক। তারপর প্রত্যেকের ঠোঁটেই একটা করে রুপোলী মাছ। এরা এই ভাবে সীমাহীন সময় পর্যন্ত চালিয়ে যাবে। এদের কোনোরকম ক্লান্তি নেই। এই পাখীদের ধৈর্য্য প্রশংসার যোগ্য।

হিগিনস বলে উঠলো, 'আমার কথা হলো মিঃ মারগেট্রয়েড কে আমাদের প্রথমে নেবে তার জন্যে টস করা হোক।'

বলেই ও পকেট থেকে একটা স্থানীয় টাকা বের করলো। টস করা হলো সেটাকে। হিগিনসই জিতলো। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ভেতরের একটা রড ভয়ংকর ভাবে লাফিয়ে উঠলো। তারপরেই লাইনটায় একটা শব্দ হতে আরম্ভ করলো। রীল ছাড়া হচ্ছিল। এবারে সেই আর্তনাদের মতো আওয়াজ হতে লাগলো।

—'এটা আবার।' হিগিণস বলেই আনন্দে চেয়ার ছেড়ে অনেকটা লাফিয়ে উঠলো। জাঁ-পল তখন রডটা এগিয়ে দিচ্ছিল। রীলটা এগোচ্ছিল খুবই ধীরে ধীরে। হিগিনস নীচের দিকে সকেটের মধ্যে কুঁদোটা ঢুকিয়ে দিলো। জ্যা ক্লিপটাও আটকে দিলো। দাঁড়টাও তার সঙ্গে আটকালো। শ্লিপিং ক্লাচটা আস্তে আস্তে বন্ধ করতে লাগলো। হঠাৎ লাইনটা থেমে গেল। রডটা একটু বেঁকে গেল শেষপর্যন্ত। বাঁ হাতে সেটাকে ধরে হিগিনস ডান হাতে রীলটা গোটাতে আরম্ভ করলো। রডটা আরো খানিকটা বেঁকে গেল। কিন্তু কুণ্ডলী পাকানোটা চলতে লাগলো একভাবে।

হিগিনস চাপা স্বরে বলে উঠলো, 'আমি ওর অস্তিত্ব ভালভাবেই টের পাচ্ছি।'

বলে রীল গোটাতে লাগল ধীরে ধীরে। পুরো সুতোটা বাধাহীন ভাবেই চলে আসছিল। জাঁ-পল বোটের ঠিক নীচের দিকে এসে ঝুঁকে পড়লো। সুতোটা আস্তে আস্তে গোটাতে গোটাতে হিগিনস একঝটকায় একটা ছোট্ট রুপোলী মাছকে নৌকোর ওপরে তুলে ফেললো। কিলিয়াণ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'বোনিটো ফিস, চার পাউণ্ড হবে।'

বোট বয়টা সঙ্গে সঙ্গে সাঁড়াশি নিয়ে এলো। তারপর মাছটার সামনে এসে ওর মুখের ভেতর থেকে কাঁটাটা বের করে নিয়ে এলো। মারগেট্রয়েড মাছটার দিকে তাকালেন। মাঝখানের রুপোলী অংশটার কাছে নীলচে কালো দাগ টানা। হিগিনসকে তেমন একটা উৎফুল্ল বলে মনে হলোনা। একজায়গায় পাখীর ঝাঁক উড়ছিল। ওরা পাখীর ঝাঁকের দিকে এগোলো। যখন সময় ঠিক আটটা বেজে সামান্য কিছু হয়েছে তখন ওদের ডেকটা বেশ গরম হয়ে গেছে। মঁসিয়ে পেসেন্ট বোটটা ঘোরালো।

কিছুটা যাবার পরেই ওর নাতি হুকটা সামনের দিকে ছুঁড়ে দিলো। একটা ছোট মাছ লাগানো টোপ সামনে গিয়ে পড়লো। হিগিনস এবারে বলে উঠলো, 'এবারে সম্ভবতঃ এটা আমরা ডিনারের জন্যে খেতে পারবো।'

কিলিয়াণ নিস্পৃহভাবে মাথাটা একবার নাড়লো। বলে উঠলো, 'বোনিটো মাছকে টোপ হিসেবে কাজে লাগানো যায়। এখানকার স্থানীয় লোকেরা অবশ্য ঝোল করে খায়। কিন্তু মাছটা তেমন সুস্বাদু নয়।'

ওরা মাছের ঝাঁকের দিকে এগোলো। এবারে দ্বিতীয় চেষ্টা। মারগেট্রয়েড রডটা হাতে নিলেন। মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা কাজ করছিল। এই প্রথম তিনি অভিজ্ঞতা পাচ্ছেন। কর্কটা ভাল করে ধরলেন তিনি। হঠাৎ দুশো ফিট নীচ থেকে একটা টান অনুভব করলেন তিনি। তিনি ক্লাচটাকে ধীরে ধীরে সামনে দিকে ছাড়তে আরম্ভ করেলন। কিন্তু নড়াচড়ার তেমন লক্ষণ টের পাওয়া গেলনা। রডের টিপটা সমুদ্রের দিকে খানিকটা বেঁকে আছে। হঠাৎ বাঁ দিকে তিনি আবার একটা টান অনুভব করলেন। পেছন দিকে টানবার প্রয়োজন মনে হলো তার।

তিনি সমস্ত শক্তি দিয়ে রীলের হাতলটা ঘোরাতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু নীচে যে বস্তুটি থেকে বাধা পাচ্ছিলেন তার শক্তি দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। তার মনে হলো মাছটা হয়ত খুব বড়ো। কিন্তু মাছ

নাওতো হতে পারে। সঠিক ভাবে জানাটা এই মুহূর্তে, সম্ভব নয়। দানবের মতো শক্তি। ধীরে ধীরে তিনি গোটাচ্ছিলেন। ক্রমশঃ দম ফুরিয়ে আসতে লাগলো মারগেট্রয়েডের। কুড়ি গজের মতো দূরে সেই আশ্চর্য্য মাছটা রয়েছে। এরপরেই মনে হলো ওর আর ততোটা জোর দেবার দরকার নেই। সুতোটা মোটামুটি আস্তে আস্তেই এগিয়ে আসছে। এবার তার মনে হলো বঁড়শি থেকে মাছটা বুঝি পালিয়ে গেছে। কিন্তু না তখনও মাছটা ছিল। শেষপর্যন্ত অবশ্য মাছটা ধরা সম্ভব হলো। জাঁ-পল একটা বর্শা দিয়ে মাছটাকে গেঁথে বোটের ওপরে তুলে নিয়ে এলো। আর একটা বোনিটো। দশপাউণ্ড ওজন হবে এটার।

হিগিনস উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো, 'বাঃ অনেক বড়ো। তাই না?' মারগেট্রয়েড একবার ঘাড়টা নাড়লেন। তারপর মৃদু হাসলেন। এই সমস্ত ব্যাপার তিনি পণ্ডারস এগুে গিয়ে বলবেন সবাইকে। হুইলের সামনে সেই বৃদ্ধ মঁসিয়ে পেসেন্ট বসে দূরের নীল জলের দিকে একভাবে তাকিয়েছিল।

মনে মনে অন্য একটা চিন্তা করছিল সে। কয়েক মাইল দূরে মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরপর সেই বৃদ্ধ তার নাতীর দিকে তাকিয়ে দেখলো। ছেলেটি তখন বোনিটের মুখের ভেতর থেকে বঁড়শিটা বের করার চেষ্টা করছে। সবকিছু তখন খুলে বাক্সর মধ্যে রাখছিল ও। সকেটের মধ্যে রডটা ঢুকিয়ে রাখলো। এরপর সামনের দিকে গিয়ে হুইলটা ধরলো। ওর দাদামশাই ফিসফিস করে কিছু বললো ওকে। তারপর কাঁচের শার্সির ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালো। ছেলেটা মাথাটা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো। হিগিনস এবার জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা কি এবারে রডটা ব্যবহার করবো না?'

কিলিয়াণ বললো, 'মঁসিয়ে পেসেন্ট-এর মাথায় নিশ্চয়ই নতুন কোনো চিন্তা এসেছে।'

একটু থেমে আবার বললো, 'ওকে ভাবতে দাও। কি করতে হবে উনি নিশ্চয়ই ভাল জানেন।'

সেই বৃদ্ধ.... স্বাভাবিক ভাবেই ডেকের কাছে গিয়ে পৌঁছোলো। তখন ওখানে সবাই দাঁড়িয়ে ছিল। বৃদ্ধ গিয়ে ডেকের কাছে একটা গর্তের সামনে পা দুটো আড়াআড়ি করে বসলো। তারপর একটা ছোট্ট বোনিটো নিয়ে মাছ ধরার টোপ হিসেবে তৈরী করতে আরম্ভ করলো। ছোট মাছটা মরা অবস্থায় শক্ত হয়ে বোর্ডের ওপরে পড়ে আছে। পাখনাগুলো শক্ত হয়ে বাতাসে সামান্য নড়ছে। মুখটা সামান্য হাঁ অবস্থায় রয়েছে ছোট্ট কালো চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে এমন ভাবে যেন কিছুই দেখছেনা।

মঁসিয়ে পেসেন্ট ট্যাকল বক্স থেকে একটা বড়ো আকারের কাঁটাওয়ালা হুক নিলো। মুখের কাছটায় আটকানো আছে বিশ ইঞ্চির মতো সরু তার। এছাড়া বারো ইঞ্চির একটা সুচোঁলো পেরেক যেটা দেখতে অনেকটা সেলাই-এর সুঁচের মতো। সেই পেরেকের মুখে বৃদ্ধ তখন মাছের পেছন দিকের পায়ুটা ঢুকিয়ে দিলো। যতোক্ষণ না মাছটার মুখের কাছে ওই সুঁচোলো মুখটা আসে ততোক্ষণ চাপ দিতে লাগলো।

সেই সুচের অপরপ্রান্ত তারপর একটা স্টীলের ট্রেসের সঙ্গে ক্লিপ দিয়ে আটকে দিলো ভালকরে। পুরো ব্যাপারটা ঠিকঠাক করে বৃদ্ধ একবার সামনের দিকে তাকালো।

হুকের সূচীমুখটা বোনিটোর পেটে একেবারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর কিছুই তখন দেখা যাচ্ছিল না। এরপর সেই বৃদ্ধ একটা খুব ছোট আকারের সূঁচ নিলো।

বাড়ীর গৃহিনীরা এরকম ধরণের সূঁচ তাদের স্বামীদের মোজা সেলাইএর জন্য ব্যবহার করে। এরপর সে এক গজের মত সুতো নিলো।

বোনিটোর একদিকের পিঠ আর পায়ুর কাছে যে পাখনা একেবারে স্থির অবস্থায় পড়ে আছে। বৃদ্ধ পাখনার ভেতর দিয়ে সেই সুতোটা গলিয়ে দিলো। তারপর সেই সুতোটা কয়েকবার পাকালো। শেষে সেই সূঁচটাকে মাছের মাথার ওপর দিয়ে বের করে নিয়ে এলো। শেষপর্যন্ত সুতোটা বেশ আঁটোসাটো হলো। মাছের পেছনের পাখনা বেশ শক্ত করে বাঁধা হয়েছে এবার। জলে এটা নিশ্চয়ই ঠিকভাবে থাকবে। মাছের দুদিকের পাখনাতেই একইভাবে কাজ করলো বৃদ্ধ। সবশেষে মাছের মুখটা সুতো দিয়ে বন্ধ করে দিলো।

বোনিটো মাছটাকে শেষ পর্যন্ত দেখে মনে হচ্ছিল যে, ওটা যেন আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। এর তিনটে পাখনা এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যাতে পাক না খেতে পারে। লেজটা এমন ভাবে খাড়া করে রাখা আছে যাতে শুধু মুখটা বোঝা যায়। মুখটা যে কোনো রকম আলোড়ন কিংবা বুজবুরি কাটা বন্ধ করবে, কেবল মাত্র

দুই ঠোঁটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা স্টীলের সরু তার আর একটা সাঁড়াশির মতো হুক লেজের কাছ থেকে ঝুলছিল। টোপ হিসেবে এটা ভালই কাজ দেবে। শেষ পর্যন্ত সেই বৃদ্ধ বোনিটোর মুখের কাছ থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে ক্লীপ দিয়ে আটকে দিলো, রডের টিপ থেকে ছোট একটা আঙটা মারফৎ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো ওটা। নতুন ধরনের টোপ। এটা অন্য আরো টোপের পেছনে রাখা হবে। দুশো ফিট স্বচ্ছন্দে এটা যেতে পারবে, এরপর রডটা নেবার আগে সেই বৃদ্ধ আবার চেয়ারে গিয়ে বসলো। সমুদ্রের জল তখন নীলচে ধূসর থেকে ধীরে ধীরে পালটে গিয়ে নীলচে সবুজ হতে চলেছে।

মিনিট দশেক পরে হিগিনস আর একটা স্ট্রাইক নিলো স্পিনারের টোপে, এরপর দশ মিনিট পরে রীলটা গোটাতে লাগলো, অপর প্রান্তে তখন মরিয়া হয়ে সেই বস্তুটি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তখন সবাই ভাবছিল এটা নিশ্চয় বড়ো আকারের একটা টুনা মাছ হবে। কিন্তু যখন শেষপর্যন্ত ওটাকে বোর্ডের ওপরে নিয়ে আসা হলো তখন দেখা গেল একেবারে বিপরীত। একগজ লম্বা রোগা সোনালী ছোট একটা মাছ। কিলিয়াণ বলে উঠলো, 'এতো ডোরাডো।'

বলে সামান্য থেমে একটু উৎসাহ ভরেই আবার বললো, 'বাঃ চমৎকার, এটা সত্যিই লড়াই করেছে, তবে যাই হোক, এই মাছটা খেতেও খুব ভাল। আমরা সেন্ট জেরানে নিয়ে এটাকে রাধুঁনীকে দিয়ে ভাল করে রান্না করতে বলবো।'

হিগিনস-এর মুখটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, বেশ খুশী খুশী লাগছিল ওকে। নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলো এবারে, 'আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি রাস্তা দিয়ে একটা ট্রাক টেনে নিয়ে আসছি।'

নৌকোর সেই কিশোর তখন টোপটা আবার ঠিক করে লাগাতে ব্যস্ত, ঠিক ঠাক করে ওটাকে আবার তার জায়গায় পাঠিয়ে দিলো।

এই মুহূর্তে সমুদ্রকে বেশ খানিকটা উঁচু লাগছিল, মারগেট্রয়েড সামনের ডেকের একদিকে একটা কাঠের খুঁটিতে হাত রেখে সমস্ত কিছু ভালভাবে দেখছিলেন। সেই ছোট্ট নৌকা অ্যাভান্ট তখন সমুদ্রের ঢেউএর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের চারদিক জুড়ে তখন জলের প্রাচীর। প্রত্যেকে সেদিকে তাকিয়েছিল। সূর্য্যের প্রখর আলোয় চারদিক ভরে গেছে। দূরে যতো দূর তাকানো যায় বিরাট বিরাট ঢেউ এগিয়ে আসছে। প্রত্যেকটি ঢেউ-এর মাথায় সাদা আবরণ চিক চিক করছিল। ঠিক পশ্চিম দিকে মরিশাসের সীমারেখা।

পূর্বদিক থেকে ঢেউগুলো একের পরে এক এসে আছড়ে পড়ছিল। বলা যায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ওরা যেন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। মনে হচ্ছিল, একদল সৈন্য দ্বীপের ওপরে মার্চ করতে করতে এগিয়ে আসছে। ওদের লক্ষ্য শুধুই মৃত্যুবরণ করা।

তিনি নিজেকে ভেবে একটু অবাক হলেন। কারণ এই ভয়ংকরতার সামনে তিনি তেমন বিচলিত বোধ করছেন না। মনে পড়লো একবার ফেরী নৌকোয় তিনি ডোভার থেকে বৌলোনে যাচ্ছিলেন, তখন তার রীতিমতো উদ্বেগ হয়েছিল। সেটা কিন্তু একটা বড়ো আকারের পত্রের মতো ছিল। ঢেউয়ের সমান্তরালে এসেছিল সেটা। যাত্রীদের নাকে তেলের গন্ধ, রান্না চর্বির গন্ধ কিংবা ধোঁয়া এসব এসে লাগছিল। কিন্তু এই বিশাল সমুদ্রের ছোট এই 'অ্যাভান্ট' নিজেকে সঁপে দিয়েছে। সমুদ্রের ঢেউয়ে সে উঠছে আর নামছে।

মারগেট্রয়েড একভাবে জলের দিকে তাকিয়েছিলেন। মনের মধ্যে কেমন একটা ভয় করতে লাগলো। এতো ছোট্ট একটা নৌকোর ওপরে এতোজন মানুষ রয়েছে এটাই তার ভয়ের কারণ। একজন কারিগর তার ধনী খরিদ্দারকে সবকিছু দেখিয়ে নিশ্চয়ই গর্ববোধ করতে পারে। এই বিশাল সমুদ্রে ওরা যতোটা স্বাচ্ছন্দ্য মারগেট্রয়েড ততোটা স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না। মনে হচ্ছিল তার, একটা বিশাল দৈত্য তার হাতের থাবার ওপরে একটা ছোট্ট খেলনা নিয়ে খেলছে। যে কোনো সময়ে ওই খেলনাটা সে ভেঙে ফেলতে পারে।

আরো চারজন নৌকোর ওপরে ছিল। তবুও মারগেট্রয়েড-এর নিজেকে খুবই তুচ্ছ বলে মনে হলো। এই ছোট্ট নৌকোর ওপরে তিনি একজন অসহায় ছোট মানুষ। এই সমুদ্রের ওপরে দাঁড়িয়ে তার নিজেকে একেবারে নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগলো। সমুদ্র যে কোনো মানুষকে উদ্দীপনা জাগাতে পারে। যারা একা একা সমুদ্রের ওপরে ভ্রমণ করে কিংবা আকাশে অথবা বরফের ওপর দিয়ে হাঁটে কিংবা মরুভূমির ওপরে তাদেরই এই রকম একটা

নিঃশব্দতার অনুভূতি আসতে বাধ্য। সমস্ত কিছুই বিশাল আর অনুকম্পা জাগানোর মতো ব্যাপার। কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে সবচেয়ে বেশী ভয়াবহতা এই সমুদ্রের। কারণ সমুদ্র গতিশীল। অন্যরা তা নয়।

ঠিক নটা বাজার কিছু পরে মঁসিয়ে পেসেন্ট নিজে থেকেই কিছু কথা বলে গেল। তবে তা কাউকে উদ্দেশ্য করে বলেছে মনে হল না। হিগিনস কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো, 'উনি কি বলছেন?' কিলিয়াণ জবাব দিলো, 'উনি বলছেন, ওখানে একটা কিছু আছে। আসলে আমাদেরকে কেউ অনুসরণ করছে মনে হচ্ছে।'

হিগিনস সামনের দিকে একবার দেখেই পেছনে ঘুরলেন। দূরে তাকাতেই দেখলো জল সেখানে গভীরভাবে আন্দেলিত হচ্ছে। হিগিনস আরো একটু ভালকরে তাকালো সেদিকে। জল, একমাত্র জল ছাড়া ওখানে কিছুই নেই। ও আবার জিজ্ঞেস করলো, 'উনি কিভাবে সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পারেন?'

কিলিয়াণ জবাবে একবার ঘাড়টা ঝাঁকালো। বললো তারপর, 'তুমি যেভাবে তোমার কাজের ব্যাপারে অনুভূতি দিয়ে কোনো গোলমাল বুঝতে পারো। উনিও অনুভূতি দিয়ে সব বোঝেন।'

ততোক্ষণে সেই বৃদ্ধ নৌকোর গতি বেশ খানিকটা কমিয়ে এনেছে। বোট তখন একেবারে প্রায় স্থির হয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে গতিটা আবার সামান্য কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হলো। হিগিনস বারবারই কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রতিবারই ওর মুখটা খাবারে ভর্তি থাকায় মুখ দিয়ে আর কিছু বেরোচ্ছিল না। মিনিট পনেরো কাটার পরে রডের মধ্যে একটা রড হঠাৎ তীব্রবেগে লাফিয়ে উঠলো। তারটা বেশ কিছুটা এগোতে লাগলো। অবশ্য ততোটা দ্রুতবেগে নয়। মাঝে মাঝে ঝাঁকি, একধরণের ঘরঘর শব্দ হচ্ছিল অনবরত।

—'এটাই আপনার।' মারগেট্রয়েড-এর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, কিলিয়াণ, তারপর রডটা একবার ঝাঁকালো। মারগেট্রয়েড ছাউনির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চেয়ারে বসলেন।

রডের হাতলটা ক্লিপের সঙ্গে আটকে দিলেন। কর্ক লাগানো হাতলটা বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরলেন ভাল করে। রিলটা তখন এগোচ্ছিল। তিনি স্লিপিং ক্লাচের কন্ট্রোলটা বন্ধ করে দিলেন।

এতে তার বাহুর ব্যাথাটা একটু বেড়ে গেল। রডটা গেল সামান্য বেঁকে। কিন্তু সুতো একভাবেই এগোতে লাগলো।

—'জোর করে ধরুন', 'কিলিয়ান বলে উঠলো, 'তা না হলে মাছটা আপনার সমস্ত সুতো খেয়ে নেবে।'

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মারগেট্রয়েড ক্লাচটাকে ভালভাবে চেপে ধরলেন। রডের টিপটা ক্রমশঃ নামতে লাগলো। অবশেষে সেটা একেবারে চোখের সমান্তরাল অবস্থায় এসে পোঁছোলো। সুতোটা এবারে খানিকটা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। কিলিয়ান একবার ঝুঁকে পড়ে ক্লাচটা দেখবার চেষ্টা করলো। বাইরের আর ভেতরের রিং-এর চিহ্নটা প্রায় পরস্পরের বিপরীতে।

—'এটা নিশ্চয়ই আশি পাউন্ডের মতো হবে,' বলে উঠলো ও, 'আপনি আরো জোর করে টেনে রাখুন।'

মারগেট্রয়েড টেনে রেখেছিলেন, তার হাতটায় এবার যন্ত্রণা হতে আরম্ভ করলো। কর্কের চারপাশে তার আঙুলগুলো একেবারে কঠিন হয়ে গেল। তিনি ক্লাচ কন্ট্রোলটা ঘোরাতে লাগলেন, যতোক্ষণ না চিহ্ন দুটো পরস্পরের ঠিক বিপরীতে আসে। কিলিয়ান বলে উঠলো, 'আর দরকার নেই।' বলে আবার থেমে বলে উঠলো। একশো পাউণ্ডের মতো হবে। 'এখন আপনাকে দুহাত দিয়েই ধরতে হবে রডটা। এরকম ভাবেই অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে।'

একটা হাতকে বিশ্রাম দেবার জন্যে মারগেট্রয়েড রডটা অন্যহাতে নিলেন। তারপর শক্তকরে দুহাতেই চেপে ধরলেন। জুতো পড়া পা দুটো কাঠের পাটাতনের ওপরে শক্ত করে রাখলেন। উরুটা অনেকখানি বেঁকে রইলো। তিনি পেছনের দিকে হেলে রইলেন প্রাণপনে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কাটার পরেও কিছুই ঘটলো না। রডের বাটটা তার উরুর মধ্যে খাড়াভাবে রইলো। টিপটা পেছন দিকের জলের ওপরে। এবারে সুতোটা আবার এগোতে আরম্ভ করলো। খুবই আস্তে আস্তে। তবে এক নাগাড়ে এগিয়েই চললো। ক্রমশঃ তার চোখের সামনে ড্রামটা অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগলো।

—'প্রভু যীশু,' বলে উঠলেন কিলিয়ান। নিঃশ্বাস নিয়ে আবার বলে উঠলো, 'এটা সত্যিই অনেক বড়ো। এতো একশো পর্যন্ত টেনে নিতে পারে। আপনি 'জোর' করে চেপে ধরে থাকুন।'

ওর দক্ষিণ-আফ্রিকাণ উচ্চারণে কথাবার্তা বলার মধ্যে একধরনের উত্তেজনা কাজ করছিল।

মারগেট্রয়েড-এর পাটা এবারে যন্ত্রণা করতে আরম্ভ করলো। তার সত্ত্বেও তিনি পা দুটো শক্ত করে চেপে থাকলেন। হাতের আঙুল কিংবা কব্জি অথবা বাহু অথবা কাঁধ সমস্ত কিছু টান টান হয়ে রইল। মারগেট্রয়েড-এর মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে রইলো। তিনি প্রাণপণে টেনে ধরে থাকলেন। এর আগে এই একশো পাউণ্ডের মতো ওজন টেনে রাখার জন্যে কেউ বলে নি। মিনিট তিনেক পরে ছুটন্ত রীলটা আবার থামলো। এর মধ্যে অন্ততঃ ছশো গজের মতো সুতো চলে গেছে।

—'আপনাকে কিছু পোশাক পড়িয়ে দিলে ভাল হতো,' কিলিয়ান ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো। বলে একটা পোশাক নিয়ে কোনোরকমে দুটো হাতের ভেতর দিয়ে গলিয়ে দিলো ওর গায়ে। মারগেট্রয়েড-এর কাঁধে ওটা মোটামুটি আটকে রইল। এরপর ওটাকে নামিয়ে ঠিক ঠাক করে দিলো কিলিয়ান। পায়েও গরম লাগছিল। একটা ছোট্ট শর্টস পরেছিলেন তিনি। এই প্রথম তার মনে হলো রোদের তেজ খুবই প্রখর। কিছুক্ষনের মধ্যে মারগেট্রয়েড-এর উরু জ্বালা জ্বালা করতে আরম্ভ করে দিলো।

বৃদ্ধ পেসেন্ট একবার ঘুরে তাকালো সেদিকে। স্টীয়ারিংটা অন্য হাতে। বৃদ্ধ অনেকক্ষণ ধরেই দেখছিল সুতোটা একভাবে ছুটে চলেছে। কোনোরকম সাবধানবাণী বা উত্তেজনা প্রকাশ না করে স্বাভাবিক ভাবে বললো একবার, 'মার্লিন।'

—'তাহলেতো আপনি খুবই ভাগ্যবান,' কিলিয়ান বলে উঠলো, 'তার মানে আপনার বঁড়শিতে মার্লিন গেঁথেছে।'

হিগিনস সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কি খুব ভাল মাছ?' ওর মুখটা ততোক্ষণে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কিলিয়ান বলে উঠলো, 'এই মাছ ধরার খেলায় ওই মাছটাই হচ্ছে রাজা, ধনী লোকেরা বছরের পর বছর আসে এখানে। হাজার হাজার পাউণ্ড খরচ হয়ে যায় কিন্তু মার্লিনকে ধরতে পারে না। কখনোই তারা মার্লিনকে পায় নি।'

বলে সামান্য চুপ করে রইলো। তারপর আবার বললো, 'কিন্তু আপনাকে খুবই বেগ দেবে ওটা। এমন বেগ দেবে যা আপনার জীবনে কোনোদিন টের পাননি।'

অবশ্য এখন সুতো যাওয়াটা একেবারে থেমে গেছে। বোটের সঙ্গে সঙ্গে মাছটাও সাঁতরাচ্ছে। তবুও মারগেট্রয়েড টানাটা একেবারে বন্ধ করেন নি। বড় টিপটা তখনো বেঁকে আছে। মাছটা অন্ততঃ সত্তর থেকে নব্বুই পাউণ্ডের ভেতরে হবে।

চারজন লোক কোনরকম কথা না বলে মারগেট্রয়েডকে দেখছিল। তারা একভাবে দেখে যাচ্ছিল ওকে। মারগেট্রয়েড একভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন, পাঁচমিনিট তিনি রডটা একভাবে ধরে থাকলেন। তার চিবুক আর কপাল বেয়ে ঘাম ঝরে পড়লো। একফোঁটা ঘাম চোখের পাশ দিয়ে নীচে নামতে লাগলো। আস্তে আস্তে রড টিপটা উঠলো। মাছটা এবার গতি বাড়িয়েছে। মুখ দিয়ে একভাবে টেনে যাচ্ছিল সেটা।

কিলিয়াণ এবার মারগেট্রয়েড-এর একেবারে পাশে এসে দাঁড়ালো। তারপর সাঁতারের শিক্ষক যেমন উৎসাহ দেয় নির্দেশ দেয় ঠিক সেই রকম ভাবে নির্দেশ দিতে লাগলো।

—'এখন রীলটা গোটান আপনি।' বলে উঠলো কিলিয়াণ, 'খুব আস্তে। ক্লাচ স্ট্রেনটা আশি পাউণ্ডের মতো কমান। এটা আপনার জন্যেই বলছি। যখন ও একটু থামবে তখন আপনি আবার একশো পাউণ্ড নিয়ে যাবেন ক্লাচটাকে। যখন ওটা লড়াই করবে তখন যেন ভুলেও করবে না। তাহলে আপনার সুতো ছিঁড়ে যাবো। যদি ওটা আপনার নৌকোর দিকে এগিয়ে আসে তাহলে রীলটা তাড়াতাড়ি গোটাবেন। ওকে একবারো আলাগা দেবেন না। ও অবশ্য হুকটা ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করবে।

কিলিয়ানের কথামতোই মারগেট্রয়েড কাজ করতে লাগলেন। মাছটা থামার আগে পর্যন্ত তিনি অন্ততঃ পঞ্চাশ গজের মতো ছেড়ে দিলেন। মাঝে এমন হলো যে, মাছের টানে রডটা ভেঙে যাবার যোগাড়। মারগেট্রয়েড রডটা এক হাত থেকে আর একহাতে নিয়ে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকলেন। দুহাতে বেশ খানিকক্ষণ চেপে রইলেন তিনি। এদিকে মাছটার পেছনে অন্ততঃ একশো গজের মতো সুতো চলে গেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত মাছটা আর

পারলোনা। নৌকোর পেছনে আসতে আরম্ভ করলো।

কিলিয়ান বলে উঠলো, 'ছশো গজের মতো সুতো খেয়েছে। ওটা আপনার আছে মাত্র আটশো গজ।'

—'তাহলে এখন আমি কি করবো?' মারগেট্রয়েড দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলেন, রডটা আবার আলগা হয়ে গেল। তিনি প্রাণপণে গোটাতে আরম্ভ করলেন। কিলিনয়ান এবার মারগেট্রয়েড-এর দিকে তাকিয়ে বলে—উঠলো, 'আপনি এবার বরং প্রার্থণা করুন। একশো পাউণ্ডের বেশ চাপ হলে আপনি ওকে ধরে রাখতে পারবে না। এখন ওটা যদি ড্রামের কাছে এসে যায় তাহলে নিশ্চয়ই হাল ছেড়ে দেবে।'

মারগেট্রয়েড এবারে বলে উঠলেন। 'আমার খুব গরম লাগছে।'

কিলিয়ান ওর শর্টস আর শার্টটা দেখলো। তারপর বললো, 'তুমিতো এখানে থাকলে গরমে ভাজা হয়ে যাবে।'

তারপর একটু থেমে আবার বললো, 'এক মিনিট। দেখছি।'

কিলিয়ান ওর শর্টস আর শার্টটার দিকে ভালভাবে একবার দেখে নিলো। তারপর এগিয়ে গিয়ে নিজের বাক্স থেকে একটা ট্রাউজার বের করে নিয়ে এলো। সেটাকে মারগেট্রয়েড-এর পা দিয়ে অনেক চেষ্টা করে গলিয়ে দিলো। যতোখানি পারা যায় ওটাকে কোমরের দিকে তুলতে লাগলো ও। ওপরের পোশাক কোমর পর্যন্ত ঢাকা ছিল। এবারে মারগেট্রয়েড-এর দেহটা মোটামুটি ঢাকা পড়লো। সূর্য্যের উত্তাপ থেকে কিছুটা বাঁচা যাবে। এবারে কিলিয়ান কেবিন থেকে লম্বা হাতাওয়ালা একটা সোয়েটার নিয়ে এলো। তাতে ঘাম আর মাছের গন্ধ দুটোই ছিল।

কিলিয়ান মারগেট্রয়েডকে বললো, 'আমি আপনার মাথার ওপর দিয়ে পরিয়ে দিচ্ছি। ভালভাবে ধরে থাকুন।'

ওরা সত্যিই সৌভাগ্যবান। কিলিয়ান সোয়েটারটা নিয়ে মারগেট্রয়েড-এর মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে দিলো। তারপর সোয়েটারটাকে ওর কোমর পর্যন্ত নামিয়ে দিলো। তারপর কাঁধের বোতামগুলো ঠিকঠাক আটকে দিলো। মাছটা এখন নৌকোর সঙ্গে এগিয়ে আসছিল। সুতোটা আগের মতোই টানটান ছিল কিন্তু তেমন একটা অসুবিধে হচ্ছিলনা। সোয়েটারটা পরে মারগেট্রয়েড খানিকটা স্বস্তি পেলেন। কিলিয়ান একবার চারদিকে ঘুরে গেল। সীটে এখন একভাবে বসেছিল বৃদ্ধ পেসেন্ট। বড়ো টুপিটা মাথার থেকে খুলে ফেললো ও। তারপর ওটা কিলিয়ানকে দিলো।

কিলিয়ান সেটা নিয়ে মারগেট্রয়েড-এর মাথায় পরিয়ে দিলো ভালভাবে। কপালের ওপরে একটা আড়াল পড়তে তার চোখ দুটোর অনেকটা আরাম হলো। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার মুখমণ্ডলের চামড়া রক্তবর্ণ হয়ে গেছে। কোনো কোনো জায়গা জ্বালা করছিল। সরাসরি সূর্য্যের উত্তাপের চেয়ে সমুদ্রে প্রতিফলিত সূর্য্যের আলো বেশী প্রখর।

মার্লিনের নড়াচড়া এখন কম। মারগেট্রয়েড এই সুযোগটা নিলেন। কিছুটা তার গুটিয়ে নিলেন তিনি। একশো গজের মতো কোনোরকমে করা গেল। প্রতিটি গজেই তার আঙ্গুলগুলো ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল। এখনও সুতোর চাপ প্রায় চল্লিশ পাউণ্ডের মতো রয়েছে। মাছের শারীরিক জোর এখন বেশ কমে এসেছে। তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে একশো গজের মতো বাগে আনবেন তিনি। স্লিপিং ক্লাচে তখনো একশো পাউণ্ড চাপ রয়েছে। মারগেট্রয়েড ব্যাপারটা অনুমান করে ধরে থাকলেন। একটা মোটা ফিতে তাকে বার বার আঘাত করেছিল। তখন সময় ঠিক বেলা দশটা।

এর পরবর্তী সময়ে তিনি যন্ত্রণা ভালভাবে টের পেলেন। ওর আঙ্গুলগুলো একেবারে শক্ত হয়ে গেছে, কাঁপছিল আঙ্গুলগুলো।

কব্জিতেও বেশ আঘাত লেগেছে। তার বাহু এমনভাবে দপদপ করছিল যা তার কাঁধে গিয়ে পৌঁছেছিল। হাতের ওপরের অংশটা একেবারে অসাড় হয়ে গেছে। কাঁধে একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণা হচ্ছিল। এমন কি তার পোশাকের নীচে শরীরের চামড়াতে আবার জ্বালা জ্বালা করতে আরম্ভ করলো। ঘন্টায় অন্ততঃ বার তিনেক তিনি মাছটাকে একশো গজের মতো রাখতে পেরেছেন। তিন বারই মাছটা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। মারগেট্রয়েড দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আমার মনে হয় না, এর চেয়ে বেশী চাপ আমি নিতে পারবো।'

কিলিয়ান ঠিক তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে একটা বরফভর্ত্তি বীয়ারের খোলা পাত্র। তার পা দুটো খালি। কিন্তু দীর্ঘকাল সূর্যোলোকে থেকে পা দুটো ময়লা হয়ে গেছে। তাকে দেখে মনে হলো না যে পায়ের জ্বলুনিতে সে কাতর।

—'ধৈর্য্য ধরে থাকুন। এটাইতো যুদ্ধ। ওর শক্তি কম নয়। আপনাকে সমস্ত ব্যাপারটা সামলাতে হবে। এখন আপনার কৌশল করা প্রয়োজন। এতোক্ষণ যুঝতে গেলে প্রচণ্ড স্ট্যামিনার দরকার বৈকি।'

ঠিক এগারোটা বাজার কিছু পর মার্লিনের লেজটা এই প্রথমবার দেখা গেল। ম্যরগেট্রয়েড ওটাকে অন্ততঃ পাঁচশো গজের মতো নিয়ে আসতে পেরেছে। এই মুহূর্তে নৌকোটা ঢেউ-এর একেবারে মাথায় উঠে পড়েছে। নৌকোর পেছনে পেছনে সবুজ জলের ওপর দিয়ে মাছটা ভেসে আসছিল। মারগেট্রয়েড-এর মুখটা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছিল। ধারালো সূঁচটা চোয়াল ভেদ করে চলে গেছে। এর ফলে নীচে চোয়ালটা অনেকটা খোলা। চোখের ওপরে ঠিক পাশে পাখনা। অনেকটা মোরগের ঝুঁটির মতো লাগছিল। মার্লিনের দেহ থেকে একধরনের ঔজ্জ্বল্য বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। মার্লিন এখন নিজের লেজের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। লেজে ভর করে আসতে গিয়ে ওর দেহটা মাঝেমাঝে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছিল। এক সেকেণ্ডের মতো ও সেখানে স্থির হয়েছিল। ওদের দিকে একভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপরেই একটা দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল। সবশেষে নিজের শীতল জগতে নেমে গিয়েছিল। সেই বৃদ্ধ পেসেন্টই আবার প্রথম নীরবতা ভেঙেছিল।

স্থানীয় ভাষায় কিলিয়ান-এর দিকে তাকিয়ে কথাটা বলেছিল ও। কিলিয়ান ওর দিকে ঘুরে তাকিয়েছিল। তারপর কিছু একটা জিজ্ঞেস করেছিল। হিগিনস এবারে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কি বললেন উনি?'

মারগেট্রয়েড জলের সেই বিশাল জায়গাটার দিকে তাকিয়েছিলেন একভাবে। ওখান থেকেই মাছটা অতলে ডুব দিয়েছে। প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর একটানা দ্রুত। মারগেট্রয়েড আবার রীলটা গুটাতে আরম্ভ করলেন।

কিলিয়ান বললো, 'ওরা জানে যে, এখানেই মাছ আছে। এমন কি আর ওরকম আর একটা থাকলেও বৃদ্ধ পেসেন্ট কিন্তু এ'ব্যাপারে একেবারেই ভুল করবে না। ওটা হচ্ছে একটা নীল রঙের মার্লিন। এগারো শো পাউণ্ডের চেয়েও বেশী। তার অর্থ, মাছটা খুবই বৃদ্ধ আর চালক। ওরা সবাই ওকে সম্রাট বলে ডাকে। এখানকার মাছ ধরা লোকেদের কাছে ও একটা রূপকথা।'

—'কিন্তু এই রকম একটা বিশেষ মাছকে জানাটা কিভাবে সম্ভব হলো?' হিগিনস অবাক হয়ে বলে উঠলো। থেমে আবার বলল, 'সবগুলোই তো একই রকম দেখতে।'

কিলিয়ান বলে উঠলো, 'এটাকে দ্'বার হুকে গাঁথা হয়েছিল। দুবারই ও সুতো ছিঁড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বারে ও নৌকোর অনেকটা কাছে এসে পড়েছিল। নৌকোর লোকজন তখন ওর মুখের ভেতরে প্রথম হুকটা দেখতে পেয়েছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে ও সুতোটা ছিঁড়ে ফেলেছিল আবার। সেবার দ্বিতীয়বার। সেবারেও হুকটা রয়ে গেল ওর সঙ্গে। যতোবারই ওর মুখে হুকটা গেঁথেছে ততোবার ও লেজের ওপরে ভর করে হেঁটেছে। প্রত্যেককেই ওকে ভালভাবে দেখতে পেয়েছিল দু'বারই। কেউ একজন ওর একটা ছবিও তুলেছিল। সেকারণেই ও সকলের কাছে ভালভাবে পরিচিত। আমি ওকে পাঁচশো গজ দূর থেকে চিনতে পারবো না। কিন্তু বৃদ্ধ পেসেন্ট তার অভিজ্ঞতা দিয়েই ওকে চিনতে পেরেছে।

দিনের মাঝামাঝি মারগেট্রয়েডকে অনেকটা বৃদ্ধ আর অসুস্থ দেখাচ্ছিল। রডের ওপর ভর করেই বসেছিলেন তিনি। ভাবছিলেন তার নিজের জগতের কথা। তার যন্ত্রণা হচ্ছিল। সে যন্ত্রণা একাই ভোগ করছিলেন তিনি। ভেতরে ভেতরে একটা স্থির আর নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়ে যাচ্ছিলেন যা তিনি এর আগে কোনোভাবেই অনুভব করেন নি। দুটো হাতই তার জলে ডোবানো। এতে ফোসকা গুলোতে রীতিমতো আরাম হচ্ছিল তার। কাঁধের কাছে ছাল চামড়াতে জ্বালা জ্বালা করছিল সূর্য্যের তাপে। মাথাটা একভাবে নীচু করে তিনি সুতো গুটিয়ে যাচ্ছিলেন।

কোনো কোনো সময়ে সুতো খুব সহজেই আসছিল। মনে হচ্ছিল সেই ভয়ঙ্কর মাছটা যেন বিশ্রাম নিচ্ছে। যখন সুতো টানতে তেমন একটা অসুবিধে হচ্ছিল না তখন মনের মধ্যে কি ধরনের আনন্দ হচ্ছিল তা সম্ভবত, উনি আর পরে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। রডটা আবার বেঁকে গেল। তার যন্ত্রণা-মথিত পেশী এবার অসাড়

হয়ে এলো। কিন্তু মাছটার কথা মনে পড়তেই তার আর তেমন যন্ত্রণাবোধ হলো না।

দুপুরের ঠিক কিছুটা পরেই কিলিয়ান ওর কাছে নেমে এসে ওকে আর এক গ্লাস রীয়ার দিলো। তারপর বললো, 'দেখুন আপনার শরীরটা বেশ বেঁকে গেছে। তিনি ঘন্টা ধরে একভাবে রয়েছেন। সত্যিই আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার শরীরটা ভাল নেই। আপনার এভাবে নিজেকে শেষ করবার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। আপনার এখন সত্যিই সাহায্যের দরকার। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।'

মারগেট্রয়েড তার মাথাটা নাড়লেন। তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেল। সূর্য্যের আলো সরাসরি এসে পড়েছে। সমুদ্রের নোনা জল তার মুখে এসে লাগলো। তিনি বলে উঠলেন, 'তাহলে আমার মাছ।' বলেই আবার নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমাকে একা থাকতে দাও।'

মাছের সঙ্গে লড়াই অবশেষে শেষ হলো। ডেকের ওপরে তখন সূর্য্যের আলো আছড়ে পড়েছে। বৃদ্ধ পেসেন্ট তার উঁচু টুলের ওপরে এমন ভাবে বসেছিলেন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল খুবই খিদে পেয়েছে তার। একটা হাত হুইলের ওপরে রাখা। ইঞ্জিন বিশ্রামরত। পেসেন্ট ঘাড় ঘুরিয়ে সেই সম্রাটের চিহ্ন দেখার চেষ্টা করছিল। রোদ থেকে নিজেকে বাঁচাতে জ্যাঁ পল গুটিসুটি মেরে ছায়ার মতো একটা জায়গায় বসে ছিলেন। রীল আর তিনটে রড ঠিকঠাক করে রেখেছে। বোনিটোর পরে আর কিছু নেই এখন। বেশীর ভাগ সুতো এখন হাতলে গোটানো। হিগিনস এর খিদে বেশ বেড়ে গেছে। অনেকটা অসহায়ভাবে ও ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। তাতে ওরই রাখা কিছু স্যাণ্ডউইচ আছে। এছাড়া আছে দু'বোতল রীয়ার। দ্বিপ্রাহরিক খাবার জন্যে ওগুলো ও নিয়ে এসেছিল। কিলিয়ান ওর ঠিক মুখোমখি বসে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখের ভেতরে ঢোকানো ঠাণ্ডা মদের বোতল। এটা নিয়ে তার পাঁচবার খাওয়া হলো। মাঝে মাঝে ওরা সেই কুজো হয়ে বসে থাকা সামান্য পোশাক পরা মাথায় টুপি ওয়ালা লোকটার দিকে তাকাচ্ছিল। চেয়ারে অসহায় ভাবে বসে। রীল গোটানোর টিক টিক শব্দ থেকে থেকেই শোনা যাচ্ছিল।

মার্লিন এবারে তিনশো গজের মধ্যে এসে পড়েছে। নৌকো এখন দুই উঁচু ঢেউ-এর মাঝখানের নীচু জায়গাতে ভাসছে। 'সম্রাট' তখন নৌকোর দিকেই এগিয়ে আসছিল। তিনি খানিকটা দৌড়েই সেদিক এগিয়ে গেলেন। তারপর পেছনটা ঝাড়া দিলেন।

ওখানে জল লেগেছিল। মাঝে মাঝে সেই মার্লিনও ঝাঁকি দিয়ে উঠছে। নৌকোর পেছনে একটা রেখা বরাবর এগিয়ে আসছে সেই সমুদ্রের সম্রাট। মাঝে হঠাৎ সুতোটা আবার আলগা হয়ে গেল। কিলিয়ান ততোক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

চীৎকার করে উঠলো ও, 'সুতোটা গুটিয়ে নিন। তা না হলে ও হুকটা খুলে ফেলবে।'

মারগেট্রয়েড আঙুল দিয়ে প্রাণপনে সেই ঢিলে হয়ে যাওয়া সুতো গোটাতে আরম্ভ করলেন। মোটামুটি নির্দিষ্ট সময়েই তার কাজটা শেষ হলো।

সুতোটা এবারে বেশ টান টান হলো। মার্লিন ততোক্ষণে আবার সমুদ্রের গভীরে ঝাঁপ দিয়েছে। ততোক্ষণে সে আবার পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেছে। সূর্য্যের নীচে সেই অন্ধকার গভীর সমুদ্রে সেই সমুদ্রবাসী তার দীর্ঘ শতাব্দী পর শতাব্দীর অর্জিত বিবর্তনের মাঝখান দিয়ে তার শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। তার মুখের কোন দিয়ে সে আপ্রাণ টেনে রেখে চলেছে তার নিজের মৃত্যুবান।

ছোট্ট চেয়ারটায় বসে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মারগেট্রয়েড আবার মাথাটা নীচু করলেন। তারপর ভিজে কর্কএর চারপাশে আঙুলগুলো চেপে ধরলেন। তার আঙুলগুলো রীতিমতো যন্ত্রণা হচ্ছিল। তার কাঁধের ওপরে পোশাক সরু তারের মতো মনে হলো। তার হাত থেকে তখন তার জলের ভেতর ছুটে চলেছে। চোখের নিমেষে ব্যাপারটা ঘটে যাচ্ছিল। পঞ্চাশ গজ ততোক্ষণে চলে গেছে। মাছটা তখন রীতিমতো ডুবে আছে।

—'ওটা নিশ্চয়ই আবার ঘুরে এদিকেই আসবে।' কিলিয়ান বলে উঠলো এবার। মারগেট্রয়েড-এর কাঁধের দিকে তাকিয়ে দেখলো তারপর আবার বলে উঠলো, 'তখন অবশ্য তাড়াতাড়ি রীল গোটাতে হবে।'

ও ঝুঁকে মারগেট্রয়েড-এর ইঁটের মতো লাল নিরাবরণ মুখমণ্ডলের দিকে একবার তাকালো। মারগেট্রয়েড

এর গাল বেয়ে আধবোঁজা চোখ থেকে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে। কিলিয়ান সহানুভূতি মাখানো একটা হাত ওর কাঁধে রাখলো।

—'শুনুন।' ও বলে উঠলো তারপর, 'আপনি আর বেশীক্ষণ পারবেন না। আমি বরং ঘন্টা খানেক বসি না? তারপর আপনি আবার শেষে দিকে নেবেন। শেষে অবশ্য মাছটা হাঁফিয়ে গিয়ে হাল ছেড়ে দেবে।'

মারগেট্রয়েড ধীরে এগিয়ে চলা সুতোর দিকে তাকালেন। কিছু বলবার জন্যে মুখটা খুললেন তিনি। ঠোঁটটা ফাঁক করতেই সামান্য রক্তের ছিটে এসে ওর চিবুকে লাগলো। তার হাতের চেটো থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে সেই কর্কটা রীতিমতো আলাগ হয়ে গেল।

—'আমার মাছ কোথায়?' বিষন্ন কণ্ঠস্বরে আবার বলে উঠলেন তিনি, 'আমার মাছ কোথায়?'

কিলিয়ান এবারে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর বলেলো, 'ঠিক আছে। আমি আপনার মাছ দেখছি।'

বিকেল হয়ে আসছে ক্রমশঃ। এখন ঠিক দুটো। সূর্যের আলো ততোক্ষণে ডেকের পেছনে চলে গেছে। 'সম্রাট' ততোক্ষণে সুতো টানা বন্ধ করেছে। সুতোর চাপ চল্লিশ পাউণ্ডের মতো। মারগেট্রয়েড আবার জোর দিয়ে টানতে আরম্ভ করলেন।

ঘন্টা খানেক পরে মারলিন সমুদ্র থেকে শেষবারের মতো লাফিয়ে উঠলো। ও আর মাত্র একশো গজ দূরে আছে। মার্লিনের লাফিয়ে ওঠা দেখে কিলিয়ান আর সেই কিশোর নৌকোর ধারে এসে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগলো। দু'সেকেণ্ডের মতো মাছটা সমুদ্রের ফেনার ঠিক ওপরে ভেসে রইলো। বারবার মাথাটা এদিক ওদিক ঝাঁকাচ্ছিল যাতে হুকটা খুলে যায়। এই হুকটাই তাকে শত্রুদের দিকে টেনে নিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে যখন ও কেঁপে উঠছিল তখন ওর মুখের একদিকের কোনে আটকানো আলগা হয়ে যাওয়া তার সূর্য্যের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠছিল। হঠাৎ একধরনের শব্দ করে মার্লিন সমুদ্রে আঘাত করলো সজোরে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিলিয়ান একটু বিষন্ন কণ্ঠে বলে উঠলো, 'এটাই ওর বৈশিষ্ট্য। আর এজন্যেই ওকে সম্রাট বলা হয়। ও বারোশো পাউণ্ড ওজনের হতে পারে। মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত দশ ইঞ্চির মতো হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। যখন ও পূর্ণ বেগে দৌড়োয় তখন গতিবেগ চল্লিশ নটের মতো। একটা প্রাণীর মতো বলা যেতে পারে।

তারপর ও বৃদ্ধ পেসেন্টের দিকে তাকিয়ে স্থানীয় ভাষায় কি বললো।

শুনে ঘাড় নাড়লো বৃদ্ধ। এইরকম স্থানীয় ভাষায় ওদের দুজনের মধ্যে খানিকক্ষণ কথা হলো। তারপর কিলিয়ান মারগেট্রয়েড-এর দিকে ঝুঁকে বলে উঠলো, 'বৃদ্ধ বলছেন, মাছটা এখন রীতিমতো ক্লান্ত। তা সত্ত্বেও ও এখনো আরো কয়েক ঘন্টা অনায়াসে লড়াই করে যেতে পারে। আপনি কি এখনও চালিয়ে যাবেন?'

মাছটা যেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছিল সেদিকে মারগেট্রয়েড একভাবে তাকিয়ে ছিলেন। তার মুখমণ্ডল ক্লান্তিতে একেবারে লাল হয়ে উঠেছে। সারা শরীর জুড়ে অসহ্য যন্ত্রণা। তার ডানদিকে কাঁধে একটা তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল। ওই জায়গার মাংসপেশী একেবারে বিধ্বস্ত। এইরকম সীমাহীনতার মধ্যে তিনি কখনো পড়েন নি। তার মনে কোনোরকম দৃঢ় ইচ্ছে আর ছিল না। তিনি এই মুহুর্তে বলতে গেলে কিছুই জানেন না। তা সত্ত্বেও তিনি ঘাড় নাড়লেন। সুতো তখনও এগোচ্ছিল। রডটা তখনো ধনুকের মতো বেঁকেছিল। সম্রাট তখনো রীতিমতো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। একভাবে সুতো টেনে যাচ্ছে। কিন্তু এখন একশো পাউণ্ডের বেশী হবে না। মারগেট্রয়েড চুপ করে বসে রইলেন।

পরের নব্বুই মিনিট দুজনের মধ্যে তীব্র লড়াই চললো। পণ্ডস এণ্ড থেকে আসা সেই ব্যক্তি বনাম গ্রেট মার্লিন। চারবার অন্ততঃ মাছটা ভাল করে বিশ্রাম নিলো। তারপর একভাবে সুতো টেনে যেতে লাগলো। কিন্তু একশো পাউণ্ডের মতো চাপের বিপক্ষে তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছিল। যদিও তখনো তার শক্তি রীতিমতো বজায় ছিল। চারবারই মারগেট্রয়েড ওকে অনেকটা টেনে এনেছেন। প্রতিবারই অন্ততঃ কয়েক গজ করে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ নিঃশেষ হতে হতে তার মধ্যে একধরনের বিকার দেখা দিলো। তার হাতের আর পায়ের মাংসপেশী দপদপ করতে লাগলো। আলো যেমন নিভে যাবার আগে দপ্ করে জ্বলে ওঠে তারও ঠিক সেরকমই মনে

হলো। তার মুখটা ততোক্ষণে আরো লাল হয়ে উঠেছে। চারটে বেজে যখন তিরিশ মিনিট হলো তখনো লড়াই রীতিমতো চলছে। একজন সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষও এতোক্ষণ ধরে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে না। এবারে শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে আর বেশী দেরী নেই। ওদের দুজনের মধ্যে একজন হাল ছেড়ে দেবে।

পাঁচটা বেজে ঠিক কুড়ি মিনিটে সুতোটা আবার আলগা হয়ে গেল।

মারগেট্রয়েড এবারে রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন। আলগা হয়ে যেতেই তিনি সুতো গোটাতে আরম্ভ করলেন। সুতো এবার খুব সহজভাবেই আসতে লাগলো। তখনও অন্যদিকে চাপ ছিল। কিন্তু তেমন জোর ছিল না। এবারে অনেকটা ঝাঁকুনি কমে গেল। কিলিয়ান-এর কানে এলো সুতো গোটানোর মৃদু শব্দ। শেডের কাছ থেকে কিলিয়ান এসে দাঁড়ালো ডেকের কিনারে। নৌকোর পেছন দিকটায় তাকালো তারপর। খানিকক্ষণ পরেই চীৎকার করে উঠলো ও, 'এবারে আসছে ও। সম্রাট এবার আসছে।'

সমুদ্রের বুকের ওপরে সন্ধ্যে নেমে এসেছে। সমুদ্রের সেই উত্তাল তরঙ্গ আর নেই। তার পরিবর্তে সমুদ্র এখন অনেকটা শান্ত। জাঁ-পল আর হিগিনস দুজনেই রীতিমতো অসুস্থবোধ করছিল। কিন্তু কোনরকম বমির ভাব তেমন আসেনি। ওরা একভাবে তাকিয়েছিল। মঁসিয়ে পেসেন্ট ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছিল। হুইলেও হাত ছিলনা তার।

চেয়ার থেকে নেমে এসে পেসেন্ট ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। নিশ্চুপ হয়ে সবাই সেই জলের দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ কিছু একটা জলের স্থিরতা ভেঙে দিলো। কিছু একটা চলাফেরা করে বেড়াচ্ছিল। কিছু একটা আন্দোলিত হচ্ছিল। একটা কিছু নৌকোর দিকে সুতোকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসছিল। তার উঁচু পাখনা কিছুক্ষণের জন্যে একবার দেখা গেল। তারপরে আবার ঘুরে গেল। লম্বা ঠোঁটটা একবার উঁচুতে উঠে আবার জলের নীচে মিলিয়ে গেল।

কুড়ি গজের মধ্যে সম্রাট এসে পড়েছে। যদি ও এবার শেষবারের মতো ভয়ংকর শক্তি প্রয়োগ না করে তাহলে আর নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না। এখন ওর প্রায় আত্মসমর্পণের পালা। কুড়ি ফিটের মতো দূরত্বে স্টীলের তারের শলাকার শেষপ্রান্তে একেবারে রডের টিপের কাছে চলে এলো। কিলিয়ান হাতে একটা চামড়ার গ্লাভস পরে ওটাকে ধরলো। এরপর শারীরিক শক্তি দিয়ে ওটাকে টানতে লাগলো ও। মারগেট্রয়েডকে কেউই তেমন আমল দিচ্ছিল না। তিনি চেয়ারে মাথা হেঁট করে বসেছিলেন।

আধঘন্টার মধ্যে তিনি প্রথম রডের কাছে একবার গেছিলেন। সেটা এখন নৌকোর পাটাতনের ওপরে পড়ে আছে। খুব আস্তে আস্তে তিনি তার সাজসরঞ্জামগুলো খুলছিলেন। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল। শরীরের পোশাকটা এক ধারে পড়েছিল।

কোনোরকমে তিনি একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। তার হাতের পেশীর আর পায়ের পেশী খুবই দুর্বল লাগছিল। নৌকোর ধারের গর্তের পাশে মরা ডোরাডো মাছ পড়েছিল। সেখানে গিয়ে তিনি বসলেন কোনোরকমে। বাকি চারজন নৌকোর ঠিক পেছন দিকে কিনারায় দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়েছিল। কিলিয়ান গ্লাভস পড়া হাতে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। জাঁ-পল নৌকোর ডেকের ওপরে একভাব দাঁড়িয়েছিল। ওর মাথার ঠিক ওপরেই একটা বর্শা দেখা যাচ্ছে। মারগেট্রয়েড দেখলেন সেই কিশোর এক হাতে ওটাকে ওপরের দিকে তুলে আছে।

তার কণ্ঠস্বর থেকে চীৎকারের পরিবর্তে একটা গোঙানি ভেসে এলো।

—না।

সেই কিশোরটি এবার স্থির হয়ে নীচের দিকে তাকালো। মারগেট্রয়েড তার হাত দুটো আর হাঁটুর ওপরে ভর করে খানিকটা এগিয়ে ট্যাকল বক্সের দিকে তাকালেন। একেবারে ওপরে একজোড়া তারের কাটা পড়েছিল। তিনি সেগুলোকে বাঁ হাতের আঙুলগুলো দিয়ে ধরলেন। তারপর ডানহাতের তালুতে রেখে চাপ দিলেন। আস্তে আস্তে ওর আঙুলগুলো হাতলের ওপরে নামতে লাগলো। এরপর যে হাতটা খালি ছিল তিনি সে হাত দিয়ে

খানিকটা এগিয়ে এসে নৌকোর পেছনে জলরাশির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'সম্রাট' ততোক্ষণে ঠিক তার নীচে শুয়েছিল। তার দেহটা একেবারে বিধ্বস্ত। প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি। তার বিরাট দেহটা জাহাজের পাটাতনের ওপরে আড়াআড়ি ভাবে পড়েছিল। মুখটা অর্দ্ধেক খোলা। স্টীলের সেই শলাকার একপ্রান্ত ওর দেহের সঙ্গে আটকানো। মার্লিনকে এখনো রীতিমতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। নীচের চোয়ালে আরও একটা হুক আটকে আছে। কিলিয়ান-এর হাত থেকে সেই স্টীলের তার নিয়ে আটকেছে তৃতীয় হুকে। এই হুকটা গিয়ে প্রবেশ করেছে সম্রাটের ওপরের ঠোঁটের একেবারে কোমল গভীরে। ওর লম্বা অংশের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল।

মার্লিনের নীলচে কালো রঙের শরীরটা নিঃশ্চল অবস্থায় পড়ে আছে। সমুদ্রের ঢেউ এসে ওর শরীরটাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে বারবার। মার্লিনের কাছ থেকে মাত্র দু'ফুট দূরে মারগেট্রয়েড। মার্বেলের মতো গোলাকার দুটো চোখে মার্লিন তাকিয়েছিল ওর দিকে। সম্রাট তখনও বেঁচেছিল। কিন্তু লড়াই করার মতো শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। ওর মুখ থেকে যে সুতোটা বেরিয়ে এসেছে সেটার প্রান্ত কিলিয়ান শক্ত হাতে ধরে আছে। মারগেট্রয়েড সামান্য এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর তার ডান হাতটা মার্লিনের মুখের ওপরে রাখলেন।

কিলিয়ান বলে উঠলো, 'পরে ওকে আপনি আদর করবেন। এখন বরং ওকে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া দরকার।'

মারগেট্রয়েড এবার মরিয়া হয়ে কাটারটা স্টীলের শলাকার সামনে নিয়ে এলেন। ওখানেই হুকের লম্বা অংশটার সঙ্গে সুতোটা আটকানো আছে। তিনি এবারে কাটারটা চাপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের চেটো থেকে রক্ত বেরিয়ে এলো। মার্লিনের মাথার সেই লবণাক্ত জলে তার রক্ত গিয়ে মিশে গেল। তিনি সজোরে চাপ দিতেই সেই সুতো ছিঁড়ে গেল।

হিগিনস চীৎকার করে উঠলো, 'আপনি কি করছেন? ও তো ছাড়া পেলেই পালিয়ে যাবে।'

'সম্রাট' মারগেট্রয়েড-এর দিকে একভাবে তাকিয়েছিল। সমুদ্রের ঢেউ আরো একবার আছড়ে পড়ে তার দেহটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল। তার ক্লান্ত বিধ্বস্ত মাথাটা এবারে সামান্য নড়ে উঠলো। তার মুখের সঙ্গে আটকানো হুকটা জলের দিকে এগিয়ে গেল। এরপর আবার একটা ঢেউ এসে তার শরীরে আছড়ে পড়লো। তার পেটটা উলটে গেল এবার। মার্লিনের মাথাটা তখন জলের আরো গভীরে। এবারে তার এগিয়ে যাবার পালা। তার অর্দ্ধচন্দ্রাকার লেজটা নড়ে উঠলো এবার।

শেষে একরকম ক্লান্তভাবেই জলের গভীরে ঝাঁপ দিলো সে। শেষবারের মতো তার লেজটা দেখা গেল একবার। ক্লান্ত শরীরেও পরিশ্রমে পিছপা নয় সে। মার্লিন ক্রমশঃ সমুদ্রের শীতল জলের গভীর তার নিজ আবাসে পৌঁছে যেতে লাগলো। সবায়ের চোখের সামনে দিয়ে মিলিয়ে গেল সে।

—যাঃ কি হলো! বিরক্তিতে বলে উঠলো কিলিয়ান।

মারগেট্রয়েড এবারে কোনোরকমে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তখন তার মাথায় প্রচুর রক্ত এসে জমেছে। আকাশ তখন তার রঙ পালটাচ্ছিল। সারা আকাশ জুড়ে অন্ধকার একটা বড়ো বৃত্ত ধীরে ধীরে নেমে আসছিল ক্রমশঃ। নৌকোর পাটাতনটা এসে প্রথমে তার হাঁটুতে আঘাত করলো। তারপর তার মুখে। মারগেট্রয়েড এবার চেতনা হারালেন। মরিশাসের একবারে পশ্চিমদিকের পাহাড়ের কোলে সূর্য তখন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হচ্ছিল।

খাঁড়ি পেরিয়ে 'অ্যাভান্ট'-এর নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছোতে লাগলো ঘন্টা খানেকের মতো। মারগেট্রয়েড-এর চেতনা এবারে ফিরে এসেছে। নৌকো ফিরে আসার সময়েই কিলিয়ান মারগেট্রয়েড-এর দেহ থেকে ট্রাউজার আর শার্টটা খুলে নিয়েছিল। সোয়েটারও। সন্ধ্যেবেলার বাতাস এসে মারগেট্রয়েড-এর শরীরের ক্ষতস্থানগুলো জুড়িয়ে দিচ্ছিল। মারগেট্রয়েড এই মুহুর্তে তিন বোতল বীয়ার খেয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে একটা বেঞ্চের ওপরে বসেছিলেন। কাঁধটা সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে আছে। হাত দুটো নোনাজলের একটা পাত্রের ওপরে রাখা। নৌকো যখন কাঠের জেটির কাছে এসে ভিড়লো তখন মারগেট্রয়েড জানতেও পারলেন না। জাঁ-পল লাফাতে লাফাতে আনন্দে গ্রামের দিকে এগোতে লাগলো।

বৃদ্ধ মঁসিয়ে পেসেন্ট ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিলো। নৌকোর দড়িটা ঠিকমতো বাঁধা হয়েছে কিনা দেখে নিলো একবার। জেটির ওপরে ও বোনিটো আর ডোরাডো মাছ গুলোকে ছুঁড়ে দিলো। টোপ আর পেরেক নির্দিষ্ট জায়গায় ঢুকিয়ে রাখলো তারপর।

কিলিয়ান 'কোল্ডবক্স'টাকে জেটির ওপর থেকে তুললো তারপর খোলা জায়গার ওপরে লাফিয়ে পড়লো।

—'সময় চলে যাচ্ছে।' বলে উঠলো ও।

মারগেট্রয়েড কোনোরকমে নিজেকে টেনে তোলবার চেষ্টা করলেন। কিলিয়ান সাহায্য করলো ওকে। ওরা গিয়ে এরপর লাইনে গিয়ে দাঁড়ালো বেরোবার জন্যে। তার সেলাই করা শর্টসটা হাঁটুর কাছে নেমে গেছে। শার্টটা ফুলে উঠেছে। ঘাম শুকিয়ে সবকিছু ময়লা হয়ে গেছে। তার ক্যাম্বিসের জুতোটাও এলোমেলো হয়ে গেছে ভীষণভাবে। সেই সরু জেটির ওপরে অনেক গ্রামবাসী দাঁড়িয়েছিল।

সবাইকে একটাই লাইন বজায় রেখে এগোতে হচ্ছিল। হিগিনস সামনে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল।

লাইনের প্রথমেই যে ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল সে হচ্ছে মঁসিয়ে পেসেন্ট। মারগেট্রয়েড-এর ইচ্ছে হচ্ছিল সবার সঙ্গে করমর্দন করে। কিন্তু ভীষণ আঘাত থাকার জন্যে সেটা করা যাচ্ছিল না। নৌকোর লোকেদের দিকে তাকিয়ে তিনি ঘাড়টা ঝাঁকালেন। তারপর মৃদু হাসলেন। যথারীতি একজনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন তিনি। নৌকোর সেই ব্যক্তিও টুপি খুলে ওকে সম্মান জানালো।

মারগেট্রয়েড ধীর পায়ে জেটির দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রতিটি গ্রামবাসীও ওর দিকে তাকিয়ে অভিবাদন জানাচ্ছিল। প্রত্যেকেই মাথাটা ঝাঁকাচ্ছিল। ওরা শেষ পর্যন্ত একেবারে শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছোলো। তারপর গ্রামের রাস্তার ওপরে পা রাখলো। গাড়ীর সামনে অনেক গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে আছে। বেশ ভিড় বলা যায় ওই গাড়ীটা ঘিরে। মারগেট্রয়েডকে দেখামাত্রই সবাই হাত তুলে অভিবাদন জানাতে লাগলো।

হিগিনস অতিরিক্ত পোশাকগুলোও যে বাক্স করে খাবার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেটাকেও যথাস্থানে রেখে দিলো হিগিনস। ভেতরে 'কোল্ড ট্রাংক'টা একবার দেখে নিয়ে তারপর তার দরজাটা বন্ধ করে দিলো ও। শেষে ও মাঝখানের প্যাসেঞ্জারের বসার আসনের দিকে এগিয়ে এলো। মারগেট্রয়েড সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। হিগিনস আসতেই মারগেট্রয়েড ওকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা সবাই কি বলছিল?'

—'সবাই আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল।' কিলিয়ান আবার বলে উঠলো, 'ওরা আপনাকে 'মাস্টার ফিশারম্যান' বলছিল।'

—'কেন সম্রাটের জন্যে বুঝি?' মারগেট্রয়েড বলে উঠলেন। হিগিনস বলে উঠলো, 'সম্রাট এখানে একটা রূপকথার মতো।'

মারগেট্রয়েড বললেন, কারণ, 'আমিই এই সম্রাটকেই ধরেছি। তাইতো?'

কিলিয়ান এবারে মৃদুভাবে হাসলো। বললো, 'না, সেজন্যে নয়। আপনি ওর প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

ওরা গাড়ীর ভেতরে ততোক্ষণে উঠে বসেছে। মারগেট্রয়েড আরাম করে পেছনের সীটে নিজেকে হেলিয়ে দিলেন। বেশ ভাল লাগছিল তার। তার হাত দুটো একটা কাঁচের ওপরে রাখা। হাতের চেটোটা রীতিমতো জ্বলছিল। কিলিয়ান-এর হাতে হুইল। হিগিনস তার পাশে বসে। 'আমি বলছি, মিঃ মারগেট্রয়েড।' হিগিনস বলে উঠলো।

একটু দেখে নিয়ে আবার বললো 'গ্রামবাসীরা মনে হয় ভেবেছে আপনি বেড়ালের মতো শিকারী।'

মারগেট্রয়েড জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলেন। তার বাদামী মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল। হাত নাড়িয়ে তিনি বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। কিলিয়ান বলে উঠলো, 'হোটেলে ফিরে যাবার আগে আমাদের একবার 'ফ্লাক' এ হাসপাতালে গেলে ভাল হয়। আপনাকে আগে ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন।'

* * *

তরুণ ভারতীয় ডাক্তার মারগেট্রয়েড-এর সব কিছু দেখে কিভাবে হলো জিজ্ঞেস করলেন। পাছায় অনবরত চেয়ারের ঘসা খেয়ে ফোস্‌কা পড়ে গেছে। কাঁধের ওপরের দিকটা রক্তবর্ণ। বাহু, উরু প্রভৃতি অনেক জায়গা একেবারে লাল হয়ে আছে। মুখটা তাপে একেবারে শুকিয়ে গেছে। হাতের দুটো চেটোই লাল দেখাচ্ছিল।

ডাক্তার সবকিছু দেখে শুনে বললেন, 'সারতে তো সামান্য সময় নেবে।'

কিলিয়ান জিজ্ঞেস করলো, 'কয়েক ঘন্টার মধ্যে, আমি আবার আপনাকে ডাকবো?'

ডাক্তার জবাব দিলেন, 'তার প্রয়োজন হবে না। হোটেল সেন্ট জেরান আমার বাড়ীরই মতো। আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেবো। চিন্তার কিছু নেই।'

ঠিক দশটা নাগাদ মারগেট্রয়েড সেন্ট জেরান হোটেলের মূল দরজা দিয়ে ঢুকে হলঘরের আলোর নীচে এসে দাঁড়ালেন। ডাক্তার তখনও তার সঙ্গে ছিল। অথিতিদের মধ্যে একজন তাকে প্রবেশ করতে দেখলো। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ডাইনিং রুমে খবরটা দিতে ছুটে গেল। বাইরের পুল ধারে ক্রমশঃ শব্দ ছড়িয়ে পড়লো। অনেকগুলো চেয়ার সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে রীতিমতো হৈ চৈ হচ্ছিল। মারগেট্রয়েড আসার খবর পাওয়া মাত্র অনেকেই দৌড়ে এলো তার সঙ্গে কথা বলতে। তারা সবাই মাঝপথে থেমে গেল।

তিনি অদ্ভুত চোখে তাকালেন। তার হাত আর পায়েতে ওষুধ লাগানো। সেই লোশান শুকিয়ে গিয়ে জায়গাগুলো সাদা হয়ে গেছে। দুটো হাতেই সাদা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। মুখটা একেবারে ইঁটের মতো লালচে। মুখমণ্ডলের বিভিন্ন জায়গায় মলম লাগানো রয়েছে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে কপালে নেমে এসেছে। খাঁকি রঙের শর্টসটা হাঁটু অবধি নামানো। তাকে দেখাচ্ছিল অনেকটা ছবির নেগেটিভের মতো।

ধীরে ধীরে তিনি সবাইয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কেউ কেউ বলে উঠলো, 'তোমার কাজ ভালই হয়েছে।'

কেউ একজন বললো, 'শোনো তোমরা।'

ওর সঙ্গে করমর্দন করাটা একেবারে অসম্ভব। ওদের কাছে এসে পৌঁছোনো মাত্র অনেকেই হাততালি দিয়ে উঠলো। কেউ কেউ ওর পিঠ চাপড়ে দিলো। কিন্তু ডাক্তার সবাইকে নিষেধ করলেন। মারগেট্রয়েড দোতলায় ওঠার সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। সামান্য থেমে উঠতে আরম্ভ করলেন তিনি।

ঠিক এই সময়েই মিসেস মারগেট্রয়েড চুল কাটার সেলুন থেকে এসে পৌঁছোলেন। তিনি স্বামীর ফিরে আসার খবর শুনেই চীৎকার করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। প্রথমটায় সারা সকাল তিনি মনের মধ্যে রাগ পুষে রেখে কাটিয়েছেন। সকালটা যখন কাটলো তখন মিসেস মারগেট্রয়েড একটু ঘাবড়ে গেছিলেন। উপকুলের কাছে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় স্বামীকে দেখতে পেলেন না তিনি। অনেক জায়গায় তিনি খোঁজাখুঁজি করলেন। স্বামী কোথায় গেছে অনেককেই শেষপর্যন্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি।

তার মুখটা একেবারে লাল। সূর্য্যের উত্তাপে নয়, রাগে। তার কেশসজ্জা তখনো শেষ হয়নি। সবকিছু এলোমেলো।

চীৎকার করে তিনি এই নাম ধরেই ডাকেন। ক্রোধে চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'কোথায় গেছিলে তুমি?'

মারগেট্রয়েড কয়েকটা সিঁড়ি উঠে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি প্রথমে ভিড় করে থাকা লোকজনদের দিকে তারপর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। কিলিয়ান পরে তার সহকর্মীদের বলেছিল যে, মারগেট্রয়েড-এর চোখের দৃষ্টি তখন অদ্ভুত লাগছিল। প্রত্যেকটি মানুষ তখন একেবারে নিস্তব্ধ।

—'তুমি কি ভেবেছো কি?' এডনা মারগেট্রয়েড রাগে আবার চীৎকার করে উঠলেন। এরপর ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মারগেট্রয়েড যা করলেন তা তিনি অনেক বছর করেন নি। ওখানে দাঁড়িয়েই চীৎকার করে উঠলেন তিনি, 'একদম চুপ....।'

এডনা মারগেট্রয়েড-এর মুখটা একেবারে হাঁ হয়ে গেল এবার।

মারগেট্রয়েড এবারে গম্ভীর ভাবে বললেন, 'পঁচিশ বছর ধরে এডনা.........।' বলে সামান্য থেমে আবার বলতে লাগলেন, 'পঁচিশ বছর ধরে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো যে, বোগনোরে তুমি তোমার বোনের কাছে গিয়ে থাকবে। এই মুহূর্তে তুমি শুনলে সুখী হবে যে, আমি আর তোমাকে এ ব্যাপারে বাধা দিচ্ছি না। আগামীকাল আমি আর তোমার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছি না। আমি এখন এই দ্বীপেই থাকবো।'

উপস্থিত প্রত্যেকে তখন বিস্ময়ে হতবাক। মারগেট্রয়েড আবার বললেন, 'অবশ্য আমি তোমাকে নিঃসঙ্গ

অবস্থায় ছাড়বো না। আমি তোমাকে আমার বাড়ীটা আর জমানো অর্থ দিয়ে দিচ্ছি। আর আমার জন্যে রাখছি পেনশন ফাণ্ড আর লাইফ অ্যাসিওরেন্স পলিসির নগদ কিছু অর্থ।'

অনেকের সঙ্গে হ্যারি ফস্টারও দাঁড়িয়েছিল সেখানে। বীয়ারের পাত্রটা তিনি মুখের ওপরে উপুড় করে দিলেন। হিগিনস বলে উঠলো হঠাৎ, 'আপনি লণ্ডন ছাড়তে পারবেন না। থাকার মতো কিছুই তো নেই আপনার।'

—'হ্যাঁ পারবো।' তরুণ ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মারগেট্রয়েড বলে উঠলেন। সামান্য থেমে আবার বললেন তিনি, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছি যে, আমি আর ফিরে যাচ্ছি না। আমি এখন চিন্তা করছি মঁসিয়ে পেসেন্ট কখন আমাকে হাসপাতালে দেখতে আসবেন। সমুদ্র উপকূলের সেই জীর্ণ কুটীরে আমি অনেক কিছুই ফেলে এসেছি। ওখানে আমার এখন অনেক কিছু শেখার আছে। ওকে আমার শিক্ষক হিসেবে রাখবো। ওর নাতিকে কলেজে ভর্ত্তি করে দেবার ব্যবস্থা করবো। আমিই তখন হবো মঁসিয়ে পেসেন্টের বোটবয়। দু'বছর ধরে উনি আমাকে সমুদ্র আর মাছের বিষয়ে সবকিছু শিখিয়ে দেবেন। এরপর আমি এখানকার টুরিষ্টদের মাছ ধরার যাবতীয় দায়িত্ব নেবো। এটাই তখন হবে আমার জীবিকা। আমি এর মধ্যেই বেঁচে থাকবো।'

যারা ছুটি কাটাতে এসেছিল সেই সমস্ত লোকেরা বিস্ময়ে মারগেট্রয়েড-এর দিকে তাকিয়েছিল। সবাই নিঃশ্চুপ। হিগিনসই সর্ব্বপ্রথম নীরবতা ভেঙে বলে উঠলো, 'কিন্তু মিঃ মারগেট্রয়েড তাহলে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম? পণ্ডারসন এণ্ডেরই বা কি হবে?'

—'আমরাই বা কি হবে?' ওর স্ত্রী এডনা আর্তনাদ করে উঠলেন। সবাইয়ের দিকে তাকালেন মারগেট্রয়েড। তারপর খুব গম্ভীর ভাবে বিচক্ষণের মতো বললেন, ব্যাঙ্ক চুলোয় যাক। পণ্ডারসন এণ্ড চুলোয় যাক।'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমিও চুলোয় যাও।'

বলে তিনি সিঁড়ির আরো কটা ধাপ উঠে গেলেন। তার পেছনের মানুষগুলো তখন হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ছে। অবশেষে নিজের ঘরের বারান্দার সামনে গিয়ে পৌঁছোলেন। ঠিক তখনই একধরনের জড়ানো কণ্ঠস্বরের সম্ভাষণ শুনতে পেলেন তিনি, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, মারগেট্রয়েড।'

—০—

ডাবল ডিল

প্রাক্‌কথা

উনিশশো উনচল্লিশ সালের নভেম্বর মাস।

ধূসর কুয়াশাচ্ছন্ন প্রান্তর। মনে হয় ক্যানভাসের ওপরে অস্পষ্টভাবে কিছু আঁকা। লয়েড জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি মনে করো ওখানে ও থাকবে?'

'হ্যাঁ', স্যাণ্ডারসন জবাব দিলো। মনে মনে ভাবলো, ওখানে যাওয়াটাই এখন সবচেয়ে ভালো হবে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নিঃসঙ্গভাবে বাড়ীগুলো দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে পাইন গাছের সারি ঠিক ধূসর ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো। প্রতিটি গাছ সাদা পশমের মতো বরফের আস্তরণে ঢাকা। পুরো এই ডাচ এলাকাটা এরকমই। ও এবারে জিজ্ঞেস করলো, 'আর কতোদূর?'

'অন্ততঃ কুড়ি কিলোমিটার হবে,' ভেবে চিন্তে জবাব দিলো ফনটিজিন 'বেশীদূর আর নেই।'

ফনটিজিন ডাচ সামরিক বাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট। মাঝারি উচ্চতা, দেহ সুগঠিত। চুল ছোটো করে কাটা। সারা মুখ মণ্ডল ছোটো ছোটো দাগে ভর্তি। জেনারেল ভল ওরশ্চক্‌ট এর নির্দেশে ফনটিজিন এখন গাড়ীর চালক। গাড়ীর জানালা দিয়ে স্যাণ্ডারসন একবার তাকালো বাইরের দিকে।

এদের প্রকৃতপক্ষে কোনো ট্রেনিং নেই। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তো দূরের কথা। স্যাণ্ডারসন নিজে যদিও লয়েডের চেয়ে বছর দশেকেরও বড়ো নয় তবুও নিজেকে ও সিনিয়ারই ভাবলো। অবশ্য ওকেও একসময়ের যুবকদের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। জোনাথন লম্বা একটু রোগাটে। কালো চুল মাথাভর্তি! চোখ দুটো বড়। উচ্চাকাঙ্খাকে ঢেকে রাখবার জন্যে ওর মুখে মৃদু হাসি সবসময় লেগে থাকে। চোখে একটা সরু ফ্রেমের চশমা।

জোনাথন যে মুহূর্তে ইংল্যাণ্ড থেকে অফিসে কাজ করতে এসেছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই হফম্যানের কাজও আরম্ভ হয়েছিল, হফম্যানের অফিস হলো ট্রাভল এজেন্সীর। কিন্তু আসলে ও হল্যাণ্ডে বসবাসকারী ব্রিটিশ এজেন্ট। জেড সেকশানের ডাচ শাখার কর্মচারী। এই সংস্থা ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের অংশ। লণ্ডনে এর দায়িত্বে আছেন মেজর ক্লদ ড্যানসে। জার্মানরা এখানে আর নীচের দিকের সীমান্ত রাষ্ট্রগুলোতে কি ধরনের কাজকর্ম করছে তা দেখার জন্যে বিভিন্ন সংবাদদাতা এবং গুপ্তচর আছে। এগুলোই দেখাশোনা করার দায়িত্বে আছে স্যাণ্ডারসন বর্তমানে। গুপ্তচর শব্দটায় প্রতি ওর এক ধরনের ঘৃণা রয়েছে।

কর্ণেল হফম্যানের সঙ্গে বার দুয়েক ওদের বৈঠক হয়। প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল সেখানে। অবশ্য কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় নি। অবশ্য এই সময়টাতে স্যাণ্ডারসনের সামান্য সন্দেহ হয়েছিল হফম্যান-এর ওপরে; অবশ্য লণ্ডন থেকে ওর সঙ্গে কাজ করার জন্যই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ওকে।

এই সময়টায় অবশ্য স্যাণ্ডারসন-এর মনে হয়েছে জার্মানি গোয়েন্দা বিভাগ হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে সম্ভবতঃ ইচ্ছুক নয় সেনাবাহিনীতে কোনো ফাটল তৈরী করতে। বিশেষ করে জার্মান গুপ্তচর বিভাগের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। খুব কম সংখ্যকই এর বিরুদ্ধে যেতে পারে। বিশেষ করে হফম্যান

আবার জার্মান গুপ্তচর বিভাগের একটা অংশের প্রধান যার প্রকৃত নাম ওয়াল্টার স্কেলেনবার্গ। এখন প্রশ্ন স্যাণ্ডারসন-এর কাছে একটাই তাহলো হফম্যান ওরফে স্কেলেনবার্গ এটা করতে যাবে কেন? এখন ওর গোপন বাসনা যদি থাকে জেড সেকশানে অনুপ্রবেশের তাহলে বলতে হয় বৃথাই ও সময় নষ্ট করছে। স্যাণ্ডারসন-এর হেগে'র যাবতীয় কাজকর্ম হয় গোপনে। এমন কি জার্মান গোয়েন্দা বিভাগও ব্যাপারটা সম্ভবতঃ জানে না। এখন মূল ব্যাপারটা হলো হফম্যান সত্যিই হিটলারকে উৎখাত করতে চায় কি না। এজন্যে শীর্ষ স্থানীয় কোনো নাৎসী নেতাকে লণ্ডনে নিয়ে আসতে সক্ষম কি না প্রশ্ন এটাই। যদি সফল হয় তাহলে তা হবে শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুপ্তচর ভিত্তিক অভ্যুত্থান।

ডানদিকে হাঁটুতে স্যাণ্ডারসন একবার আঙুল দিয়ে টোকা মারলো। ওর মনের মধ্যে যখন উত্তেজনা থাকে তখন ও এরকম করে। এটা ওর অভ্যেস। এনমোরিখ শহরের উদ্দেশ্যে ওদের গাড়ীটা তখন ছুটে চলেছে। ওখানকারই সীমান্ত এলাকায় এক রাঁদেভূতে হফম্যান-এর সঙ্গে ওদের শেষ আলোচনা হবে। বেশ খানিকটা সময় অতিবাহিত হলো। হঠাৎ একসময় ফনটিজিন বলে উঠলো, 'আমরা এসে গেছি।'

স্যাণ্ডারসন শুনে তাকালো বাইরের দিকে। সামনের সড়কটা। বেশ কিছুটা গিয়ে ডান দিকে বেঁকেছে। ওখানকার বাড়ীগুলোই শুধু দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকের রাস্তা ধরে একমাত্র ট্রাক যেতে পারে। ঠিক মাঝখানে ট্রাফিক চিহ্ন দেওয়া আছে। ডানদিকের একধারে কাষ্টমস বিল্ডিং। ডানদিক ধরে প্রাইভেট গাড়ীগুলো এগোচ্ছিল। বিল্ডিংটায় আলো জ্বলছিল। ঠিক ডানদিকে একটা রেস্টুরেন্ট। সামনেই একটা উজ্জ্বল নিওন আলোতে রেস্টুরেন্টের নাম দেখা যাচ্ছে 'কাফে ব্যাকহাম'। সম্ভবতঃ রাঁদেভূ আরও একটু ভেতর দিকে। স্যাণ্ডারসন রিষ্টওয়াচটা একবার দেখলো। তিনটে বেজে বারো। ফনটিজিন গাড়ীর গতি কমিয়ে দিয়েছে ততোক্ষণে। ধীরে ধীরে গাড়ীটাকে নিয়ে গিয়ে 'কাফে ব্যাকহাম'-এর পেছন দিকে পার্কিং-এর জায়গাতে নিয়ে দাঁড় করালো।

হেলমুট উলফ মনে মনে ভাবলেন এটা যদি হল্যাণ্ড হয় তাহলে ভালোই বলতে হয়। জানলা দিয়ে তিনি বাইরের তাকালেনও একবার। দূরে অস্পষ্টভাবে এলাকাটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। কতোক্ষণ এভাবে থাকা যায়। বলে উঠলেন তিনি, 'তাহলে'।

বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে কাঠের দেওয়ালের হুকে টাঙানো কোটটা নিয়ে এলেন। স্থূলকায় ডেস্ক সার্জেন্ট একবার জরিপ করলো ওকে। ও একজন নিয়মিত সৈনিক। এখনও কর্মরত। সামনের ব্যক্তিটির জমকালো ইউনিফর্মে কিছুটা ঈর্ষান্বিত বোধ করলো ও। একটা জ্বালা ধরছিল ওর মনে। সার্জেন্ট মনে মনে ওকে একটা অশ্লীল গালাগালি দিলো। অবশ্য আর পাঁচজনের চেয়ে যদিও কিছুটা একে অন্যরকম মনে হচ্ছিল তার।

উলফের মনে হলো সার্জেন্ট ওর দিকে ঈর্ষান্বিত চোখে তাকিয়ে আছে। সিক্রেট সার্ভিসের পোষাক সত্যিই চমৎকার। ওকে একবার দেখে এগোতে আরম্ভ করলেন। সেন্ট্রিবক্সের সামনে দু'ধারে দু'জন প্রহরারত। উলফকে দেখা মাত্র ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে ওকে স্যালুট করলো। বেরিয়ে তিনি গাড়ীর কাছে গেলেন। গাড়ীর চালক অনেক আগে থেকেই বসে ইঞ্জিন চালু করেছে। সিক্রেট সার্ভিসের লোক আগেই গাড়ীর পেছনের সীটে বসে আছে।

ওরা একবার ওর দিকে তাকালো। রোবোটের মতো লাগছিল ওদের। উলফ নিজের মনেই একবার মৃদু হাসলেন। মনে মনে ভাবলেন আমিও এদের মতোই হতে পারি। এরপরে তিনি গাড়ীর ডানদিকের দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে বসলেন। দরজা বন্ধ করা মাত্র গাড়ী এগোতে আরম্ভ করলো। পেছনে একরাশ নীলচে ধোঁয়া উড়ে যেতে লাগলো আকাশের দিকে।

কিছুটা যাবার পরে জার্মান চেকপোষ্ট আর ডাচ পাশপোর্ট আর কাষ্টমস্ বিল্ডিং-এর মাঝামাঝি একটা জায়গায় ড্রাইভার গাড়ীটাকে দাঁড় কবালো। সামনেই প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে। চেকপোষ্ট আর বিল্ডিং-এর মাঝের দূরত্ব অন্ততঃ দুশো মিটার। বিকেলের কমলা রঙের আলো পড়ে বিল্ডিংটা বেশ উজ্জ্বল

দেখাচ্ছিলো। উলফ একবার পেছনের দিকে তাকালেন। দেখে নিলেন পিছনের তিনজন কিভাবে রয়েছে। ওরা এমনভাবে ওর দিকে তাকালো যেন মনে হলো ওকে কস্মিনকালেও দেখেনি। ওদের হাতে অস্ত্রগুলো দেখা যাচ্ছিলো। কিছুটা স্বস্তি পেলেন এবার উলফ। এবার উলফ সামনের দিকে ড্রাইভারকে চোখের ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার ডাচ পাসপোর্ট কন্ট্রোল বুথের সামনে নিয়ে এলো। গাড়ীর ভেতর থেকে এবার বেরিয়ে এলেন উলফ। তারপর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ওখানে জমা দিয়ে সামান্য বিরক্তি প্রকাশ করলেন। এই সমস্ত অপ্রয়োজীয় নিয়ম কানুন ওর ভালো লাগে না। মনে মনে ভাবলেন এরা নিশ্চয়ই তার মতো একজন অফিসারকে বেশীক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবেনা। কিন্তু ওকে একরকম বিস্মিত করেই ফোলাফোলা মুখের এক ডাচ পুলিশ ওকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কিসের কাজকর্ম হল্যাণ্ডে?'

উলফ এবারে একটু উঁচু স্বরে জবাব দিলেন, 'থার্ড রাইখের সরকারী কাজকর্ম।'

প্রহরী এবারে ঘাড় নাড়লো, 'আপনি হল্যাণ্ডে কতদিন থাকবেন?'

জবাবে বললেন উলফ, 'যতদিন না আমার কাজকর্ম শেষ হচ্ছে।'

প্রহরী এ বারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো, 'আর আপনার সঙ্গে যারা আছেন এরাও থাকবেন?'

উলফ ওর দিকে তাকাতেই প্রহরী আবার বলে উঠলেন, 'আপনার কাগজপত্র সব ঠিকঠাক আছে তো দেখছি।'

—'তাতো আমিও জানি।' উলফ মৃদু হাসলেন। ডাচ প্রহরীর চোখের কোণে কোথায় যেন সামান্য ঘৃণার ভাব। উলফ ভেতরে ঢুকে নিজের জায়গাতে বসলেন আবার। ড্রাইভার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলো। কিছুটা গিয়ে ডানদিকের ঢালু জায়গা বেয়ে এগোতে লাগলো গাড়ীটা। খানিকটা গিয়ে আবার বাঁদিকে নামতে আরম্ভ করলো। এই জায়গাটায় অবশ্য সারি সারি ট্রাফিক লাইট আছে। ওরা এগোতে আরম্ভ করলো। শেষপর্যন্ত সোজা এসে পৌছোলো কাফে ব্যাকহাম-এর পেছন দিকের পার্কিং এরিয়াতে এখানকার লনটা বেশ সাজানো গোছানো আর ছিমছাম। ওর ধারণা হলো, ওদের মধ্যে কেউ হয়তো ওকে অনুসরণ করতে পারে। হাতঘড়িটা একবার দেখলেন। পাঁচটা দশ হয়েছে।

জায়গাটা প্রায় ফাঁকাই বলা যায়। ড্রাইভার গাড়ীটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে এসে দাঁড় করালো। উলফ একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে জানলার কাঁচটা মুছলেন ভালো করে। কিছুই নজরে পড়লো না। ওখানে আরো যে সব গাড়ী দাঁড়িয়েছিল সেগুলো একবার দেখলেন ভাল করে। একটা প্যান্টুল কার আর দুটো ছোটো ষ্টাফ কার আর দুটো প্রাইভেট ট্রাক। অপেক্ষা করা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছু করার নেই। কিছুক্ষণ তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এই মুহূর্তে কি করা প্রয়োজন। এবারে ড্রাইভার সামনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'ওই তো আসছে দেখছি।

গাড়ীটা দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছিল। সামনে ডাচ নাম্বার প্লেট লাগানো। সামনে এসে পার্কিং এরিয়াতে থামলো গাড়ীটা। ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়ীর ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেল। উলফ গাড়ীর চালকের পোষাকটা মনে করার চেষ্টা করলেন একবার।

তারপর একটা সাংঘাতিক শব্দে উচ্চারণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে পিস্তলের শব্দ শোনা গেলো। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে ফাঁকা এলাকাটা ছাড়িয়ে গাড়ী থামতেই গাড়ী থেকে নামতে দেখা গেলো একজনকে। উলফ ভাবলেন, লোকটা সম্ভবতঃ গাড়ীর শোফার। লোকটা ততোক্ষণে নেমে গাড়ীর মাঝখানের দরজাটা খুলে একপাশে দাঁড়িয়েছে, একটা হাত প্যান্টের পকেটের ভেতরে রাখা উলফ তখনও দাঁড়িয়েছিল। ভাবলেন তিনি। ছোটো একটা ভুলের জন্যে অনেক সময় কতো না সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। গাড়ীর ভেতর থেকে প্রথমেই বেরিয়ে এলো স্যাণ্ডারসন। উলফ চিনতে পারলেন ওকে, ওর বর্ণনা আগেই দেওয়া ছিল। লম্বা ছিমছাম চেহারা। সামনের দিকে শরীরটা সামন্য ঝুঁকে রয়েছে। মধ্য বয়সী তিরিশ থেকে চল্লিশের মাঝামাঝি। পুরোপুরি ব্রিটিশ। সবটা উলফের ধারণা।

রেষ্টুরেন্টের ভেতরে সারি সারি চেয়ার। অনেকটা পাবলিক স্কুলের মতো। উলফ একবার সেদিকে আবার দৃষ্টি ফেরালেন। এবারে গাড়ীর ভেতর থেকে দ্বিতীয় লোকটি বেরিয়ে এলো। এর বয়েস আরো

কম। চোখে পাতলা ফ্রেমের চশমা। গায়ে একটা ব্রিটিশ ওভারকোট। উলফ ভাবলেন এ নিশ্চয়ই লয়েড অর্থাৎ জোনাথন লয়েড।

এভারে উলফ সাংকেতিক নির্দ্দেশ দিতেই গাড়ীর চালক গাড়ী নিয়ে প্রস্তুত হলো। সোজা গাড়ীটাকে চালিয়ে নিয়ে গেলো সেই আগের গাড়ীটার কাছাকাছি। গাড়ীটা থামতেই উলফ গাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তখনই তার কানে সেই ডাচ সোফারের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ইংরেজী ভাষায় কি যেন বলছে, গাড়ীর দরজাটা খোলা। ভেতরে তখনও সেই সিক্রেট সার্ভিসের তিনজন বসে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ী থেকে নেমে এলো ওরা। ইতিমধ্যে স্যাণ্ডারসন তার ওভারকোটের পকেট থেকে নিজের ভারী রিভলবারটা বের করার প্রাণপন চেষ্টা করছিল।

এরমধ্যে সোফারের হাতের পিস্তল গর্জন করে উঠেছে। সিক্রেট সার্ভিসের লোকগুলোর একজনের গায়ে গুলিটা লেগেছিল। আর্তনাদ শোনা গেল তার। উলফ শুনতে পেলেন, সামনের গাড়ীর উইণ্ডশীল্ড সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

এবারে উলফ চীৎকার করে উঠলেন। নিজের লোকেদের 'নির্দেশ দিলেন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। তিনি নিজে এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন যাতে সামনের সবকিছু পরিষ্কার দেকা যায়। তিনি সামনের গাড়ীর সোফারকে ভালে ভাবেই দেখতে পাচ্ছিলেন। ডান হাতটা মুঠো হয়ে এলো উলফের। বাঁ হাতে পিস্তলটা ধরা আছে। সামনের সোফারটা ঘুরে তাকাতেই ওর দিকে নজর পড়লো। মৃদু হাসলো ও, বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর চোখ দুটো। সেই মুহূর্তে উলফের লক্ষ্য থেকে সোফারের বেঁচে যাওয়াটা একরকম অসম্ভব। ততোক্ষণে গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন লোককে সেনারা ধরে এনেছে। বাকী একজন তখনও আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। সে হচ্ছে স্যাণ্ডারসন, ইতিমধ্যে পেছন দিক থেকে সিক্রেট সার্ভিসের একজন সেনা স্যাণ্ডারসন-এর শরীরে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে ছিটকে পড়লো ও। ডানদিকের কানের পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। উলফ আবার চীৎকার করে উঠলেনে, গাড়ীটা ঘিরে ফেলো সবাই।

সেনারা ততোক্ষণে লয়েডকে ধরে নিয়ে এসেছে।

সেনাদের একজন স্যাণ্ডারসন-এর কাঁধটা চেপে ধরে একবার জোরে নাড়া দিলো। স্যাণ্ডারসন উঠে দাঁড়ালো কোনোরকমে। ওকেও নিয়ে আসা হলো লয়েডের কাছে। ইতিমধ্যেই উলফের নির্দেশে ওদের গাড়ীর মধ্যে তুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। উলফের নজরে পড়লো রেষ্টুরেন্ট থেকে কিছু লোকজন বেরিয়ে ওদের দিকেই ছুটে আসছে, মাঝখানে একজন পুলিশকে আসতে দেখলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তার রিভলবার গর্জন করে উঠলো। তখনই পুলিশটা ছিটকে পড়লো মাটিতে। হেসে উঠলেন উলফ। ততোক্ষণে বয়ার গাড়ীটাকে কাষ্টমস অফিসের পেছন দিকে নিয়ে চলে এসেছে। সামনে দিয়ে একটা ট্রাক দ্রুত গতিতে চলে গেল। আর একটু হলে ধাক্কা লাগতো। ট্রাক ড্রাইভার মুখটা বাড়িয়ে একটা অশ্লীল গালাগাল দিলো ওদেরকে। ওদের গাড়ীটা তখন চেকপোষ্ট অতিক্রম করে দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বয়ার গাড়ীটাকে নিজের নিযন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হলো।

এবারে উলফ কিছুটা ধাতস্থ হলো। পেছন ফিরে বন্দীদের দেখলেন একবার। লয়েডকে বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছিলো। বেশ ঘাবড়ে গেচে বেচারী। দুজন সিক্রেট সার্ভিসের লোকের মাঝখানে স্যাণ্ডারসন তখনও অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। লয়েড এবারে বলে উঠলো, 'কি ব্যাপার? কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ওর কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। তবুও সংযত আব দৃঢ়ভাবে বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু সফল হলো না। উলফ ওর কথায় তেমন একটা গুরুত্ব দিলেন না। তিনি সেনাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'ও কেমন আছে?'

সোফারের রিভলবারের গুলিতে যে আহত হয়েছিল তার কথাই জিজ্ঞেস করলেন তিনি। জবাবে সৈন্যটি বলে উঠলো, 'চিন্তার কিছু নেই স্যার। সামান্য আঘাত লেগেছে।'

'বাঃ' উলফ বলে উঠলেন, তারপর ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বয়ার, তুমি এখন কি করবে?'

ড্রাইভার মৃদু হাসলো। তারপর গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিলো। গাড়ী আবার এগিয়ে চললো দ্রুতবেগে। কিছুক্ষণ পরে জোনাথন লয়েড রুক্ষস্বরে বলে উঠলেন, 'আমি জানতে চাই এসব কি হচ্ছে?'

উলফ ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন একবার। কিছুক্ষণ পরেই বার্লিন গিয়ে ওরা জানতে পারবে যে, ফুয়েরারকে খুন করার চক্রান্তে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ওদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতরাতে হিটলারকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল একবার। তিনি মিউনিখে একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। হিটলারের বক্তৃতার পরেই বোমা ফাটে। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় জনা সাতেক লোক। এছাড়া আহত হয় অসংখ্য মানুষ। সামনেই একটা রেস্টুরেন্ট একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। অবশ্য ফুয়েরার অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে যান। তার কারণ তিনি ওখান থেকে একটু আগেই চলে গিয়েছিলেন। পার্টী পত্রিকায় পরে প্রকাশিত হয় দু'জন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের লোক এই খুনের ষড়যন্ত্র করেছিল। একেবারে পরিকল্পনামাফিক কাজ। এরা তৃতীয় জনের মাধ্যমে ওই জায়গাতে বোমা ফেলার ব্যবস্থা করেছিল। তৃতীয় ব্যক্তিটিকে অবশ্য এ'কাজের জন্য ভাড়া করা হয়েছিল।

এরপরেই উলফের ওপরে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ওদের দুজনের যেমন করেই হোক ধরে সোজা বার্লিনের গেষ্টাপো হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসা। হেনরিখের নির্দেশ ছিল অপহরণ করে আনা। এছাড়া ওদের সঙ্গে নাকি দেখা করার কথা স্কেলেনবার্গের। এসব খুঁটিনাটি ব্যাপার অবশ্য উলফের জানার কথা নয়। গ্রাহ্য করারও প্রয়োজন ছিল না। ওর নিজের কাজে ও সফল।

অ্যান্টনী স্যাণ্ডারসন

ঘরটার মধ্যে দুর্গন্ধে ভর্তি। তখনো অন্ধকার নামতে ঘন্টা খানেক বাকি আছে। কংক্রিটের মেঝের ওপরে প্রহরীদের ভারী বুটের চলার শব্দ ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে যখন ওরা দেয়ালে আঘাত করছিল তখন সারা বাড়ীটাইই যেন কেঁপে উঠছিল।

ঘরের মধ্যে তিনটে করে তাক। প্রত্যেক তাকেই বিছানা পাতা, ওদের আচার আচরণ দেখে মনে হচ্ছিলো যেন ঘরের মধ্যেকার কুকুরগুলোকে ওরা তাড়াতে ব্যস্ত। অনেকেই চুপচাপ শুয়েছিল, ওদের দিকে তাকাচ্ছিলো না একবারো। দেখলে হয়তো রাগের মাথায় খুনই করে ফেলবে। প্রহরীগুলো আবার চীৎকার করে উঠলো সমবেত ভাবে, 'যাও সব উঠে পড়ো। লাইনে দাঁড়াও। ওঠ সব হারামজাদার দল।'

এবারে কয়েদীরা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব উঠে পড়লো। একে একে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে লাইনে দাঁড়াতে লাগলো। বৃষ্টি পড়ছিল সজোরে, আকাশের রং কালো। কয়েদীর পোষাক পরা লোকগুলোকে পুতুলের মতো লাগছিলো।

সিক্রেট সার্ভিসের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার ওদের সামনে দাঁড়িয়েছিলো। ওর সারা কাঁধ জুড়ে রাবারের একটা আচ্ছাদন। তাতে জল জমে অদ্ভুত দেখাচ্ছিলো ওকে। পায়ের বুট জোড়া কাদায় একেবারে মাখামাখি লোকটার দাড়ি গোঁফ বা মাথার চুল কেনোটাই কামানো ছিলো না। প্রহরীরা ঘরের সামনে আরো একবার চিৎকার করে উঠলো, 'তাড়াতাড়ি করো সবাই।'

ওদের পাশাপাশি আরো একটা দল এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েদীদের পোষাকে বিভিন্ন রঙের ত্রিভুজ সুতো দিয়ে আটকানো। এতে কয়েদীদের চেনার সুবিধে। কারণ এখানে রাজনৈতিক কর্মী, খুনী, সমকামী, সমাজবিরোধী প্রভৃতি নানাধরনের অপরাধী আছে। আবার কারো কারো গায়ে অক্ষর লাগানো। যেমন পি যাদের গায়ে আছে তারা পোলিশ কিংবা এফ যাদের গায়ে আছে তারা ফ্রেঞ্চ। একমাত্র জার্মান কয়েদীদের ক্ষেত্রে কোনোরকম কিছু লাগানো নেই। অ্যান্টনী স্যাণ্ডারসন-এর লাল ত্রিভুজ লাগানো, অর্থাৎ ও রাজনৈতিক কর্মী, এছাড়া 'ই' অক্ষরও রয়েছে, এর অর্থ ও ইংরেজ।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশের এপ্রিল মাস। এটা স্যাণ্ডারসন নিজের তৈরী ক্যালেণ্ডারের হিসাব। ক্যাম্পে ও রয়েছে অন্ততঃ বছর পাঁচেক। এতো দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ও এই প্রথম বার সিক্রেট সার্ভিসের একজন

অফিসারকে দেখলো যার কোনো কিছু কামানো নেই। প্যারেডে এ যাবৎ যারা এসেছে তাদের সবাইয়ের চুল দাড়ি ভালোভাবে কামানো থাকে।

এই ক্রিম্যাটোরিয়ান তৈরী হয়েছিল উনিশশো বিয়াল্লিশে। ওই বছরেই জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে অন্ততঃ হাজার ষাটেক মানুষ মারা গেছে। এদের বেশীর ভাগই ইহুদী। ওদের গণ অন্ত্যেষ্টির জন্যেই সে সময়ে এই ক্রিম্যোটোরিয়ামটি তৈরী হয়। স্যাণ্ডারসন-এর এসব ব্যাপার মনে না থাকার কোনো কারণই নেই। পরের বছরেও মৃত্যুর হার ছিলো প্রায় একইরকম। এদের মধ্যে জনি লয়েডও ছিলো। বার্লিনের গেষ্টাপো হেডকোয়ার্টারের বীভৎস সেলে নিয়ে আসার সময়ে লয়েডের শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি ছিলো না। মারাত্মক পেটের অসুখে ভুগে ওর শরীর তখন পঙ্গু। সামান্য ওজনের জিনিষও তুলতে অসুবিধে হতো ওর। তখন উনিশশো বিয়াল্লিশ। নানা ধরনের অমানুষিক পরিশ্রম আর অত্যাচার সহ্য করতে হতো, লয়েডকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল। অবশেষে লয়েডকে নিয়ে যাওয়া হয়ে মেডিক্যাল ওয়ার্ডে। কিন্তু ওখানে কি হয় সবাই জানতো। চার সপ্তাহ দেখা হয় যে রোগী ভালো হয়ে কাজ করতে পারছে কি না। তা না হলে মেরে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হত। লয়েডের ভাগ্যেও তাই ঘটেছিল। প্রত্যেকেরই ওখানে ধারণা ওখানে নিয়ে যাওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। ওখানে ঠিক কি ধরনের চিকিৎসা হয় তা কয়েদীদের কারোরই কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

জোনাথন লয়েডকে মেডিক্যাল ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয় পঁচিশে জানুয়ারী। শেষপর্যন্ত ও মারা যায় ফেব্রুয়ারীর বারো তারিখে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দাহ করে ফেলা হয় ওকে। এমন কি ওর মৃতদেহ দেখার অনুমতি স্যাণ্ডারসনকেও দেওয়া হয় নি।

সে সবই ভাবছিল স্যাণ্ডারসন। ওর পাশে বসেছিল শিচমেলিং নামে আর একজন। প্রায় ফিসফিস করে বললো ও, 'কি ভাবছো তুমি?'

স্যাণ্ডারসন ওর দিকে তাকালো শুধু। বেচারী আগে স্কুলমাষ্টার ছিলো। ইহুদীদের সাহায্য কমিয়ে দেবার অভিযোগ করে শিচমেলিং ওখানকার এক গেষ্টাপো অফিসার হেরম্যান ষ্টোসেনের বিরুদ্ধে স্থানীয় কাগজে কয়েকটা চিঠি লেখে। এ জন্যেই ওকে নিয়ে আসা হয় এখানে উনিশশো একচল্লিশে। শিচমেলিং আবার বলে উঠলো, 'গুলিগোলা সব থেমে গেছে। কোনো আওয়াজই তো শুনছি না।'

স্যাণ্ডারসন কোনোরকমে চোখ তুলে সামনে তাকালো একবার। সামনেই কামাণ্ডারদের একটা জানালা দেখা যাচ্ছিলো। হলুদ রঙের ম্লান আলোর মধ্যে কয়েকটা মূর্তি চলাফেরা করছে। কেউ একজন ঠিক জানালার সামনে এসে কয়েদীদের সারিগুলো ভালো করে দেখলো একবার। মুখটা দেখে স্যাণ্ডারসন-এর মনে হলো লোকটা সিক্রেট সার্ভিসের ওর পরিচিত অফিসার। অ্যালবার্ট কেনডেল। কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পরে অধৈর্যের ভঙ্গী করে কেনডেল আবার চলে গেলো ভেতরে। পরক্ষণেই বেরিয়ে এসে চীৎকার করে উঠলো, 'ঠিক আছে। আমি তোমার আপত্তির ব্যাপারটা নোট করে নিয়েছি। তোমার সংস্থা এ'জন্যে নিশ্চয়ই তোমাকে অভিনন্দন জানাবে। এখন আমি যা বলছি তা শোনো। সেটা পালন করার চেষ্টা করো।'

লোকটার কণ্ঠস্বরে স্যাণ্ডারসন কিছুটা বিস্মিত হলো। এতো সংযতভাব ওর আগে একেবারেই ছিলো না। তাহলে কি মার্শাল জুকভের ফৌজ পূর্ব বার্লিনে এসে পড়েছে। ওর সহকারী পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে বলে উঠলো, 'ওরা তো তাহলে পিঁপড়ের মতো সবাই মারা পড়বে।'

এবারে কেনডেল সামান্য উত্তেজিত হয়ে পড়লো। চীৎকার করে উঠলো আবার। 'আমি তা জানি। ভালো করেই জানি। তোমাকে এ'ব্যাপারে না জানালেও চলবে লেফটেন্যান্ট। এখন আমার নির্দেশ যতো তাড়াতাড়ি পারো কার্যকরী করার চেষ্টা করো। বুঝেছো?'

সামান্য থেমে আবার বলে উঠলো ও, 'একটা ডেথ স্কোয়াডকে ইতিমধ্যেই ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা জানে কি ওদের করতে হবে। এ নির্দেশ সরাসরি ফুয়েরারের। অবশ্যই মানতে হবে। এটাকে চরম অদেশও বলতে পারো।'

স্যাণ্ডারসন খুব সাবধানের এগোচ্ছিলো। সামনেই কাদা জমে আছে। পা ফেলছিল খুব সন্তর্পণে। ওর সামনেই এগোচ্ছিলো শ্চিমেলিং। ও যে এখন ঠিক কোথায় কিংবা ওরা ওকে নিয়ে কি করবে তার কিছুই জানা নেই। স্যাণ্ডারসন বিড়বিড় করে বলে উঠলো, 'আমি এখন মরতে চাই না, কিছুতেই না।'

লাইনের প্রথম ব্যাক্তিটি তখন মৃত্যুমুখে। ইতিমধ্যে ওরা এসে পৌছেছে নির্দিষ্ট এলাকার কাছাকাছি। সম্ভবত জায়গাটা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। সামনেই একটা বড়ো জানালা। তার ঠিক ওপরেই সাদা অক্ষরে বড়ো বড়ো করে লেখা, 'এখানে ঘোড়ার মাংস বিক্রী হয়।'

প্রথম কয়েদীর মৃত্যুটাও ঘটলো খুবই অনাটকীয়ভাবে। লোকটা হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেই ওরা ওকে লাইনের বাইরে বের করে দিলো। মৃতপ্রায় লোকটার সারা শরীর তখন কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। ওর পাশের কয়েদীরা ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। একজন একবার ওকে তুলে ধরলো কোনোরকমে। সবই বৃথা। প্রহরীরা নৃশংসভাবে চীৎকার করে ওদের গালাগালি দিচ্ছিল। রাস্তার ধারে কাদায় পড়ে লোকটার শরীরটা একবার কুঁকড়ে উঠলো। তারপরেই স্থিরর হয়ে গেলো।

ঠিক তখনই ওর সামনেই একজন বয়স্ক কয়েদী মুখ থুবড়ে মাটীতে পড়ে গেলো। কাদায় ওর দেহটা মাখামাখি, কয়েকবার বীভৎসভাবে কেশে উঠলো। রক্তে ভেসে গেল জায়গাটা। ওকে পাশ কাটিয়ে সবাই নিস্পৃহভাবে এগোতে লাগলো। একজন প্রহরী ওকে পা দিয়ে পাশে সরিয়ে দিলো খানিকটা। একজন কয়েদীও ওকে বাঁচানোর চেষ্টায় এগিয়ে গেলো না। পাশ দিয়ে একটা জীপ দ্রুত গতিতে ছুটে যাচ্ছিলো পড়ে থাকা লোকটির সামনে দিয়ে। যাবার সময় একজন সৈন্য ওর মাথায় সজোরে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করলো। তারপরই চীৎকার করে বলে উঠলো, 'এই শয়তান উঠে পড়।'

সৈন্যটার বয়েস পঁয়তাল্লিশ হবে। ওর মুখের অভিব্যাক্তিতে অধৈর্য্যের ছাপ। পড়ে থাকা লোকটাকে বাঁট দিয়ে বারবার খোঁচা দিচ্ছিলো। বৃদ্ধ কয়েদীর কিছুই করার ছিলো না। একভাবে কাদার মধ্যে পড়েছিল ও। একেবারে স্থির নিষ্পন্দ ওর শরীরটা। অন্য কয়েদীরা তখন যন্ত্রের মতো এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। শেষ পর্যন্ত একজন প্রহরী ওর কানে একটা রিভলবারে নল ঠেকিয়ে ট্রিগারটা টিপে দিলো। সামান্য ঝাঁকুনি। তারপরই স্থির হয়ে গেলো দেহটা।

স্যাণ্ডারসন শব্দটা শুনলো বটে কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বুঝতে পারলো, প্রায় সব কয়েদীই বুঝেছে। প্রত্যেকেরই চোখে মুখে ক্রোধ আর অসহায়তা। যে প্রহরীটা এই বৃদ্ধকে খুন করলো তার চোখদুটো তখন জ্বলছিল, কয়েদীদের দিকে একবার তা লো ও। লাইনটা তখন সাপের মতো এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটলো। কয়েদীরা সমবেত ভাবে প্রহরীদের উদ্দেশ্যে ইঁট ছুঁড়তে আরম্ভ করলো। ওরা এই অবস্থার জন্য তৈরী ছিলো না। আতঙ্কে সবাই দৌড়োতে আরম্ভ করলো। শেষ পর্যন্ত প্রহরীরা সবাই চলে যেতে কয়েদীরা সামান্য নিশ্চিন্ত হলো। ওরা গান গাইতে গাইতে সামনের দিকে এগোচ্ছিলো। সামনেই ছোট্ট এক গ্রাম। খুবই ছোট্ট এলাকা, এখান থেকেই রাস্তাটা দক্ষিণ দিকে এঁকে বেঁকে গেছে। কয়েদীরা উন্মত্তের মতো গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে বিভিন্ন আসবাবপত্র ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। খাবার-দাবার যা পেলো লুট করে নিয়ে সবাই খেতে আরম্ভ করলো। কেউ অর্দ্ধেক খেয়ে বাকী খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিলো রাস্তার ওপরে। স্থানীয় আধিবাসীরা তখন বেশ আতঙ্কিত, সারা গ্রামটায় তখন কয়েদীরা ছড়িয়ে পড়েছে। চারদিকে শুধু ভাঙ্গার শব্দ। সমস্ত এলাকাটা এক মুহূর্তে যেন রণক্ষেত্র হয়ে উঠলো, গ্রামের কিছুটা বাইরেই একটা বোমা তৈরীর কারখান। সেখানে স্যাণ্ডারসন কয়েকজনকে নিয়ে হাজির হলো। ওখানে রেলের ট্রাক থেকে কয়েকজন কিছু স্লিপার নামিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। তারপর বন্ধ করে দিলো সেটা, ওখান দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে আসার মতো শব্দ শোনা যেতে লাগলো, ক্রমশঃ আবহাওয়া গরম হতে আরম্ভ করলো। স্যাণ্ডারসন-এর পেছনে একজন ছিলো। আগুনে তার দেহটা কুঁচকে যাচ্ছিল। স্যাণ্ডারসন মনে মনে ভাবলো ক্যাম্প থেকে আসার পথে নিষ্ঠুর ভাবে কতোজনকেই না খুন করা হয়েছে। স্যাণ্ডারসন-এর মন থেকে এই মুহূর্তে দয়ামায়া সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত ঘুম ভাঙলো স্যাণ্ডারসন-এর, কতোক্ষণ ঘুমিয়েছিল তা ঠিক খেয়াল করতে পারলোনা। সময় সম্পর্কে ওর এই মুহূর্তে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, সবকিছু গুলিয়ে গেছে, চারদিকে একবার তাকালো ও। ওর মনে হলো বিকেল হয়ে গেছে।

কিন্তু নিশ্চিত হতে পারলো না। কিছু কয়েদী জানালার ভেতর দিয়ে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করেছিল। বাইরে কোথাও একটা চীৎকার চেঁচামেঁচি হচ্ছে। একজনের নীচু কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

অন্য একজনের জবাব শোনা গেলো, 'আমেরিকান। ওরা বলছে পাহাড়ের অপর দিকে আমেরিকানরা এসে গেছে।'

ওর দিকে সমস্ত কয়েদীরা তাকিয়েছিল। প্রত্যেকেরই চোখেমুখে কেমন একটা অবিশ্বাসের ছাপ। কেডই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কথাগুলো। স্যাণ্ডারসন-এর বিশ্বাস হচ্ছিল না। বেশ কিছু কয়েদী দ্রুতবেগে ছুটে বাইরে চলে গেল। একেবারে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে গিয়ে দাঁড়িয়ে তারা। দূর থেকে একটা সমবেত গুঞ্জন ক্রমশঃই যেন এগিয়ে আসছে। এরপরেই ওরা সবাই দেখতে পেলো রূপালী ডানা। একঝাঁক মার্কিনী বিমান ক্রমশঃ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। কয়েদীরা সমবেত চীৎকার করে উঠলো, 'আমেরিকানরা আসছে। ওই তো দেখা যাচ্ছে ওদের.......।'

অন্যদের সঙ্গে স্যাণ্ডারসনও ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো। সবাই তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। ও ওদের মতো তাকালো সেদিকে। মেঘ জমেছে আকাশে। বৃষ্টি আসবে। সেই ধূসর আকাশের বুক চিরে অসংখ্য বিমান ওদের দিকে ছুটে আসছে।

প্রথম বিমানটি মাটি স্পর্শ করলো অবশেষে। এগিয়ে এলো ওদের দিকে। একটা নিগ্রো সার্জেন্টকে দেখা যাচ্ছিলো। প্রথমেই সে তাকালো পুড়ে বীভৎস হয়ে যাওয়া সেই বোমা তৈরীর কারখানার দিকে। তারপরই ওর চোখে পড়লো পুড়ে বীভৎস হয়ে যাওয়া একটা মৃতদেহের দিকে।

পাশের চালকের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো একবার, 'ইস্ কি বীভৎস দৃশ্য, চার্লি, দেখেছো?'

স্যাণ্ডারসন লোকটার দিকে তাকিয়েছিল। যন্ত্রের মতোই ওর মাথাটা নড়ে উঠলো একবার। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছিলো না। সব কয়েদীরা তখন মরীয়া। হাত বাড়িয়ে সবাই তখন সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। ঠিক তখনই নিগ্রো সার্জেন্টটা কোমর থেকে রিভলবারটা বের করে ওপরে গুলি ছুঁড়লো। ইতিমধ্যে আরো একটা বিমান এসে নেমেছে। ওর ভেতরে বসেছিল একজন তরুণ অফিসার। আরো একটা বিমান থেমেছে কিছুটা দূরে। আরো একটা। তরুণ অফিসারটি এবারে ছোটো একটা লাউডস্পীকারে মুখ দিয়ে কয়েদীদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, 'তামরা অধৈর্য্য হয়ো না। এখনই খাবার নিয়ে আসা হচ্ছে তোমাদের জন্যে। তোমরা সবাই ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করো।'

তারপরই দেখা গেলো সারি সারি ট্রাক। ওদের বিশ্বাস হচ্ছিলো না ব্যাপারটা। অন্ততঃ গোটা দশেক ট্রাক এসে থামলো ওদের কাছাকাছি। প্রত্যেকটাই এক একজন মার্কিন সেনা চালাচ্ছিল। স্যাণ্ডারসন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের একভাবে দেখে যাচ্ছিলো। ওদের কাউকেই নৃশংস বলে মনে হচ্ছিলো না ওর। গভীরভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো স্যাণ্ডারসন। এরপর ওদের সবাইকে বিভিন্ন ট্রাকে তোলা হলো। ওখান থেকে ওদের নিয়ে যাওয়া হলো গ্রামের একটা স্কুলের জিমনাসিয়াম হলে। জায়গাটার নাম জানা গেল স্টেনডানল। বেশ কিছুক্ষণ কাটলো। এরপর একটা শব্দ ভেসে এলো লাউডস্পীকারে। প্রত্যেকেই উৎকর্ণ হয়ে আছে। এবারে একটা গমগমে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'সবাই শোনো। প্রত্যেককে মেডিকাল চেকআপ করা হবে।'

স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো। খাবার এসে পৌঁছোলো। স্যাণ্ডারসন-এর জিভে জল এসে গেলো সুস্বাদু সুপের গন্ধে। আমেরিকান সৈন্যরা সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো, খাবার পরিবেশনের জন্যে সবাইকে লাইন দিয়ে বসতে বলা হলো। ইতিমধ্যে টাটকা রুটিও নিয়ে আসা হয়েছে। এই সুস্বাদু খবার কয়েদীদের কাছে বিনামূল্যের উপহার।

স্যাণ্ডারসন খেতে আরম্ভ করলো যতক্ষণ না পেট একেবারে ভরে যায়। এমন তৃপ্তি সহকারে দীর্ঘকাল খায় নি ওরা। স্যাণ্ডারসন বেশ কিছুক্ষণ ধরে খেলো, গা গুলিয়ে উঠলো। বাইরে গিয়ে বমি করলো খানিক পরে। তারপর আবার এসে খেতে আরম্ভ করলো। স্যাণ্ডারসন একজন সৈন্যকে বলে উঠলো, ধন্যবাদ আপনাদের। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

সৈনিকটি মৃদু হাসলো। ওরা যখন খাচ্ছিল তখনই ওখানে চলমান শৌচালয় তৈরী হচ্ছিল। স্নান করার জায়গাও করা হয়েছে, কিছু সৈন্য ওদের চুল কাটার ব্যবস্থা করলো, সৈন্যদের কাউকেই নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছিল না। প্রত্যেকেরই মুখের মধ্যে একটা করে চুইংগাম। ক্যাম্পের পোশাকের পরিবর্তে সবাইকে নতুন পোষাক দেওয়া হয়েছে, ওগুলোকে কিছুটা দূরে জমা করে একটা করে বাক্স দিচ্ছিল। ওর ভেতরে চকোলেট, সিগারেট আর স্যাণ্ডউইচ রাখা যেতে পারে।

গভীর রাত যে কখন নেমেছে তা কারোরই খেয়াল ছিল না। স্যাণ্ডারসন চত্বরে এসে দাঁড়ালো। তারায় ভরা আকাশ। স্যাণ্ডারসন একমনে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ একটা সৈন্যের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেলো ওর। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যটা বলে উঠলো, 'তোমার লাগেনি তো?'

'না না, লাগেনি, ধন্যবাদ। স্যাণ্ডারসন বলে উঠলো মৃদু হেসে। সৈন্যটা চলে গেল ওখান থেকে। আবার আকাশের দিকে তাকালো স্যাণ্ডারসন। আকাশে ফুটে আছে অসংখ্য তারা, বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। আগামীকাল নিশ্চয়ই ঝলমলে হয়ে যাবে। কিন্তু আগামীকাল আসতে এখনও অনেক বাকী।

সমগ্র সত্ত্বা দিয়ে স্যাণ্ডারসন অনুভব করলো যে, ও এখন একেবারে মুক্ত। স্যাণ্ডারসন চোখ বুজে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো একটা। আঃ ও এই মুহূর্তে স্বাধীন, ওর মনে হলো এই মুহূর্তে ও কোনো উঁচু জায়গা থেকে চীৎকার করে ওঠে যে, ও এখন স্বাধীন। একেবারে মুক্ত, সারা বিশ্বকে জানাতে চায় ও এখনও সংগ্রাম কেরে দিব্যি বেঁচে আছে।

ধীরে ধীরে সুস্থ আর স্বাভাবিক হয়ে উঠলো স্যাণ্ডারসন। ওকে জাহাজে করে প্রথমে পাঠানো হলো ফ্রাংকফুর্টে,তারপর প্যারিসে, ওর সমস্ত কথাই ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থা শুনেছে। আমেরিকানরাও। সবাই ওর প্রতি সহানুভূতিশীল, ও খুশীই হলো এতে। শরীরে শক্তি ফিরে পেয়েছে স্যাণ্ডারসন, ওর বাবার কথা মনে পড়লো। ওকে বলেছিলেন একবার তিনি কোনো লোককে যদি কাজ না করিয়ে বারবার বসিয়ে রাখা হয় শেষ পর্যন্ত সে পঙ্গু হয়ে যেতে বাধ্য হবে। তার মধ্যে আর কোনোরকম অনুভূতি শক্তি থাকবে না। এই প্রথম ও বোঝার চেষ্টা করলো যে, সেই হতভাগ্যগুলোর মানসিকতা কোন্ পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল।

প্যারিসে এসে ওর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো, এখানে অফিসারের পোষাক পড়ে থাকলে যাবতীয় সুখ সুবিধে মেলে। যা খুশী তাই করা যায়। কিন্তু ও কিছুতেই ওদের মতো হতে চায় না। এই মুহূর্তে ও একা থাকতে চায়। অবশ্য এখন নিঃসঙ্গই বলা যায়। কারও সঙ্গত ওর একেবারেই ভালো লাগছে না। বেশ কিছু এরকম ধরনের পার্টিতে যোগ দেবার আমন্ত্রণ ও প্রত্যাখ্যান করেছে। আগের সেই একঘেঁয়ে জীবনের কথা মনে পড়ে ওর। এখানেও স্যাণ্ডারসন মোটামুটি সংযত জীবন যাপন করারই চেষ্টা করে চলেছে।

একদিনের ঘটনা। ঘুম থেকে ওঠার পরেই ওর নিজের কেমন আলস্য লাগছিল। কোনো কিছুই যেন ভালো লাগছিল না। অবশ্য ওর সামনে তখন জনা কয়েক অফিসার। একজন জিজ্ঞেস করলো ওকে, আচ্ছা ওরা যখন তোমাকে বার্লিনে নিয়ে এলো তখন কি হয়েছিল? তোমাকে কোথায় নিয়ে গেল ওরা?

ওরা জানতে পারেননি। অন্ততঃ প্রথমে তো নয়ই, পরে জানতে পারা গেছিল পারা গেছিলো যে, জায়গাটা হচ্ছে বার্লিনের গেষ্টাপো হেডকোয়ার্টার, বিল্ডিংটার একটা অন্ধকার মতো জায়গাতে রাখা হয়েছিল ওদেরকে। উলফ বেশ উঁচু পদের অফিসার ওর নির্দেশেই সেনারা কাজ করছিল। ওদের প্রত্যেককেই

অশোভনভাবে তল্লাশী করা হয়েছিল। শরীরের কোনো অংশই বাদ যায়নি। একজন গেষ্টাপো অফিসার ওর ঠোঁট দুটো ফাঁক করে টর্চ দিয়ে দেখছিলো। জোনাথন লয়েডকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে তল্লাশী করা হয়েছিল। তারপর প্রত্যেককে একটা করে স্যাঁতসেতে আর নির্জন সেলে ভরে দেওয়া হলো।

তবে এটা ঠিক প্রথমটায় তেমন কোনো নৃশংসতার প্রকাশ দেখা যায়নি। ওর কথা সবাই আগ্রহ নিয়ে শুনছিল। একজন অফিসার জিজ্ঞেস করলো আবার ওকে, আচ্ছা এরপরে ওরা তোমাকে কি কি জিজ্ঞেস করেছিল।

অফিসারটির কথায় ওর মুখের দিকে একবার তাকালো স্যাগুারসন, ভাবতে চেষ্টা করলো আঠাশতম জন্মদিন ওর ঠিক কোথায় নীরবে কেটে গিয়েছিল। অফিসারটি জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা হিলার্ড কারর নাম?

—'এটাই তোমার কাছে প্রথমে জানতে চেয়েছিল ওরা? অফিসারটি ওর দিকে বলে উঠলো, স্যাগুারসন-এর পক্ষে অতোদিন আগেকার কথা মনে রাখা শক্ত। সেই যন্ত্রণা আবার খুঁচিয়ে তোলার কোনো অর্থ নেই। অফিসারটি আবার জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা তুমি কি বলতে পারবে, গেষ্টাপোরা হিটলারকে আক্রমণের পরিকল্পনার ব্যাপারে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ অর্থাৎ তোমাকেই বা দোষী করলো কেন?

এর কোনো যুক্তি আমি খুঁজে পাই নি। কেন এটা ওরা করেছিল জানি না। স্যাগুারসন ওদের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো। ঠিক তখনই ওর মনে পড়লো লয়েডকে।

ওরা একবকম টেনে হিঁচড়ে জোনাথন লয়েডকে ভেতরে নিয়ে এসেছিল। তখন ওর শরীরের অবস্থা ছিল বীভৎস ওর চোখ দুটো ফুলে একেবারে বুঁজে গেছে। সারা মুখটাই ফোলা। ওর দেহের নিম্নাঙ্গে কোনো পোষাক ছিল না। পেছনের দিকটা দেখে বোঝা যাচ্ছিলো যে নৃশংসভাবে ওকে চাবুক মারা হয়েছে। ও এমনভাবে হাঁটছিল যাতে মনে হয়, ওর দেহের ভেতরের কোনো অংশে নিশ্চয়ই ভেঙ্গে গেছে। স্যাগুারসন আতংকে বলে উঠেছিল ওকে দেখে,জর্নি এরা তোমাকে এরকম হাল করে দিয়েছে?'

মিলার চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। ওর পোষাকটা বেশ জমকালো, স্যাগুারসন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, বলে উঠলো তারপর, 'ঠিক আছে, চিন্তার কিছু নেই, আমি তোমাকে সবকিছু বলবো।'

ততোক্ষণে আরো কয়েকজন একে হাজির হয়েছে, ওখানে, সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। স্যাগুারসন-এর মনে হলো, ব্যাপারটা ওরা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জেনেছে যে, হিটলারের আক্রমণকারী জর্জ শ্রেনেলেডার-এর সঙ্গে ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কোনো সম্পর্ক নেই। ওদেরকে নিশ্চয়ই বলির পাঁঠা করা হয়েছে। স্রেফ এখন অর্থহীন কষ্ট ভোগ করতে হবে ওদেরকে।

মিলার ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'ঠিক আছে এবার আরম্ভ করো।' যাই হোক, এরপরে ওকে আর লয়েডকে তেমন একটা নিজেদের কাজে ব্যবহার করলো না ওরা। বার্লিনের কাছাকাছি ওরা নিয়েনবার্গ শহরের একটা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ওদেরকে। সেখানেই গেষ্টাপোর অত্যাচারের কাহিনী জোনাথন লয়েড শুনিয়েছিল স্যাগুারসনকে। শুনে শিউরে উঠেছিল ও। এরপর ওদের কয়েদীর পোষাক পরানো হলো। কিন্তু লয়েডের চিহ্ন ছিল বাদামী আর স্যাগুারসন-এর লাল। অফিসারদের জিজ্ঞেস করেও স্যাগুারসন এর কোনো উত্তর পায়নি। পরে লয়েডই ওকে বলেছিল।

ক্যাম্পের ঘরগুলো ভীষণ আর স্যাঁতস্যাতে। উষ্ণতার কোনো চিহ্ন নেই। জায়গাটা জন্তু জানোয়ারদেরও বাসের অযোগ্য। নিরাশ চোখে অন্তহীন অপেক্ষা করে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এমন একদিনে কয়েকজন অফিসার এসে হাজির হলো ওখানে, ওদের মধ্যে দুজন দরজা খুলে ঢুকে এলো ভিতরে। একজন লয়েডের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো। দুজনেই যে নেশায় আচ্ছন্ন এটা বুঝতে স্যাগুারসন-এর বিলম্ব হয়নি। ওদের মধ্যে একজন বলে উঠলো, লয়েডকে, এই ওঠো, দাঁড়াও।

ইতিমধ্যে ওরা দুজনেই গায়ের জ্যাকেট খুলে ভাঁজ করে ফেলেছে। একজন খানিকটা জোর করেই

লয়েডের ঠোঁটদুটো ফাঁক করে বোতল থেকে কিছুটা মদ ওর গলায় ঢেলে দিলো, অন্যজন ওর গালে মৃদু ভাবে হাত বোলালো একবার। লয়েড আতঙ্কে মুখটা সামান্য সরিয়ে নিলো, ঠিক তখনই অফিসারটির মুখের ভাব একেবারে বদলে গেল, সজোরে ওর গালে একটা থাপ্পড় মেরে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলে উঠলো, 'শুয়োরের বাচ্চা।'

ওকে দুজনে মিলে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সেখানেই সারাটা রাত ওর সঙ্গে কাটালো ওরা। এরপরে লয়েড অন্ততঃ চারদিন পরে আবার ভালভাবে দাঁড়াতে পেরেছিল। পরবর্তী অভিযান আবার দিন কয়েক পরে, এবারও সারারাত। শেষে ওরা যা যা করতে বলতো লয়েড তাই করতো। এমন কি ও নিজে থেকেই ওদের খুশী রাখার চেষ্টা করতো।

এই হলো ক্যাম্পের ভেতরে গেষ্টাপোদের অত্যাচারের কাহিনী, স্যাণ্ডারসন এখনও শিউরে ওঠে।

হিলার্ড ওকে জিজ্ঞেস করলো, 'ক্যাম্পে সবশুদ্ধ কজন কয়েদীকে রাখা হয়েছিল?'

স্যাণ্ডারসন আবার অতীতে ফিরে গেল। প্রথম বারের শীতকালে অন্ততঃ তেরো হাজার। এদের মধ্যে শতকরা কুড়িজন মারা যেতো। দ্বিতীয় বারে শীতে আরে বেশী কয়েদীকে রাখা হলেছিল। সব মিলিয়ে প্রায় একলাখ।

স্যাণ্ডারসন-এর কথায় চমকে উঠলো ওরা। হিলার্ড জিজ্ঞেস করলো, মৃত্যুর হার কতো হয়েছিল সেবারে?

—'শতকরা ষাটজন। কোনো সময়ে তারও বেশী।'

—'আচ্ছা তুমি কোনো ডাক্তারদের চেনো যারা ওই সব কয়েদীদের চিকিৎসা করেছে।'

স্যাণ্ডারসন জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, বলতে পারি। একজনের নাম ডাঃ স্যামেস্ট্রং।'

—'হুঁ'। হিলার্ড গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লো।

* * *

তোমার বন্ধু মারা গেছে। আমি ডাঃ স্যামেস্ট্রংকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন আমাকে, বৃহস্পতিবার ও মারা গেছে। তিনি একজন বিশ্বস্ত ডাক্তার। জর্নির শেষপর্যন্ত কি ঘটেছিল তা সম্ভবত তিনি জানতে পারেন। স্যাণ্ডারসন ওর কাছে সিগারেট পাওয়ার বিনিময়ে কাজকর্ম করেছিল।

ওই রকম মজুরিতেই মাসদুয়েক একজন পোলিশের কাছেও পবিচারকের কাজকর্ম করেছিল। লোকটা বেশ কয়েকবার ওকে হেনস্থা করেছে। ওর নাম আব্রাম বোজাক। পরে স্যাণ্ডারসন-এর সঙ্গে ওর এক ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। উনিশশো তেতাল্লিশ সালের বারোই ফেব্রুয়াররী শেষ পর্যন্ত লয়েড মারা যায়। সেদিনই ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও শেষ করে দেওয়া হয়েছিল।

পরের দিন আবার জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হলো। একজন অফিসার জিজ্ঞেস করলো ওকে, 'আচ্ছা, তোমাদের ক্যাম্পে কমাণ্ডার কে ছিলো?'

—'শেষের দিকটায় ছিল সিক্রেট সার্ভিসের মিঃ কেইনডেল।'

অফিসার জিজ্ঞেস করলো আবার, 'আচ্ছা ঠিক কতগুলো প্রহরী ছিল?'

স্যাণ্ডারসন জবাব দিলো, ' শেষের দিকটায় তিরিশ কিংবা ওইরকম কিছু। আমার ঠিক মনে নেই।'

এরপর অফিসারগুলো বিভিন্ন ধরনের সৈন্যদের এবং অন্যান্যদের সংখ্যা জানতে চাইলো ওর কাছে। যেমন নিয়মিত সেনা কতো কিংবা অসামরিক কর্মচারী কতজন প্রভৃতি। সব কিছু ওরা লিখে নিলো। একজন স্টেনোগ্রাফারের ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল সমস্ত কিছু নোট করে নেওয়ার। পরে সেই সব নোট একজন সেনাবাহিনীর টাইপিষ্টকে দেওয়া হলো, মন দিয়ে সেগুলো টাইপ করলো ও। জেরা পত্র সম্পূর্ণ হলো অবশেষে। যথেষ্টই হয়েছে। প্রচারের ক্ষেত্রে এটা খুবই কাজ দেবে।

একদিন রাতের বেলা অন্ধকারে ঘুমটা ভেঙে গেলে স্যাণ্ডারসন-এর। দেখলো ও কাঁদছে। ক্যাম্পের সমস্ত মৃত্যুপথযাত্রী মানুষজনের কথা ভেবেই ওর কান্না। ওর কান্নার আওয়াজে রাতে যে নার্সটি ডিউটি দিচ্ছিলো সে ওর ঘরে দৌড়ে এলো। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো ওকে। একই সঙ্গে ও আতঙ্কিত চোখে

একবার দরজা আর একবার জানালার দিকে তাকাচ্ছিলো। টেলিফোনটার দিতে তাকাচ্ছিলো বারবার। কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ।

নার্সটা আসলে ভেবেছিল আমি উন্মাদ হয়ে গেছি। এটাই ভেবেছিল ও। শেষ পর্যন্ত আমিই নার্সের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমি ঠিকই আছি। কোনো কিছুই হয়নি আমার। কিন্তু তাতেও নার্সটির আতঙ্ক কাটেনি।

কিছুদিন কাটলো, এরপর একদিন একটা ঘটনা ঘটলো। এটা ও একেবারেই আশা করেনি। ছবি সমেত ওর স্ত্রীর একটা চিঠি এলো ওর কাছে। বস্তুতপক্ষে ওই চিঠিটা ওকে ইংল্যাণ্ডে নিজের বাড়িতে ফিরে না যাওয়ার ব্যাপারটাকেই আরও দৃঢ় করলো। ইনটেলিজেন্সির অফিসারগুলো অবশ্য ওর মনের ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারেনি। কারণ প্রত্যেকের মধ্যেই বাড়ী ফিরে যাওয়ার আকাঙ্খা আছে এটাই ওদের সাধারণ ধারণা। বাড়ী ফিরে যেতেই সবাই চায়। স্যাণ্ডারসন শুনে একবার মাথা নেড়েছিল। তারপর সামান্য হেসেছিল শুধু। ওদের কোনো প্রলোভোনে ভ্রূক্ষেপ করেনি।

আসলে ওই যে বাড়ীতে যাবার ব্যাপার ওটা আসলে নিছকই ভাঁওতা। ওরা কাউকেই বাড়ী যেতে দিতে ইচ্ছুক ছিল না। তবে অনেককেই ওরা এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে একটা করে আইডেনটিটি কার্ড দিতো। এছাড়া মুক্তি দেবার আদেশপত্রও থাকতো, যে ওদের সঙ্গে পুরোমাত্রায় সহযোগিতা করতো কিংবা নাজী পার্টীর হয়ে কাজ কর্ম করতো তাদের ওরা বলতো যে, ইচ্ছে করলে তারা বাড়ী যেতে পারে। কেমন করে তারা এই অনুমতি পেয়ে যেতো সেটা অবশ্য তাদের নিজেদের ব্যাপার। কিন্তু যাবার কোনোরকম উপায় ছিলো না। তার কারণ বাস কিংবা ট্রেন বা প্লেন কোনো কিছুই পাওয়ার কোনো উপায় নেই! কিভাবে যাওয়া যাবে তাও ছিল অজানা।

এতো বাধা অতিক্রম করে কিভাবে বা আমি বাড়ী আসতে পারতাম। কোনো অফিসারকে জিজ্ঞেস করলে সে জবাবে বলতো, কিভাবে বাড়ী যাবে সেটা তো তার জানার কথা নয়। তবে এ ব্যাপারে সেনাবাহিনীর উঁচুপদের কোনো অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখতে পারে। যারা ছেড়ে দিচ্ছে তাদের ডিপার্টমেন্টের এ ব্যাপারটা দেখার কথা নয়। আমি আর কি বলবো, চুপ করে থাকা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

হেলমুট উলফ

কুয়াশা হবার পরেই তুষার ঝড় আরম্ভ হলো প্রবল বেগে। সিক্সথ্ আর্মির লোকজনেরা তখন ঘুমোচ্ছিলো নিরুদ্বেগে। এরকম ব্যাপার যে ঘটতে পারে ঘুণাক্ষরেও তারা ভাবেনি। মাত্র মিনিট খানেক আগেও আকাশ ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার আলো ছিল যথেষ্ট। বাতাস খুব ভালোভাবেই বইছিল। এরপরেই গর্জন শুরু হয়ে গেলো। প্রথমে মৃদু তারপর প্রবল বেগে।

ঠিক পাঁচটা নাগাদ আবার আক্রমণ শুরু হলো। মৃত্যুদূতের মতো আগে থেকে কোনোরকমে সতর্ক না করেই বৃষ্টির মতো হাজার হাজার রকেট ছুটে আসতে লাগলো। এরপরেই মর্টার আর কামানের গোলা। ইতিমধ্যে অ্যালার্ম বেজে উঠেছে। অন্ধকার তুষারের মধ্যে দিয়েই সৈন্যরা একরকম অন্ধের মতো ছুটতে আরম্ভ করলো। হেলমুট উলফ্ও ইতিমধ্যে দৌড়োতে শুরু করেছিলেন। যেখানে কামান রাখার জায়গা তৈরী হয়েছে সেদিকে লক্ষ্য করেই দৌড়োচ্ছিলেন তিনি। প্রতি সেন্টিমিটার এগোতে গিয়ে তিনি গালাগাল দিচ্ছিলেন তুষার ঝড়কে। একসময় ওর পা দুটো তুষারের মধ্যে একেবারে ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো। সারা মুখমণ্ডলে আর হাতে তুষার লাগতেই আক্রোশে ফুঁসে উঠলেন তিনি। হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাসে ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। তীব্র তুষার ঝড়ের ভেতরে সামনের লোকগুলো বাঙ্কারের সামনে একরকম ডিগবাজী খাচ্ছে। ঠিক বুঝতে পারলেন না তিনি যে, কোথায় যাবেন। এই সময় হঠাৎ ডান দিক থেকে তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে এলো ওর কানে। সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন অসংখ্য ট্যাঙ্ক এগিয়ে

আসছে। ধূসর দিগন্তের মাঝখানে যে তুষারের আবরণ ছিলো তাই ভেদ করেই ছুটে আসছিল ওই সারি সারি ট্যাঙ্ক। ঠিক তার মাঝখানে অগ্রবর্তী ট্রাকভর্তি রাশিয়ান সেনাবাহিনীর দল। ঘন ঘন গোলার আওয়াজ তখনও শোনা যাচ্ছিলো। ওই সাঁজোয়া বাহিনী ছাড়াও রাইফেল আর মেশিন গানের শব্দ ভেসে আসছিল ওর কানে

কেউ একজন চীৎকার করে হঠাৎ বলে উঠলো, 'তোমরা শুয়ে পড়ে যে যার নতুন করে অবস্থান নাও।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু সৈন্য বারুদের মধ্যে দিয়েই ওর দিকে এগিয়ে আসছিল। তাদেরও তিনি চীৎকার করে নতুন ভাবে অবস্থান নিতে বললেন। ঠিক তখনই ওদের পেছন দিক থেকে মেসিনগান গর্জন করে উঠলো। যে সৈন্যরা উলফের দিকে ছুটে আসছিল তারা প্রায় সবাই লুটিয়ে পড়লো তৎক্ষণাৎ। মনে হলো ওদের পা'গুলো নিমেষে গলে গেল বরফের মধ্যে। প্রত্যেকের ইউনিফর্মে ভেসে উঠলো রক্তের ছোপ। কিছুক্ষণের মধ্যে তুষারের ফাটল বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই হতভাগ্য সৈন্যরাও অদৃশ্য হয়ে গেলো ওখান থেকে। উলফের ধারণা ছিল জায়গাটা ওর কাছ থেকে ছয় কি সাত গজ দূরে। উলফ মোটামুটি নিশ্চিত হয়েই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ওর চোখের সামনে কিছুটা দূরেই ভেসে উঠলো একটা বিশাল মূর্তি। চীৎকার করে কিছু একটা বলতে চাইছিল মূর্তিটা। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি মূর্তিটার রূশ পোষাক চিনতে পারলেন। উলফ আর দেরী না করে সোজসুজি ওর মুখে গুলি করলেন। তারপর ছুটতে লাগলেন তীব্র বেগে। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়লো মূর্তিটা। মুহূর্ত খানেক পরেই তুষারের ফাটলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। উলফের মনে হলো, তিনি যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলেন।

তিনি একভাবে ছুটছিলেন। হঠাৎ কিসের যেন একটা ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি। তার মনে হলো একটা দেহ। ভালভাবে তাকালেন সেদিকে। সামান্য নড়ে উঠলো এবার। তারপরেই ওর ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'হে ঈশ্বর, তুমি হেলমুট,' উলফ চমকে উঠলেন। লোকটা ওর সহকারী। নাম ওয়াল্টার হেগেন। তুষারের মধ্যে প্রায় ঢাকা ওর দেহটা। মুখমণ্ডলে রক্তের ছোপ। মাথার নীচের দিকটা এক জায়গাতে রক্ত জমে ফুলে উঠেছে।

'হে ঈশ্বর, ওয়াল্টার ওঠো।' উলফ ওর গাল দুটো ধরে ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন আবার, 'ওরা আমার পেছনেই আছে।' ওয়াল্টার আর্তনাদ করে উঠলো. 'আমি পারবো না হেলমুট। আমার উরুর কোথাও ভীষণ চোট লেগেছে।'

'ঠিক আছে।'

হেলমুট উলফ এবারে ওয়াল্টারকে কাঁধে তুলে নিলো। ওর দেহে যেন অদৃশ্য একটা শক্তি ভর করেছে। তারপর তিনি তুষারের মধ্যে দিয়েই একরকম অন্ধের মতো এগোতে লাগলেন। হঠাৎ আরো একজন ছুটন্ত মানুষের ঘাড়ের ওপরে পড়লেন তিনি এবার। সার্জেন্ট চিনতে পেরেছিল ওকে। চীৎকার করে উঠলো ও, 'এদিকে আসুন স্যার।'

উলফ অন্ধের মতো অনুসরণ করলেন তাকে। শেষ পর্যন্ত বাংকারে এসে পৌঁছোলেন ওরা। উলফ সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করলেন এবার 'আমাদের অবস্থাটা এখন কিরকম?'

ততোক্ষণে তিনি হেগেনকে নামিয়ে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে ও অচেতন। উলফের প্রশ্নের জবাবে বলে উঠলো সার্জেন্ট, 'খুবই খারাপ।'

ঠিক তখনই উলফের চোখে পড়লো ট্রেঞ্চের মধ্যে জনা কুড়ি কুড়ি সৈন্য রয়েছে। প্রত্যেকের চোখমুখ ভয়ঙ্কর। সার্জেন্ট আবার বলে উঠলো, 'আমাদের পক্ষে আরো একটু পিছিয়ে যাওয়াই ভাল কাজ হবে। এখানে থাকলে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক আমাদের গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে স্যার।'

পরক্ষণেই জনা ছয়েক সৈন্য ট্রেঞ্চ থেকে উঠে ওর সঙ্গে তুষারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আরো ছ'জন সৈন্য হামাগুড়ি দিয়ে ট্রেঞ্চের বাইরে বেরিয়ে এলো। হেলমুট উলফ সেই সময়ে হঠাৎ দেখলেন, একটা ট্যাঙ্ক ওদের দিকেই ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। উলফ এবারে চীৎকার করে নির্দেশ দিলেন

ট্যাঙ্কটাকে আঘাত হানতে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো রাইফেল একসঙ্গে গর্জন করে উঠলো। তৎক্ষণাৎ ট্যাংকের চালকটি ছিটকে গিয়ে পড়লো নীচে।

হেলমুট উফল এবারে একবার তাকালেন অচেতন ওয়াল্টার হেগেনের দিকে। এরপর অন্য একজনের সাহায্যে তিনি আবার হেগেনকে কাঁধে তুলে নিলেন। চীৎকার করে বলে উঠলেন তারপর, 'চলো এবারে এগোনো যাক।'

ওরা সবাই এবারে ট্রেঞ্চের বাইরে এসে ছুটতে শুর করলো। তুষারের মধ্যে দিয়ে এগোতে ওদের সকলেরই বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও কিন্তু ওরা মুহূর্তের জন্যে চীৎকার করে বলে উঠছিল, 'তোমরা সবাই চলে এসো........।'

ঠিক তখনই হঠাৎ অদৃশ্য কোনো রাইফেল থেকে একটা বুলেটে এসে ওর শরীরে ঢুকে পড়ায় ও ছিটকে পড়লো তৎক্ষণাৎ! ওই একই সময়ে উলফেরও উরুতে একটা বুলেট এসে ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি। হেগেনের অচেতন দেহটাও পড়ে গেল ওর হাত থেকে। ওর মুখের মধ্যে বেশ কিছু বরফ ঢুকে গেছিলো। সেগুলো থু থু করে ফেলতে লাগলেন তিনি। বেশ কিছু বরফ চোখে আটকে গেছে। সেগুলো হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে আরম্ভ করলেন প্রাণপনে। এবারে আবার গুলির শব্দ কানে এলো তার। তার মনে হলো এটা আগের গুলির জবাব দেওয়া হয়েছে। তিনি এবার বাঁ দিকের উরুর দিকে তাকালেন। ট্রউজারটা একেবারে ভিজে গেছে। সেখানে ছোটো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। একটা ভীষণ যন্ত্রণা টের পেলেন তিনি। তখনই পেছন দিক থেকে আবার রাশিয়ানদের চীৎকার কানে এলো। কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর হেগেনের জামার কলারটা মুঠো করে চেপে ধরে ওকেব টানতে টানতে নিয়েই এগোতে আরম্ভ করলেন তুষারের ওপর দিয়ে। ওর দেহটা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার ফলো মাঝে মাঝে কুঁকড়ে উঠছিল ওর শরীরটা।

শেষ পর্যন্ত হেলমুট উলফকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো। প্রচণ্ড রকমের ভিড়। একটা চার্চকেই হাসপাতাল বানানো হয়েছে। ডাঃ কুর্ট হুবার রোগীদের দেখাশোনা করছেন। উলফকে নিয়ে গিয়ে একটা বেডে শুইয়ে দেওয়া হলো। তখন ওর সামান্য চেতনা ফিরে এসেছে। হাসপাতালের এক কর্মচারী ওর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কি রকম বোধ করছেন এখন?'

বলে নিজের ঠাণ্ডা হাতটা উলফের কপালের ওপরে রাখলো। উলফ চোখদুটো বুঁজলেন একবার। এখন মোটামুটি ঠিক আছেন তিনি। অবশেষে মাথাটা সামান্য হালকা লাগছে। তিনি উত্তর দিলেন, 'ঠিক আছি।' লোকটি আবার বললো, 'আমি জানি বলশেভিকরা আমাদের হারাতে পারবে না।'

কথা শেষ করে উলফ-এর শরীরের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে নিলো কর্মচারীটি। উলফ তখনই নিজের বুকের কাছে ক্ষতটা দেখতে পেলেন। মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল ওর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলো। শেষপর্যন্ত আবার চেতনা হারালেন।

বেশ খানিকক্ষণ পরে আবার যখন চেতনা ফিরে এলো তার, দেখলেন কেউ ওকে আলতো করে কাঁধে হাত দিয়ে ডাকছে। চোখ খুলেই দেখলেন ডাঃ হুবার ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পাশে আর একজন। শরীরটা লম্বাটে। তিনি সিক্রেট সার্ভিসেরই একজন কর্নেল পদমর্যাদার ব্যক্তি। চোখদুটো ধূসর। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। পোশাক যথেষ্ট স্মার্ট। ডাঃ হুবারই ওর পরিচয় দিয়ে বললেন, 'ইনি কর্ণেল হাউসম্যান, মিঃ উলফ আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

উলফ কেনো উত্তর দিলেন না। কর্ণেল এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিই তো হেলমুট উলফ?'

উলফ ঘাড় নেড়ে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ। আমি পঁচিশ নম্বর সাঁজোয়া বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলাম।'

'আপনার এস, এস: কার্ড নম্বর?'

উলফ জবাব দিলেন, 'দশ হাজার দুশো চব্বিশ।'

মনে মনে ভাবলেন একবার মিঃ হাউসম্যান, নাম্বারটা কেন জানতে চাইলেন। কর্ণেল হাউসম্যান আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার প্রবেশের তারিখ?'

'এপ্রিল ১৯৩১।' বললেন উলফ, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন কর্ণেল তাহলে বলবেন কি কেন আমাকে এসব জিজ্ঞেস করছেন?'

হাউসম্যান ওর প্রশ্নের গুরুত্ব না দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন ওকে, 'এপ্রিলের কত তারিখ?'

'চোদ্দই এপ্রিল।' জবাব দিলেন উলফ। এবারে হাউসম্যান ওর জন্ম তারিখ এবং কোথায়, কবে জন্মেছিলেন সব কিছু একে একে জেনে নিলেন ওর কাছ থেকে। সমস্ত উত্তর দেবার পরে আবার কারণ জানতে চাইলেন উলফ। হাউসম্যান হাত তুলে ওকে ধৈর্য্য ধরতে বলে জিজ্ঞেস করলেন আবার, 'আপনি পার্টীতে যোগ দিয়েছিলেন কবে?'

'উনিশশো ছাব্বিশের বিশে জুলাই। তখন আমার বয়েস পনেরো।'

'হুঁ', হাউসম্যান একবার তাকালেন ওর দিকে। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'ব্যস, আর কিছু জানার নেই। আপনিই যে প্রকৃত হেলমুট উলফ সেটা আমাদের জানার দরকার ছিল।'

'আমি নিশ্চয়ই প্রতারক নই।' উলফ বিদ্রুপের হাসি হাসলেন একবার। হাউসম্যান বললেন, 'আপনাকে নিয়ে যেতে হবে। আজ সকালেই হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ পেয়েছি।'

হেলমুট উলফ এবারে তাকিয়ে দেখলেন চারদিক, সমস্ত জায়গা জুড়ে আহত সেনারা পড়ে আছে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস আবার বেরিয়ে এলো তার হৃদয় থেকে। কর্ণেল হাউসম্যানের মুখ নিস্পৃহ। উলফ-এর দিকে তাকিয়ে আবার বললেন তিনি, 'আমার একটা কাজ আপনি করে দিলে খুশী হবো। বার্লিনে গিয়ে একটা ছোট প্যাকেট স্ত্রীকে পোষ্ট করে দেবেন, আমি আপনাকে ঠিকানা বলে দেবো।'

'কর্ণেল আপনি যদি চান অমি নিজে গিয়েই প্যাকেটটা আপনার স্ত্রীকে দিয়ে দিতে পারি। আমার ক'দিনের ছুটি পাওনা আছে। অসুবিধে হবে না।'

হাউসম্যান এবারে উলফ-এর দিকে তাকালেন। ওর দৃষ্টির অর্থ বিশ্লেষণ এই মুহূর্তে উলফ-এর পক্ষে সম্ভব নয়।

হাউসম্যান একটা ছোট্ট প্যাকেট এগিয়ে দিলেন উলফ-এর হাতে। বললেন, 'সোনার একটা ছোট্ট লকেট। ওকে বলবেন, এটা আমার ভালোবাসার উপহার। ওর ভালোবাসা ছাড়া আমার কাছে সব কিছু তুচ্ছ।'

'কর্ণেল আমার খুব আনন্দ হচ্ছে', বললো, উলফ। হাউসম্যান উলফ-এর সামনে এগিয়ে এসে করমর্দন করলন ওর সঙ্গে। 'ধন্যবাদ লেফটেন্যান্ট, আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। এখন আমি হেডকোয়ার্টারে যাবো। আপনাকে ওরাই এয়ারফিল্ড-এ নিয়ে যাবে। সম্ভবতঃ ওর খুব তাড়াতাড়িই ট্রাক পাঠাবে।'

আর একদফা করমর্দন করলেন হাউসম্যান, এবারে উলফ-এর মনে হলো, ওর শুধু একার নয়, সবায়েরই মনের মধ্যে কিছু না কিছু দুঃখ জমা হয়ে আছে। হাউসম্যান ব্যাগ থেকে বের করে ওর হাতে একটা ভিজিটিং কার্ড দিলেন। তাতে ওর বাড়ীর ঠিকানা ছিল। উলফ সেটা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এতো দেখছি সরাইখানা, আপনার স্ত্রী চালান নাকি?'

'হ্যাঁ, ছোট্ট জায়গা, কিন্তু বেশ চালু।' মৃদু হাসলেন হাউসম্যান। উলফ জিজ্ঞেস করলেন এবার, 'কর্ণেল আপনি শেষ কবে বাড়ীতে ছিলেন?'

'একচল্লিশ সালের বসন্তে।' জবাব দিলেন হাউসম্যান, কণ্ঠস্বরে আর্দ্রতা। তারপর দ্রুতবেগে চলে গেলেন সেখান থেকে। এর প্রায় মিনিট দশেক পরে দুজনে সেনা একটা ট্রেচার দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। ওদের সাদা পোশাকে রক্তের দাগ। একজন চীৎকার করে উঠলো, 'আপনার গাড়ী প্রস্তুত।'

অন্য জন বললো, 'আগামী কালই আপনি বার্লিণ যাবেন, সত্যিই ভাগ্যবান আপনি।'

বেড থেকে উলফকে ট্রেচারে নিয়ে আসা হলো। যেতে যেতেই একজন বললো, আপনি এখন বাড়ী যাচ্ছেন, আনন্দ হচ্ছে নিশ্চয়ই, উলফ-এর ভুরু দুটো কুঁচকে গেলো। মনে মনে ভাবলেন কোথায় যাবেন? ওর নিজের তো কোনো বাড়ী নেই। ওর জন্যে কেউই অপেক্ষা করে নেই। তিনি নিজে যেখানেই মারা যান না কারো কোনো ক্ষতি নেই। মনে মনে ভাবলেও মুখে এসবের কিছুই বললেন না তিনি।

ওরা ওকে হাসপাতালের বাইরে নিয়ে এলো, ঠিক তখনই আবার রুশ কামান থেকে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হলো।

ট্রাকটা বেশ মজবুত ধরনের। ভেতরের দুদিকে, ওপর নীচ বরাবর তিনটে করে ট্রেচার রাখা যায়। উলফকে নীচের জায়গাতে রাখা গেল। ওর ওপরের সীটেই একজন কর্পোরাল শুয়ে ছিল। মর্টারের গোলায় বেচারীর দুটো পাই উড়ে গেছে।

* * *

গুমর‍্যাক রেলষ্টেশনটাকে দেখামাত্র উলফ-এর মনে হলো সমস্ত জায়গাটা জুড়ে আগুন লেগে গেছে। ট্রাকের ভেতর থেকে উলফকে ট্রেচার শুদ্ধ নিয়ে আসা হলো টারম্যাকে। রেলষ্টেশনটা অবশ্য রুশ ফৌজের আক্রমণে ইতিমধ্যেই অনেকটা বিদ্ধস্ত। খোলা একটা জানালার ওপরে একজন জার্মান সৈন্যর পুড়ে যাওয়া বীভৎস মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। হঠাৎ দেখলে ভয় পেয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

বিকেল গাড়িয়ে যাচ্ছে। বাতাসে হিমেল আমেজ। চারদিক জুড়ে কুয়াশা নেমে আসছে। কিছুক্ষণ পরে একজনকে আসতে দেখা গেলো। দুচোখে অধৈর্য্যের ছাপ। পরণে ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম। লোকটা উলফ-এর কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো। উলফ-এর মতো আরও কয়েকজন ট্রেচারে শুয়েছিল। লোকটা জিজ্ঞেস করলো, 'আপনাদের মধ্যে কেউ হাঁটতে পারবেন?'

উলফ বলে উঠলেন তৎক্ষণাৎ, 'আমি পারবো ক্যাপ্টেন,তবে অসুবিধের জন্যই ওরা আমাদের ট্রেচারে করে এনেছে।'

উলফ তখনও চুপচাপ শুয়েছিল। ইতিমধ্যে তিনটে প্লেন এসে থেমেছে। ওদের প্রায় কাছাকাছিই বলা যেতে পারে। দরজা খুলে যাওয়া মাত্রই কেউ কেউ ছুটতে আরম্ভ করলো সেদিকে। ক্যাপ্টেন আর ওর সহকারীর ক্ষমতা ছিলো না বাধা দেওয়ার। অবশ্য গুরুতর আহত লোক ওঠার চেষ্টা করতেই ষ্ট্রেচার বাহকেরা জোর করেই তাদের আবার শুইয়ে দিলো।

ক্যাপ্টেন, একটু গম্ভীর হয়েই বললেন, উলফ, 'আপনি এদিকে একবার আসুন।'

ক্যাপ্টেন একজন সহকারীকে চীৎকার করে ডেকে নির্দেশ দিলো, পরের প্লেনে, এঁকে যেন সবচেয়ে আগে তুলে দেওয়া হয়। সহকারী মৃদু আপত্তি জানাতে তাকে ধমকে উঠলো ক্যাপ্টেন, সহকারী বাধ্য হয়ে চুপ করে গেল। পরের প্লেনটার দরজার সামনে তখন বেশ ভিড়। সবাই উঠে পড়ার জন্যে ব্যস্ত। সহকারী কিভাবে উলফকে এখানে নিয়ে যাবে ভেবে পাচ্ছি না। উলফ সবাইকে চমকে দিয়ে একটা কাণ্ড ঘটালেন। হঠাৎ তিনি পাশের একজন সেনার কোমর থেকে তার রিভলবারটা টেনে নিয়ে শূন্যে গুলি চালালেন। সৈন্যটি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো, উলফ-এর চোখদুটো দেখে প্রতিবাদ করার বিন্দুমাত্র সাহস পেলো না। ততোক্ষণে ভিড় অনেকটা কমে গেছে। সামনের রাস্তাটা দুফাঁক হয়ে গেল ইমিধ্যেই, সহকারী উলফ-এর ট্রলিটাকে ঠেলতে ঠেলতে প্লেনের সামনে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলো।

'দরজার সামনে থেকে সরে যাও তোমরা।' উলফ রিভলবার হাতেই চীৎকার করছিল। প্রত্যেকেই বেশ ভয় পেয়ে গেছে।এছাড়া উলফ তাদের ওপরওয়ালা। জার্মান সেনারা তাদের ওপরওয়ালার নির্দেশ বিনা প্রশ্নে পালন করে। শেষ পর্যন্ত হেলমুট উলফ প্লেনে উঠে বসতে পারলেন। বসার পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'যুদ্ধের খবর কি এখন?'

সহকারী বলে উঠলো, 'আমাদের সেনা পাঠাচ্ছে। রেডিওতে শুনেছি খবরটা। আমরা শেষ পর্যন্ত রুশ সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দিতে পারবো, একেবারে মস্কো পর্যন্ত পৌঁছে দেবো ওদেরকে।'

—'হুঁ। উলফ গম্ভীর হয়ে বললেন। তারপর করমর্দন করলেন ওর সঙ্গে, ইতিমধ্যে প্লেনের ভেতরে আরো কিছু সৈন্য এসে সীটে বসে পড়েছে, প্রত্যেকের চোখে মুখে মুক্তির আভাস।

গাড়ীটা দ্রুতবেগে কিউলিক থেকে আসছিল। গাড়ীর হেডলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছিলো সারা অঞ্চল জুড়ে বরফ পড়ে চলেছে এক নাগাড়ে। গাছপালাগুলো বরফে একেবারে ঢাকা, হেল্‌মুট উলফ পেছনের সীটে বসেছিলেন। বার্লিনকে ফেলে চলে এসেছিলেন ইতিমধ্যে, এখন ওর চার সপ্তাহের ছুটি

নেওয়া আছে। ট্রেনে করে তিনি পৌঁছোলেন মিউনিখে। এই রাজধানী শহরের বেশ পরিবর্তন হয়েছে। স্বাভাবিক পোশাকেই বিভিন্ন কাফেতে ঢুকেছেন। প্রতিটি বাড়ী ঘর কিংবা কাফে দোকান প্রভৃতি জায়গাতে ফুয়েরারের ছবি টাঙানো। বেশ ভালোই লাগছিল তার।

প্রথম আঘাত তিনি পেলেন হেনরিখ-এর মৃত্যু সংবাদে। প্রাগে থাকার সময়ে ওর গাড়ীর ওপরে বোমা পড়ে, এরপরে তাকে রাস্তার ওপরেই গুলি করা হয়। ওয়াল্টার হেগেনের কাছেই খবরটা তিনি শুনেছেন। হেনরিখ আর বেঁচে নেই এটা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছিল তার। ওর জায়গায় নিয়োগ করা হয়েছে ক্যালটেন ব্রুনারকে। স্বয়ং হিমলার ওকে নিয়োগ কবেছিল। ওয়াল্টার বললো, উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন।

শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন ব্রুনারেরর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন উলফ। ওর সঙ্গে আশ্চর্য্য রকম ভাল ব্যবহার করলেন তিনি। এমন কি ঠিকমতো সেরে উঠলে কাজে নিয়োগ করারও প্রতিশ্রুতি দিলেন ওকে। দামী সিগারেট ধরিয়ে মৃদু রসিকতাও করছিলেন মাঝে মাঝে। উলফ মৃদু হেসে উপভোগ করছিলেন সেসব। যদিও তার মনে পড়ছিল ষ্ট্যালিনগ্রাদে যে অসংখ্য সৈন্য মারা পড়েছে তাদেরও এরকম আরামের জীবন কাটানোর কথা ছিলো। কিন্তু তা ঘটেনি তাদের ভাগ্য। কথাবার্তার পরে ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি চলে এলেন মিউনিখ রেলষ্টেশনে। ওখানে জনৈক যুবক কর্ণেলের সঙ্গে আলাপ হলো তার। ও মিটেনওয়াল্ড-এর কাছাকাছি ব্যারাকে ফিরে যাচ্ছে। পরণে সেভেন্থ অ্যালপাইন রেজিমেন্টের ইউনিফর্ম। কথাপ্রসঙ্গে উলফ জানলেন যুবকের নাম ফ্রিট্জ কুর্টম্যান। বয়েস তিরিশের কাছে। লম্বা চওড়া চেহারা। যুদ্ধের আগে স্কি ইনস্ট্রাক্টর ছিল। উলফকে জিজ্ঞেস করলো কুর্টম্যান, আসুন না একদিন সন্ধ্যে বেলা আলাপ করা যাক। মিটেনওয়ালড-এর কোথায় উঠেছেন আপনি?'

'আমি এখনো কোথাও উঠিনি।' বলে উঠলেন উলফ, 'আমাকে অনেকেই গ্যাসথভ অ্যাডলার-এর নাম বলেছে, 'আপনি চেনেন নাকি?' কুর্টম্যান এবার হেসে উঠলো, 'যদি রাজী থাকেন আমিও আপনার সঙ্গে ভাগ করে থাকতে পারি।'

'জায়গাটা কি খুব জনপ্রিয়?' জিজ্ঞেস করলেন উলফ।

'তা বলতে পারা যায়।

রাস্তার ঠিক বাঁ দিকে বড়ো একটা দেয়াল। জায়গাটা ব্যারাক, প্রতিটি গেটের সামনে প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। উলফ জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার এখন থেকে মিটেনওয়াল্ড কি অনেক দূর?'

'না, চিন্তার কোনো কারণ নেই' কুর্টম্যান জবাব দিলো, 'আমি আপনাকে ওখানে নিয়ে যাবো। আপাততঃ আমি নেমে একবার ব্যারাকে যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবো।'

গাড়ী থেকে নেমে গেটের সামনে গিয়ে কুর্টম্যান প্রহরীর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলো। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এলো কুর্টম্যান। গাড়ী চলতে আরম্ভ করলো। সামনেই নদীর ওপরে পাথরের একটা সেতু, সেটা অতিক্রম করলো ওরা। পুরো এলাকাটাই বরফে ভর্তি। উলফ হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এখানে শুধু একজন কম্যাণ্ডিং অফিসার আর একজন কর্ণেল। ব্যাপাবটা কেমন অস্বাভাবিক তাই না?'

কুর্টম্যান জবাব দিলো, 'কিন্তু আমরা উভয়েই স্পেশ্যালিষ্ট। দুজনেই পাহাড়ে যুদ্ধের বিষয়ে ওয়াকিবহাল। অবশ্য পাহাড়ে যুদ্ধ কমই হয়েছে। জেনারেলরা সবাই বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন।'

'হুঁ, জবাব দিলেন উলফ।'

ইতিমধ্যে গাড়ীটা ডান দিকে ঘুরেছে, উলফের দৃষ্টি পড়লো একটা টাওয়ারের দিকে ওটা চার্চ, এরপরেই গাড়ীটা বাঁ দিকে ঘুরছে। এটাই মিটেনওয়ালড-এ যাবার রাস্তা।

'এটাই ওবেরামার্কট', গাড়ীর দরজা খুলে বলে উঠলো ও। বাইরে দিকে তাকিয়ে বললো, 'রাস্তার ওপরেই গ্যাসথফ অ্যাডনার' উলফ ঘাড় নেড়ে ব্যাগটা নেবার জন্যে গাড়ীর পেছন দিকে গেলেন। রাস্তা অতিক্রম করে ওরা গ্যাসথফের কাছে গিয়ে হাজির হলো। প্রবেশপথের দেওয়ালটা পাথরের তৈরী। উলফ ওর সঙ্গে রিসেপসনের সামনে গিয়ে হাজির হলেন। ভেতরটা বাইরের চেয়ে বেশী গরম। সুইচবোর্ডের

নীচে এক যুবক বসেছিল। উলফকে দেখা মাত্রই মৃদু হেসে বললো ও, 'সুপ্রভাত স্যার। বলুন কি করতে পারি আপনাদের জন্যে।'

কুর্টম্যান এবারে বলে উঠলো, 'এখানে আমার এই বন্ধুটির জন্যে একটা ভালো ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এতোদিন ইনি কঠিন যুদ্ধে জড়িয়ে ছিলেন, এখন বিশ্রাম নিতে চান।'

'হুঁ', যুবকটি বলে উঠলো, 'ঠিক আছে।'

কুর্টম্যানকে বলে উঠলো যুবকটি, 'হ্যাঁ, রুম নম্বর সাত। খালি আছে, একটু ছোটো হবে, কিন্তু.......।

কুর্টম্যান এবার গম্ভীর হয়ে গেল, বললো, 'চলো এসো উলফ। আমরা বরং ব্যারাকে ফিরে যাই।'

এরপরে ওরা দুজনেই অন্যত্র গিয়ে হাজির হলো। এখানে ঘরটা বেশ ছোটো। ডাইনিং টেবিল মাঝখানে রাখা। পাশেই একটা কাঠের র‍্যাকে কয়েকটা খবরের কাগজ ঝুলছিল। মেঝেটা লালরঙের। ধারে একটা টেবিলের পাশেই ছোট্ট একটা কুলুঙ্গি। তবে চেয়ারগুলো বেশ শক্তপোক্ত। ওরা গিয়ে বসলো দুজনে। এক মহিলা এসে দাঁড়ালো ওদের সামনে। জিজ্ঞেস করলো ওদের কি খেতে চান ওরা। মহিলাটি পরিচারিকা। এতোক্ষণ চীৎকার চেঁচামেচি হচ্ছিল। কিন্তু ওরা ঢুকতেই থেমে গেল অনেকে, বিশেষ করে ইউনিফর্ম পরা কুর্টম্যান বলে গেল যেন উলফকে ওরা ভালো ভাবে দেখাশোনা করে, কুর্টম্যান বেরিয়ে যাবার পরে উলফ মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ সন্ধ্যেবেলা ফ্রউ হাউসম্যানকে কি বাড়ীতে পাওয়া যাবে?'

মেয়েটির জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে সোজাসুজি তাকিয়ে আবার বললেন, উলফ, 'আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

মেয়েটি এবার বললো, 'আমি ঠিক জানি না, তবে আপনার জন্যেই ওর খোঁজ করবো।'

ততোক্ষণে বিয়ার এসে গেছিল। উলফ ধীরে ধীরে বীয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই তার মনে পড়লো গুমর‍্যাফে সেই অসংখ্য আহত সৈন্যদের কথা। গ্লাসটার দিকে একবার তাকিয়েছিলেন তিনি। হঠাৎ চমক ভাঙলো একটা কণ্ঠস্বরে, 'হের উলফ?'

কণ্ঠস্বর নরম। শিক্ষাদীক্ষার ফলে যেরকম পরিশীলি. উচ্চারণ সম্ভব মহিলার সম্বোধন ঠিক সেরকমই। উলফ তাকিয়ে দেখলেন। ভদ্রমহিলা তার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। বয়েসে তারই সমান। চেহারার গঠন বেশ আকর্ষণীয়া। পরণে সাদামাটা পোশাক। মৃদু হেসে তিনি হাতটা বাড়িয়ে দিলেন উলফ-এর দিকে, 'আমিই হাউসম্যান।'

'আচ্ছা।' ফ্রিটজ কুর্টম্যান বলে উঠলো, 'তুমি তাহলে আমাদের যুবরাণীকে চেনো উলফ?'

উলফ ওর দিকে তাকালেন। ওই একই হোটেলের একই বুথে বসেছিল দুজনে। মিটেনওয়ালড-এ এসে রাত্রিবাস এখানেই হয়েছে উলফের। ইতিমধ্যে ফেটা হাউসম্যানও এসে হাজির হলেন। ওর স্বামীর পাঠানো লকেট ওর গলায় শোভা পাচ্ছিল। উলফ-এর কাছ দিয়ে যাবার সময়ে তিনি আঙুলগুলো একবার নাড়ালেন। কিছুটা দূরের একটা টেবিলে জনা চারেক অফিসার বসেছিল। সেদিকেই এগিয়ে গেলেন তিনি। ওকে দেখামাত্রই লোকগুলো চীৎকার করে উঠলো খুশীতে। কেউ কেউ আবার টেবিল চাপড়াতে আরম্ভ করলো। বোঝাই যাচ্ছিলো ওরা প্রত্যেকেই নেশাচ্ছন্ন। কুর্টম্যান উলফ-এর দিকে তাকালো একবার। তারপর হেকে বললো, 'তোমাকে ঈর্ষান্বিত মনে হচ্ছে উলফ?'

'তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না।

কুর্টম্যান উলফ-এর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো। তারপরেই ফেটে পড়লো হাসিতে। হাসি থামতে বলে উঠলো কুর্টম্যান, 'তুমি আমার প্রিয় বন্ধু। তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আড্ডাতে।'

'কি?'

'তুমি ঠিক কি বলতে চাইছো। এই আড্ডাতে স্বাগতম। কিছুই তো বুঝছি না।'

কুর্টম্যান ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। উলফও মৃদু হাসলেন সঙ্গে সঙ্গে। কুর্টম্যান বললো, 'তাহলে তোমার সঙ্গে ওর যোগাযোগ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, উলফ বলে উঠলেন আবার'।

'তুমি?'

'নিশ্চয়ই, আমার সঙ্গেও হয়েছে।' কুর্টম্যান বলে উঠলো, 'সবায়ের সঙ্গেই হয়। এটাইতো প্রাণীদের নিজস্ব স্বভাব। এটাকে তুমি ভেতরে নিয়ো। তাহলেই হবে। যুববাণীও সেটাই পছন্দ করেন। কিন্তু একটা কথা জানতে পারি?'

'বলো?'

'কখন তোমাদের যোগাযোগ ঘটেছে? প্রথম রাতেই?'

'এক মিনিট,' বলে উঠলেন উলফ, 'তুমি কি সেই ধরনের লোক যারা অন্যের যৌনমিলন দেখে আনন্দ পায়।'

কুর্টম্যান হেসে উঠলো। তারপর বললো, 'এটাকে গুরুত্ব না দেওয়া ঠিক নয় বন্ধু।'

হেলমুট উলফ স্থির চোখে তাকালো ওর দিকে।

সেটা ছিল প্রথম রাত।

উলফ বলেছিল ওকে, 'তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। রাশিয়াতে আছেন উনি।'

মহিলা মুগ্ধ চোখে বলেছিলেন, 'তাহলে আপনার সঙ্গে পলের দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।' উলফ বলে উঠলেন। মহিলার অভিব্যাক্তিতে অবাক হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু প্রকাশ্যে স্বাভাবিকতা বজায় রেখেই বলেছিলেন, 'উনি তোমার জন্যে একটা উপহার পাঠিয়েছেন আমার হাতে।'

'উপহার।' মহিলা কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন আবার, 'আমি দুঃখিত। আপনার নামটাইতো এখনো জানা হয় নি।'

'আমার নাম হেলমুট উলফ।'

'আপনি কি আমার স্বামীর কোম্পানীতেই ছিলেন?'

'না। উনি আমাদের হাসপাতালে এসেছিলেন। আমি সেখানে আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীনে ছিলাম।'

'বাঃ চমৎকার!' মহিলার কণ্ঠস্বরে একধরনের পেলবতা টের পেয়েছিলেন উলফ। মহিলা আবার বলেছিল, 'আপনাকে পানীয় দিতে বলি।'

'যদি অনুমতি দাও।' বলে উঠলেন উলফ। তারপর পরিচারিকার দিকে নজর পড়েছিল হঠাৎ। হাউসম্যান-এর একটা হাত তখন উলফ-এর কাঁধ স্পর্শ করেছে। তাকিয়েছিলেন উলফ-এর চোখের দিকে। বলেছিলেন, 'এখানে নয়। আমি ওপরে থাকি। ওখানেই চলুন। খেতে খেতে কথা বলা যাবে। কোনো রকম বিরক্তি আসবে না।

'চলো।'

হেলমুট উলফ অনুসরণ করেছিলেন সেন্টা হাউসম্যানকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হয়েছিলেন ফ্রাউ হাউসম্যানের সাজানো গোছানো ঘরটিতে। সোফায় বসে উপহারটি তুলে দিয়েছিলেন মহিলাটির হাতে। তারপর, তিনি বলেছিলেন সমস্ত কিছুর পরিবর্তে তিনি আপনাকে ভালোবাসেন।'

'তাই নাকি। চমৎকার।'

বলে উপহারটি একরকম ছিনিয়েই নিয়েছিলেন তিনি উলফের কাছ থেকে। বাক্স খুলে ছোট্ট সোনার লকেটটা দেখা মাত্রই ফেটে পড়েছিলেন খুশিতে। অস্ফুটস্বরে বলেছিলেন, 'বাঃ চমৎকার তাই না।'

'হ্যা।' জবাব দিয়েছিলেন উলফ।

সময় যতো যাচ্ছিলো ওদের কথাবার্তাও ততো এগোচ্ছিলো। সামনেই দুটো গ্লাস ভরা রঙীন পানীয়। ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয়েছিল দুজনে। আরও কিছুক্ষণ পরে হাউসম্যান নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল হেলমুট উলফকে।

ফ্রিটজ্ কুর্টম্যান জিজ্ঞেস করলো উলফকে, 'তুমি এই মহিলার ব্যাপারে কি ভাবছো উলফ?'

সঙ্গে সঙ্গে কুর্টম্যান-এর চোখের দিকে তাকালেন উলফ। দু'চোখের কোণে সূক্ষ্ম রসিকতার ইংগিত।' তাতে আমল না দিয়ে বললেন উলফ, 'আচ্ছা, ওকে তোমরা যুবরাণী বলো কেন?'

কারণ ওকে দেখতে অপূর্ব সুন্দরী।' বলে উঠলো কুর্টম্যান।

উলফ ওর দিকে তাকালেন। মহিলাটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেবার কিছু নেই। উলফ বললেন, 'ফ্রিটজ্ তুমি ওর সঙ্গে...........?'

'দোস্ত। আমরা হচ্ছি ভদ্রলোক। সংসারী মানুষ। আমাদের নিশ্চয়ই প্রথম যৌবনের আবেগ সাজে না। এখন আমাদের কাছে সবকিছুই রসিকতা। তাই না।'

কুর্টম্যান ঠিক কথাই বলেছে। উলফ মনে মনে তাই ভাবলেন।

'হ্যাঁ। এটাও একটা সংগ্রাম।' বলে উঠলেন তিনি। তারপর হেসে উঠলেন। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতায় কাটলো। তারপর আবার উলফ জিজ্ঞেস করলেন ওকে, 'মিটেনওয়ালড-এ মিসেস হাউসম্যান কবে এসেছেন?'

'উনিশশো চল্লিশের শেষ দিকে।'

'স্বামীর সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।' জবাব দিলেন কুর্টম্যান, এরপরই ভদ্রলোক রাশিয়ান ফ্রন্টে পোস্টেড হয়ে যান।'

উলফ জিজ্ঞেস করলেন, 'মিসেস হাউসম্যান জানতেন?'

'সম্ভবত।'

'হুঁ। ঘাড় নাড়ালেন হেলমুট উলফ। কুর্টম্যান এবার জিজ্ঞেস করলো, 'ওর বয়েস কতো বলে তোমার মনে হয়?'

'প্রায় আমার কাছাকাছি।' বলে উঠলেন উলফ, 'তেত্রিশ'।

উলফ এবারে জিজ্ঞেস করলেন, 'ফ্রিটজ্ তুমি ওর ব্যাপারে কি জানো?'

উলফ-এর ইচ্ছে ছিল ওর সঙ্গে আরো কথা বলে ওর বিষয়ে আরো কিছু জেনে নেবেন। উলফ-এর মনে হলো ভদ্রমহিল ভালো নয়, তা সত্ত্বেও ওকে ওর প্রয়োজন। ওর শরীরের গন্ধ এখনও উলফ-এর নাকে লেগে আছে। কুর্টম্যান বললো, 'খুব একটা বেশী নয়। প্রায় বছর দশেক হলো ভদ্রমহিলা মিঃ হাউসম্যানকে বিয়ে করেছেন। তখন উনি একজন সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট ছিলেন।'

'এখন অবশ্যই........অবশ্যই পঞ্চাশের ওপরে।'

'ষাটের কাছাকাছি। অমি শুনেছিলাম উনি ভদ্রমহিলার পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ওর বাবার সঙ্গেও পরিচয় ছিলো। মিঃ হাউসম্যানের চেয়ে মহিলা অন্ততঃ অর্দ্ধেক বয়েসী। একরকম হঠাৎই বিয়ের প্রস্তাব করেন তিনি। বিয়েটাও হয়ে যায়। এখন উনি সিক্রেট সার্ভিসের উচ্চপদস্থ অফিসার।'

'আমি তা জানি।' জবাব দিলে উলফ। কুর্টম্যান আবার বললেন, 'মিঃ হাউসম্যানরে বার্লিনে আসার পরই কপাল ফিরে যায়। কাজেকর্মেও মোটামুটি দক্ষতা দেখান। শেষপর্যন্ত পুল্লাঘ বলে একটা শহরে ওকে পোষ্টিং দেয়া হয়।'

উলফ ঘাড় নাড়লেন। পুল্লাঘ মিউনিখ সংলগ্ন শহর। এখানে চ্যান্সেলারির কাজকর্ম হয়। এছাড়া পার্টির অনেক কাজকর্ম এই জায়গা থেকে হয়। কুর্টম্যান এবারে আবার বলতে লাগলেন, 'এরপর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। যুবরাণীর শরীরে বেশ মেদ জমেছিল। সেটা তিনি আশ্চর্যজনক ভাবে কমিয়ে ছিমছাম হয়ে গেলেন।'

'ওর প্রেমিক আছে?'

'খুবই স্বাভাবিক। বলে উঠলেন কুর্টম্যান, 'অবশ্য এই জায়গাটা কেনার মতো প্রচুর অর্থ ওদের আছে।'

'আচ্ছা মিঃ হাউসম্যানতো এখন রাশিয়ায় আছেন।'

কুর্টম্যান বললো, 'তুমি তো তাই শুনেছো।'

এবারে হেলমুট উলফ সেটা হাউসম্যানের ঘরটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। ভদ্রমহিলা তখন জনৈক অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হেসে উঠেছিলেন। উলফ-এর মনে হলো এই মহিলার জীবনে ওর স্বামীর ভূমিকা সম্ভবতঃ গৌণ। এই মহিলা নিঃসন্দেহে অভিশপ্ত এবং নৈতিকতাবর্জিত।

মার্টিন ব্ল্যাক

ওবেরহাউসেন নামক একটি শহরে আসার পরে মার্টিন ব্ল্যাক কিছুটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেললো। নামেই শহর আসলে পুরোপুরি মফস্বল এলাকা। যুদ্ধের দিক থেকে এই জায়গাটা বিন্দুমাত্র গুরুত্ব নেই।

শহরটাকে ভালোভাবে চেনার জন্যে কয়েকটা ম্যাপ যোগড় করা হলো, তাতে সবকিছুই ঠিকাননা দেখানো আছে,অবশ্য একটা মাত্র জিনিষ বাদে, তা হলো বেশীর ভাগ রাস্তা আর বিল্ডিং পাথরকুচি রাখার গোডাউন হিসাবে দেখানো হয়েছে। এ শহরের বেশীর ভাগ গণ্যমান্য নাগরিকরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর স্বভাবের। অবশ্য এখানকার সাধারণ মানুষের হয় নাৎসীদের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল তারা মার্কিন সেনাবাহিনী আসার আগেই পালিয়ে গেছে, অনেকে আত্মত্যাগ করেছে।

ইতিমধ্যে অবশ্য একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তা হচ্ছে জার্মান সেনারা কি মার্কিন অফিসারদের স্যালুট করবে না তাদের সঙ্গে করমর্দন করবে? এখনও পর্যন্ত অনেকেই তো নাৎসী মানসিকতা থেকে মুক্ত নয়।

ওবেরহাউসেন শহরটা খুবই ছোটো। কয়েকটা চৌমাথাও যার একটা সোজা গিয়ে পৌঁছেছে শহরের ছোটো রেলষ্টেশনে। ষ্টেশন থেকে আধ মাইল দূরে গির্জা, এছাড়া শহরের মাঝখানে ছোটো একটা টাউন হলও আছে। শহরে অবশ্য চারদিক জুড়েই একটা বিশৃঙ্খলার ভাব।

মার্টিন ব্ল্যাকের কাছে সমস্ত জার্মানরাই যেন একই ধরনের নিস্পৃহ স্বভাবের। ওবেরহাউসেন অধিকারের সপ্তাহ দুয়েক পরে একজন স্থানীয় দোকানদারের কাছে জানা গেল, কিছুক্ষণ আগে আমেরিকানরা এই শহরে পদার্পণ করেছে। এরপরই জার্মানরা ঐ শহর ছেড়ে ইলস্লেবেন নামের এক শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। সঙ্গে নিলো জনা কুড়ি পঁচিশ দাস মজুরকে। এদেরকে নিয়োগ করা হলো শহরের বাইরের জায়গাগুলো চিনিয়ে দেবার জন্যে।

ব্ল্যাক সমস্ত কিছু পরীক্ষা করার পরে স্থানীয় এক নাৎসী নেতার সন্ধান পেয়ে গেল। সে এখনও এই শহরেই কোথাও আত্মগোপন করে আছে। ব্যাপারটা নিয়ে মার্টিন ব্ল্যাক তার পরামর্শদাতা ওয়ার্ণার শ্চেনেইডার-এর সঙ্গে কথাবার্তা বললো।

শ্চেনেইডারকে একনজরে দেখলে ধূর্ত বলে মনে হয়। ওর চেহারার গঠন অনেকটা প্রাশিয়ানদের মতো, দু'আঙ্গুলের ফাঁকে সবসময় আমেরিকান সিগারেট জ্বলছে, অদ্ভুত চরিত্রের। সব শুনে শ্চেনেইডার বললো, 'সম্ভবতঃ থাকতেও পারে। অমি অবশ্য এ ব্যাপারে এখনও কিছু জানি না।'

ব্ল্যাক ওয়ার্নারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'আচ্ছা ওয়ার্নার তুমি তো জানো এই নেতা ভদ্রলোক লক্ষ্যভেদের জন্য খুবই পরিচিত ছিলেন?'

সম্ভবতঃ। ছোট্ট করে জবাব দিলো ওয়ার্নার। ব্ল্যাক বলে উঠলো, 'সম্ভবতঃ নয় নিশ্চিত, এছাড়া ওর চারজন ষ্টাফ ছিলো?

—'হুঁ', শ্চেনেইডার মাথানীচু করে জবাব দিলো।

এরপরই ঐ নাৎসীনেতা এবং চারজনকে ধরা হলো। ওদের পাঠানো হলো ওবেরহাউসেন-এর একটা ক্যাম্পে, সেখানে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো ওদের। স্থানীয় লোকেদের সূত্র অনুযায়ী এখানেই ওরা নাকি অনেককে খুন করে পুঁতে দিয়েছিল। ওরা পাঁচজনই এ ব্যাপারের সত্যতা অস্বীকার করলো, ওদের কথায় বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে প্রত্যেককে একটা করে কোদাল দিয়ে বলা হলো মাটি খুঁড়তে। অনেকেরই বক্তব্য এভাবেই নাকি ওরা যাদের খুন করেছিল তাদের দিয়েই আগে গর্ত খুঁড়িয়ে নিয়েছিল।

ওই নাৎসী নেতা প্রথমটায় আপত্তি করলো। বললো, 'এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।'

ওদের যে তদারকি করছিল সে নিস্পৃহ চোখে বলে উঠলো, 'যা বলছি তাই করো, মাটী খোঁড়ো।'

স্থানীয় মানুষজন ঘটনাটা দেখছিল। তারা যেন মন্ত্রমুগ্ধ।

পাঁচজনের মধ্যে থেকে হঠাৎ একজন এগিয়ে এসে কর্তব্যরত সার্জেন্টকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, 'স্যার, আমি বলতে চাইছি আমার হার্ট খুবই দুর্বল। আমার চিকিৎসকের নির্দেশে যে............।'

ওর কথার মাঝখানেই বলে উঠলো সার্জেন্ট। 'ওখানে মেজর আছেন। ওকে গিয়ে বলো। যা করবার তিনিই করবেন।'

কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েছিল মার্টিন ব্ল্যাক। লোকটা ধীর পদক্ষেপে ওর দিকেই এগিয়ে যায়। ব্ল্যাকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ব্ল্যাক ওকে তেমন একটা গ্রাহ্য করলো না। সার্জেন্ট-এর উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, 'এদেরকে ঠিকমতো কাজ করাও।'

ব্ল্যাকের কথায় সেই নেতা ঘুরে একবার তাকালো। চোখদুটো বিষণ্ণ। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই আবার কোদাল তুলে মাটী কোপাতে আরম্ভ করলো। সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক ওর দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপ করে উঠলো। রাগে বেশ কবার ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো ফ্লোটেন নামের সেই নেতা। তারপর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলো, 'এখান থেকে চলে যাও হারামজাদার দল। দাঁড়িয়ে কি দেখছো এখানে?'

'তুমি খুঁড়ে যাও। বাকীটা আমরা দেখে নেবো।' একজন সৈন্য বলে উঠলো ওকে। ফ্লোটেন বললো, 'এখানে সেসব কিছুই নেই। একজনকেও গুলি করে কবর দেওয়া হয় নি। তোমরা আমার ওপরে অযথা নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়ন চালাচ্ছে। আমি কতৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবো।'

মার্টিন এবারে বলে উঠলো, 'যদি তোমার কথা সত্যি হয় তাহলে তোমার ভয়পাবার কিছু নেই। তোমাকে যা বলা হচ্ছে করে যাও।'

বলেই ব্ল্যাক একবার তাকালো ফ্লোটেনের দিকে। ওর চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে ব্ল্যাকের এই প্রথম মনে হলো, এখানে কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছিল। ব্ল্যাক এবারে ফ্লোটেনকে বললো, 'তুমি একবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাও তো?'

স্থির চোখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ফ্লোটেন। ব্ল্যাক এবারে ওর দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমাকে আমরা খারাপ কিছু বলিনি। কেউ এখনও পর্যন্ত বলেনি যে, তুমি এসব করছো। শুধু আমরা তোমাকে কোদাল দিয়ে এখানে গর্ত করতে বলেছি। যদি সত্যি এখানে কিছু না হয়ে থাকে তাহলে কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু যদি প্রকৃতই কিছু হয়ে থাকে তাহলে......।'

বাকীটা অসামাপ্ত রেখেই ফ্লোটেনের দিকে তাকালো ব্ল্যাক। ওর মনে হলো, এই শয়তানটা সব কিছু জানে। মাটীর দিকে একবার তাকালো ব্ল্যাক। শুকনো পাতাগুলো হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। ব্ল্যাক এবারে বলে উঠলো, 'ঠিক আছে। তুমি মাটি খুঁড়ে যাও।'

মাটী খুঁড়েই কাহিল হ্যান্স ফ্লোটেন। হঠাৎ ব্ল্যাকের নজর পড়লো কেটা জড়ানো জীর্ণ কম্বল যেন মাটীর সঙ্গে লেগে আছে। ওটার গন্ধটা কেমন যেন অদ্ভুত। ব্ল্যাক আরো খানিকটা এগিয়ে গেলো ওটার কাছে। আরো একটু কাছে যেতেই দেখতে পেলো একটা মানুষের কাটা হাত।

ফ্লোটেন এবারে আর্তনাদ করে উঠলো, 'স্যার, এসব কাজ আমরা করি নি।' বলে কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো ও। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে গর্তটার দিকে তাকিয়ে রইলো। ইতিমধ্যে মার্টিন ব্ল্যাক ওর পিস্তলটা বের করে ওর দিতে তাক করেছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা আতঙ্কে তাকালো ওর দিকে। দু'চোখে এক ধরনের আতঙ্কের ছাপ।

মার্টিন ব্ল্যাক ভাবলো, ওদের কোথায় গুলি করা উচিত? চোখে না কপালে?

'স্যার?'

সার্জেন্টটি আচমকা ব্ল্যাককে সম্বোধন করে বলে উঠলো। ওর দু'চোখে কেমন একটা বিব্রত ভাব? মার্টিন এবারে তাকালো ওর দিকে। তারপর পিস্তলটা নামিয়ে রাখলো। বললো, 'সার্জেন্ট সৈন্যদের নির্দেশ

দাও ওরা যেন এদের দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়ায়। আমি এদের আবার মাটী খোঁড়ার নির্দেশ দেবো। যদি এরা নির্দেশ অমান্য করে তাহলে যে সঙ্গে সঙ্গে এদের গুলি করা হয়।'

—'ঠিক আছে স্যার।'

সার্জেন্ট সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের নির্দেশ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল উঁচিয়ে ওরা প্রস্তুত। পাঁচজনই সৈন্যদের দিকে তাকালো একবার। তারপর তাকিয়ে দেখলো দূরে দাঁড়িয়ে থাকা জনসাধারণের দিকে। ওরা পাঁচজন সমবেত মানুষদের কাছে যেন সহযোগিতা আর সমর্থন প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু সবাই স্থির আর নির্বাক। মার্টিন এবারে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলো, 'নাংসী শয়তানের দল, তোমরা কি গর্ত খুঁড়তে রাজী?'

ফ্লোটেন ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো, বললো, 'রাজী।' বলেই কোদালটা আবার কুড়িয়ে নিয়ে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করলো।

এদিকে মার্টিন কয়েকজন সৈন্যকে পাঠালো, কয়েকটা কফিন আনতে হবে ওদেরকে। এবার তাকিয়ে দেখলো মার্টিন ওই পাঁচজন ক্লান্ত মানুষকে। ইতিমধ্যে গর্ত খোঁড়া সম্পূর্ণ হয়েছে, মার্টিনের চোখ পড়লো ফ্লোটেনের দিকে। ওর বয়েস মার্টিনের বাবার বয়েসী। তিনিও জার্মানীতেতেই ছিলেন। মার্টিন বাবার মুখটা মনে করার চেষ্টা করলো। ফ্লোটেনের দিকে এবার তাকিয়ে ওর মনে হলো, ওর বাবাই যেন ক্লান্ত হয়ে সারা দেহের যন্ত্রণায় কুঁকড়ে মাটীর ওপরে বসে হাঁফাচ্ছে। দু'চোখে আসন্ন মৃত্যুর আতঙ্ক।

প্রথমটায় সামান্য বিশৃঙ্খলা থাকলে ওবেরহাউসেন শহরটা আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। এখানকার নতুন সামরিক আদালতে প্রাক্তন সেই নেতাটির বিচার হয়েছে। দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে ওকে নাৎসীদের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার জন্যে। একটা ব্যাপার প্রমাণিত যে, এখানকার নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডে ফ্লোটেন সরাসরি ভাবে দায়ী ছিল না। ইতিমধ্যে নাৎসীদের কুকীর্ত্তির অনেকটাই প্রকাশ পেয়েছে, সমস্ত মানুষের চোখে নাৎসীরা জানোয়ারের চেয়েও নৃশংস বলে পরিচিত বলে বিবেচিত হয়েছে। হেন অপরাধ নেই যে, ওরা করে নি। সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে। ওদের চোখে এর আগে কখনো এরকমভাবে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হয় নি, হিটলারের কুশাসনে সারা জার্মানী একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেছে।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের পয়লা মার্চ। মেজর মার্টিন ব্র্যাক হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ পেলো, তাকে দক্ষিণ জার্মানীতে বদলি করা হয়েছে। মার্টিন সেই আদেশই শিরোধার্য করে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে আরম্ভ করলো। শেষপর্যন্ত এপ্রিলের সাতাশ তারিখে শহরটার আত্মসমর্পনের ঠিক একদিন পরে মার্টিন ব্ল্যাক মিউনিখে গিয়ে পৌছোলেন।

হেলমুট উলফ

শীতকালের সূর্যালোক পাহাড়ে প্রতিফলিত হয়ে ধারালো ব্লেডের মতো লাগছিল। ওখানে থেকে একটা সরু পথ চলে গেছে একেবারে ক্রিন নামের একটা শহর অবধি, মাঝে একটা সেতু আছে। সেই সেতু অতিক্রম করে রাস্তাটা বরাবর বিস্তৃত। সেটা গিয়ে শেষ হয়েছে ওয়ালগাউ শহরের প্রান্তে। এখানেই বেশ কিছু সুন্দর সাজানো গোছানো গাড়ী আছে। এর পরেই এনসেডি বলে একটা শহরের যাবার চওড়া রাস্তা শুরু হয়েছে।

অ্যাম্বুলেন্সের কেবিনের ভেতরটা বেশ গরম। ওয়ালগাউ শহরের জীবনযাত্রা খুবই স্বাভাবিক। প্রতিটি মানুষই এমনভাবে যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত যেন কিছুই ঘটেনি। উলফ বুঝলেন, যুদ্ধ শেষ করে আমেরিকানরা যে এই শহরে এসে পড়েছে তা কারোরই ভাবভঙ্গী দেখে বোঝার উপায় নেই।

ফেল্ডম্যান বলে উঠলো, আর বেশী দূর নেই।

উলফ ঘাড়টা নাড়লেন। ওর সঙ্গে কথা বলতে ঠিক ইচ্ছে করছিল না ওর। কার্ল ফেল্ডম্যান ওর গাড়ীর চালক। বয়েসে যুবক, পদমর্যাদায় কর্পোরাল্‌। ওকে ঠিক এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। তার যদি সময় থাকতো তাহলে তিনি নিজের পছন্দমতো বিশ্বস্ত কাউকে বেছে নিতেন, ফেল্ডম্যান ব্যাভেরিয়ার লোক। ব্যাভেরিয়ানদের উলফ একেবারেই পছন্দ করেন না। ওদের কেমন যেন একটা রুক্ষ্ম আর গ্রাম্য স্বভাব রয়েছে। এখানকার বেশীর ভাগ শিক্ষিত বুদ্ধিমান জার্মানরাও কেন যেন অপরিচ্ছন্ন কৃষকদের পোশাক পড়ে থাকে, সব মিলিয়ে কেমন যেন অদ্ভুত।

ম্যান্টলার হচ্ছে স্থানীয় একজন গেষ্টাপো এজেন্ট। সম্ভবতঃ গেষ্টাপোদের নীচের সারির নেতা। কিন্তু ওকে দেখামাত্র উলফ-এর মনে হলো যে, এ সেই ধরনের লোক যারা একটু ক্ষমতা হাতে পেলেই বদলে যায়। গাড়ীর সামনে এস দাঁড়ালো ম্যান্টলার। ড্রাইভারের দিকে তাকালো একবার। তারপর চীৎকার করে বলে উঠলো, 'আমি শুনেছিলাম যে, ছ'টা নাগাদ কনভয়ের আসার কথা। এখন ছ'টা কুড়ি।'

ওর কথায় কোনো জবাব না দিয়ে উলফ গাড়ী থেকে নামলেন। তারপর একরম আচমকা ম্যান্টলারের সামনে গিয়ে ওর টাইটা ধরে সামনের দিকে টেনে আনলেন। হঠাৎ এই ঘটনায় ম্যান্টলারের চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। তারপরে ওকে ঠেলে দিলেন অ্যাম্বুলেন্স-এর উত্তপ্ত বনেটের ওপরে। ম্যান্টলারের অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো ব্যাপারটা ওর আত্মসম্মানে লেগেছে। কিন্তু প্রতিবাদ করার আগেই উলফ-এর ওপরের কোটটা খুলে গিয়ে ওর ইউনিফর্ম দেখা গেল। এরপরে ম্যান্টলারের আর বিন্দুমাত্র সাহস হলো না। উলফ বললেন, 'তুমি এখন বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখো যে স্পেশাল ডিউটির জন্য তুমি প্রস্তুত কিনা?'

বলে আবার ম্যান্টলারের মাথাটা বনেটের ওপরে ঠুকে দিলেন। ফেল্ডম্যান একেবারে নিশ্চুপ। ম্যান্টলার কোনোরকমে মাথাটা নাড়ালো। উলফ এবারে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে যা বলা হয়েছিল তুমি সব করেছো ম্যান্টলার?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ ভাল কথা।' উলফ মৃদু হাসলেন, তারপর ছেড়ে দিলেন ওকে। বললেন, 'এবারে বাকী কাজগুলো ঠিকমতো করো।' ম্যান্টলার একরকম অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। ঢোক গিললো একবার কোনোরকমে। উলফ বললেন, 'আমাদের সবার ক্ষিদে পেয়েছে। এখনই যা হোক ব্যবস্থা করো।'

বলে ট্রাকের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। এখানে যারা উপস্থিত তারা সবাই ওই ম্যান্টলারের মতোই মেরুদণ্ডহীন মানুষ।

জায়গাটার নাম ওয়াচেনসী। সামনেই একটা লেক। তার ওপরে ওপরে একটা জেটিও দেখা যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে দূরের পাহাড়ে বৃষ্টি নেমেছে। জায়গাটা মেঘে ঢাকা। পুরো লেকটা মনে হচ্ছিল একটা ধূসর রঙের চাদর জড়ানো। উলফ-এর মনে হলো এই জায়গাটা সত্যিই কি রকম অদ্ভুত। জায়গাটা এখনো সুন্দর রয়েছে। প্রকৃতির দান এখানে অকৃপণভাবে বিরাজ করছে। উলফ-এর বেশ ভালোই লাগছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার ফিরে চললেন তিনি। হাজির হলেন পাথরের তৈরী একটা বিল্ডিং-এর সামনে। ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন ফ্রিটজ্‌ কুর্টম্যান। উলফ জিজ্ঞেস করলেন, 'সব কিছু রেডি আছে?'

'হ্যাঁ।' বললেন কুর্টম্যান। উলফ ঘাড় নাড়লেন। তারপর তাকালেন সামনের দিকে। কুর্টম্যান ছাড়াও সেভেনথ আর্মির আরো অনেকে উপস্থিত রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই সাহসী আর বিশ্বস্ত। কুর্টম্যান এবারে জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে কতোগুলো কবর আছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। জবাবে বললো কুর্টম্যান, 'অন্তত বারোটা হবে।'

উলফ বললেন, 'আমি আমার রিপোর্টে এটা রাখবো।' শুনে কুর্টম্যান সজোরে হেসে উঠলো। ওর মনে আছে রাইখব্যাংক থেকে তিনজনের এই মিটেনওয়াল্ড-এ আসার কথা। ওদের দেখামাত্রই হেসে উঠেছিলেন, ওর কাছে ওদের বর্ণনাও দেওয়া আছে। এছাড়া তিনি ড্রাইভারদের কাছে থেকে শুনেছিলেন

যে, ওরা বার দুয়েক অসুবিধের মধ্যেও পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে প্ল্যান পর্যন্ত সবকিছু নিয়ে জাহাজের আসার কথা, ওখানে লবন খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে সমস্ত রকম নির্দেশ ক্যাপ্টেন ব্রুনারের মারফৎ বোরম্যানের কাছে এবং বোরম্যান মারফৎ ফ্রাংক-এর কাছে পাঠানো হয়েছে। ইনিই হচ্ছেন রাইখব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট, ইতিমধ্যে অবশ্য ক্যাপ্টেন ব্রুনার গন্তব্যস্থল কিছুটা পরিবর্তন করে নেয় ঠিক হয় রাইখব্যাঙ্ক থেকে সোজাসুজি জাহাজে যাওয়া হবে। তাহলে উলফ-এর দায়িত্বে পুরো ব্যাপারটা থাকবে, কিছু ওই তিনজনকে সঙ্গেই পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু যে মুহূর্তে থার্ড রাইখের পতনের খবর ওদের কানে আসে তখনই ওরা সোজাসুজি মিটেনওয়াল্ড অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। দশ টনের মতো সোনার কথা ওরা শুনেছিল এছাড়া নাকি আরো বেশ কিছু মূল্যবান জিনিষও ছিল এটা ওরা নিশ্চিত। সবই অনুমান সেই তিনজন যথাক্রমে হের শ্চেনেইডার, হের ডোরফম্যান এবং হের গ্রান। শ্চেনেইডারসের বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। গোলাকার চেহারা, অনেকটা উচ্চপদস্থ কেরানীর মতো হাবভাব। অদ্ভুত ধরনের কিছু মুদ্রাদোষ সম্পন্ন, চোখ দুটো দেখলেই ধর্ষকামী মনে হওয়া বিচিত্র নয়। ডোরম্যান বয়েসে কিছুটা কম। দেখতে শুনতে ভালো, এই যুবকটি উচ্চপদস্থ অফিসারদের কাছে খুবই আকর্ষনীয়। গ্রান আবার একটু অন্যধরনের, সবসময়েই গলা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত।

ওরা এসে প্রত্যেকে তাকালো উলফ-এর দিকে। গ্রান ওর হাতে একটা প্রমাণ পত্র দিলো। উলফ সেটা পড়ে দেখলেন, তারপর সেটা বিনা মন্তব্যে কুর্টম্যান-এর হাতে দিয়ে দিলেন। কুর্টম্যান পড়ার পের সেটাকে আবার গ্রান-এর হাতে ফিরিয়ে দিলো।

গ্রান বলে উঠলো, 'আরে না, না, আপনি ব্যাপারটা বোঝেন নি। এতে আপনার সই করতে হবে, এটা একটা রিসিট।'

গ্রান কথাগুলো বলে তাকালো উলফ-এর দিকে উলফ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমি তা জানি। কিন্তু আকি কোনো সই করবো না।'

এবারে শ্চেনেডিার বলে উঠলো, 'আপনাকে অবশ্য সই করতে হবে, এই পদ্ধতিই আমরা সবসময় অনুসরণ করেছি। প্রেসিডেন্ট ডাঃ ফ্রাংক.......।'

'চুলোয় যাক ওসব, উলফ ধমক দিয়ে উঠলো, শ্চেনেইডার এবারে চুপ করে গেলো, তারপর তাকালো সতীর্থদের দিকে।

'রাইখব্যাংকের নির্দেশ হলো........।'

আবার উলফ বললো, মিঃ গ্রান আপনি বরং হোটেল অ্যাডলনে গিয়ে বরং আনন্দ করুন। আমি এখন কেনো প্রমাণ রাখতে চাই না যে ভবিষ্যতে বিপদ ডেকে আনতে পারে, আপনারা কি করে ভাবলেন যে, আপনারা এই যে জাহজ এনেছেন তা আমরা সবাইকে জানিয়ে দেবো? আপনি জানেন এত কি আছে?'

শ্চেনেইডার বলে উঠলো, 'এটা আমাদের জানার কথা নয়।'

'তা নয়, তবে একটা দায়িত্ব আছে আপনাদের।' ফুঁসে উঠলো উলফ, বললেন আবার, 'তবে আমি আপনাদের তা জানাবো। এখন শুনুন আমার কথা, ব্যাপারটা নির্ভর করছে আপনাদের ওপরে। আপনারা যদি বার্লিনে ফিরে না যেতে চান তাহলে নিরাপদ পাহাড় অতিক্রম করে অষ্ট্রিয়া ফেরার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

—'না, না,' শ্চেনেইডার কিছুটা অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে বলে উঠলো, 'এরকম করার দরকার নেই কর্ণেল, আপনি বুঝতে পারছেন না যে, এই জাহাজ বিনা সইয়ে তুলে দেবার কোনো অধিকার আমাদের নেই।'

উলফ-এর হাতে তখন রিভলবার, বললেন তিনি, 'হের শ্চেনেইডার, আপনি সম্ভবতঃ বিভ্রান্ত। ঐ ব্যাপারে কোনোরকম বোঝানোর প্রয়োজন দেখাচ্ছি না। আপনি ফিরে যাকে হোক যেভাবে হোক রিপোর্ট দিতে পারেন। আপনাকে আমি খুশীমতো যেতে দিচ্ছি। কিন্তু এই মিটেনওয়াল্ড-এ কিছু করার চেষ্টা করবেন না।'

শ্চেনেইডার একটু ঘাবড়ে গেল। কেনো রকমে বললো, 'ঠিক আছে। মিঃ উলফ, আমি বুঝেছি

তবে আমার রিপোর্টে এটা রাখবো।'

—'বেশ তাই রাখবেন,' কুর্টম্যান ধমকে উঠলো ওকে ওসব কেউ আর পড়ে দেখবে না।'

শ্চেনেইডার বিব্রতভাবে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে, উলফ-এর মনে হলো ফুয়েরারের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানেরও সবকিছু শেষ। এখন সসম্মানে সব কিছু মিটলে হয়। এখানকার এই সম্পত্তির সঠিক মূল্য কতো হতে পারে। কয়েক মিলিয়ন নিশ্চয়ই। এই বিশাল সম্পত্তির মধ্যে সোনা মূল্যবান ধাতু। বিভিন্ন শিল্পকর্ম রয়েছে। মিটেনওয়াল্ড-এ যে জাহাজ যাচ্ছে সেটা খুব একটা বড়ো নয়। সোন রূপো ছাড়াও হীরে পান্না, চুনি, জহরৎ, প্ল্যাটিনাম তো রয়েছেই এছাড়াও আছে অসংখ্য ব্রিটিশ পাউণ্ড আর মার্কিন ডলার। এসবই ব্যাংকের ভল্টে রাখা ছিলো। অসংখ্য মূল্যবান সামগ্রী।

এদিকে বার্লিন থেকে যে সমস্ত খবর এসে পৌঁছোচ্ছে তা খুবই খারাপ। সেনা বাহিনীর সাধারণ স্টাফেরা অনেকেই মৃত রাজধানী ছেড়ে দক্ষিণ দিকে পালিয়েছে। রাশিয়ানরা ইতিমধ্যেই বার্লিনে এসে পড়েছে, আর আমেরিকানরা মিউনিখে। অসংখ্য জামান নাগরিক যে দিকে পারছে আত্মরক্ষার জন্যে পালিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত জার্মানী জুড়ে একটা বীভৎস অরাজকতা। রাস্তা ঘাট সব একেবারে অন্ধকার, বেশীর ভাগ মানুষ আমেরিকান বন্দুকের শব্দে ভয় পেয়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত। দরকারী সব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে যাতে সেনাবাহিনী আর সিক্রেট সার্ভিসের গোপন কাগজপত্র শত্রুপক্ষের হাতে না পড়ে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারদিক একেবারে আচ্ছন্ন।

উলফ মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটা ভাবলেন। এখন সব কিছুই এখানে বদলে যাচ্ছে। এখন আনুগত্যের প্রশ্নটাও অনেকের কাছে রীতিমতো হাস্যকর হয়ে পড়েছে। কারণ অন্ধভাবে কোনো কিছু পালন করলে বড়ো জোর একটা হয়তো মেডেল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু হেলমুট উলফ আরো বেশী কিছু চান। সামনে কয়েকটা চিমনি জ্বলছিল। লাল আলোতে আকাশ পরিপূর্ণ কিন্তু নীচে সমস্ত অঞ্চলটাই একরকম অন্ধকারে ঢাকা। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে ছিলেন হেলমুট উলফ।

'তুমি কিছু বলছো না উলফ?'

'ঠিক বুঝলাম না।' জবাব দিলেন উলফ। ক্যাপ্টেন ব্রুনার বললো, 'আমার বক্তব্য তিনটে ট্রাকই যথেষ্ট।'

'এর বেশী প্রয়োজন নেই।' বলে উঠলেন উলফ। ক্যাপ্টেন ব্রুনার আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কতো ধরতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

'অনুমান কুড়ি থেকে তিরিশ মিলিয়ন ডলার কারেন্সী ধরতে পারে।'

ক্যাপ্টেন ব্রুনার হাত দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন বুকে। বললেন তারপর, 'তুমি এখন খুব ব্যস্ত?'

ক্যাপ্টেন ব্রুনারের শরীরটা বেশ স্থূলকায়। ওর উচ্চতা সাত ফুটের মতো, দশাসই মানুষ। কিন্তু শরীরের তুলনায় চোখদুটো খুবই ছোটো। বলে উঠলো ক্যাপ্টেন ব্রুনার, 'বেশ, এখন সামান্য বিশ্রাম নেওয়া যাক। সব কাজ তাড়াতাড়ি করতে হবে এখন।'

টেবিলে যারা বসেছিল তারা প্রত্যেকেই ওর দিকে তাকিয়ে দেখলো। অসওয়াল্ড পল, ওয়াল্টার হেগেন তো বটেই এমন কি রাইখ ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টার ফ্রাংকও তাকালেন ওর দিকে।

'আপনাদের প্রত্যেকেরই নতুন পরিচয়পত্র রয়েছে। আপনারা পরিস্থিতি ঠিকমতো বুঝেছেন তো?'

প্রত্যেকেই ঘাড় নাড়লো। এবারে ক্যাপ্টেন ব্রুনার বললো, 'ঠিক আছে, মিঃ উলফই কনভয় নিয়ে এবেনসি থেকে পাহাড় অতিক্রম করে মিটেনওয়াল্ড-এর দিকে এগিয়ে অষ্ট্রিয়ায় ঢুকবেন। তিনি অবশ্য বার্লিনে গিয়ে দেখা করতে পারেন। ঠিক কবে উলফ?'

উলফ-এর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো ও। উলফ জবাবে বললেন, 'চব্বিশ অথবা পঁচিশ। এরপরে নয়।'

এবারে ফ্রাংক বললেন 'স্পেশাল ট্রানসপোর্টের জন্যে কর্তৃপক্ষের একটা অনুমতি প্রয়োজন।'

'ব্যাপারটা অসওয়াল্ডই দেখবে।'

'কোনো সমস্যা হবে না।' বলে উঠলো পল, 'আমি ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছি।'

হেগান জিজ্ঞেস করলো, 'বোরম্যানের কাছ থেকে কিছু শুনেছো? ফুয়েরার কি বার্লিন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

'না। এখনও নেন নি। সব রকম অপ্রীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হতে তিনি রাজী আছেন। ক্যাপ্টেন ব্রুনার বলে উঠলো এবার। উলফ একবার তাকিয়ে দেখলেন ওর দিকে। ফুয়েরারের ব্যাপারে ক্যাপ্টেন ব্রুনারের ধারণা বেশ উঁচু। ওর চোখে ফুয়েরার অতিমানব। সব রকম ধরা ছোঁয়ারও বাইরে তিনি। জানালার দিকে তাকালো ও। পাহাড় ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে। বৃষ্টি নেমেছে। পৃথিবীর এদিককার অংশ বুঝি একেবারে শেষ হয়ে যাবার ইঙ্গিত। হেগেন বললো, 'ফুয়োরার অবশ্য শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে পারেন।'

'দেখা যাক। তবে বিশ্বাস হয় না।' ক্যাপ্টেন ব্রুনার বলে উঠলো। উলফ বলে উঠলেন, 'কাউকে ছোটো করে দেখাটা ঠিক নয়। আমাদের প্রত্যেকেরই শুভ কিছু আশা করাটাই উচিত।'

ক্যাপ্টেন ব্রুনার ওর কথা শুনে সজোরে হেসে উঠলো। তারপর টেবিলের ওপরে হাত দিয়ে চাপড় মারলো। বললো, আমিওতো তাই বলি।'

অসওয়াল্ড পল একবার তাকালো ওর দিকে। মৃদু হাসলো একবার। ও নিজের নিরাপত্তার বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। সুইজারল্যাণ্ডে চলে গেলে হয়তো সামান্য অসুবিধে হবে। তবে সেখানে ও পুরোপুরিই নিরাপদ।

হেলমুট উলফ একবার তাকালেন অসওয়াল্ডের দিকে। ওর ভেতরটা বুঝে নিতে ওর অসুবিধে হলো না। সবাই এখন নিজেকে নিয়ে ব্যাস্ত। এটাই পরিহাস।

রাতের বেলা ট্রাকগুলো থেকে জিনেষপত্র নামানো শেষ হলো। সব কিছু তোলা হলো রাইব্যাংকের জাহাজে। পুরো মেঝেটাই ভর্তি হয়ে গেলো। হঠাৎ কারো পায়ের শব্দ শুনে উলফ বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখা গেলো জনা কুড়ি ডক শ্রমিক যাদের মিটেনওয়াল্ড ব্যারাক থেকে নিয়ে আসা হয়েছে তারা এক লাইনে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। প্রত্যেকেই ক্লান্ত। সারা শরীর ময়লা। প্রত্যেকে আতঙ্কে মাথা নীচু করে আছে।।

'সব হয়ে গেছে সার্জেন্ট?'

'হ্যাঁ। যেরকম বলেছেন।' ব্রুনার জবাব দিলো। 'হের ফেল্ডম্যান এ'ব্যাপারে নিশ্চিত।'

বলে ও তাকালো সামনের দিকে, মুখে বিন্দুমাত্র অভিব্যাক্তির ছাপ নেই। উলফ-এর মতে ব্রুনার একজন সত্যিকারের সৈনিক। জার্মানিতেই একমাত্র এরকম শৃঙ্খলাপরায়ণ সেনা তৈরী হওয়া সম্ভব। উলফ এবারে তাকালেন ফেল্ডম্যানের দিকে। ফেল্ডম্যান বলে উঠলো, ' ট্রেঞ্চ রেডি হয়ে গেছে, সব কিছু প্রস্তুত।'

'চমৎকার, বলে উঠলেন উলফ, তারপর পায়চারী করলেন কিছুক্ষণ। কুর্টম্যান ইতিমধ্যে ওদের ডাকালো, ওদের একমাত্র কাজ মিটেনওয়াল্ড ব্যারাকের শৌচাগারগুলো পরিস্কার করা। উলফ ভাবলেন এই মুহূর্তে তার নির্দ্দেশে এদের মেরে ফেলা হতে পারে। কিন্তু ওদের দিকে তাকিয়ে মনে হলো ওরা সত্যি খুবই অসহায়। এদের মেরে বিন্দুমাত্র লাভ নেই, তাহলে সেটা বর্বরের মতো দেখাবে। বললেন তিনি, 'তোমাকে একটু কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এখনই মিটেনওয়াল্ড-এ ফিরে যেতে হবে, আমেরিকানদের আসতে আর খুব একটা দেরী নেই, আর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের দাস শ্রমিকদের বদলে ওদের দাসশ্রমিকেরা এসে কাজকর্ম করবে।'

সার্জেন্ট মেজর ব্রুনার ওর দিকে তাকালো। উলফ বলে উঠলো এবার, 'ঠিক আছে চালিয়ে যাও। এদের কাঁধে মালপত্র তুলিয়ে দিয়ে এদের এখান থেকে নিয়ে যাও।'

ঠিক আছে। ব্রুনার একটু আহত গলায় বললো, উলফ ওকে তেমন একটা মর্যাদা দিচ্ছেন না। উলফ-এর মনে হলো সার্জেন্ট ব্রুনার ওদের মেরে ফেলতে আগ্রহী, এদিকে ব্রুনার স্বয়ং ফেল্ডম্যান, লাইবেনেউ আর কুর্টম্যানকে নিয়ে পালা করে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। গোপন স্থানে সমস্ত জিনিষপত্রগুলো লুকিয়ে রাখার কথা, এই পাহারার দায়িত্বে উলফ এবং হেনস্টেইনও রয়েছেন। ট্রাক থেকে

খচ্চরের পিঠে জিনিষপত্র নিয়ে গোপন ডেরায় পৌঁছাবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই খচ্চরগুলো ভারী ওজনের ভার বহন করতে পারে। একসময়ে বিরাট কামান পর্যন্ত এদের দিয়ে বহন করানো হয়েছে। প্রায় সারা রাত ধরেই এই কাজ চলতে থাকার কথা। উলফ জিজ্ঞেস করলেন, 'একটা খচ্চর কতো ওজন বহন করতে পারে?'

লাইবেনেউ জবাবে বললো, 'এরা প্রত্যেকে প্রথমদিকে এক একবারে নববুই কিলো পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যেতে পারে, পরে অবশ্য কিছুটা কমে যায়।'

উলফ এবারে মনে মনে হিসেব করে নিলেন, এদের দিয়ে মোট কতোবার বহন করানো যাবে, বোঝা গেল, পুরো কাজটা হতে প্রায় গোটা বছরটাই লেগে যাবার কথা, উলফ এবারে বললেন, 'ঠিক আছে, এবারে আরম্ভ করে দেওয়া যাক।'.

কুর্টম্যান এবারে পুরোদমে কাজ আরম্ভ করে দিলো, চাঁদের আলোয় পুরো এলাকাটা আলোকিত, মূল্যবান জিনিষপত্র নিয়ে বিভিন্ন গোপন স্থানে রাখা হচ্ছিল। পাহাড়ী সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে এগোতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। এছাড়া কাদায় রাস্তার অনেক জায়গা পিছল। ফেল্ডম্যানের হাতে একটা লণ্ঠন, হাত দুটো কাঁপছিল ওর। বিভিন্ন জায়গাতে ট্রেঞ্চ খোঁড়া আছে। এখানেই সবাই আত্মগোপন করে আছে। যতোটা পারা যায় কাজ দ্রুত করার চেষ্টা চললো পূর্ণউদ্যমে। মাঝে একটু বিশ্রাম। আবার জিনিষপত্র নিয়ে ওপরে ওঠা, তারপর আবার নীচে নেমে আসা, অসহায় প্রাণীগুলো ক্রমশঃই ভার বহন জনিত ক্লান্তি অনুভব করছিল।

দীর্ঘ সময় ধরে কাজ চললো, একসময় আকাশের রং ক্রমশঃই হালকা হয়ে আসতে আরম্ভ করলো, ট্রাকগুলো একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সব জিনিষপত্র নামানো হলে ওগুলো আবার ফিরে যাবার কথা। ইতিমধ্যে ক্যানটেনব্রুনারের কাছে খবর এসেছে গেষ্টাপো আর সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা গোপন কাগজপত্র সব পুড়িয়ে ফেলেছে। ক্যাপ্টেন ব্রুনার ভিলার ভেতরে গিয়ে একটা ফোল্ডার নিয়ে এলো। লেখাগুলো এতোই দুর্বোধ্য যে পড়া অসম্ভব।

মার্টিন ব্ল্যাক

একরকম আচমকাই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলো। মে মাসের আট তারিখে সংবাদ ঘোষণায় বেশ কয়েকবার শোনা গেলো, হিটলার আর জীবিত নেই। আরো শোনা গেল যে, রুশ বাহিনী ইতিমধ্যেই বার্লিন অধিকার করেছে। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে জার্মান সেনাবাহিনী। ওই আট তারিখেই মধ্যরাত্রে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে। মার্কিন সেনাদের ট্রাকগুলো যথারীতি বিভিন্ন জায়গাতে এসে থেমে গেছে। তারা এখন নতুন নির্দেশের অপেক্ষায়। সমস্ত বিষয়টা কিভাবে সামাধান করা যাবে তা কেউই জানে না। কাউকেই ছেড়ে দেওয়া হয়নি। কিংবা কোনো নির্দেশ দেওয়া হয় নি অযথা কোনো কিছুই করাা হয় নি। সেজন্যেই প্রত্যেকেই চুপচাপ নির্দেশের অপেক্ষায়। কর্মহীন সময় অলসভাবে কেটে যাচ্ছে সবায়ের। ঠিক এই সময়টাতেই অসংখ্য জার্মান সৈন্যদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেছে। সারা শহর জুড়ে এক অরাজক অবস্থা। খাবার নেই। আশ্রয় ধ্বংস হয়ে গেছে। শুধু সেনাদলই নয় অসংখ্য সাধারণ মানুষও দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে। যানবাহন অপ্রতুল। সংবাদপত্র মিলছে না। চারদিকে শুধু আতংকসৃষ্টিকারী গুজব। সামরিক সরকারের কাজ ইতিমধ্যে দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

কিন্তু ওবের বেয়ারণ শহরে সামরিক সরকারের ওপরে ঘৃণা সবচেয়ে বেশী। এই পাহাড়ী শহরে তেমন একটা যুদ্ধের আঁচ লাগে নি। গারমিশখ-এর ওপারে কয়েকটা বোমা কিংবা মিটেনওয়াল্ড-এর কাছাকাছি কিছু সেল ফেটেছিল কয়েকবার। কিন্তু তারমধ্যেই দখলপর্বও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেল। এরপরই মার্কিন সেনাবাহিনীর পেছনে পেছনে প্রবেশ করলো সামরিক সরকার। বিজয় পর্বের সমাপ্তি। শহরের সাধারণ মানুষ আমেরিকনদের দুহাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো। কিন্তু এই প্রাথমিক উচ্ছ্বাস

কেটে যেতে বেশী দেরী হলো না। গারমিশখ শহরে একজন অস্থায়ী রাজ্যপাল নিয়োগ করা হলো। এছাড়া ক্লাইস এলাকায় খোলা হলো একটা বন্দীশিবির। যার সঙ্গে নাৎসীদের সামান্যতম সম্পর্ক ছিল তাদের প্রত্যেককেই ওই শিবিরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। এবারে শুরু হলো পুরোদমে নাৎসী মুক্ত করার প্রক্রিয়া। ওবের বেয়ারণ শহরের প্রায় প্রত্যেক সক্ষম মানুষই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। এর মধ্যে বাছাইকরণ পদ্ধতি খুবই সময়সাপেক্ষ এবং জটিল।

গারমিশখ শহরে একটা অফিসে খোলা হলো। এর দায়িত্ব দেওয়া হলো হেরম্যান জনসন নামক এক ব্যক্তিকে। মেজর কাজ বুঝে নেওয়ার পরেই প্রতি বিট-এ একজন করে অফিসার নিয়োগ করলেন। জনসাধারণকে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হলো। এমন কি বিনা খরচে বাসস্থানও বাদ গেল না। তার পরিবর্তে মার্কিনীরা এখানকার নারীদের যথেচ্ছ উপভোগ করলেও কেউ মুখ খুললো না।

গারমিশখ এবং পারটেনকারশ্চেন মিটেনওয়াল্ড শহরে ব্ল্যাকমার্কেট আরম্ভ হয়ে গেল পুরোদমে। জড়িয়ে পড়লো সেনা বাহিনীর লোকেরাও। সাধারণ লোকেরা যেন চাঁদ পেল হাতে। কয়েকটা সিগারেটের জন্যে একটা ক্যামেরা। এক কাপ কফির জন্যে একটা পিস্তল প্রভৃতি এরকমভাবে দর কষাকষি চলতে লাগলো। এমন কি তুচ্ছ জিনিষের জন্যে স্ত্রীর শরীর বিক্রি করতেও কারো কারো অসুবিধে হলো না। স্ত্রী থেকে বোনা কিংবা মেয়ে এরকমভাবে পরিধি বেড়ে যেতে লাগলো ক্রমশঃ। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, কোনো জার্মানি আসামরিক ব্যক্তি মার্কিন নোট চালাবার চেষ্টা করলেই তাকে শাস্তি পেতে হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্থানীয় শ'খানেক মানুষ এই ডামাডোলের বাজারে ফুলে ফেঁপে উঠলো। তারাই হয়ে উঠলো স্থানীয় বাংকার। মেজর জনসনের দলবল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কিছু নিয়ে একটা ভুয়ো রসিদ দিতো, যা পরে মিলিট্যারি পেমেন্ট অফিসে নিয়ে গেলে সেখান থেকে ভাঙিয়ে দেওয়া হতো ওদেরকে।

মেজর হেরম্যান জনসন প্রায় রাজার মতো এক জার্মান শিল্পপতির হলিডে হোমে ছুটির দিনগুলো উপভোগ করতেন। মার্সিডিজ গাড়ী চড়ে বিভিন্ন জায়গায় মেজাজে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। মিটেনওয়াল্ড-এর বাইরের পূর্বতন সিক্রেট সার্ভিসের ব্যারাকেও যেতেন নিয়মিত। একবার এক মহিলা তাকে বললো, সে একজন রুশ অভিজাত রমণী। তিনি তাকে সঙ্গে সঙ্গে বন্দী শিবির থেকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দেন। আর তারপরই তাকে নিয়োগ করেন নিজের পার্সোন্যাল এ্যাসিসট্যান্ট পদে। এর দুদিন পরে জনসন তাকে নিয়ে গেলেন একটা বড় বাড়ীতে অন্য শহরে। সেখানে চারজন জার্মান পরিচারক দেখাশোনা করতো সবকিছু। এদের কারোও আর তখন নাৎসী মনোভাবাপন্ন ছিল না। এছাড়া মার্কিনীরা শহরের দখল নেবার পরে ওই পরিচারকরা তাদের সমস্ত সম্পত্তি হারিয়েছেন। এই সমস্ত হারানো সম্পত্তির তদারকিতে ছিলেন এলমার কারখ নামে এক ব্যক্তি। ইনি প্রপার্টি কন্ট্রোল অফিসার হি[illegible]র কাজ করছিলেন। তার ওপর দায়িত্ব ছিল প্রকৃত ব্যক্তিকে সম্পত্তির বিনিময় সরকারী তহবিল থেকে একটা উপযুক্ত ক্ষতিপূরনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। সবটাই মৌখিকভাবে হতো। ক্যাপ্টেন কারখ এ'কাজে দু'দিক থেকে প্রচুর অর্থ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করতেন।

কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণকে বেশীদিন এভবে প্রতারণা করা সম্ভব হলো না। তারা প্রায়শই প্রতিরোধ করতে আরম্ভ করলো, নিজেরাই আইনকানুন জেনে ঠিক জায়গায় আবেদন জানাতে লাগলো। একদিন কারফিউ-এর সময়ে কয়েকজন অপরিচিতের সঙ্গে গোপন ব্যবসা চালাতে গিয়ে তাকে রীতিমতো অপদস্থ হতে হলো।

ক্যাপ্টেন কার্ল রেনারের সঙ্গে যুদ্ধের সময়েই এক বিধবা মহিলার আলাপ হয়েছিল। মহিলাটি একটা ছোটো সরাইখানা চালাতো মিটেন ওয়াল্ডে। [illegible] সঙ্গে পরিচয় আরো [illegible]ভীর হলো ক্রমশঃ। এরপর গারমিশ-এ থাকার সময়ে তিনি প্রতি রাতেই ওই মহিলার কাছে যেতেন, এরপর মহিলাটি একটা বার রেস্তোঁরা খোলার অনুমতি পেয়ে গেল যেখানে নিয়মিতভাবে অফিসাররা যাতায়াত করতে পারবে। এরপর থেকেই সেই মহিলার সঙ্গে ক্যাপ্টেন হরনারের নিয়মিত শরীরিক সংসর্গ বেড়ে গেল। এছাড়াও সেই মহিলা তার আত্মীয় এবং বন্ধু মারফৎ কালোবাজারে আরো কিছু ব্যবসা চালাতে আরম্ভ করলো। এইভাবে

অসৎ পথে নানা ধরনের ব্যবসা ক্রমশঃই ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো। উচ্চপদস্থ অফিসাররা যাতায়াত করতে আরম্ভ করলো ওই বার কাম রেস্তোঁরাতে।

এদিকে জনসাধারণের মধ্যে নানা ধরনের অভিযোগ সামরিক সরকারের দপ্তরে জমতে আরম্ভ করলো। এগুলো জমা পড়তো জনৈক কর্ণেলের কাছে, তার নাম এডওয়ার্ড ফিশবার্ণ। সে আবার এগুলোকে ক্যাপ্টেন মার্টিন ব্ল্যাকের কাছে পাঠিয়ে দিতো। খুব কম সময়ের মধ্যেই মিউনিখের হেড কোয়ার্টারে সঙ্গে মার্টিন ব্ল্যাক যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। যেক্ষেত্রে অন্যান্য অফিসারেরা কোনো কিছু দেবার বিনিময়ে জনসাধারণের কাছ থেকে যেকোনো দামী বস্তু অম্লান বদনে নিতো সেক্ষেত্রে ব্ল্যাক কিন্তু প্রথম থেকেই এটা এড়িয়ে চলছিল।

এভাবেই মার্টিন ব্ল্যাক-এর কাছে একটা বিরাট চক্র আবিস্কৃত হলো, তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও মিউনিখ শহরে এরা বেশ ভালোরকমই প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। মার্কিন সেনাবাহিনীর লোকেরা নগদ নোটের বদলে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিতো প্রত্যেককে, এই চিরকুটের বিনিময়েই খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেতো, অবশ্য প্রকাশ্যে স্থানীয় বাজারে অবশ্য এর বিন্দুমাত্র মূল্য ছিলো না। এই চিরকুটের নাম ছিল মিলিটারী পেমেন্ট সার্টিফিকেট বা সংক্ষেপে এম. পি. সি.। কোনো জার্মানেরই মার্কিন ডলার ব্যবহার করার অনুমতি ছিল না। লংঘন করলে কারাদণ্ড অনিবার্য। অবশ্য গোপনে ডলারের কারবার যে চলতো না তা নয় এক ডলারের বিনিময় মূল্য ছিলো একশো এম. পি. সি.। কিন্তু স্থানীয় লোকের পক্ষে এটা ছিল ঝুঁকির ব্যাপার, কারণ সুযোগ পেলেই মার্কিন অফিসাররা নানাভাবে হেনস্থা করতো। এইভাবে পরিচিত কোনো জার্মান সার্টিফিকেট ভাঙিয়ে ডলার জোগাড় করে পোষ্টঅফিস মারফৎ স্ত্রী কিংবা মাকে পাঠাতে পারতো। কিংবা তা দিয়ে ব্যাংকে অ্যাকাউন্টও খোলা যেতো। এই ধরনের সার্টিফিকেটের ব্যবসা ক্রমশঃই জমে উঠেছিল। ঠিক সেই সময়েই কর্ণেল ফিসবার্ণ ব্যাপারটা ধরে ফেললেন। এক লাইনে অসংখ্য বারবণিতার উপস্থিতি তার নজর এড়ালো না। তিনি চিনতেনও অনেককে। কয়েক জনকে এদের তিনি তদন্তের কজে লাগালেন। এছাড়া তিনি স্থানীয় ডজন খানেক পবিচিত লোককে ওই ধরনের সার্টিফিকেট কিনে আনবার জন্য নিয়োগ করলেন। এরজন্যে তাদের শতকরা দশভাগ কমিশন দেওয়ারও ব্যবস্থা করলেন, ঠিক এই সময়েই মার্টিন ব্ল্যাক তার ওই একজন লোককে চিহ্নিত করে ফেললেন। ইতিমধ্যে কর্ণেল ফিসবার্ণ ডলাসের ফার্ষ্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্কে দশহাজার ডলার স্থানান্তরিত করেছিলেন। তিনি মিউনিখে আর একমাসের বেশী থাকলেন না। কিন্তু সার্টিফিকেট কেনার খেলা তখনো ভালভাবেই চলতে লাগলো।

একদিন ফিসবার্ণ মার্টিন ব্ল্যাককে নিজের অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি গারমিশ্চেখের একগুচ্ছ দলিল তার হাতে দিলেন। বললেন, এ ব্যাপারে ব্যবস্থা করতে। মার্টিন ব্ল্যাক দশ দিনের মধ্যেই ফয়সালা করে ফেললেন ব্যাপারটা। এই দলিলের সন্ধান করতে গিয়েই মেজর হেরম্যান জনসনের জনৈক রক্ষিতার সন্ধান পাওয়া গেল। এর সঙ্গে গেষ্টাপোদের যোগাযোগ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। জনসনের রক্ষিতা তার আবার পার্সোন্যাল এ্যাসিসটেন্ট ছিল। এর জন্যে তাকে রীতিমতো কৈফিয়ৎ দিতে হলো। শুধু তাই নয় গ্রেফতারও হতে হলো তাকে। কারণ গারমিশখ-এর প্রশাসনে তখন ফাটল দেখা দিয়েছে।

এরপর মার্টিন ব্ল্যাক ক্যাপ্টেন কার্ল হরনারের কোয়ার্টারে হানা দিলেন। সে তার লোক গিয়ে হরনারের কোয়ার্টার থেকে প্রচুর লুকানো মূল্যবান সম্পত্তি উদ্ধার করলো। এর মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা, নানারকম গয়না, হীরে প্রভৃতি ছিল, এছাড়া ছিলো মার্কিন ডলার।

এরপর প্রপার্টি কন্ট্রোল অফিসার এলমরি কারখ এর ব্যবস্থা করতে মার্টিন ব্ল্যাককে তেমন একটা অসুবিধের মুখোমুখি হতে হলো না। গারমিশখ অঞ্চলে প্রায় তিরিশটা বাড়ী এলমার বে-আইনী ভাবে প্রতারণ করে নিজের দখলে এনেছিলেন। তাকে মিউনিখে শাসক মারফৎ ডেকে পাঠানো হলো, এরপরে তাকে বলা হলো কৈফিয়ৎ দিতে। অবশ্য তার সংগৃহিত অর্থের বেশীর ভাগটাই তিনি নানা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেছিলেন। শাস্তির আওতা থেকে অবশ্য বাদ গেলেন না তিনি।

আকস্মিক এই ধরনের রিং লিডারদের প্রতি আক্রমণের ফল হলো দ্বিমুখী। প্রথমতঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা নৈতিকতা ফিরে এলো, আর দ্বিতীয়তঃ আইন কানুনের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা বাড়ালো, অবশ্য সমস্ত ঘটনা জেনারেল ক্রের কাছে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে। তিনি খুবই খুশী হলেন। জার্মানীর রোদ মাখা এক ঝলমলে দিনে মার্টিন ব্ল্যাককে পুবস্কৃত করা হলো। তিনি প্রমোশন পেলেন মেজর পদে, এছাড়া গারমিশখ-এর সামরিক গভর্নর পদে নিয়োগ করা হলো। মিউনিখে তিনি যাদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন নতুন স্টাফ হিসেবে তাদের মধ্যে থেকেই তাকে বেছে নিতে বলা হলো। দায়িত্ব পেয়ে মার্টিন ব্ল্যাক প্রথমেই নততুন টাউন মেজর হিসেবে নিয়োগ করলেন ক্যাপ্টেন রবার্ট ম্যাকেঞ্জিকে। প্রপার্টি কন্ট্রোল-এর দায়িত্ব দিলেন ক্যাপ্টেন চার্লস ফেনটেনকে৷

এছাড়া বন্দীশিবিরের দাযিত্ব দিলেন লেফটেন্যান্ট কার্ল জাসম্যানকে। সমস্ত ব্যাপারটাই এমনভাবে দ্রুত ভাবে ঘটলো যে ফিসবার্ণ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না। ফিসবার্ণ এবারে নতুন করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরীতে মন দিলেন।

স্বাগত জানানোর জন্যে যে পার্টি দেওয়া হয়েছিল তা ভালোভাবেই মিটলো। এই সাফল্যে অবাক হয়ে মার্টিন ব্ল্যাক ভাবলেন যে, তার সময় এখন সত্যিই ভালো। অনেকেই আমন্ত্রিত হয়েছিল। জার্মান কিংবা মার্কিন প্রত্যেকেই আসরে হাজির ছিলো।

পার্টিতে আয়োজিত খানাপিনার সবটাই কালোবাজারে কিনতে হয়েছে। তার মানে প্রচুর অর্থ খরচ। এর পুরো দায়িত্বে ছিলেন ভন হেইনষ্টেইন। মার্টিন ব্ল্যাক ভাবছিলেন যে ভন এতো অর্থ কিভাবে যোগাড় করতে পারলো, মার্টিন ব্ল্যাক আরো অবাক হলেন এই ভেবে যে, তার এবং তার স্টাফদের জন্যে ভন এতো অর্থ খরচই বা করতে গেল কেন? এর পিছনে ওর নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে, সেটা কি? এই মুহূর্তে জানা যাচ্ছে না।

পার্টিতে ভনের মাধ্যমে মার্টিনের অন্ততঃ কুড়ির বেশী অভিজাত মানুষদের সঙ্গে পরিচয় ঘটলো যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নারীও ছিল। পার্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মার্টিন, হঠাৎ মেজর ডাক শুনে থেমে গেলেন, হেইরষ্টেইন ডাকছে ওকে, ওর সঙ্গে বছর পঁচিশেক বয়েসের এক যুবতী, দেখতে সুন্দরী, অপরূপা । হেইনষ্টাইন বললো, মেজর এ হচ্ছে ক্রিষ্টিনা ফ্রেইষ্ট। নরম কণ্ঠস্বরে মৃদু হেসে ক্রিস্টিনা বলে উঠলো, 'মেজর গারমিশখ্ শহরে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।'

মার্টিন ব্ল্যাক হেসে ধন্যবাদ জানালেন ওকে। ওদের আলাপ এগোতে লাগলো, যুবতীকে বেশ ভালোই লাগছিল মার্টিন ব্ল্যাক-এর। শুধু রূপে নয় কথাবার্তাতেও বেশ চৌখশ ক্রিষ্টিনা। মার্টিন ব্ল্যাক জানতে চাইলেন ও কোনো চাকরী করে কিনা। উত্তরে ও জানালো করে না।

শুধু কথাবার্তাই নয় শেষে মার্টিন ব্ল্যাক ওকে এগিয়ে দেবারও প্রস্তাব করলেন গাড়ীতে। হেইনফেইনকে জানালেন ক্রিষ্টিনাকে পৌঁছে দিয়ে তিনি খুব শিগগিরই আবার ফিরে আসবেন। এরপর ক্রিষ্টিনাকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসে ষ্টার্ট দিলেন গাড়ীতে, সোফার কনরাডকে বললেন পাশে বসতে, মার্টিন ব্ল্যাক এতো তাড়াতাড়ি পার্টি ছেড়ে একজন যুবতীকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন ভেবে কিছুটা অবাক হলো ও। জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি স্যার?'

কনরাডের প্রশ্নের জবাবে মৃদু হাসলেন মার্টিন ব্ল্যাক, কিন্তু উত্তর দিলো ক্রিষ্টিনা, 'আমরা এখন মিটেনওয়াল্ডে যাচ্ছি।' যাবার পথে ক্রিষ্টিনা তার নিজের সম্পর্কে নানা কথা বলতে লাগলো। মিটেনওয়াল্ডের যাবার রাস্তাট বেশ চওড়া, যেতে বেশ ভালোই লাগছিল মার্টিন ব্ল্যাক-এর। গাড়ী তখন তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। হতিমধ্যে মার্টিন ব্ল্যাক তীব্র একটা যৌন উত্তেজনা অনুভব করছিলেন নিজের মধ্যে। ক্রিষ্টিনা তাকে এই মুহূর্তে অস্থির করে তুলেছে। একবার হাত বাড়াতেই ক্রিষ্টিনা বলে উঠলো, 'মার্টিন আমাকে একটু সময় দাও, এখন নয়।'

—'আমি বুঝতে পারছি না', একটু অধৈর্য্য হয়েই বলে উঠলেন মার্টিন ব্ল্যাক। এবারে ক্রিষ্টিনা নিজেই মার্টিনকে একটা চুম্বন করলো, তারপর বললো, 'একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে তোমাকে।'

হেলমুট উলফ

যে মুহূর্তে এলশিডন শহর থেকে যাত্রা শুরু করলেন হেলমুট উলফ ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই নিজের পরিচয়টাও বদলে ফেললেন তিনি। তার নতুন নাম হলো হেলমুট বার্গম্যান। হোটেল অ্যাডলারের হাউসম্যানের দারোয়ান। অবশ্য সেটা ইতিমধ্যেই ক্যাপ্টেন হরনারের নিরাপত্তা বলয়ের বৃত্তে। উলফ এদের প্রত্যেকের জন্যেই কাজে লেগে গেলেন। ইতিমধ্যেই বন্দীশিবিরে উচ্চপদস্থ যাদের আটকে রাখা হয়েছে তাদের যুদ্ধাপরাধী বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের নানা ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা চলছিল। বিশেষ করে রাইখষ্ট্যাগ-এর গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সম্পর্কে যদি কিছু জানতে পারা যায়। এদের অনেকেই আত্মসর্পন করেছিল। আবার কাউকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। উলফ তার কাজে খচ্চরদেরই বেশী ব্যবহার করবেন।

এদিকে মার্কিনীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছেলেমানুষীর পরিচয় দিচ্ছিল, তাদের আচরণে বিন্দুমাত্র সংযম ছিল না। তারা যেহেতু এযুদ্ধে বিজয়পক্ষ। উলফ এদেরকে একরকম ঘৃণাই করতেন। বিভিন্ন দোকান কিংবা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তারা দুর্বিনীত ব্যবহার করে, স্থানীয় মানুষদের অপমান করে। উলফ অবশ্য এদেরকে কিছুটা প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছিলেন।

ক্যাপ্টেন ব্রুনার প্রকৃতই বাস্তবাদী, জানুয়ারীতে দায়িত্বে এসেই তিনি দেখেছিলেন যে, পুরো দেশটাই ক্রমশঃ অসুস্থতার দিকে এগিয়ে চলেছে, ফুয়েরার নানা ধরনের অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত, এরা সবাই মিলে পুরো দেশটাকে একেবারে উচ্ছন্নে পাঠিয়ে দিচ্ছে। থার্ড রাইখ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সারা জার্মানী তখন লুঠের রাজত্বে পরিণত হয়েছে। সমগ্র দেশটার জীবনীশক্তি একটু একটু করে ফুরিয়ে আসছিল। মার্কিনী মিত্র শক্তি সমস্ত দেশটার শিল্পাঞ্চল গুলোতে বোমা বর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। সারা জার্মানীতে তখন জোর গুজব যে, সেনবাহিনীর একাংশ ফুয়েরারকে সরিয়ে দিতে মিত্র বাহিনীর সঙ্গে গোপনে আপোষ আলোচনা চালাচ্ছে।

ঠিক এই সময়েই ক্যালটেন ব্রুনার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, নতুন সংগঠন অবশ্যই তৈরী করার প্রয়োজন। এর প্রথম কাজ হবে পার্টিকে পূর্ণ গঠন করার পর্যায়ে পুরোনো লোকেদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা। দ্বিতীয়তঃ সিক্রেট সার্ভিসকে আবার উপযোগী করে তোলা। বিভিন্ন জাগাতে উপযুক্ত দক্ষ এবং অভিজ্ঞ লোকেদের নিয়োগ করা, প্রথমেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো সমাজের সবর্বস্তরের মানুষদের একত্রিত করা হবে। কূটনীতিক, শিল্পপতি, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী প্রভৃতি সবাইকে সমবেত ভাবে আলোচনায় ডাকা হবে। এই সংস্থার কোনো নির্দিষ্ট নাম দেওয়া হলো না, এর পরিচয় থাকবে একটা সাংকেতিক নামের মাধ্যমে।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাল, সবকিছু যেন বদলে গেছে ধীরে ধীরে। আজ মে মাসের বাইশ তারিখ। ওয়াল্টার হেগেনের মাধ্যমে তিনি খবর পেয়েছেন ফ্রাংক মার্কিনীদের হাতে ধরা পড়েছে। ক্যালটেন ব্রুনার অনেক আগে থেকেই এরকম আশংকা করেছিলেন। তিনি সেই মুহূর্তে পলাতক। ওর অবশ্য পাহাড় অতিক্রম করে মিটেনওয়াল্ড-এ যাবার রাস্তা সম্পর্কে ধারণা ছিল। এখন বসন্তকালের বরফে রাস্তাঘাট ঢাকা। চলাফেরার বেশ সমস্যা রয়েছে। আমেরিকানরা যখন শুনলো ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ তারা ওর পিছু ধাওয়া করেছিল। ওসওয়াল্ড পলও সঙ্গে সঙ্গে আত্মগোপন করে। কিন্তু একরকম হঠাৎই আমেরিকানরা গোপন জায়গার হদিশ পেয়ে যায়। তারপরেই ধরা পড়েন ডঃ ওয়াল্টার ফ্রাংক যিনি ছিলেন রাইখব্যাংকের প্রেসিডেন্ট। এরপরে ক্যাপ্টেন ব্রুনার এবং পলও ধরা পড়ে যায়। ওর মুখটা মনে করার চেষ্টা করলেন উলফ। সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক দেখেছিলেন ওকে। ওয়াল্টার হেগেনকে জিজ্ঞেস করলেন উলফ, 'কোথায় ধরা পড়েছেন উনি?'

কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে জবাব দিলেন ওয়াল্টার, 'ডাচাউ-এর কাছাকাছি।'

'ওকে কবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে?'

তা আমি ঠিক বলতে পারবো না।' জবাব দিলো হেগেন। উলফ বললেন, 'অনুমান করার চেষ্টা কর।'

'সপ্তাহখানেক। কিংবা দিন দশেকও পরেও হতে পারে। ওদের পদ্ধতি ঠিক কিরকম তা জানি না।'

উলফ ঘাড় নাড়লেন। ক্যাপ্টেন ব্রুনার আর পলকে গ্রেফতার করে ওরা প্রথমেই লেবার ক্যাম্পের হদিশ জানতে চেয়েছিল। সিক্রেট সার্ভিস সম্পর্কেও নানা প্রশ্ন করেছিল। উলফ বললেন, 'তাহলে আমাদের অন্ততঃ এখনও সপ্তাহখানেক সময় আছে?'

'যদি আবার কিছু জানতে পারি তাহলে আমি তোমার সঙ্গে তখনই যোগাযোগ করবো হেলমুট।' বলে উঠলো হেগান।

ঠিক এই মুহূর্তে ক্রিষ্টিনার মুখটা মনে পড়লো উলফের। বাঃ চমৎকার। ক্রিষ্টিনার মাধ্যমে ব্ল্যাকের সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। এই মুহূর্তে মার্টিন ব্ল্যাক ক্রিষ্টিনার ওপরে প্রচণ্ড দুর্বল। ওর আরো দুর্বলতা খুঁজে বের করা প্রয়োজন এখন। তাহলে তিনি মার্টিন ব্ল্যাককে ব্যবহার করতে পারবেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রিষ্টিনার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ওকে দিয়েই মার্টিন ব্ল্যাকের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে হবে ডঃ ফ্রাংকের মুক্তির জন্যে। ক্রিষ্টিনা প্রথমটায় দ্বিধা করছিল। হেলমুট উলফ বোঝালেন ওকে। মেজর মার্টিন ব্ল্যাক এখন ক্রিষ্টিনার হাতের পুতুল। সুতরাং এখনই চাপ দিতে হবে ওকে।

অ্যান্টনী স্যাণ্ডারসন

মে মাসের মাঝামাঝি। স্যাণ্ডারসন ক্রমশঃই বেঁচে থাকার উৎসাহ খুঁজে পাচ্ছিল। ওর মতে পুরো ব্যাপারটাই দুর্ঘটনা ছিল। একদিন সন্ধ্যেবেলা ও অফিসারদের মেসে গিয়ে ধারের একটা চেয়ারে বসলো। কেউ একজন ওর কাছেই একটা টেবিলের ওপরে খবরের কাগজ ফেলে গেছে। ও সেটা টেনে নিলো। তারপর উলটে পালটে দেখতে আরম্ভ করলো সেটা। হঠাৎই ওর চোখ গিয়ে পড়লো একটা নাটকের কিছু সংলাপে। লেখক এলমার রাইস। একে চেনে না স্যাণ্ডারসন। কিন্তু লেখাটা পড়তে পড়তে নিজের মধ্যে একটা অদ্ভুত শিহরণ বোধ করলো ও। লেখা ছিল ঃ

মৃত্যুর চেয়ে জীবন উন্নত,
ঘৃণার চেয়ে প্রেম, ধবংসের বদলে, তাই
সৃষ্টি চাই।
কর্মহীনতা নয় কিছু করা ভাল
মিথ্যার চেয়ে সত্যই শ্রেয়
গ্রহন না করে
প্রশ্ন চাই।
দুর্বল নয় শক্তি চাই
নিরাশার বদলে আশার আলোক, তাই
ভয়ের বদলে সাহস চাই।
বন্ধন নয় কোনোমতেই, প্রত্যেকে তাই
মুক্তি চাই।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্যাণ্ডারসন বেশ কয়েকবার পড়ে দেখলো লাইনগুলো। তারপর ওই অংশটা ছিঁড়ে নিজের ওয়ালেটের মধ্যে মুড়ে রেখে দিলো। তারপর বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলো উদাসীন দৃষ্টিতে। মনের মধ্যে একটাই প্রশ্ন ওর ঘুরপাক খাচ্ছিলো। তা হলে, কি করেছে কিংবা কেন করেছে। বাইরের পৃথিবী তখন নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। জানালা দিয়ে তাকিয়েছিল ও। কিছুক্ষণ আগে ভীষণ বৃষ্টি হয়ে গেছে।

অত্যাচারের কথাগুলো তার মনে পড়ছিল। নাৎসী নিপীড়ন যন্ত্রের হাতে কতো অজস্র মানুষ পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বন্দীদের নিয়ে পদযাত্রা করানোর সময়ে এক বৃদ্ধ মর্মান্তিক ভাবে মারা যায়। একজন পোলিশ রাজনৈতিক বন্দীকে চেম্বারের মধ্যে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। জনি লয়েডের ভাগ্যেও এরকমটা ঘটেছিল। স্রেফ প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল ওর ওপরে।

চুপচাপ স্যাণ্ডারসন বিছানায় অনেক্ষণ ধরে পড়ে রইলো। চোখে বিন্দুমাত্র স্বপ্ন বা আশা নেই। ওর পরিণতি সম্পর্কে ও নিজে জানে না, সেদিনটা কাটলো কোনোরকমে, পরের দিনও একজন সামরিক অফিসারকে সবকিছু রিপোর্ট করলো। তিনি ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের দায়িত্বে ছিলেন। স্যাণ্ডারসন-এর কথাবার্তা সেই লেফটেন্যান্ট কর্ণেলের মুখে শুনে ক্যাপ্টেন জেরেমি লুইস রেগে গেল ওর ওপরে। ও এলো স্যাণ্ডারসন-এর কাছে, বললো, 'কি হচ্ছে এসব?'

স্যাণ্ডারসন ক্যাপ্টেনকে দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। একে জানিয়ে কিছু হবে কিনা স্পষ্ট নয়। বললো, আমি ইন্টারোগেশান ইউনিটে পোষ্টিং হবার জন্যে আবেদন জানাচ্ছি। আমি.........।'

'ওঃ, লুইস' ওর কথার মাঝখানেই বলে উঠলো, 'এরজন্যে লেফটেন্যান্টকে বিরক্ত করার কোনো দরকার ছিল না। তুমি প্রপার চ্যানেলেই যাবে। আমি তোমাকে একটা ফর্ম দেবো।'

'না, আমার একটা বিশেষ যোগ্যতা আছে। আমি..........।'

স্যাণ্ডারসন থেমে গেল। ক্যাপ্টেন মৃদু হেসে বললো, 'সবারই বিশেষ যোগ্যতা আছে। কিন্তু প্রত্যেককেই চ্যানেলের মাধ্যমে আসতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।'

ডেস্ক থেকে একটা ছাপানো ফর্ম বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলো। বললো, 'এটা ভর্তি করে এখানে আবার রেখে দেবে। বাইরে যে সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে আছে ও নিয়ে যাবে। তারপর দেখি কি করা যায়।'

স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলো, 'কতো দেরী হবে এতে?'

'তাতো আমি বলতে পারবো না।' মৃদু হেসে জবাব দিলো ক্যাপ্টেন লুইস, ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করলেও স্যাণ্ডারসন নিজেকে যথাসম্ভব সংযত রাখলো। ফর্মটা শান্তভাবেই নিলো ও, এরপর ক্যাপ্টেন জেরেমি লুইস এখান থেকে বিদায় নিলো। বাইরে সার্জেন্ট হ্যারিসকে নির্দ্দেশ দিয়ে গেল যে , স্যাণ্ডারসন-এর ফর্মটা ভর্তি হয়ে গেলে ও নিয়ে যেন যথাস্থানে পাঠিয়ে দেয়। এরপরের দিন স্যাণ্ডারসন আর একজন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বললো, কিন্তু ওর সঙ্গে যথাসম্ভব ভাল ব্যবহার করেও ক্যাপ্টেন ওর কথা রাখলো না। বিভিন্ন অফিসারের সঙ্গে দেখা করে স্যাণ্ডারসন বুঝতে পারলো যে, ওরা কেউই স্যাণ্ডারসন-এর কাজ করে দেবেনা সবাই নিয়মের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে গেছে ওকে।

শেষ পর্যন্ত মে মাসের তেইশ তারিখে স্যাণ্ডারসন দেখা করলো মেজর ট্রেভর আর্থারটনের সঙ্গে । তিনি প্যারিসেই আছেন। দরকারে মিউনিখে এসেছেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে যে বিশেষ ধরনের সেনা ইউনিট তৈরী করা হয়েছে। এবারে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ অফিসার আর রাজনৈতিক নেতাদের অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। এখানেই বাদী হিসাবে আছেন গোয়েরিং, হেস, স্পীয়ার প্রভৃতি ভি. আই. পি.-রা। লণ্ডনের পলিটিক্যাল ইনটেলিজেন্স ডিভিশন থেকে স্যাণ্ডারসনকে জানানো হয়েছে যে, প্যারিসের মানুষজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ওর অসুবিধে হবারই বেশী সম্ভাবনা। যদিও স্যাণ্ডারসন খানিকটা নার্ভাস বোধ করছিল তথাপি আগেকার কনসেনট্রেশান ক্যাম্প-এর অভিজ্ঞতা থেকে মেজর অ্যার্থাটনকে বোঝাতে সক্ষম হলো। স্যাণ্ডারসনের সঙ্গে ব্র্যাথারটনের কথাবার্তা চলছিল। ইতিমধ্যেই আর্থারটন তাকে জানালো যে, অনেক জার্মান নাগরিক এখন সামরিক সরকারের সাহায্য করছে। নাৎসীদের আর কোনো মতেই সহ্য করতে সম্ভব নয়।

প্রত্যেকেই বৃটিশ, ফরাসী আর আমেরিকানদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ব্যস্ত। আর্থারটন এও জানালেন যে, তার ইউনিট খুবই নতুনভাবে পূর্ণগঠিত করা হয়েছে। সব শুনে স্যাণ্ডারসন বললো, 'আমি বিশ্বাস করি না।'

ওরা বাইরের একটা টেবিলে বসেছিল। সূর্য্যের আলোয় চারদিকে উজ্জ্বল। ইতস্ততঃ কিছু লোকজনও ঘুরে বেড়াচ্ছে যাদের মধ্যে নারীও আছে। স্যাণ্ডারসন মনে মনে ভাবলো, সামরিক পোশাক যদি ছেড়ে ফেলা যায় তাহলে অবশ্যই প্যারিস তার কাছে মনোরম হয়ে উঠতে পারে। আর্থারটন ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। বললেন তারপর, 'ঠিক আছে, তুমি যা বলছো তাই হবে।'

স্যাণ্ডারসন কয়েকদিনের মধ্যেই দারুণ কাজ করতে আরম্ভ করলো। দু'সপ্তাহের মধ্যে ও বেসিক ইউনিটটাকে ভীষণ সক্রিয় করে তুললো, সারাটা দিন প্রায় কাজে ব্যস্ত থাকতো স্যাণ্ডারসন। বিভিন্ন রকম নোট তৈরী করা, রেফারেন্স সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি লোকের বায়োডাটা দিয়ে লিষ্ট তৈরী করা প্রভৃতি সবকিছু মন দিয়ে করতে লাগলো ও। ওর কাজকর্ম্ম সম্পর্কে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল। ও কেন এতো পরিশ্রম করেছে সেটা অনেকে বুঝতে পারছিল না। আর্থারটেনেরও বিন্দুমাত্র বোধগম্য হচ্ছিল না। তার পক্ষে বোঝা সম্ভবই ছিল না যে, অ্যান্টনী স্যাণ্ডারসন ওই বিরাট নামের তালিকা থেকে শুধুমাত্র একজনকেই বিশেষ একটা কারণে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তিনি হচ্ছেন হেলমুট উলফ।

হেলমুট উলফকে নিয়ে পুরোপুরি একটা দলিল তৈরী করা আরম্ভ করে দিলো অ্যান্টনী স্যাণ্ডারসন।

উনিশশো উনচল্লিশে তার নাম এবং ব্যাংক ছাড়াও আরো বেশী কিছু তথ্যসংগ্রহ করার কাজে মন দিলো স্যাণ্ডারসন। ওর হাতে এখন প্রচুর সময়। পৃথিবীতে ও এখন জীবিত, এটা অনেকটা উপহার পাওয়ার মতো! কারণ ওর বেঁচে থাকার কোনো কথা ছিল না। হেলমুট উলফ-এর ইতিমধ্যে মারা যাওয়ার কথা। কিন্তু ওর বিষয়ে ঘাঁটঘাঁটি করতে গিয়ে দেখলো যুদ্ধের সময় ও বেঁচে ছিল বহাল তবিয়তে। ওকে এখন খুঁজে বের করতেই হবে। যেমন করেই হোক। জনি লয়েডের জন্যে অন্ততঃ ওকে প্রয়োজন। অবশ্য স্যাণ্ডারসন-এর নিজের জন্যেও।

প্রতিদিন সকালে স্যাণ্ডারসন-এর কাজ হলো মার্কিন ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের স্পেশাল মিশনের জন্যে জিজ্ঞাসাবাদের একটা লিষ্ট করা।

এমনভাবে একদিন দলিল পড়তে পড়তে সিক্রেট সার্ভিসের কম্যাণ্ডার পল অসওয়াল্ডের নামটা পেয়ে গেল ও। পড়তে পড়তে হঠাৎ একজায়গায় এসে হেলমুট উলফ-এর নামটা দেখে থমকে গেল স্যাণ্ডারসন। চমকে উঠলো ও। এই কি সেই যাকে ও খুঁজছে? না এই নামে অন্য কোনো ব্যক্তি। একই নামে দুজন থাকাটা বিচিত্র নয়।

নিকোলাস হোরনওয়ার্টার নামে এক ব্যক্তির খামারে অসওয়াল্ড পল সামরিক বাহিনীর হতে ধরা পড়ে। অষ্ট্রিয়ান সীমান্তের কাছে মিটেনওয়াল্ডে পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত খামারটা। গ্রেফতারের পর সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় নুরেমবার্গের কাছাকাছি একটা বন্দীশিবির। ওর তথ্য থেকে জানা যায় যে, ও সিক্রেট সার্ভিসের আর্থিক বিভাগের দায়িত্বে ছিল। জিজ্ঞাসাবাদের রিপোর্ট থেকে ওর সম্পর্কে সব কিছু জানতে পারালো স্যাণ্ডারসন। অসওয়াল্ড পলের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, সিক্রেট সার্ভিসের নিজস্ব ফাণ্ড ছিল। এই সংস্থা থেকে নিয়মিত থার্ড রাইখকে আর্থিক সাহায্য করা হতো। যেসব ইহুদীরা জার্ম্মানী ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছুক ছিল তাদের কাছে মোটা রকম চাঁদা নেওয়া হতো, এছাড়া তাদের সম্পত্তিও হস্তগত করা হতো। যাবতীয় অর্থ জমা রাখার জন্যে রাইখব্যাংক নামে একটা ব্যাংকও চালু করা হয়েছিল, সেই ব্যাংকের হেড অফিস ছিল বার্লিনে। পুরো অ্যাকাউন্টটা যার নামে তিনি হচ্ছেন ম্যাক্স হেলিগার।

বার্লিন মিত্রবাহিনীর হাতে চলে যাবার পর ওই ব্যাংক থেকে সমস্ত কিছু সরিয়ে ফেলা হয়। তবে তার বিন্দুবিসর্গও অসওয়াল্ডকে জানানো হয়নি। তাছাড়া অসওয়াল্ডও ওখানে তখন ছিল না। সম্ভবতঃ তা জার্মানীর বাইরে কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। তার দায়িত্বে ছিলেন মার্টিন বোরম্যান! সেই জাহাজ যে কোনো জায়গায় যেতে পারে সুইডেনের যে কোনো জায়গায় হতে পারে। নগদ অর্থ ছাড়াও সোনা-দানায় সম্ভবতঃ ভর্তি ছিল জাহাজটা।

অসওয়াল্ড পলের স্বীকারোক্তি থেকে আরো পাওয়া যায় যে, বেশকিছু বন্দীর পুরো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, ডিপার্টমেন্টের রেকর্ড ঘাঁটলে আরো বেশী এ ব্যাপারে জানা যাবে, এদের সবকিছুর পরিমাণ প্রায় হাজার দুয়েক ডলারের মতো, এছাড়া যেখানে অসওয়াল্ডকে ধরা হয়েছিল সেখানে একটা সুটকেশ পাওয়া যায়। ওর মধ্যে পাঁচহাজার ডলারের নোট পাওয়া যায়। ওই পরিমাণ অর্থ অসওয়াল্ড সিক্রেট সার্ভিসের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে পেয়েছিল। সবগুলোই জাল তার জন্যে ওই সংস্থাই মূলতঃ দায়ী। জাল নোট ছাপানোর কারখানা ছিল পাহাড়ের ওপর! এই গোপন সংস্থাটির দায়িত্বে ছিলেন

হেলমুট উলফ। তবে আত্মসমর্পণের সময়ে হেলমুট উলফ ওখানে ছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। তবে অসওয়াল্ড ওখনে অন্ততঃ বছর খানেক ছিল না।

এবারে স্যাণ্ডারসন উঠে গিয়ে শেলফ থেকে একটা ম্যাপ বের করলো।

তারপর গেল আর্থারটনের কাছে। ওকে জানালো যে, কিছুদিনের জন্যে ও বাইরে যেতে চায়। সেজন্যে ওর একটা গাড়ী দরকার। আর্থারটন কিছুটা বিস্মিত হলেও রাজী হলেন ওর কথায়। এই প্রথম স্যাণ্ডারসন প্রকাশ্যে বিশ্রাম নেবার জন্যে আবেদন জানালো। ট্রেভর আর্থারটনও খুশী হয়ে ছুটি দিলেন।

সেইদিন সেন্ধ্যবেলাই স্যাণ্ডারসন কয়েকজন আমেরিকানের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। ওদের জানালো যে, ও প্যারিস যেতে চায়। যদি ওরা সাহায্য করে খুবই উপকৃত হবে। যাবার পথে নিলো দু'বোতল স্কচ। স্যাণ্ডারসন মনের ভেতরে একধরনের শক্তি খুঁজে পাচ্ছিল। এবারে একটা রাইফেল দরকার।

দ্রুতবেগে ছুটছিল স্যাণ্ডারসন-এর গাড়ীটা। রাস্তায় আমেরিকান ট্রাক ও জীপ চলাচল করছে। মিউনিখ থেকে সলজ্‌বার্গ-এ যাবার পথে অসংখ্য কনভয়ের মুখোমুখি হলো স্যাণ্ডারসন।

এবেনসীতে একটা লেবেল ক্রসিং-এর বাম্পারের ওপরে ওর গাড়ীটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো একবার। স্থানীয় একজনের কাছে জানতে পারলো ও যে, এখানে বন্দী শিবিরের জায়গায় 'ডিটেনশান সেন্টার' গড়ে উঠেছে। জায়গাটার হদিশ জেনে নিয়ে আবার এগোতে আরম্ভ করলো ও।

শহরের বাইরে একটা জায়গায় বিরাট এলাকাট কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। চারদিকে উঁচু দেওয়াল। মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। সারি সারি কয়েকটা বাড়ী দেখা যাচ্ছে ভেতরে। কিছু ইউনিফর্ম পরা লোক এদিক ওদিক ঘুরছে। বাইরের কিছু সাধারণ মানুষ কৌতূহলী দৃষ্টিতে স্যাণ্ডারসন-এর গাড়ীটার দিকে তাকিয়েয়েছিল। ও গিয়ে সোজা গেটের সামনে থামলো।

গেটের সামনে প্রহরারত সেনট্রিকে স্যাণ্ডারসন নিজের পরিচয়পত্র দেখালো। প্রহরী গেটের দরজা খুলে দিতেই স্যাণ্ডারসন গাড়ী চালিয়ে সোজা কম্যাণ্ডারদের বিল্ডিংগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। এখানকার সমস্ত কিছুই সাময়িকভাবে তৈরী। ক্যাম্প কম্যাণ্ডারের অফিসের দরজা খোলা। সামনেই ডেস্কের কাছে একজন সার্জেন্ট বসে ছিল। তার সামনে রাখা একটা পুরানো টাইপ রাইটার। ক্যাম্প কম্যাণ্ডারের অফিসে সমস্ত সৈন্যরা একবার ঢুকছে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। যতোবারই দরজাটা খুলে যাচ্ছিল ততোবারই দেখা যাচ্ছিল একদল লোক বসে আছে সারবদ্ধভাবে। তাদের চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, এখনও তাদের মধ্যে ক্ষীণ একটা আশা লুকিয়ে আছে। পরণের পোষাক অতি মাত্রায় জীর্ণ। কোনো একটা জায়গায় টেলিফেনে বেজে চলেছে অবিরত। স্যাণ্ডারসন এগোলো। আগেরটার ঠিক পাশের ঘর থেকেই একটা চীৎকার ভেসে এলো হঠাৎ।

ও ধীরে ধীরে সার্জেন্টের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে জানালো যে, ও ক্যাম্প কম্যাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

সার্জেন্ট ওর দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি একটু বসুন স্যার।'

সার্জেন্ট বয়েস তরুণ। কুড়ির বেশী সম্ভবত হবে না। চুলগুলো পাট করে আঁচড়ানো। সার্জেন্ট উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। দরজাটা খোলাই রইলো যথারীতি। স্যাণ্ডারসন বসেনি। ওর কানে পারস্পরিক কিছু কথাবার্তা ভেসে আসছিল সেগুলো থেকে বুঝতে পারলো ওর কথাই হচ্ছে। ভেতরের লোকটি ওর আসাতে যে বিরক্ত হয়েছে তা বুঝতে পারছিল স্যাণ্ডারসন। তরুণ অফিসারটি ধমক দিয়ে ভেতরের সেই অফিসারটি বলছিল, 'ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স করছেটা কি? আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছি তা কি ওদের জানা নেই?'

তরুণ সার্জেন্ট কোনোরকমে জবাব দেবার চেষ্টা করলো। তাকে ধমক দিয়ে ভেতরের অফিসারটি বললো, 'ঠিক আছে, ভেতরে নিয়ে এসো ওকে।' এরপর সার্জেন্ট বাইরে এসে ঘরের ভেতরে যেতে বললো স্যাণ্ডারসনকে। স্যাণ্ডারসন ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

স্যাণ্ডারসন গিয়ে দাঁড়াতেই বসতে বললেন তিনি। কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারলো স্যাণ্ডারসন এই ভদ্রলোকই ওই তরুণ সার্জেন্টকে ধমকাচ্ছিলেন। ইউনিফর্ম দেখে মনে হয় ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার। তবে পোষাক আশাক বেশ ময়লা। তার পাশের ডেস্কে একজন তরুণ লেফটেন্যান্ট বসেছিল। ক্যাপ্টেনের সামনের ডেস্কে একজন সুসজ্জিতা এক মাঝবয়সী মহিলা বসে হাতে একটা শপিং ব্যাগ। একপাশে আরো একজন স্থূলাকায় ব্যক্তি। ওর পরণে ঢিলেঢালা পোষাক। বাঁ দিকের কাঁধে সেলাই করা একটুকরো চিরকূট, লোকটি দোভাষী। সেই ভদ্রমহিলা চেক ভাষায় তার সঙ্গে কথা বলছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওই লোকটি ক্যাপ্টেনকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। মহিলাটি নাৎসী বিরোধী এটাই বোঝাবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল আপ্রাণভাবে।

স্যাণ্ডারসন মৃদু হেসে বললো, 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত।'

'হ্যাঁ, বলুন কি করতে পারি?'

স্যাণ্ডারসন এবার নিজের পরিচয় দিয়ে কোথা থেকে এসেছে তা বললো। ক্যাপ্টেন এবারে নিজের পরিচয় দিলেন, 'আমার নাম লেষ্টার ডেভিস। থার্ড আর্মিতে আছি। আর উনি.......।

পাশের চেয়ারের তরুণটিকে দেখিয়ে বললেন, লেফটেন্যান্ট বেনফিল্ড। লেফটেন্যান্ট তিন কাপ কফি বললো। তারপর একটা ক্যাপ্টেনের দিকে আর একটা স্যাণ্ডারসন-এর দিকে এগিয়ে দিলো। এবারে ক্যাপ্টেন ডেভিস বললেন, 'আপনি কোথায় আছেন?'

'আমি আছি ডাচউতে।' জবাব দিলো স্যাণ্ডারসন, এরপর কিছুক্ষণ নীরবতা। এ বারে ডেভিস জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি জন্যে এখানে এসেছেন?'

'আমি সিক্রেট সার্ভিসের একজনকে খুঁজছি।'

'আচ্ছা। এবারে বেনফিল্ড ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো, 'আমরা নিশ্চয়ই সাহায্য করবো আপনাকে।' বলে তিনি ডেভিসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমিই একে বলছি।'

স্যাণ্ডারসন-এর দিকে তাকিয়ে এবারে বললো ফিল্ড, 'আমাদের হেফাজতে অন্ততঃ হাজার চারেক বন্দী আছে। আমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসাবাদ করছি, আপনি কি, কাউকে কোনো রকম জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ক্যাপ্টেন?'

সামান্যই। জবাব দিলো স্যাণ্ডারসন।

এবারে ডেভিস একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'আমরাও এখনো তেমন এগোইনি। ওইতো দিনের পর দিন একই প্রশ্ন, আর পাচ্ছিও প্রায় একই ধরনের উত্তর। সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত ছিল এরকম একজনকেও এখনো পাই নি।'

'এমন কি কেউ যে হোমগার্ডে ছিল তাও জানতে পারি নি', ফিল্ড বলে উঠলো। স্যাণ্ডারসন এবারে দৃঢ়ভাবে বললো, 'কিন্তু এদের তো প্রায় প্রত্যেকেই সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত ছিলো।'

'হুঁ, তাতো আমি জানি,' ডেভিস জবাব দিলেন। স্যাণ্ডারসন বলে উঠলো, 'আমি হেলুমট উলফ নামে একজনকে খুঁজছি।'

'কোন র‍্যাংকে ছিল।'

'সিক্রেট সার্ভিসের কর্ণেল, আমার মনে পড়েছে।'

'এই এবেনাসিতেও ওর ঘাঁটি ছিল। সিক্রেট সার্ভিসের জালিয়াতি বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন।'

'আচ্ছা আচ্ছা। গোপন জায়গা যেখানে নোট জাল করা হতো? এখন অবশ্য সবগুলোই বন্ধ। আপনি নির্দিষ্ট জায়গাগুলো খুঁজে দেখেছেন?'

'না' সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো স্যাণ্ডারসন। ডেভিস বললেন, 'আপনি অন্য ডিটেনশান সেন্টারগুলোতে খোঁজ করে দেখুন। একটা আছে রাইবেনহাল-এ আর একটা নুরেমবার্গ ল্যাংওয়াশার এ লাকাতে। আর একটা গারনিশখ্-এ, এটা বেশ বড়ো। ফিল্ড তুমি কি আরো কিছু জায়গার নাম করতে পারো?'

'ম্যানে হেইম, ওখানে একটা আছে,' জবাব দিলো ফিল্ড।

স্যাণ্ডারসন এবারে বললো, 'ওকে এসব জায়গায় পাওয়া যাবে না, ওযে কোথায় তার কোনো তথ্য

প্রমাণ নেই আমাদের কাছে।'

স্যাণ্ডারসন-এর কথায় ডেভিস এবারে একটু দমে গেলেন। ফিল্ডকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি, 'ফিল্ড, দেখো তো ফাইলগুলো। ওই নামটা পাওয়া যায় কিনা?'

কি নাম বললেন ক্যাপ্টেন?'

'হেলুমট উলফ।'

'ঠিক আছে,' বলে ফিল্ড এবারে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল। ক্যাপ্টেন লেস্টার ডেভিস আর একটা সিগারেট ধরিয়ে তাকালেন স্যাণ্ডারসন-এর দিকে। তারপর বললেন, 'আমরা তো প্রায় এখানকার অনেককে নানা ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছি। প্রয়োজনে কাউকে আটকেও রাখি। কিন্তু বরাবরের জন্যে তো কাউকে এখানে রাখা সম্ভব নয়, ওরাও তা জানে। অবশ্য ওরাই বলেছে, এই ক্যাম্পে নাৎসী কেউ নেই। তবে আমরা এখনও খুঁজে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

স্যাণ্ডারসন শুনলো, কোনোরকমে মন্তব্য করলো না জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে। মার্কিনী পদ্ধতিই এখনও পর্যন্ত আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত. এদের পদ্ধতি অনেকটা পুরানো ধরনের। এবারে পায়ের আওয়াজে দরজার দিকে তাকালো। লেফটেন্যান্ট ফিল্ড এদিকেই আসছে। ফিল্ড এসে দাঁড়িয়ে বললো, 'না, কিছুই পাওয়া যায় নি।

'ঠিক আছে,' বললো স্যাণ্ডারসন। ডেভিস বলে উঠলো, 'আচ্ছা, আপনি কি আজ রাতেই মিউনিখে ফিরে যাবেন?

'সম্ভবত।'

এবারে ফিল্ড বলে উঠলো, 'ক্যাপ্টেন, আচ্ছা আমাদের কাছে সিক্রেট সার্ভিসের সমস্ত রেকর্ড পত্র আছে? সব কি পেয়েছি আমরা?'

'না' স্যাণ্ডারসন জবাব দিলেন। ফিল্ড বললো, 'ওসব রেকর্ডপত্র অবশ্য বার্লিনে আছে। একজনের মুখে সেরকমই শুনেছি। সিক্রেট সার্ভিসের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত রেকর্ড আছি নাকি ওখানে। ওই কর্ণেল উলফেরও রেকর্ড থাকাটা অসম্ভব নয়।'

স্যাণ্ডারসন বললো, 'থাকলেও থাকতে পারে। দেখা যাক।'

ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে বললো স্যাণ্ডারসন।

প্রায় বেশ খানিকটা যাবার পরে স্যাণ্ডারসন গাড়ীটা থামালো। সামনেই একটা লেক। সামনের গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট খুলে একটা রিভলবার বের করলো ও। অটোমেটিক আমেরিকান কোল্ট। হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে আবার সেটাকে ঢুকিয়ে রাখলো। মনের মধ্যে খুব দ্রুত একটা ছবি ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেল। হেলমুট উলফের মৃতদেহটা পড়ে আছে ওর সামনে। কিছুক্ষণ চুপচাপ ভাবার পরে আবার গাড়ীতে স্টার্ট দিলো ও। লক্ষ্য স্যালজবার্গ।

স্যাণ্ডারসন-এর গাড়ী দ্রুত বেগে পাহাড়ের গা বেয়ে এগোতে লাগলো। চোখ দুটো কঠিন। নিজের প্রত্যয়ে দৃঢ়।

মার্টিন ব্ল্যাক

মার্টিনের এই মুহূর্তের মনোভাব হলো ক্রিস্টিনার সঙ্গে একটা পরিস্কার সম্পর্ক তৈরী করা। ক্রিস্টিনার আগমন ওর জীবনে একটা বড় রকমের ঘটনা। তিনি ওকে প্রত্যাশা করেন সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে। পরস্পর পরস্পরকে ইতিমধ্যেই অনেকটা জানা হয়ে গেছে। কোনো কোনো সময়ে ক্রিস্টিনা ওকে গারমিশখ-এর মানুষজন সম্পর্কে বলে। মিটেনওয়াল্ড-এর লোকজন সম্পর্কেও নানা কথা শোনায় ওকে। সেন্টা হাউসম্যানের ব্যাপারে একবার বলেছিল। মিটেনওয়াল্ডে কেমন করে হোটেল ক্যাডনীর চালাতো তার কাহিনী। বিভিন্ন জেনারেল আর ব্রিগেডিয়াররা যাতায়াত করতো ওখানে। সেন্টা হাউসম্যান অবশ্য ওর চেয়ে মোটেই বেশী সুন্দরী ছিলো না। এরকম নানা কথা ক্রিস্টিনা মার্টিনকে শুনিয়েছে। একবার কার্ল

হেইনস্টেইনের সম্পর্কেও বলেছে। কার্ল এমন একজন রাষ্ট্রদূতের ছেলে যিনি হিটলারের আমলে পদত্যাগ করে ওকে সমর্থন করতে অস্বীকার করেছিলেন। হেইনষ্টেইন কিংবা বার্গম্যান এদের সঙ্গে ক্রিষ্টিনার একাধিকবার আলাপ হয়েছে। এখানকার সমস্ত গুজবের কথাও ক্রিষ্টিনা জানিয়েছে ওকে।

চার্লি ফেনটন ক্রিষ্টিনাকে বিভিন্ন দামী আসবাবপত্র নিয়মিত উপহার হিসেবে দেয়। এমন কি যে ক্যাপ্টেন আর্নেষ্ট কিলারের নিছকই একজন সাবওয়ে ওভারসিয়ার ছিলে সে আজ গারমিশখ-এর সামরিক আদালতের প্রেসিডেন্ট হতে চলেছে। অথচ সব জেনে শুনে তিনি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। এইভাবেই মার্টিন ব্ল্যাকের কাজকর্মে নানাধরনের অসংগতি তৈরী হতে লাগলো।

ক্রমশঃ মার্টিন ব্লাকের মনে হতে লাগলো যে, তিনি আর আগের মতো নিয়ম কানুনের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে পারছেন না। গারমিশখ শহরের জীবনযাত্রা তুলনায় কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলো। বলাবাহুল্য এই শহরে লুটপাটের রাজত্বও বেশ স্বাভাবিক আকারেই নিলো এটাও ঘটনা। যুদ্ধের ফলে এখানকার সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষেরা প্রাণপনে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর, বাঁচার জন্যে সবাই ব্যাকুল।

মার্টিন ব্ল্যাক-এর অনেক কিছুই দরকার আছে। সামরিক গভর্নর হিসেবে তাকে প্রায়শঃই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে হয়। এদিকে যতোই দিন যাচ্ছিল ক্রিষ্টিনা ওকে উন্মাদ করে দিচ্ছিল। অনেক সময় মার্টিন ওকে আন্তরিক ভাবে কামনা করলেও ক্রিষ্টিনা মৃদ হেসে এড়িয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মার্টিন ব্লাকের মনের অবস্থা এমনই হলো যে, বব ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে ক্রিষ্টিনা কথা বললেও তিনি ঈর্ষা বোধ করেন।

আরো দুজনকে চিহ্নিত করা হল। এদের নাম যথাক্রমে চার্লি ফেনটন আর কার্ল হেনষ্টেইন। কার্লের কাজ হলো চার্লি হেনষ্টেইনের তত্ত্বধান করা অবশ্য একাজটা যে ও গুরুত্ব দিয়ে করতো তাও নয়। অনেক কিছু মার্টিন ব্ল্যাক জানতেন। কিন্তু কিছুই বলতো না এদেরকে।

ওদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণ প্রায়ই মাতলামো আর হৈ-হুল্লোড় করার অভিযোগ আনতো। কিন্তু মার্টিন কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারছিলেন না। একদিন ক্রিষ্টিনা জিজ্ঞেস করলো মার্টিনকে এ বিষয়ে। কিন্তু মার্টিন জানালেন যে, তিনি এসব জানেন না। ক্রিষ্টিনা এবারে জিজ্ঞেস করলো, ' তোমার অর্থের ব্যাপারটা বলোতো ডার্লিং।

'কেন আমি তো আমার মাকে দু'তিন হাজার বাঁচিয়ে নিয়মিত পাঠাই।' ক্রিষ্টিনা বললো, 'কিন্তু তুমি এর দশগুণ রোজগার করতে পারো, এমন কি একশো গুণও, াই না?'

'তাতো নিশ্চয়ই।'

'মার্টিন ব্ল্যাক।' ওর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে ক্রিষ্টিনা নাম ধরে ডাকলো ওকে, মার্টিন সামান্য অবাক হলেন এতে। ক্রিষ্টিনা এবারে রীতিমতো ক্রুদ্ধ। বললো, 'তুমি কি কিছু দেখতে পাওনা?'

'কি দেখবো?'

'তোমার চারপাশে যে সমস্ত ব্যাপার ঘটছে সেসব। তোমার বন্ধুরা, বিভিন্ন লোকেরা এখন নিজেরাই অর্থ তৈরী করে নিচ্ছে, দু'হাতে রোজগার করছে সব।'

'তার মানে আমাকেও যে করতে হবে তা কি করে হয়?'

'তোমার অর্থের প্রয়োজন নেই? অবশ্য তুমি যা চাও তার অনেক কিছুই তোমার আছে এটা ঠিক।'

ক্রিষ্টিনা এবারে ওর দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেললো। বললো, 'মার্টিন দোহাই আমার তুমি রেগে যেওনা। আমি তোমাকে অন্যরকম কিছু বলতে চাইনি, আমি...........।'

কথাটা শেষ করার আগেই ক্রিষ্টিনা মার্টিন-এর কাঁধে মুখটা গুঁজে দিলো।

মার্টিন এবারে ক্রিষ্টিনার পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন। তারপর ওর চিবুক ধরে নিজের দিকে টেনে তাকালেন ওর দিকে। ওকে টেনে নিয়ে চুম্বন করলেন। ক্রিষ্টিনার সোনালী চুলগুলো ওর কপালে এসে পড়েছিল। সেগুলো তিনি আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিলেন পেছন দিকে।

'ক্রিষ্টিনা তাকালো মার্টিন-এর দিকে। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। অস্পষ্টস্বরে বলে উঠলো, 'ডালিং আমাকে ওপরে নিয়ে চলো।'

মার্টিন ব্ল্যাক ওকে দুহাত দিয়ে তুলে নিয়ে এগোলেন ওপরের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওপরের ঘরে এসে বিছানায় শুইয়ে দিলেন ক্রিষ্টিনাকে। সামান্য পরিশ্রান্ত বোধ করছিলেন। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছিল। ক্রিষ্টিনা এবার ওর দিকে তাকিয়ে রহস্যময় ভঙ্গীতে বললো, 'কই এসো আমার কাছে, মার্টিন ব্ল্যাক নগ্ন শরীরে এগিয়ে গেলেন ওর দিকে। ক্রিষ্টিনা আশ্লেষে জড়িয়ে ধরলো। তারপর দুটো শরীর এক হতে আরম্ভ করলো একটু পরে।

কার্ল ফিল্ডম্যান যখন বুঝতে পারলো যে, ওর স্ত্রীর অবস্থা খুবই শোচনীয় তখন ও ক্যাম্প কম্যাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলো। চার্জে ছিল একজন বোর্ড মাষ্টার। সে ব্যাপারটা জানতে চাইলেও ফিল্ডসম্যান তাকে জানালো না। এতে সেই সার্জেন্ট সামান্য বিরক্ত বোধ করলো।

ঐ দিন বিকেলবেলা ফিল্ডসম্যানকে মার্টিন ব্ল্যাকের অফিসে বসে থাকতে দেখা গেল। প্রাসঙ্গিক কিছু কথাবার্তার পরে মার্টিন বললেন, 'আমি লেফটেন্যান্ট জসম্যানের মুখে শুনলাম, তুমি নাকি দেখা করার জন্যে জোর করছিলে?'

'হ্যা স্যার, আমি আপনাকে একটা গোপনীয় আর গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই, সেজন্যেই........'

'আচ্ছা,' মার্টিন বললো, 'ঠিক আছে, বলো ফিল্ডসম্যান কি বলতে চাও তুমি?'

চারদিকে তাকিয়ে ফিল্ডসম্যান বললো, এবার, 'আমি দুঃখিত মেজর। এখানে কি করে বলবো, আমি একমাত্র আপনাকেই কথাগুলো বলতে চাই।'

মার্টিন এবারে জসম্যনের দিকে তাকালো একবার। তারপর ইশারায় একবার বেরিয়ে যেতে বললেন ওকে। ও চলে গেলে মার্টিন ব্ল্যাক বললেন, 'নাও এবার তোমার কি বলার আছে বলো।'

'স্যার আমার পুরো নাম কার্ল ফিল্ডসম্যান। আমি ল্যাণ্ডসক্রেম মিটেনল্যাণ্ডের প্রধান ফরেস্টার ছিলাম। তার মানে অষ্ট্রিয়ান বর্ডার থেকে কোচলে পর্যন্ত এলাকার দায়িত্ব ছিলো আমার ওপরে।'

'আচ্ছা' মার্টিন মৃদু হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, বলে যাও।' ফিল্ডসম্যান বললো, 'আমি এই মুহূর্তে ক্যাম্প থেকে বেরোবার একটা সার্টিফিকেট চাই। আমার আর আমার স্ত্রীর জন্যে। ওর শারীরিক অবস্থা খুবই শোচনীয়।'

ফিল্ডসম্যানের ঠোঁট এবারে কেঁপে উঠলো। চোখের কোণে অশ্রু। মার্টিনকে ও আরো জানালো যে, ওর স্ত্রী একসময়ে নাৎসী পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল। মার্টিন শুনে বললেন, 'ও সেজন্যেই তোমাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।'

মার্টিন এবারে তাকালেন ওর দিকে। ফিল্ডসম্যানের মুখের অভিব্যক্তি বদলে গেছে। আবার বললো, 'এর বদলে আমি আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ খবরটা জানাবো।'

'ঠিক আছে, তোমার খবরটা আগে শুনি।'

মার্টিন-এর কথায় ফিল্ডসম্যান তাকালো ওর দিকে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো তারপর বলতে আরম্ভ করলো, 'এপ্রিল মাসের শেষের দিকে আপনারা অর্থাৎ আমেরিকানরা এখানে এসে পৌছেছিলেন। গারমিশখ্, মিটেনল্যাণ্ড সরবন শহর থেকে হাজার হাজার মানুষ ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি শহর আর গ্রামে গেষ্টাপো আর সিক্রেট সার্ভিসের যতো গোপন দলিলপত্র ছিল সব পোড়ানো হচ্ছিল। গোপন ল্যাবরেটরীগুলো ছিল গারমিশখ্-এ, সেগুলোতে কি ধরনের কাজ হয় তার কারো পক্ষ জানা সম্ভব ছিল না। বিজ্ঞানী এখানে যারা ছিলেন তারা কাগজপত্র আর যন্ত্রপাতিতো বটেই এমন কি ল্যাবরেটরীগুলোও ধ্বংস করে দিচ্ছিলেন।'

সামান্য থামলো ফিল্ডসম্যান। একটু ঢোক গিলে, বললো, 'সব কিছু নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।'

'এসব তো আমি জানি।' বলে উঠলেন মার্টিন ব্ল্যাক। এবারে ফিল্ডসম্যান বললো, 'সেই সময়ে

সিক্রেট সার্ভিসের একজন কর্ণেল মিটেনল্যাণ্ডে আমার বাড়ীতে এসে হাজির হলো। এসে আমাকে জানালো যে, ও কিছু গোপনীয় ফাইলপত্র লুকিয়ে রাখতে পাবে। আমি রাজী হলাম। কিন্তু ওকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ওদিকে রাশি রাশি কাগজপত্র পুড়ছে। তারই ধোঁয়ায় আকাশ একেবারে কালো হয়ে গেছে। আমি ভাবলাম ও যে সমস্ত জিনিষ লুকিয়ে রাখতে চাইছে তা সম্ভবতঃ গোপনীয় এলাকার কাগজপত্র, যেখানে রীতিমতো গেরিলা যুদ্ধ হয়েছিল। কথাগুলো বলে থামলো ফিল্ডসম্যান। তারপর আবার আরম্ভ করলো, 'আমি সেই কর্ণেল আর পরে আসা৷ ওর কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে গেলাম একটা গোপন জায়গাতে। ওটা আমিই আগে দেখে রেখেছিলাম। গেলাম ছোটো খাটো কয়েকটা ট্রাকের কনভয় নিয়ে। ট্রাকে যা যা জিনিষপত্র ছিলো সেই গোপন জায়গাতে সবকিছু পুঁতে দেওয়া হলো। জিনিষগুলো আর কিছু নয়, সোনা, সাতশো বারো কিলোর চেয়েও বেশী ওজনের সোনার বাট।'

মার্টিন ব্ল্যাক এবারে সামনে বসে থাকা শীর্ন চেহারায় লোকটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। ফিল্ডসম্যানের শেষ কথাটা ওর কানে একটানা বেজে যাচ্ছিলো, সোনা, সোনা, সোনা, একটা শিহরণ অনুভব করলেন মার্টিন ব্ল্যাক। কোনো রকমে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'তুমি ওই সোনার বাটগুলো দেখেছো নিজের চোখে?'

'হ্যাঁ। জবাব দিলো ফিল্ডসম্যান। বললো আবার, 'ওগুলো চটের বস্তার ভেতরে রাখা ছিল। বস্তাগুলোতে ষ্টেনসিলে রাইখব্যংক হ্যাম্পটকেন বার্লিন কথাটা লেখা ছিলো।'

'কোথায় জায়গাটা?'

মার্টিন-এর প্রশ্নে বিষণ্ণ হাসলো ফিল্ডসম্যান। চোখদুটো জ্বলে উঠলো ওর। বললো, 'আমি দুঃখিত মেজর ব্ল্যাক, এই মুহূর্তে জানানো সম্ভব হচ্ছে না।'

মার্টিন ব্ল্যাক চেয়ারে হেলান দিলেন, বেশ খানিকক্ষণ ধরে ফিল্ডসম্যান-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করো, ব্যবস্থা করছি।'

বলে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। ফিরে এলেন মিনিট কুড়ির মধ্যে। হাতে কিছু কাগজপত্র। ওর পেছনে লেফটেন্যান্ট জসম্যান। মার্টিন এবারে ফিল্ডসম্যানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লেফটেন্যান্ট জসম্যান, তোমাকে নিয়ে যাবে। তোমার স্ত্রীকে অ্যাম্বুলেন্স-এ করে আমেরিকান মিলিটারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। ভর্তি করার পর তোমাকে আবার নিয়ে আসা হবে এখানে। তোমার মুক্তির কাগজপত্র আমার কাছে থাকবে।'

লেফটেন্যান্ট এবার বললো, 'ব্যাপারটা আমি জানতে পারি মেজর?'

'দুঃখিত।' বলে উঠলেন মার্টিন ব্ল্যাক রিষ্টওয়াচটা দেখলেন একবার, এখন ঠিক পাঁচটা। হিসেব করে দেখলেন এখান থেকে ব্যবস্থা পত্র করে হাসপাতালে গিয়ে আবার ফিরে আসতে কম করেও ছ'টা বাজবে। উঠে পড়লেন তিনি। করিডোর দিয়ে হেঁটে সোজা এসে হাজির হলেন ম্যাকেঞ্জির অফিসে। বললেন, 'ম্যাক শোনো, তোমার সঙ্গে যে ব্যাপারে কথা বলবো বলেছি তা রাতের দিকে বলা যেতে পারে।'

'কিছু এসেছে নাকি।' জিজ্ঞেস করলো ম্যাকেঞ্জি।

'হ্যাঁ, ফোন এসেছে। আচ্ছা সাড়ে ছ'টা নাগাদ তুমি আমার অফিসে আসতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই।' বলে উঠলো ম্যাকোঞ্জ। মার্টিন বলে উঠলেন, 'একটু সময় নিয়ে আসবে। দেরী হতে পারে।'

ছ'টা বাজার কিছু আগেই জসম্যান ফিরিয়ে নিয়ে এলো ফিল্ডসম্যানকে। ক্লান্ত আর বিষণ্ণ দেখাচ্ছিলো ওকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু যেন খুশী হয়েছে ও। মার্টিন ব্ল্যাক বসতে বললেন ওকে। এক গ্লাস হুইস্কি এগিয়ে দিলেন ওর দিকে। এরপর ওর স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করলেন, ফিল্ডসম্যান বললো, সব কিছু ঠিকঠাকই হয়েছে। এবারে আসল কথায় এলেন। মার্টিন ব্ল্যাক, বললেন, 'নাও এবার তোমার গোপনীয় জায়গটা কোথায় বলো।'

ফিল্ডসম্যান বললেন, 'আপনি হেলমুট বার্গম্যানকে চেনেন? ওর আসল নাম হলো হেলমুট উলফ।'

মার্টিন ব্ল্যাক চমকে উঠতে যাচ্ছিলেন। কোনোরকমে গোপন করলেন নিজেকে। স্বাভাবিক ভাবেই জবাব দিলেন, 'না, আমি ব্যাপারটা জানতামনা।' ফিল্ডসম্যান বললো, 'ওই ব্যাপারটা আমি, কার্টম্যান আর কর্ণেল জানতাম। প্রথমে উলফ আর কার্টম্যান এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। ওরা আমাকে জানালো এমন একটা জায়গার হদিশ দিতে যেখানে সিক্রেট সার্ভিসের গোপনীয় নথিপত্র নিরাপদে লুকিয়ে রাখা যায়।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মার্টিন। তারপর একটা সামরিক ম্যাপ খুলে টেবিলের ওপরে রাখলেন। তারপর একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, এই জায়গাটার নাম ষ্টেনরিগেল। তুমি এখানেই ওদের নিয়ে গেছিলে, তাই তো?' ফিল্ডসম্যান এবারে ম্যাপের ওপরে ঝুঁকে পড়লো, বললো, 'হ্যাঁ, এই জায়গাতেই আমি ওদের নিয়ে গেছিলাম।'

মার্টিন ব্ল্যাক এবারে বললেন, ' তোমার কথা অনুযায়ী ম্যান্টলারা নামে ওই ভদ্রলোকের গাড়ীতেই সোনার বাটগুলো রাখা হয়েছিল।'

'এছাড়া আর কি ছিল?' জিজ্ঞেস করলেন মার্টিন ব্ল্যাক। জবাবে ফিল্ডসম্যান বললো, 'এছাড়া কটা কাঠের বাক্স ছিল। ওগুলোর মধ্যে কি ছিল তা অবশ্য জানি না। প্রত্যেকটার ওজন পনেরো থেকে কুড়ি কিলো। এছাড়া ছিল ডলার বোঝাই বস্তা পাউণ্ড ছিল। হেলমুট উলফ আমাকে কিছু ডলার দিয়েছিলেন।'

এরপর মার্টিন ব্ল্যাক মিলিটারী হাসপাতালে ফোন করে একটা বেড খালি রাখার নির্দেশ দিলেন। কারণ ওর স্ত্রীর কাছে ফিল্ডসম্যানের এখন থাকা প্রয়োজন।

এখন প্রায় ভোর তিনটে। ওরা সবাই মার্টিন ব্ল্যাক-এর অফিসে আট ঘন্টার ওপরে বসে আছে। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত কোনোরকম নিয়ম মাফিক ঘোষণা ছাড়াই ওরা জানতে পারলো যে, ওরা কাজটা করতে চলেছে। শেষপর্যন্ত চার্লি বললো, 'একটা উপায় অবশ্য আছে। আমি একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি।'

ওর কথায় সবাই ওর দিকে ঝুঁকে পড়লো। মার্টিন ব্ল্যাক এবারে বললেন, 'ঠিক আছে বলো।'

'আমার অনুমান প্রায় ন'টনের মতো মাল পোঁতা আছে ওখানে। ফিল্ডসম্যান যে পাহাড়ী অঞ্চলটার কথা বলেছিল ঠিক ওই জায়গাতে।'

সামান্য চুপ করে থেকে আবার বলে উঠলো চার্লি, 'এখন ওগুলো আনার জন্যে কি ধরনের গাড়ী দরকার সেটাই ভাবেত হবে।'

মার্টিন ব্ল্যাক এবারে চার্লিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ঠিক কি করতে চাও?'

চার্লি আঙুল গুণতে গুণতে বললো, 'প্রথমতঃ কয়েকটা ওই রকম ট্রাক কিনতে হবে। এর পরে ওই সংক্রান্ত বৈধ সমস্ত রকম কাগজপত্র ঠিক করে রাখতে হবে। দ্বিতীয়ঃ মার্কিন ইউনিফর্ম পরা পাঁচজন ড্রাইভার, এছাড়া 'বলজ্যানে'তে প্রবেশ করার ছাড়পত্র।'

'বলজ্যানো?'

'হ্যাঁ, ব্রেজারপাস এলাকায়, ইতালীর দিকে জায়গাটা।'

মাকেঞ্জি জিজ্ঞেস করলো, 'সেখানে গিয়ে কি হবে?'

ফেলটন এবারে বললো, 'মালভর্তি' আসল ট্রাকগুলো সব ওই জায়গাতে নিয়ে যেতে হবে।'

'এর পরের কাজ আমার আর মাল বলে ওই লোকটার। ওই কৌশলে ঘুষ দিয়ে ওই ট্রাকগুলোকে ঠিকমতো বের করে নিয়ে যাবে।'

'কোথায় নিয়ে যাবে?'

'তা তো এখন বলতে পারছি না ম্যাকেঞ্জি।' চার্লি মৃদুভাবে বলে উঠলো। ম্যাকেঞ্জি জিজ্ঞেস করলো এবার, 'কোন জায়গাটা সবচেয়ে বেশী নিরাপদ? কায়রো কিংবা ক্যাসাব্লাঙ্কা অথবা..........?'

'ইস্তাম্বুল।' শব্দটা একনভাবে উচ্চারণ করলেন মার্টিন ব্ল্যাক যে প্রত্যেকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। থেমে বললেন আবার, 'আমরা জাহাজে করে জিনিষগুলো ইস্তাবুল নিয়ে যাবো।'

'কিন্তু ইস্তাবুলে কেন?' জিজ্ঞেস করলো ফেলটন। মার্টিন ব্ল্যাক এবারে বললেন, 'পৃথিবীর মধ্যে ওটাই সোনার চোরা কারবারের স্বর্গ।'

মার্টিন ব্ল্যাক বললেন আবার, 'তবে আমাদের ছেড়ে চলে যাবার আগে ওই ইতালীয়ান বন্দীদের দিয়ে আমাদের এই কাজটা করিয়ে নেবো। মাটী খুঁড়ে মাল তোলার কাজটা ওরাই সবচেয়ে ভাল করতে পারবে।'

ম্যাকেঞ্জি উল্লসিত হয়ে বললো, 'আমি একমত।'

এরপরে ঘরের মধ্যে আবার নীরবতা। মার্টিন ব্ল্যাক নিজের মনে ভাবছিলেন, ওই দুজন লোককে ঠিকমতো বিশ্বাস করা যাবে তো শেষ পর্যন্ত।

চার্লি ফেটনের টেলিগ্রাম আসার ঘন্টা খানেকের মধ্যে মার্টিন-এর অফিসিয়াল কার দ্রুতবেগে দৌড়োতে আরম্ভ করলো। এবারে কার্ল হেনস্টেইকে তুলে নিয়ে আসতে হবে। তবে গ্রেফতার নয়, মার্টিন-এর সঙ্গে ওর একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই মুহূর্তে সতর্কভাবে এগোনো প্রয়োজন। একটা শব্দ ফাঁস হয়ে যাওয়া মানে শিকার ফসকে যাওয়া। ভন হেনস্টেইন এসে যখন পৌঁছালো তখন ম্যাকেঞ্জি মার্টিন ব্ল্যাক-এর অফিসের সামনে অপেক্ষা করছিল।

মার্টিন ব্ল্যাক ওর হাতে একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা পড়ে ফেলুন।'

হেনস্টেইন পড়তে আরম্ভ করলেন। মার্টিন ব্ল্যাক একভাবে তাকিয়ে ছিলেন ওর মুখের দিকে। কাগজটা পড়তে পড়তে হেনস্টেইন-এর মুখের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর তাকিয় বলে উঠলো, 'অমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

মার্টিন ব্ল্যাক বললেন এবার, 'কার্ল হেনস্টেইন, আপনি সিক্রেট সার্ভিসের একজন অফিসার। কম্যাণ্ডিং অফিসারের আপনি প্রাক্তন সহকারী, মিটেনল্যাণ্ডে দায়িত্বে ছিলেন। মানবিকতা লংঘনকারী নাৎসী অপরাধী হিসেবে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে নুরেমবার্গের ডিটেনশন ক্যাম্পে। বলুন এবার, আপনার কি বলার আছে?'

'আমি এসব অস্বীকার করছি।' ভন হেনস্টেইন কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠলো। ম্যাকেঞ্জি কঠিন স্বরে বললো, 'তা অবশ্য আপনি অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু আমি বাজী রেখে বলতে পারি, আপনার মৃত্যুদণ্ড কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

ম্যাকেঞ্জিও বলে উঠলো মার্টিন ব্ল্যাক-এর দিকে তাকিয়ে, 'ত. নার তো এখন হেলমুট উলফকে প্রয়োজন?'

'ঠিক বলেছো,' মার্টিন ব্ল্যাক বলে উঠলেন এবার, 'শেষ পর্যন্ত ওকেও আমি পেয়ে যাবো। কিন্তু মিঃ হেনস্টেইন-এর............।'

হেনস্টেইন তাকিয়ে ছিল ওদের দিকে। বললো তারপর, 'মেজর মার্টিন ব্ল্যাক, আপনি বলেছিলেন হেলমুট উলফের বিরুদ্ধে আপনার কোনোরকম সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই।'

ম্যাকেঞ্জি জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

মার্টিন ব্ল্যাক-এর দিকে তাকিয়ে ম্যাকেঞ্জি বলে উঠলো আবার, 'মার্টিন ব্ল্যাক, মিঃ হেনস্টেইন বলছেন যে, তিনি কিছুই করেন নি। হয়তো সত্যি কথাই বলছেন। ওকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেওয়া যাক।'

মার্টিন ব্ল্যাক বললেন, 'না, ওকে এই মুহূর্তে নূরেমবার্গের পাঠানো উচিত।'

'মেজর, 'ভন হেনস্টেইন বলে উঠলো, 'আমাকে বলার অনুমতি দিন। হেলমুট উলফের প্রসঙ্গেও জানাবো আপনাকে।'

ম্যাকেঞ্জি বললো, 'মিঃ ব্ল্যাক, ওকে বলতে দিন।'

কার্ল হেনস্টেইন সবায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর আরম্ভ করলেন নিজের কথা।

অবশেষে দিনের শেষে ফিল্ডসম্যান যে সমস্ত অফিসারদের নাম উল্লেখ করেছিলেন তাদের সবাইকে একে একে অফিসে নিয়ে আসা হলো। একমাত্র হেলমুট উলফ ছাড়া। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে একই অপরাধ আর খারাপ আচরণের জন্যে গ্রেফতারী পরোয়ানা রয়েছে। ম্যাকেঞ্জির জন্যে মার্টিন ব্ল্যাককে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। যখন এলো ও তখন রীতিমতো উত্তেজত। একেবারে ঘেমে নেয়ে গেছে। মার্টিন ব্ল্যাক সামান্য আবক হয়ে জিজ্ঞেস করলো ওকে, 'কি ব্যাপার?'

'আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।' ম্যাকেঞ্জি বলে উঠলো। তারপর একটা কাগজ বের করলো পকেট থেকে। তারপর বললো, 'জীপে বাহান্ন পাউণ্ড ওজনের চমৎকার প্ল্যাটিনাম কিউবের দশটা বাক্স রয়েছে, এছাড়া চারশো হাজার, চারশো পাঁচ পাউণ্ডের নোট রয়েছে। আর শুনতে চান.......?'

'অবিশ্বাস্য।' মার্টিন ব্ল্যাক বলে উঠলেন, 'প্রচুর অর্থ।'

'আমি মিথ্যে বলিনি।' জবাব দিলো ম্যাকেঞ্জি।

মার্টিন ব্ল্যাক নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো ওর চোখের দিকে।

পাহাড়ের রাস্তা ধরে গর্জন করে ছুটে চলেছে। আয়না দিয়ে ও পেছনের আরো চারটে ট্রাককে আসতে দেখলো। একটা বিজাতীয় ঘৃণায় মুখটা কুঁকড়ে গেল ওর। একটু পরে ফিল্ডসম্যানকে জিজ্ঞেস করলেন মার্টিন ব্ল্যাক, 'এখনও আর কতোদূর?'

'আর বেশীদূর নয়।' জবাব দিলো ফিল্ডসম্যান, 'এই পাহাড়টা অতিক্রম করলেই পেয়ে যাবো। প্রায় পৌঁছে যাবো বলতে পারেন।' মার্টিন ব্ল্যাক সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

হেলমুট উলফকে ধরা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঘটনাটা ঘটেই গেল। মার্টিন ব্ল্যাক-এর ডাক পেয়েই তিনি ওর অফিসে এসে হাজির হয়েছিলেন। একেবারেই জানতো না যে মার্টিন ব্ল্যাক ইতিমধ্যেই ওর নামে ওয়ারেন্ট জারি করেছেন। যখন বুঝতে পারলেন উলফ তখন গার্ডদের হাতে বন্দী। মার্টিন ব্ল্যাক ওর দিকে চেয়ে হেসেছিলেন। 'বিশ্বাসঘাতক শয়তান।' ঠিক তখনই একজন গার্ড রাইফেলের বাঁট দিয়ে ওর মুখে আঘাত করতেই ছিটকে পড়েছিলেন তিনি। এরপরে সজোরে ওর মাথায় একটা আঘাত করা হলো। অজ্ঞান হয়ে গেলেন হেলমুট উলফ। এরপরে ওকে শেকল পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো সেখান থেকে। এসবের কোনো কিছুই অনুভব করার ক্ষমতা হেলমুট উলফের আর ছিলো না।

ট্রাকগুলো সবেগে ছুটে চলেছে। হঠাৎ ফিল্ডসম্যান-এর মুখ থেকে বিস্ময়সূচক একটা শব্দ বেরিয়ে এলো। মার্টিন ব্ল্যাক তাকিয়ে দেখলেন ওর দিকে, সামনের রাস্তার ওপরেই এক ফালি উজ্জ্বল রোদের চাদর পাতা।

যতো কাছে আসতে লাগলো ওরা ততোই একটা জমি ওদের দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো সেদিকে। তারপর খানিকটা এগিয়ে গেল আরো। ইতিমধ্যে মার্টিন ব্ল্যাকও ওর পাশে দাঁড়িয়েছেন।

'ওটাই?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো ওর। ফিল্ডসম্যান কিছুটা ক্ষুব্ধ। যেন চেয়েছিল চিরদিনের জন্যে এই জায়গাটা গোপন থেকে যাবে।

'ঠিক আছে, 'বলে উঠলেন, মার্টিন ব্ল্যাক, 'ওদের ঠিকমতো কাজ করতে বলো।'

দশজন করে কাজে লেগে গেল ওরা। ধন ভাণ্ডারের আবরণ শেষ পর্যন্ত মুক্ত হতে প্রায় ঘন্টা দুয়েক লাগলো। রাইখব্যাংক নামাঙ্কিত বস্তাগুলোর আর কিছুই তেমন অবশিষ্ট নেই। এদিকে যখন ইতালীয়ান শ্রমিকেরা বুঝতে পারলো ওরা কি খুঁজে বের করছে তখন ওরা সবাই মিলে কানাঘুষো করতে আরম্ভ করলো।

ম্যাকেঞ্জির চিঠিতে প্রত্যেকটা ব্যাপার পরিষ্কার করে বলা ছিল। ওদের যেতে শেষপর্যন্ত একটু দেরীই হয়েছিল। যাই হোক, এখন ইতিমধ্যেই সোজা ইস্তাবুলে পৌঁছে গেছে।

ইতিমধ্যে আরো মালপত্র বোঝাই করে ইস্তাবুলে চার্লির কাছে পাঠানো হয়েছে জুনের দশ তারিখে। চার্লিই ওটার সঙ্গে ঠিকমতো যোগাযোগ করবে। ও রোমে যাচ্ছে। সেখানে কিছু জিনিষ দেখার আছে। ওখানেই চার্লি আর ও একসঙ্গে মিলিত হবে। ওখান থেকে জুরিখ।

চিঠিতে আরো টুকিটাকি কয়েকটা কথা লেখার পরে নীচে লেখা ওর স্নেহের ভাইপো রবার্ট আর চার্লস।

আজ ষোলো তারিখ। মার্টিন ব্ল্যাক লেটার হেডটা দেখলেন একবার। তারপর মৃদু হাসলেন তিনি। ওদের নতুন অংশীদারীর জন্যে ইতিমধ্যেই একটা নতুন নাম নিয়েছে। আর ম্যাকেঞ্জি ইমিধ্যেই লেটারহেডের ওপরে ছেপে দিয়েছে দি মিটেলন্যাণ্ড সিণ্ডিকেট।

ওই নামেই সোনার বাটগুলো বিক্রি হয়ে যাবে জুরিখে। এরপরে মার্টিন ব্ল্যাক নিজেই ওখানে যাবেন। ইতিমধ্যেই কয়েকটা কাজেকর্মে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিনা বাধাতেই ট্রাক ফিরে এসেছিলো। কোনো রকমে গোলমাল হয় নি। তারপর মার্টিন ব্ল্যাক সমস্ত তথ্য প্রমাণ নষ্ট করে দিয়েছিলেন। অফিসের ভেতরে বড়ো সিন্দুকটা খালি করে ওর মধ্যে রেখেছিলেন ব্রিটিশ আর আমেরিকান কারেন্সীগুলো। সিন্দুক বোঝাই হয়ে গেছিলে। এছাড়া স্থানীয় ব্যাংকের কয়েকটা শাখার সেফ ডিপোজিট ভল্টেও বেশ কিছু রেখে দেওয়া হয়েছিল। এরপর তিনি ছুটি নিতে আরম্ভ করলেন। প্রতিবারেই প্রায় ছুটি কাটাতে যেতে লাগলেন সুইজারল্যাণ্ডে। আর যতোবারই যেতেন লুটের কিছু সম্পত্তিও সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

সপ্তাহখানেক পরের ঘটনা। জুরিখে মার্টিন ব্ল্যাক নিজের হোটেলে ফিরছিলেন। ক্রিষ্টিনাকে মনে পড়ছিল তার। একটা নির্দিষ্ট এলাকা খুঁজছিলেন তিনি। অবশেষে পেয়েও গেলেন সেটা। একটা সরু রাস্তা অফিস বিল্ডিং-এর দেয়ালে ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর নাম লেখা ছিল। তিনতলায় অফিস।

মার্টিন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন। তারপর ঢুকলেন অফিস ঘরে। জুলিয়াস রুথ বয়স্ক ব্যাক্তি। মাথার চুল ধপধপে সাদা। তিনি মার্টিন ব্ল্যাককে বসতে বললেন। চোখে-মুখে একটা খুশীর আমেজ। মার্টিন বললেন, 'আমি মিটেনল্যাণ্ড সিণ্ডিকেট-এর নাামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে চাই।'

বেশ তো, করবেন, কিন্তু আপনার কিসের ব্যবসা?'

জুলিয়াসের কথায় বলে উঠলেন মার্টিন, 'দামী পাথরের।'

'বাঃ বেশ চমৎকার। খুলে ফেলুন অ্যাকাউণ্ট।'

বলে তিনি ওকে একটা ফর্ম এগিয়ে দিলেন। মার্টিন সেটা পূরণ করতে আরম্ভ করলো।

ব্যাঙ্কের কাজ মিটতে সময় লাগলো, তারপর মার্টিন ব্ল্যাক ওখান থেকে বিদায় নিলেন। দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলেন তিনি। ক্রিষ্টিনাকে গিয়ে সবকিছু বললেন।

ক্রিষ্টিনা ওকে দেখে মৃদু হাসলো, 'কি ব্যাপার?'

মার্টিন ব্ল্যাক সবকিছু বললেন ওকে। শেষে হেলমুট উলফের গ্রেফতার হবার খবরটাও জানালেন।

অ্যান্টনী স্যাণ্ডারসন

অ্যান্ড্রু এলটিগানার সিক্রেট সার্ভিসের ইকনমিক অফিস সম্পর্কে তদন্ত করছিলেন উনি। স্যাণ্ডারসন-এর অফিসে এসেছেন বার্নাড ক্রিঞ্জার নামের একজন সিক্রেট সার্ভিসের অফিসারের খোঁজ খবর নিতে। স্যাণ্ডারসন ওর সম্পর্কে যা যা জানতেন তাই বললো। অবশ্য তা খুব একটা বেশী কিছু নয়। অ্যান্ড্রু এলটিগনারকে স্যাণ্ডারসন আরো জানালেন যে, বার্নড সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চাইলে খোঁজ নিয়ে বলতে হবে। এরপর দুজনে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। একসময় উঠলো হেলমুট উলফের প্রসঙ্গ। হেলমুট কিভাবে নিজের ক্যারিয়ার তৈরী করেছে তাও বললো ও। যা বেরিয়ে এলো তাহলো জার্মান চ্যান্সেলার হিটলার ডলার নিয়ে ব্যবসা করার ব্যাপারে বাধা দিয়েছিলেন হেলমুট উলফকে। তখনও জার্মানী আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে হিটলার ওকে আর বাধা দেয়নি। এরপর মিত্রবাহিনীর হাতে জার্মানদের পরাজয় ঘটলো। ওরা যে সব শহর দখল করেছিল সেখানে জাল নোটের কারবার ফুলে-ফেঁপে উঠলো। এরফলে জার্মানরা লাভবানই হয়েছিল।

এলটিগনারের মুখ থেকেই কথাগুলো শোনা গেল। এবার স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলো, 'অষ্ট্রিয়াতে কবে জাল নোটের ব্যাপারে অপারেশন শুরু হয়?'

'উনিশশো তেতাল্লিশ সালে।' জবাব দিলেন এলটিগনার।

স্যাণ্ডারসন এবার মাথা নাড়লো! তারপর ঝুঁকে পড়লো এলটিগ্নারের দিকে। এলটিগ্নার ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো আবার, 'শুনুন', উনিশশো ছত্রিশে ওদের মাসিক যা আয় ছিল তা দিয়ে বিরাট একটা গুপ্তচর সংস্থার কাঠামোকে ভালোভাবে চালানো যেতে পারেনা। সে কারণেই হেনরিখ অসওয়াল্ড পলকে সিক্রেট সার্ভিসের ফাণ্ড তৈরী করার দায়ীত্ব দিয়েছিল। অসওয়াল্ড ক্ষমতা পাবার পরে ট্যাক্স, লেভী এসবের ব্যবস্থা করেছিল যা এর আগে কেউই করতে পারে নি। যেমন যে সমস্ত ইহুদীরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছিলো তাদের ওপরে ট্যাক্স·বসানো হয়েছিল। এরপর অসওয়াল্ড পলের ভাগ্য আরো ফিরে যায়। স্বয়ং হিমলার ওকে কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্প চালানোর ব্যাপারে দায়িত্ব দেন। অসওয়াল্ড বরাবরই একজন দক্ষ সংগঠক। দাস শ্রমিকদের ও চমৎকার ভাবে সংগঠিত করেছিল, ওর কাজ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

তারপর আবার স্যাণ্ডারসনকে বোঝাতে আরম্ভ করলে কিভাবে অসওয়াল্ড পলের চেষ্টায় আর পরিশ্রমে সংস্থার আর্থিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল। ওখানকার সমস্ত মার্কিন অর্থ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এমন কি বিভিন্ন জুয়েলারী, বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু এমন কি সোনার ফ্রেমওয়ালা চশমাও এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি।

এমন কি ওরা যখন ক্যাম্প পরিদর্শন করতো তখন মৃতদেহ থেকে ওরা সোনা বাঁধানো দাঁতগুলো পর্যন্ত খুলে নিয়ে সোনা আলাদা ভাবে বের করে নিতো। সব মিলিয়ে যে কতো পরিমাণ সোনা হয়েছিল তা অবশ্য ওদের কারোর পক্ষেই পুরোপুরি জানা সম্ভব হয় নি।

সব শুনে স্যাণ্ডারসন চুপ করে রইলেন। মাথায় হাত বুলোলো একবার। বলে উঠলো তারপর, 'ওটা আমি জানি, উল্লেখ করা হয়েছিল প্রতি ক্যাম্প থেকে পঁচিশ পাউণ্ড।'

'ঠিকই বলেছেন, 'এলটিগ্নার বলে উঠলেন মাথা নেড়ে। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলে উঠলেন আবার, 'সবশুদ্ধ কতো পরিমাণ সোনা ছিল তা হিসেব করা একরকম অসম্ভব। তবে অসওয়াল্ড পল নিজের স্মৃতি থেকে যেটুকু শুনিয়েছিল তাও ধরো কম নয়। ওর অফিসেই ছিল এক হাজার মিলিয়ান রাইখ মার্কেরও বেশী। এটা ছিল তেতাল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ এই এক বছরের আয়।'

কিন্তু অর্থ, সোনাদানা এসব কি করা হয়েছিল? এর মধ্যে কিছুতো পাওয়া গেছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, বেশ কিছু এরকম জিনিষপত্র এরফার্ট বলে একটা জায়গায় মাটীর নীচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। আমাদের লোকেরা গিয়ে সেসমস্ত জিনিষ পরে উদ্ধার করে। এর মধ্যে সোনাদানা তো ছিলই। এছাড়া ছিল অসংখ্য পেইন্টিং। একজনের মুখে শুনেছিলাম পরে বড়ো বড়ো সতেরোটা বাক্সে শুধু সোনার ঘড়ি ভর্তি ছিল। তাহলেই বুঝতে পারছেন........।

—'তাহলে বাকীগুলো গেল কোথায়?' স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলো ওকে। জবাবে এলটিগ্নার বলে উঠলেন, 'একমাত্র আপনিই এ সমস্ত জানতে চাইছেন না ক্যাপ্টেন।'

বলে মৃদু হাসলেন তিনি। কিছুক্ষণ ভাবলেন। বললেন তারপরে, 'আমরা অবশ্য কিছু কিছু সূত্র পেয়েছি। যেমন রাইখ ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডঃ ফ্রাংকের কাছে পাঠানো পলের একটা মেমো। ওটার একটা কপি এখানেই কোথাও পাওয়া গেছে।'

কথাটা বলে বাক্স হাতড়ে একটা ছোট্ট কাগজ স্যাণ্ডারসনের হাতে দিলেন তিনি। স্যাণ্ডারসন দ্রুত লেখাটায় চোখ বুলিয়ে গেল। লেখা ছিল ঃ—

জুরিখে—ষোল। ভ্যডুজে—তিন। ট্যাংগলারে—চার। লিবসনের—দুই। মাদ্রিদে—পাঁচ। কায়রোতে—তিন। সমুদ্রে—চুয়াল্লিশ।

স্যাণ্ডারসন পড়া শেস করে এলটিগ্নারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, সমুদ্রে—চুয়াল্লিশ? এ'ব্যাপারটাতো ঠিক বুঝতে পারলাম না?

'হ্যাঁ, সমুদ্রে।' এলটিগ্নার বলে উঠলেন এবার। তারপর আর একটা কাগজ বের করে তুলে দিলেন স্যাণ্ডারসন-এর হাতে। এটা ক্যালটেন ব্রুনারকে লেখা পলের একটা চিঠির কপি। তারিখ দেওয়া আছে পঁয়তাল্লিশ সালের চব্বিশে মার্চ। এতে আর্জেন্টিনায় পাঠানো জাহাজে পুরো অঙ্কের পরিমাণ লেখা আছে। উনিশশো চুয়াল্লিশের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাহাজে পাঠানো সমুদ্রে চালান দেওয়া মালের হিসেব। বিভিন্ন দেশের মুদ্রায় হিসাবের পরিমাণটা অবাক হবারই মতো। শুধু কারেন্সিই নয়, হীরে প্রভৃতি মূল্যবান জিনিষেরও পরিমাণ দেওয়া আছে।

স্যাণ্ডারসন পড়া শেষ করে একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো, 'হে ঈশ্বর তুমি আছো কোথায়।'

এলটিগ্নার ওর কথায় হেসে উঠলেন। বললেন ওর দিকে তাকিয়ে, 'হ্যাঁ, তা যা বলেছেন।'

'আচ্ছা ওরা এতো বিরাট পরিমাণ অর্থ সম্পত্তি দক্ষিণ আমেরিকাতেই বা পাঠাতে গেল কেন?'

স্যাণ্ডারসন-এর কৌতূহলী দৃষ্টির দিকে তাকালেন এলটিগ্নার। মৃদু হেসে বললেন, 'আপনিই বলুন না।'

'আপনি বলছিলেন যে, সংস্থাটটা ছিল পুরোপুরিভাবেই গুপ্ত সংগঠন। এরাই কি শেষ পর্যন্ত তবে দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছেছিল?'

'আমি খুবই দুঃখিত ক্যাপ্টেন। এ'ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'আওসি এলাকাতেও তো বেশ কিছু গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেছিল বলে শুনেছি।' বলে উঠলো স্যাণ্ডারসন। এলটিগ্নার জবাবে বলে উঠলেন, 'আপনি ঠিকই শুনেছেন! পুরানো একটা নুনের খনির ভেতরে পনেরেশো ক্রেটেরও বেশী (বেতের তৈরী এক ধরনের বাক্স) জিনিষ পত্র লুকোনো ছিল। কি ছিল না তাতে? পেন্টিং, সোনা, হীরে, ভাস্কর্য্য, রূপো, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি যাবতীয় মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীতেই ঠাসা। জিনিষপত্রের লিষ্টও আমি দেখেছিলাম। প্রায় ছ'হাজার পাতার মতো। বুঝেছেন ক্যাপ্টেন। দেখেশুনে মনে হয় ওদের ছ'হাজারেরও বেশী ট্রাকের প্রয়োজন।'

'তাহলে সবটাই গোয়েরিং-এর সংগৃহীত জিনিষপত্র ছিল।'

'ওর সংগৃহীত।' এলটিগ্নার স্থিরভাবে বললেন আবার, 'ওর তো চুরি করা অনেক পেইন্টিং ছিল যেগুলো সব রাখার কোনো জায়গা ছিল না। ওগুলো রাখা ছিল রেলওয়ে সাইডিং-এ প্যাকিং করা অবস্থায়। টাযরল-এ একটা সরাইখানার কয়েকটা গোপন ঘরেও কিছু দেখা গেছে। এখন সমস্ত ব্যাপারটা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তবে জাহাজে সমস্ত ধনসম্পদ লুকিয়ে ফেলা হয়েছে এ' ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ নেই।'

'ওই তৃতীয় ট্রাকটা, 'স্যাণ্ডারসন বলে উঠলো আবার, 'এখন যদি পাওয়া যায় তাহলে আউসীতে যাওয়া যেতে পারে।'

এলটিগ্নার শুনে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর কানটা চুলকোলেন একবার। বললেন শেষে, 'সবটাই সন্দেহের বিষয়। যদি ট্রাকটা ওদিকেই গিয়ে থাকে তাহলে সেনাবাহিনীর চোখে পড়ে যাওয়াটাই সম্ভব। এখন তা সত্বেও যদি যায় তাহলে চেইসমী, রটাক কিংবা মিটেনওয়াল্ড এসব জায়গাতেই থাকবে, কিন্তু কেন?'

এবারে এলটিগ্নার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর একটা মোড়ক থেকে কাগজটা বের করে স্যাণ্ডারসন-এর হাতে দিলেন। স্যাণ্ডারসন হাতে নিয়ে দেখতে আরম্ভ করলো। তখনই এলটিগ্নার বললেন, 'আমরা অবশ্য বুঝেছিলাম ওই মিটেনল্যাণ্ডের ব্যারাকের উল্লেখ্য আছে। এছাড়া আরো নিঃসন্দেহ হলাম যে, হেলমুট উলফ অর্থাৎ আমাদের পুরোনো বন্ধুই সেই মালের প্রাপক।'

এলটিগ্নার-এর কথায় ভীষণ অবাক হয়ে গেল স্যাণ্ডারসন। কোনোরকমে বললো, 'ব্যাপারটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

এলটিগ্নার বললেন, 'বিশ্বাসই করতে হবে আপনাকে। তবে একটা কথা বলতে পারি। হেলমুট উলফকে নিয়ে অতো ভাববার দরকার নেই। আমাদের অনেক তদন্তকারী অফিসার ওখানে আছে। তাদের কেউ ওকে শেষপর্যন্ত ধরবেন।'

স্যাণ্ডারসন বলে উঠলো, 'আমি এখানে ঠিক বুঝতে পারছি না যে, লুঠ করা ওই সমস্ত জিনিষ ওরা পাহাড়ে পাঠালো কিসের জন্যে? সবটাই আমার কাছে অস্পষ্ট লাগছে।'

মিটেনল্যাণ্ড জায়গা হিসেবে অত্যন্ত চমৎকার এবং মনোরম। এন্টনী স্যাণ্ডারসন অন্যের কাছ থেকে একটা স্যুট চেয়ে নিয়ে এসে পড়েছিল। তেমন একটা মানানসই হয় নি। তা সত্ত্বেও ওটাই পরে ও ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল। এই জায়গাটার একটা পৃথক সৌন্দর্য আছে। দু'পাশে সারি সারি বাড়ী। প্রতিটি বাড়ীই কেমন অদ্ভুত লাগছিল স্যাণ্ডারসন-এর কাছে।

স্যাণ্ডারসন কাজ এখন শেষ। এখনও হেলমুট উলফের ধারে কাছেই নেই। অবশ্য সপ্তাহ খানেক আগে ও যখন এখানে পা দিয়েছিল তখন পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। মনে মনে ও এলটিগ্নারকে ধন্যবাদ জানাালো। এখানকার একটা নামী হোটেলে উনি ওর জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছিলেন। মিটেনল্যাণ্ড থেকে প্রায় মাইলখানেক এসে ওর ডানদিকেই এডেলউইসি ব্যারাক।

স্যাণ্ডারসন ভালভাবেই জানে যে, এডেলউইস ব্যারাক একসময় সিক্রেট সার্ভিসের সেভেনথ্ মাউন্টেন ডিভিশনের থাকার জায়গা ছিল। ওদের কম্যাণ্ডার ছিলেন একজন কমবয়েসী কর্ণেল। ভদ্রলোকের নাম কার্টম্যান। স্যাণ্ডারসন-এর মিটেনল্যাণ্ডে ফিরে আসার আগে ও ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল তা জানা ওর পক্ষে সম্ভব হয় নি। পরে একসময় জনৈক বৃদ্ধের কাছে শুনেছিল যে, ও নাকি গারমিশখ-এ চলে গিয়েছিল। অবশ্য অন্য আর একজনের কাছে শোনা গেছিল আমেরিকানরা ওকে গ্রেফতার করেছিল।

এরপর স্যাণ্ডারসন গোটা অঞ্চলটা ঘুরে বেড়ালো। ওর একমাত্র কাজ হেলমুট উলফকে খুঁজে বের করা। এজন্যে ও বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে কথাবার্তা বললো। কাছেই হেলমুট উলফের ছবিটা রেখে দিয়েছিল। অনেককেই জিজ্ঞেস করেছিল ও কিন্তু উলফের খোঁজ-খবর তখনও পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয়নি।

একজনের মুখে হেলমুট বার্গম্যানের নাম শুনেছিল। ও একটু অবাক হলো। বার্গম্যান? স্যাণ্ডারসন ভাবলো, যে নামটা ওকে বলেছিল তার সঙ্গে আর একবার যোগাযোগ করলে কেমন হয়। গাড়ী চালিয়ে ও সোজা এসে হাজির হলো ক্রেইসে। একটা বেড়ার সামনে এসে গাড়ীটা থামালো স্যাণ্ডারসন। সামনেই পাহারারত এক পুলিশ। তাকে সমস্ত কাগজপত্র দেখালো। ক্যাম্প কম্যাণ্ডার কাগজপত্রগুলো চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে অফিসটা বলে দিলো ওকে। স্যাণ্ডারসন গাড়িটা একধারে পার্ক করে চাবিটা দিলো ভালভাবে। এরপর ঢুকলো অফিসের ভেতরে। সেখানে একটা বেঞ্চিতে অনেকেই বসেছিল। প্রত্যেকের চোখমুখে উদ্বেগ আর আতংকে ভরপুর।

ভেতরে যে ছিল তার নাম হাউসম্যান। স্যাণ্ডারসন ওর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলো। শেষপর্যন্ত হেলমুট উলফের প্রসঙ্গ জিজ্ঞেস করাতে হাউসম্যান একটু অবাকই হলো। স্যাণ্ডারসন বললো, 'আমি স্বাভাবিকভাবেই জানতে চাইছি।'

'আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এগোচ্ছি।' বলে উঠলো স্যাণ্ডারসন। সামান্য থেমে আবার বললো স্যাণ্ডারসন, 'আচ্ছা হেলমুট বার্গম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে কোনোরকম কাগজপত্র আছে?'

'না, ওটা গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদরে ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ মানা হয়ে থাকে।' হাউসম্যান জবাবে বলে উঠলো। স্যাণ্ডারসন কিছুক্ষণ চুপচাপ ভাবলো ব্যাপারটা। তারপর বলে উঠলো, 'হাউসম্যান, তুমি একটা কাজ করো। হেলমুট উলফ আর ফ্রিটজ কার্টম্যান এই দুজনকে ভাল ভাবে পরীক্ষা করে আমাকে বলো তো।'

হাউসম্যান কাগজপত্র খুলে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলো, একটা জায়গায় ফিটজ কার্টম্যানের নামটা ছিল। আঙ্গুল দিয়ে সেটা দেখালো ও। মিটেনল্যাণ্ডে পয়লা মে ওকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু পুরো লিষ্টটাতেও হেলমুট উলফের কোনো নামের উল্লেখ দেখা গেলো না। হাউসম্যান এবারে জিজ্ঞেস করলো, 'স্যাণ্ডারসন, তুমি কি এখন গারমিশ্‌খ-এ যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ,' জবাবে বললো স্যাণ্ডারসন, 'দেখবো ওখানে বার্গম্যান কিংবা কার্টম্যানের লিখিত কোনো এজাহার পাওয়া যায় কিনা।' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো শেষে বলে উঠলো আবার, 'আচ্ছা হাউসম্যান ওখানে কার সঙ্গে দেখা করলে সবচেয়ে ভাল হয়?' হাউসম্যান, জবাব দিলো, 'বব ম্যাকেঞ্জি। উনি হচ্ছেন ওখানকার টাউন মেজর। উনি মাঝে ছুটি নিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে যদি ফিরে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই দেখা হবে।'

'ঠিক আছে হাউসম্যান, তোমার সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। চলি, পরে আবার দেখা হবে।

হাউসম্যান-এর সঙ্গে করমর্দন করে স্যাণ্ডারসন বিদায় নিলো ওখান থেকে।

পকেট থেকে এবারে অটোমেটিক রিভলবারটা বের করে পাশের সীটে রেখে দিলো ও। উলফের সঙ্গে মুখোমুখি হবার দৃশ্যটা কল্পনা করলো একবার। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো উলফের আতঙ্কিত মুখটা। দাঁতে দাঁত চেপে স্যাণ্ডারসন রিভলবারটা তুলে নিলো। আলো আঁধারি পরিবেশে বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে। মনে হয় যেন একটা বিরাট অশরীরি। স্যাণ্ডারসন রিভলবারটা হাতে বাগিয়ে ধরে গাড়ী থেকে নামলো, সারি সারি গাছ বাড়ীটার এ...ভাবে কাছ বরাবর চলে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা দরজার সামনে এসে হাজির হলো ও। বন্ধ ছিল, ও টোকা মারলো বার কয়েক। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর ভেতর থেকে জনৈকা মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'কে?'

স্যাণ্ডারসন জাবাব দিলো, 'দরজাটা একটু খুলুন দয়া করে।'

'আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। স্যাণ্ডারসন জবাব দিলো, আমি মিলিটারী ইনটেলিজেন্স থেকে আসছি।'

এবারে দরাজ খুলে গেল। সামনেই মহিলাটি দাঁড়িয়েছিল। স্যাণ্ডারসনকে দেখেই মহিলা বলে উঠলো, 'বলুন আপনি কি জানতে চান?'

স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা হেলমুট বার্গম্যান বলে কি কেউ এখানে থাকেন?'

'হ্যাঁ, আমার এখানেই থাকেন তিনি। বলুন কি জানতে চান?'

স্যাণ্ডারসন এবারে জিজ্ঞেস করলো আপনার স্বামী কোথায়?'

'তিনি যুদ্ধে মারা গেছেন।'

মহিলাটির দু'চোখ এবারে বিষণ্ণ দেখালো। সামান্য থেমে বলে উঠলো আবার, 'হ্যাঁ, উনি একাই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন।'

স্যাণ্ডারসন এবারে হঠাৎই বলে উঠলো, 'ওর সঙ্গে আর কেউ থাকে না?'

'না তো,' 'মহিলাটির ঘাবড়ে গিয়ে থতমত খেয়ে বলে উঠলো আবার, 'আর কেউ থাকেন না।'

স্যাণ্ডারসন-এর চোখে মিহলাটির বিস্মিত হবার ব্যাপারটা ধরা পড়তেই ও সামান্য অবাক হলো। ভাবলো, এই সাধারণ প্রশ্নে মহিলার বিব্রত বোধের কি কারণ আছে। এছাড়া মহিলাটি বারবার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

স্যাণ্ডারসন বিস্মিতবোধ করলো এবার। তবে কি বার্গম্যান ওপর তলাতেই রয়েছে এখনও। স্যাণ্ডারসন এবারে জিজ্ঞেস করলো, 'ওপরে কে থাকে?'

ওর প্রশ্নে মিহিলাটি চমকে উঠলো। তারপরেই স্বাভাবিক স্বরে জবাব দিলো, 'ওপরের ঘরে আমার একজন মার্কিন বন্ধু থাকে।'

'আমি একটু যাচ্ছি।' বলে স্যাণ্ডারসন দ্রুতবেগে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের তলায় গিয়ে হাজির হলো। সামনেই ঘরের দরজাটা খোলা। ভেতরে ঢুকে পড়লো স্যাণ্ডারসন। প্রায় নগ্ন অবস্থায় এক ব্যক্তি মেঝের ওপরে শুয়েছিল ও ঢুকতেই লোকটা তাকালো ওর দিকে। স্যাণ্ডারসনের হাতে ধরা রিভলবার। লোকটার পাশেই একটা মার্কিন লেফটেন্যান্টের ইউনিফর্ম পরে আছে। লোকটা ওকে দেখামাত্রই ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠলো, 'আরে করছো কি? ওটা তোমার পকেটে রাখো।

স্যাণ্ডারসন রিভলবারটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো। হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো ওর। লোকটা এবারে জিজ্ঞেস করলো, 'কে তুমি?'

'তোমার জেনে লাভ?'

বলো তোমার নাম কি? আমি জানতে চাইছি। আমার কথার জবাব দিলে তোমারই ভালো হবে।'

স্যাণ্ডারসন স্থির দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে। লোকটা এবারে বলে উঠলো, 'আমার নাম এমারি ডিকিনসন। সেনাবাহিনীর সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট। তিনশো পাঁচাশিতম ইনফ্যানট্রিতে আছি।'

'এখানে কি করছো?' স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলো ওকে। লেফটেন্যান্ট এবারে বিরক্ত চোখে তাকালো ওর দিকে। স্যাণ্ডারসন এবারে জিজ্ঞেস করলো, 'এই মহিলার সঙ্গে তোমার কতোদিনের আলাপ?'

কথাটা শুনে লেফটেন্যান্টের অভিব্যক্তি বদলে গেল। স্যাণ্ডারসন পকেট থেকে একটা সিগারেট প্যাকেট বের করে ওর ভেতর থেকে একটা নিয়ে লেফটেন্যান্টকে দিলো। তারপর বললো, 'শোনো লেফটেন্যান্ট, আমি তোমার বা ওই মহিলার ব্যাপারে মোটেই আগ্রহি নই, আমি বার্গম্যান নামে এক ব্যক্তিকে খুঁজছি। হেলমুট বার্গম্যান, তুমি চেনো?'

'হ্যাঁ।' বলে উঠলো লেফটেন্যান্ট।

স্যাণ্ডারসন এবারে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি জার্মানীতে কতোদিন ছিলে লেফটেন্যান্ট?'

ডিকসন জবাবে বললো। 'সাত মাস। কেন?'

'তাহলে তুমি সিক্রেট সার্ভিসের কাজকর্মের ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু জানো।' এবারে স্যাণ্ডারসন-এর দিকে তাকালো ডিকিনসন। বললো, 'কিছুটাতো জানবোই। আমি তো নিউজরীল দেখেছি। ওরা তো অসংখ্য ইহুদীকে খুন করেছে।'

ইতিমধ্যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে স্যাণ্ডারসন ফিরে তাকালো। দেখতে পেলো মহিলা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। প্রায় নিঃশব্দে শিকারী বেড়ালের মতো। হাতেও যেন একটা কিছু রয়েছে। স্যাণ্ডারসন-এর কাছে এসে হাজির হওয়া মাত্রই বলে উঠলো ও, 'আমি বার্গম্যানের ঘরটা দেখতে চাই।

'তুমি দেখতে চাও ভালো কথা। কিন্তু সেরকম কিছুতো আমি তোমাকে দেখাতে পারছি না।'

বলে স্যাণ্ডারসনকে অনুসরণ করতে বললো ও। খানিকটা এগিয়ে একটা ঘরের সামনে দাঁড়ালো ওরা। মহিলাটি দরজা খুললো। স্যাণ্ডারসন একনজর তাকিয়েই বুঝতে পারলো শোবার ঘর। স্যাণ্ডারসন বললো, 'ঠিক আছে। তুমি নীচে গিয়ে দাঁড়াও। আমি ঘরটা দেখে নিয়েই যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

দরজাটা শান্তভাবে আস্তে ভেজিয়ে দিলো। স্যাণ্ডারসন তখন ওই ঘরটার মধ্যে যে ছোট্ট একটা কুঠুরী ছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সোজা গিয়ে ও একটা আলমারী খুলো দেখলো। সেখানে কয়েকটা পোশাক রাখা। কিন্তু ওর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু পাওয়া গেল না।

বড়ো আর ছোটো ঘরের সমস্ত ড্রয়ারগুলো খুলে দেখলো ও। কোনো জায়গা বাদ দিলো না। পোশাক আশাক এমনভাবে রাখা আছে যেন স্যাণ্ডারসন-এর মনে হলো উলফ এখনই বাইরে গেছে ফিরে আসবে শিঘ্রই।

আর সময় নষ্ট না করে স্যাণ্ডারসন নীচে নেমে এলো। ডিকিনসন নীচু স্বরে সেই মহিলাটির সঙ্গে কথা বলছিল। স্যাণ্ডারসন-এর পায়ের আওয়াজ পাওয়া মাত্র ওরা চুপ করে গলে। ওদের বসার ঘরে স্যাণ্ডারসন এসে হাজির হতেই ডিকিনসন ওর দিকে তাকিয়ে দেখলো। স্যাণ্ডারসন-এর দু'চোখে একধরনের উপেক্ষা। ও জিজ্ঞেস করলো, 'ফ্রাউ হান, হেনরিখ বার্গম্যানের সম্পর্কে তুমি যা জানো বলো আমাকে।'

ডিকিনসন বলে উঠলো, 'পলা, তুমি যদি না চাও তাহলে বলবার দরকার নেই। এর কোনো অধিকার

নেই ওর সম্পর্কে জানতে চাওয়ার। ক্যাপ্টেন, তোমার এভাবে জোর করে জানতে চাওয়াটা ঠিক নয়।' স্যাণ্ডারসন ওর কথার গুরুত্ব না দিয়ে পলার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'হেলমুট বার্গম্যানের প্রকৃত নাম হেলমুট উলফ। সিক্রেট সার্ভিসের একজন দায়িত্বশীল অফিসার।'

পলা হানের স্বামী রাশিয়াতে মারা যায়। ও নুরেমবার্গেরই কোনোরকমে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওখানেও বোমা পড়তে আরম্ভ করে। বোমার আঘাতে নুরেমবার্গ ধ্বংস হয়ে যাবার যোগাড়।

ঠিক তখনই পলা নুরেমবার্গ ছেড়ে চলে আসে। নাৎসীবাদের প্রতীক হিসেবে নুরেমবার্গ শহরের এই শাস্তিই বোধহয় প্রাপ্তি ছিল। এরপর পলা সোজা এসে হাজির হলো। এই মিটেনওয়াল্ডে। এখানে কাজ পেতেও তেমন অসুবিধে হলো না। চলে আসা সব অফিসারে ভর্তি এই জায়গাটা। শহরের একটা বড় হোটেলে কাজ নেয় ও। এই ভাবে ও মোটামুটি জীবিকা আর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিল শেষপর্যন্ত। ঠিক তখনই হাউসম্যানের এক বন্ধুর কথা শোনে ও। যে নাকি একজন মহিলাকে আশ্রয় দিতে ইচ্ছুক। ও ওখানেই কাজটা নিলো। যদিও তার কখনোই মনে হয়নি ওখানে আর এক আশ্রিতার সঙ্গে গৃহকর্তার স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে। বলাবহুল্য গৃহকর্তার নাম ছিল বার্গম্যান। এরপর ও থাকতে আরম্ভ করে। কাজকর্মও যথাবীতি চালিয়ে যায়। অবশ্য বার্গম্যানকে ও অনেকদিন হলো দেখেনি। অবশ্য। কারণ প্রায়ই বার্গম্যান দিন কয়েকের জন্য কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। এবারেও সেরকম ভাবেই চলে গেছে। তবে সঙ্গে কিছু নিয়ে গেছে কিনা তা বলা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। ইতিমধ্যে গারমিশখ থেকে ওকে একজন ডাকতে এসেছিল। তাকে ও চেনে না। বার্গম্যানের ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারেই ওর কখনোই উৎসাহ ছিল না। এখনও নেই। তার এখন একমাত্র কাজ হলো এই বাড়ীটাকে ঠিকমতো দেখাশোনা করা। এর বাইরে অন্য কোনো কিছুতে তার আগ্রহ নেই। বার্গম্যানের কোনো ছবিও ওর কাছে নেই।

এতো কথা শোনার পরে স্যাণ্ডারসন খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর পকেট থেকে হেলমুট উলফের ছবিটা বের করে পলাকে দেখালো। জিজ্ঞেস করলো, 'চিনতে পারছো একে?'

'হ্যাঁ,' পলা ছবিটা দেখে বলে উঠলো। স্যাণ্ডারসন পলার দিকে একবার তাকালো। তারপর ছবিটা আবার রেখে দিলো পকেটে।

মার্টিন ব্ল্যাক

ওয়েল্ডওয়েগ শহরের একটা সুদৃশ্য অট্টালিকা।

ঘরের মধ্যে এককোণে ফায়ারপ্লেস জ্বলছে। ঘরের মধ্যে ছিল তিনজন: মার্টিন, চার্লি আর ম্যাক। তিনজনেই গল্পে মশগুল। প্রসঙ্গ ক্রমেই এসে পড়লো অ্যান্টনী স্যাণ্ডারসন-এর কথা। চার্লি বললো, 'শুনেছি ও নাকি হেলমুট উলফ এর ব্যাপারে নানাজনের কাছে খোঁজ খবর চালাচ্ছে।' মার্টিন ব্ল্যাক কথাটা নিস্পৃহ ভাবে শুনলেন। বললেন শেষে, 'করছে করুক। তাতে আমাদের কি এসে যায়। ও সহজে পাবে বলে মনে হচ্ছে না।'

চার্লি বললো, 'আমার কিন্তু স্যাণ্ডারসন-এর মতিগতি ভাল মনে হচ্ছে না।'

সামান্য চুপ করে বলে উঠলেন আবার, 'আচ্ছা চার্লি, তুমি কি বলতে পারবে স্যাণ্ডারসনকে আমরা অর্থ দিয়ে কিনতে পারবো কিনা?' চার্লি এবারে গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, 'মার্টিন তোমার প্রশ্নটা জটিল। এই মুহূর্তে আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া কঠিন।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলেন মার্টিন ব্ল্যাক। জবাবে চার্লি বলে উঠলো, 'লোকটাকে আমার ঘুষখোর বা অর্থলোলুপ বলে মনে হয় না'

মার্টিন মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, 'সবাই ঘুষখোর কিংবা অর্থ লোলুপ। কেউ প্রকাশ্য আর কেউ সামান্য আড়ালে, এই যা তফাৎ।' চার্লি এবারে বলে উঠলো, 'ঠিক আছে, তোমার কথাই ঠিক বলে ধরলাম। কিন্তু স্যাণ্ডারসনকে অর্থ দেবার ওই টোপটা দেবে কে?'

'কেন হাউসম্যান?' 'বলে উঠলেন মার্টিন ব্ল্যাক। চার্লি চুপচাপ রইলো কিছুক্ষণ। মাথার চুলে হাত বুলোতে

লাগলো, শেষে বললো, 'হাউসম্যান এ'কাজটা করতে রাজী হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'ওকে হাজার কুড়ি ডলারের বিনিময়ে কাজটা করানোর চেষ্টা করা যেতে পারে।'

'বলছো', বলে উঠলো চালি। মার্টিন ব্ল্যাক বলে উঠলো, 'এক কাজ করো চার্লি, তুমি শিগগিরই হাউসম্যানের সঙ্গে দেখা করো, ব্যাপারটা একেবারে পাকা করে ফেলা যাক।'

ঠিক আছে।' বলে উঠলো চার্লি।

পরের দিনই মার্টিন ব্ল্যাক চার্লি কেলটনকে জানালেন যে, তিনি অ্যান্টনী স্যাণ্ডারসনকে খুন করতে চান।

সামান্য থামলো চার্লি ফেনটন। ওকে বেশ নার্ভাস লাগছিল। ঢোক গিলে আবার বলে উঠলো, 'শোনো মার্টিন, এই সময়টাতে আমাদের নিজেদের কাছে পরিস্কার থাকাটা অত্যন্ত জরুরী। আমাদের প্রয়োজন লুকোনো ওই সব সম্পদ, ব্যাস্, আর কিছু আমাদের চাই না। কারোর প্রান হরণ করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মনে........।'

'তুমি ঠিক কি বলতে চাইছো?' মার্টিন ব্ল্যাক জিজ্ঞেস করলেন ওকে। চার্লি বললো, 'এই কাজের ব্যাপারে অহেতুক একটা খুন হয়ে যাক এটা আমি চাই না।'

'চার্লি', মার্টিন ব্ল্যাক খুব সংযত স্বরেই বলে উঠলো, 'তাহলে হেলমুট উলফের ওই লোকগুলোর কি হবে? ভন হেনস্টেন, লিবেনিউ এরা সবাই কোথায় যাবে?'

মার্টিন বলে উঠলো,'ওদেরকে কিছু অর্থ সাহায্য করলেই চলবে, এরপর বলা হবে ওদের গা ঢাকা দেবার জন্যে। আরো জানানো হবে ওরা যেন গারমিশ্‌খ এরা একশো মাইলের ভেতরে যেন না থাকে। ওদের এখানে দেখতে পাওয়া গেলেই গুলি করে মারা হবে।'

চার্লি ফেনটনের গলা শুকিয়ে গেছিল। বললো কোনোরকমে, 'আমি একন একটু ড্রিংক করতে চাই।'

'বেশ তো।'

মার্টিন ব্ল্যাক ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন একবার। আর কিছু বললেন না। খানিকক্ষণ পরে আবার বলে উঠলেন, 'না চার্লি, তোমার এখন ড্রিংক করা চলবে না। যতোক্ষণ কাজটা শেষ না হচ্ছে ততোক্ষণ অন্য কিছু করা অসম্ভব।'

চার্লি প্রায় কাকুতিমাখা স্বরে বললো, 'মার্টিন, একবার অন্ততঃ অনুমতি দাও প্লিজ।'

'না নিস্পৃহভাবে জবাব দিলেন মার্টিন। চার্লি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো, 'ঠিক আছে।'

মার্টিন ওর দিকে তাকালেন, ওর মনটা চেষ্টা করলেন বোঝার। ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে আমার জন্যেই ওই কাজটা করতে হবে।'

'কিন্তু কেমন করে?' জিজ্ঞেস করলো চার্লি। মার্টিন বললেন, 'এক কজ করো। ওর কাছে তুমি একটা খবর পাঠাও যে, মিটেনওয়াল্ড-এ হোটেল পোষ্ট-এ তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও। হোটেল চত্বরের বাইরে ন'টা নাগাদ দেখা করতে চাও। এর জন্যে তাকে অর্থেরও টোপ দাও।'

'কিন্তু তোমাকে কোথায় পাবো?'

চার্লির কথার জাবাবে মার্টিন বলে উঠলেন, 'আমি? কাছাকাছি থাকবো। ওই ব্যাপারটা তুমি আমার হাতেই ছেড়ে দাও। তুমি বরং আমার থাকার কথাটা ভুলে যাও। কারণ এতে তোমারই মানসিক উত্তেজনা বেড়ে যাবে।'

সামান্য থেমে মার্টিন আবার বললেন, 'তুমি বরং ওর সঙ্গে হোটেলের বাইরে কোথাও দেখা করবে। ওকে জিজ্ঞেস করবে ও হাউসম্যানের ওখানে গিয়ে কিসের খোঁজ করছিল।'

'ঠিক আছে, তাই হবে। উঠে পড়লো চার্লি।' জিজ্ঞেস করলো আবার, 'কবে?'

'শুক্রবার।' জবাব দিলেন মার্টিন।

মার্টিন ব্ল্যাক তাকালেন সামনের দিকে। ঠিক তখনই তার চোখের সামনে ক্রিষ্টিনার মুখটা ভেসে উঠলো। যদি পরিকল্পনা ঠিকঠাক এগোয় তাহলে তিনি মন খুলে ক্রিষ্টিনার সঙ্গে ডিনার খেতে পারবেন। শরীর থেকে সেনাবাহিনীর কোটটা খুলে ফেললেন। বেশ গরম লাগছিল। সন্ধ্যে নেমেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। আটটা বাজতে চললো। এই মুহূর্তে সারা এলাকা জুড়ে কারফিউ চলছে। রাস্তায় একজনকে মাত্র দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু পুরো

এলাকাটা এমনিতেই ফাঁকা বলা যায়। মাঝে মধ্যে কয়েকটা জীপ পুলিশ কর্তারা ভর্তি হয়ে নিজেদের কোয়ার্টারের দিকে ছুটে চলেছে।

দূরের দুটো পাশাপাশি গীর্জা থেকে ঘড়ির শব্দ শোনা গেল। মার্টিন ব্ল্যাকের নজরে পড়লো চার্লি ফেনটন হোটেল পোষ্ট-এর বাইরের লবিতে বেরিয়ে এসেছে। দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালো। ঠিক সেই সময়েই মার্টিন-এর নজরে পড়লো একটা লোক চার্লির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জায়গাটায় যেটুকু আলো ছিল তাতে মার্টিন-এর বুঝতে অসুবিধে হলো না যে, লোকটা ব্রিটিশ কোট পড়ে আছে।' মাথায় টুপি। মার্টিন যে রকমটা ভেবেছিলেন স্যাণ্ডারসন ঠিক সেরকমই। ইতিমধ্যে স্যাণ্ডারসন চার্লির সামনে গিয়ে কি যেন বললো। ওর কথায় ঘাড় নাড়ালো চার্লি। এরপর দুজনে মিলে কথা বলতে বলতে রাস্তার দিকে এগোতে আরম্ভ করলো। মার্টিন এবারে জীপে স্টার্ট দিলেন।

স্যাণ্ডারসন আর চার্লি ফেনটন ফাঁকা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। দুজনে কথা বলছিল। হঠাৎ জীপের আওয়াজে দুজনেই ফিরে তাকালো একবার। ততোক্ষণে জীপটা গিয়ে সজোরে ওদের ধাক্কা মেরেছে। স্যাণ্ডারসন সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়লো রাস্তার ওপরে। রক্তে ভেসে গেল রাস্তার চারদিক।

অ্যান্টনী স্যাণ্ডারসন

'সম্ভবতঃ বেঁচে আছে।' কেউ একজন কথাটা বলে উঠলো, কোনোরকমে চোখদুটো খুললো ও, সামনে একজন মহিলা ওর ওপরে ঝুঁকে ছিল। পরণে সাদা পোশাক। ওর পাশেই একজন লম্বা লোক একটা ডায়েরীতে কি লিখছেন। তাহলে কি এটা হাসপাতাল? জানালা দিয়ে সূর্য্যের আলো এসে পড়েছিল। কোথাও একটা ক্ষীনসূরে মিউজিক হচ্ছিল। ওকে কেন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে তা ও ঠিক বুঝতে পারছিল না।

এলটিগনার বললো, মিটেনওয়াল্ডে একটা জীপ তোমাকে ধাক্কা দিয়েছিল। সামান্য থেমে এলটিগনার আবার বললো, 'তোমার সঙ্গে যে বন্ধু ছিল সে তো মারা গেছে। তাকে মনে পড়ছে তোমার ?'

'তুমিই কি সেই লোক লোক যার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাইছি। আমার নাম স্যাণ্ডারসন।'

'হ্যাঁ, আমিই সেই লোক।'

'তুমিই কি আমাকে অর্থের প্রস্তাব দিয়েছিল?'

'না, আমি নয়, আমি বরং সেরকম লোকের কাছেই তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।'

লোকটা কি মার্টিন। কিছুক্ষণ ভাবলো স্যাণ্ডারসন। নিজেকে নার্ভাস লাগছিল ওর। এই মুহূর্তে নিজেকে ঠিক এরকম নার্ভাস লাগছে কেন ও ঠিক বুঝেতে পারলো না।

'আমাদের এখন হোটেল অ্যাডলারে যেতে হবে, ঠিক আছে?'

'নিশ্চয়ই, কিন্তু তোমার নামটা?'

'আমার কোনো নামতো নেই।'

এবারে স্যাণ্ডারসন ভেতরে ভেতরে ভীত হয়ে উঠলো। ক্রমশঃ যেন নার্ভাস হয়ে পড়ছিল ও। এখন সামান্য হুইস্কি খেলে মনের জোর ফিরে পাওয়া যেতে পারে।

এডেলউইস ব্যারাকে এই সেনা হাসপাতালে স্যাণ্ডারসনকে প্রায় ছ'সপ্তাহ কাটাতে হলো। শরীরে আবার কিছুটা শক্তি ফিরে এসেছে। নিয়মিত চিকিৎসা আর উপযুক্ত খাদ্য পেয়ে স্যাণ্ডারসন-এর চেহারাটাও আগের চেয়ে কমনীয় হয়েছে। ওজনও বেড়েছে শরীরের। ডাক্তারের কাছেই শুনেছে ও যে, ও বরাতের জোরে বেঁচে গেছে। কারণ বাঁচার বিন্দুমাত্র আশা ছিল না ওর।

মার্শালের ডিপার্টমেন্ট থেকে বেশ কয়েকজন ওর সঙ্গে দেখতে এলো। অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকেও কয়েকজন এসেছে। এদের মোটামুটি চিনতে পারলো ও। প্রত্যেকের প্রশ্নের ধরণ প্রায় একই রকমের।

'তুমি কি লোকটাকে চিনতে পেরেছো?'

'মোটেই না। হোটেল পোষ্ট-এ বাইরে একবার দেখেছি ওকে। অ্যাকসিডেন্টের মিনিট কয়েক মাত্র আগে।

ও আমাকে হুইস্কির প্রস্তাব দিয়েছিল। সেই মতোই আমরা ওর গাড়ীর কাছে গিয়েছিলাম। খাওয়ার পরে দাম মিটিয়ে দিয়েছিলাম। তবে লোকটা মার্কিনী। এখনও ওর নামটাই জানি না।'

'নামটা তোমাকে বলতে পারি। ওর নাম ফেনটন। ক্যাপ্টেন চার্লি ফেনটন। ভদ্রলোক গারমিশখ-এ প্রপার্টি কন্ট্রোল অফিসার ছিলেন। এছাড়া মিলিটারী গভর্নরের সহযোগী। ওর তো ওখানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। ক্যাপ্টেন, তুমি সত্যি কথা বলছো তো?'

'আমি মিথ্যে কথা বলতে যাবো কেন?'

'আচ্ছা যে লোকটা জীপ চালাচ্ছিল তাকে তুমি লক্ষ্য করেছিলে ঠিকভাবে?'

'তোমাদের কথাবার্তা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

ওদের মধ্যে একজন বলে উঠলো, 'অ্যাকসিডেন্ট-এর আগে গাড়ীটা চুরি করা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত গাড়ীটা রক্তমাখা অবস্থায় পাওয়া যায় গারমিশখ আর মিটেনওয়াল্ডের মাঝখানের একটা ছোট্ট গ্রামে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার আগের দিনের ঘটনা। এলটিগনার ওর জন্যে কয়েকটা নতুন পোষাক এনেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত একমাত্র ইউনিফর্মটার অস্তিত্ব বলতে আর কিছু ছিল না। এলটিগনারকে জিজ্ঞেস করল ও, 'কি খবর? ফেনটন-এর ব্যাপারে আর কিছু জানা গেছে?'

'না। তেমন কিছু জানা যায়নি। ও গারমিশখ-এর একটা এলাকাতে একাই থাকতো। লোকটা খুবই প্রভাবশালী। একটা খ্যাতিও রয়েছে এলাকাতে। মিটেনল্যাণ্ডে ওর একজন বান্ধবীও আছে।'

'হ্যাঁ, ওর নাম সেন্টা হাউসম্যান।' স্যাণ্ডারসন বললো।

'তুমি কি করে জানলে এটা?'

'আন্দাজেই বললাম কথাটা। আচ্ছা ফেনটন কি কোনোরকম ছুটি নিয়েছিল?'

'মজার প্রশ্ন।' বলে উঠলো এলটিগনার। তারপর ওর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললো, 'জুন মাসে ও রোমে ছিল।'

'রোম।' বলে উঠলো স্যাণ্ডারসন। মুখে খানিকটা বিরক্তভাব। এলটিগনার বুঝতে না পেরে কারণটা ওকে জিজ্ঞেস করলো। স্যাণ্ডারসন জবাবে বললো, 'আমি ভেবেছিলাম ও সুইজারলেণ্ডে ছিল।'

'স্যাণ্ডারসন।' বলে উঠলো এলটিগনার, 'তুমি কি কিছু আন্দাজ করতে পারছো?'

'তেমন একটা কিছু নয়। তবে একটা কথা বলতে পারি।' বলে উঠলো স্যাণ্ডারসন। এলটিগনার ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চেষ্টা করো। এমনও তো হতে পারে কথা বলতে বলতে তোমার মনের বিশ্লেষণ ক্ষমতা আরো বেড়ে যেতে পারে।'

'ঠিক আছে।' স্যাণ্ডারসন বললো, 'একটা গ্যাং কিংবা ধরো একটা সংস্থা। সম্ভবতঃ জার্মান। তবে আমি নিশ্চিত নই।'

'বেশ তো? কিন্তু সংস্থার কাজটা কি?'

'তা বলতে পারবো না। এটা হতে পারে ওদের কাজই হলো হেলমুট উলফকে রক্ষা করা। ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া বন্ধ করে দেবার জন্য আমাকে ওরা কুড়ি হাজার ডলার দিতে চেয়েছিল।'

'কি করেছিল ওরা?' এলটিগনার আবার জিজ্ঞেস করলো, স্যাণ্ডারসন একই কথা আবার পুনরাবৃত্তি করলো। কিন্তু এও জানালো যে, ও তাতে রাজী হয় নি। তবে অন্যভাবে ব্যাপারটা করার জন্যে একজন লোককে পাঠানো হয়েছিল।

সে হচ্ছে ফেনটন। তাই না?' জিজ্ঞেস করলো এলটিগনার। স্যাণ্ডারসন ঘাড় নাড়িয়ে বললো, 'হ্যাঁ ফেনটন।'

'কিন্তু ওই অর্থ ওর পক্ষে পাওয়া কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? মানে কিভাবে দিতো?'

'এটা হতে পারে ও নিজেও সেই গ্যাং কিংবা গ্রুপের একজন ছিল?'

'ও কি করতো?'

'এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।'

'আচ্ছা' এলটিগনার, 'ওই গ্যাং-এর আর কারো নাম জানো?'

'নাম? ওদের কাজকর্মের ব্যাপারটা অনুমান করা যেতে পাবে। তবে প্রকৃত ঘটনা বলাটা সম্ভব নয়।'

'তবুও চেষ্টা করা যেতে তো পারে।'

স্যাণ্ডারসন বললো 'আমি বলতে পারি। ফেন্টা হাউসম্যান-এর সঙ্গে হেলমুট উলফের একটা সম্পর্ক আছে। ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'এরপর হেলমুট উলফের সঙ্গে সম্পর্ক আছে আর একজনের নাম করা যেতে পারে। ফ্রিজ কার্টম্যান।'

'আচ্ছা সেভেন্থ অ্যালপাইন রেজিমেন্ট-এর কম্যাণ্ডার কে ছিল। এই ব্যারকে এখানে আছে।'

'তুমি জানো?'

'স্যাণ্ডারসন।' মৃদু হাসলো এলটিগনার, 'তুমি মনে করোনা যে তুমি একাই শুধু এসব খবর জানো।'

'এরপর উলফ আর কার্টম্যানের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এরকম আর একজনের নাম করা যেতে পারে। ভন হেনস্টেইন যে থাকতো গারমিশখ এলাকাতে।'

'কার্লভন হেনস্টেইন?'

স্যাণ্ডারসন এবারে বলে উঠলো, 'তুমি যেন আবার বলে বোসোনা যে, এর ব্যাপারেও তুমি সবকিছু জানো।'

'না তা বলছি না। যতোক্ষণ না ক্যাপ্টেন চার্লি ফেনটনের সবকিছু পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বলা সম্ভব নয়।' থেমে এলটিগনার আবার বললো, 'ওদের একটা পার্টি দেবার কথা আছে।'

'তাহলে ওদের প্রচুর অর্থ আছে বলো?'

এলটিগনার জবাব দিলো, 'অবশ্যই।' বলে সামান্য চুপ করে রইলো, শেষে আবার বললো, 'এবার একটা খারাপ খবর আছে।'

'কি খবর?' স্যাণ্ডারসন-এর চোখ দুটোয় উৎকণ্ঠে।

এলটিগনার বললো, 'কার্ল ভন হেনস্টেইনকে জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে আর দেখা যায় নি।'

স্যাণ্ডারসন বললো, 'আমরাও কিছুটা জানি।'

ওর সারা শরীরটা উত্তেজনায় টানটান হয়েছিল। বললো আবার, 'শোনো ব্যাপারটাা এইরকম, হাউসম্যান থেকে উলফ, উলফ থেকে কার্টম্যান, কার্টম্যান থেকে হেনস্টেন, হেনস্টেন থেকে ফেনটন, ফেনটন থেকে হাউসম্যান। এটাই হচ্ছে আমার গ্রুপ। আমার সংস্থা।'

'এদের কাজটা কি?'

উলফের ব্যাপারে জিজ্ঞসাবাদ চালাচ্ছিলাম আমি। সেটা বন্ধ করার জন্যে ওরা আমাকে প্রচুর অর্থ দেবার প্রস্তাব করেছিল।'

বলে স্যাণ্ডারসন তাকালো এলটিগনারের দিকে। এলটিগনারও তাকালো স্যাণ্ডারসন-এর দিকে। উভয়েই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মনের ভাষা বোঝার চেষ্টা করলো।

এলটিগনার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো এবার, 'রাইখব্যাংকে কুবেরের অর্থ। ক্যালটেন ক্রুনারের স্বর্ণসম্পদ।'

'জার্মানিরা জানতো যে, ওসব কোথায় লুকানো আছে। কিন্তু ওখানেই যাওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।'

বলে উঠলো স্যাণ্ডারসন আবার, 'অ্যামেরিকানদের পরিকল্পনাও ছিল। কিন্তু আমি ওদের নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমার প্রায় সব প্রশ্নেরই জবাব পেয়েছিলাম। ওরা আমাকে এরপর অর্থ দিয়ে কেনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যখন ফলপ্রসু হলো না........।'

তাহলে তুমি বলতে চাইছো ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো তোমাকে খুন করা। ফেলটনকে নয়।'

বলে উঠলো এলটিগনার। স্যাণ্ডারসন জবাবে বললো, 'তা আমি ঠিক জানি না। তবে তখন অর্থাৎ সেই রাতে ওকে আমার কেমন হতাশ আর নার্ভাস বলে মনে হয়েছিল।'

এলটিগনার জিজ্ঞেস করলো এবারে, 'তাহলে তুমি বলতে চাইছো জার্মানরাই ফেনটনকে খুন করেছে যাতে তারা লুঠের সম্পত্তি নিজেদের দখলে রাখতে পারে?'

'তা আমি জানি না।' স্যাণ্ডারসন স্বীকারোক্তির ভঙ্গীতে বলে উঠলো। ওর মনের মধ্যে একটা ছবি ভেসে উঠলো। জীপের সেই চালকের আসনে বসে আছে স্বয়ং হেলমুট উলফ। সবাই তখন স্যাণ্ডারসন-এর বিছানার দিকে তাকিয়ে আছে। এলটিগনার হঠাৎই একবার চেয়ার থেকে উঠে পড়লো। তারপর আচমকাই আবার বসে পড়লো। পুরো ব্যাপারটাই এখনো ঝুলে আছে। এলটিগনার বললো, 'এখন প্রশ্ন হলো কেউ তোমাকে অথবা ফেনটনকে অথবা উভয়কেই খুন করতে চাইবে কেন?'

স্যাণ্ডারসন বলে উঠলো, 'হয়তো এরকমও হতে পারে যে, আমরা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা অসম্ভব। যে কারণে আমরা আর চেষ্টা তেমন করিনি : অবশ্য লুটের সম্পত্তি যে কোথায় আছে তা কেউই জানে না। হাউসম্যানই ফেনটন-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল।'

'সোনা স্থানান্তর করার ব্যাপারে সাহায্য করতে?'

'তাও হতে পারে আবার পুরো ব্যাপারটা বানচাল করে দেবার জন্যও হতে পারে।'

'হুঁ, বলে যাও। এলটিগনার বলে উঠলো। স্যাণ্ডারসন ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'নয়'টনের মতো সোনা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে রাখার ব্যাপারে আমার কি লাভ?'

এটাও হতে পারে আরো ভাল আর গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখার ব্যাপার ছিল। কিংবা বিক্রি করে দেওয়ার প্রশ্নও থাকতে পারে।'

'সুইজারল্যাণ্ড?'

'হ্যাঁ। ওই সোনা নিয়ে গিয়ে সীমান্তে পৌঁছে দেওয়া।' স্যাণ্ডারসন বলে উঠলো, 'তাহলে এটাকেতো পুরোপুরি স্মাগলিং বলা যেতে পারে।'

'তা হয়তো পারো। কিন্তু তোমাকে আর সব কিছু জানতে দেওয়া হবে না। ওরা চাইছে পুরো সোনাই আইনসম্মত ভাবে বজায় থাকুক।'

'ওখানে কি সোনার ব্ল্যাক মার্কেট আছে?'

হ্যাঁ, কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে নেই।'

'কোথায় আছে?'

'এখানেই আছে। মধ্য প্রাচ্যে, ফরমোজা, হংকং, দক্ষিণ আমেরিকা, তুরস্ক।'

'এখানে?'

'এখানে আকজরেই আছে। জার্মানীর কেউই ব্যাপরটা ঠিকমতো জানে না। দেশের বাইরে তুমি ব্যাপারটা পেতে পারে।'

'ঠিক আছে, 'স্যাণ্ডারসন বলে উঠলো, 'আবার ফিরে আসা যাক। কোথায় যানবাহন পাওয়া যেতে পারে?'

'মোটরপুল।'

'কতোগুলো ট্রাক লাগবে?'

'চারটে, হয়তো ছটা ট্রাকও লেগে যেতে পারে। বেশ বড়ো আকারের ট্রাকের প্রয়োজন।'

'কোথায় পাওয়া যেতে পারে? কারো নির্দেশের প্রয়োজন আছে?'

'স্যাণ্ডারসন, ডজন খানেক লোক হলেই চলবে।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আমার অবশ্যই রুট ডকুমেন্ট, গ্যাস ভাউচার এসবই চাই। এসব কি ভাবে পাওয়া যাবে?'

'টাউন মেজরই এসমস্ত বিষয় দেখাশোনা করেন?'

'গারমিশ্‌খ-এর টাউন মেজর কে?'

'তা আমি ঠিক জানি না।' 'বলে উঠলো এলটিগনার আবার, 'কিন্তু খুব শিগগিরই তাকে খুঁজে বের করবো।'

—'চমৎকার' 'বলে উঠলো স্যাণ্ডারসন। ইতিমধ্যে এলটিগনার উঠে দাঁড়িয়েছে। স্যাণ্ডারসন বললো, 'তুমি কি আমার জন্যে আর একটা কাজ করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'গারমিশ্‌খ-এর মার্শাল মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের একটা লিষ্ট তৈরী করেছে। ওর মধ্যে কোনো রিপোর্টিং অফিসার আছে কিনা জানতে চাই।'

এলটিগনার বললো, ' বেশী কিছু জানতে চেওনা।'

স্যাণ্ডারসন বললো, 'এর জন্যে তোমাকে ঘুষ হিসেবে এক বোতল স্কচ দিতে পারি।'

এলটিগনার বললো, 'দরকার নেই। আমি নিজের জন্যেই করবো।' বলে এলটিগনার চলে গেল ওখান থেকে।

পরের দিন সকালবেলাই আবার ফিরে এলো ও। চোখমুখে এক ধরনের উত্তেজনা। এলটিগনার এসে দাঁড়ালো সোজা স্যাণ্ডারসনের সামনে। স্যাণ্ডারসন বসেছিল চুপচাপ। এই মুহূর্তে ওখানকারই একজন স্পেশ্যালিষ্টবে ওর দেখানোর কথা। পোষাক পরা হয়ে গেছে। এলটিগনার-এর হাতে একগোছা কাগজপত্র। কোনোরকম ভূমিকা ছাড়াই বলা যায় ও বোমাটা ফাটালো।

মার্শাল ডিপার্টমেন্টের পক্ষে টাউন মেজর ক্যাপ্টেন রবার্ট ম্যাকেঞ্জি তেসরা জুন একটা ওয়ারেন্ট জারী করেছিলেন, যার নামে করা হয়েছে নুরেমবার্গের কাছে ল্যাংগওয়াশার এক বিশেষ বন্দী শিবিরে। শুধু হেলমুট উলফ ওরফে [illegible] ধরা হয়েছে আরো কয়েকজন। তারা হলো ভন হেনস্টেইন আর ফিটজ কার্টম্যান, এদের দুজনের ক্ষেত্রেও ওয়ারেন্ট জারী করেছিলেন ওই টাউন মেজর ম্যাকেঞ্জি।

এছাড়াও আর একটা খবর আছে। জুনের একেবারে প্রথম থেকে ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জি নিরুদ্দেশ। এলটিগনার-এর মুখ থেকে কথাটা শোনামাত্রই ঘাড় নেড়ে বলে উঠলো স্যাণ্ডারসন, 'আমি বিশ্বাস করিনা। কিছুতেই না।'

'বিশ্বাস করা না করাটা তোমার ব্যাপার।'

বলে উঠলো এলটিগনার। স্যাণ্ডারসন আবার বলে উঠলো, 'এছাড়া উলফের ব্যাপারটাও আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। কারণ আমি ওকে সমসময় খুঁজে বেড়িয়েছি। বুঝতেই পারছো?'

'তা অবশ্য তোমার মনে হবারই কথা।' বলে উঠলো এলটিগনার, 'আসলে ব্যাপরটা কি জানো, তুমি যে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছো এটা কেডই জানেনা। সুতবাং তোমাকে কা[illegible]রই জানানোর কোনো প্রশ্ন ওঠে না যে, ও গ্রেফতার হয়েছে।'

'তুমি কি এখন নুরেমবার্গ যাবে?' স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলো ওকে। ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মনে হলো, কেউ যেন একরকম জোর করে সূর্য্যের আলোটা বুজিয়ে দিয়েছে। ওর মনে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার যে উত্তেজনা ছিল, উলফের খবর সেটাকেও ম্লান করে দিয়েছে। যে কোনো ভাবেই স্যাণ্ডারসন প্রতিশোধ নিতে চায় এখন।'

'তাইতো মনে করছি' 'বলে উঠলো এলটিগনার, 'আমাকে একটু দেখতে হবে বৈকি।'

'কখন যাবে তুমি?' স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলো ওকে। সামান্য চুপ করে নিজেই আবার বলে উঠলো, 'তুমি আমার হয়ে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবে ওকে?'

'হুঁ, কি কথা?' জিজ্ঞেস করলো এলটিগনার। স্যাণ্ডারসন তাকালো ওর দিকে। বলে উঠলো তারপর স্থির চোখে, 'জুনের প্রথমদিকে যদি ম্যাকেঞ্জি মিটেনওয়াল্ডের সেই পাহাড়ী এলাকায় আর উলফ জেলের ভেতরে থাকে তাহলে সেই ভয়ংকর জীপটা চালাচ্ছিল কে? ওই শয়তানটার নামটাই আমি জানতে চাই।'

এলটিগনার স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো স্যাণ্ডারসন-এর দিকে।

হেলমুট উলফ

হয় এখনই আর নয়তো কখনই নয়। সুযোগ আর আসবেনা, হেলমুট উলফ মনে মনে ভাবলেন কথাটা। ওরা ওকে ল্যাংওয়াশারে নিয়ে চলেছে। লোকগুলোর চোখেমুখে একধরনের বিরক্তি, প্রত্যেকেই কঠিন চোখে তাকাচ্ছে। কারাগারে তাকে রাখা হয়েছে একজন নাৎসী বন্দী হিসেবে।

হেলমুট উলফ-এর পাশে যে মিলিটারী পুলিশটা বসেছিল সে ওকে নানা ধরনের কথা বলছিল। প্যারিসে থাকার সময় সতেরো থেকে সত্তর বছর বয়েসী কোনো মহিলাকেই যে ও শয্যাসঙ্গীনি করতে বাদ রাখেনি। তাও উল্লেখ করতে ভোলেনি।

ইতিমধ্যে গাড়ীর ভেতরে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাতদুটো তিনি এমন ভাবে দোলালেন যেন একজন বাঁ হাতি মানুষ একটা কুঠার ওপরে তুলছে। ওর মুঠোটা একরকম হঠাৎই ড্রাইভারের ঘাড়ের নীচে গিয়ে সজোরে আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার পড়ে গেল পাশে বসা সার্জেন্ট-এর কোলের ওপরে। কেউ চীৎকার করে ওঠার আগেই হেলমুট উলফ তার পাশে বসে থাকা পুলিশটার হাত থেকে দ্রুতবেগে ছিনিয়ে নিলেন রাইফেল। আর তারপরেই নিমেষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গাড়ীর পিছন থেকে রাস্তার ওপরে মুহূর্তে মাটিতে পরেই তিনি একটা হাঁটুতে ভর করে উঠে বসলেন সোজা হয়ে। বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল এবার। প্রথম গুলিটা ছুঁড়েই হেলমুট উলফ দ্রুতবেগে গড়িয়ে রাস্তার ধারে ঘাসের ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করলেন। ইতিমধ্যে জীপটা টালমাটাল হয়ে একদিকে হেলে পড়েছিল। একজন পুলিশ কোমর থেকে রিভলবার বের করার চেষ্টা করতেই হেলমুট উলফ-এর গুলি তাকে লক্ষ্য করে ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ নিস্তব্ধ প্রান্তর খানখান হয়ে গেল। হেলমুট উলফ এবারে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে হরিণের মতো দ্রুতবেগে ছুটতে আরম্ভ করলেন মাঠের ওপর দিয়ে। ওর লক্ষ্য তখন সামনের নদীটার দিকে।

বাঁ পা-টা জখম হওয়ার জন্যে হেলমুট উলফ-এর চলতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু কোনো বাধাই এই মুহূর্তে ওর কাছে তুচ্ছ। হঠাৎ ওর পেছন থেকে একটা চীৎকার ভেবে এলো। ছুটে গিয়ে তিনি রাস্তার এক প্রান্তে আত্মগোপন করলেন। সামনের দিকটা পরিস্কার ভাবেই দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। জীপটাকে লক্ষ্য করে গুলি করলেন একবার। একটা পুলিশ ওর আড়ালে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে পুরো জীপটা জ্বলে উঠলো।

সাঁকো অতিক্রম করে পৌঁছালেন একেবারে নদীর ওপরে। এরপর তিনি হাঁটতে লাগলেন সামনের দিকে। ঘটনাস্থলে ওর চোখের আড়াল হয়ে এলো অতঃপর। তিনি মিনিট দশেক এই জায়গাতেই বিশ্রাম নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই মুহূর্তে তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত। তার স্থির বিশ্বাস আর কেউ তাকে অনুসরণ করছে না।

এখন নুরেমবার্গ থেকে মিউনিখের দূরত্ব ঠিক কতোখানি তা অবশ্য তার ঠিক জানা নেই। তবে মোটামুটি দেড়শো কিলোমিটার হতে পারে এটাই তার মনে হলো।

হেলমুট উলফের দূর্ভাগ্যই বলা যেতে পারে। ওকে যখন ধরা হয়েছিল তখন ওদের মধ্যে কোনোরকম তাড়াহুড়োর লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। মিটেনল্যাণ্ড থেকে ওকে নিয়ে আসা হলো মিউনিখে। দু'জন মিলিটারী পুলিশ দুদিকে। হাতে তাদের মেসিনগান। মাঝখানে হ্যাণ্ডকাফ পরা অবস্থায় ও।

ওকে প্রথমেই নিয়ে আসা হলো একটা বড় বিল্ডিং-এর দোতলাতে। সেখানে দুজন অফিসার আর একজন ইন্টারপ্রেটার একটা টেবিলে পাশাপাশি বসেছিল। বাড়ীটা একটা বাগানের মধ্যে। গাছপালাও বেশ রয়েছে। কাছেই একটা নদী। ওটাকে নদী না বলে জলাশয় বলাই বোধহয় শ্রেয়। ঘরের জানালার ঠিক সামনে পরপর কয়েকটা চেয়ার রাখা। যে সিনিয়ার অফিসার সে একজন আমেরিকান মেজর। এর কাছ থেকে উলফ প্রথম জানতে পারলেন যে, তিনি এদের হাতে বন্দী।

'নাম?' মেজর নিস্পৃহ ভাবে জিজ্ঞাসা করলো ওকে। হেলমুট বললেন, 'আমার নাম হেলমুট উলফ। আমি সিক্রেট সার্ভিসের অফিসার।'

'আপনি কে তা আমাদের জানার প্রয়োজন নেই।' মেজর একইরকম ভাবে বলে উঠলো। মুখমণ্ডলে কোনোরকম অভিব্যক্তি নেই। এমন কি উলফের দিকে তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করলো না।

উলফকে রাখা হলো একটা ছোট্ট কুটীর ধরনের বাড়ীতে। পুরো বাড়ীটাই কাঠের তৈরী। ভেতরে তার জড়ানো একটা পেরিমিটার লাগানো রয়েছে। এরকম আরো চারটে কুঁড়ে ঘর রয়েছে। প্রত্যেকটাতেই অসংখ্য মিলিটারী পুলিশ পাহারারত। এখানে আসার পর হেলমুট উলফকে কয়েদীর পোষাক দেওয়া হলো। এই ঘরটার মধ্যে দুটো বিছানা। মাঝখানে একটা ফোল্ডিং টেবিল। প্রতিটি জানালাই পেরেক দিয়ে বন্ধ। তার ওপরে ভাল করে তার জড়ানো রয়েছে। বিছানায় একটা বালিশ নেই। কেবলমাত্র পাতলা একটা মাদুর ছাড়া আর কিছু ছিল না। এখানে কয়েকটা মামুলি প্রশ্ন করার পরে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো টাউন জেলে। সেখান থেকে আবার নিয়ে যাওয়া হলো ওবেরআরসেনস ইন্টারগেশান সেন্টারে। জুলাই-এর কোনো এক সময়ে অতঃপর তিনি গিয়ে পৌছোলেন ইংল্যাণ্ডে। সবসময়েই ওকে দুজন সামরিক পুলিশ পাহারা দিতো। এস্তানে চেলসা থেকে ওকে রাখা হল সাময়িকভাবে তৈরী একটা সেলে। পরে তিনি শুনেছিলেন এটা একটা স্কুল। এটা একটা বিশেষ ধরনের ক্যাম্প। এখানে তাদেরই রাখা হয় এবং বিশেষভাবে দেখা হয় যারা গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলে বা সমর্থন করে। ওখান থেকে ওকে পাঠালো পাহাড়ের কাছে অবস্থিত একটা ছোট্ট জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে। জায়গাটার নাম ল্যাটিমার।

ঘরের মধ্যে একটা খাট। একটা ফোল্ডিং টেবিল আর একটা চেয়ার রয়েছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে সিলিং-এর ওপর থেকে একটা বাল্ব ঝোলানো আছে। প্রথম দিন কাটলো। দ্বিতীয় দিনও নির্বিঘ্নে কাটলো। তৃতীয় দিন ওর কাছে একজন ব্রিটিশ সার্জেন্ট এসে হাজির হলো। হাতে একটা কাগজ আর পেনসিল। সেটা উলফের হাতে দিয়ে বলে উঠলো ও, সিক্রেট সার্ভিসে থাকাকালিন যাবতীয় তথ্য আর ওর কাজকর্মের খুঁটিনাটি বিবরণ যেন লিখে ফেলে।

প্রতিদিনই এইভাবে একটা করে পাতা তিনি লিখে যেতেন যাতে ওরা একটা অধ্যায় বলতো। সাতটা নাগাদ ফিটফাট হয়ে তিনি লিখতে আরম্ভ করতেন। এরপর সাড়ে আটটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট এসে হাজির হতো। শেষে বেলা তিনটে নাগাদ আবার ওই সার্জেন্ট এসে হাজির হতো। হেলমুট উলফকে বলতো ও যা লিখেছে সেটা দিয়ে দিতে। তিনি তাই করতেন। এরপর ওকে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হতো। সেখানে ও কি লিখেছে সে ব্যাপারে নানাধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো।

যারা ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতো তাদের মধ্যে কোনোদিন ব্রিটিশ কিংবা কোনো দিন আমেরিকন অফিসার থাকতো। আবার কোনো সময় উভয়েই থাকতো একসঙ্গে। ওরা কোনো সময়েই নিজেদের পরিচয় লুকোবার চেষ্টা করতো না।

আগষ্ট মাসে ওরা ওকে মোটামুটি কাগজ পড়ার অনুমতি দিলো। বেশ কিছু পরে উলফ কাগজ পড়েই জানতে পারলেন জার্মানী দু'ভাগ হয়ে গেছে। এছাড়া নুরেমবার্গ থার্ড রাইখ' এর নায়কদেরও বিচার পর্ব সমাধা হয়েছে। উলফ মনে মনে কিছুটা বিষণ্ণ বোধ করলেন খবরটা পড়ার পরে।

এরপরে অক্টোবরের প্রথমে উলফকে নিয়ে যাওয়া হলো নুরেমবার্গ-এ। ওখানে ওকে রাখা হলো একটা ক্যাম্পে। বেশ কিছু সময় কাটলো। বিশে নভেম্বর ইন্টারন্যাশানাল মিলিটারী থেকে ওব নামে একটা সমন পাঠানো হলো। এবারে ওর ট্রাইবুন্যালের সামনে উপস্থিত হবার পালা। তারপরই ঘটনাটা আচমকা ঘটে গেল। নুরেমবার্গ বন্দীশিবিরে জীপে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ওকে। বলা বাহুল্য, সুযোগটাকে খুবই বুদ্ধিমানো মতো কাজে লাগিয়ে জীপ থেকে পালালেন তিনি। ধরা পড়াটা যেমন দূর্ভাগ্য ছিল ওর তেমনই এই পালানোর সুযোগটাকে ওর সৌভাগ্যই বলা যায়।

শেষ পর্যন্ত তিনি এসে পৌছোলেন মিউনিখে। উলফকে দেখতে ভীষণ উসখো খুশকো লাগছিল। হন্যে হয়ে যারা খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের পক্ষে ভাবা একেবারেই অসম্ভব, যে, জীর্ণ পোশাকে দাড়ি গোঁফ ভর্তি এই মানুষটা মিউনিখের এই এলাকায় হেঁটে বেড়াচ্ছে, তিনিই স্বয়ং হেলমুট উলফ।

অক্টোবরের বিকেল। বাতাস হিমেল অনুভূতির স্পর্শ।

একটা তামাকের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। নাম্বারটা পড়লেন। জায়গাটা একেবারে নির্জনই বলা যায়। এখানে কোনোরকম প্রাণের চিহ্ন নেই। তিনি নেমপ্লেটটা দেখলেন ভাল করে। ওখানে ছোট্ট একটা কার্ড ঢোকানো আছে। নামটা পড়লেন তিনি। তারপর সেই নাম ধরেই ডাকলেন। নিজের নামটাও বললেন

গলা উচিয়ে। কিছুক্ষণ পরে দরজার প্যানেলটা সরে গিয়ে একজন উঁকি মারলো। ওয়াল্টার বলে একজনের নাম ধরে ডেকেছিলেন তিনি।' কিন্তু তার মনে হলো যে উঁকি মারলো সে ওয়াল্টার নয়। লোকটা বলে উঠলো, 'তুমি হেলমুট উলফ?'

উলফ এবারে বললেন, 'আমি কি ওয়াল্টারের সঙ্গে কথা বলছি।'

এবারে দরজাটা পুরোপুরি ভাবে খুলে গেল। ভেতরে ঢুকলেন হেলমুট উলফ। মনে হলো ওর কপালে একটা রিভলবারের নল ঠেকানো আছে। উলফ আবার বললেন, 'ওয়াল্টার?'

'তুমি উলফ, তোমার কি হয়েছিল?'

'সে অনেক কাণ্ড।'

বললেন উলফ। এরপর ওয়াল্টার ওকে সামনের চেয়ারে বসতে বললো। তারপর একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগলো। শেষে ও নিজেই বললো, 'অনেক কিছু বদলে গেছে। বুঝতে পারছি না কোথা থেকে শুরু করবো।' উলফ মৃদু হেসে বললেন, 'এক কজা করো ওয়াল্টার, তুমি একেবারে প্রথম থেকেই আরম্ভ করো, আমাদের হাতে এখন অনেক সময় আছে।'

একসময়ে তিনি এসে পৌঁছোলেন টাউন হলের সামনে। এখানে তিনি দেখা করতে মনস্থ করলেন জেরহার্ড এলসনারের সঙ্গে। এখানে তিনি রেজিস্ট্রারের কাজ করেন। ক্লার্ক ওকে রেজিস্ট্রারের অফিসটা দেখিয়ে দিলো। সেখানেই গিয়ে হাজির হলেন তিনি। টেবিলের ওপাশেই একজন সুন্দরী জার্মান যুবতী বসেছিল, তাকে বললেন তিনি। যুবতী উলফকে বসিয়ে রেখে ভেতরে গেল, কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে এসে উলফকে ইশারা করে ভেতরে যেতে বললো। এলসনার ডেস্কেই বসেছিল। ওকে দেখে বলে উঠলো হেসে, 'আরে বার্গম্যান? কি ব্যাপার? তুমি কি..........?'

'আমি.......।'

সামান্য থেমে পরক্ষণেই বলে উঠলে হেলমুট উলফ, 'আমি তোমার জন্যে একটা চিঠি এনেছি।' বলে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে দিলেন ওর হাতে। বললেন, 'মিউনিখ থেকে।'

চিঠিটা ওয়াল্টার হেগানই ওকে দিতে বলেছিল। চিঠিটা পড়া শেষ করে একটা পাইপ ধরালো এলসনার।

'তাহলে সুইজারল্যাণ্ড, কি তাইতো?'

'হুঁ, জিজ্ঞেস করলেন উলফ, 'আমি সুইজারল্যাণ্ড কিভাবে যাবো?'

থেমে নিজেই আবার বললেন, 'পুরোনো রুটে?'

'হ্যাঁ, 'বলে উঠলো এলসনার আবার, 'ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেই ওটা ঠিক করা হবে।'

বলে ও উঠে হের নিউম্যানের সঙ্গে দেখা করতে গেল। উলফ বসে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরলো এলসনার। উলফ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার? কাগজপত্র সব রেকর্ড হয়ে গেছে?'

'এখনই হয়ে যাবে।'

জবাব দিলো এলসনার। এবারে উলফ বললো, 'শোনো, আমার কিন্তু আর একটা জিনিষ দরকার।'

'কি?' জিজ্ঞেস করলো এলসনার। উলফ ওর দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'একটা রিভলবার।'

কথাটা শোনমাত্রই চমকে উঠলো এলসনার। রিভলবার যে যোগাড় করে দেওয়া সম্ভব নয় সেটা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলো। উলফ এবারে গম্ভীর মুখে বললো, 'আমি জানি না। তোমাকে যেমন করে হোক আমাকে একটা রিভলবার যোগাড় করে দিতে হবে।'

'আমার পক্ষে রিভলবার যোগাড় করা অসম্ভব।'

এবারে হেলমুট উলফ নিজের প্রকৃত পরিচয় দিলেন। শুনে এলসনার বেশ ঘাবড়ে গিয়ে তাকালো ওর দিকে। দু'চোখে একটা আতঙ্কের রেশ। বললো, 'আমি তোমাকে চিনতে পারি নি।'

বলে ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করে দিলো ওর হাতে। সেটায় হেলমুট উলফ অর্থাৎ ওর সম্পর্ক দীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া আছে। ওকে ধরাার জন্যে পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে। উলফ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ' কোথা থেকে এটা এসেছে।' এলসনার জবাব দিলো, 'দেখছো তো পার্সেল করে পাঠানো হয়েছে। আমেরিকানরা

পাঠিয়েছে। কয়েকদিন আগেই পেয়েছি। দেখো, ওতে লেখাও আছে নুরেমবার্গ-এর কাছে পুলিশের হেফাজত থেকে তুমি পালিয়েছো।'

'ঠিক আছে, তুমি আবার ঠিক চারটে নাগাদ এসো। তোমার সবকিছু পেয়ে যাবে।'

থেমে আবার বললেন, 'অবশ্যই পেয়ে যাবে জোহান ফিণ্ডলার।'

'কি বললে?'

এলসনার বললো 'বললাম তোমার নুতুন নাম জোহান ফিন্ডলার।'

হেলমুট উলফ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন ওর দিকে কিছুক্ষণ। তারপর বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

অ্যান্টনী স্যাণ্ডারসন

শনিবার ছাব্বিশে জানুয়ারী উনিশশো ছেচল্লিশ। মেজর মার্টিন ব্ল্যাক আর ক্রিষ্টিনা ক্রেইন্ট বরাবরের মতো গারমিশখ ত্যাগ করলেন। ওয়াল্ডওয়েগে ওদের যে ভিলা ছিল সেটাও ছেড়ে দিলেন তারা।

মার্টিনের জায়গায় মিলিটারী গভর্নর হিসেবে এলেন কর্ণেল রিচার্ড নর্ডেন। ভদ্রলোক লম্বাটে, চুলের রং ধূসর। প্রকৃতই সৈনিকের মতো দেখতে। কাজকর্ম বুঝে নেবার দিন দশেক পরে কর্ণেল নর্ডেন সমস্ত অফিসারদের ডেকে পাঠালেন।

বলাবাহুল্য ওখানে স্যাণ্ডারসনও ছিল। ও একবার তাকিয়ে দেখলো এলটিগনার-এর দিকে। উভয়ের দৃষ্টিতেই একটা কৌতূকভাব। কর্নেল নর্ডেন এখানে সব মিত্র দেশের গুপ্তচর বাহিনীর কাছে কিভাবে সাহায্য পান সেটাই কৌতূহলের বিষয়। কর্নেল নর্ডেন একটানা বলে গেলেন। ওরা সবাই শুনছিল। স্যাণ্ডারসনও কর্নেলের কথা মন দিয়ে শুনছিল। বক্তৃতার শেষে কর্নেল নর্ডেন বললেন, 'আশা করি সবাই আমার কথা শুনলেন। এবারে আমি প্রত্যেককে এক এক করে আমার অফিসে ইন্টারভিউ করবো। আপনারা বসুন। আমি একটু তৈরী হয়ে নিই। আমার সার্জেন্ট একে একে আপনাদের আমার অফিসে ডাকবে।'

ওর কথা শোনার পরে হলের মধ্যেই মৃদু গুঞ্জন উঠলো। প্রত্যেকেই বেশ সাবধানী হয়ে উঠেছে। নর্ডেন যে প্রত্যেকেরই খবরাখবর রাখার জন্যে উদগ্রীব এতে তারা অনেকেই অবাক। উপস্থিত সকলের কেউই ঠিকমতো প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে পারছিল না। বক্তব্য শেষ করে নর্ডেন মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অনেকের কাছেই তার হাসিটা অত্যন্ত ক্রুর বলে মনে হলো।

স্যাণ্ডারসন-এর মধ্যে একধরনের অদ্ভুত একটা অনুভূতি এলো, ওর মনে হলো সবাই যেন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এরপরেই বসে পড়লো স্যাণ্ডারসন। এলটিগনার তার স্থূলকায় শরীরটা নিয়ে চেয়ারে একবার পাশ ফিরলো। তারপর স্যাণ্ডারসন-এর উদ্দেশ্যে বললো, 'কি ব্যাপার বলোতো স্যাণ্ডারসন? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন ভূত দেখছো?'

—'হুঁ, দীর্ঘশ্বাস ফেললো স্যাণ্ডারসন। ওর কাছে কয়েকটা ছবি ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে আসছে। হাউসম্যান আর উলফ। এছাড়া উলফ আর ক্রেইষ্ট এবং মেজর মার্টিন ব্ল্যাক। আঞ্চলিক মিলিটারী গভর্নর, ব্ল্যাক আর ওর টাউন মেজর। এভাবেই সবকিছু ঠিকঠাক হয়েছে। লুঠের জায়গাটা জার্ম্মানরাই দেখিয়ে দিয়েছে। আর তারপর ওরাই আবার অন্যদেরও বলেছে। অর্থাৎ ডাবলক্রস বলা যায়। কিন্তু ক্রিষ্টিনা ক্রেইন্ট? মার্টিন ব্ল্যাক-এর চৌর্য্যকর্ম্মের সময় ও দাঁড়িয়ে কি দেখছিল? আসলে সবটাই অর্থের ব্যাপার। এতোক্ষণে বোধগম্য হলো তার। অবশ্য সম্পূর্ণ উত্তর না পাওয়া কিছুতেই যাবে না। ও এটাই বিশ্বাস করে, এমন কি ওর ধারণা কর্ণেল নর্ডনই এটাই বিশ্বাস করে, মার্টিন ব্ল্যাক এই মুহূর্তে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ওর নাগাল পাওয়া অসম্ভব। এখন ওর নিজের সরে যাওয়াটা নিজের হাতেই রয়েছে। কেউ কি সোনা চুরি সংক্রান্ত ব্যাপারে ওর কোনোরকম যোগাযোগ প্রমাণ করতে পারবে।

স্যাণ্ডারসন আরো ভাবলো যে, এর সঙ্গে হেলমুট উলফের যোগসাজস থাকাটাও অসম্ভব নয়।

হেলমুট উলফের সঙ্গে শেষ সূত্র হচ্ছে ক্রিষ্টিনা ক্রেইষ্ট। এবারে এলটিগনার বললো, 'কর্ণেল নর্ডন অপেক্ষা করছে।'

বলে দরজার দিকে তাকালো একবার। স্যাণ্ডারসন বললো, 'ওকে আসতে বলো।'

বলে নিজেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

'ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক সংযমী এবং নিস্পৃহ স্বভাবের। কিন্তু এর পুরোটাই কৃত্রিম। ওর মধ্যে আবেগের পরিমাণ যথেষ্টই। এক ধরনের হীনমন্যতাবোধ ওকে কিছুটা ওইরকম করে দিয়েছিল। খানিকটা মানসিক রোগীর মতো। মানসিক এই বিকৃতির ফলে ওর আচরণ অনেকটা সমাজবিরোধীদের মতো হিংস্র প্রকৃতির।

এই ধরণের লোকেরা আপাত শান্ত প্রকৃতির থাকে। ক্যাপটেন ব্ল্যাক স্বভাবত ভাবে অবশ্য হিংস্র প্রকৃতির নন। কিন্তু কোনোরকম হিংসাত্মক ঘটনা ঘটালে তার কোনোরকম অনুভূতি হয় না। একরকম নিস্পৃহভাবেই কাজটা সারতেপারেন তিনি। এমনকি অনায়াসেই কাউকে খুন করতেও অসুবিধা হয় না। এরজন্যে নিজেকে বিন্দুমাত্র অপরাধীও ভাবেন না। একেবারে নির্লিপ্তভাবে কাজ করে যান।

অবশ্য ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক-এর মানসিক বিকৃতির চিকিৎসা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাতে অবশ্য তার কাজের ক্ষমতা কমবে না। কাজের প্রতি তার ভালবাসা তাকে একজন শ্রেণীর প্রশাসক তৈরী করেছে।

দূরদর্শী মানুষের চরিত্র এমনই যে, অন্যকে তার বোঝার ক্ষমতা প্রচুর। স্যাণ্ডারসনও তার সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে বুঝতে পেরেছিল যে, মার্টিন ব্ল্যাক তাকে খুন করার চেষ্টায় ছিল। দু'রকমের সম্ভাবনা ছিল বলা যায়। প্রথমত তাকে আর বেনটনকে যেমন করে হোক খুন করা আর দ্বিতীয়তঃ যেমন করে হোক তাকে সরিয়ে দেওয়া। স্যাণ্ডারসন-এর মনে প্রথম ভাবনাটাই উঁকি মারলো। এখন তাহলে ওর কর্তব্য হলো, মার্টিন ব্ল্যাক যদি ওকে কোনোরকম বিরক্ত না করে তাহলে ও নিজেও আপাততঃ কিছু করবে না।

স্যাণ্ডারসন-এর অবশ্য মার্টিন ব্ল্যাককে প্রয়োজন একটামাত্র কারণে। তাহলো হেলমুট উলফের সঙ্গে ওর সম্পর্ক। উলফের সঙ্গে দুটি লোকের যোগাযোগ এখনো রয়েছে। প্রথম জন মার্টিন ব্ল্যাক আর দ্বিতীয় জন ক্রিষ্টিনা ক্লেইষ্ট। হেলমুট উলফ সংক্রান্ত নানারকম খবরাখবর ও গত একমাস ধরে নিয়ে এসেছে।

দ্বিতীয়বার আওয়াজ হতেই দরজা খুললো মহিলাটি। সামনে যে পুরুষটি দাঁড়িয়েছিল তাকে ও প্রথমটায় চিনতে পারলো না। পুরুষটিই নিজের নাম বলে পরিচয় জানালো ওকে। মৃদু হেসে এবারে মহিলাটি ওকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। বসার ঘরটা বেশ বড়ো আকারের। খোলামেলা পরিবেশ। জানালার খড়খড়ি বেয়ে সূর্য্যের আলো ভেতরে সে পৌছাচ্ছিল। ঘরের মধ্যে মহিলাটি বসালো সেই পুরুষটিকে। কফি খাওয়ার প্রস্তাব দিলো। কিন্তু পুরষটি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করলো। এবারে মহিলাটি একটা আর্মচেয়ারে পুরুষটির মুখোমুখি বসে তাকালো ওর দিকে। মহিলাটির মাথার চুল একটা স্কার্ফ দিয়ে বাঁধা। এই মুহূর্তে ওর কোনোরকম মেকআপ ছিল না। ঠিক তখনই স্যাণ্ডারসন-এর মনে হলো পলা হান প্রকৃতই সুন্দরী। জার্মানদের আর পাচটা নারীর মতো পলা হানও ছিপছিপে। এখানকার মহিলাদের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক।

পলা মৃদু হেসে বললো, 'আমি তো তোমাকে আগেই যা বলার বলেছি ক্যাপ্টেন। আমার মনে হয় না এরপরেও অতিরিক্ত কিছু বলতে পারবো।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পলা আবার বললো, 'অসংখ্য বার আমি এসব কথা বলছি।'

'তা আমি জানি। কিন্তু আমি যেটা জানতে চাইছি তাহলে, এমন কিছু কথা যা ক্রিষ্টিনা ক্লেইন্ট তোমাকে বলেছিল এবং তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'তুমি কি এখনো ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছো? মানে বার্গম্যান?'

'আমার বিচারে লোকটা শয়তান। খুবই ক্ষতিকর।'

'হুঁ, গম্ভীর হয়ে গেল পলা। বললো, আবার, 'বুঝেছি' বলে সামান্য চুপ করে আবার জিজ্ঞেস করলো পলা, 'ওদের মধ্যে অনেকই তো ক্ষতিকর। কিন্তু তুমি বিশেষভাবে একেই খুঁজছে কেন?'

'জানি না কেন?' বলে উঠলো। স্যাণ্ডারসন। এমন কি ওকে ডাচ সীমান্ত কিংবা গেস্টাপো হেডকোয়ার্টারের কথাও বললো। প্রসঙ্গক্রমে জোনাথন লয়েডের কথাও তুললো। ইতিমধ্যে পলা ওর মনের মধ্যে কিছুটা অনুরণন

তুলেছে। ইতিমধ্যে কথা বলতে বলতে কখন যে পাহাড়ের কোলে মুখ সূর্য লুকিয়েছে তা ওরা খেয়ালই করেনি। দূরে উপত্যকা জুড়ে ক্ষীণ আলোর রেখা। দুজনে অনেকক্ষণ ধরে বসে রইলো। স্যাণ্ডারসন বলছিল। পলা শুনছিল একমনে। মাঝে মধ্যে এক আধঘন্টা মন্তব্য করা ছাড়া বেশীর ভাগ সময়েই পলা নিশ্চুপ ছিল।

স্যাণ্ডারসন-এর বলার পরে মিষ্টিস্বরে বলে উঠলো, পলা, 'এবার আমি কিছুটা বুঝতে পেরেছি।'

বলে চেয়ার থেকে উঠে চলে গেল রান্নাঘরে। স্যাণ্ডারসন এঘর থেকে বাসনপত্রের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। নানা রকম ভাবনা ওর মনের মধ্যে উঁকি মারছিল। জীবনের আসল অর্থ ঠিক কোন জায়গায় সেটাই ভাবছিল ও। এই যে জ্যোৎস্নালোকিত রাতে এক সুন্দরী নারীর সান্নিধ্যে এলো এও একটা জীবন। চেয়ার থেকে স্যাণ্ডারসন রান্নাঘরের দিকে এগোলো। একেবারে গিয়ে দাঁড়ালো দরজার সামনে। পলা মৃদু হাসলো ওকে দেখে। স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলো 'পলা, তুমি তোমার আমেরিকান বন্ধুকে ইদানীং কালে দেখেছো?'

—'না।' বলে উঠলো পলা আবার, 'আমি ওকে অনেকদূর পাঠিয়ে দিয়েছি।'

স্যাণ্ডারসন-এর কারণটা জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। এটা তার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো। কিন্তু কেমন ভাবে জিজ্ঞেস করবে সেটাই বুঝে উঠতে পারছিল না। স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলো আবার, 'তোমাকে এখন কে দেখাশোনা করে।'

পলা প্রথমে ওর দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকালো। মুখের অভিব্যক্তিকে অনেকটা বিব্রত ভাব। বললো ও, 'আমি নিজেই নিজের দেখাশোনা করি।'

সামান্য থেমে বলে উঠলো পলা আবার, 'ক্যাপ্টেন, আমরা নারী সবাই কিন্তু বেশ্যা নই।'

স্যাণ্ডারসন [illegible] জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা পলা, তুমি কি কখনও নাৎসী দলের সদস্য ছিলে?'

'হ্যাঁ, 'জবাবে বললো ও। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর আবার বলে উঠলো, 'তার মানে এই নয় যে, ইউনিফর্ম পরে আমাকে নুরেমবার্গে যেতে হয়েছিল। অনেকেই তা করেনি।'

'আমি ঠিক তা বলতেও চাইনি।' বলে উঠলো স্যাণ্ডারসন।

'তা আমি জানি।' বলে উঠলো পলা স্যাণ্ডারসন-এর দিকে তাকিয়ে, 'কিন্তু তুমি ব্যাপারটা ভুলে যাওনি। নাৎসী হতে গেলে যে সবসময় 'হের হিটলার' বলে আওয়াজ তুলতে হতো তা কিন্তু নয়। এটাই অবশ্য বেশীরভাগ ব্রিটিশ আর মার্কিনীদের ধারণা। ওদের আসল সত্যটা জানার কোনো আগ্রহ কোনো কালেই নেই।'

'কিন্তু প্রকৃত সত্যটা কি পলা? জিজ্ঞেস করলো স্যাণ্ডারসন। পলা জবাবে বললো, 'তোমার যদি চাকরী বাঁচাতে হয় তাহলে তোমাকে পার্টিতে যোগ দিতেই হবে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পলা আবার বললে, 'সে কারণেই আমলা, শি[illegible]ক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার সব মানুষ নাৎসী পার্টিতে যোগ দিয়েছিল।'

'কিন্তু তুমি তো প্রত্যাখ্যান করতে পারতে?' জিজ্ঞেস করলো স্যাণ্ডারসন। জবাবে বললো পলা, 'প্রথম উত্তর হলো, 'হ্যাঁ' আর দ্বিতীয় উত্তরে হলো 'না', কারণ তাহলে আমাকে নানাধরনের সমস্যায় পড়তে হতো। পার্টিতে গেলেই যদি সমস্যা মিটে যায় তাহলে না যাবার কোনো কারণ থাকতে পারে না।'

পলার কথায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লো স্যাণ্ডারসন। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে ক্রিষ্টিনা ক্রেইন্টের সম্পর্কে কিছু বলতে পারো?'

'আমি ওর ব্যাপারে তেমন কিছু জানি না। কারণ বেশীর ভাগ সময়েই উনি ঘরের মধ্যেই থাকতেন।'

'তুমি বলেছিলে একবার যে, উলফ তোমাকে ক্রিষ্টিনার আত্মীয় হিসেবে বলেছিল। কিন্তু কেন বলেছিল তা জানো?'

'না, আমি ও ব্যাপারে কিছুই জিজ্ঞেস করি নি। ব্যাপারটাকে আমি তেমন গুরুত্ব দিই নি। ক্রিষ্টিনা অবশ্য আমাকে 'অ্যান্টি বলে ডাকতো।'

'আমি কি তোমাকে বলবো যে কেন ওরা তোমাকে এটা বলেছিল?'

'হ্যা।'

'হেলমুট উলফ ব্ল্যাকের কাছে সন্দেহের উর্দ্ধে থাকতে চেয়েছিল। ও যদি তোমাকে 'অ্যান্টি বলে ডাকে তাহলে ব্ল্যাক আর ওর অতীতের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। ও কোথা থেকে এসেছিল ভেবে দেখ।'

'এটাও কি তুমিই জানো?'

'না।' বলে উঠলো স্যাণ্ডারসন, 'তবে আমার বিশ্বাস উলফই এটার ব্যবস্থা করেছিল যাতে ক্রিষ্টিনা আর ব্ল্যাক পরস্পরের প্রেমিক-প্রেমিকা হয়ে উঠতে পারে।'

ওর কথার পলা হান সজোরে হেসে উঠলো। কন্ঠস্বরে রসিকতার মেজাজ। বললো 'ক্যাপ্টেন, তুমি যেন আবার এরকম ব্যবস্থা করে বোসো না।'

'কোনো মানুষই ঠিক এরকম ব্যবস্থা করতে পারে না।'

'কিন্তু একজন নারী অনায়াসেই পারে, কোনো পুরুষ নয়।'

'একজন নারী যদি কোনো পুরুষকে মরিয়া হয়ে প্রেমিক হিসেবে পেতে চায় তাহলে তা পারে, তাই না?'

'এটা পুরুষটির ওপরে নির্ভর করবে।' বলে উঠলো পলা, 'বেশীর ভাগ পুরুষই নারীর কাছ থেকে সাড়া পেলে এগিয়ে যায়। বিশেষ করে সে যদি আবার জার্মান মহিলা হয়।'

বলে পলা আবার মিষ্টি করে হেসে উঠলো। স্যাণ্ডারসন বললো, 'কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা ছাড়া এরকম ঘনিষ্টতা বেশিদিন টেকে না।'

বলে পলা এমনভাবে ঘাড়টা নাড়ালো যাতে ওকে একটা বাচ্চা মেয়ের মতো দেখালো, মিথ্যে কথা বলে মেয়ে যেমন মাকে লুকোয় পলাকে দেখেও স্যাণ্ডারসন-এর ঠিক সেটাই মনে হলো। এবারে স্যাণ্ডারসন সোজাসুজি ওর দিকে তাকিয়ে বললো, 'নাও তোমার কোটটা ভাল করে পরে নাও। কোনোরকম প্রশ্ন করার চেষ্টা করো না।'

'ঠিক আছে,' পলার চোখ দুটো নাচছিল। এরপরে মৃদু হেসে পলা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। স্যাণ্ডারসন এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে। সামনেই একটা আয়না। তাতে নিজের মুখটা দেখলো একবার। নিজের মনেই এমনভাবে হেসে উঠলো যা অস্বাভাবিক, কিছুটা বোকা বোকা লাগছিল ওকে।

পরের সপ্তাহটা স্যাণ্ডারসন কাটালো গারমিশখ্এ এক ফটোগ্রাফারের সঙ্গে। তার পরের সপ্তাহটাও তাই। ফটোগ্রাফারটি একজন কর্পোরাল। অসামরিক কতো অনুষ্ঠান হয় স্থানীয় এলাকাগুলোতে সেসবেরই ছবি তোলেন তিনি। অন্ততঃ গোটা চারেক খবরের কাগজের সঙ্গে যুক্ত। এরমধ্যে 'মিউনিখ ডেইলি' প্রধান। এর ফাইলে মার্টিন ব্ল্যাক-এর অনেক ছবি আছে যার বেশীর ভাগটাই তখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত। মার্টিন ব্ল্যাক যে সমস্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেছিলেন সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের ছবি। কোনোটা সুইমিং পুল উদ্বোধনের ছবি আবার কোনোটা স্কুলবাড়ী উদ্বোধনের ছবি। ভদ্রলোকের নাম মাষ্টারটন। তিনি ক্রিষ্টিনা ক্রেইষ্টকেও চেনেন। স্যাণ্ডারসন ভালকরে ওর ফাইলগুলো দেখলো, হঠাৎ একটা ছবিতে একজনকে দেখে স্যাণ্ডারসনের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। স্থানীয় একটা স্কুলের স্পোর্টস উপলক্ষে সমবেত হয়ে ছিলো অনেকেই। মার্টিন ব্ল্যাকও ছিলেন। সেই বিশেষ ব্যাক্তিটি মার্টিন ব্ল্যাক-এর ডান দিকে বসেছিলো। ঝুঁকে যেন কিছু বলছিলো ওকে। পরণে সাধারণ পোষাক। চোখে মুখে একটা আনন্দের অভিব্যক্তি। মার্টিন ব্ল্যাক-এর আর এক পাশে বসেছিলো ক্রিষ্টিনা ক্রেইষ্ট। পরণে ধপধপে সাদা পোশাক।

কর্পোরাল ছবিটা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ওকে এনলার্জ করে দিলেন। স্যাণ্ডারসন কয়েকটা ছবি নিয়ে সোজা বার্লিণে ডকুমেন্ট সেন্টারে পাঠিয়ে দিলো।

এরপর অপেক্ষার পালা। ঠিক পাঁচদিনের মাথায় উত্তর এলো। স্যাণ্ডারসনের নিজস্ব ভাবনা মিলিয়ে গেল এবার। অবাঞ্ছিত সব কাজকর্ম্মের সঙ্গে স্বয়ং মার্টিন ব্ল্যাক বরাবর জড়িয়ে আছেন।

ব্যাপারটা জানামাত্রই চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো স্যাণ্ডারসনের। যে রাতে খবরটা পেলো ও ঠিক সেই রাতেই ও মিটেনওয়াল্ডে গিয়ে পলা হানের সঙ্গে দেখা করলো। কয়েকটা সন্ধ্যে কাটলো ওর সঙ্গে। এদিকে এলটিগনার তখন ওখানে ছিলোনা। এরপর ওরা কয়েকটা খবরের জন্যে ঘোরাঘুরি করলো কয়েকটি জায়গায়।

মার্টিন ব্ল্যাক-এর একজন পার্টনার নাকি সুইজারল্যাণ্ডে। সেৎরাই তদন্তে এলটিগনার গেছে।

বার্ণেতে পৌঁছে একটা ছোটো হোটেলের ঘর বুক করলো স্যাণ্ডারসন। হোটেলের সামনে দিয়ে সরু একফালি কাঁকড় বিছানো চলে গেছে। জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। স্যাণ্ডারসনের খুবই ভালো লাগলো। কিছুটা দূরে কয়েকটা বই-এর দোকান। এ ছাড়া কিছু অন্যান্য দোকানও আছে। স্যাণ্ডারসনের ঠিক এই মুহূর্তে পলাকে পাবার জন্যে খুবই ইচ্ছে হচ্ছিলো। হোটেলটা এমনিতে খুবই ছোটো। কিন্তু চারদিকে পরিস্কার। সব জায়গাতেই একটা ঘরোয়া মেজাজ। স্যাণ্ডারসন পালার একটা পিকচার পোষ্টকার্ড এনেছিলো। সেটা এখনও পর্যন্ত নিজের কাছেই রেখে দিয়েছে।

লোকের ধার বেয়ে এলটিগনার-এর গাড়ীটা এগোচ্ছিলো। বেশ খানিকটা আসার পরে গাড়ীটা থামলো। চালকের আসনে এলটিগনারই ছিলো। লোকের ঠিক মাঝখানে উঁচু একটা জায়গা। খুবই চমৎকার লাগছিলো। কিছুটা দূরেই একটা কফি কর্ণার। মাঝে মধ্যে বেশ জোরে বাতাস বইছিলো। অনেকটা রাইফেলের শব্দের মতো।

এলটিগনার বলে উঠলো, 'মনে হচ্ছে আমরা ম্যাকেঞ্জিকে খুঁজে পেয়েছি। তবে মৃত অবস্থায়।'

নিরুদিষ্ট কাউকে খুঁজে পাবার ক্ষেত্রে কয়েকটা বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে। বলে উঠলো ও। প্রথমতঃ এমন কেউ যদি নিরুদ্দেশ হয় যে বুদ্ধিমান এবং তখনো পর্যন্ত জীবিত, তাকে খুঁজতে অর্থ, সময় এবং সুযোগ সবগুলোই প্রচুর পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। এর ওপরে খুঁজে পেতে গেলে অবশ্যই ভাগ্য থাকা দরকার। তবেই ব্যাপারটা সম্ভব। এলটিগনার-এর অবশ্য এর কোনোটাই নেই। তবে ওর একটা গুণ আছে। তাহলো জেদ। একজন ইনভেস্টিগেটরের পক্ষে যা অবশ্যই প্রয়োজন। নানাভাবে এলটিগনার বিভিন্ন পুলিশ ডিপার্টমেন্টে মধ্য বয়সী জীবিত এবং মৃত পুরুষের [illegible] খবর নিয়েছে। প্রত্যেকটি কাগজপত্র ভালোভাবে যাচাই করে দেখেছে। শেষপর্যন্ত নভেম্বর মাস নাগাদ একজন মধ্যবয়সী ব্যক্তিকে জুরিখের কাছাকাছি একটা জায়গায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো। অচেনা সেই ব্যক্তিকে ভোঁতা একটা অস্ত্র দিয়ে এমন ভাবে আঘাত করা হয়েছে যাতে ওর মুখটা একেবারে চেনার উপায় ছিলো না। এলটিগনার স্থানীয় হেডকোয়ার্টারে গিয়ে ওর অটোপসি রিপোর্টটা পড়লো। ওয়াশিংটনে রাখা ম্যাকেঞ্জির মেডিক্যাল রিপোর্টের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলো, 'আবার মার্টিন ব্ল্যাক?'

এলটিগনার বলে উঠলো জবাবে, 'হতে পারে।'

পরের দিনই স্যাণ্ডারসন ভিটজনাউতে গিয়ে হাজির হলো। বাড়ীর মালিক ফ্রেইডা গেলি ওকে জানালো যে, মার্টিন ব্ল্যাক এবং তার স্ত্রী এখান থেকে চলে গেছে। ভদ্রমহিলা ছোটোখাটো গোলগাল চেহারার। বেশ হাসিখুশী স্বভাবের। বললো, 'মিসেস মার্টিন ব্ল্যাক ওর কাছে এসে ছ'মাসের ভাড়া বাবদ অগ্রিম দিয়েছিলো।। তারপর বলেছিলো, ওরা ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছে। কতোদিন থাকবো তা ব[illegible] সম্ভব নয়। যদি দেরী হয় তাহলে জানাবো এবং অগ্রিম বাবদ আরো দেবো। স্যাণ্ডারসন মন দিয়ে শুনলো সব। তারপর বললো, 'ফ্রাউ গ্যালি, আমার ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি যা জিজ্ঞেস করছি তুমি ভেবে উত্তর দেবে।'

'বলো?'

'ওদের চলে যাবার আগে ওদের সঙ্গে কি কোনো ব্যাক্তি দেখা করতে এসেছিলো?'

'মনে তো পড়ছে না। তবে মনে হচ্ছে আসেনি।' বললো গ্যালি।

সামান্য থেমে ভাবলো খাণিকক্ষণ। বললো আবার, 'ওদের কাছে অবশ্য মাঝে মধ্যে লোকেরা আসতো, তবে গ্রাম থেকে একজন প্রায়ই আসা যাওয়া করতো।'

'আচ্ছা যারা সবাই আসতো তাদের কাছে কি অনেক লাগেজ, সুটকেশ এসব থাকতো?'

স্যাণ্ডারসনের প্রশ্নের জবাবে বলে উঠলো গ্যালি, 'তা ঠিক জানি না। অতো দেখিনি। ওদের কাছে যারা আসা যাওয়া করে এসব দেখেই বা আমার কি লাভ? তবে ওরা আসবে তো বলে গেছে।'

'ঠিক আছে, তোমার টেলিফোনটা একবার ব্যবহার করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

ভেততের গিয়ে স্যাণ্ডারসন গ্রেইডা গ্যালির টেলিফোনটা নিয়ে ডায়াল করতে আরম্ভ করলো। লক্ষ্য বার্ণেতে

পিটার ওপ্রেটের সঙ্গে যোগাযোগ করা। কিন্তু ওর মনের মধ্যে তখন অন্য রকম ভাবনা খেলা করছিলো। মার্টিন ব্ল্যাক খুবই সুচতুর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটাই ও ছিড়ে দিয়েছে। এখন ফরেন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাহায্য ছাড়া ওকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। ব্যাপারটা খুব ঠাণ্ডা মাথার কাজ। ভিট্জনাউতে মার্টিন ব্ল্যাক-এর ফিরে আসা অসম্ভব। বলে গেলেও ওরা আর এখানে আসছে না। ওরা যে ঘরে ছিলো সেখানেও কোনোরকম সূত্র পাওয়া অসম্ভব।

সবকিছু ভেবে চিন্তে স্যাণ্ডারসন দ্রুত বার্ণেতে ফিরে এলো। এই সময়টা পিটার ওপ্রেটকে ও নির্দেশ দিলো সুইজারল্যাণ্ডের বাইরের সীমানাগুলো যেন ও ভালোভাবে চেক করে। বিশেষ করে ক্রসিংগুলোতে। আগস্টের ছাব্বিশ তারিখে মার্টিন মার্টিন ব্ল্যাক এবং ওর স্ত্রী সীমান্তের ক্রশিং দিয়ে ফ্রান্সে গেছে।

'সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যজনক।' বলে উঠলো স্যাণ্ডারসন। ওকে ভীষণ অস্থির দেখাচ্ছিলো। পিটার ওপ্রেটের ছোট্ট অফিস ঘরটায় ও পায়চারী করে যাচ্ছিলো নিজের মনে। দেখে মনে হচ্ছিলো যেন একটা খাঁচায় আটকে রাখা বাঘ।

'আমিতো ঠিক বুঝতে পারছি না যে, ফ্রান্সে ও কেন যাবে?' বলে উঠলো স্যাণ্ডারসন। ওপ্রেট একটু অবাক হয়েই বলে উঠলো, 'তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সে জন্যে তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।' বলে উঠলো স্যাণ্ডারসন আবার, শেষ সময়ে মার্টিন ব্ল্যাক এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছে! এছাড়া ওর আর অন্য কোনো উপায় ছিলো না।

হেলমুট উলফ

ভিট্জনাউতে এসে হেলমুট একটা হোটেলে থাকতে মনস্থঃ করলো। এখানে অবশ্য ওকে একা কাটাতে হলো না। একজন মহিলা সঙ্গীও জুটে গেলো। ভদ্রমহিলা একজন টুরিস্ট। দেখতেও সুন্দরী। লুকার্ণে জায়গাটা হেলমুটের বেশ ভালোই লেগে গেলো।

প্রতি মঙ্গলবার ক্রিস্টিনা ক্লেইন্ট লুকার্ণেতে কেনাকাটার জন্যে আসতো।। ওর সঙ্গে এই সময়েই যোগাযোগ করে অর্থ দিতো ওকে। উদ্দেশ্য রিপোর্ট করা। ব্যাপারটা অবশ্য সময়ের প্রশ্ন। ক্রিস্টনার বক্তব্য মার্টিনের কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা জেনে তবেই এগোনো যাবে।

সময়ের অপেক্ষা করছিলো ক্রিস্টিনা, যা চাইছিলো মার্টিনের কাছ থেকে তা পেয়ে গেলো। জুলাই মাসের একতিরিশ তারিখ। সেদিনটা ছিলো মার্টিনের জন্মদিন। ডিনারের শেষে ক্রিস্টিনা ওকে সোনার একটা ঘড়ি উপহার দিলো। এরপর দু'জনে শ্যাম্পেনের মধ্যে ডুবে গেলো।

মার্টিন ব্ল্যাক-এর দু'চোখে খুশির ঝিলিক। শ্যাম্পেন খাওয়া একসময় শেষের পথে। ঠিক তখনই মার্টিন ব্ল্যাক ক্রিস্টিনার হাতে একটা খাম দিলেন।

'এটা কি মার্টিন?' যদিও ক্রিস্টনা অনুমান করেছিলো জিনিষটা কি। মার্টিন বললেন, 'খুলে দ্যাখোই না।'

ক্রিস্টিনা এবারে মৃদু হেসে প্যাকেটটা খুললো। ভেতরে একটা সাদা কার্ড। তাকে সোনালী অক্ষর খোদাই করা আছে। তাকে জুরিখের রথব্যাংকের নাম আর ঠিকানা খোদাই করা। এরপর ছ'টা শূন্যের একটা অঙ্ক টাইপ করা। নীচে ছোটো কয়েকটা ফুটকি।

'এই কার্ডের নীচের ফাঁকা জায়গাতে তোমাকেই সই করতে হবে ক্রিস্টনা।' মৃদু হেসে বলে উঠলে মার্টিন ব্ল্যাক। ক্রিস্টনা আবার জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু এটা কি মার্টিন তাতো বুঝতে পারছিলাম না।'

'এটা আমার জন্মদিনের উপহার। তোমাকে দিলাম।' সামান্য থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন আবার মার্টিন মার্টিন ব্ল্যাক, 'এখন থেকে এই অ্যাকাউন্টটা তোমার আর আমার দু'জনের।'

ক্রিস্টনা মার্টিনের দিকে অবাক হয়ে তাকালো। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনোরকম কথা বেরোলো না। মার্টিন ব্ল্যাক এবারে গভীরভাবে তাকালেন ওর দিকে। তারপর বললেন, 'ক্রিস্টিনা, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

ক্রিষ্টিনা ক্রেইষ্ট আর বিন্দুমাত্র দেরী করলো না। এরপরে যখন ওর সঙ্গে হেলমুট উলফের দেখা হলো তখনই ও খবরটা জানালো ওকে। সব শুনে উলফ বললেন, 'ঠিক আছে। আমাদের এখন কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে।'

সামান্য চুপ করে বললেন, আবার, 'তোমার মুখটা এখন জুরিখের ব্যাংকে পরিচিত হতে দাও। ওখানে নিয়মিত যাতায়াত আরম্ভ করো। ওদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলো। তারপর আমরা আমাদের কাজ আরম্ভ করবো।'

'ঠিক আছে তাই হবে।'

দিন কাটতে লাগলো। মার্টিন ব্ল্যাক-এর জন্মদিন হয়ে যাবার ঠিক তৃতীয় বুধবার ক্রিষ্টিনার সঙ্গে উলফ দেখা করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি মানসিকভাবে প্রস্তুত ক্রিষ্টিনা?'

'হ্যাঁ, বলে এবার আমাকে কি করতে হবে?'

উলফ কিছুক্ষণ ভাবলেন। বললেন তারপর, 'এখানে সবচেয়ে দামী হোটেলটা তো চেনো?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানেই ডিনার করতে যাবে। তারপর লক্ষ্য রাখবে মার্টিন ব্ল্যাক যেন প্রচুর মদ্যাপন করেন। যাতে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। প্রায় জ্ঞান না থাকে। এ'ব্যাপারে তুমি একেবারে পুরোপুরি নিশ্চিত হবে। এরপর ওকে পার্ক হোটেলের পাশ দিয়ে ল্যাণ্ডিং বরাবর হাটিয়ে নিয়ে আসবে। দেখবে ওখানে একটা সরু রাস্তা লেক পর্যন্ত চলে গেছে। তোমরা ঠিক ওই জায়গা দিয়েই আসবে।'

'কিন্তু তুমি থাকবে কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো ক্রিষ্টিনা। উলফ বললেন মৃদু হেসে, 'চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি আশেপাশেই থাকবো।'

নিস্তব্ধ হিমেল রাত। চারদিকে কোনোরকম সাড়া শব্দ নেই। আকাশ একেবারে কালো হয়ে গেছে। পরিষ্কার চাঁদহীন এই আকাশে যেন এক অমোঘ নিয়েতির হাতছানি। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ। মার্টিন ব্ল্যাক আর ক্রিষ্টিনা হোটেলে থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর সামনের রাস্তাটা ধরে হাটতে শুরু করলেন দুজনে।

বেশ কিছুটা দূর এগিয়ে গেল ওরা। এদিকে হেলমুট নির্দ্দিষ্ট জায়গাতেই আগে থেকে অপেক্ষা করছিলেন। বেশ কিছুটা দূর থেকেই ওদের দুজনের পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। ল্যাণ্ডিং চত্বরের একটা মোটা পাঁচিলের আড়ালে তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। ওখানে থেকেই দেখতে পেলেন ওরা দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে। মার্টিন ব্ল্যাক-এর পা'দুটো টলছিল। ক্রিষ্টিনা ওকে একরকম ধরে নিয়ে আসছিলো। লেকের রাস্তাটা ধরে হাঁটছিলো। কি যেন বলতে শুনলেন উলফ। শুনে হেসে উঠলো মার্টিন ব্ল্যাক। এবারে উলফ আর সময় নষ্ট করলেন না। সোজা রিভলবার হাতে বেরিয়ে এলেন তিনি। তাবপর সোজা গুলি করলেন মার্টিন ব্ল্যাক। ওর নাড়াচাড়ার শব্দ ইতিমধ্যে শুনতে পেয়েছিলেন। প্রায় বিদ্যুতের গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ঠিক সেই মুহূর্তে সাইলেন্সার লাগানো রিভলবারের মৃদু শব্দ হলো। গুলিটা সজোরে এসে লাগলো ঠিক ওর চোয়ালের পেছনে। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলেন মার্টিন ব্ল্যাক। ওর শরীরের অর্দ্ধেকটা ভেতরে আর অর্দ্ধেকটা বাইরে পড়ে রইলো।

কিছুক্ষণ পড়ে থাকার পর মার্টিন ব্ল্যাক উঠে বসার চেষ্টা করলো। বলতে গেল লোকটা কে? কিন্তু ক্রিষ্টিনা ততোক্ষণে ওর কাছ থেকে অনেকটা সরে এসেছে। এখন হেলমুট উলফ ওকে শেষ আঘাতটা দেবার উদ্যোগ নিতেই ক্রিষ্টিনা এসে দাঁড়ালো বাইরে। কোনো রকমে একবার ওঠার চেষ্টা করলেন মার্টিন। কিন্তু ঠিক তখনই হেলমুট উলফ ওকে লক্ষ্য করে আরো বার দুয়েক গুলি করলেন একেবারে কাছ থেকে। কিন্তু মার্টিনকে তাতেও থামাতে পারলেন না। কিছুটা এগিয়ে এসে উলফকে লক্ষ্য করে একটা ঘুষি চালালেন তিনি। উলফ ছিটকে পড়লেন লেকের একেবারে কাদার ওপরে। মার্টিন ব্ল্যাক উঠে দাঁড়িয়ে কোনোরকমে টলতে টলতে এগোতে লাগলেন ওর দিকে। শরীরটা রক্তাক্ত। হেলমুট উলফ দ্রুতবেগে এক দিকে সরে গেলেন। মার্টিন ব্ল্যাক ঠিক সামনেটায় বসে পড়লেন হাঁটু ভেঙে। আর পারছিলেন না। মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এলো। উলফ ততোক্ষণে পিস্তল

দিয়ে আবার ওকে তীব্র বেগে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মার্টিন ব্ল্যাক-এর মাথার একদিকটা ভীষণভাবে ফুলে গেলো। এইমুহূর্তে উলফের আর গুলি করার ইচ্ছে হচ্ছিলো না। কারণ তাতে আওয়াজ হওয়ার সম্ভাবনা। সাইলেন্সারটা আর নেই। মুহূর্তের মধ্যে লোকজন জড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা। মার্টিন ব্ল্যাক। আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না।

মার্টিন ব্ল্যাক-এর স্ত্রীর ব্যাংকে এসে জানালেন যে, তার স্বামী ইতিমধ্যেই আমেরিকায় চলে গেছেন। এরপর ও নিজেও চলে যাবে। ওর কথা শুনে জুলিয়াস রথ কোনোরকম অবাক হলেন না। মার্কিনরা চিরদিনই ঘরকুণো স্বভাবের। ইউরোপ মোটেই ওদের নিজেদের দেশ নয়। কখনও ছিলো না। এরপর ক্রিষ্টিনা জানালো ওর অ্যাকাউন্ট অন্য ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করবে। কথাটা শোনামাত্র ভেতরে ভেতরে রেগে গেলো ও।

কারণ এই বিপুল পরিমাণ অ্যাকাউন্ট থেকে ওর নিজস্ব কিছু আয় আছে। ক্রিষ্টিনা অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিলে সেই আয়ও বন্ধ হয়ে যাবে। ক্রিষ্টিনা বললো, 'ওখানকার ম্যানেজার হলেন কমরাড এডেন। তিনি আমার বন্ধু, উনিই সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন। তবে মাসখানেক সময় লাগবে।'

সামান্য থেমে আবার বলে উঠলো ও, 'তবে সপ্তাহ দুয়েক পরে আমি চিঠি লিখে সব কিছু তোমাকে জানিয়ে দেবো।

চিঠি পৌঁছোনো মাত্র হেলমুট উলফ ওর নির্দেশ অনুসরণ করে এগোলেন। প্রথমেই তিনি গেলেন টেলিফোন বুথে। সেখানে তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কোনো কাজ হলো না। পরের দিন আবার গেলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঠিক তৃতীয় দিনের মাথায় ফোনটা বেজে উঠলো। রিসিভারটা কানে দিতেই ওপ্রান্ত থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো। তিনি শোনার চেষ্টা করলেন। ওপ্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। হোটেল জর্জ ডি-তে মসিয়ে পল ডুরাটিনের সঙ্গে দেখা করতে হবে একটা নির্দিষ্ট সময়ে।

নির্দিষ্ট সময়ে বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন হেলমুট উলফ। একজন মাঝ বয়েসী ব্যক্তি হাজির হলেন সেখানে।

ওখান থেকে দুজনে মিলে গেল আমেরিকান ক্লাবে। সেখানে হেলমুট উলফ হুইস্কির অর্ডার দিলেন। ওরা পরস্পরকে পরিচয় দিলেন পুরোনো কমরেড বলে। দু'জনে মিলে কিছুক্ষণ হালকা গল্প গুজব চললো।

এরপরে ডুরাটিন বলে উঠলেন, 'আমার ধারণা তোমার ট্রানসফার করা ফাণ্ড ঠিকঠাক হওয়ার চিঠি তুমি পেয়ে গেছো?'

'ঠিকই।' বলে হেলমুট উলফ একটা কাগজের শ্লিপ ওর দিকে এগিয়ে দিলেন। কাগজের অর্থের পরিমাণটাও উল্লেখ করা ছিলো। ডুরিটান জিজ্ঞেস করলেন, 'ফ্রাঙ্ক সুইস?'

'আমেরিকান ডলার।'

'সব ব্যাবস্থা হয়েছে।' বলে উঠলো ডুরটিন, 'তোমাকে এখন দক্ষিণ আমেরিকায় যেতে হবে।'

'কিন্তু আমি তো স্প্যানিশে কথা বলতে পারিনা।' বলে উঠলেন হেলমুট উলফ, ডুরাটিন এবারে গম্ভীর ভাবে বলে উঠলো, 'তাতে কি হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে শিখে নেবে।'

বলে পকেট থেকে একটা মোটা খাম বের করলো ডুরাটিন। তারপর সেটাকে টেবিলের ওপরে সামনের দিকে এগিয়ে দিলো। বললো, 'এর মধ্যেই সব কিছুই আছে। ডলার, পাশপোর্ট, ঠিকানা সমস্ত কিছু। প্রয়োজনীয় কোনো কিছুই বাদ নেই।'

হেলমুট উলফ বলে উঠলেন, 'ধন্যবাদ।'

মনে মনে ভাবলেন তিনি, এতো বছর ধরে তিনি কি এই চেয়েছিলেন, পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যাবার একটা টিকিট? মুঠো ভর্তি কিছু ডলার? ওখানে কি করবেন তিনি শেষ পর্যন্ত? বড়ো জোর একটা মেকানিকের চাকরী।

ডুরাটিন ওর কথায় মাথা নাড়লো। কিছুক্ষণ কাটলো এই ভাবে। এরপর হেলমুট উলফ বিদায় নিলেন ওর কাছ থেকে। ডুরাটিন ওর যাওয়ার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো। মুখটা বিষণ্ণ। ও অনেকের কাছেই শুনেছে হেলমুট উলফ-এর মতো সাহসী আর কর্মক্ষম মানুষ বিরল। ফলে ওই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলো।

ডুরাটিন হাসলো। কিন্তু এখন যে হেলমুট উলফ দেখলো ও সেতো একেবারে শিশু। বোকাসোকা ধরনের। এমন আচরণ করলো যেন মনে হলো সিক্রেট সার্ভিসেস এখন ইউরোপকে শাসন করছে। লোকটা সত্যিই করুণার যোগ্য বটে। সামনের কাউন্টারে এগিয়ে গিয়ে ডুরাটিন একটা বিশেষ হোটেলের নাম্বার চাইলো। কাউন্টারে মেয়েটি একটা খাতা দেখে নাম্বারটা বলে দিলে ওকে। মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিফোনটার দিকে এগিয়ে গেল ডুরাটিন।

সেন্টা হাউসম্যান প্রথমটায় ওকে চিনতে পারলো না। দেখলো, যে, বিরাট লোকটা ভেতরে ঢুকছে। তারপর দাঁড়ালো ঘরটার সামনে। অন্ততঃ যতোক্ষণ না ওর শরীরটা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর পর একটা ইশারা করলো ও। হাউসম্যান ভ্রুটা কোঁচকালো এবারে। লোকটার পরণে একটা ওভারকোট। অনেকটা রিফিউজির মতো মনে হচ্ছিলো ওকে। ধূসর রঙের দাড়ি গোঁফ ওর মুখের অনেকটাই ঢেকে দিয়েছে।

একভাবে হাউসম্যান ওকে দেখে যাচ্ছিলো। প্রায় অবাক হবার মতোই অবস্থা। ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো এবার, 'হে ঈশ্বর!'

বলে হাউসম্যান দ্রুতপায়ে লোকটার দিকে এগিয়ে গেলো। তারপর বলে উঠলো, 'হেলমুট তুমি?'

'হ্যাঁ আমি।' মৃদু হেসে বলে উঠলেন হেলমুট উলফ। মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে বাড়িয়ে দিলেন হাতটা। কিন্তু হাউসম্যান ওর বাড়ানো হাতটা ধরলো না। বরং একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলে উঠলো, 'কিন্তু তুমি এখানে কি জন্যে এসেছো?'

চোখে মুখে একটা রাগের আভাস। বলে উঠলো আবার, 'তুমি কি পাগল হয়েছো?'

'পুরোপুরি হইনি এখনও।'

বলে ওর হাতটা ধরলেন। তারপর সোজা ওখান থেকে ভেতরে ঢুকে এলেন। হেলমুট উলফ ওর হাতটা এমনভাবে ধরেছিলেন যে হাউসম্যান যাতে বুঝতে পারে যে, ওর হাত ছাড়িয়ে না নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বললেন তিনি, 'আমার কিছু সাহায্যের প্রয়োজন। আমার মতে তুমি খুবই ভাগ্যবতী।'

'হুঁ।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো হাউসম্যান। তারপর বললো আবার, ঠিক আছে।'

বলে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো। বললো, তারপর, 'ঠিক আছে। মিনিট খানেক অপেক্ষা করো। আমি ব্যাপারটা একজনকে বলে আসি।'

'এক মিনিট। তার বেশী নয় কিন্তু।'

সেন্টা হাউসম্যান এবারে চলে গেলো। হেলমুট উলফ এগিয়ে গেলো জানালার দিকে। রিসেপশান ডেস্কের দিকে নজর পড়লো ওর। ছোটোখাটো চেহারার একজন লোক বসে আছে সেখানে। হেলমুট উলফ ভাববার চেষ্টা করলেন। কি নাম যেন লোকটার। বেশ কিছুক্ষণ বাদে মনে পড়লো নামটা। হ্যাঁ জিগি, কিন্তু ও কি হেলমুট উলফকে চিনতে পেরেছে? সম্ভবত নয়। তার কারণ ওর অভিব্যক্তিতে সেরকম কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। লোকটা এবার মাথা নাড়লো। ওকে দেখতে পেয়েছে। জবাবে হেলমুট উলফও ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। জিগি এখনো ছিদ্র দিয়ে ওঁর শোবার ঘরের ছবি নেয় কিনা তা ভাবলেন উলফ। ব্যাপারটা ছোটোখাটো। গোপনে লোকটা বিভিন্ন নারী আর পুরুষের অন্তরঙ্গ দৃশ্য তুলতো। যুদ্ধের পরে ওই ছবিগুলো নিয়ে ও ভালোই ব্যবসা কবেছে। মার্কিনীরা এসবে আবার খুবই অনুরক্ত। মনে মনে উলফ অনেক কথাই ভাবছিলেন।

সেন্টা হাউসম্যান বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। এরপর ওরা দু'জনে মিলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো উলফ দেখলেন যে, হাউসম্যানের চেহারা বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। চুলের স্টাইলও আর আগের মতো নেই। সব মিলিয়ে ওর যৌন আবেদন যেন আরো তীব্র হয়েছে। তবে তাতে উলফের কিছু আসে যায় না। কারণ ইতিমধ্যেই ওর বয়েসও অনেকটা বেড়েছে। অভিজ্ঞতাও হয়েছে যথেষ্ট।

কিছুক্ষণ পরে ওরা দুজনে এসে হাজির হলো বসবার ঘরে। দু'জনে বসলো। এবারে হাউসম্যান জিজ্ঞেস করলো, 'বলো কি হয়েছে? তোমাকে এতো ভয়ঙ্করই বা লাগছে কেন? তোমার সব কিছুই আমার কাছে কেমন যেন এলোমেলো মনে হচ্ছে। কেন বলো তো?'

উলফ তখনই ওর কথার কোনোরকম জবাব দিলো না। মনে মনে ভাবলেন, রঙ মেখে রূপসী সাজার চেষ্টা করলেও কিন্তু চাপা থাকে নি। শরীরে ক্রমশঃ মেদ জমেছে। ভবিষ্যতে কুশ্রী দেখবার পক্ষে এটাই যথেষ্ট। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুক থেকে। গলায় একটা দামী হীরের ব্রেসলেট। সুন্দরী হলেও গলায় মাংস জমে যাওয়ার জন্যে ওকে তেমন মানাচ্ছিলো না।

যাইহোক, উলফ এবারে নিজের কথা আরম্ভ করলেন। বিশেষ করে মার্টিন ব্ল্যাক-এর সম্পর্কে সমস্ত কথাই প্রায় তিনি ওকে বললেন। সব শুনে সেন্টা হাউসম্যান-এর বুক থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। তারপর হাউসম্যান বলে উঠলো,'আমি ভেবেছিলাম ওই বিপুল সোনার কিছুটা অংশ আমি অন্ততঃ রাখতে পারবো।'

সামান্য থেমে আবার বললো, 'কিন্তু এই মার্কিনী নির্বোধটার জন্যে পারা গেলনা। এই মুহূর্তে আমার কিছুই নেই। তবে পাহাড়ের ওখানে এখনও পুরোনো কিছু পাওয়ার আশা আছে। সেটাই চেষ্টা করে দেখবো। যদি এখনও কিছু পাওয়া যায়। তবে আদৌ তা পাওয়া যাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।'

'তারপর তুমি কি করবে?'

উলফের প্রশ্নের জবাবে বললো হাউসম্যান, 'জানিনা।' কথাটা অবশ্য মিথ্যে। আবার বললো, 'পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করবো। ওরা নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবে, এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে ওরা নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবে?'

হেলমুট উলফ ওর দিকে তাকালেন। কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না।

তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি কোথাও যাবেন। তবে নিশ্চয়ই আর ওদের কাছে নয়।

এই মুহূর্তে তিনি একটি গাড়ী চুরি করার কথাই ভাবছেন। তারপর তিনি ফিরে যাবেন সেখানে, যেখানে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিলো। সেই ওয়েলচেলসী ফিরে যাবেন সেখানে, যেখানে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিলো। ক্যালটেনব্রুনারের দলিলপত্রের সঙ্গেই সোনার বারগুলো লুকোনো ছিলো এখন সেগুলো পাওয়ার জন্যেই ওখানে যাওয়া প্রয়োজন। এরপরে ফিরে যাবেন সুইজারল্যাণ্ডে। কেউ ওর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। ওখানেই কোথাও একটা ভালো জায়গা বেছে নিয়ে সময় কাটাবেন। প্রয়োজনে নারী সঙ্গ পেতেও কোনো অসুবিধে হবে না। ওখানকার শান্ত নারীদের ওর বেশ ভালোই লাগে। এছাড়াও ওখানে উপভোগ করা যাবে ভালো খাবার আর চমৎকার হ্রদ এবং প্রচুর সূর্যালোক।

বাঁ দিকে একটা কাঠের তৈরী খামার বাড়ী। বাড়ীর জানালার নীচে একগাদা কাঠের টুকরো রাখা আছে। ঠিক এর বিপরীতে কাঠের ছাদওয়ালা একটা বাড়ী। ওর জানালার নীচেও কাঠের টুকরো জড়ো করে রাখা আছে।। ওপর দিকে একটা চিমনির নল সোজা বেরিয়ে এসেছে। চিমনিটা কাঠের দোতলা ব্যালকনি ছাড়িয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে। খামারের ছাদের একেবারে ওপরে। বাড়ীটার ঠিক পেছন দিকেই একটা আছে। তারই পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন উলফ। ব্যাক্তিগত ব্যবহারের রাস্তাটা এখান থেকে ভালোই দেখা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে অন্য কোথাও যাবার উদ্দেশ্যে ওর নেই। সেন্টা হাউসম্যান অবশ্য কিছুটা ঘাবড়ে গেছে তা ওর মুখচোখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছিলো। ওকে বিদায় করার জন্যে মহিলা একটু বেশী মাত্রাতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

মিনিট কুড়ি পরে উলফ দেখলেন, একজন নীচে নেমে আসছে খুব দ্রুতগতিতে। অবয়বটা বেশ পরিচিত। ওয়াল্টার হেগান তখন দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিলো। ও চিনতে পারছিলো সেন্টা হাউসম্যানকে।

উলফ মনে মনে ভাবালেন, এই দুনিয়ার এতো লোক থাকতে শেষে কিনা ওয়াল্টার হেগান। অবশ্য এ'ব্যাপারে দুটো সম্ভাবনার কথা মনে এলো ওর। প্রথমতঃ সেন্টা হাউসম্যান খুবই সৎ মহিলা। অন্যত্র ও যোগাযোগ

রাখছে একেই সাহায্য করার জন্য। দ্বিতীয়তঃ ও জানতো হেলটমুট উলফের সব কথাই মিথ্যে। হেগানকে সব কিছু জানিয়ে ওরই মারফৎ খুন করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই মুহূর্তে সব কিছুই কতো সাধারণ। সহজ লাগছে সবকিছু। দুটো ভাগ পরিস্কার। কালো এবং সাদা। বন্ধু অথবা শত্রু। মাঝখানে কিছু নেই।

ক্রিষ্টিনা

ডাইনীটা এখন মৃত। বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই এ'ব্যাপারে। ডুরটিনের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এলেন হোটেলে। ওকে বললো, যে, সবকিছু থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। এছাড়া আরো বললেন যে, পরের সপ্তাহেই তিনি চলে যাবেন। ও অবশ্য জানতে চেয়েছিল কেন চলে যাবে। এছাড়া আরো প্রশ্ন করেছিলো। যেমন কেমন করে কিংবা কোথায় যাবে ও। কিন্তু তিনি ওকে সে সমস্ত কিছুই বলেন নি। ক্রিষ্টিনা অবশ্য জানতো যে ওর কোনো ক্ষতি হবে না। ওর শক্তিকে কিছুটা অবজ্ঞার চোখেই দেখেছিলো ও।

সকালে ওই সংক্ষিপ্ত সময়টাতে ক্রিষ্টিনার নড়াচড়া টের পেয়েছিলেন তিনি। চুপচাপ শুয়েছিলেন। হঠাৎ অনুভব করলো ক্রিষ্টিনা উঠে ওর ওপরে ঝুঁকে পড়ে দেখছে যে ও ঘুমোচ্ছে কিনা।

হঠাৎ ওর মনে হলো এটা ও কেন করছে। তখনই সতর্ক হয়ে গেলেন তিনি। ক্রিষ্টিনা ততোক্ষণে নেমে এসেছে বিছানা থেকে। পরণে লম্বা সুতির একটা নাইট গাউন। সোজা ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল ও। এরপর ওর পার্স খোলার একটা মৃদু শব্দ শুনতে পেলেন। এরপর ও ফিরে এসে বিছানায় ওর পাশে বসলো, কিছুক্ষণ একইভাবে তাকিয়ে ওর দিকে। তারপর ওর বুকের ওপরের চাদরটা সোজা করে দিলো। এবারে স্পর্শ করলো ওর ওপরের দিকে রাখা হাতটা। তখনই তিনি বুঝতে পারলেন ক্রিষ্টিনা কি করতে চাইছে।

বুঝতে পারা মাত্র তড়িৎগতিতে তিনি উঠে বসলেন বিছানার ওপরে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি সজোরে ক্রিষ্টিনাকে আঘাত করলেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ক্রিষ্টিনা শব্দ করে মেঝেতে পড়ে গেল। এরপর উলফ ওর ওপরে বিদ্যুতের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হিংস্র প্রাণীর মতো চোখদুটো জ্বলছিলো ওরা চীৎকার করে ওঠার জন্যে ক্রিষ্টিনা মুখটা খুলতে যাচ্ছিলো। ক্রিষ্টিনার হাতটা উলফ পা দিয়ে চেপে ধরলেন সজোরে। ক্রিষ্টিনা আঁতকে উঠলো, ওর মনে হলো ওর হাতটা যেন কেউ কুঠার দিয়ে কেটে নিচ্ছে। এতো অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিলো যে, ক্রিষ্টিনার মুখ দিয়ে কোনোরকম কথা বেরোচ্ছিলো না।

এবারে উলফ দ্রুতগতিতে কাজ করতে আরম্ভ করলেন। যে হাইপোডামিক সিরিঞ্জটা ক্রিষ্টিনা ওর শরীরে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেছিলো সেটা তিনি আগেই দেখেছেন। মেঝেতে পড়ছিলো ওটা। উলফ নিষ্ঠুর ভাবে ওর দুটো গালে সজোরে কয়েকটা চড় কষালেন।

'শয়তানী ডাইনি।' বলে উঠলেন উলফ। ক্রিষ্টিনার চোখ মুখ ফুলে উঠেছিলো। রক্ত বেরোচ্ছিল। ওর চুলগুলো চেপে ধরলেন উলফ। তারপর একহাতে ওকে তুলে ধরে অন্য হাতে সিরিঞ্জটা দেখিয়ে বললো, 'এতে কি আছে?'

'সোডিয়াম পেন্টাথ্যাল।' জবাবে বললো ক্রিষ্টিনা।

'এটা কিসের জন্যে এনেছো?' জিজ্ঞেস করলেন হেলমুট উলফ। জবাবে ক্রিষ্টিনা বললো, 'তোমাকে কথা বলানোর জন্যে। দলিলটা কোথায় আছে সেটা জানার জন্যে। শোনো হেলমুট.......।

হেলমুট উলফ-এর বিশাল শরীরটার নীচে ক্রিষ্টিনা অসহায় ভাবে নড়াচাড়া করছিলো। উলফ মনে মনে ভাবলেন যে, শয়তানী তাহলে এই চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। সাংঘাতিক ব্যাপার। এরপর আচমকা একটা কাজ করলো। আগাম সতর্ক না করেই উলফ সিরিঞ্জের সূচটা হঠাৎ ক্রিষ্টিনার উরুতে ফুটিয়ে দিলো। প্রতিক্রিয়া হতে লাগল কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

'ক্রিষ্টিনা।' উলফ ডাকলেন ওকে, 'তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, আচ্ছন্ন অবস্থাতেই বলে উঠলো ও। উলফ আবার বললো, 'আমি চাই তুমি আমাকে সব কিছু

বলো। কি সব কিছু বুঝতে পারছো?'

'হ্যাঁ, পারছি।' একই রকম ভাবে বলে উঠলো ক্রিষ্টিনা। উলফ এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এবারে বলো তোমার নাম কি?'

ক্রিষ্টিনা নিজের নামটা বললো। উলফ জানতেন যে, ওরা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এরা গোপন শত্রুর বন্ধুর কাজ করে গেছে, ক্রিষ্টিনাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন উলফ। তারপর একটু একটু করে ওর কাছ থেকে সমস্ত কিছু জানতে লাগলেন। সবশেষে তিনি ক্রিষ্টিনায় মুখের ওপরে একটা বালিশ সজোরে চেপে ধরলেন। ক্রিষ্টিনা ছটফট করছিলো। যতোক্ষণ না স্থির হয়ে গেল একেবারে ততোক্ষণ উলফ একইভাবে ওর ওপরে বালিশটা চেপে রইলো। সবশেষে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, ডাইনীটা মারা গেছে। মৃত ক্রিষ্টিনাকে বিছানায় রেখেই উঠে পড়লেন উলফ। তারপর গিয়ে স্নান করলেন। পোশাক পরে নিলেন স্নান শেষে।

যতো অর্থ রাখা ছিলো সবই পকেটে নিয়ে রেখে দিলেন তিনি। তারপর একটা ট্যাক্সিতে উঠে এগোতো আরম্ভ করলেন। নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এসে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলেন। এই রেলষ্টেশন থেকেই তিনি স্ট্রাসবার্গে যাবেন। তখনো ট্রেন আসেনি। ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করতে লাগলেন উলফ। রাত পোহাবার আগেই তিনি জার্মানী পৌঁছে যাবেন।

উলফ যখন জার্মানের পথে তখন ক্রিষ্টিনার নগ্ন শরীরটা অটোপ্সীর অপেক্ষায় প্যারিস মর্গের একটা দামী মার্বেল পাথরের ওপরে শোয়ানো ছিলো। রাত শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খবরটা রটে গেল চারদিকে। বিশেষ করে যেখানে ওর সব সহযোগীরা রয়েছে।

ব্যাপারটা খুবই সোজা, ভাবলেন তিনি। হয় কালো আর নয়তো সাদা। বন্ধু অথবা শত্রু। ওয়াল্টার? ওকে এখন বের করা খুবই সহজ ব্যাপার। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তিনি নিজেই এবার অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, ওয়াল্টার হেগান দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসছে। হেলমুটের হাতে নতুন সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা। লুকোনো জায়গা থেকে এবার বেরিয়ে এলেন তিনি। ওকে দেখামাত্রই হেগেল থমকে দাঁড়ালো। মনে হলো, যেন বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়েছে ও।

উলফ স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, 'আরে ওয়াল্টার যে?'

উলফের তাকানোটাই যথেষ্ট ছিলো। তারপরেই কয়েক মুহূর্ত। উলফের সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার থেকে মৃদু শব্দ হতেই হেগানের মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো, 'হে ঈশ্বর......!'

গড়িয়ে পড়লে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে নীচে। তারপর সামান্য নড়াচড়া করে ওর দেহটা একেবারে স্থির হয়ে গেল। উলফ এবারে শেডের দরজাটা খুললেন। ভেতরে বেশ কিছু খড় এক জায়গায় জড়ো করা আছে। এছাড়া কয়েকটা কাস্তে আর একটা বাইসাইকেল রাখা। উলফ হেগানকে কোলে করে তুলে নিয়ে ওই শেডের মধ্যে শুইয়ে দিলেন। মনে মনে প্রার্থনা করলেন যে, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে কারো যেন সাইকেলটা প্রয়োজন না পড়ে। সে যেই হোক বন্ধু অথবা শত্রু।

দুটো ধাপ একসঙ্গে অতিক্রম করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন হেলমুট উলফ। গিয়ে হাজির হলেন অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। দরজাটা পা দিয়ে ধাক্কা দিতে খুলে গেল ওটা।

সেন্ট হাউসম্যান বসেছিলো একটা সোফাতে। ওর সামনেই একটা প্লেট রাখা। প্লেটের ওপরে কয়েকটা কেকের টুকরো। এছাড়া একটা ট্রেতে রাখা ছিলো কফির একটা পট।

'তারপর সেন্টা?'

উলফ তাকালেন ওর দিকে। মৃদু হাসলেন একবার, বললেন, দাও, কফি দাও। তোমাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে ডার্লিং।'

'হেলমুট উলফ', সেন্টা অনেকটা কাতরস্বরে বলে উঠলো। সোফা থেকে খানিকটা উঠে বসলো। বললো, 'হেলমুট আমাকে তুমি দয়া করো। তুমি মানে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করো তুমি.......।'

হাত নেড়ে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলো সেন্টা হাউসম্যান। হেলমুট মৃদু ভাবে বললেন, 'আমি বুঝেছি।'

কণ্ঠস্বরে এক ধরনের শীতলতা। সেন্টার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। হেলমুট নিরাত্তাপ কণ্ঠে বললেন, 'তুমি তোমার নোংরা শরীরটা বিক্রী করে দিতে পারো অবশ্য যদি কেউ কেনে।'

'না ডার্লিং। এটা আমার দোষ নয়। বাধ্য হয়ে আমাকে করতে হয়েছিল।'

'নিশ্চয়ই।'

'লুগারটা এবারে ওর দিকে তাক করলেন হেলমুট। সঙ্গে সঙ্গে সেন্টা হাউসম্যানের চোখ দুটো আতঙ্কে বড়ো হয়ে গেলো। অস্ফুটস্বরে কঁকিয়ে উঠলো ও, 'না না......।'

হ্যাঁ, যতোক্ষণ না অমি প্রয়োজনমতো অর্থ পাচ্ছি ডার্লিং.....।' বলে উঠলেন হেলমুট।

'নিশ্চয়ই।' আতঙ্ক মাখা চোখেই বলে উঠলো সেন্টা হাউসম্যান। উঠে দাঁড়ালো তারপরে। শেষে প্রায় একরকম ছুটেই সাইডবোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। একটা ড্রয়ার খুলে হাতড়াতে আরম্ভ করলো প্রাণপনে। ওর বিড়বিড় করাটা শুনতে পাচ্ছিলেন হেলমুট। সেন্টা বলছিলো, 'তুমি জানোনা হেলমুট, আমি তোমাকে কতো পছন্দ করি......।'

'নিশ্চয়ই,' কঠিন স্বরে বলে উঠলেন হেলমুট, আর সেজন্যাইতো তুমি আমাকে আমার শত্রুদের হাতে তুলে দিতে চাইছিলে?'

'না, তা ঠিক নয়। বিশ্বাস করে।' অনেকটা মরিয়া প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলে উঠলো হাউসম্যান, 'ব্যাপারটা ওরকম ছিলো না। ওরা ভ্যানকে সবকিছু বলেছিলে আমার ব্যাপারে। এটাই আমাকে বলেছিলো ওরা। আমি আমেরিকা যেতে চাইনি। তুমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছো না। আমার দিকে তাকাও হেলমুট। তুমি কি ভাবো আয়নায় আমার নিজের মুখ দেখতে পাই না। আমাকে এটা বাধ্য হয়ে করা হয়েছিলো।'

'হ্যাঁ, তা জানি আমি।' বলে উঠলেন উলফ।

বুঝতে পারছিলেন সবকিছু। কিন্তু সেন্টা হাউসম্যানকে ক্ষমা করতে পারলেন না তিনি কোনো মতেই। সেন্টা বললো, 'এই দ্যাখো, কয়েক হাজার ডলার আমি পেয়েছি। এটা নিলে তোমার হবে হেলমুট? আমাকে তুমি দয়া করে........।'

একগাদা নোট হাতে করে সেন্টা এগিয়ে এলো হেলমুটের সামনে। ওর চোখে একটা অস্বস্তির ভাব। উলফ সেটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালেন। ঠিক সেই মুহূর্তে নোটগুলো পড়ে গেলো। মুহূর্তের জন্যে উলফ-এর দৃষ্টি সরে গেলো অন্যত্র। এই মুহূর্তটুকুই হাউসম্যানের কাছে যথেষ্ট ছিলো। ও চকিতে একটা ধারালো ছোরা বের করে উলফের পাঁজরে সজোরে ঢুকিয়ে দিলো। আচমকা এই আঘাতে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। ছোরার শক্ত ফলাটা শরীরের ভেতরে অনুভব করলেন। ভালোমতো নীচের দিকে তাকালেন একবার। বাঁ দিকের পাঁজরের নীচেই ছোরার বাঁটটা বেরিয়েছিলো। ব্লটিং পেপারে যেমন কালি পড়ে শুকিয়ে যায় তেমনি ওর কোটে রক্ত পড়ে শুকিয়ে যাচ্ছিলো। উলফ তাকালেন ওর দিকে। হাউসম্যান একেবারে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো। হাতটা তখনও বাড়ানো অবস্থাতেই আছে। চোখ জোড়া বিস্ফারিত। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। সত্যিই বেচারী হাউসম্যান। ওর জানা নেই যে, একটা ছোরা দিয়ে কেমন ভাবে উলফের মতো একজন ব্যক্তিকে খুন করা যায়। উলফ এবারে একটা হাত দিয়েই ছোরাটা শরীর থেকে বের করে ফেললো। ধারালো হলেও ওটাকে ঠিক ছোরা বলা চলে না। ওটা দিয়ে খাম খোলা যায়। ক্ষতস্থানটা বেশ জ্বালা জ্বালা করছিল। বিশ্রী ধরণের আঘাত লেগেছে জায়গাটাতে। গভীরভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। কিন্তু প্রকাশ্যে এমনভাবে অভিব্যাক্তি করলেন যেন হাউসম্যান বুঝতে না পারে যে ওর ব্যাথা হচ্ছে। ছোরাটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি। ঠিক তখনই ওর সামনে হাউসম্যান হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো।

উলফের চোখদুটো তখন জ্বলছিলো। পিস্তলটা এবারে তিনি সামনের দিকে তুললেন হাউসম্যানকে লক্ষ্য করে।

তারপর ট্রিগারটা টিপে দিলেন। গুলির আঘাতে বেশ কিছুটা দূরে ছিটকে গেল হাউসম্যান। দ্রুত উঠে বসবার চেষ্টা করলো কোনোরকমে। উলফ একভাবে তাকিয়েছিলেন ওর দিকে। বললেন এবারে, 'তুমি মিলওয়াকি

জায়গাটা ঠিক পছন্দ করোনি।'

সেন্টা হাউসম্যান হাত দুটো বাড়ালো। এবারে মনে মনে ভাবলেন এই দামী হীরের ব্রেসলেটটা খুলবেন তিনি। বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করলেন না। সামনেই একটা নাইলনের চাদর রাখা। সেটা ছিঁড়ে কয়েকটা টুকরো নিলেন। এরপর আয়োডিনের একটা শিশি আর একটা ব্যাণ্ডেজ নিয়ে চলে গেলেন বাথরুমে। পেছনে ফিরে তাকালেন একবার। সেন্টা হাউসম্যান-এর নিথর শরীরটা একভাবে পড়ে আছে মেঝেতে।

হেলমুট এবারে মৃদুস্বরে বললেন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারতাম।'

সবশেষে বেরিয়ে এলেন তিনি। বন্ধ করে দিলেন দরজাটা। তারপর নেমে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। বাইরে এসে দেখলেন চারদিকে। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া কতোখানি নিরাপদে ঘটতে পারে সেটা ভাবলেন একবার। সামনে কয়েকটা গাড়ী পার্কিং করা। অনেক সময় অসাবধানবশঃত চাবি রেখেই অনেকে চলে যায়। সেরকম একটা গাড়ী পেলে ভালোই হয়। কয়েকটা এম.পি-র গাড়ীও আছে। তবে ওগুলো না চুরি করাই ভালো। এবারে ওর নজর গেলো হোটেলের গেটের বাইরের দিকে। ওখানে একটা জীপ দাঁড় করানো রয়েছে। যথারীতি চাবিটাও দেখা যাচ্ছে। গাড়ীটা লক্ষ্য করে এবারে এগোতে শুরু করলেন তিনি। কিছুটা এগোতেই একজন লম্বাটে চেহারার লোকের মুখোমুখি পড়ে গেলেন। ব্যাপারটা আগে খেয়াল করেন নি। উত্তেজনায় চোখদুটো ছোটো হয়ে এলো হেলমুট উলফের।

লোকটা এবারে বলে উঠলো, 'আরে হেলমুট তুমি?'

উলফের প্রতিক্রিয়া হলো তখনই। কোনো সাধারণ পোশাকের লোক যে ওকে চেনে, সে শত্রু হতে পারে এটা তিনি ভাবেন নি।

বিদ্যুতের গতিতে লোকটাকে একটা ঘুঁষি মারলেন উলফ। তারপর দৌড়োলেন জীপটার দিকে। লোকটা আচমকা আঘাতের জন্যে প্রস্তুত ছিলো না। ছিটকে গিয়ে পড়লো একজন মহিলার পায়ের কাছে। মহিলাটি চীৎকার করে অনুসরণ করলো ওকে। দ্রুত গতিতে গিয়ে হেলমুট ততোক্ষণে ড্রাইভিং সীটে বসে পড়েছিলেন। সারা দেহে একটা যন্ত্রণা। গাড়ীটা চালিয়ে রাস্তায় নিয়ে এলেন তিনি। তারপর একসেলেটারে চাপ দিলেন। ছুটতে শুরু করলো গাড়ীটা।

অ্যান্টনী স্যাণ্ডারসন

উনিশশো ছেচল্লিশ সালের ষোলোই অক্টোবর। দুপুর একটা এগারো মিনিট। হিটলারের প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী ভন রিবেনট্রপ নুরেমবার্গ কারাগারে ফাঁসীর মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন। এর কিছুক্ষণ পরেই উইলহেম কেটল, আর্ণেষ্ট ক্যালটেন ব্রুনার, আলফ্রেড রোজেনবার্গ, হ্যান্স ফ্রাঙ্ক ও আরো কয়েকজনকে রিবেনট্রপের মতোই ফাঁসীর দড়িতে প্রাণ দিতে হলো।

কিন্তু হেরম্যান গোয়েরিং অবশ্য ফাঁসীকাঠের তোয়াক্কা করলেন না। পরের দিন কাগজে লেখা হলো তার কাছে সায়নাইড ক্যাপসুল ছিল। ফাঁসী দেবার ঘন্টা দুয়েক আগেই তিনি ওটার সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু মারা গেছে সবশুদ্ধ পনেরো লাখ মানুষ। তাদের মধ্যে সাধারন সৈনিক এবং নাগরিকই বেশী। এরা সকলেই প্রায় ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মান আর জার্মানের ছ'লাখ ইহুদী।

লয়েডের কথা মনে পড়ে গেল ওর। উনিশশো তেতাল্লিশ সালের বারোই ফেব্রুয়ারী এই তরুণ গোয়েন্দা অফিসারটিকে কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে অমানবিকভাবে মেরে ফেলা হয়েছিল। তার আগে অবশ্য তার পদাবনতি ঘটানো হয়েছিল কৌশল মাফিক। এটা কি প্রতিশোধ? কিন্তু কিভাবে ব্যাপারটাকে প্রতিশোধ বলা যেতে পারে। সম্প্রতি স্যাণ্ডারসন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে এটা কখনও হয়নি। হতে পারেনা কিংবা হওয়াটাও উচিত নয়। কারণটাও ও জানে। এর কারণ পলা। ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল। উলফকে বোঝাবার জন্যেই বেঁচে ছিল ও।

হেল্মুট উলফকে খুঁজে বের করার সমস্ত আশাই ছেড়ে দিয়েছিল ও। যদিও প্রাথমিকভাবে ও পলাতক উল্ফ আর ক্রিষ্টিনাকে খুঁজে বের করা এবং ধরার একটা নির্দেশও জারি করে রেখেছিল। ব্যাপারটা অবশ্য বাস্তবায়িত হবে এমন কোনো বিরাট প্রত্যাশা ও করেনি।

পিটার ওপ্রেট ওকে কথা দিয়েছিল যে, যদি মার্টিন ব্ল্যাক আর ওর স্ত্রী সুইজারল্যাণ্ডে থাকে তাহলে সে খবরটা যেন অবিলম্বে মিটেনল্যাণ্ডে পৌঁছে দেওয়া হয়। অবশ্য এ'ব্যাপারটাতেও স্যাণ্ডারসনের তেমন আশা ছিল না। ও ফিরে এসেছিল মিটেনল্যাণ্ডে। শেষ পর্যন্ত ফিরে গেছিল পলার কাছে। প্রাক্তন স্ত্রী মার্গারেটের একটা চিঠি পেয়েছিল ও। চিঠিতে লেখা ছিল, ও একজন সলিসিটরের সঙ্গে দেখা করেছে। বিবাহবিচ্ছেদ মামলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই মূলতঃ দেখা করা। ওর এই মামলা করার অবশ্য কারণ ছিল। স্যাণ্ডারসনের মতামত নিয়েই ওকে ছেড়ে আসা। মার্গারেট আরো লিখেছে যে, ও ভালই আছে। এছাড়া একজনের সঙ্গে ওর আলাপও হয়েছে। ভদ্রলোক একজন ষ্টক ব্রোকার। তাছাড়া বিপত্নিকও বটে।

এছাড়া ওর দুজন নাবালক সন্তান আছে। এমন কি ওর ফারবিননে একটা বাড়ীও আছে। নাম জন। বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রিটা পাওয়া গেলেই ওরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

স্যাণ্ডারসন মনে করার চেষ্টা করলো ওকে। ইষ্টবোর্ণের সেই হোটেলে বিছানার দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো ওর। মার্গারেটকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিল ও। ওখানেই ওদের হনিমুন হয়েছিল। ট্রেনে যাওয়ার সময়ে যেমন কোনো দৃশ্য মাত্র একবারই দেখা যায় এটাও ঠিক অনেকটা সেইরকম। হোটেলের সেই বেডরুম দৃশ্যটা ঘটেছিল মাত্র একবারই। তারপর বেশ কিছুদিন ওই ভাবনাটা ওকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। কিন্তু ক্রমশঃই যেন দৃশ্যটা বিস্মৃতির গভীরে চলে যায়। ও অবাক হয়ে গেল এই ভেবে যে, যাকে ও এতো ভালবাসতো তার মুখটা কিছুতেই মনে পড়ছে না কেন? তবে কি নিশ্চিত যে, ওর প্রতি আর বিন্দুমাত্র ভালবাসা নেই এখন।

পলা ছোটোখাটো বাড়ীই বেশী পছন্দ করতো। পুরো বাড়ী, ঘর দোর ও সুন্দর সুন্দর পর্দা আর চকচকে আবরণী দিয়ে সাজিয়েছিল। তবে ওরা কখনও বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলতো না।

তখন এগারোটা। দরজায় টোকা পড়লো। ঘাড়টা ঘুরিয়ে সেদিকে ও দেখলো একবার। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, 'তুমিই ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডারসন?'

হাতে রাখা কাগজের সঙ্গে নামটা মিলিয়ে দেখছিল! বললো, 'স্পেশ্যাল ইন্টারোগেশান। ব্রিটিশ আর্মি? তাইতো?'

'হ্যাঁ।' বলে উঠলো, স্যাণ্ডারসন। ওর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলো তারপর জিজ্ঞেস করলো আবার, 'তুমি এই কাগজটাতে সই করে দাও।'

স্যাণ্ডারসন চিরকূটটা সই করে ওর হাত থেকে ম্যাসেজটা নিলো। ম্যাসেজটা পড়তে আরম্ভ করলো স্যাণ্ডারসন।

ব্রিটিশ আর্মি স্পেশ্যাল ইনটারোগেশানের অফিসার ক্যাপ্টেন অ্যান্টনী স্যাণ্ডারসনকে জরুরীভাবে জানানো হচ্ছে যে, গত পনেরই সেপ্টেম্বর প্যারিসের রিট্জ হোটেলে ক্রিষ্টিনা হোগেষ্ট নামে এক মহিলা খুন হয়েছে। খুনীর পরিচয় অজ্ঞাত। হোটেলে ক্রিষ্টিনা মিসেস ব্ল্যাক হিসেবে নিজের নাম উল্লেখ করেছিল। ওর পুরুষ সঙ্গীর নাম রেজিস্ট্রী করেছিল মার্টিন ব্ল্যাক নামে।

'কিন্তু তোমার দেওয়া হেলমুট উলফের শরীরের বর্ণনার সঙ্গে এই লোকটির হুবহু মিল ছিল। ব্যাপারটা কি তদন্ত করা সম্ভব। ফরাসী পুলিশ এবং আমাদের দূতাবাস ওদের জাল পাশপোর্টের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে বেশ কিছুটা সময় নিয়েছে। ওরা পয়লা অক্টোবর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। অর্থাৎ গতকাল। তোমার অনুরোধ মতো সমস্ত কাগজপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদি আরো কিছু জানার থাকে তাও তদন্ত করা হবে। এরপর কিছু সাংকেতিক নাম আর নাম্বার দিয়ে ম্যাসেজটা শেষ হয়েছে।

স্যাণ্ডারসন ম্যাসেজটা পড়া শেষ করে ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠলো 'সব ফালতু।'

পুরো একটা মাস বাজে খরচ হয়েছে এটা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। ব্যাপারটাতে রেগে গেল স্যাণ্ডারসন।

ওখানে থেকে উঠে এলটিগনারের ঘরে গিয়ে ঢুকলো ও। হঠাৎ ওকে উত্তেজিত ভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে এলটিগনার একটু অবাক হলেন।

'কি ব্যাপার ম্যাত্তি?' বলে এলটিগনার ওর মুখে দিকে তাকালো।

স্যাণ্ডারসন চোখমুখে একটা অস্বাভাবিক ভংগী দেখে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার কি হয়েছে?'

'এটা?' বলে স্যাণ্ডারসন ম্যাসেজটা ওর হাতে ছুঁড়ে দিলো। বললো, 'এটা দ্যাখো, ওই নির্বোধ অযোগ্য......।'

এলটিগনার কাগজটা নিয়ে দেখলো। একবার চোখ বুলিয়ে বলে উঠলো, 'ওহো ওই ব্যাপার। তুমি সহজভাবে নাও। এটা এমন কিছু নয়।....।'

'ঠিক আছে। এমনটা যে ঘটতে পারে তা আমি জানি। কিন্তু অ্যাণ্ডি ব্যাপারটা ভেবে দ্যাখো। পুরো একটা মাস বাজে নষ্ট হয়েছে।'

'তাহলে ও মেয়েটাকে খুন করলো?' বলে উঠলো এলটিগনার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো আবার, 'তাহলে হেলমুট উলফই ক্রিষ্টিনাকে শেষপর্যন্ত দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলো? কিন্তু কেন?'

'আমি ঠিক জানিনা অ্যাণ্ডি।' স্যাণ্ডারসন বললো আবার চিন্তিত স্বরে, 'ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছেনা। যদি ওই হেলমুট উলফ আর ক্রিষ্টিনা হোটেলে মার্টিন ব্ল্যাক আর মিসেস ব্ল্যাক নামে নিজেদের নাম রেজিষ্ট্রি করে থাকে তাহলে আসল শয়তান অর্থাৎ ওই মার্টিন ব্ল্যাক গেল কোথায়?'

'এছাড়া আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার আছে। উলফই বা হঠাৎ ওই মহিলাটির সঙ্গে থাকতে গেল কেন?'

অ্যাণ্ডির কথায় স্যাণ্ডারসন ভুরু কুঁচকে তাকালো ওর দিকে। এরপর স্যাণ্ডারসন বলে উঠলো, 'উলফ হলো এমন একজন লোক যার সঙ্গে চুক্তি আছে। আসলে মার্টিন ব্ল্যাকের জন্যেই মহিলাটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।'

'হুঁ', দীর্ঘশ্বাস ফেললো এলটিগনার। বললো আবার, 'আমার ধারনাটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু ওই ব্যাপারটা আমি এর আগে কখনোই ঠিক যুৎসই বলে মনে করিনি।'

'ভাল, কিন্তু এখন কেমন মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলো স্যাণ্ডারসন।

'হ্যাঁ।' এলটিগনার মৃদু হাসলো এবার। বললো, 'উলফ প্রথমে বন্দীশালা থেকে পালায়। এরপর ও সুইজারল্যাণ্ডে মার্টিন ব্ল্যাক আর ক্রিষ্টিনাকে অনুসরণ করে। তারপর.....।'

'তারপর সম্ভবতঃ ওরা ব্লাককে খুন করে।' বললো স্যাণ্ডারসন, কপালটা হাত দিয়ে মুছে আবার বলে উঠলো, 'অবশ্য এটা আমার অনুমান? ওর কাছ থেকে সমস্ত অর্থ নিয়ে নেয়। শেষপর্যন্ত পালিয়ে যায় প্যারিসে।'

'কিন্তু প্যারিসেই বা যাবে কেন? সুইজারল্যাণ্ডে যেখানে ওরা ছিল সেখানেওতো যেতে পারে?'

'তা জানি।' স্যাণ্ডারসন অস[illegible]ভাবে বললো, 'আমিতো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। আর কিছু?'

এলটিগনারের দিকে তাকালো স্যাণ্ডারসন। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। অনেক বছর ধরে ওরা দুজনে দুজনকে চেনে। বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। দুজনেই দুজনকে বিশ্বাস কর[illegible]। এমনকি পরস্পরের ভাবনার গতিও ধরতে পারতো আগে থেকে।'

'সেন্টা হাউসম্যান।' স্যাণ্ডারসন বলে উঠলো। এলটিগনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওই নামটারই প্রতিধবনি করলো।

'তুমি কি মনে করো ও এখানে এই মিটেনল্যাণ্ডে আবার ফিরে এসেছিলো?'

'আমার ধারণা হলেও হতে পারে।'

'তা হতে পারে অ্যাণ্ডি। তবে ব্যাপারটা খুবই কষ্ট কল্পিত।'

'কিন্তু ও যদিও সেটাই করে থাকে?'

তাহলে ও ওখানে যাবে। নিশ্চয়ই যাবে। এছাড়া আর কোথায় ও যেতে পারে?'

স্যাণ্ডারসন এবারে বললো, 'গ্যাসটফ অ্যাণ্ডলার-এর ওপরে চবিবশ ঘন্টা নজর রাখার জন্যে কি নরডেনকে পাওয়া যাবে না?'

'আমরা চেষ্টা করতে পারি। তা সে আর কিছু পাই আর না পাই।'

'তাই চেষ্টা করে দ্যাখো অ্যাণ্ডি,' বলে স্যাণ্ডারসন দরজার দিকে এগোলো। এলটিগনার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'কি ব্যাপার? কোথায় যাচ্ছো তুমি?'

'মিটেনল্যাণ্ডে। আমি ভাবছিলাম সেন্টা হাউসম্যানকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

'শোনো স্যাণ্ডারসন, একটু অপেক্ষা করো। আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

স্যাণ্ডারসন জবাবে বললো, 'না। তুমি বরং নরডেনের ব্যাপারটা ঠিকঠাক করো। তারপরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।'

'ঠিক আছে।' বলে উঠলো এলটিগনার। তারপর হাত বাড়ালো টেলিফোনের রিসিভারের দিকে।

ততোক্ষণে স্যাণ্ডারসন বাইরে বেরিয়ে গেছে। বিরাট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-এর করিডোর ধরে এগিয়ে চললো ও। বাইরে বেশ কয়েকটা গাড়ী পার্ক করা ছিলো।

তারই একটাতে গিয়ে বসলো ও। ওটা ওর নিজেরই। গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। গেটের সামনে কয়েকজন মিলিটারী পুলিশ পাহারা দিচ্ছিলি। তারা ওকে স্যালুট করলো। স্যাণ্ডারসন দ্রুত গাড়ী চালাচ্ছিলো। ওর লক্ষ্য এখন মিটেনল্যাণ্ড। মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছে গেলো গন্তব্যস্থলে। বেশ কিছুদিন হলো গ্যাসটফে নেই ও। কিন্তু পাথরের টালি বসানো হলওয়ের সুইচবোর্ডের পাশে ডেস্ক সমেত রিসেপশন এলাকা আর পায়ে ধাতুর ব্রাশ লাগানো সেই অষ্টবক্র মানুষটি একরকম আছে।

ক্লার্ক এবারে জার্মান ভাষায় ওকে কি একটা জিজ্ঞেস করলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো চেয়ার থেকে। স্যাণ্ডারসন বুঝতে পারলো ক্লার্কটি হয়তো ভেবেছে ও জার্মান। স্যাণ্ডারসন বললো, 'আমি ফ্রাউ হাউসম্যান-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওর সঙ্গে জরুরী দরকার আছে।'

ক্লার্কের দৃষ্টি এবার অন্যত্র সরে গেল। বাঁদিকের কাঠের সিঁড়িটার দিকে দ্রুত একবার দেখলো। পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়ে বললো, 'আমি দুঃখিত স্যার, মিসেস হাউসম্যান এখানে নেই। তিনি বেরিয়ে গেছেন। ওর ফিরতে দেরী হবে।'

ইতিমধ্যে স্যান্ডারসন রাস্তায় এসে পড়েছে। মহিলাটির ও নিকুচি করেছে। স্যাণ্ডারসন এগিয়ে গেলো গাড়ীর দিকে। ঠিক তখনই ওর বাঁদিকের একটা গলি থেকে একজন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখলো। লোকটার মুখভর্তি কাঁচা পাকা দাঁড়ি। গলি থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে তাকালো বারকয়েক। স্যাণ্ডারসন-এর মনে হচ্ছিলো কাউকে অথবা কিছু একটা যেন খুঁজছে লোকটা। চিনতে পারলো লোকটাকে। তখনই একটা ভয়ের শিহরণ ওর সর্বাঙ্গ বেয়ে উঠে গেলো। ব্যাপারটা ও অনেকবারই কল্পনা করেছে। কিছুটা এগিয়ে গেলো স্যাণ্ডারসন। লোকটা তখনো দেখতে পায়নি ওকে। ও সোজা গিয়ে লোকটার হাত চেপে ধরলো। রিভলবারটা সঙ্গে নেই বলে ওর ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হলো নিজেকে। স্যাণ্ডারসন-এর মুখ থেকে স্বতস্ফূর্ত ভাবেই বেরিয়ে এলো, 'হেলমুট উলফ।'

হঠাৎ এরকম ঘটনায়, লোকটা কেমন হতচকিত হয়ে গেলো। ব্যাপারটা স্যাণ্ডারসন-এর দৃষ্টি এড়ালো না। কিন্তু উলফের বিদ্যুৎগতি আর অসম্ভব কুশলী তৎপরতার কাছাকাছি যেতে পারলো না স্যাণ্ডারসন। প্রায় বিদ্যুতের গতিতে একটা জোরালো ঘুঁষি এসে পড়লো স্যাণ্ডারসন-এর মুখে। পেছনের দিকের দেওয়ালে ছিটকে গেল ও। তারপর গড়িয়ে গিয়ে একজন মহিলার গায়ের ওপরে গিয়ে পড়লো। আচমকা ঘটনার ফলে মহিলাটি ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু স্যাণ্ডারসন-এর বোধ শক্তি তখন একেবারেই কাজ করছিলো না। মুখমণ্ডল অসাড় হয়ে গেছে। অস্পষ্টভাবে একটা আতংক বোধ করলো স্যাণ্ডারসন। ব্যাপারটা ওর কাছে মনে হলো স্বপ্নের মতো। কিছুক্ষণ কাটলো এইভাবে। তারপর হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বিস্ময়ে, রাগে আর ভয়ে ও দিশেহারা। একাধিক কণ্ঠস্বর কানে এলো ওর। ঠিক তখনই ওর চোখে পড়লো হেলমেট পরা দু'জন রক্ষী ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। ওই দু'জনের মধ্যে একজন চীৎকার করে উঠলো, 'কি ব্যাপার? এখানে হচ্ছেটা কি তোমাদের?'

'আরে জো।' অন্য আর একজনের কণ্ঠে বিস্ময়, 'আমাদের জীপটা গেল কোথায়?'

স্যাণ্ডারসন এবারে কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালো। তারপর পকেট থেকে রুমালটা বের করে মুখটা মুছলো।

রুমালে রক্তের দাগ লেগেছে। একটু অবাক হয়ে গেলো স্যাণ্ডারসন। সামনেই একটা ষ্টেশনারী দোকান। তারই আয়নায় নিজের মুখটা ও একবার ভালো করে দেখে নিলো। আচমকা আঘাতে মুখটা ওর ক্ষতবিক্ষত। একজন পুলিশ জিজ্ঞেস করলো ওকে 'কি ব্যাপার এখানে?'

স্যাণ্ডারসন জবাবে বললো, 'আমি......।'

বলে পকেট থেকে আই, ডি কার্ডটা বের করলো। দেখালো পুলিশটাকে।

'ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স', স্যাণ্ডারসন নিজেই বলে উঠলো এবার। পুলিশ রক্ষীটি আই, ডি কার্ডটা ঠিকমতো বুঝতে পারছিলো না। এবারে স্যাণ্ডারসন বললো, 'তুমি একটা কাজ করো ভাই। ব্যারাকে গিয়ে ক্যাপ্টেন এলটিগনারকে একটু খবর দাও। ওকে বলবে, যে স্যাণ্ডারসন উলফকে খুঁজে পেয়েছে। এটা আশা করি নিশ্চয়ই পারবে।'

'হ্যাঁ পারবো।' বলে উঠলো পুলিশ রক্ষীটি।

বেশ কিছুটা আসার পরে একটা চওড়া রাস্তা পড়লো। একটা চারমুখী একটা বড়ো সড়ক। অনেকদূর পর্যন্ত রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। অনেকদূর পর্যন্ত কোনোরকম গাড়ীর চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। এবারে স্যাণ্ডারসন গাড়ীর গতিটা কমালো। এদিকের সড়ক বরাবর এগোচ্ছিলো ও। বেশ খানিকটা দূরে নীচে একটা হ্রদ দেখা যাচ্ছে। সামনে একটা লম্বা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তাটার শেষ প্রান্তে গ্রামের কিছু বাড়ীঘর দেখা যাচ্ছে। একটা ব্রীজও আছে ওই হ্রদের ওপরে।

ঠিক তখনই স্যাণ্ডারসন-এর চোখে পড়লো জীপটাকে। চালকের আসনে যে বসেছিলো তাকেও দেখতে পেলো ও উত্তেজনায় স্যাণ্ডারসন চীৎকার করে উঠলো। কোনো শিকারী যেরকম তার শিকারকে দেখে আনন্দে চীৎকার করে ওঠে ঠিক সেইরকম গাড়ীটায় আবার স্পীড বাড়ালো স্যাণ্ডারসন। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো সামনের দিকে।

দূরের পর্বতমালা তুষারে আবৃত। স্যাণ্ডারসন-এর মনে হচ্ছিলো মাঠগুলো ভিজে আর কেমন যেন স্যাঁতসেতে। উলফ এখন কোথায় চলেছে? ওর গাড়ীর উইণ্ডশীল্ড ভিজে যাচ্ছিলো বারবার। তুষারপাত ক্রমশঃ আরো বাড়ছে। গাড়ীর সামনের দিকে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না স্যাণ্ডারসন।

কিছুটা যাবার পরেই একটা 'টি' চিহ্ন দেখা গেল। ওটা এনসেইডেল যাবার রাস্তা। স্যাণ্ডারসন দ্রুতবেগে জায়গাটা অতিক্রম করে গেল। এরপরের রাস্তাটা বার দুয়েক বেঁকে সোজা খাড়াই উঠে গেছে। সেদিকেই এগোতে লাগলো স্যাণ্ডারসন। মাঝখানে একটা গর্ত কোনরকমে সেটার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। গর্তটার কাছেই জনাকয়েক লোক। ওরাই খুঁড়ছিল গর্তটা। স্যাণ্ডারসন ব্রেক কষে গাড়ীটাকে থামিয়েছে।

গাড়ী থেকে এরপর নেমে স্যাণ্ডারসন গিয়ে হাজির হলো ওদের কাছে। লোকগুলো একটু অবাক হয়ে তাকালো ওর দিকে। স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করলো, 'একটু আগে কি এখান দিয়ে কোনো আমেরিকান জীপ গেছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। একটু আগেই একটা জীপ এখান দিয়ে গেছে। হ্যাঁ আমেরিকান জীপ!'

ওদের মধ্যেই একজন চীৎকার করে বলে উঠলো। স্যাণ্ডারসন ঠিকই ভেবেছে।

হেলমুট উলফ এ'রাস্তাতেই এসেছে তাহলে। এরপর আর দেরী না করে ও ফিরে এসে নিজের গাড়ীতে বসলো। তারপর গর্তটা অতিক্রম করে তীব্র গতিতে গাড়ী চালাতে আরম্ভ করলো।

কিছুক্ষণ কাটলো হঠাৎ স্যাণ্ডারসনের আবার জীপটা চোখে পড়লো। খাড়াই উঠে যাওয়া একটা ফুটপাতের মুখে ধাতুর তৈরী একটা মাইল পোষ্টের নীচে জীপটা দাঁড় করানো আছে। স্যাণ্ডারসন এগিয়ে গিয়ে নিজের গাড়ীর ওর পেছনেই দাঁড় করালো। সাইনটা দেখলো একবার। গাড়ীর গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে রিভলবারটা। বের করে নিয়ে এলো ও। রাখলো কোটের পকেটে।

কিছুটা সময় ভাবলো স্যাণ্ডারসন।

তারপর নেমে এলো গাড়ী থেকে। এখানে উলফের কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। চারদিকটা একবার ভালো করে দেখলো। পুরো এলাকাটা নিস্তব্ধ।

সামনের দিকে তাকালো একবার। ঝোপের মধ্যে লাল চেরী ফুল ছাড়া আর বিশেষ কিছুই দেখবার নেই। হঠাৎ একদিকে চোখ পড়তেই থমকে গেল ও। পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল শরীরটা। ওগুলো লাল ফুল নয়। রক্তের ফোঁটা ছড়িয়ে আছে চারদিকে। স্যাণ্ডারসনের আঙুলগুলো কাঁপছিল। কাঁপা হাতেই ওগুলো স্পর্শ করলো ও।

এখানে গাছগুলো সব ঘন ঘন সন্নিবিষ্ট। কাছাকাছি বসানো অনেকটা এলোমেলোভাবে। উলফের নিজের পায়ের শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। এছাড়া শব্দ হচ্ছিল অবিরত তুষার পড়ার। এতো তুষারপাত ভীষণ রকমের বিরক্তিকর। জায়গাটা পনেরো কি কুড়ি সেন্টিমিটারের মতো উঁচু। তিনি এগোতে লাগলেন। মাঝে মাঝে অবশ্য দাঁড়াচ্ছিলেন। মাথাটা হালকা লাগছিল ওর। শরীরের যে অংশটায় সেন্টা হাউসম্যান বিশ্বাসঘাতকতা করে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছিল সেটা এখনো অবশ।

নিজের রিষ্টওয়াচটা দেখলেন একবার। বারোটা পঁয়তাল্লিশ। হঠাৎ ওর নিজেকে ক্লান্ত মনে হলো। আলোটা যেন ক্রমশঃ কমে আসছিল। ওপরের দিকে যেখানে গাছের সারি শেষ হয়েছে সেখানে তুষার একেবারে ঘন হয়ে বসেছে।

আচমকাই হেলমুট উলফ একটা অজানা ভয়ে কেঁপে উঠলেন, বিরক্ত বোধ করলেন কিছুটা। মনে মনে ভাবলেন অযথা এসব চিন্তাভাবনা করে কোনো লাভ নেই। পায়ের দিকে একবার তাকালেন তিনি। পায়ের জুতো জোড়া একেবারে শীর্ণ। পাতলা ওভারকোটটা টেনে ভাল করে গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে নিলেন। আর বেশী দুরে নয়। পাথরের রাস্তা একেবারে খাড়াই উঠে গেছে। প্রতি মুহূর্তেই একবার করে ওকে থামতে হচ্ছিল। ধারালো বাতাস ওর শরীবেব মধ্যে ছোরার মতো বসে যাচ্ছিল।

'গোল্লায় যাক তুষার, গোল্লায় যাক সেন্টা হাউসম্যান। বিশ্বাসঘাতক মার্টিন! সবাই একে একে গোল্লায় যাক।'

ওপরের সোনা রাখা ছিল। একবার যদি সেগুলো পেয়ে যায় ও তাহলে সব ঠিক আছে। অন্য একটা ভাবনাকে তিনি প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন না। তাহলে বিশ কেজি সোনা কিভাবে তিনি পাথরের নীচে বয়ে নিয়ে যাবেন। প্রশ্নটা তিনি কোনোভাবেই মাথায় রাখতে দিচ্ছিলেননা। একবার যদি পাহাড়ের ওপরে পৌঁছোতে পারেন তাহলে সবচেয়ে আগে বিশ্রাম নেবেন।

শেষ মেষ একটা কুটীরের সামনের গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। দরজাটা বন্ধ। টেনে খুলে ফেললেন দরজাটা। তারপর ঘরের মধ্যে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, পাহাড়ের ওপরে কোনোকিছুই তালাবন্ধ করে রাখেনি। এদিকে তুষারপাত ক্রমশঃ বাড়ছে। তীব্র ভাবে পাক খাচ্ছে তুষারকুণ্ডলী।

উলফকে এগোতে দেওয়ার ব্যাপারে তুষারকুণ্ডলী যেন প্রবল বিরূপ। ভেতরে ঢুকে লাথি মেরে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি। দরজা বন্ধ করতে মৃদু আরাম বোধ করলেন। ভেতরটাতে বেশ গরম। তা সত্ত্বেও এখানে আগুন জ্বালানো দরকার। ঈশ্বরের যে কি মতিগতি বোঝা দায়। এই সাতসকালে তুষারপাত আরম্ভ হয়েছে। ফায়ার প্লেসে পোড়া কাঠ ছিল। একটা শেলফের ওপরে দেশলাইও একটা পাওয়া গেল। সেই কাঠগুলোই জ্বালিয়ে দিলেন তিনি। জ্বলতে লাগলো কাঠগুলো, মাঝে মাঝে ফটফট করে শব্দ হচ্ছিল। কিছু ছড়িয়ে ছিটকে থাকা শুকনো ডালপালা যোগাড় করে সেই জ্বলন্ত আগুনের ওপরে ফেলে দিলেন তিনি। দেখতে দেখতে সেগুলো ভীষণভাবে জ্বলে উঠলো। এবারে তিনি নিজের শরীরে তীব্র উত্তাপ বোধ করলেন।

মিনিট দশ পনেরো তিনি চুপচাপ বিশ্রাম নিলেন। তারপর মেঝেতে যে লিনোলিয়াম পাতা ছিল সেটা তুলে পাকিয়ে ঘরের এককোনে সরিয়ে রাখলেন। এবারে মেঝের মাঝখানের ঢাকাটা খোলা প্রয়োজন। কি দিয়ে খোলা যায়? তিনি চারদিকে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু সেটা খোলা যায় এমন কোনো জিনিষ আশেপাশে কিছুতেই দেখতে পেলেন না। ছুরি কাঁচি ধরণের কিছুই নেই। বিরক্তভাবে কাঁধটা একবার ঝাঁকালেন তিনি। এবারে জ্যাকেটের পকেট থেকে লুগারটা বের করলেন তিনি। হাতে নিয়ে পিস্তলটা বেশ কয়েকবার নাড়াচাড়া করলেন। তারপর পিস্তলের নল থেকে সাইলেন্সারটা খুলে ফেললেন। এখন আর এটার কোনো প্রয়োজন নেই। ফ্লোর বোর্ড আর

দেওয়ালের মধ্যে সামান্য ফাঁক ছিল। সেখানেই পিস্তলের নলটা ঢুকিয়ে দিলেন তিনি। তারপর তুলে দিলেন লিভারটা। বাকী কাজটা খুবই সহজ।

এবার ধুলোয় ঢাকা মোড়কটা বের করলেন তিনি। ফ্লোর বোর্ডের নীচে শব্দ হচ্ছিল। বুঝলেন ওখানে ইঁদুরেরা সব লাফালাফি করছে। এবারে হাতটা তিনি আরো ভেতরে বাড়িয়ে দিলেন। ধাতুর বাক্সটা এরপরে বের করে আনলেন তিনি। যতোটা ভারী মনে হয়েছিল জিনিষটা দেখলেন তার চেয়েও ভারী হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত ওর অনুসন্ধানী হাতটা একেবারে ব্যাগের চামড়ায় গিয়ে ঠেকলো। ওটাকে বের করে নিয়ে এলেন তিনি। ব্যাগটা ক্ষতবিক্ষত। ইঁদুরগুলো এটার ওপরে মহানন্দে ধাঁরালো দাঁত বসিয়েছে। এবারে ব্যাগটা খুললেন তিনি। শীতের একটা ঝলমলে দিন। দুটো ধাতুর পাত চকচক করে উঠলো তারই আলোতে। সেই আলোয় উলফের চোখদুটোও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে আবার পোষাক পরে নিলেন তিনি। জুতোটা এখন শুকনো। পায়ে গলিয়ে নিলেন সেটা। ঘরটার চারপাশে ভাল করে তাকালেন একবার। একমাত্র টেবিলে রাখা পিস্তলটা ছাড়া আর কিছুই ওর কাজে লাগবে না। রিভলবারটা নিয়ে তিনি কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। ব্যাগটা নিলেন হাতে। এবারে ক্ষতস্থানের তীব্র যন্ত্রণাটা ওর সারা শরীরটায় ছড়িয়ে পড়লো। ওর মনে হলো ব্যাণ্ডেজের নীচে আবার রক্ত বেরোতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু এই মুহুর্তে আর কোনো উপায় নেই। দাঁতে দাঁত চেপে এখন যন্ত্রণাটা সহ্য করতে হবে। ব্যাগের ফিতেটাকে খুব সাবধানে তিনি কাঁধের ওপরে রাখলেন।

ক্যালটেন ব্রুনারের কাগজপত্র তেমন একটা ভারী নয়। ডান দিকের বগলের নীচে সেগুলো ঢুকিয়ে নিলেন তিনি। তারপর ধাতুর বাক্সটা তুলে নিলেন ডান হাতে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো এবার ওর বুকের ভেতর থেকে। হে ঈশ্বর, খুব ভারী লাগছে ব্যাগটা। মনে হলো, এগুলো সব একসংগে বয়ে নিয়ে তিনি নীচে নামতে পারবেন না। সামনেই সারি সারি গাছের সমাহার। গাছের সারি ধরে নামাটাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন।

তখনো পর্যন্ত অবিরত তুষারপাত হয়ে চলেছে। আর কিছুক্ষণ পরে হয়তো পায়ের ছাপগুলো একেবারেই মুছে যাবে। পাহাড়ের চূড়োয় যেখান-থেকে রাস্তাটা শুরু হয়েছে সেদিকে এগোতে আরম্ভ করলেন তিনি।

ধীরে ধীরে নামতে আরম্ভ করলেন চূড়া থেকে। ঠিক তখনই তিনি দেখতে পেলেন একটা কালো মূর্তি ওপরে আসার চেষ্টা করছে। এমন কি এই আলো আঁধারিতেও লোকটার সোনালী চুল আর জ্বলন্ত চোখদুটো দেখতে পেলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি হাতের বাক্সটা ফেলে দিলেন মাটীতে। সঙ্গের কাগজপত্রগুলোও। পকেট থেকে চকিতে বের করলেন পিস্তলটা। মাথাটা নীচু করে সেই মূর্তিটা কিছুটা ওপরে আসার অপেক্ষায়। এদিকে সেই মূর্তিটা ক্রমশই ওপরে উঠে আসছিল। এখনো পর্যন্ত অবশ্য লোকটা ওকে দেখতে পায়নি। উলফ এবার পিস্তলটা বের করে ওর দিকে তাক করে রইলেন। আলো এই মুহূর্তে অনেক কম। সেই আলোতেই তিনি দূরত্বটা অনুমান করার চেষ্টা করলেন। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটাকে ঠিক রেখে গুলি করার জন্যে একেবারে প্রস্তুত। এবারে ট্রিগার টিপলেন তিনি। গর্জে উঠলো উলফের হাতের পিস্তলটা। লোকটার ডান দিকের ঠিক দু'ফুট দূরে একতাল তুষার পিণ্ড বাতাসে উঠে ছিটকে গেল। মুহূর্তে লোকটা ওপরের দিকে তাকালো। আর ঠিক তখনই চোখে পড়লো হেলমুট উলফকে। সঙ্গে সঙ্গে তুষারের মধ্যে গড়িয়ে একদিকে সরে গেল ও। হামাগুড়ি দিয়ে একটা ঢিবির পেছনে গিয়ে লুকোলো।

পিস্তলটা খারাপ হয়ে গেছিল। মনে মনে নিজেকেই গালাগালি দিলেন তিনি। সাইলেন্সার ব্যবহার করলে পিস্তল খারাপ হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। পিস্তলের নলের খাঁজটা সম্ভবতঃ খারাপ হয়ে গেছে। তিনি এবার লোকটার চোখ থেকে নিজেকে আড়াল করতে একটা পাহাড়ের পেছনে এসে লুকোলেন, ওর হাতে নির্ঘাত রিভলবার আছে। সামনা সামনি যাওয়ার কোনো মানে হয় না। ওদিকে লোকটা বেশ খানিকটা সময় পেয়ে যাচ্ছিল। নাঃ এবারে ওকে একটা ফাঁদ পাততে হবে। ওর মনে পড়লো ঘর থেকে বেরিয়ে একটা রাস্তা পাহাড়ের চূড়ার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। পাহাড়ী উন্মুক্ত রাস্তা। কোনোরকম আড়াল নেই। ওখানে যাওয়াটা সম্ভবতঃ বুদ্ধি মানের

কাজ হবে না। নীচে যাবার রাস্তাটা লোকটা নিজে আগলে রেখেছে। একটাই রাস্তা এখন খোলা আছে। নীচে যাবার রাস্তাটা ফাঁকা। এই রাস্তাটা পাহাড়ের গা বেয়ে একেবারে ঘুরে যেতে হয়। রাস্তাটা থেকে সামান্য দূরেই টুরিষ্টদের জন্যে একটা পর্যবেক্ষণ মঞ্চ আছে।

ঠিক তার নীচে একেবারে চারহাজার ফুট নীচে একটা লেকের ওপরে খাঁড়াই পাহাড়টা ঝুঁকে পড়েছে। সেখানে অবশ্য ওর পক্ষে ওৎ পেতে লুকিয়ে থাকাটা বিচিত্র নয় কথাটা ভেবে তিনি নিজের মনেই একবার ঘাড়টা নাড়লেন। সামনেই বাক্সটা আর কাগজগুলো পড়ে ছিল। ওগুলো আবার তুলে নিলেন। এরপর যে পথে তিনি ওপরে উঠেছিলেন সেই পথেই আবার তিনি নীচে নামতে শুরু করলেন। ঘরটা অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন খুব দ্রুতবেগে। তারপর অন্যদিক দিয়ে চালু রাস্তার ওপরে নামলেন। ওয়ালচেন্সীতে যাওয়ার এটাই খাড়াই আর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তা। এটাও তার মনে ছিল যে, ওই পর্যবেক্ষণ মঞ্চটার আগেই রাস্তাটা মোড় নিয়েছে। গ্রীষ্মকালে ওই মঞ্চটাতেই টুরিস্টরা ভিড় করে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলোর ছবি তোলার উদ্দেশ্যে।

ওখান থেকে রাস্তাটা পুরোপুরিভাবে ওরই দখল থাকবে। এরপরে যে মুহূর্তে লোকটা ঘুরে ওর একেবারে কাছাকাছি আসবে তখনই ওকে গুলি করে শেষ করে দিতে ওর কোনো অসুবিধে হবে না। ক্ষতস্থানে যন্ত্রণা হচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই সোনার বোঝাটা টানতে টানতে কোনোরকমে এগোচ্ছিলেন তিনি। পায়ের নীচে জমাট তুষার আর পায়ের পুরোনো ক্ষত ওকে একেবারে কাহিল করে তুলেছে। তবুও তিনি দাঁতে দাঁত চেপে কোনোরকমে যন্ত্রণা চেপে এগোতে লাগলেন। আর মনে মনে পশ্চাৎ কারীকে গালাগাল দিচ্ছিলেন।

হেটমুট উলফ এগোচ্ছিলেন আর মনে মনে প্ল্যান করছিলেন লোকটা এলে কিভাবে ওকে শেষ করে দেবেন।

স্যাণ্ডারসন মিনিট পাঁচেকের মতো নিঃশব্দে তুষারের মধ্যে শুয়ে রইলো। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডের শব্দ এখন দ্রুততর। স্যাণ্ডারসন একভাবে বসে রইলো যতোক্ষণ না নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ আবার ধীরলয়ে না আসে। এখন ওর প্রায় শ্বাসবন্ধ অবস্থা। একেবারে মৃতের মতোই শরীরটা ঠাণ্ডা। বুঝতে পারলো ও বরফের মধ্যে ক্রমশঃই জমে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পরে খুব সাবধান উঠতে লাগলো আবার। দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক করছিল একটানা। এই মুহূর্তে দেহটা অবশ্য উত্তেজিত, ওর মনে হলো, সারা রাত এই তুষারে বসে ও যেন মদ্যপান করে গেছে একটানা। চারিদিকের পাহাড়গুলো দেখলো ভাল করে। কিন্তু কোথাও কোনো প্রাণীর নড়াচড়া নজরে পড়লো না। চারদিকে শুধুই শূণ্যতার তুষার আর প[illegible]মালা। বিরাট [illegible]ট সব পাহাড় ঘন তুষারে ঢাকা। কয়েকমুহূর্তের জন্যে বাতাসের দাপটে একবার তুষার মেঘ সরে গেল।

হারজগষ্ট্যাণ্ডের পাহাড়ের চূড়াটা দেখা যাচ্ছিল। একপলক সেটারদিকে তাকিয়ে রইলো ও। ওটার পাশ দিয়েই সোজা তুষারের রাস্তা চলে গেছে। পাহাড়-শীর্ষটা দেখতে দৈত্যের মতো। তুষারে যেন তারই বিরাট পদচিহ্ন। কিন্তু হেলমুট উলফ কোথায় গেল? ও এই মুহূর্তে পাহাড়ের ওপরেই বা কেন এসেছে! স্যাণ্ডারসন ঠিক বুঝতে পারলোনা। কিছুক্ষণ ভাবার পরে স্যাণ্ডারসনের একটা ব্যাপার মনো হলো। আসলে লুঠেরই একটা ভাগ এখানে রয়েছে। যে কোনো ভাবেই হোক উলফ লুঠ করা মালের কিছুটা অংশ পেয়েছিল। এছাড়া ও কেনই বা এরকম একটা ফাঁকা তুষারবৃত দুর্গম একটা জায়গায় আসতে যাবে? উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়ে স্যাণ্ডারসন দ্রুত ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। আশংকা করছিল, যে কোনো মুহূর্তে ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুটে আসবে। সেই আতংকেই ওর শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে আছে। ঘ[illegible]ব চারদিকে তাকালো ভালভাবে।

চারদিকটাই একেবারে ফাঁকা। ঘরের এককোনে মেঝের ওপরে পাতা লিনোলিয়ামটা গুটিয়ে রাখা। একটা চেয়ার দিয়ে সেটা সেখানে আটকানো আছে। ফ্লোরবোর্ডটা তোলা হয়েছে বোঝাই যাচ্ছিল। ওটা একদিকে সরানো রয়েছে। খুব দ্রুত স্যাণ্ডারসন সেটা পরীক্ষা করে দেখলো, কিন্তু গর্তের কিছুই দেখা যাচ্ছিলনা, ফায়ারপ্লেসের অবশিষ্ট পোড়া কাঠগুলোর একটা থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছিল। স্যাণ্ডারসন একমুঠো তুষার তুলে নিল নিজের হাতে। তারপর সেটা ছুঁড়ে দিলো কাঠগুলোর মাঝখানে। মৃদু শব্দ হলো একটা। তারপর ধোঁয়া ওঠা বন্ধ হয়ে

গেল। স্যাণ্ডারসন এবারে ভাবতে আরম্ভ করলো হেলমুট উলফ গেল কোথায়? এখান থেকে ও কি কি জিনিষ নিয়ে গেছে?

বাইরে এসে দাঁড়ালো স্যাণ্ডারসন। তাকালো চারদিকে। দেখতে পেলো উলফের পায়ের ছাপ নীচে যাবার খাড়াই রাস্তা বরাবর চলে গেছে। নরম তুষারে উলফের পদচিহ্ন পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে খুব সর্তকভাবে নেমে গেছে ও। কিন্তু এও দেখতে পেলো যে, সেখানে লুকোনোর কোনো জায়গা নেই। পাহাড় চূড়াটাও একেবারে ফাঁকা আর উন্মুক্ত। একটা নির্জনতা চারদিকে চেপে বসেছে। কিছুটা যাবার পরেই রাস্তাটা ক্রমশঃ সরু হয়ে একটা অক্ষর তৈরী হয়েছে।

স্যাণ্ডারসনের বাঁদিকে পাহাড়ী খাড়া স্তরগুলো পাশাপাশি খাড়া উঠে গেছে। পর্বত আর লতাগুল্ম তুষার দিয়ে ঘেরা। শব্দ করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। সামান্য ঢালু পথে স্যাণ্ডারসন নেমে এলো। বাতাসের আচমকায় মেঘের ধুসর পর্দাটা একবারে আচমকা সরে গেল। মুহূর্তের মধ্যে অনেকদূরে ওয়েলচেল্পীর দিকের পাহাড়গুলো নজরে পড়লো ওর। মনে হলো ওগুলো দেখতে ঠিক জলহস্তীর মতো, যতোটা পারা যায় বিপজ্জনক সেই পথের কিনারে নজর বুলিয়ে দেখতে লাগলো স্যাণ্ডারসন, ওখানে কিছু দেখা যায় কিনা। এই অঞ্চলটার ব্যাপারে ও সবিশেষ ওয়াকিবহাল। এটাই সেই অঞ্চল। মনে মনে ভাবলেন স্যাণ্ডারসন এটাই সেই তালরেনবজি ক্লিপ এলাকা। পাহাড়ের ধার ঘেঁষে যেখানে পথটা রীতিমতো বাঁক নিয়েছে সেটা ততক্ষন ও একটু একটু করে গিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো।

ওখানে ইংরেজী 'ডি' অক্ষরের মতো একটা প্ল্যাটফর্ম দেখা যাচ্ছে। ধারে একটা নীচু ধরনের রেলিং দেওয়া। ওখান থেকে নীচে লেকটা দেখা যায়। রাস্তাটার দু'প্রান্তে দুটো ঘোরানো টেবিল আছে যাতে টেলিস্কোপ লাগানো। ওখান থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়। সঙ্গে আছে কিছু কাঠের বেঞ্চি। ডি আকারের যে প্লাটফর্মটা ওখানে ঢালু আকারের একটা টেবিল আছে। সম্ভবতঃ ওটা পিকটোরিয়্যাল প্যানোরামা গোছের কিছু একটা যাতে ট্যুরিষ্টরা অদৃশ্য পাহাড়পর্বত ভালভাবে দেখতে পায়।

উলফের কোনো চিহ্নই সেখানে দেখা গেল না। স্যাণ্ডারসন এবারে একটু অবাক হলো। তাইতো লোকটা গেল কোথায়। কিন্তু ওর সমস্ত অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারছিল যে, উলফ এই পাহাড়েরই ধারে কাছে কোথাও লুকিয়ে আছে। স্যাণ্ডারসন এগিয়ে গেল সামনের দিকে। পরক্ষণেই আবার দ্রুত পিছু হেঁটে এলো। আর ঠিক তখনই ওর নজরে পড়লো টেবিল আকারের ওই জায়গাটার নীচে কেউ একজন চলাফেরা করছে। খুব সর্ন্তপনে এবারে এগিয়ে গেল স্যাণ্ডারসন। ওদিক থেকে মূর্তিটাও টলতে টলতে সামনে দিকে এগিয়ে আসছে। ওর দিকে লক্ষ্য পিস্তলের সমস্ত বুলেটগুলো নিঃশব্দে করে দিলো, খাড়া পাহাড়গুলো থেকে পাথরের টুকরো গুলো ছিটকে গেল বুলেটের আঘাতে। পাখীর মতো সেগুলো যেন মহাশূণ্যে বিলীন হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। তারপর শুধুই শূণ্যতা।

স্যাণ্ডারসন উঠে এলো রাস্তার ওপরে। ওর কাছ থেকে মাত্র ফিট দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং হেলমুট উলফ। স্যাণ্ডারসনের মনে হলো উলফ রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। দু'চোখে যেন জ্বলন্ত ঘৃণা উপচে পড়ছিল, উলফ এবারে খালি পিস্তলটাই ওর দিকে ছুঁড়ে মারলেন। সেটা স্যাণ্ডারসনকে আঘাত করার পরিবর্তে ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। তারপ পাথুরে রাস্তায় শব্দ করে পড়লো ওটা। ওইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন হেলমুট উলফ। সারা শরীরে রক্ত, চোখে মুখে তীব্র ঘৃণা।

'ভালো খুব ভালো, 'চীৎকার করে বলে উঠলেন হেলমুট উলফ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর আবার বললেন, 'তুমি এখনও ওটা কেন শেষ করছোনা?

'হ্যাঁ, শেষ করে দেওয়াই উচিত। শেষ করে দাও।' স্যাণ্ডারসনের সমস্ত সত্ত্বা জুড়ে যেন ওই বাক্যগুলোর ফিসফিসানি। আত্মার গভীর থেকে যেন ওই একটাই নির্দ্দেশ আসছে বারবার। এই মুহুর্তেই ওকে শেষ করে দাও। যেমন করে পারো। ও নিজেও এটা চাইছে। কিন্তু কোথায় যেন একটা বাধা। একাজ করাটা কি ওর পক্ষে উচিত? ব্যাপারটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? হেলমুট উলফ হলো একমাত্র জীবিত ব্যক্তি যে ক্যালটেন

ব্রুনারের অর্থ আর সোনার ব্যাপারে সত্যি কথা বলতে পারে। তাছাড়াও অন্য কারো অনেক কিছু ব্যাপার ওর কাছ থেকে জানা সম্ভব।

'তুমি জানো আমি কে? কি করতে পারি তোমাকে?' জিজ্ঞেস করলো স্যাণ্ডারসন। উলফ মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'এটা কোনো ব্যাপারই নয়।'

ওর চোখে একটা অস্পষ্ট আশার আলো চকচক করে উঠলো। মনে মনে ভাবলেন তিনি, লোকটার ট্রিগার টিপতে যতো বেশী সময় নেবে ততোই ওর বাঁচার সুযোগ বেশী বেড়ে যাবে। ঠিক তখনই ওর মাথায় একটা ফন্দী এলো। বললেন তিনি, 'ওরা তোমাকে যে পরিমান অর্থের প্রস্তাবই দিকনা কেন আমি তোমাকে তার দ্বিগুন দেবো, ধরো এক মিলিয়ন ডলার।'

'না।' বলে উঠলো স্যাণ্ডারসন, 'আমার সঙ্গে ওরকম কোনো রফার চেষ্টা করে লাভ হবেনা উলফ। তা করতে যেওনা।'

কথাটা বলে স্যাণ্ডারসনের নিজেরই অবাক লাগলো। ওর মধ্যে এই মুহূর্তে বিন্দুমাত্র উল্লাস কিংবা ক্রোধ অথবা ভয় কিছুই নেই। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে স্যাণ্ডারসন তাকালো হেলমুট উলফের দিকে। উলফের অবস্থা একেবারেই বিধবস্ত বাঁ দিকে জীর্ণ কোটের ওপরে রক্তের ছাপ।

'আমার নাম স্যাণ্ডারসন।' সামান্য থেমে উলফের দিকে তাকিয়ে আবার বলে উঠলো ও, 'এখন তোমার মনে পড়ছে?'

'স্যাণ্ডারসন।' উলফ ভুরু কুঁচকে আবার বলে উঠলেন, 'স্যাণ্ডারসন?'

'সেপ্টেম্বর, নভেম্বর উনিশশো উনচল্লিশ।' কথাটা বলে সামনের দিকে তাকালো স্যাণ্ডারসন। চোখমুখের অভিব্যক্তিতে একধরণের নিস্পৃহভাব। উলফ কেন মরতে চলেছে সেটা ওকে জানানো দরকার বলে মনে করলো স্যাণ্ডারসন।

'হে ঈশ্বর।' উলফ চীৎকার করে উঠলেন, তারপর হেসে উঠলেন সজোরে, বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা! তুমিই সেই ইংরেজ?'

পুরোনো কিছু দৃশ্য ভেসে উঠলো হেলমুট উলফের চোখের সামনে। অনেক আগেকার চেনা সেইসব দৃশ্যাবলী।

মনে মনে ভাবলেন তিনি, ইংরেজরা লড়াই করতে পারে। এই স্যাণ্ডারসনও রীতিমতো লড়াকু। মুখের রেখা শিথিল। চোখ দুটোয় যেন মেঘ ঘনিয়ে আছে। কুয়াশা ভেদ করে গাড়ীটা বার্লিনের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। তিনি অপেক্ষা করছিলেন। সিক্রেট সার্ভিসের ইউনিফর্ম দেখার জন্যে।

'আমার সঙ্গে তুমি কি করতে চাও?' ভাঙা ভাঙা স্বরে বললেন উলফ। একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এল বুকের গভীর থেকে। স্যাণ্ডারসনের পিস্তলের নলের মুখে ওর প্রাণটা স্থির হয়ে আছে। স্যাণ্ডারসন হেলমুট উলফের দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহস্বরে বলে উঠলো, 'উলফ, তোমাকে আমি খুন করার জন্যেই এখানে এসেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে স্যাণ্ডারসনের ভেতরকার অন্তরাত্মা বলে উঠলো যেন, স্যাণ্ডারসন আর দেরী কোরোনা। এখনই এই মুহূর্তে শেষ করে দাও ওকে। যতো সময় যাবে তোমার বিপদ বাড়বে। স্যাণ্ডারসন সামান্য বিব্রত বোধ করলো। খুনটা যে সত্যিই ওর পক্ষে কার সম্ভব তা ওর বিশ্বাস হচ্ছিল না। ইতিমধ্যে হেলমুট উলফ পিছু হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে।

'ভাল কথা।' বলে উঠলেন তিনি। 'মনে পড়েছে এবার।'

ওর ঠোঁটে ম্লান হাসি। বলা যায় ঈশ্বরের নির্দেশ। এর বেশী কিছু ভাবতে পারলেন না তিনি। চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মতো অসংখ্য স্মৃতিময় ছবি পরপর ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। কোথাও কোনোরকম ফাঁক নেই। যেন রেস্তোরায় কোনো চেয়ারে বসে সমস্ত ঘটনাটাই পুংখানুপুংখভাবে টাইপ করে নেওয়া হয়েছে। 'ডি' আকারের সেই প্ল্যাটফর্মের দিকে উলফ আরো কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন।

'এবার দাড়াও', বলে উঠলো স্যাণ্ডারসন। মনে মনে উলফ হেসে উঠলেন এবার। এই প্রথম এই ইংরেজের

কণ্ঠস্বরে একটা আড়ষ্টভাব। উলফের কান এড়িয়ে গেল না সেটা। বললেন তিনি, 'এই যে ইংরেজ...।'

বলে সামান্য হেসের বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে বললেন আবার, 'তুমি যদি সত্যিই আমাকে খুন করতে এসে থাকো তাহলে সেটা তাড়াতাড়ি করে ফেলাই ভাল। বেশী দেরী করলে আবার খারাপ হতে পারে।'

স্যাণ্ডারসন এবারে উলফকে লক্ষ্য করে পিস্তলটা তুলে ধরলো। অনেকটা যন্ত্রচালিত রোবটের মতো। প্রকাশ্যে যতোই স্বাভাবিক আচরণ করুক এবারে উলফের ভেতরটা একেবারে হিম হয়ে গেল। পরক্ষণেই তিনি ওর কঠিন চোখের দিকে তাকালেন।

স্যাণ্ডারসনের চোখের ভাষা পড়ে ফেলতে উলফের কিছুমাত্র অসুবিধে হলোনা। বুঝতে পারলেন, তিনি এই মুহূর্তে নিরাপদ। স্যাণ্ডারসন ওকে ভেতর থেকেই খুন করতে চায় না। কিন্তু কেন এমন হলো সে ব্যাপারটাই ওর অজানা। এই সব দীর্ঘমেয়াদী কোনো ব্যাপারের শেষ পর্যায়ে ইংরেজ আর আমেরিকানরা শেষ পর্যন্ত খেই হারিয়ে ফেলে। অকেজো ধারণাগুলোকে কোনো সময়েই ওরা একদিকে ঠিকমতো সরিয়ে রাখতে পারে না। সবটাই একটা নিঁখুত খেলা। একটা মসৃন সুযোগ। শক্তিশালী আর নির্ম্মম লোকেরাই শেষপর্যন্ত জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়। তার একমাত্র কারণ হলো, তারা ভালই জানে যে, শেষপর্যন্ত যদি জিততে হয় তাহলে দয়ামায়া, করুণা প্রভৃতি এসব শব্দগুলোকে একেবারে খারিজ করে দিতে হবে। খারিজ করে দিতে হবে সম্মান, ভালবাসা, বিশ্বাস প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী। সিক্রেট সার্ভিসের কাছ থেকে তিনি এইটুকুই শিখেছিলেন। আর একমাত্র এই কারণেই তিনি শেষপর্যন্ত উতরে যাবেন। তিনি অন্যান্য সমস্ত গোপন ভাণ্ডারের কথা ভাবছিলেন। ওয়াসেনবার্গ আর কাবেরস্ককে এলাকার পাহাড়ের গুহায় যে সমস্ত সম্পদ লুকিয়ে রাখা রয়েছে পরের কোনো বছরে তিনি ফিরে আসতে পারেন ওই সমস্ত জায়গাগুলোতে। আর কেউ নয়, তিনিই জানেন যে, ওগুলো কোথায় লুকোনো আছে।

এই সমস্ত ব্যাপার ভাবতে ভাবতে উলফ পিছু হাঁটছিলেন। শেষ পর্যন্ত এসে থামলেন, যতোক্ষণ না তিনি সেই জায়গায় পৌঁছোতে পারলেন যেখানে ধাতুর বাক্স আর সোনার বাক্সটা রাখা আছে।

একেবারে নির্দ্দিষ্ট জায়গাতে এসে নীচু হলেন তিনি। বস্তাটা তুললেন একটা হেঁচকা মেরে, এবারে কোনোরকম নড়াচড়া না করে কোনো শব্দ না করে স্যাণ্ডারসন স্থিরভাবে ওর দিকে পিস্তলটা তাক করলো।

উলফ মনে মনে ভাবলেন, ওই ইংরেজটা একেবারেই নির্বোধ জানোয়ারের মতো। বললেন তিনি, 'ভাল কথা, আমার ইংরেজ বন্ধু, আমি তাহলে পাহাড়ের নীচেই যাচ্ছি।'

'না।' স্যাণ্ডারসন ওকে লক্ষ্য করে উঠলো, যেন ও স্বপ্নে অনেকদূর থেকে কথা বলছে। উলফ আবার বললে, 'আমাকে থামাতে গেলে খুন করা ছাড়া উপায় নেই।'

উলফ বুঝতে পারছিলেন স্যাণ্ডারসনকে ঠিক কিভাবে কাবু করা যাবে। কিন্তু এবারে ওর একটু কাছে যাওয়া প্রয়োজন, এই ভেবে তিনি সামনের দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলেন। তারপর যুৎসইভাবে দাঁড়ালেন। স্যাণ্ডারসন বললো চীৎকার করে, 'আমাকে তুমি শেষ পর্যন্ত নৃশংস হতে বাধ্য করোনা।'

বলে পিস্তলটা সোজাসুজি ওর দিকে তুলে ধরলেন। বেশ বড়ো আকারের পিস্তলটা।

সঙ্গে সঙ্গে হেলমুট উলফ দৃষ্টিটা সেখান থেকে সরিয়ে নিলেন। স্যাণ্ডারসনের চোখের দিকে একভাবে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। উলফ চাইছিলেন ওখানেই ওকে স্থিরভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজেকে যথাসম্ভব ওর আরো কাছে নিয়ে যাওয়া। তোমার ব্যবস্থা আমি করছি, মনে মনে ভাবলেন তিনি। বিচার বিশ্লেষণ করে আরো একপা এগিয়ে গেলেন তিনি।

'এটা করোনা উলফ, আমি তোমাকে নিষেধ করছি।' স্যাণ্ডারসন এবার মরিয়া হয়ে চীৎকার করে উঠলো। একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলে উঠলো ও, 'হে ঈশ্বর, আমি বলছি তুমি এটা করোনা, তোমাকে খুন করতে আমাকে বাধ্য কোরোনা।'

এবারে উলফ বলতে পারলেন, তিনি ওকে প্রায় মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছেন। কিছুটা এগিয়ে গেলেন তিনি এবার। ওর প্রতিটি নড়াচড়াই একেবারে মাপা। ডান পাটা ওর অক্ষত। তার ওপরে ভর দিয়েই তিনি দাঁড়ালেন।

তারপর দোলাতে লাগলেন ধাতুর বাক্সটাকে। অনেকটা গোলাকার ধনুকের মতো সেটা স্যাণ্ডারসনের মুখের সামনে ঘুরছিল। এরপরে আচমকাই দ্রুততার সঙ্গে তিনি ওটা স্যাণ্ডারসনকে লক্ষ্য করে সামনের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। স্যাণ্ডারসন জিনিষটাকে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসতে দেখলো ওর দিকে। কিন্তু শরীরের ভারসাম্যের অভাবে সেটাকে এড়িয়ে যেতে ব্যর্থ হলো। সরাসরি ওটা স্যাণ্ডারসনের ওপরের হাতে গিয়ে আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঘুরে উঠলো ওর। পড়ে গেল একদিকে। ধাতুর সেই ভারী বাক্সটা ওর হাতের সেখানে গিয়ে লেগেছিল সেখানকার হাড়টা একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। স্যাণ্ডারসন সেটার দিকে তাকালো একবার। পরক্ষণেই চোখ তুলে ও হেলমুট উলফের দিকে তাকালো। ওর দু'চোখে একরাশ ঘৃণা। ধাতুর বাক্সটা তুলে ধরেছে হেলমুট। স্যাণ্ডারসনের বুঝতে অসুবিধে হলোনা যে, হেলমুট ওকে খুন করতে চায়। ঠিক সেই মুহূর্তে স্যাণ্ডারসন একটা কাজ করলো। তুষারের দিকে মুখটা ঘোরালো ও। তারপর ওপরে গুলি করলো। হেলমুট উলফের নিম্নাঙ্গ লক্ষ্য করে চোখের পলকে ছুটে এলো বুলেটটা। তারপর উলফকে কোনো কিছু বুঝতে না দিয়েই সোজাসুজি উলফের পেটের মধ্যে ঢুকে গেল সেটা। উলফ ততোক্ষনে ধাতুর বাক্সটা মাথার ওপরে তুলে এনেছিলেন। আচমকা গুলি খেয়ে ওর পাটা হড়কে গেল। মনে হলো ওর পায়ে দড়ি বেঁধে আচমকা টান মারা হয়েছে। পড়ে গেলেন হেলমুট উলফ।

বাক্সটা পড়ে গিয়ে সেটা সোজাসুজি উলফের একেবারে উরুতে আঘাত করলো তীরের মতো। নিঃশব্দে কোনো গাছের পাতা উড়ে যাওয়ার মতো উলফ স্যাণ্ডারসনের চোখের সামনে থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্যাণ্ডারসন আকাশের দিকে তাকিয়ে তুষারের ওপরে সোজাসুজি চিৎ হয়ে শুয়ে রইলো।

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল এইভাবে। এবারে স্যাণ্ডারসন উঠে দাঁড়ালেন। উত্তেজনায় ওর হাত পাগুলো ভীষণ কাঁপছিল। শরীরের একদিকে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছিল। ওর সমস্ত সত্বা জুড়ে একটা অচেতন অসুস্থতা। হাতটা তুললো [illegible] তারপর ছুঁড়ে দিলো হাতের রিভলবারটা। প্রায় আধমাইল নীচে একেবারে লেকের মধ্যে গিয়ে পড়লো ওটা। একটা শব্দ হলো মৃদু।

স্যাণ্ডারসন এবারে চারদিকে তাকালেন। কোথাও একটা জীবিত প্রাণী ওর চোখে পড়লোনা। নিস্তব্ধ তুষার প্রান্তর খাঁ খাঁ করছে। চর্তুদিকে একটা শূণ্যতা। স্যাণ্ডারসন টলতে টলতে কয়েক পা এগিয়ে গেল। পার্শেলের কাগজটা ছিঁড়ে গেছে। ভেতরে দলিল পত্র জাতীয় কিছু রয়েছে। ওটা বাঁ হাতে বগলের নীচে নিয়ে পাহাড় থেকে নামতে আরম্ভ করলো। হঠাৎ নিজে থেকেই অবাক হয়ে গেল ও। প্রথমটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলনা। একরকম বিস্ময়ের সঙ্গেই অনুভব করলো স্যাণ্ডারসন যে, ওর দু চোখে জল চিক চিক করছে।

কিন্তু কার জন্যে চোখে এই জল তা ও কিছুতেই বুঝতে পারলো না।

ছদ্মবেশী ষড়যন্ত্রী

প্রস্তাবনা

১৯৮৩'র গ্রীষ্ম। ঘরোয়া কিছু বিরোধিতা থাকা সত্বেও ব্রিটিশ সিক্রেট ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের প্রধান একটা নতুন ডেস্ক গঠনের অনুমতি দেন। নতুন সংগঠন সৃষ্টির উৎস দুটি। একটি হলো ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবং হোয়াইটহলের উত্তেজিত মনোভাব এবং তার উৎপত্তি যে ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল সরকারের মধ্যে থেকেই সেটা লক্ষণীয়। আগের বছর ফক্‌ল্যাণ্ড যুদ্ধে ব্রিটেনের সাফল্যই তার প্রধান কারণ।

দ্বিতীয় উৎসটি হলো, সম্প্রতি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেল সেক্রেটারির পদে য়ুরি এ্যানড্রোপভের আবির্ভাব, আগে দীর্ঘ পনেরো বছর কে.জি.বি.'র চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। সক্রিয় ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে এ্যানড্রোপভের সবথেকে বেশী পছন্দ হলো বিপক্ষের সংগঠনগুলোর দেওয়া মিথ্যা প্রচার, এজেন্টদের ওপর প্রভাব বিস্তার, চরিত্রহনন এবং পরিকল্পিত ভাবে অসত্য খবর রটিয়ে মিত্র রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিরোধ ঘটিয়ে নৈরাশ্য সৃষ্টি করা।

সেই সময় সোভিয়েত পুরস্কার প্রাপ্ত 'দ্য আয়রণ লেডি'র মিসেস থ্যাচারের দর্শন হলো, 'সে খেলায় দুজন খেলতে পারে' এবং ইঙ্গিত দেন ব্রিটেনের নিজস্ব ইনটেলিজেন্স এজেন্সির এক তরফা মনোভাবটা মেনে নেবেন না তিনি, ফিরতি ম্যাচ খেলার জন্য সোভিয়েতকেও সুযোগ দিলেন।

নতুন ডেস্কের বেশ একটা ভারিক্কি নামকরণ করা হলো ঃ প্রতারণা, তথ্যশূন্য এবং মনস্তাত্ত্বিক সক্রিয়তা। অবশ্যই সেই নামকরণ সংকুচিত করা হল—ডি. ডি. এবং সাই অপস তারপর স্রেফ ডি. ডি.।

বিদেশ এবং কমনওয়েল্‌থ অফিসের পার্মামেন্ট আণ্ডার সেক্রেটারি স্যার রবার্ট ইংগ্লিস-এর প্রাইভেট অফিসে ডাক পড়লো এস. আই এস স্যার মার্ক-এর।

প্রাইভেট অফিসে ঢুকতেই স্যার রবার্ট তাকে বসতে বললো। বসতে গিয়ে মার্ক দেখলো, দেশের সিনিয়র ফরেন অফিস সিভিল সার্ভেন্টের ডেস্কের লাল রঙের ডিসপ্যাচ-বক্স পড়ে রয়েছে, সেই বক্স থেকে মোষের চামড়ায় ঢাকা একটা ফাইল টেনে নিলো স্যার রবার্ট। "প্রিয় বৎস, এখানে এসে খুব ভালো করেছ মার্ক। তুমি তোমার স্টেশনগুলো তো ঘুরে দেখেছ, এখন তোমার স্পষ্ট ধারণার কথা বলো।'

'উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, বিদেশে এই যে সব অতিরিক্ত স্টেশনগুলো খোলার প্রস্তাব তুমি দিয়েছ, তাতে ট্রেজারির সম্মতি আছে, আর প্রয়োজনীয় অর্থ কারো বাজেট কেটে পূরণ করা হবে।'

তারা দু'জনেই জানে, ক্রিকেট ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের পুরো খরচ ফরেন অফিস থেকে আসে না, এমনকি একটা ছোট্ট অংশ মাত্র তারা দিয়ে থাকে। আমেরিকার সি. আই-এর মতো এস. আই এস.-এ খরেচের সিংহভাগ যোগান দিয়ে থাকে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীদের দপ্তর। কিন্তু কৃষি, মৎস এবং খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রণালয় থেকে একদিন প্রশ্ন উঠতে পারে, দক্ষিণ আটলাণ্টিকের বাইরে কতো কডমাছ পাচার হয়ে গেছে।

যাই হোক, অনেক ভেবেচিন্তে মার্ক বললে, 'তাতে কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। কো-অর্ডিনেট আর আমি ট্রেজারের সঙ্গে দেখা করেছি, পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেছি আর প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরও করেছে ট্রেজারি।'

'চমৎকার', ভেবে কি না ভেবে কে জানে পি. ইউ. এস.-এর চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

. স্যার মার্ক জানে, আসলে কি বোঝাতে চাইছে সে। বস্তুতঃ আগের দু'বছরে কমিউনিজমের ধ্বংসপ্রাপ্তির পর বিশ্বের কূটনীতিক মানচিত্র দ্রুত বদলে গেছে। কূটনীতিক সৈন্যবাহিনীরা মধ্য ইউরোপ এবং বলকানে, এমন কি সম্ভবত ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও এসটোনিয়ার মিনি দূতাবাসেও তারা হাত বাড়াবার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে। উদ্দেশ্য, যদি তারা মস্কো থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার পরামর্শ হলো,— ঠাণ্ডা লড়াই এখন মর্গে চালান হওয়ার দরুন সিক্রেট ইনটেলিজেন্সে তার সহকর্মীদের অবস্থা ঠিক বিপরীত হবে, স্যার মার্ক তার কোনোটাই নয়।

'যেমন ধরো তুমি, তোমার বিকল্প আমাদের জানা নেই। আবার কাউকে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করলেও অন্তত ছ'মাস লাগবে সেঞ্চুরি হাউসে নতুন মুখ এনে বিদেশে অভিজ্ঞ লোক পাঠাতে।'

কূটনীতিকের ঠোঁট থেকে হাসি উধাও হয়ে যায়, তারপর আন্তরিক ভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো স্যার রবার্ট' 'প্রিয় মার্ক, তোমার সঙ্গে যে দরকারী আলোচনা করার ইচ্ছে ছিলো আমার তা হলো—- আমাদের দূতাবাসগুলোতে জায়গার বিলিবণ্টন করা, আর কাকেই বা তা দেওয়া যেতে পারে?'

ভেতর ভেতর আর্তনাদ করে উঠলো স্যার মার্ক। এস. আই. এস-এর খরচ যখন বাজেটে ঘাটতির দোহাই দিয়ে কমিয়ে ফেলা হচ্ছে, তখন ছাঁটাইতো অনিবার্য। অলস অফিসারদেরই সরে যেতে হবে।

'শোনো রবার্ট, তুমি যা বলছো আমি সব শুনেছি, কিন্তু আমি চলে যেতেও বলতে পারি না যতক্ষণ না তাদের অবসর নেবার সময় হচ্ছে।'

'তাহলে ওদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এসে ডেস্ক-এর কাজ দাও।'

'তার মানে 'আকর্ষণহীন চাকরী'র কথা বলছো তুমি?' অনেকেই তাদের নিতে চাইবে না।'

'তাহলে তাদের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অবসর নিতে হবে,' শান্ত সংযত স্বর কূটনীতিকের। তারপর আবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো সে, 'শোনো প্রিয় বৎস, এটা কোনো আলোচনার ব্যাপার নয়। এ ব্যাপারে পাঁচজন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের আমি আমার সাথে পাবো, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমরা ভালো ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি, কিন্তু......'।

সেই পাঁচজন জ্ঞানীগুনী ব্যক্তিরা হলো ক্যাবিনেট অফিস, বৈদেশিক অফিস, স্বরাষ্ট্র অফিস, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ট্রেজারির পার্মানেণ্ট আণ্ডার সেক্রেটারিরা। সরকারে এদের ঢালাও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অন্য আরো সব কাজকর্মের মধ্যে এস. এস. আই-এর চীফ এবং সিকিউরিটি সার্ভিসেসের ডাইরেক্টর জেনারেলকে চাকরীতে বহাল করা (কিংবা প্রধানমন্ত্রীর কাছে সুপারিশ করতে হবে প্রায় একই বক্তব্য রেখে)।

'খুব ভালো কথা, কিন্তু একাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমার পথনির্দেশ দরকার।'

'তা এখনি পথনির্দেশ পেয়ে যাবে তুমি', বললো সে, 'নতুন পরিস্থিতিতে আমরা নতুন আইন প্রয়োগ করবো। এখন আমার প্রস্তাব হলো, এই নতুন আইনের বলে ওদের প্ররোচিত করো তুমি, আইনজ্ঞরা যাকে বলে 'উত্তম কর্মপন্থা', আর এই ভাবেই একটা নমুনা বা উদাহরণ দেখিয়ে দাও।'

'উত্তম কর্মপন্থা? নমুনা, উদাহরণ?' মার্ক জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি বলতে চাইছ বলো তো!'

'প্রিয় মার্ক, এটা একটা নজির। শুধু একটা নজিরের বশেই তখন দেখবে একটা পুরো গোষ্ঠিকে নিয়ন্ত্রণে আনা কতো সহজ হয়ে গেছে।'

'তেমন কারোর নাম কি আপনার মনে জেগেছে?'

'হু', এখন সব সময় তো একটি নামই মনে পড়ে—সাম ম্যাকক্রেডি!'

'অবশ্যই। প্রতারক।' স্যার মার্ক জানে বৈদেশিক অফিসের চোখে সে হলো মুক্ত চেঙ্গিস খান। সত্যি কথাটা শুনতে খুবই অদ্ভুত লাগছে। এমন একজন........পথভ্রষ্ট লোক।

টেমস নদীর ধার দিয়ে গাড়ি চালিয়ে স্যার মার্ক ফিরে চলে তার সেঞ্চুরি হাউসে হেডকোয়ার্টারে। তাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

১৯৮৩ সালে সাম ম্যাকক্রেডিকে যখন ডি.ডি. ডেস্কের প্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া হলো, স্যার মার্ক

তখন ডেপুটি কন্ট্রোলার, ম্যাকক্রেডির সমসাময়িক সে, পদমর্যাদায় ম্যাকক্রেডির থেকে একটা র‍্যাঙ্ক ওপরে ছিলো সে। স্যার আর্থার নিয়োগ করেছিল তাকে যেমন আর পাঁচজনকে করে থাকে।

তার কিছু পরেই দূর প্রাচ্যে পাঠানো হয় স্যার মার্ককে তিন বছরের জন্য (চীনা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতো বলে), ডেপুটি চীফ হয়ে ফিরে আসে সে ১৯৮৬ সালে। স্যার আর্থার অবসর নেওয়ার পর গত জানুয়ারীতে তার স্থলাতিষিক্ত হয় সে।

চীনে যাওয়ার আগে অন্যদের মতো স্যার মার্ক ভবিষ্যৎভাবাণী করেছিল, সাম ম্যাকক্রেডি বেশিদিন টিকবে না। একজন প্রতারক বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না।

সেঞ্চুরি হাউসের আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গাড়িটা পার্ক করে রেখে ওপরে উঠে এলো স্যার মার্ক। লিফটে চড়ে একেবারে সর্বোচ্চ তলায় সেঞ্চুরি হাউসের অফিসে ঢুকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে।

মার্ক তার দু'জন ডেপুটির হাতে কাগজপত্র তুলে দেয়। তাতে স্পষ্ট লেখা ছিলো, পূর্ব ইউরোপে পূর্ব জার্মানী সব থেকে শক্তিশালী। ঘাঁটি ছিলো কমিউনিস্টদের, সেই পূর্ব জার্মানী অক্টোবরের তিন তারিখ থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্রতা রক্ষা ও অস্তিত্বের লড়াই-এ নামছে, অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে সেখানে কমিউনিজম স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। পূর্ব বার্লিনে কোনো দূতাবাস থাকছে না, দুই জার্মানীর মাঝের প্রাচীরটা একটা তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়।

এছাড়া সেই সব কাগজপত্র থেকে জানা যায় যে, মিঃ হ্যাকলভ হ্যাভেল ভার নিচ্ছে চেকশ্লাভাকিয়ার আর তাদের স্পাই সার্ভিস এস. টি বি খুব শীগ্গীর ট্রেনিং-এর জন্য সানডে স্কুল খুলছে। এছাড়া পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন ভেঙ্গে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই অনুমেয়, বাকি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলো কি ধরনের আকার নিতে যাচ্ছে।

'ভালো কথা', টিমোথি এডওয়ার্ড বেশ জোর দিয়েই বললো, 'প্রত্যেককে মেনেই নিতে হবে, পূর্ব ইউরোপে আমাদের কোনো অপারেশন চালাতে হয়নি, কিংবা সেখানে আমাদের লোকদেরও পাঠাতে হয়নি।'

'একটা নজির আমাদের সৃষ্টি করতে হবে', বললো স্যার মার্ক, 'শুধু একটা নজির দেখাতে পারলেই হলো, সব অবাঞ্ছিত লোকগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অবসর নিতে সহজেই বাধ্য করা যেতে পারে।'

'তোমার মনে কারোর নাম কি প্রশ্ন চোখে তাকায় গ্রে।'

'স্যার রবার্ট ইংগ্লিসের মনে উদয় হয়েছে,' সাম ম্যাকক্রেডি।'

সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় বড় করে বললো গ্রে, 'সামকে বলির পাঁঠা হিসেবে ব্যবহার করতে পারো না।'

'কেউই তাকে বলির পাঁঠা হিসেবে ব্যবহার করছে না', রবার্ট ইংগ্লিসের বক্তব্যই প্রতিধবনিত হলো স্যার মার্কের কণ্ঠে, 'এর জন্য যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তুমি কখনোই শিকার হওয়া বলতে পারো না।'

'অবশ্যই এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা, কারণ আমরা সবাই সামেরই মতো,' এডওয়ার্ড বলে, 'কিন্তু চীফকে তার কতর্ব্য পালন করতেই হবে।'

'ধন্যবাদ', কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো স্যার মার্ক।

'তাকে তিনটে আলাদা আলাদা চাকরীর প্রস্তাব দিতে হবে,' মনে করিয়ে দিলো গ্রে, 'সম্ভবত একটা চাকরী সে নেবে।'

'সম্ভবত,' তাকে সমর্থন করলো মার্ক।

'তা তোমার মনে কি আছে চীফ?' জিজ্ঞেস করলো এডওয়ার্ড, 'মানে কোন্ কোন্ ধরনের চাকরী!'

'আপাতত যা যা পাওয়া যেতে পারে ঃ যেমন ধরো ট্রেনিং স্কুলের কমাণ্ডাণ্ট, এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান হিসাবরক্ষক ও সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রীর প্রধান, এই তিনটির মধ্যে যে কোনো একটা চাকরী তাকে নিতে হবে।'

দু'সপ্তাহ পরে তার অফিসে শুরু হলো আলোচনা। তার ডেপুটি ডেনিস গ্যাণ্টের দৃষ্টি স্থির তার সামনে রাখা একটা কাগজের ওপর, বিষাদপূর্ণ চাহনি তার চোখে।

চকিতে চোখ তুলে ম্যাকক্রেডির দিকে তাকালো ডেনিস। তার ডেস্ক চীফ মাঝারী উচ্চতার লোক, পাতলা

ধূসর রঙের চুল, সব সময়েই দৃষ্টি তার তির্যক। কয়েক বছর হলো ম্যাকক্রেডির স্ত্রী মারা গেছে, জানতো সে, কিন্তু তারপর সে আর বিয়ে করেনি, কিসিংটনে সে তার ছোট্ট ফ্ল্যাটে একা থাকতে ভালোবাসে, কিন্তু সত্যি কি তাই? মনে মনে ভাবলো গাণ্ট, কিংবা কাউকে সে বলেওনি নিজের থেকে।

তাই প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে গাণ্ট বলে, 'যে কোনো একটা কাজ তুমিই অবশ্যই নিতে পারো।'

'শোনো ডেনিস,' শান্ত গলায় উত্তর দিলো ম্যাকক্রেডি, 'আমি একজন স্কুলশিক্ষক নই, এমন কি হিসাবরক্ষক কিংবা লাইব্রেরিয়ানও নই। ঐ সব বেজান্মারা ভেবেছে কি শুনি? ওরা যা বলবে আমি তাই শুনবো?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা নাড়া দেবার মতোই বটে' তাকে সমর্থন করে বললো গাণ্ট, 'মনে হয় না এ নিয়ে বোর্ড আর এগোতে চাইবে।'

সেঞ্চুরি হাউসে চীফের অফিসের নিচের তলায় কনফারেন্স রুমে শুনানী শুরু হয় প্রতি সোমবার। আজও তাই হলো। চেয়ারে বসেছিল ডেপুটি চীফ টিমোথি এডওয়ার্ড। তাকে ঘিরে বসেছিল ডোমেস্টিক অপারেশনের কন্ট্রোলার এবং ওয়েস্টার্ন হ্যাম্পশায়ারের কন্ট্রোলার। ঘরের এক পাশে বসেছিল পার্সোনাল ডাইরেক্টর, কাছেই বসেছিল রেকর্ড ডিপার্টমেন্টের একজন যুবক, তার সামনে ফোল্ডারের স্তূপাকার।

সব শেষে প্রবেশ করলো সাম ম্যাকক্রেডি। একান্ন বছর বয়েসেও এখনো তার চেহারা রীতিমতো শক্ত সমর্থ। এর থেকেই বোঝা যায়, যৌবনে কেনই বা সে অতো জনপ্রিয় ছিলো মেয়েদের কাছে।

ম্যাকক্রেডির সামনে তিনটি আকর্ষণহীন চাকরীর প্রস্তাব রেখেছে তারা। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তারা তাকে অবসর নিতে বাধ্য করতে পারে, এ কথাও জেনে গেছে সাম। তবে তারও কিছু বক্তব্য আছে এ ব্যাপারে এবং সেটা শোনা উচিৎ বলে মনে করে সে। তার হয়ে বলার জন্য তার থেকে দশ বছরের ছোট ডেনিস গাণ্টকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে সাম। সাম বোঝে, ডেনিসের মতো একজন স্মার্ট অফিসার তার থেকেও ভালো যুক্তি দেখাতে পারবে তার বিকল্প চাহিদার সমর্থনে।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা শুরু করার আগে নীরবতা ভঙ্গ করার জন্য একবার কাশল্যো এডওয়ার্ড।

'ঠিক আছে,' পরক্ষণেই বলে উঠলো সে, 'আমরা এখানে সামের আবেদনপত্র বিবেচনা করার জন্য জমায়েত হয়েছি। হেড অফিসের হুকুম জারির কিছু পরিবর্তন সাধন করার জন্য আবেদন জানিয়েছে সাম।

'ডেনিস,' বললো ওডওয়ার্ড, 'আমার বিশ্বাস সামের স্বপক্ষে তুমি নিশ্চয়ই কিছু বলতে যাচ্ছো।'

'হ্যাঁ টিমোথি।

এ্যাডমিরাল স্যার ম্যান্সফিল্ড কানিং-এর এস. আই এস প্রতিষ্ঠা-লগ্নের সময় থেকেই কোনো কেসের শুনানীর সময় কারো হয়ে তার অনুজ অফিসারের বক্তব্য রাখার অধিকার আছে।

পার্সোনাল ডাইরেক্টরের জবাববন্দী সংক্ষিপ্ত এবং তথ্যপূর্ণ। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো, সাম ম্যাকক্রেডিকে ডি. ডি থেকে নতুন কোনো ডিউটিতে বদলি করা হবে। কিন্তু বদলির চাকরী হিসেবে যে নতুন তিনটি পদগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে সামকে, কোনোটাই তার পছন্দ নয়। ম্যাকক্রেডি বলেছে, দীর্ঘদিন ধরে ফিল্ড কিংবা ডেস্কে কাজ করে এসেছে সে। কিন্তু সেই তিনটি পদের কোনোটাই তার বর্তমান পদের অনুরূপ নয়। আর এই জন্যই সেই সব পদের মধ্যে কোনোটাই তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।

উঠে দাঁড়ায় ডেনিস গাণ্ট।

'দেখ, আমরা, সবাই আইন সম্পর্কে সম্যক অবহিত আছি। এবং বাস্তব জ্ঞান আমাদের সবারই আছে। এ কথা সত্যি যে, ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষকতা, হিসাবরক্ষকের কাজ কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের কোনো কাজ যেন সামকে না দেওয়া হয়, এই তার আবেদন। তার যুক্তি হলো, সারা জীবন সে ফিল্ডে কাজ করে এসছে, এ অবস্থায় কোনো ধরা-বাঁধা পদ নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'কোনো যুক্তি দেখানো চলবে না,' ওয়েস্টার্ন হ্যাম্পশায়ারের কন্ট্রোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো।

'তার যুক্তি হলো,' পরামর্শ দেয় গ্যাণ্ট, 'যদি তার সত্যিকারের কাজ চাওয়া হয়, তাহলে সম্ভবত সামের জন্য রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী কিংবা ইতালীতে তার উপযুক্ত কাজের জায়গার সন্ধান করা যেতে পারে। এই হলো আমার পরামর্শ, কারণ.....' রেকর্ড কীপারের কাছ থেকে সামের ফাইলটা

চেয়ে নিয়ে সে তার কথার জের টেনে আবার বলতে শুরু করলো, 'কারণ পঞ্চান্ন বছর বয়সে অবসর নিতে তার এখনো চার বছর বাকি.....'

'প্রচুর ক্ষতিপূরণ দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে' তার কথায় বাধা দিলো ওডওয়ার্ড, 'অনেকেই নিশ্চয়ই বলবে, এটা খুবই বদান্যতার পরিচয়।'

'কিন্তু', গাণ্ট তার যুক্তির স্বপক্ষে বলতে শুরু করলো আবার, 'দীর্ঘদিনের চাকরী, আনুগত্যের ফলে কখনো কখনো ভিন্ন ধরনের চাকরী প্রত্যেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে, উল্টে বিপজ্জনকও হতে পারে। এটা টাকার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হলো নতুন চাকরী দেওয়ার প্রচেষ্টাটা তার কাছে কতোটা আন্তরিক বলে গণ্য হতে পারে।'

'আমার ইচ্ছে, গত ছ'বছর ধরে যে সব কেসগুলো নিয়ে সাম্ নানাচাড়া করেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তার আবেদন পত্র বিবেচনা করে দেখা উচিৎ আমাদের। অতএব এই কেসটা দিয়ে শুরু করা যাক....'

টিমোথি এডওয়ার্ড চকিতে একবার তার ঘড়ির দিকে তাকালো, শুরুতে তার আশা ছিল, ব্যাপারটা বুঝি এক দিনেই মিটে যাবে। এখন তার সন্দেহ, সেটা সম্ভব হবে কিনা কে জানে।

'আমার ধারণা, আমরা সবাই স্মরণ করতে পারি', বললো গাণ্ট, 'ব্যাপারটা প্রাক্তন সোভিয়েত জেনারেল ইয়েভগেনি প্যানক্রেটিনকে কেন্দ্র করে......'

অহঙ্কার এবং চরম পক্ষপাত

মে ১৯৮৩

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে একটা ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো রুশ কর্নেল, অবশ্য সংকেত চিহ্ন দেখেই চিনতে পেরেছিল সে। তার ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে সব সাক্ষাৎকারই বিপজ্জনক, এবং সম্ভব হলে এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ। মাথার ওপর একটা আলগা ধাতব চাদরের ছাদ, নিচে রেল লাইন, ভোর হয়ে আসছে।

লক্ষ্য রাখছিল সাম ম্যাকক্রেডিও। পূর্ব বার্লিনের শহরতলীর একটা পরিত্যক্ত মার্শাল ইয়ার্ডে তিন ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছিল সে। রুশ কর্নেলের উপস্থিতি সে দেখতে পেয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ে তারা দু'জন ছাড়া অন্য কারোর অস্তিত্ব নেই সেখানে, নিশ্চিত হওয়ার পরেই এক মুহূর্তের জন্য দেশলাই জ্বালিয়ে আবার নিভিয়ে দেয়। রুশ কর্নেল দেখল সেটা। দুজনেই সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশটা বেছে নিয়েছিল, কারণ একজন বিশ্বাসঘাতক এবং অপরজন গুপ্তচর।

রুশ লোকটিকে দেখা দেওয়ার জন্য আঁধার পেরিয়ে এগিয়ে এলো ম্যাকক্রেডি।

'বন্ধু ইয়েভগেনি, অনেকদিন পরে আবার দেখা হলো।'

পাঁচ পা এগোতেই তারা পরস্পরকে স্পষ্ট দেখতে পেলো, বোঝাতে চাইল, নেই কোনো ছলনা।

আলিঙ্গন করা দূরে থাক এমনকি করমর্দন পর্যন্ত করল না ম্যাকক্রেডি। কিন্তু জি. এস. এফ. জি'র সঙ্গে যুক্ত রেড আর্মির কর্নেল ইয়েভগেনি প্যানক্রেটিন বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের লোক।

১৯৮০ সালে প্রথম মস্কোয় ব্রিটিশ এমব্যাসিতে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সম্পন্ন এ্যাটাচির নজরে পড়ে সে। গোড়ায় সেই বিদেশী দূত কোনা ইঙ্গিত দেয়নি। বলেওনি কিছু, তবে সে নোট করে রাখে এবং রিপোর্ট করে একজন সম্ভাবনাময় হিসাবে। দু'মাস পরে সাময়িকভাবে আবেদন। ঠিক প্রতিশ্রুতি না দিলেও একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানও করেনি প্যানক্রেটিন। তারপর তাকে গ্রুপ সোভিয়েত ফোর্সেস জার্মানীর হয়ে পটাসডামে পাঠানো হয়, বিরাট ফোর্স, পূর্ব জার্মানিকে ক্রীতদাস করে রাখার জন্য, পাপেট হনিকার তখন সেখানকার ক্ষমতায়; সেই

সঙ্গে পশ্চিম বার্লিনকে আতঙ্কের মধ্যে ফেলে রাখা হলো, এবং জার্মানদের মধ্যে হঠাৎ বিদ্রোহের আশঙ্কায় 'ন্যাটো'কেও সব সময় সতর্ক থাকতে বাধ্য করা হলো।

১৯৮১ সালে ম্যাকক্রেডি ব্যক্তিগত আবেদন জানায় এবং প্যানক্রেটিনকে বহাল করা হয়। কোনো হৈ-চৈ নয়, কিংবা আবেগের সঙ্গে বোঝাপোড়া নয়.....শুধু অর্থের জন্য সোজাসুজি একটা দাবী।

জনগণ তাদের দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে বহু কারণে ঃ অসন্তুষ্টতা, আদর্শ পদোন্নতির অভাব, একনায়কতন্ত্রে ঘৃণাবোধ, নির্লজ্জের মতো তাদের উদ্ভট যৌনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ, ঘরে বসে নিরপরাধ মানুষের অহেতুক পুলিশী তলবের আশঙ্কা। রুশদের কছে পাপাচার, মিথ্যাচার ও স্বজনপোষণের হাত থেকে সাধারণত এটা একটা মুক্তির সোপান। কিন্তু প্যানক্রেটিন হলো প্রকৃতপক্ষে একজন ভাড়াটে; সে চেয়েছিল শুধু অর্থ।

প্যানক্রেটিন তার ট্রেঞ্চকোটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা ভারি খাম বার করে ম্যাকক্রেডির দিকে এগিয়ে দেয়। ম্যাকক্রেডি তার ডঙ্কি জ্যাকেটের পকেটে অতি সন্তর্পণে খামটা চালান করতে গেলে আবেগশূন্য গলায় খামের ভেতরে কি কি আছে সে সবের বিবরণ দিলো সে এক এক করে। নাম, স্থান, সময়, বিভাগীয় সম্মতি, সক্রিয়তার ফরমাস, চলাচল, বহাল, অস্ত্রের উচ্চতর ক্রমমাত্রা। অবশ্যই চাবিকাঠি হলো, যা প্যানক্রেটিনকে বলতে হচ্ছে, এস. এস.-২০, যা কিনা সোভিয়েতের ভ্রাম্যমান নিক্ষেপিত মাঝারি ধরণের হলেও ভয়ঙ্কর শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র, প্রতিটি মিসাইল স্বয়ংক্রিয়, লক্ষ্য ব্রিটিশ কিংবা একটি ইউরোপীয় শহরের দিকে। প্যানক্রেটিনের মতে সীমান্তে স্যাক্সনী ও থরিংগিয়া অরণ্যের দিকে এইসব মারাত্মক অস্ত্র পাঠানো হচ্ছে, অসলোর মাধ্যমে ডাবলিন থেকে প্যালেরমোয় নিক্ষেপের যথাযথ পরিধির মধ্যে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। পশ্চিমে সমাজতান্ত্রিক ব্যানারের পিছনে বহু সরল ও অনুগত জনসাধারণের সমাবেশ ঘটানো হচ্ছে। দাবী করা হচ্ছে শান্তির উদ্দেশ্যে তাদের সরকার শুভেচ্ছা সফরে পাঠাচ্ছে প্রতিরক্ষা বাহিনী মঙ্গল-কামনার জন্য।

'অবশ্যই এর একটা মূল্য আছে,' বললো রুশ কর্নেল।

'নিশ্চয়ই।'

'দু লক্ষ পাউণ্ড।'

'রাজি।' রাজি নয়, তবে ম্যাকক্রেডি জানে, তার সরকার আসল তথ্য ঠিক খুঁজে বার করবে।

'আরো আছে। জানতে পেরেছি আমার পদোন্নতি হচ্ছে, মেজর-জেনারেলে পদমর্যাদায়। অর্থাৎ মস্কোয় ফিরে যাচ্ছি।'

'আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। তা কি হিসাবে ইয়েভগেনি?'

একটু ভাবনা-চিন্তা করে বললো প্যানক্রেটিন, 'ডেপুটি ডাইরেক্টর. জয়েণ্ট প্ল্যানিং স্টাফ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।'

প্রভাবিত হলো ম্যাকক্রেডি। মস্কোর প্রাণকেন্দ্র ১৯, ফ্রাঙ্ক ষ্ট্রীটের একজন লোক তুলনাহীন।

'আর আমি যখন বেরিয়ে আসবো, ক্যালিফোর্নিয়ায় আমার একটা এ্যাপার্টমেণ্ট চাই। দলিলটা আবার নামেই হবে। সম্ভবত সান্তা বারবারায়, শুনেছি চমৎকার জায়গা।'

'হ্যাঁ, তা বটে।' স্বীকার করলো ম্যাকক্রেডি। আবার সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান না?'

'না, আমি ক্যালিফোর্নিয়ার সূর্য দেখতে চাই। আর চাই সেখানে আমার এ্যাকাউণ্টে এক মিলিয়ান আমেরিকান ডলার।'

'একটা এ্যাপার্টমেণ্ট-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে' বললো ম্যাকক্রেডি, 'আর এক মিলিয়ান ডলারেরও। তবে ফল যদি ঠিক হয়।'

'সাম, কেবল একটা এ্যাপার্টমেণ্ট নয়, এ্যাপার্টমেণ্টের একটা ব্লাক আমার চাই।'

'শোনো ইয়েভগেনি, তোমার যা চাহিদা পাঁচ থেকে আট মিলিয়ান ডলার, আমার মনে হয় না, আমার দেশের লোকেদের অতো টাকা আছে। এমন কি তোমার ফলের আশাতেও নয়।'

রুশ কর্নেলের মিলিটারি গোঁফের নিচে দাঁতগুলোর ঔজ্জ্বল্যতা প্রকাশ পেলো, মৃদু হাসি ঠোঁটের ফাঁকে। 'মস্কোয় থাকাকালীন আমি যেসব তথ্য তোমাকে দেবো তো হবে তোমার আশাতিরিক্ত। তাই বলছি, টাকার যোগাড় রাখার ব্যবস্থা করো।'

পাঁচ মিনিট পরে পরস্পরের থেকে বিদায় নিলো তারা। রুশ কর্নেলকে ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় পটাসডামে ফিরে যেতে হবে তার ডেস্কে, আর ইংলিশম্যান যাবে পাঁচিল টপকে পশ্চিম বার্লিনের স্টেডিয়ামে। চেকপয়েন্ট চার্লিতে তাকে সার্চ করা হবে। তবে পাঁচিল টপকানোর আগেই খামটা হস্তান্তর হয়ে যাবে অন্য একজনের হাতে। তারপর পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে তারা আবার মিলিত হবে, সেখান থেকে আকাশ পথে লণ্ডনে।

অক্টোবর ১৯৮৩

দরজায় নক্ করে ব্রুনো মরেঞ্জ ভেতরে ঢুকলো। তার উর্দ্ধতন অফিসার একাই ছিলো অফিসে। ডাইরেক্টর অস্টের গুরুত্বপূর্ণ ডেস্কের ওপর রাখা ছিলো ধূমায়িত বোন-চায়না ক্যাপে কলোম্বিয়ান কফি।

দু'জনেরই বয়স পঞ্চাশ। কিন্তু তাদের চেহারার মধ্যে যথেষ্ট ব্যতিক্রম ছিলো। বেঁটে বেশ মোটা সোটা গোলগাল চেহারার মানুষ অস্ট, সুন্দর করে দাড়ি কামানো, পোষাকে বেশ চাকচিক্য আছে, এবং সারা কোলন অফিসের পরিচালক সে। অপর দিকে মরেঞ্জ-এর চেহারা বেশ লম্বা-চওড়া।

একজন উর্দ্ধতন অফিসারের অফিসে একজন নিম্নস্তরের কর্মচারীকে তলব করার দৃশ্যটা সেদিন সকালে জার্মানীর প্রায় সব অফিসেই আলোচিত হওয়ার মতো একটা বিষয় ছিলো বটে। অস্ট কোলনের বাইরে ওয়েস্ট জার্মান সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস, বি. এন. ডি'র প্রধান।

কোলনের মেয়র কনরাড এ্যাডেনউর তখন একজন দুর্বোধ্য রাজনীতিবিদ। ১৯৪৯ সালে এ্যালিস ফেডেরাল জার্মান রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার পর তার প্রথম চ্যান্সেলার হিসেব এ্যাডেনউর তাঁর নিজস্ব শহর বলে রাজধানীর গোড়া-পত্তন করেন, প্রায় সব ফেডেরাল সংস্থাই সেখানে প্রতিষ্ঠা পেতে বিশেষ উৎসাহবোধ করে, কিন্তু গেহলন অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং নতুন নামধারী বি. এন. ডি. পুলাখেই থেকে যায়, আজও তাদের সব কার্যকলাপ সেখানেই। ফেডেরাল রিপাবলিকের প্রতিটি প্রাদেশিক রাজধানীতেই বি.এন.ডি.'র বহিরাগত স্টেশন রয়েছে, আর এই সব স্টেশনগুলোর মধ্যে সব থেকে অন্যতম হলো কোলন স্টেশন। কোলনের পক্ষে বলা যেতে পারে, যদিও সেটা নর্থ রাইন ওয়েস্টফালিয়ার রাজধানী শহর নয়, যা হলো ডুসেলডর্ফ, তবে সেটা বনের খুব কাছেই। এবং রিপাবলিকের রাজধানী হিসেবে বন হলো সরকারের প্রাণকেন্দ্র।

অস্ট-এর আমন্ত্রণ মরেঞ্জ গ্রহণ করলো বটে, তবে সেই সঙ্গে তার আশঙ্কা, সে কি কোনো ভুল করেছে। উত্তর কিছুই ছিলো না।

'প্রিয় মরেঞ্জ, এলোপাতাড়ি ভাবে আমি কোনো আলোচনা করতে চাই না,' অস্ট তার রুমাল দিয়ে ঠোঁ মুছে বলতে থাকে, 'আগামী সপ্তাহে আমাদের সহকর্মী ডর্ন অবসর নিচ্ছে। তুমিও নিশ্চয়ই জানো। তার উত্তরাধিকার তার কাজের দায়িত্বভাব বুঝে নেবে। কিন্তু তার বয়স খুবই কম। তার কাজের জন্য চাই একজন অভিজ্ঞ ও পরিণত লোক। আমার ইচ্ছে তার কাজটা তুমি বুঝে নাও।'

মরেঞ্জ এমন ভাবে মাথা নাড়লো যেন সে বুঝে গেছে। কিন্তু আদৌ সে বোঝেনি। অস্ট তার কথাগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করলো।

'এখন আমাদের দেশে দর্শনার্থী ও বিদেশী সম্মানিত অতিথিরা আসছে, আলোচনা কিংবা সরকারী সাক্ষাৎকারের পরে দিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তি কাটাতে তাদের আমোদপ্রমোদের প্রয়োজন হয়। অবশ্যই আমাদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এর জন্য চমৎকার সব রেস্তোঁরা, কনসার্ট, অপেরা এবং ব্যালের আয়োজন করে থাকে খুশি হয়ে। বুঝলে?'

আবার মাথা নাড়লো মরেঞ্জ সব জানার মতো।

'দুর্ভাগ্যবশতঃ, আরব দেশগুলো কিংবা আফ্রিকার কিছু লোক ইউরোপে এসে নারী সঙ্গলাভের ওপর

পীড়াপীড়ি করে থাকে। তবে তার জন্য বেশ মোটা খরচ করতেও আগ্রহী তারা।'

'তার মানে কল-গার্ল?' জিজ্ঞেস করলো মরেঞ্জ।

'এক কথায় হ্যাঁ। ভালো কথা, আমরা চাই না, আমাদের সম্মানিত বিদেশী অতিথিরা এ ব্যাপারে হোটেল পোর্টারদের কিংবা ট্যাক্সি চালকদের ফাঁদে পড়ে নিষিদ্ধ-পল্লীতে যায় কিংবা নাইট-ক্লাবে গিয়ে কোনো ঝামেলায় পড়ুক। তাই সরকার বিশেষ কোনো টেলিফোন নম্বরের প্রস্তাব দিয়েছে।'

'তার মানে আমরা 'কল-গার্লের' ব্যবসা চালাবো?' জানতে চাইলো মরেঞ্জ। তার কথা শুনে আহত হলো অস্ট।

'ব্যবসা? না। কলগার্লদের সঙ্গে আমাদের না হবে কোনো যোগাযোগ, না মেটাবো তাদের পাওনার টাকা। তা করবে খদ্দেররাই। মধুর-ফাঁদে ফেলার ব্যাপারটা আমরা রুশদের হাতে ছেড়ে দেবো, আর.....' একটু দম নিয়ে সে তার কথার জের টেনে বলে, 'ফরাসীদের....'

তারপর সে তার ডেস্ক থেকে তিনটি পাতলা ফোল্ডার নিয়ে মরেঞ্জ-এর হাতে তুলে দিলো। 'এতে তিনটি মেয়ের ছবি আছে, তোমার পরিণত বয়স এবং বিবাহিতও বটে, তাই বলি কি এগুলো তুমি নিয়ে যাও। পিতার চোখ নিয়ে দেখ তাদের। তারা যে নিয়মিত ভাবে ডাক্তারি পরীক্ষা করায়, ভ্রমরদের কাছে হাজির করানোর উপযুক্ত কিনা তারা, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে হবে তোমাকে। আর তাদের ঠিক সময়ে পাওয়া যাবে কিনা, সেদিকটাও তোমাকে দেখতে হবে।'

একটু থেমে অস্ট আবার বলে, 'সময় সময় হার জ্যাকবসেন তোমাকে ফোন করবে। ফোনে কণ্ঠস্বর বদল হলেও চিন্তা করো না, সব সময় জ্যাকবকেই ফোন করবে। বিদেশী অতিথিদের পছন্দ মতো, সেটা জ্যাকবই তোমাকে বলে দেবে, এই তিনজনের মধ্যে থেকে একজনকে পছন্দ করে সাক্ষাৎকারের সময়টা জানিয়ে দিতে হবে, পরে সে সঠিক সময় ও স্থান জানিয়ে দেবে ফোনে। এর পর সমস্ত ব্যাপারটা আমরা সেই কর্ল-গার্ল এবং তার মক্কেলের ওপর ছেড়ে দেবো, কাজটা খুব একটা ঝামেলার নয়, আর সত্যি কথা বলতে কি এর জন্য তোমার অন্য কাজের কোনো ক্ষতিও হবে না।'

ফাইল হাতে উঠে দাঁড়ালো মরেঞ্জ। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে এসেছে, অবসর নিতে এখনো পাঁচ বছর বাকি, আর এখন বিদেশীদের জন্য ঠিকা-মেয়ে-ধরার কাজ করতে হবে, যাতে করে তারা রাতটা সুখে কাটাতে পারে উত্তাল কামোত্তেজনায়।

নভেম্বর ১৯৮৩

লন্ডনের সেঞ্চুরি বেসমেন্টের একটা অন্ধকার ঘর, ব্রিটিশ সিক্রেট ইনটেলিজেন্স সার্ভিস, এস. আই. এস.-এর হেডকোয়ার্টার, কাঁপা-কাঁপা পর্দার ওপর চোখ রেখে বসেছিল সাম ম্যাকক্রেডি। পর্দায় তখন সোভিয়েত রেড স্কোয়ারের একটা বিরাট সমাবেশের ছবি ফুটে উঠেছিল। ক্যামেরার লেন্স লেনিনের মূর্তির পাদদেশে, যেখান দিয়ে তখন সাঁজোয়া বাহিনীর ট্যাঙ্কগুলো এগিয়ে যাচ্ছিল।

'গতি শ্লথ করে দাও,' বললো ম্যাকক্রেডি। তার পাশেই ছিলো টেকনেসিয়ান, হাত বাড়িয়ে নিয়ন্ত্রণ সুইচের ওপর হাত রাখলো, সঙ্গে সঙ্গে প্যান-শটের গতি শ্লথ হয়ে গেলো। রেগনের 'অশুভ সাম্রাজ্য' ঠিক বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো দেখাচ্ছিল।

জেলারেল সেক্রেটারি নিজেই অনুপস্থিত সেখানে। লিওনার্দ ব্রেজনভের স্থলাভিষিক্ত য়ুরি. ভি. এ্যান্ড্রপোভ, ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত যিনি কে. জি. বি'র চেয়ারম্যান ছিলেন, আজ তিনিই কাণ্টসেভোয় পলিটব্যুরোর ক্লিনিকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। গত আগস্টের পর থেকে তাঁকে আর জনসাধারণের সামনে হাজির থাকতে দেখা যায়নি, আবার কখনো দেখা যাবে বলেও মনে হয় না।

গ্রোমিকে, কিরিলেনভো, টিখনোভ এংবং কুঠারমুখো দলের তাত্বিক নেতা সুসলভের পাশে সেরনেনকোকে (কয়েক মাসের মধ্যে যিনি এ্যান্ড্রপোভের স্থলাভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন) দেখা যাচ্ছিল, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উসতিনভের

বিরাট মার্শাল কোটের গলা থেকে কোমর পর্যন্ত প্রচুর পদক ঝুলছে। সেই সঙ্গে কিছু যোগ্য যুবকদের উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতোন—তাদের মধ্যে মস্কো পার্টি-চীফ গ্রিশিন এবং লেনিনগ্রাদের বস রোমানোভ অন্যতম। আর এক ধারে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে কনিষ্টতম, এখনো যে একজন বহিরাগত, হৃষ্টপুষ্ট চেহারার গরবোচভ।

মার্শাল উসতিনভের পিছনে অফিসার গ্রুপের ওপর ক্যামেরা স্থির নিবদ্ধ হতেই ম্যাকক্রেডি বলে উঠলো, 'দৃশ্যটা ধরে রাখো!' ছবিটা একেবারে স্থির হয়ে গেলো। 'ঐ লোকটি, বাঁদিক থেকে তৃতীয়জন! আরো কাছে নিয়ে এসে ওর ছবিটা বাড়াতে পারো?'

অনেক কসরত করে সেই লোকটি ক্যামেরার খুব কাছে নিয়ে এলো সে। তবু তার মুখের অনেকটা অংশ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল স্ট্রাটেজিক রকেট ফোর্সের জেনারেল ভারিক্কি চেহারার আড়ালে। তবু তা সত্ত্বেও সেই লোকটার অতি পরিচিত গোঁফটা দেখে চিনতে পারলো ম্যাকক্রেডি, 'মেজর জেনারেল!'

'ভালো কথা প্রিয় সাম উত্তরটা খুবই সংক্ষিপ্ত,' দু'দিন পরে টিমোথি এডওয়ার্ড বলে, 'আমরা পারছি না, না, আমরা পারি না। জানি কথাটা খুব রূঢ় শোনালো, কিন্তু প্রস্তাবটা আমি চীফ ও টাকার যোগানদারদের কাছে রেখেছিলাম, আর তাদের উত্তর হলো, আমাদের কাছে খুবই ব্যয় সাপেক্ষ সে।'

'কিন্তু তার সরবরাহ যে অমূল্য,' প্রতিবাদ করে উঠলো ম্যাকক্রেডি, 'এই লোকটার আড়ালে রয়েছে সোনার খনি; এমন কি বলতে পারো, সে একটা খাঁটি প্লাটিনাম।'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' শান্ত গলায় বললো এডওয়ার্ড। ম্যাকক্রেডির থেকে দশ বছরের ছোট সে। ভালো শিক্ষা আছে, আর আছে তার ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি। এই তিরিশ বছর বয়সে সে কেবলই সহকারী চীফ। তার বয়সে বেশীর ভাগ লোক বর্হিদেশের স্টেশনের প্রধান হতে পারলে খুশি হয়, কন্ট্রোলার পদ পর্যন্ত উন্নতি চেয়ে থাকে। আর এডওয়ার্ড শুধু ওপর তলার নিচেই থেমে আছে এখনো।

'দ্যাখো,' বললো সে, 'চীফ এখন ওয়াশিংটনে। তিনি তোমার এই লোকটির কথা উল্লেখ করেছেন, অবশ্য যদি তার পদোন্নতি হয়। তাকে তুমি আনার পর থেকে আমাদের জাতভায়ের কাছে সব সময়েই রসদ জমে থাকে। এখন মনে হয় তাকে পেয়ে তারা সুখিই হবে। অর্থ ও আনুষঙ্গিক দিক থেকেও।'

'একটু খিট্‌খিটে সে। আমাকে জানে সে। হয়তো সে অন্য আর কারোর হয়ে কাজ করবে না।'

'ভালো কথা, চীফ তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান কাল সকাল দশটায়। একটা নতুন কাজের কথা ভাবছেন তিনি। একটা নতুন সেটআপ সাম। তার মুখোমুখি হওয়া যাক, কি বলো। কখনো কখনো কাজ ভালোই হয়ে থাকে। প্যানক্রেটিন এখন মস্কোয় ফিরে গেছে, এখন তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে, তাছাড়া দীর্ঘদিন পূর্ব জার্মানিতে পড়ে আছ তুমি। আমদের জাতভাইরা তোমার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য তৈরী হয়ে আছে, আর তুমিও তোমার পদোন্নতির যোগ্য অধিকারী। সম্ভবত একটা ডেস্ক—'

'আমি একজন সৈনিক মাত্র,' নির্লিপ্তভাবে বললো ম্যাক্রেডি।

'চীফ যা বলতে চান, কেন সে কথা তুমি শুনতে চাইছ না?' যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইল এডওয়ার্ড।

চব্বিশ ঘণ্টা পরে ডি.ডি.-র প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হলো ম্যাকক্রেডি। জেনারেল ইয়েভগেনি প্যানক্রেটিনের সঙ্গে বোঝাপড়া করা, তার সঙ্গে যোগাযোগ করা, এবং তার পারিশ্রমিকের বন্দোবস্ত করা সব ভার গ্রহণ করলো সি. আই. এ.।

আগষ্ট ১৯৮৫

গ্রীষ্মে কোলন শহর বেশ তপ্ত হয়ে উঠেছে। সবাই যে যার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের দূরে লেক পাহাড়ে, কিংবা অরণ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে পরে সেখানে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। ব্রুনো মরেঞ্জ-এর কোনো হলিডে হোম নেই। সে তার কাজ আঁকড়ে পড়ে আছে। তার মাইনে খুব বেশী নয়, বাড়বার সম্ভাবনাও নেই। পঞ্চান্ন বছরে অবসর নিতে আর তিন বছর বাকি, এখন নতুন করে পদোন্নতি অবিশ্বাস্য।

সে একটা উন্মুক্ত টেরেস কাফেতে বসেছিল, বীয়ার ভর্তি একটা লম্বা গ্লাসে মাঝে মাঝে চুমুক দিয়ে

আবার তাকিয়ে থাকে শূন্যে। আলগা টাই, তার পিছনে চেয়ারের ওপর জ্যাকেটটা ঝোলানো।

একটা প্রেমহীন বিবাহের জালে বন্দী হয়ে গেছে মরেঞ্জ। তার স্ত্রী ইরমট্রট জড়বুদ্ধি সম্পন্ন মহিলা। তার কম বেতন এবং পদোন্নতির সুযোগ না থাকার ব্যাপারে আজও তার অভিযোগের অন্ত নেই।

স্কুল ছাড়ার পর তার মেয়ে উটি বাবা মা'র সঙ্গে এক রকম সম্পর্ক রাখে না বললেই চলে, বিভিন্ন বামপন্থী পার্টির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে সে (মেয়ের রাজনীতির জন্য অফিসে ব্রুনোকে সরকারের একান্ত অনুগত বলে নানান ভাবে প্রমাণ করতে হয়েছে) এবং ডুসেলডর্ফ-এ বেদখল করা একটা বাড়ীতে আনাড়ী গীটার বাদক হিপিদের সঙ্গে মেয়ে বসবাস করছে, যা ব্রুনোর একেবারে চরিত্রবিরোধী। তার ছেলে লুৎজ এখনো বাড়িতে থাকলে হবে কি তার চোখ-সব সময় পড়ে থাকে টেলিভিসন সেটের ওপর। প্রতিটি পরীক্ষায় অকৃতকার্য, এখন সে শিক্ষা ও পৃথিবীর ওপর ক্ষুব্ধ;চুলের বাহার এবং পোষাকের চটক দেখিয়ে সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিবাদ জানাবার পথ বেছে নিয়েছে সে।

কিন্তু ব্রুনো তার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। কঠোর পরিশ্রম করেছে, আয়কর দিয়েছে, পরিবারকে যতোটা সম্ভব সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার চেষ্টা করেছে তার সীমিত আয়ের মধ্যে থেকে।

অত্যন্ত চাপা স্বভাবের লোক ব্রুনো মরেঞ্জ। তার সেই অন্য কাজের বিনিময়ে রোজগারের কথা অস্ট কিংবা অন্য কাউকেও বলেনি সে। জানাজানি হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সরকারী চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হতো তাকে। এমন কি ইরমট্রকেও তার এই গোপন সঞ্চয়ের কথা বলেনি কখনো। কিন্তু সেটাই তার সত্যিকারের সমস্যা নয়।

তার সত্যিকারের সমস্যা হলো এখন, মুক্তি পেতে চায় সে। নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে চায় সে, কিন্তু কি ভাবে। জীবনের মধ্যগগনে এসে প্রেমে পড়েছে ব্রুনো মরেঞ্জ। গভীর প্রেম। সুখের কথা হলো, তার প্রেমিকা রেনেট যুবতী, চোখে ধাঁধা লাগানোর মতো তার রূপ ও সৌন্দর্য, তাছাড়া ব্রুনোর মতো মেয়েটিও তাকে ভালোবাসে।

গ্রীষ্মের অপরাহ্নে সেই কাফেতে বসে শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেললো ব্রুনো, মেয়েটিকে বলবে সে, ইরমট্রটকে ত্যাগ করবে সে এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগেই চাকরী থেকে অবসর নিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে উত্তরে সমুদ্রতীরে তার দেশে চলে যাবে।

ব্রুনো মরেঞ্জ-এর সত্যিকারের সমস্যা, যা সে আগে দেখেনি, তা হলো এগিয়ে যেতে পারছে না। কিন্তু ইচ্ছে আছে প্রবল, সত্যি কথা বলতে কি এর প্রধান কারণ তার বয়সের সমস্যা।

রেনেট হেইমেডর্ফ-এর বয়স ছাব্বিশ, পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা, আঠারো বয়র বয়সে একজন ধনী ব্যবসায়ীর রক্ষিতা এবং তার হাতের খেলার পুতুল বনে যায় সে। মেয়েটির তিনগুণ বয়স তার। তাদের সেই সম্পর্ক পাঁচ বছর টিকেছিল। ভদ্রলোক হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যায়। সে তার উইলে অবিবেচকের মতো রেনেটের নাম উল্লেখ করেনি। বেচারী পরিত্যক্তার সেই উইল সংশোধন করার কোনো উপায়ও ছিলো না। তাদের সেই একদা প্রেমকুঞ্জের যাবতীয় দামী আসবাবপত্র এবং সেই সঙ্গে তার মনের মানুষটির উপহার দেওয়া ছোট-বড় সমস্ত গহনা বিক্রী করে মোটমুটি একটা ভালো অঙ্কের অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিল সে। কিন্তু সেই টাকার বিলাসবহুল জীবনযাপনও সম্ভব নয়, দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে যে জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই বেতন কম হলেও সেক্রেটারিয়াল পদের চাকরীটা ছাড়ার ইচ্ছে ছিলো না তার। ঠিক করলো সে ব্যবসায় নামবে। মিষ্টি কথায় পুরুষদের মন ভোলানোয় পারদর্শী নারী সে। এই মুহূর্তে একজন ছন্নছাড়া, ব্যর্থ, অক্ষম মধ্যবয়স্ক পুরুষের মধ্যে সে সত্যিকারের জীবনের সন্ধান খুঁজে পেয়েছিল। একমাত্র তার সঙ্গেই জীবনের বাকি পথটুকু পেরিয়ে যেতে পারে বলে মনে হয়েছে তার।

কোলনের কাছেই মফঃস্বল অঞ্চলে দীর্ঘ লীজে শান্ত ও ভদ্রপরিবেশে একটা এ্যাপার্টমেণ্ট কিনলো রেনেট। পাথর দিয়ে তৈরী মজবুত চারতলা বিল্ডিং-এর দোতলায় তার এ্যাপার্টমেণ্ট। কেনার পর কিছু নতুন স্ট্রাকচার তেরী করে সে। বসবার ঘর, দুটো শোবার ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, প্রবেশ পথে একটা হলঘর এবং করিডোর, এই নিয়ে তার সেই এ্যাপার্টমেণ্ট। ছোট শয়নকক্ষে শোয় সে এবং করিডোরের পাশে বড় শয়নকক্ষটা সে তার

অফিসঘর হিসেবে ব্যবহার করে।

সে একজন ভালো পতিতা, যে ভাবেই হোক সফলতা এসেছে তার জীবনে। তার বহু মক্কেল নিয়মিত ভাবে ফিরে আসে। আংশিক অভিনেত্রীও সে—সব পতিতাদেরই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে হয়। মক্কেলদের ইচ্ছে মতো গা ভাসিয়ে দিতে হয় তাকে।

এই দেহ বেচার খেলায় লিপ্ত সে আজ তিন বছর, এবং আরো দু'বছর পরে অবসর নিতে চায়। তার এই কলঙ্কময় জীবনের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে জমানো টাকায় বহুদূরে কোথাও ভোগবিলাসে জীবনযাপন করতে চায় সে।

এই ভাবেই দিন কাটছিল তার। সেদিন অপরাহ্নে তার দরজায় বেল বেজে উঠলো। দুপুরের ঘুম থেকে দেরীতে ওঠা তার নিত্য অভ্যাস। সেদিনও তার ব্যাতিক্রম হয়নি, তখনো তার পরনে ছিলো ঘরোয়া পোষাক এবং হাঁউসকোট। ভ্রূ কুঁচকে উঠলো তার, তার মক্কেল এসে থাকে আগে জানান দিয়ে। সামনের দরজায় কী-হোলো চোখ রাখতেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো দরজার ওপারে যেন কাঁচের আঁধারে একটা সোনালী মাছ, অবিন্যাস্ত ধূসর চুলের ব্রুনো মবেঞ্জ, উষ্ণ আহ্বান জানানোর জন্য তার সুন্দর মুখে একটা উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। এবং পরমুহূর্তেই দরজা খুলে দিলে সে।

'ব্রুনো ডা—র্লি—ং......'

দু'দিন পরে লণ্ডন সেণ্ট জেমস-এ ব্রুক্স ক্লাবে সাম ম্যাকক্রেডিকে নিয়ে গেলো টিমোথি এডওয়ার্ড। ক্যাবিনেট সেক্রেটারি রবার্ট আর্মস্ট্রং-এর সঙ্গে কিছু ভদ্র নম্র কথাবার্তা শোনার সুযোগ পাওয়া যায় সেখানে। মার্গারেট থ্যাচারের অনুমোদনের জন্য এস. আই. এস-এর চীফ নির্বাচন করবেন তিনি।

'তোমাকে যেমন বললাম সাম, সবাই খুবই সন্তুষ্ট। কিন্তু একটা নতুন যুগ আসছে। সেই যে নতুন গানের সুরের মতো, বই-এর ভাষায় কি যেমন বলে? কিছু সাবেকি ধারার প্রশ্ন, নিয়ম-কানুন আয়ত্তে আনতে গেলে, ঐ যে কি যেন বলে....সংযত?'

'সংযত কথাটা খুবই ভালো,' সাম তাকে সমর্থন করলো।

'চমৎকার এখনো ধরে রেখেছে, যাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে সম্ভবত। সম্ভবত পুরনো বন্ধু বলে। তাতে কোনো সমস্যা নয়, যদি না আবিষ্কার হয়, তাদের নিজেদের কর্মচারীরাই তাদের সংস্থার সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।'

'যেমন?' জানতে চাইলো ম্যাকক্রেটি। মনে মনে ভাবলো সে, গণ্ডগোলটা তো এখানেই। যখনি তুমি কাউকে টাকা দিচ্ছ সঙ্গে সঙ্গে সেটা নথিভুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

'পোল্টারগেইস্ট সাম। জানি না এতোদিন ধরে কি করে এটা তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো। বি. এন. ডি'র সারাক্ষণের কর্মচারী পোল্টারগেইষ্ট। যদি পুলাখ কখনো জানতে পারে তোমার প্রশ্রয় পেয়েছে সে, তাহলে মামলা অনেক দূর গড়াতে পারে। এটা পুরোপুরি আইনের বিরুদ্ধে। বন্ধুসুলভ এজেন্সীর কর্মচারীদের দিয়ে আমরা কখনোই, আমাদের কাজ করাতে পারি না। এখনি তাকে বিদায় করো সাম।'

'সে একজন সহকর্মী', ম্যাকক্রেডি বলে, 'অনেক, আগে থেকে তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ, সেই বার্লিনের প্রাচীর ওঠার সময় থেকে। তখন সে ভালো কাজই করেছে, তার মতো লোকের প্রয়োজন ছিলো আমাদের।'

'এখন এ আলোচনা করার বিষয় নয় সাম।'

'আমি তাকে বিশ্বাস করি, আর সে-ও আমাকে বিশ্বাস করে। আমাকে কখনোই বিপদে ফেলবে না সে। তার মতো লোককে তুমি কিনতে পারো না; অল্প খরচে অনেক বেশী কাজ পাওয়া যায় তার মতো লোকের কাছ থেকে।'

উঠে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছলো এডওয়ার্ড। তারপর আবার তাকে হুকুম করার মতো করে বললো, 'তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করো সাম। আমার আশঙ্কা, এর জন্য বুঝি বা আমাকে একটা হুকুম জারি করতে হবে, পোল্টারগেইস্টকে চলে যেতেই হবে।'

সপ্তাহের শেষ দিকে মেজর লুডমিলা ভানাভাস্কা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। ক্লান্ত। পঁচিশ বছর বয়সী একজন কর্নেলকে বিয়ে করে সে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তিন বছর পরেই তাকে ডিভোর্স করে সে। পঁয়তিরিশ বছর বয়সে আর ইউনিফর্ম পরে না, তারপ্রিয় এখন ধূসর রঙের সুটের ওপর সাদা ব্লাউজ।

কেউ কেউ এখনো ভাবে, শয্যাসঙ্গিনীর উপযুক্ত সে, কিন্তু তার সেই হিমশীতল·নীল চোখে আগুনের ঝিলিক দেখা মাত্র তাদের ধারণা বদলে যায়। কে. জি. বি. তে, মেজর ভানাভাস্কার পরিচিতি হলো একজন অতিশয় গোঁড়াও অনুরক্ত কর্মী।

মেজরের গোঁড়ামি হলো কাজ, শুধু কাজ—এবং বিশ্বাসঘাতকদের শত্রু, সে যে একজন খাঁটি কমিউনিষ্ট তাতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং বিশ্বাসঘাতকদের খুঁজে বার করার কাজে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছে সে। প্রচণ্ড ক্রোধে তাদের ঘৃণা করে সে।

থার্ড ডাইরেক্টরেটে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় তার কর্নেল স্বামী তাদের বিবাহিত জীবনে সমাপ্তি টানার কয়েক দিন আগে। তার স্বামী তখনো তাকে খুশি করে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিল, তাকে নিয়ে এসেছিল মস্কোর রিং রোড স্যাডোভ্যা স্প্যাসকিয়ায় এই বেনামা অফিস ব্লকে এই ডেস্কে। এবং এখন এই যে ফাইলটা তার সামনে খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সেটার ওপর নজর দেবার জন্য।

মেজর লুডমিলারের কাজ হলো বিপথগামী, আর্মি, নেভি ও এয়ার ফোর্সের ভেতরে সাময়িক ভাবে গজিয়ে ওঠা বিশ্বাসঘাতকদের শায়েস্তা করা। মারাত্মক গাফিলতির দরুন দামী সরকারী জিনিসপত্রের ক্ষতি খুবই খারাপ নজীর, আফগান যুদ্ধে সক্রিয় ভাবে অনুসরণ করার অভাব আরো খারাপ, কিন্তু তার ডেস্কের ঐ ফাইলটা তাকে ভিন্ন কাহিনী শুনিয়েছে। আর্মির মধ্যে কোথাও কোথাও ইচ্ছাকৃত ভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে না, ফাঁক থেকে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত সে। আর সেই বিশ্বাসঘাতকটি যে রুই-কাতলারদের মধ্যে একজন তাতে কোনো সন্দেহ নেই তার।

এই ফাইলের টপ শীটে আটজনের নামের একটা তালিকা আছে। পাঁচজনের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। দুজনের নামের পাশে জিজ্ঞাসার চিহ্ন। কিন্তু তার চোখ বারে বারে ফিরে আসে অষ্টম নামটির ওপর। এক সময় ফোন তুলে একটা নম্বর চাইলো, থার্ড ডাইরেক্টরেটের প্রধান জেনারেল শালিয়াপিনকে পেলো সে সেক্রেটারির মাধ্যমে।

'হ্যাঁ, বলুন মেজর। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার? অন্য আর কেউ থাকবে না? তাই বুঝি....' মস্যাটা হলো, কমরেড জেনারেল এখন ফার ইস্টে......আগামী মঙ্গলবারের আগে নয়। খুব ভালো কথা, তাহলে আগামী মঙ্গলবার।'

মেজর ভানাভাস্কা ফোনটা নামিয়ে রেখে ভ্রুকুটি করলো। চার দিন। ঠিক আছে, দু'বছর অপেক্ষা করেছে সে, আরো চারদিন অনায়াসে অপেক্ষা করতে পারবে সে।

'মনে হয় আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি,' পরের রবিবার সকালে ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে রেগে বললো ব্রুনো। 'দরাজ হাতে কেনাকাটা করার জন্য আমার হাতে যথেষ্ট টাকা আছে, সেই সঙ্গে আরো কিছু টাকাও খরচ করতে পারবো সাজানো-গোছানো ও ঘর সাজানোর সরঞ্জাম কেনার জন্য।

তারা তখন রেনেটের নিজস্ব শয়নকক্ষের বিছানায়—এক এক সময় অনুগ্রহ করে সে তার বিছানায় আহ্বান করে থাকে ব্রুনোকে, কারণ কাজের সময় শয়নকক্ষটাকে ঘৃণা করে ব্রুনো, যেমন ঘৃণা করে রেনেটের কাজটাকে।

'আবার আমাকে বলো।' কুহুধ্বনির মতো শোনালো রেনেটের কণ্ঠস্বর, 'এ ব্যাপারে শুনতে আমার ভীষণ ভালো লাগে।'

"ঠিক আছে বলছি, সেটার নাম ল্যান্ট্রান বার, পুরাতন জাহাজের ল্যান্ট্রানের চিহ্ন—উন্মুক্ত জেটির ওপর সেই বার, ব্রেমারহ্যাভেন ডকের ঠিক সামনে। ওপরের জানালা দিয়ে তুমি দেখতে পাবে মেলাম দ্বীপ। ঠিক মতো বারটা চললে আমরা একটা সেলবোট কিনতে পারি, গরমের সময় সেই দ্বীপে পাড়ি দেওয়া যেতে পারে। ওপরতলায় একটা সুন্দর এ্যাপার্টমেন্ট আছে। এটার মতো এতোটা বড় না হলেও বেশ আরামদায়ক। সেপ্টেম্বরের

শেষে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন আমি এখানকার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সেখানে যেতে পারবো।'

জোরে শব্দ করে হেসে ওঠা চেপে রাখতে পারলো না সে।

'প্রিয়তম, আমি অপেক্ষা করতে পারবো না। আমাদের সেই জীবন হবে অতি চমৎকার, মধুময়....তুমি কি আর একবার চেষ্টা করবে? সম্ভবত এবার কাজ হতে পারে।'

কোলনে আলোচনার এক ঘণ্টা পরে কালো রঙের জাগুয়ার সেলুন দ্রুতবেগে এম-৩ মোটর রাস্তা ছেড়ে হ্যামশায়ারের শান্ত নির্জন গলিপথে ঢুকে পড়লো, ডামারের গ্রাম থেকে খুবে বেশী দূরে নয়। টিমোথি এডওয়ার্ডের ব্যক্তিগত গাড়ি, গাড়ি চালাচ্ছিল তার সার্ভিস ড্রাইভার। পিছনের আসনে বসেছিল সাম ম্যাকক্রেডি। পশ্চিম লণ্ডনে সাম তার এ্যাবিংডন ভিলার এ্যাপার্টমেণ্টে অভ্যাস মতো রবিবারের ছুটি উপভোগ করছিল, সহকারী চীফ ফোনে তাকে অনুরোধ করে চলে আসার জন্য, জরুরী কাজ।

'শোনো সাম, খুব জরুরী প্রয়োজন। আমার আশঙ্কা এর কোনো বিকল্প নেই, তোমাকে আসতেই হবে।'

জর্জিয় কান্ট্রি হাউসের সামনে পাথরের নুড়ি বিছানো আঙিনায় দ্রুতবেগে প্রবেশ করে একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো জাগুয়ার। গাড়ি থেকে নেমে পিছনের দরজা খুলে দেয় জন, কিন্তু ম্যাকক্রেডি হারিয়ে দিলো তাকে। তার প্রচণ্ড ঘৃণা তাড়াহুড়া ও ব্যস্ততায়।

'ওঁরা পিছনে টেরেসে থাকবেন স্যার, এই কথাটা বলবার জন্য বলা হয়েছে আমাকে,' বিনীতস্বরে বললো জন।

ম্যানসনটা জরীপ করলো ম্যাকক্রেডি। দশ বছর আগে এক ডিউকের মেয়েকে বিয়ে করেছিল টিমোথি এডওয়ার্ড। মাঝ বয়সে এই ডিউক প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং মোটা টাকার সম্পত্তি করেন তাঁর দুই সন্তানের জন্য, নতুন ডিউক এবং লেডী ম্যাকক্রেডি এই দু'জনের জন্য। প্রায় তিন মিলিয়ন পাউণ্ড সংগ্রহ করেছেন লেডী মার্গারেট। ম্যাকক্রেডি হিসেব করে, তার প্রায় অর্ধেক হ্যাম্পশায়ারের প্রধান প্রধান জায়গার রিয়েল এস্টেটে খাটানো হয়েছে। ম্যানসনের চারিদিক ঘুরতে ঘুরতে পিছনে এসে হাজির হলো সে।

একটা ভাগে চারটে বেতের ইজিচেয়ার পাতা ছিলো। তিনটি চেয়ার অধিকৃত। এছাড়া সাদা ঢালাই-লোহার টেবিলের ওপর তিনজনের মধ্যাহ্নভোজ সাজানো। নিঃসন্দেহে লেডী ম্যাকক্রেডি বাড়ির ভেতরে রয়েছেন। নিশ্চয়ই নৈশভোজ সারছেন না। দু'জন পুরুষ বেতের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

'আঃ, সাম,' বলে উঠলো এডওয়ার্ড, 'সময় করে আসতে পারার জন্য আমি খুব খুশি।'

ম্যাকক্রেডির দিকে তাকিয়ে অবাক হলো এডওয়ার্ড, এই প্রথম নয়, তার অত্যন্ত বিচক্ষণ সহকর্মীকে হ্যাম্পাশায়ারের কান্ট্রি হাউস পার্টিতে আসতে বলার জন্য জোর করা সত্বেও এমন ভাবে সে এলো যে দেখে মনে হচ্ছে, এইমাত্র বাগান পরিচর্যা করতে করতে চলে এসেছে সে। এডওয়ার্ড নিজেই বেশ কেতাদুরস্ত, পায়ে সুন্দর চকচকে জুতো, পরণে ক্রীজ না ভাঙ্গা ট্যান স্ল্যাক্স, সিল্কের শার্টের ওপর ব্লেজার এবং গলায় রুমাল।

'আমার মনে হয় না ক্রিস এ্যাপলিয়র্ডকে তুমি চেনো,' দীর্ঘদেহী আমেরিকান ভদ্রলোক তার হাতটা বাড়িয়ে দিতেই কথাটা বললো এডওয়ার্ড। তার কঠিন মুখটা দেখলে মনে হয় সে টেক্সাসের লোক, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সে হলো বোস্টনের বাসিন্দা।

'নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারলে না', নিজের থেকেই বললো, এ্যাপলিয়ার্ড, 'তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে খুব ভাল লাগলো সাম। তোমার সুখ্যাতি অনেক শুনেছি।'

নাম আর ফটো থেকে ম্যাকক্রেডি জেনেছে লোকটিকে; সি.আই.-এ'র ইউরোপীয় বিভাগের ডেপুটি প্রধান। তৃতীয় চেয়ারের অধিকারিণী মহিলা এবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

'হাই সাম, আজকাল কি করছো তুমি?'

এই চল্লিশ বছর বয়সেও ক্লাডিয়া স্টুয়ার্টকে দারুণ চমৎকার দেখতে।

'চমৎকার, শুধু চমৎকার ক্লডিয়া, ধন্যবাদ।'

ক্লডিয়ার চোখ কিন্তু বলে দেয়, সে তাকে আদৌ বিশ্বাস করেনি। এক সময় যে পুরুষটিকে ক্লডিয়া তার

শয্যার অংশীদার হওয়ার জন্য আহ্বান করেছিলেন, তার সম্পর্কে কোনো মহিলাই ভাবতে চাইবে না, সত্যি কথা বলতে পারে সে কখনো।

বেশ কয়েক বছর আগে, সামের সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর বিরোধ ঘটে যায়। হতাশার সঙ্গে সঙ্গে অবাকও হয় সে। সে তখন জানতো না, সামের স্ত্রী আছে, তার নাম 'মে'।

ক্লডিয়া তখন সি. আই.-এ'র পশ্চিম বার্লিন স্টেশনে পোস্টেড। সাম প্রায়ই যেতো সেখানে। সামের সঙ্গে তার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো, দেহ ও মন উভয়েরই।

অবাক হয়ে ভাবে এডওয়ার্ড, এর পিছনে কি থাকতে পারে এবং তার অনুমান যথার্থ। মেয়েরা সামকে পছন্দ করে এ খবরটা কখনো তাকে বিহ্বল করেনি। এমনই সে যে....সব কিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে ফেলে। সেঞ্চুরি হাউসের খবর হলো, বহু মেয়ের পছন্দ সামের টাই সোজা করে দেওয়া, জামার বোতাম সেলাই করে দেওয়া, এরকম আরো অনেক কিছু। সব শুনে তার মনে হয়েছে, বুঝি এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

'মে'র ব্যাপারে শুনে আমি আমি দুঃখিত', ক্লডিয়া বলে।

'ধন্যবাদ,' বললো ম্যাকক্রেডি। মনের মানুষকে ভালোবাসতে জানতো সে। শেষ তিনবছর কাটাতে হয়েছে অকে। পঙ্গু অবস্থায় প্রথম বছর চাকা-লাগানো চেয়ারে ঘোরাফেরা, এবং দু-বছর পরেই সব শেষ, মে তখন বিদায় নিয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর একা বাস করতো সে কেনসিংটন এ্যাপার্টমেন্টে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাদের ছেলে তখন কলেজে। মায়ের অসুখের যন্ত্রণা তাকে দেখতে হয়নি, দেখতে হয় নি তার বাবার হতাশা।

বাবুর্চি স্যাম্পেন পরিবেশন করতেই ভ্রু কুঁচকে উঠলো ম্যাকক্রেডির। সেটা লক্ষ্য করে বাবুর্চির কানে ফিস্‌ফিসিয়ে কি যেন বললো এডওয়ার্ড, পরক্ষণেই বীয়ার নিয়ে এলো সে। বোতলে বিদেশী লেবেল।

'আমাদের সামনে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে সাম,' বললো এ্যাপলিয়ার্ড। 'ক্লডিয়া, তুমি ওকে বুঝিয়ে বলো।'

'প্যানক্রেটিন,' বললো ক্লডিয়া, 'তাকে মনে করতে পারো?'

মাথা নাড়লো ম্যাকক্রেডি।

'মস্কোয় যে আমাদের অস্ত্রের ব্যাপারে খবরাখবর সরবরাহ করতো। তবে তার খবরগুলো ফ্যানটাস্টিক ব্যাক্তিগত সাক্ষাৎকারও কম। এখন সে একটা খবর পাঠিয়েছে। জরুরী খবর।'

একটু নীরবতা। স্থির চোখে ক্লডিয়ার দিকে তাকানো ম্যাকক্রেডি। 'তার বক্তব্য, সোভিয়েত আর্মি ওয়ার বুকের বিনা নথিভুক্ত একটা কপি তার হাতে আছে। যুদ্ধের পুরো অর্ডার, পুরো পশ্চিম ফ্রন্টের জন্য। ওটা আমাদের চাই সাম, ভীষণ জরুরী।'

'অতএব যাও, নিয়ে এসো সেটা, এই তো!' বললো সাম।

'মস্কোয়?'

'না, পূর্ব জার্মানিতে। থুরিঙ্গিয়ার একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে। আগামী মঙ্গলবার কিংবা বুধবার সকালে সেটা হস্তান্তর করতে চায় সে।'

বীয়ারে চুমুক দিয়ে এডওয়ার্ডের দিকে তাকালো সে।

'পোল্টারগেইস্ট? কিন্তু প্যানক্রেটিন যে বলেছে, সে কেবল তার পরিচিত লোকের হাতেই সেটা তুলে দেবে। অন্য কারোর হাতে নয়!'

'পোল্টারগেইস্টকে সে জানে। মনে আছে আমি তোমাকে বলেছিলাম, অতীতে সে আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলো। একাশি সালে আমি তাকে নিয়ে আসি। এখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত পোল্টারগেইস্ট তাকে ভুলিয়ে রেখেছিলো। সত্যি কথা বলতে কি পোল্টারগেইস্টকে পছন্দও করে সে। আবার তাকে ঠিক চিনতে পারবে সে। বোকা নয় সে।'

'খুব ভালো কথা সাম। কিন্তু এই একটিবার শেষবারের মতোন।'

'বিপজ্জনক কাজ, আর দাঁওটা খুব বেশী। তার জন্য আমি পুরস্কার চাই। দশহাজার পাউণ্ড।

'রাজি,' কোনোরকম দ্বিধা না করেই বললো এ্যাপলিয়ার্ড। তারপর পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করে ম্যাকক্রেডির হাতে তুলে দিয়ে বললো সে, 'এটা দিয়েছে প্যানক্রেটিন, এর মধ্যে সব লেখা আছে, কোথায় কখন সেটা হস্তান্তর করা হবে। দুটি বিকল্প জায়গার প্রয়োজন হবে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তুমি তোমার সেই বিকল্প লোকটার খবর তুমি দিতে পারবে? তার হাতে আমরা কাজের ভারটা তুলে দিতে চাই।'

'পোল্টারগেইস্টকে জোর আমি করতে পারি না,' সতর্ক করে দেয় ম্যাকক্রেডি, 'সে আমাদের মাইনে করা কর্মচারী নয়।'

'চেষ্টা করে দেখো সাম, দয়াকরে—' এবার অনুরোধ এলো ক্লডিয়ার কাছ থেকে। উঠে দাঁড়ালো সাম।

সোমবার সারাটা দিন একটা বড় মাপের মানচিত্র এবং কয়েকটা ফটোগ্রাফারের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিলো সাম ম্যাকক্রেডি। অপরাহ্নের মাঝামাঝি দুটি স্থানের হদিশ পেলো সে, যা তার কাছে সুবিধাজনক হতে পারে। একটা হলো পূর্ব জার্মানীর হাইওয়ে সাত—পূর্ব থেকে পশ্চিমে, মোটরওয়ে ই-৪০'র সমান্তরাল, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিটি জেনার সঙ্গে যুক্ত অনুরূপ একটা রাস্তা হাইওয়েতে সাতের সঙ্গে যুক্ত। আবার এই রাস্তাটাই গিয়ে মিশেছে ওয়েমার ও এরফুরট-এর মাঝামাঝি নোহরায়, সেখান থেকে সোভিয়েত পাদদেশের দূরত্ব তিন মাইলের বেশী নয়।

পরবর্তী মঙ্গলবার এবং বুধবার জেনা ও এরফুরটের মাঝে যে কোনো জায়গায় রুশি জেনারেলের পরিদর্শনে বেরুবার কথা। পাঁচটার সময় গ্রুভেনার স্কোয়ারে আমেরিকান দূতাবাসের কাছে ক্লডিয়া স্টুয়ার্টই উপযুক্ত বলে স্থির করাল ম্যাকক্রেডি। ল্যাংলে ভার্জিনিয়ার সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে একটা সাংঘাতিক সংবাদ গিয়ে পৌছলো। তারা সেটার সম্মতি দিয়ে প্যানক্রেটিনের মনোনীত কন্ট্রোলারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। পরদিন ভোর সকালে নভোদিভিসি কবরখানার আলগা ইটের পিছনে একটা ডেড-লেটার বাস্কে খবরটা পাঠিয়ে দেওয়া হলো। চার ঘন্টা পরে মন্ত্রণালয়ে যাওয়ার পথে সেটা সংগ্রহ করে নেয় জেনারেল প্যানক্রেটিন।

সোমবার সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই বনে এস আই এস'র প্রধানকে একটা সংকেতিক সংবাদ পাঠিয়ে দেয় ম্যাকক্রেডি। সংবাদটা পড়ার পর সেটা নষ্ট করে ফেললো সে। তারপর রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে একটা লোকাল কল বুক করলো প্যানক্রেটিন।

সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় ঘরে ফিরে আসে ব্রুনো মরেঞ্জ। নৈশভোজের মাঝে তার স্ত্রী তাকে মনে করিয়ে দেয়, তোমার দাঁতের ডাক্তার ডঃ ফিসার এসেছিলো। বলে গেছে, দাঁতের ফিলিংটা সে একবার চায়। আগামীকাল ছ'টায় তার সার্জারিতে একবার যেতে পারবে?'

ব্রুনো ভাবলো, খবরটা ঠিকই পেয়েছে সে। তার ডেন্টিস্ট ডঃ ফিসার নয়। ওখানে দুটো বার আছে, ম্যাকক্রেডি হয়তো সেখানে তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। একটা 'সার্জারি' এবং অপরটি 'ক্লিনিক'। আর ছয় মানে দুপুরে, মধ্যাহ্ন ভোজের সময়।

মঙ্গলবার সকালে ম্যাকক্রেডিকে হীথরোয় পৌছে দিয়ে গেলো ডেনিসগান্ট, সে নিজে গাড়ি চালিয়ে এলো। কোলনের বিমান ধরবে সে।

হাতে স্রেফ একটা ব্রীফকেস। কোলন বিমানবন্দর থেকে বেশ সহজেই রেহাই পেয়ে গেলো সে। ঠিক এগারোটার পরেই একটা ট্যাক্সি তাকে অপেরা হাউসের সামনে নামিয়ে দেয়। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে সে তার নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌছলো। পুরনো আমলের বাঁশের বেড়া, মাথায় টিনের চাল। টিনের জানালা দেওয়া ছোট্ট একটা বার চোখে পড়লো তার। গথ্ ভাষায় বারের নাম্ লেখা। চিনতে পেরে ঢুকে পড়লো সেখানে। টিনের জানালার দরুন বারটা আধো-অন্ধকারে ঢাকা। একেবারে শেষ প্রান্তে একটা বুথে গিয়ে বসলো সে। রাইন-বিয়ারের ফরমাস দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে সে। পাঁচ মিনিট পরে ভারিক্কি চেহারার ব্রুনো মরেঞ্জ বুথে প্রবেশ করে তার সামনের চেয়ারটা দখল করে বসলো।

'বন্ধু, দীর্ঘদিন পরে আবার আমাদের দেখা হলো,' বললো, ম্যাকক্রেডি।

মাথা নেড়ে মরেঞ্জ তার বীয়ারের গ্লাসে চুমুক দিলো।

'সাম, তুমি কি চাও বলো তো?'

দশ মিনিট সময় নিলো সাম তার দরকারি কথা বলতে। মাথা নাড়লো সাম।

ব্রুনো তার বীয়ার শেষ করে উঠে দাঁড়ালো। 'আমাকে এখন ফিরে যেতেই হবে।.....ঠিক আছে সাম কেবল তোমার জন্য, পুরোনো দিনের সাথীর সুবাদে তোমার অনুরোধ রাখতে যাচ্ছি।

'আমিও তোমাকে কথা দিচ্ছি ব্রুনো। এই শেষবার।'পরদিন ভোর সকালে সাক্ষাৎকারের সময় নির্দিষ্ট করে নিলো সে। তারপর ব্রুনো ফিরে যায় তার অফিসে।

ওদিকে মস্কোর দিকে মুখ ফেরালে দেখা যাবে, মধ্যাহ্নভোজের ঠিক পরেই জেনারেল শ্যালিয়াপিনের সঙ্গে মেজর লুডমিলা ভ্যানাভাস্কির সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা ছিলো। জেনারেল তার ডেস্কের পিছনে বসেছিল। মুণ্ডিত মাথা, যেন ধ্যানমগ্ন সাইবেরিয়ার কৃষকের মতো চিন্তা কেবল, কি করে আরো ক্ষমতা লাভ করা যায়, সেই সঙ্গে তার ফাইলটাও পড়তে থাকে খুব সতর্কতার সঙ্গে। পড়া শেষে ফাইলটা মেয়েটির দিকে ঠেলে দিল।

'আনুষাঙ্গিক,' সংক্ষেপে সে তার বক্তব্য সারলো। সে চায় তার অধীনস্তরা তাদের স্বপক্ষে প্রমাণ করুক।

'কমরেড জেনারেল, এখনো পর্যন্ত', কি যেন বলতে গিয়ে চেপে গেলো ভ্যানাভাস্কা, 'পরিবেশ অনেক বদলে গেছে। সেই সয় পূর্ব জার্মানীতে দু'বছর আগে এম. এস-২০ র‍্যাকেট উদ্ভাবন হয়, তার খবর চটপট সংগ্রহ করে নিয়েছে ইয়াঙ্কিরা।'

যুবতীর আবেগ-প্রবণ ক্রোধ দেখে হাসলো শ্যালিপিন।

'হয়তো [illegible] ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে,' সমর্থন করলো সে, 'কিংবা বহু অবহেলা, আজেবাজে কথাবার্তা আর ছোটো ছোটো এজেন্টদের বাগে আনা, কম ঝামেলা! কিন্তু আবার তুমি ভেবে দেখো, সবার উপরে সেই একটি লোক......'

'হ্যাঁ, এই সেই লোকটা,' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ফাইলের একেবারে উপরে একটা ফটোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সে।

জেনারেল শ্যালিয়াপিন টিকে আছে অনেকদিন, এবং আরো কিছু দিন টিকে থাকতে চায় সে। গত মার্চ মাসে দেখতে পায় সে, একটা পরিবর্তন আসছে। দ্রুত এবং সর্বসম্মতিক্রমে। মিখাইল গর্বোচভ জেনারেল সেক্রেটারির পদে মনোনীত হয় হঠাৎ সেরেনেকোর মৃত্যুর পর। গর্বোচভ তেজস্বী যবুক, বহুদিন টিঁকে থাকতে পারে। সংস্কার চায় সে। ইতিমধ্যে সে তার দলকে ত্রুটিমুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

শ্যালিয়াপিন আইন-কানুন বেশ ভালোই জানে। এমন কি সে এও জানে, একই সঙ্গে সোভিয়েত দেশের তিনটি স্তম্ভের বিরাধিতা করতে পারে কেবল জেনারেল সেক্রেটারি। সে যদি দলের প্রাচীন প্রহরীকে মেনে নেয়,, তাহলে কে. জি. বি. ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সু-ব্যবহার রেখে যেতে হবে। ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললো সে, 'মন্ত্রণালয় যখন এর ওপর ভিত করে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে, সেক্ষেত্রে একজন সিনিয়র স্টাফ অফিসারকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ আমি দিতে পারি না। অন্তত এখন এই মুহূর্তে তো নয়ই।'

'তাহলে আমাকেই না হয় নজর রাখতে দিন,' জোর গলায় বললো ভ্যানার্ভাস্কি।

'তাহলে আমি রাজি মেজর। আমার কর্মচারীদের হাজির থাকার ব্যবস্থা করবো।'

বুধবার সকাল। মরেঞ্জ তার বসের কাছে আগামী সোম, মঙ্গল ও বুধবার. এই তিন দিনের ছুটির আবেদন জানিয়ে বললো, সে তার স্ত্রী ও পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে, [illegible]ইক-এণ্ডে গ্রীষ্মকীন ছুটি উপভোগ করতে চায়।

ডিয়েটার অস্ট একজন ভালো সিভিল সার্ভেন্ট এবং তার অধঃস্তন কর্মচারীদের কাছে বন্ধুভাবাপন্ন বলে সুখ্যাতি আছে। তাই তার কর্মচারীদের ছুটির ব্যাপারে কখনোই সে আপত্তি জানায় না। কিন্তু মরেঞ্জ-এর মাঝে মাঝে এই স্বল্পকালীন ছুটি নেওয়ার ব্যাপারে বিস্মিত না হয়ে থাকতে পারে না।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে ব্রুনো মরেঞ্জ তার স্ত্রীকে বললো, 'পাঁচ দিনের জন্যে বিজনেস ট্যুরে বাইরে

যেতে হচ্ছে আমাকে। ডাইরেক্টার অস্টের সঙ্গী হতে হচ্ছে আমাকে।'

আসলে মরেঞ্জের পরিকল্পনা হলো আগামী উইক-এণ্ডে সে তার প্রেমিকা রেনেটাকে সঙ্গে নিয়ে রোমান্সের খোঁজে বাইরে বেরুবে। মাঝে সোমবারটা ব্যয় করবে সে ম্যাকক্রেডির জন্য।

মেজর ভ্যানাভস্কি ভয়ঙ্কর হোঁচট খেলো এই প্রথম। দিনটা ছিলো বৃহস্পতিবার। আনাড়ীসুলভ মুখে একটা বিশ্রী শব্দ করে ফোনটা নামিয়ে রাখলো সে সজোরে। সন্দেহজনক লোকের ওপর কড়া নজর রাখার জন্য তার একটা দল আছে। কিন্তু প্রথমে তাকে জানতে হবে, লোকটার প্রতিদিনের গতিবিধি কি। ঐ খবরটা জানবার জন্য মিলিটারি ইনটেলিজেন্স অর্গানাইজেশনের অভ্যন্তরে কে.জি.বি.'র থার্ড ডাইরেক্টরেট গুপ্তচরদের মধ্যে একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করলো সে, সেই সংস্থাটির নাম জি. আর ইউ।

কে.জি.বি. এবং তার মিলিটারি কাউন্টারপার্ট জি. আর. ইউ.-এর সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলার মতো। সব সময়েই বিবাদমান। স্বভাবতই সন্দেহ জাগে, কোন্‌টা কুকুর, আমার কোন্‌টাই বা ল্যাজ! ষাট দশকের শুরু থেকেই কে.জি.বি. অনেক অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে একটু একটু করে, আর তখনি জি. আর ইউ কর্ণেল ওলেগ পেনকোভস্কি সোভিয়েতের অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়, এর ফলে প্রচণ্ড ক্ষতি হয় সোভিয়েতোর। তারপর থেকে জি.আর.ইউ-এর ভেতরে কে.জি.বি.-র লোক ঢুকে যায় তাদের কর্মাচারীদের ওপর নজর রাখার জন্য। আর সেই কারণেই জি.আর.ইউ.-র অফিসাররা যতোটা সম্ভব এড়িয়ে চলে কে.জি.বি.-র লোকদের।

শুক্রবারের মধ্যে যতোটা সম্ভব ব্রুনো তার অফিসের আলমারি, ডেস্কের ড্রয়ার সব পরিষ্কার করে রাখলো, কারণ সে জানে ফিরে আসার পর তার হাতে নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হবে। আলমারির একেবারে নিচে রাখা ছিলো তার চাকরীর সূত্রে পাওয়া অটোমেটিকটা। অনেক বছর আগে পুলাখে টেস্ট-ফায়ারিং-এর পর সেটা আর ব্যবহার করা হয়নি। পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। অটোমেটিকটা সে তার পকেটে চালান করে দিলো।

রেনেটের এ্যাপার্টমেন্টের অদূরে ব্রুনো তার ওপেল ক্যাডেট পার্ক করে রেখে বাকি পথটুকু হেঁটে চললো, সব সময়ে এরকমই করে থাকে সে। চমক দেওয়ার জন্য রেনেটকে খবর না দিয়েই চলে এসেছে সে। রেনেটের এ্যাপার্টমেন্টের চাবি থাকে তার কাছে। তাই তাকে আরো চমক দেওয়ার জন্য কলিং বেল ব্যবহার না করেই তার এ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করার জন্য সেই চাবিটা ব্যবহার করলো ব্রুনো।

ফাঁকা হলঘর। রেনেটকে উপহার দেওয়ার জন্য একটা ফুলের তোড়া কিনে এনেছিল ব্রুনো। হলঘর পেরিয়ে এসে সে এবার মুখ খুললো, 'প্রিয়তমা রেনেট, আমি এসেছি......' আর ঠিক তখনি তার কানে একটা অট্টহাসির শব্দ ভেসে এলো। ব্রুনো ভাবলো হয়তো টেলিভিসনে মজার কোনো দৃশ্য দেখছে রেনেট। বসবার ঘরে ঢুকলো সে, দেখলো সেটাও ফাঁকা। আবার সেই হাসির শব্দ, শব্দটা আসছিল প্যাসেজ বরাবর বাথরুম থেকে। নিজের বোকমি বুঝতে পারলো সে, নিশ্চয়ই তার কোনো মক্কেল এসে থাকবে। এগিয়ে চললো সে রেনেটের শয়নকক্ষের দিকে।

কয়েক ইঞ্চি ফাঁকা করা ছিলো শয়নকক্ষের দরজাটা। চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটা ওভারকোট পড়ে রয়েছে মেঝের ওপর। 'কি অদ্ভুত।' পুরুষ কণ্ঠস্বর, 'তুমি তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছো, এ কথা সত্যিই কি সে মনে করে?

'স্টুপিড বাস্টার্ড। তাকিয়ে দেখো তার দিকে,' এবার রেনেটের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে।

ফুলের তোড়াটা রেখে দিয়ে প্যাসেজের দিকে এগিয়ে গেলো ব্রুনো। স্তব্ধ হতবাক। রেনেটের শয়নকক্ষের ভেতরটা সে এবার ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো।

বিরাট পালঙ্কে বসেছিলো রেনেট, ঠোঁটের নিচে ঝুলন্ত সিগারেট। তার পাশে একজন পুরুষ, তাকে এর আগে কখনো দেখেনি সে। বয়েস যুবক পেটানো শরীর। পরণে জিন্‌স এবং চামড়ার জ্যাকেট। দরজার সামনে একজোড়া পায়ের চলাফেরা দেখে তারা দু'জনেই বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো। রেনেটের পিছনে দাঁড়িয়েছিলো যুবকটি, তার মুখটা জঘন্য দেখতে, নোংরা সোনালী চুল। রেনেটের ব্যক্তিগত জীবন তার পছন্দ নয়। নোংরা

ব্যবসা। আর এই যুবকটি, তার নিয়মিত বয়ফ্রেণ্ড যতোটা সম্ভব নোংরা বলেই মনে হলো।

মরেঞ্জ-এর দৃষ্টি তখনো স্থির নিবদ্ধ ছিলো টি.ভি.-র পর্দায়। যুবতীর সঙ্গে কামনা-বাসনার খেলা খেলার সময় কোনো মাঝ বয়সী পুরুষকে সম্মানিত ব্যাক্তির মতো দেখায় না, মনে হয় যেন একটা ইতর, কামুক তার কাম চরিতার্থ করতে চাইছে যেন তেন প্রকারে। টি.ভি. ফিল্মে মরেঞ্জ তারই ছবি দেখতে পেলো। আর সেই সঙ্গে সে এও বুঝলো, টি.ভি.'র পর্দায় সেই অসহায় দৃশ্য দেখেই হয়তো রেনেট হেসে থাকবে।

তার সামনে প্রায় নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল রেনেট, সেও কম অবাক হয়নি। ঘটনার আকস্মিকতা কোনো রকম কাটিয়ে ওঠার পরেই ক্রুদ্ধ চোখে ব্রুনোর দিকে তাকালো সে।

'এখানে তুমি কি করছো?'

'তোমাকে আমি অবাক করে দিতে চেয়েছিলাম।'

'ওঃ, তাই নাকি? অবাক করে দেবার নাম করে লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি আমার ব্যাক্তিগত জীবনের ছবিটা দেখার লোভ বুঝি সম্বরণ করতে পারলে না! তা আশ তো মিটেছে, এবার এখান থেকে ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ো। বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমার সেই আলুর বস্তাটির ওপর ধামসা ধামসি কর গিয়ে, বুঝলে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মরেঞ্জ। আমার সত্যিকারের আঘাতটা কোথায় জানো,' বিষণ্ন গলায় রেনেটকে বললো ব্রুণো, 'তুমি আমাকে বললেই পারতে, আমাকে এভাবে বোকা বানানোর কি দরকার ছিলো? কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি!'

রেনেটের মুখটা ভয়ঙ্কর ভাবে কুঁচকে উঠলো।

তোমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তুমি বোকা, ভীষণ বোকা। মাথা মোটা বুড়ো ভাম। বিছানায় কয়েক মিনিটের খদ্দের তুমি। যাও, ভাগো এখান থেকে।'

আর তখনি রক্ত চড়ে যায় ব্রুনোর মাথায়, ঘুষি নয়, মুখের ওপর সজোরে একটা চড় কষায়। আচমকা সেই আঘাতে রেনেটা তার দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। রেনেটের তুলনায় তার চেহারাটা অনেক শক্ত-সমর্থ ও মজবুত, তাই টাল সামলাতে না পেরে মেঝের ওপর পড়ে গেলো সে।

ওদিকে সেই নোংরা সোনালী চুলের লোকটা কি ভাবছিলো, ঠিক আন্দাজ করতে পারলো না মরেঞ্জ। তবে সেই নারী সংগ্রহকারী দালালটা তার জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকায়। তার মানে তার কাছে বন্দুকে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মরেঞ্জ তার অটোমেটিকটা কোমর থেকে টেনে বার করে হাতটা তুলে ধরলো, উদ্দেশ্য তাকে ভয় দেখানো। কিন্তু লোকটা তার পিস্তলটা বার করে উঁচিয়ে ধরলো ব্রুনোর দিকে। তবে সে তার পিস্তলের ট্রিগার টেপার আগেই ব্রুনোর হাতের অটোমেটিকটা গর্জে উঠলো। একটা বুলেট তার বুকের ঠিক মাঝখানে গিয়ে বিঁধলো, দূরত্ব মাত্র পনেরো ফুটের। মরেঞ্জের অটোমেটিক দ্বিতীয়বার গর্জে উঠলো। সেই মুহূর্তে মেঝের ওপর থেকে উঠে বসার চেষ্টা করলো সে। মরেঞ্জের দ্বিতীয় গুলিটা রেনেটের মাথার ঠিক পিছনে গিয়ে আঘাত করলো। কোন্ ফাঁকে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল ব্রুনো বুদ্ধি করে। শব্দ নিরোধক ঘর, তাই গুলির আওয়াজ শোনা গেলো না বাইরে।

দুটি নিষ্প্রাণ দেহের দিকে বেশ কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইলো ম্যারেঞ্জ। তারপরেও আরো পনেরো মিনিট অপেক্ষা করলো রেনেটের এ্যাপার্টমেন্টে। তারপর ফিরে আসার সময় সে তার নিজের ভিডিও টেপ, রেনেটের জন্য আনা ফুল ও উপহার সামগ্রী সঙ্গে নিতে ভুললো না।' হনওয়াল্ড থেকে দু'মাইল দূরে আসার পথে একটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে গেলো সে ফুল ও মদের বোতল। তারপর প্রায় এক ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে ভিডিও টেপ ও অটোমেটিকটা সেভেরিণ ব্রীজ থেকে নিক্ষেপ করলো রাইন নদীতে, সেখান থেকে কোলনের পথে, শেষ পর্যন্ত পোর্জে তার বাড়িতে। সাড়ে ন'টায় সে তার বসবার ঘরে এসে ঢুকলো। তার স্ত্রী কোনো মন্তব্য করলো না।

সেই শনিবারই মেজর ভ্যানাভাস্কি বার্লিনে পৌঁছেই সাধারণ একটা গাড়িতে চড়ে সোজা পূর্ব বার্লিনের কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টারে চলে এলো। সেখানে পৌঁছেই ভদ্রমহিলা লোকটার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলো,

যাকে খুঁজছিলো সে। সে তখন কোটবাসে, ড্রেসভেন যাওয়ার পথে, তার চারপাশে সেনাবাহিনী। মিলিটারি কনভয়ে যাচ্ছিলো সে। সে তখন মেজরের নাগালের বাইরে। রবিবার গিয়ে পৌঁছোবে কার্ল-মার্ক্স স্কোয়োরে, সোমবার জেউকাউবে, এবং মঙ্গলবার জেনায়। কিন্তু তার যাত্রাপথে পূর্ব জার্মানির মাটি স্পর্শ করা তার ভ্রমণসূচীতে নেই।

সোমবার ভোরের আলো ফোটার আগেই, তার পরিবার জেগে ওঠার আগেই নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ব্রুনো। সেপ্টেম্বরের উজ্জ্বল প্রভাবে হলিডে ইন হোটেলে সে যখন পৌঁছোলো তখন সকাল সাতটা। ম্যাকক্রেডি তাদের দু'জনের জন্য ব্রেকফাস্টের ফরমাস দিলো অপেক্ষারত ওয়েটারকে।

'এসো, এখন তোমার যাত্রাপথটা বুঝিয়ে দেওয়া যাক,' ব্রুনোকে বললো ম্যাকক্রেডি, 'আগামীকাল ভোর চারটের সময় এখান থেকে চলে যাবে তুমি। দীর্ঘপথ পরিক্রমা, অতএব সহজ হওয়ার চেষ্টা করবে। ছ'ঘন্টারও বেশী এই যাত্রপথ, নুরেমবার্গ-এর দক্ষিণ পেরিয়ে একেবারে সীমান্তে। সকাল এগারোটায় তোমার দরকার হবে সেখানে। তোমার আগেই আমি সেখানে পৌঁছে যাবো। কি, সব ঠিক মনে হচ্ছে তো?'

গা থেকে জ্যাকেট খুলে ফেললেও মরেঞ্জকে রীতিমতো ঘামতে দেখা গেলো।

সীমান্তের পর সোজা উত্তরে হার্মসডরফ ক্রুজের পথে গাড়ি চালিয়ে যাবে। বাঁদিকে ঘুরে এবার তোমাকে যেতে হবে পশ্চিমে। মেলিংটনে পৌঁছে বড় রাস্তা ছেড়ে ওয়েমারের পথে আবার চলতে শুরু করবে। টাউনের ভেতরে হাইওয়ে সেভেন, আবার পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাবে। চার মাইল পশ্চিমে রাস্তার ডানদিকে দেখতে পাবে একটা পরিত্যক্ত জায়গা........

সেই রাস্তার একটা বড়সড় ফটো বার করলো ম্যামক্রেডি। প্লেন থেকে তোলা সেই ছবি অনেক নিচে ব্যাভেরিয়ান বিমান ক্ষেত্রের। মরেঞ্জের চোখের সামনে ভাসে সেই পরিত্যক্ত জায়গাটা। কিন্তু ছোটো ছোটো কুটির, গাছপালা, তার প্রথম সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। ম্যাকক্রেডি তাকে বুঝিয়ে বলে কোথায় তাকে রাত কাটাতে হবে, এবং কোথায় ও কখন প্যানক্রেটিনের সঙ্গে তার দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের জায়গাটা হবে, সব বুঝিয়ে বললো।

তখন সকাল প্রায় ন'টা হবে পরিচারিকা হুনওয়াল্ড এ্যাপার্টমেন্টে কাজ করতে এলো অন্যদিনের মতো। ঘরদোর পরিষ্কার করা তার কাজ। যুগোস্লাভিয়ার মেয়ে, জার্মানিতে এসেছে বসবাসের জন্য। সকাল ন'টা থেকে এগারোটা তার কাজের সময়। দরজার হাতলটা ধরতে গিয়ে একটু অবাক হতে হলো তাকে। খোলা থাকার কথা নয়। অথচ মৃদু ধাক্কা দিতেই খুলে গেলো দরজাটা। ঘরের ভেতরে ঢোকা মাত্র চমকে উঠলো সে এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গোঙাতে গোঙাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এলো নিচে। একতলার এ্যাপার্টমেন্টে থাকতো বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারার একজন অবসরপ্রাপ্ত পুস্তক-বিক্রেতা। মেয়েটির মুখ থেকে সেই অস্বাভাবিক ঘটনার খবরটা সে মন দিয়ে শুনলো বটে, ওপরে উঠলো না, নিচ থেকেই রিসিভারটা হাতে নিয়ে ডায়াল করলো ইমারজেন্সি নম্বর ১১০ এবং লাইন পেতেই পুলিশের সাহায্য চাইলো।

ন'টা একান্নয় ওয়েডমার্কট পুলিশ প্রেসিডিয়ামে খবর দিলে জার্মান পুলিশ ফোর্সের নিয়ম ঘটনাস্থলে এলো দু'জন ইউনির্ফম পরিহিত পুলিশ। তাদের মধ্যে একজন নিচতলায় রয়ে গেলো ফ্রা-ও পোপোভিকের সঙ্গে, পুস্তক বিক্রেতার বয়স্কা স্ত্রীর সঙ্গে ফ্রাও বেশ স্বস্তিতে ছিলো, অপরজন উপরে উঠে এলো। ঘরের কোনো কিছুই স্পর্শ করলো না সে, দরজার ফাঁক দিয়ে মোটামুটি ঘটনাটা আন্দাজ করে নিয়ে দ্রুত পায়ে নিচে নেমে এসে পুস্তক বিক্রেতার ফোনটা ব্যবহার করলো। শার্লক হোমসের মতো হওয়ার প্রয়োজন নেই তার। আর সেটা অস্বাভাবিক মৃত্যু কিংবা খুনের কেস কিনা, সেরকম কোনো চুলচেরা বিচারেও যেতে হবে না তাকে।

দশটা-চল্লিশে হুনওয়াল্ড এ্যাপার্টমেন্টে এসে পৌঁছোয় কমিশনার পিটার সিলার। তার আসার আগেই ডাক্তার এসে পৌঁছোয়। সিঁড়িতে তার সঙ্গে মিলিত হলো কমিশনার। তাকে চিনতো সিলার।

'কি দেখলেন ডক্টর?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'দুটি মৃতদেহ। একটি পুরুষের, অপরটি নারীর। একজন পোষাক পরিহিত, অন্যজন একেবারে নগ্ন অবস্থায়।'

সিলার তার একজন সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে এবার উপরে উঠে এলো। তার আর এক সহকারী তখন ফ্রাও পোপোভিকের জবানবন্দী নেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করে দেয়।

বেডরুমের সেই বীভৎস দৃশ্যটা দেখা মাত্র সিলার ও তার সহকর্মীর মতো আঁতকে উঠলো। ব্রেনেট হেইমেনডরফ, এবং তার সেই দালালটির মৃতদেহ পড়েছিলো তখনো মেঝের ওপর। প্রায় নগ্ন মেয়েটির মাথাটা ছিলো দরজা ঘেঁষে, তার ক্ষতস্থান থেকে ঝরে পড়া রক্ত দরজার তলা বেয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়ে থাকবে। বিছানার ওপর কালো সিল্ক-এর বেডকভারটা অবিন্যস্ত, জায়গায় জায়গায় ভাঁজ পড়ে রয়েছে তখনো, এর থেকে বোঝা যায় যে, মৃত্যুর আগে বিছানার ওপর ওরা দু'জন শয্যা নিয়েছিলো।

কাপবোর্ড ও তার ড্রয়ারগুলো অতি সন্তর্পণে খুলে দেখতে গিয়ে তার সহকারীর উদ্দেশ্যে বললো সিলার, 'মেয়েটি ছিলো একটি হুকার। যার আর এক নাম কলগার্ল। আচ্ছা নিচতলার বাসিন্দারা কি এ এখবর জানে? ওদের জিজ্ঞেস করে দেখলে হয়।'

সহকারী কমিশনার উইসার্ট ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো, 'লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছি..... হোপ, বার্ণহার্ড হোপ। আমার মনে হয়, ব্যাঙ্ক ডাকাতি কেসে। ভয়ঙ্কর কঠিন প্রকৃতির লোক।'

'খুব ভালো,' সিলারের কণ্ঠে বিদ্রুপ ধ্বনিত হলো, 'আমরা তো এ সবই চাই। দলাদলি, খুনোখুনি।'

কমিশনার সিলারকে সাহায্য করার জন্যে আরো পুলিশ ফোর্স পাঠাবার ব্যবস্থা করলো হার্টউইগ, সেই সঙ্গে ফরেনসিক টিম, একজন ফটোগ্রাফার এবং চারজন ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞ। পুলিশের এখন অনেক কাজ। দরজায় দরজায় নক্ করে জানতে হবে, নিহত মেয়েটির এ্যাপার্টমেন্টে কোন্ কোন্ পুরুষের যাতায়াত ছিলো, তাদের সনাক্ত করার জন্যে কোনো সাক্ষী পাওয়া যায় কিনা, সেটা খোঁজ নিতে দেখতে হবে।

পুলিশের লগ-বুক থেকে দেখা যায়, সকাল ঠিক এগারোটা একত্রিশ মিনিটের সময় ফরেনসিক টিম এসে পৌঁছোয় ঘটনাস্থলে এবং প্রায় আট ঘন্টা অতিবাহিত করে সেখানে।

ঠিক সেই সময় সাম ম্যাকক্রেডি তার দ্বিতীয় কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়ে মানচিত্রটা মুড়ে রাখছিলো। সোভিয়েত জেনারেলের তোলা ফটোটা দেখিয়ে মরেঞ্জকে সে বোঝাচ্ছিলো, কি করে তাকে চিনে বার করতে হবে।

একটু থেমে সাম এবার বলে, 'এখন গাড়িটার ব্যাপারে তোমাকে দু'চারটে কথা বলে রাখছি। বি.এম.বি. সেলুন কালো রঙের উরবার্গের রেজিস্ট্রীকৃত প্লেট ঝোলানো আছে গাড়িতে। কারণ জন্মসূত্রে তুমি একজন রাইনল্যাণ্ডার, কিন্তু এখন তুমি তোমার কর্মসূত্রে বসবাস করছো উরবর্গে। প' আমি তোমাকে তোমার পরিচিতির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়ে দেবো। কোম্পানির গাড়ি, যে কোনো সময়েই চালক বদল হতে পারে, সেটাই স্বাভাবিক। আর কাজের ব্যাপারে সব সময়েই নানান গাড়ি যাতায়াত হতে পারে জেনায়। তবে অন্য সব গাড়ীগুলো থেকে এই গাড়ীটা একটু ভিন্ন ধরণের। ব্যাটারি সেলফের নিচে একটা অদৃশ্য কমপার্টমেন্ট আছে, আপাত দৃষ্টিতে যা কারোর চোখে পড়ার কথা নয়। স্মোর্লেনস্ক-এর কাছ থেকে যে বইটা তুমি গ্রহণ করবে তা রাখার জন্য সেটা যথেষ্ট।'

প্যানক্রেটিনের আসল নাম প্রয়োজন কখনো হয়নি মরেঞ্জের। এমন কি সে যে মেজর জেনারেলের পদে উন্নতি হয়েছে কিংবা মস্কোয় তার অফিস, এ সব কথাও জানে না সে। শেষবার যখন তার সঙ্গে দেখা হয় সে তখন পূর্ব বার্লিনের একজন কর্ণেল মাত্র—সাংকেতিক নাম 'স্মোলেনস্ক'। মধ্যাহ্নভোজের পর ম্যাকক্রেডি বলে, 'চলো, এবার গাড়ীতে উঠে বসা যাক।'

কোনো খবর জার্মানির সাংবাদিকদের কাছে অজানা থাকে না। ১৯৮৫ সালে এখনকার জার্মানি যখন পশ্চিম জার্মানি ছিলো, তখনকার সাংবাদিকরা যেমন তৎপর ছিলো খবর সংগ্রহে, আজও ঠিক তেমনি আছে। কোলনের প্রবীন সাংবাদিক গুয়েনটার ব্রউনস পুলিশের সঙ্গে যোগাযেগ করে বলে, 'হনওয়াল্ড-এর ব্যাপারে এ সব কি শুনছি?' ঠিক তিনটের সময় হনওয়াল্ড এ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে হাজির হলো সে, সঙ্গে তার ফটোগ্রাফার

ওয়াল্টার সিয়েস্টেল।

ওপরতলায় ফরেন্সিক টিম সবে মাত্র তখন তাদের কাজ শেষ করেছিলো। মৃতদেহ দুটির বিভিন্ন কোণ থেকে ফটো তোলাও শেষ তখন ফটোগ্রাফারের; তাছাড়া ঘর, ঘরের বিছানা, আবসবাবপত্রের ফটোও নিয়েছিলো সে। সিটি মর্গে মৃতদেহ দুটিও স্থানান্তরিত তখন।

সারা এ্যাপার্টমেন্টে উনিশটি হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। তিনটি বাতিল, দু'টি মৃতদেহ দু'টির, আর একটি হলো পরিচারিকা ফ্রাও পেপোভিকের। এখন অবশিষ্ট থাকে ষোলোটি।

'সম্ভবত এই ষোলোটি হাতের ছাপ নিহত মেয়েটির মক্কেলদের হবে', বিড়বিড় করে বললো, সিলার।

'কিন্তু তার মধ্যে একটি অবশ্যই খুনীর?' মন্তব্য করলো উইসার্ট।

'তাতে আমার সন্দেহ আছে,' বাধা দিলো সিলার, 'সম্ভবত হাতে দস্তানা ব্যবহার করে থাকবে সে।'

ভাড়াটে এবং প্রতিবেশীদের জবানবন্দী থেকে জানা যায়, তারা কেউই হেইমেনডরফ্'র গোপন পেশার কথা জানতো না। তার কাছে যারা আসতো তারা সবাই ভদ্রলোক এবং সম্মানিত ব্যাক্তি। গভীর রাতে কোনো পার্টি নয়, হৈ-হুল্লোজ কিংবা নাচ-গানও নয়।

রাত দশটায় রেনেটের এ্যাপার্টমেন্ট সীল করে দিয়ে একজন ইউনিফর্মধারী লোককে হলওয়েতে বসিয়ে রেখে ফিরে গেলো কমিশনার সিলার, উদ্দেশ্য, যদি খুনী আবার ঘটনাস্থলে ফিরে আসে, যা প্রায় প্রতিটি খুনের কেসে ঘটে থাকে। তবু সেই ফ্ল্যাটটা বারবার তাকে চিন্তায় ফেলেছিলো। বয়সে তরুণ এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান গোয়েন্দা সে।

বিকেলটা কাটালো ম্যাকক্রেডি ব্রুনো মরেঞ্জ'র ছদ্ম-পরিচয়ের খসরা তৈরী করার কাজে।

'এখন থেকে তুমি হান্স গ্রুবার, বয়স একান্ন, বিবাহিত, তিনটি সন্তানের জনক। অনেক গর্বিত পরিবারের মতো সঙ্গে তোমার পরিবারের প্রতিটি সদস্যদের ফটোগ্রাফ রাখা থাকবে তোমার কাছে। ছুটি কাটাতে এসেছো তোমরা। তোমার স্ত্রী হেইডি, ছেলে জুনিয়ার হান্স, দুই কন্যা লোটি ও উরসুলা ওরফে উসি। উরবার্গে বি. কে. আই অপটিক্যাল গ্লাসওয়্যারে কাজ করেছিলে, অতএব প্রয়োজনে এ লাইনের আলোচনায় তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। জেনার জেইস, ওয়ার্কাস-এর পরিচালকের সঙ্গে তোমার দেখা করার কথা। এই নাও তার চিঠি, সইটা তার মনে হলো, আমাদেরই করা। কাল তিনটেয় সাক্ষাৎকারের সময়। সব ঠিক মতো চললে জেইস প্রিসিসন লেন্সের জন্য তুমি তাদের অর্ডার দিতে পারো। আরো আলোচনার প্রয়োজন হলে রাতটা তোমাকে থেকে যেতে হবে পারে।'

একটু থেমে ম্যাকক্রেডি আবার বললো, 'এই হলো তোমার পাসপোর্ট, তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে চিঠি, উরবার্গ অপেরা হাউসের ব্যবহৃত টিকিট। ক্রেডিট কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, চাবির গোছা, গাড়ীর ইগানিসন চাবি, ব্যাগি রেণকোট। আর তোমার এ্যাটাচি কেসের ভেতরের জিনিষপত্র দেখে নাও, সবই উরবার্গ থেকে কেনা। সিকিউরিটি লক-এর নম্বর তোমার জন্মদিনের, ৫ই এপ্রিল' ৩৪ অর্থাৎ ৫৪৩৪। পোষাকেও উরবার্গ লণ্ড্রীর ছাপ আছে। চলো, এখন নৈশভোজ সারা যাক।

মাঝরাতে এস. আই. এস. বন. স্টেশনের প্রতিনিধি কিট জনসন একটা রেঞ্জ রোভার সংগ্রহ করে নিয়ে এলো ম্যাকক্রেডির জন্য। দক্ষিণ ব্যাভেরিয়ায় সে নদীর কাছে মরেঞ্জ পৌছোনোর আগেই তারা গাড়ী চালিয়ে হাজির হলো সেখানে।

মঙ্গলবার

পরদিন মঙ্গলবার, তখন সকাল আটটা পনেরো, ডিয়েটার অস্ট দাড়ি কামাচ্ছিলো। শয়নকক্ষে তখন টেলিভিসনে প্রাতঃকালীন সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছিলো। বাথরুম থেকে সেই সংবাদের টুকরো টুকরো অংশ ভেসে আসছিলো তার কানে। হনওয়াল্ডে জোড়া-খুন, মামুলি ব্যাপার, ভাবলে সে পুরো খবরটা না শোনা পর্যন্ত। 'দুটি শিকারের মধ্যে একজন হলো উঁচুতলার কলগার্ল রেনেটে হেইমেনডরফ্...' আর তখুনি উত্তেজনাবশে কোলন বি.এন.ডি-র পরিচালক অসাবধানতা বশত দাড়ি কামাতে গিয়ে নিজের চিবুক কেটে ফেললো বাজে ভাবে। তার ঠিক দশ মিনিট পরে তাকে তার গাড়িতে চড়ে দ্রুত তার অফিসের দিকে ছুটে যেতে দেখা গেলো। রোজকার সময়ের থেকে এক ঘন্টা আগেই সে আজ অফিসে এলো। অসময়ে তাকে অফিসে আসতে দেখে ফ্রাওলিন কেপেলের ভ্রু কুঁচকে উঠলো।

তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করেই অস্ট তাকে বললো, 'ছুটিতে থাকলেও মরেঞ্জের টেলিফোন নম্বরটা ডায়াল করো। এক্ষুনি একবার তাকে আমার দরকার।' কিন্তু ফোনটা বিকল। অস্ট তখন মরেঞ্জের বাড়ির ফোন নম্বর ডায়াল করলো নিজেই। দূরভাষে মিসেস মরেঞ্জের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'তোমার স্বামীর সঙ্গে একবার কথা বলতে পারি? অফিস থেকে আমি অস্ট কথা বলছি।'

'কিন্তু স্যার, আমি তো জানি সে এখন আপনার সঙ্গে টুরে বেরিয়েছে কাল রাতে ফেরার কথা।'

'ও হ্যাঁ, তাই বুঝি, ধন্যবাদ ফ্রাও মরেঞ্জ।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে যুগপথ চিন্তিত ও বিস্মিত হলো সে। মিথ্যে কথা বলেছে মরেঞ্জ। কেন সে এরকম ব্যবহার করলো তার সঙ্গে। তবে কি সে ব্ল্যাক ফরেস্টে কোনো গার্লফ্রেণ্ডের সঙ্গে সপ্তাহান্তের ছুটি উপভোগ করতে গেছে। পুলাখে অপারেশন ডাইরেক্টরেটের ডেপুটি ডাইরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করলো সে নিরাপদ-লাইনের মাধ্যমে। ঠাণ্ডা মাথার লোক ডঃ লোথার হরম্যান, তার কথাগুলো খুব মনোযেয়াগ সহকারে শুনলো সে।

'নিহত কলগার্ল আর তার দালাল লোকটি কিভাবে খুন হয়েছে জানো?'

'গুলিবিদ্ধ হয়ে।' জবাবে বললো অস্ট।

'আচ্ছা মরেঞ্জের কাছে কি ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র আছে?'

'তার কাছে একটা ওয়ালথার পি. পি. কে. আছে, সার্ভিস ইস্যু হয়েছে এখান থেকে। তার হাতে তুলে দেওয়ার আগে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এখানকার ল্যাবোরেটরিতে দশ বছর আগে।'

'এখন সেটা কোথায়?'

'সেটা তার ব্যাক্তিগত আলমারীতে থাকার কথা,' চিন্তিত স্বরে বললো অস্ট, 'দেখে নিয়ে পরে তোমাকে ফোন করে জানাবো। কেমন?' ডিপার্টমেন্টের সব আলামারির মাস্টার কী তার কাছে থাকে। পাঁচ মিনিট পরে ডঃ হরম্যানের সঙ্গে তাকে আবার ফোনে কথা বলতে শোনা যায়।

'নেই', বললো সে, 'হয়তো সেটা সে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে।'

পুলাখ ছাড়ার আগে তিনটি ফোন করলো ডঃ হরম্যান। ফলে ব্ল্যাক ফরেস্ট পুলিশ হলিডে হোমে গিয়ে বাড়িওয়ালার কাছ থেকে চাবি সংগ্রহ করে দেখে মরেঞ্জের ঘরের ফোন বিকল, কিন্তু বিছানা ব্যবহার করা হয়নি আদৌ। এই রকমই রিপোর্ট দেবে তারা। পাঁচটা বাজে কোলন বিমানবন্দরে অবতরণ করলো ডঃ হরম্যান।

পূর্ব জার্মান সীমান্তে পৌঁছোতেই ব্রুণো মরেঞ্জের সেলুনের সামনে এসে দাঁড়ালো সবুজ ইউনিফর্ম পরা একজন প্রহরী।

'পাসপোর্ট?'

ব্রুণো তার পাসপোর্টটা মেলে ধরে চালকের আসনের দিকের জানালার সামনে। অপর প্রহরীরা ততক্ষণে

তার গাড়ির চারপাশে জামায়েত হতে শুরু করে দেয়। এছাড়া সব কিছুই স্বাভাবিক।

'জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকে তোমার যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা?'

প্রহরীর চোখে চোখ রাখলো ব্রুনো। রিমলেস চশমার আড়ালে একজোড়া নীল চোখ। সে তাকে বোঝায়, তার গন্তব্যস্থল জেনা। উদ্দেশ্য জেইস থেকে চশমার লেন্স ক্রয় করার ব্যাপারে আলোচনা করা। আলোচনা ঠিক মতো এগোলে সেদিনই সন্ধ্যায় ফিরে আসবে সে।

সেখানে তার সব কাগজপত্র দেখার পর সিনিয়র সীমান্ত প্রহরী তাকে বলে, 'জার্মান ডেমোক্রেটিভ রিপাবলিকে তোমার যাত্রা যেন সুখের হয়।' ওদিকে সাদা পোষাকে দু'জন সিক্রেট পুলিশ তার গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করছিলো, ব্রুনো টের পেলো না।

তারপর ফিরে আবার গাড়ি চালাতে নিয়ে তার হাত দুটো তখনো কাঁপছিলো। তবে যাই কিছু ঘটুক না কেন, মনে মনে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তার বন্ধু ম্যাকক্রেডিকে বিপদে ফেলবে না। জি.ডি. আর-এ মদ্যপান নিষিদ্ধ জেনেও হিপ-পকেটে হাত রাখলো সে মদের বোতলটা বার করার জন্য। পেটে মদ পড়তেই সে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠে দৃঢ় হাতে গাড়ি চালাতে শুরু করলো। যদি ধরা পড়ে যায়, ক্রীতদাসদের ক্যাম্পে দশটা বছর তাকে বন্দীদশায় কাটাতে হবে, তার ভয় এই কারণেই।

জি.ডি.আর-এ প্রবেশের মুখে তাকে দেখতে পেয়েছিলো ম্যাকক্রেডি, সেই একবারই তারপর ব্রুনোর সেলুনটা তার চোখের আড়ালে চলে যায়।

কালো রঙে রেঞ্জ রোভারের পিছনের আসনে জনসনকে সুটকেসের পাশে বসে থাকতে দেখা গেলো। সুটকেসের ভেতরে একটা পোর্টেবল টেলিফোন। ছোটো হলেও দূরভাষের কণ্ঠস্বর খুবই স্পষ্ট। ইংলণ্ডের সেলটেনহ্যামে ব্রিটিশ কমুনিকেশন হেডকোয়ার্টার, লণ্ডনের সেনচুরি হাউস কিংবা এস.আই.এস. বন স্টেশনে এই ছোট্টফোনের মাধ্যমে অনায়াসে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

'সে আসছে,' জনসনের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করলো ম্যাকেক্রেডি, 'এখন স্রেফ অপেক্ষা করতে পারি।'

'বন কিংবা লণ্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাও?' জিজ্ঞেস করলো জনসন।

জোরে জোরে মাথা নাড়ালো ম্যাকক্রেডি। 'তাদের করার কিছু নেই,' বললো সে, 'এখন কেউ কিছুই করতে পারবে না। এখন সব কিছুই নির্ভর করছে ঐ হল্লাবাজটার ওপর।'

হনওয়াল্ডের ফ্ল্যাট থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞ দুজন তাদের কাজ শেষ করে ফিরে যাওয়ার পথে। ঘরের ভেতর থেকে তিনটি হাতের ছাপ তাদের সংগ্রহের তালিকায়।

'গতকালের সংগ্রহের মধ্যে এগুলোর মিল আছে বলে কি তোমার মনে হয়? জিজ্ঞেস করলা কমিশনার সিলার।

'জানি না,' উত্তরে বললো সিনিয়র ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞ, 'ল্যাবরেটরির রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়ে আপনাকে পরে জানাবো। যাইহোক, আপনি এখন ভেতরে যেতে পারেন।'

রেনেটের এ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করে প্রথমেই ক্যাসেটের র‍্যাকটার ওপর নজর দিলো সে। ওপর থেকে দেখলো বোঝা যাবে না, কোন্ ক্যাসেটে কিসের দৃশ্য আছে, কেবল মাঝখানে নম্বর দেওয়া আছে। একটা ক্যাসেট তুলে নিয়ে বেডরুমে গিয়ে ঢুকলো। রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে টি.ভি.-র পর্দায় সজাগ দৃষ্টি রাখলো সে। মিনিট দুই পরে টি.ভি-র সুইচটা বন্ধ করে দেয় সিলার, তার সারা শরীর তখন কাঁপছিলো—ভয়ঙ্কর এক উত্তেজনায়।

দরজার সামনে তখন উইসার্ট দাঁড়িয়ে।

ব্যাডেন—উরটেমবার্গের সেনেটর সম্ভবত একমাত্র প্রাদেশিক রাজনীতিবিদ, কিন্তু টি.ভি. তে তার ঘন ঘন আবির্ভাবের দরুণ জাতীয় নেতা হিসেবে তার এখন একটা বিশেব পরিচিত গড়ে উঠেছে, আগের মতো চারিদিকে মূল্যায়ন এবং পর্ণোগ্রাফি নিষিদ্ধ করার জন্য তার আবেদনের কথা কে না জানে। কিন্তু সম্ভবত তারা তাকে একটা বন্ধ ঘরে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় একটি যুবতীর সঙ্গে অবৈধ ভাবে মিলিত হওয়ার দৃশ্য কখনো দেখেনি।

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকো, 'উইসর্টকে হুকুম করলো সিলার, 'এখান থেকে এক পা-ও নড়বে না। আমি

এখন ফিরে চললাম প্রেসিডিয়ামে।'

তখন দুপুর দুটো।

মরেঞ্জ তার কব্জি ঘড়ির দিকে দৃষ্টি ফেলে বুঝলো, অনেক আগেই গোপন সাক্ষাৎকারের জায়গার কাছাকাছি এসে গেছে সে। চারটের সময় স্মোলনেস্কের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা আছে। সেখানে আগে গেলে সন্দেহ জাগতে পারে সবার।

তার চিন্তায় বাধা পড়লো পুলিশের গাড়িটা চোখে পড়তেই। গাড়ির গতি শ্লথ, গাড়ির আরোহীরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিলো তাকে। ঘামতে শুরু করলো সে। তার ছোটো ভয়টা ক্রমশ আবার বড় হচ্ছে, তার মনের জোরটা ভেঙ্গে রেণু রেণু করে গুঁড়িয়ে দিয়ে ভয়টা যেন জিতেই চলেছে। বুঝতে পারে না সে, তরুণ পুলিশেরা কি এর আগে কখনো বি.এম.ডাব্লু সেলুন চোখে দেখেনি!

মার্ডার কমিশন 'ফাস্ট কে'র ডাইরেক্টরের সঙ্গে আধঘন্টা আলোচনা করে কমিশনার সিলার তাকে কেসটার ব্যাপারে অবহিত করার চেষ্টা করলো।

ঠোঁট কামড়ে বললো হার্টউইগ, 'ঐ বেজন্মাটা কি ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করেছিলো? জানি, সে খবর আমাদের জানা নেই।'

পরিচালক হার্টউইগই প্রথমে নোটবুকটা আবিস্কার করলো। নামের তালিকায় ভর্তি নোটবুক, নামের পাশে ভিডিও টেপের নম্বর লেখা রয়েছে। রেনেটের নিজের হাতে লেখা নোটবুক, এর থেকেই বোঝা যায় যে, মেয়েটি কতো না চতুর ছিলো! মূল এ্যাপার্টমেন্টে রিমোট কন্ট্রেল পড়ে থাকতে দেখে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হবে, সেটা তেমন ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু সেটা আয়নার পিছনে রাখা ক্যামেরার দিক পরিবর্তন করে দিতে পারে অনায়াসে। রেনেটের শয়নকক্ষে সেটা নজরও পড়েছিলো ফরেনসিকের ছেলেদের, কিন্তু তারা ভেবেছিলো, হয়তো ওটা টিভির বাড়তি অংশ হবে।

নোটবুকের নামগুলোর ওপর চোখ বুলোয় হার্টউইগ, সেই সঙ্গে নামের পাশে লেখা ক্যাসেটের নম্বরগুলোর ওপরেও। কিছু কিছু নাম সে চিনতে পারলো, কিছু অজানা। এছাড়া আছে দু'জন সেনেটের, একজন পার্লামেন্টেরিয়ান (সরকার পক্ষের), একজন মূলধন বিনিয়োগকারী, একজন স্থানীয় ব্যাঙ্কার, একজন বিখ্যাত সার্জন, একজন এ্যাংলো-সেক্সটন (ব্রিটিশ? আমেরিকান? ক্যানাডিয়ান?') এবং দুজন ফরাসি। বাকিগুলো খতিয়ে দেখতে থাকে সে।

'একাশিটা নাম,' বললো সে, তার মানে একাশিটা টেপ। হায় যিশু, সব নামগুলো আমি যদি চিহ্নিত করতে পারি, বহু সরকারী পদাধিকারীদের সম্মান প্রতিপত্তি ধূলায় লুটিয়ে দিতে পারি, হয়তো রাজধানী বনেরও।'

'সেটা বোধাহয় আর সম্ভব নয়,' বললো, সিলার, 'এখানে মাত্র একষট্টিটা টেপ রয়েছে।'

'ধরে নেওয়া যাক দু'সেট হাতের ছাপ রেনেট ও হোপের, তৃতীয় সেটটি সম্ভবত খুনীর। কি সাংঘাতিক ব্যাপার, কুড়িটা টেপ খুনী তার সঙ্গে নিয়ে গেছে। এর ফলে খুনীকে ধরা এখন আমাদের হাতের বাইরে বোধহয়।'

অস্টের সঙ্গে নৈশভোজ সারতে গিয়ে ডাঃ হরম্যান মন্তব্য করলো, 'প্রিয় অস্ট, এখনো পর্যন্ত আমরা কিছুই জানি না। কেবল চিন্তা কবা ছাড়া এখন আমাদের কিছু করারও নেই। হয়তো পুলিশ খুব শীগ্গীর একজন গ্যারাষ্টকে গ্রেপ্তার করবে, আর মরেঞ্জও ব্ল্যাক ফরেষ্টে না গিয়ে একটা কলগার্লের সঙ্গে অবৈধ জীবন-যাপন করে উইকএণ্ডের ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসবে নির্দিষ্ট সময়ে এখন আমার বক্তব্য হলো, তাকে অবসর দিতে বাধ্য করতে হবে, তাকে যে পেনসন দেওয়া হবে না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন যে ভাবেই হোক মরঞ্জেকে খুঁজে বার করতে হবে। তদন্তের ব্যাপরে পুলিশ কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছে সেটা আমার জানা দরকার। তুমি তো আমার হোটেল জানো। তার ব্যাপারে কোনো খবর থাকলে সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে কেমন?'

সেল নদীর ধারে বেঞ্জ টেলবোর্ডের উপর বসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে মরেঞ্জের জন্য অপেক্ষা করছিলো সাম ম্যাকক্রেডি।

ম্যাকক্রেডি তার কব্জিঘড়ির ওপর চোখ রাখলো, চারটে বাজতে দশ। ব্রুনো এখন নিশ্চয়ই পশ্চিম ওয়েমারের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সে তাকে বলেছে, পাঁচ মিনিট আগেই আসবে সে, স্মোলনেক্স দেখা না করলে পঁচিশ মিনিটের বেশী সময় পার করতে যাবে না সে। সীমান্তে একজন এজেন্টের জন্য এই অপেক্ষা করা ঘৃণাবোধ করে সে। এরই মধ্যে অসংখ্যবার সে তার সূচীর ব্যাপারে চিন্তা করে দেখেছে। পাঁচ মিনিট সময় লাগবে রুশীর হাত থেকে জিনিষটা নিতে; রুশীর চলে যেতে আরো দশ মিনিট সময়। চারটে পনেরোয় প্রত্যাবর্তন।

তরুণ কমিশনারের রিপোর্টটা গম্ভীর হয়ে শুনলো কোলনের পুলিশ প্রেসিডেন্ট অরনিম ভন স্টার্নবার্গ। তাকে ঘিরে বসেছিলো মার্ডার কমিশনের হার্টউইগ এবং সমস্ত অপরাধ শাখার পরিচালক হস্ট ফ্র্যায়েঙ্কেল। তাদের কাছ থেকে বিস্তারিত সব শোনার পর স্বীকার করলো সে, তারা তার কাছে এসে ঠিকই করেছে। কোলনের এই খুন একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ কোলন পুলিশের কাছে, তাই সে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে এ ঘটনার ব্যাপারে।

সিলারকে ছেড়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট এবার আবার গোয়েন্দাদের দিকে ফিরলো। 'তা তোমরা কতদূর এগোলে?'

হার্টউইগের চোখে চোখ রেখে ফ্রায়েঙ্কেল ইঙ্গিত করতেই বড় আকারের বেশ কয়েকটা ফটোগ্রাফার মেলে ধরলো সে। 'সেই কলগার্ল এবং তার সঙ্গীকে যে বুলেট দিয়ে খুন করা হয়েছিলো, তার ছবি আমরা পেয়েছি। এখন যে বন্দুক থেকে এই বুলেটগুলো ব্যবহৃত হয় সেটা খুঁজে বার করতে হবে। দ্বিতীয়ত, হাতের ছাপ। ক্যামেরা রুমে তিন সেট হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। কলগার্ল ও তার দালালের দুটি সেট। আর আমাদের বিশ্বাস, তৃতীয় সেটটি অবশ্যই খুনীর। আমরা এও বিশ্বাস করি, কুড়িটি নিখোঁজ ক্যাসেট সেই চুরি করে নিয়ে গেছে।'

কিন্তু তারা তিনজনের কেউই জানে না, আসলে নিখোঁজ ক্যাসেটের সংখ্যা একুশ। একুশতম ক্যাসেটটা শুক্রবার সন্ধ্যায় রাইন নদীতে ফেলে দিয়েছিলো মরেঞ্জ। আর তার নাম রেনেটের নোটবুকে লেখা নেই এই কারণে যে, তাকে ব্ল্যাকমেল করলে যে আর্থিক লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই, এ কথাটা বেশ ভালো করেই জানতো রেনেট।

'তা সেই অন্য একষট্টিটা টেপ কোথায়? জানতে চাইলে ভন স্টার্নবার্গ।

'আমার ব্যক্তিগত আলমারিতে রেখে দিয়েছি,' উত্তরে বললো ফ্র্যায়েঙ্কেল।

'দয়া করে সেগুলো এখানে নিয়ে আসবে। আমি চাই না, অন্য কেউ সেই সব টেপের বিষয়বস্তু জানুক।'

কিন্তু এসবের থেকেও আরো খারাপ ঘটনা হলো, তালিকার বাকি কুড়িজন ব্যক্তির নাম শুনলে চমকে উঠতে হয় যাদের টেপগুলো নিখোঁজ। তারা হলো, পশ্চিম জার্মান সরকারপক্ষের বয়স্ক সদস্য, আর একজন পার্লামেন্টেরিয়ান (ফেডারেল), একজন বিচারক (আপিল কোর্টের), আর একজন সিনিয়র আর্মড ফোর্সের অফিসার (বর্তমান এয়ার ফোর্স) আর একজন হলো জুনিয়ার মন্ত্রী কমার্স ইণ্ডাস্ট্রিজের।'

হাইওয়ে সেভেনের পথ ধরে গাড়ি চালাচ্ছিলো ধীরে ধীরে ব্রুনো মরেঞ্জ। সে তখন পশ্চিম ওয়েমার থেকে চার মাইল এগিয়ে এবং নোহরার সোভিয়েত ব্যারাক থেকে এক মাইল দূরে ছিলো। পথটা বাঁক নিয়েছিলো সেখানেই, জায়গাটা নির্জন, পরিত্যক্ত, এখানেই থামতে বলেছে ম্যাকক্রেডি তাকে। সে তাকে দেখিয়েছিলো কি করে রেডিয়েটরের জলের পাইপের নাট-বল্টু আলগা করতে হয়। এবং গাড়ি থেকে নেমে চটপট তাই সে করলো। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিলে সে একবার, না কেউ তার সেই কাজটা দেখতে পায়নি। চারটে বেজে ছয়। মেরামত করার অছিলায় মাথা নিচু করে থাকে সে। এক সময় অদূরে একটা গাড়ি এসে থামার শব্দ হলো।

পড়ন্ত রোদ্দুরের ছায়ায় মরেঞ্জর মনে হলো কে যেন তার কাছে এগিয়ে আসছে পিছন থেকে। সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। পূর্ব জার্মান পুলিশের গাড়ি পাঁচ গজ দূরের পার্ক করা থাকতে দেখলো সে। সবুজ-ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিশম্যান চালকের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, অন্যজন মরেঞ্জের পাশে এসে হাজির হলো, তার দৃষ্টি বি.এম.ডব্ল. সেলুনের খোলা ইঞ্জিনের ওপর।

'গাড়িটা চমৎকার। তা তুমি কোথায় থাকছো?'

'জেনায়। কাল সকালে জেইসে ফরেন সেলস ডাইরেক্টরের সঙ্গে দেকা করতে হবে আমার কোম্পানির জন্য কিছু মালপত্র কেনার ব্যাপারে।'

'তা এখানে কি করতে এলে তুমি? এই নির্জন, পরিত্যক্ত জায়গায়।'

'ওয়েমার দেখার ইচ্ছে আছে..... গোয়েথের স্মৃতি।'

'কিন্তু তুমি তো ভুল পথে এসে পড়েছো। ওয়েমারের পথ তো ঐদিকে।' মরেঞ্জের পিছন দিকে হাত দেখিয়ে বললো পুলিশম্যান।

'হ্যাঁ সেটা বুঝে গাড়িটা ঘোরতে গিয়ে দেখতে পাই রেডিয়েটারের পাইপ লাইনটা গড়বড় করছে।'

সোভিয়েত জীপটা তার গাড়ির পিছু নিলো। ওয়েমারের পথে। মরেঞ্জ গাড়ি চালিয়ে জেনায় এসে ব্ল্যাক বীয়ার হোটেলে উঠলো।

রাত আটটা পর্যন্ত সেল নদীর সমানে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে সাম ম্যাকক্রেডি তার চোখের ওপর থেকে বায়নাকুলারটা সরিয়ে দিলো। তাকে খুব ক্লান্ত ও চিন্তিত দেখাচ্ছিলো। নিশ্চয়ই কোনো অঘটন ঘটে থাকবে। আবার এও হতে পারে, প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় হয়তো প্যানক্রেটিন আসেনি। অপেক্ষা করাটা সব সময়েই বিরক্তিকর।

'চলো ফিরে যাওয়া যাক,' জনসনকে বললো সে, 'এখান থেকে কোনো কিছুই আর দেখা যাবে না।'

দক্ষিণে একটা ট্রাক যেতে দেখে সাম তার গাড়ি থেকে নেমে ট্রাকটাকে থামালো। ট্রাক চালককে বললো, সে, তার গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, সে যদি তাকে লিফট্ দেয়। ট্রাক চালক রাজি হয়ে গেলো। মাঝপথে একটা ছোট্ট টাউনে পড়ে ব্রউনউইগার হফ-এ গিয়ে উঠলো সাম ম্যাকক্রেডি। তার ব্যাগে একটা পোর্টেবল ফোন আছে, জনসন মনে করলো তাকে ফোন করতে পারে, কাল সকাল ছ'টায় একটা ট্যাক্সি বুক করলো সে।

ডাইনিং টেবলের সামনে হরম্যান ও প্রিঞ্জ, এক সময়ের দুই সহকর্মী মুখোমুখি বসেছিলো....টুকরো টুকরো কথাবার্তা। এক পেগ ককটেল পেটে পড়তেই একটু ঘন হয়ে বসলো হরম্যান।

'আমার ধারণা কলগার্লের ব্যাপারে ওরা নিশ্চয়ই তোমাকে বলেছে...?'

অবাক হলো প্রিঞ্জ। কখনো জানলো বি.এন.ডি.? সে তো কেবল পাঁচটার সময় ফাইলটা দেখেছে। হরম্যান তাকে ফোন করেছিলো ছ'টার সময় আর সে তো তখন কোলনে এসে গেছে।

'হ্যাঁ,' প্রত্যুত্তরে বললো সে, 'আজ বিকেলে ফাইলটা পেয়েছি।'

'ন্যাক্কারজনক ঘটনা,' টেবিলে স্টিক এসে পৌছোতেই মন্তব্য করলো সে।

'আর ক্রমশ খারাপের দিকে গড়িয়ে চলেছে,' তার সঙ্গে একমত হলো প্রিঞ্জ, 'ঐসব সেক্স টেপ প্রচার হওয়াটা বন নিশ্চয়ই পছন্দ করবে না।'

সেক্স টেপ। হে ঈশ্বর, কি ধরনের সেক্স টেপ। মুখের রঙ বদলে যায় হরম্যানের। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতে সে তার গ্লাসে আরো মদ ঢাললো।

'জল তাহলে অনেক দূর গড়িয়ে গেছে, তাই না? মনে হয় অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পর এইসব বিস্তারিত খবর পৌছে থাকবে।'

'আর এখনো ক্লু খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'ঠিক একেবারে যে পাওয়া যায়নি তা নয়।' প্রিঞ্জ বলে, 'ফার্স্ট কে'র প্রতি নির্দেশ আছে প্রতিটি কেসের প্রতি লোককে বিদায় করে দিতে হবে। তাছাড়া বন্দুকের মালিক আর ফিঙ্গার প্রিন্টের অফিসারকে যেভাবেই হোক ঠিক খুঁজে বার করতেই হবে।'

'আমার সন্দেহ অপরাধী বিদেশী নয় তো?' হরম্যান তার অনুমানের কথা প্রকাশ করলো।

'হ্যাঁ, এখন বুঝেছি, আমাদের এক্সটারনাল ইনটেলিজেন্স সার্ভিসেসের কেন এতো আগ্রহ?'

জোরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো হরম্যান, 'প্রিয় বন্ধু, আমাদের দু'জনের কাজ একই ধরনের, আমাদের মত

ও পথ এক আমাদের রাজনৈতিক প্রভুদের বিপদ থেকে রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাই বলছিলাম কি—'

'সরকারী ভাবে অনুরোধটা এত ভালো হয়।' বাধা দিয়ে বললো প্রিঞ্জ, 'বেসরকারীভাবে কিংবা চুপি সারে কোনো কাজ সারাটা আমার পছন্দ নয়।'

'ভবিষ্যতে এরকম অনুরোধ আর আমি করবো না। কিন্তু এবার তুমি আমার কথা রাখো বন্ধু, অন্তত আমাদের পুরোনো সেই মধুর সম্পর্কের কথা ভেবে। আমাদের দু'জনের যৌথ প্রচেষ্টা আশাকরি বৃথা যাবে না।'

এবার উঠে দাঁড়ালো প্রিঞ্জ। 'ঠিক আছে, পুরোনো বন্ধুত্বের খাতিরে তোমার অনুরোধ আমি মেনে নিলাম। তবে এই শেষ বারের মতোন।' প্রিঞ্জ অবাক হয়ে ভাবে, হরম্যান কি জানে কিংবা সন্দেহ করে, তা সে জানে না।

বুধবার

রাত একটায় ডঃ হরম্যানের জন্য ডোম হোটেলে সীল করা একটা বাদামী রঙের খাম এসে পৌঁছোলো। সেই খামের মধ্যে ছিলো তিনটি বড় আকারের ফটোগ্রাফ, দুটি ভিন্ন ধরনের ৯ মি.মি. বুলেট, এবং এক সেট ফিঙ্গার প্রিন্ট। মনে মনে ঠিক করলো সে, পুলাখে টেলিগ্রাম করে জানতে যাবে না সে, তবে এ সব সে নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে যাবে কাল সকালে। বুলেট দুটি এবং ফিঙ্গার প্রিন্টের সঙ্গে যদি তার হাতের ছাপের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে তাকে উভয় সঙ্কটে পড়তে হবে। কাকে সে বলতে যাবে, আর কতোটুকুই বা বলবে? তবে যদি সেই বেজন্মা ফিরে আসে...সকাল ন'টায় ফার্স্ট ফ্লাইট ধরে মুনিখে ফিরে আসে, তাহলে অন্য কথা।

দশটায় বার্লিনে মেজর ভ্যানাভাস্কি তখন ফিরে আবার সেই লোকটার গতিবিধি যাচাই করে দেখছিল, এই লোকটাকেই খুঁজছিল সে। তার কাছে খবর আছে, এরফুটের বাইরে সৈন্য সরবরাহের কাজে নিযুক্ত সে। আজ সন্ধ্যা ছ'টায় পটাসডামের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে সে। কালই সে ফিরে আসবে মস্কোয়।

আর তখন বেজন্মা, আমি তোমার মুখোমুখি হবো, ভাবলো সে। সাড়ে এগোরোটায় কফির টেবল থেকে উঠে দাঁড়ালো মরেঞ্জ। জেইস-এর কারখানায় বোর্ডরুমে চশমার লেন্সের ব্যাপারে আলোচনা করার মতো ব্যবসায়ী মোটেই সে নয়, তার চেহারা, হাব-ভাব, আচরণ দেখে মনে হয় না, সে একজন ব্যবসায়ী। পশ্চিমে ওয়েমারের পথে গাড়ি চালাচ্ছিলো সে। সেই নির্জন পরিত্যক্ত জায়গাটা সেখান থেকে তিন মাইল দূরে।

গতকালের থেকে আজকের জায়গাটা অনেক বড়, বেশী গাছ গাছালিতে ভরা জায়গা। এবং অনেক বেশী নির্জন, প্রায় লোকশূন্য বলা যেতে পারে। বারোটা বাজতে তখনো পাঁচ মিনিট বাকি, সেখানে গিয়ে পৌঁছোলো ব্রুনো। বারোটা দু'মিনিটের সময় গতকালের সেই রাশিয়ান জীপটা এসে হাজির হলো তার সামনে। জীপ থেকে নামলো লোকটা, তার পরণে সুতির ব্যাগি পোষাক, বুকে করপোরালের তকমা আঁটা। চোখ পর্যন্ত নামানো ক্যাপ। ব্রুনোর গাড়ির দিকে এগিয়ে এলো সে।

ইতিমধ্যে পেট্রোল পুলিশ কার এসে উপস্থিত হলো ঘটনাস্থলে। একজন পুলিশ গাড়ি থেকে নেমে ট্র্যাবান্ট গাড়িটা পরীক্ষা করে দেখতে থাকে। অন্য আর একজন পুলিশ এগিয়ে আসে মরেঞ্জ-এর দিকে।

'দেখি তোমার পাসপোর্ট?

মরেঞ্জ তার পাসপোর্ট দেখায় তাকে।

'তুমি মদ খেয়েছো। খিঁচিয়ে উঠলো পুলিশম্যান, 'চলো থানায় যেতে হবে তোমাকে। আমার গাড়িতে এসো...

মরেঞ্জেকে টানতে টানতে সে তার গাড়িতে নিয়ে যেতে থাকে। মরেঞ্জ অসন্তুষ্ট, বিরক্ত এবং আতঙ্কিত। তার হাতে তখনো সে ম্যানুয়েলটা ধরা ছিলো। থানায় গেলে প্রকাশ পেয়ে যাবে সেটা। ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য সে তখন দারুন ভাবে মরীয়া হয়ে উঠেছিলো। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলো মরেঞ্জ।

পুলিশম্যানের নাকের ওপর প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করে বসলো সে। তারপর ছুটে গিয়ে পুলিশের গাড়িতে উঠে বসলো, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টপ গীয়ারে গাড়ি চালাতে শুরু করলো সে।

চার

ডঃ হরম্যান পুলাখে তার ডেস্কে ফিরে গিয়েই রিসিভারটা তুলে নিলো, একটা প্রতিবেশী বিল্ডিং-এ বি.এন.ডি.-র ব্যালাস্টিক ল্যাবরেটরি থেকে খবর পাওয়ার জন্যই এই ফোনটার জন্য অপেক্ষা করছিলো সে। ব্যালাস্টিক ল্যাবরেটরি সবে মাত্র রেনেট এবং তার সঙ্গী হোপের দেহ থেকে পাওয়া বুলেট দুটো পরীক্ষা করে ডঃ হরম্যানকে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ফোন করেছিলো। বুলেট দুটো ওয়ালথার পি.পি. কে. থেকে ব্যবহার করা হয়েছিলো এবং রেকর্ড থেকে দেখা যায়, দশ বছর আগে সেই বুলেট দুটো সরবরাহ করা হয়।

'তুমি বলছো একেবারে নিখুঁত মিল? ও তাই বুঝি। ধন্যবাদ,' বললো ডঃ হরম্যান। তারপরেই ফোন করলো সে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেকশনে—বি.এন.ডি. তার নিজের কর্মচারীদের হাতের ছাপ সংগ্রহ করে রাখে। এখন আর কিছু করার নেই, সে বেশ বুঝতে পারে খবরটা ডাইরেক্টরের জেনারেলের কানে যাবেই। তার ওপর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেকসন থেকে যে খবর সে পেলো, তাতে তার চক্ষু ছানাবড়া! এখনি কিংবা পরে হোক, মরেঞ্জকে পুলিশ ধরবেই। তার বিরুদ্ধে পরওয়ানা জারি করবে পুলিশ, আর সে যদি না পুলিশ স্টেশনে হাজিরা দেয় তাহলে ব্যাপারটা খুবই খারাপের দিকে গড়াবে, সে এক ভয়ঙ্কর বিশ্রী স্ক্যাণ্ডাল।

'খুঁজে বার করো তাকে,' হরম্যানকে হুকুম করলো ডি.জি., 'তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করো তাকে, আর টেপগুলো ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করো।'

পূর্ব জার্মান সীমান্ত। এপারে পশ্চিম জার্মানীর একটা পাহাড়ের ধারে তখনো বসেছিলো ম্যাকক্রেডি সেই সকাল সাতটা থেকে, এখন দুপুর দু'টো।

বাইনাকুলার চোখে লাগিয়ে সীমান্তের ওপারে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখার চেষ্টা করলো ম্যাকক্রেডি, কিন্তু তার কোনো চিহ্নই চোখে পড়লো না তার।

হঠাৎ পোর্টেবল টেলিফোনে খবর এলো সেলটেনহ্যাম থেকে, ফোন করছিলো ম্যাকক্রেডির এক বন্ধু।

'দেখো সাম,' দূরভাষে তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'অমি জানি তুমি এখন কোথায় আছো। হঠাৎ রেডিও ট্রাফিক বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তোমার কাছ থেকে খুব বেশী দূরে নয়। স[illegible]ত আর্কিমিডিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে তুমি। আমাদের থেকে অনেক বেশী কিছু করতে পারে তা[illegible]।' তারপরেই লাইনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

'আর্কিমিডিসের লাইনটা দাও' জনসনকে বললো ম্যাকক্রেডি, 'পূর্ব জার্মান সেকসেনর ডিউটি অফিসার।'

১৯৫০ সালে রাইনে ব্রিটিশ আর্মির মারফত হার্জ মাউন্টেনে প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত একটা দুর্গ ক্রয় করে ব্রিটিশ সরকার। ঐতিহাসিক টাউন গোসলার থেকে খুব বেশী দূরে নয়। অরণ্যে ঘেরা দুর্গ। ক্ষমতাশালী পলাতক পূর্ব-জার্মানদের ভাগ্য ফেরানোর জন্য এই জায়গাটা খুবই প্রিয়।

সত্যিই লোয়নস্টেইন হলো সেলটেনহ্যামের একটা বহিরাগত স্টেশন, সাংকেতিক নাম আর্কেমিডিস। তার কাজ হলো পূর্ব-জার্মান এবং রাশিয়ার রেডিওগুলোর অবিরাম বকবকানি শুনে রাখা।

বেশ কয়েক মিনিট ধরে কথা বললো সে ফোনে। এক সময় ফোনটা [illegible]মিয়ে রাখার পর ম্যাকক্রেডির মুখটা কেমন বিবর্ণ দেখালো।

'জেনা ডিস্ট্রিক্ট-এর পুলিশ বোকা বানাতে যাচ্ছে,' জনসনকে বললো সে,' 'আপাতদৃষ্টিতে জেনার বাইরে একটা সংঘর্ষ ঘটে গেছে, দক্ষিণ দিকে। একটা অপরিচিত পশ্চিম জার্মান গাড়ি পিছন থেকে ধাক্কা মারে একটা ট্র্যাবান্ট গাড়িতে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে সেই পশ্চিম জার্মান লোকটির সঙ্গে পুলিশের বচসা হয়, আচকমা পুলিশকে আঘাত করে তাদেরই গাড়ি নিয়ে চম্পট দেয় সে। অবশ্যই সে আমাদের লোক নাও হতে পারে।

মরেঞ্জর কালো রঙের বি. এম. ডাব্লু সেলুনটা জেলা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে চালিয়ে নিয়ে আসা হলো। গোয়েন্দারা তৎপর হয়ে উঠলো। তার গাড়ি এবং গাড়ির ভেতরের জিনিষপত্র পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। মরেঞ্জর এ্যাটাচিকেস থেকে চশমার লেন্স কেনাকাটা করার কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখার পর তার যোগাযোগ করলো জেইসের ফরেন সেলস ডাইরেক্টরের সঙ্গে। সে তো প্রতিবাদে মুখর—হানস্ গ্রউবারের নাম সে কখনো শোনেনি। অতীতে উর্জবার্গের বি.কে. আই-র সঙ্গে তার ব্যবসা ছিলো। সই জাল করা যে চিঠিটা মরেঞ্জর এ্যাটাচিকেস থেকে পাওয়া যায়, সেটা দেখে সে বলে, সইটা তার বলে মনে হলেও সই করেনি সে আদৌ। আর তখন থেকেই তার রাতের দুঃস্বপ্ন শুরু।

চারটের সময় কোলনে ডিয়েটর অস্টের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলো ডঃ হরম্যান। সে তাকে ল্যাবরেটারি টেস্ট কিংবা আগের দিন রাত্রে জোহান প্রিঞ্জ-এর কাছ থেকে কি পেয়েছিলো সে সব কথা একেবারেই চেপে গেলো সে। অস্টের জানার কথাও নয়।

'আমি চাই তুমি নিজে ব্রুনো মরেঞ্জর সাক্ষাৎকার নাও,' বললো সে। 'পুলিশ মরেঞ্জর সাক্ষাৎকার নিতে এলে বাধা দিও না, তবে আমাকে জানিও। মরেঞ্জর পরিচিত সেই মেয়েটির কাছ থেকে খোঁজ নাও, কোথায় যেতে পারে সে, কোনো হলিডে হোমে। কিংবা কোনো গার্লফ্রেণ্ডের এ্যাপার্টমেন্টে, কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে, অথবা অন্য কোনো যে কোনো জায়গায়। কোনো খবর থাকলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।'

'জার্মানীতে তার কোনো আত্মীয়স্বজন থাকে না,' বললো অস্ট, 'তার ব্যক্তিগত ফাইল থেকে দেখা যাচ্ছে, তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা ছাড়া আর এমন কেউ নেই যে কিনা মরেঞ্জর অতীত জানে। আর আমার বিশ্বাস, তার মেয়ে একজন হিপি, ডুসেলডরফ-এর একটা বেদখল করা বাড়িতে থাকে, যদি প্রয়োজন হয় সেখানে আমাকে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ, তাই করো,' ফোনটা নামিয়ে রাখলো ডঃ হরম্যান। মরেঞ্জর ফাইল থেকে এমন একটা তথ্য সে সংগ্রহ করেছিলো, তার ওপর নির্ভর করে লণ্ডনের বেলগ্রেড স্কোয়ারে জার্মান এমব্যাসির কর্মচারীদের বি.এ.ডি. এজেন্ট উলফ গ্যাং ফিয়েতজাভের কাছে একটা জরুরী বার্তা পাঠালো।

পাঁচটায় রেঞ্জ রোভারের ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠলো, রিসিভারটা তুলে নিলো ম্যাকক্রেডি। লণ্ডন কিংবা আর্কিমিডিসের ফোন ভেবেছিলো সে। ক্ষীণ, অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, যেন কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসিছে বক্তার।

'কে, সাম নাকি?'

ম্যাকক্রেডির মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো। 'হ্যাঁ, আমি সাম কথা বলছি।'

'আমি দুঃখিত সাম। অত্যন্ত দুঃখিত। একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি...'

'তুমি ঠিক আছে তো?' ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো ম্যাকক্রেডি। অযথা সময় নষ্ট করছে মরেঞ্জ।'

'হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক চলছে, কিন্তু আমি শেষ হয়ে গেছি সাম। বিশ্বাস করো, মেয়েটিকে আমি খুন করতে চাইনি। আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম সাম, আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম।'

সশব্দে ফোনটা নামিয়ে রাখলো ম্যাকক্রেডি।

আসলে কিছুই জানে না জনসন। সে শুধু জানে, কোলন এয়াপোর্ট হলিডে ইন থেকে তুলে এনেছিলো ম্যাকক্রেডিকে। হল্লাবাজকে কখনো দেখেনি সে। জানার দরকারও নেই। স্থানিয় পত্রিকার দ্বিতীয় সংবাদ শিরোনামার প্রতি ম্যাকক্রেডির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলো সে। গুয়েন্থার ব্রাউন-এর কাহিনী সেটা। 'প্রেমকুঞ্জে কলগার্ল এবং তার দালাল নৃশংসভাবে খুন' এই শিরোনামায় লেখা বিস্তারিত কাহিনী। সেটা ম্যাকক্রেডি পড়লো রুদ্ধশ্বাসে, পড়া শেষে কাগজটা একপাশে রেখে দিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো।

'ওঃ ব্রুনো, আমার বন্ধু বেচারা, এ তুমি কি করলে?'

মিনিট পাঁচেক পরে আর্কিমিডিস ফোন করলো। 'আমরা সেটা শুনেছি,' বললো ডিউটি অফিসার, আমার মতো সবাই এখন ধরে, নিয়েছে, শেষ হয়ে গেছে সে, গেছে না?'

'শেষ সংবাদটা কি?' জানতে চাইলো সাম।

'হানস্ গ্রউবারের নাম নিচ্ছে তারা,' বললো আর্কিমিডিস, দক্ষিণ থুরিঙ্গিয়ায় প্রতিটি চেকপোষ্টকে সতর্ক

করে দিয়েছে জেলা পুলিশ। মদ্যপান, অপমান ও পুলিশের গাড়ি চুরি, এ সব হলো তার বিরুদ্ধে আপাততঃ অভিযোগ। সে তো কালো রঙের বি.এম. ডব্লু গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিলো, ঠিক তো? তার সেই গাড়িটা তারা এস.এস.ডি'র এরফুটে প্রধান গ্যারাজে চালান করে দিয়েছে।'

'খবরটার জন্য ধন্যবাদ,' বললো ম্যাকক্রেডি।

এরফুরট গ্যারাজ, তখন আটটা। চারজন মেকানিকের ওপর ভার পড়েছে মরেঞ্জর গাড়ির সমস্ত যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন, ও ট্রাপারগুলো পর্যন্ত খুলে ফেলা। তাদের মধ্যে একজন মেকানিক হঠাৎ ব্যাটারির নিচে একটা ফুটো আবিষ্কার করে বসলো সঙ্গে সঙ্গে সে যোগাযোগ করলো এস.এস. ডি'র মেজরের সঙ্গে। তারা দু'জনে সেই গহ্বরটা পরীক্ষা করে দেখা পর বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়লো মেজর।

'এটা একটা গুপ্তচরের গাড়ি,' বললো মেজর।' এবার সেখানকার কাজ বলতে আর কিছু রইলো না। সে তখন ওপরতলায় উঠে গিয়ে স্টেট সিকিউরিটি সার্ভিসেসের পূর্ব বার্লিন হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলো। মেজর জানতো, কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, সার্ভিসের কাউন্টার এপিসোনেজ ডিপার্টমেন্টের এ্যাবটেলইলাং-এর (দু' নম্বর) সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করলো। এ্যাবটেইলাং-এর ডাইরেক্টর কর্নেল অটো ভস নিজেই কেসটা দেখাশোনা করছে। তার প্রথম নির্দেশ হলো, এ কেসের ব্যাপারে যাবতীয় সংবাদ বা তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বার্লিনকে জানিয়ে দিতে হবে। তার দ্বিতীয় নির্দেশ হলো, এই কেসের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি লোককে পুলিশ কিংবা আদালতে হাজির করাতে হবে।

ভসের তৃতীয় নির্দেশ হলো, এ কেসের ব্যাপারে রেডিওর যাবতীয় সংবাদ বন্ধ করে দেওয়া এবং গোপন টেলিফোন লাইন ট্যাপ করা। সব শেষে ক্রসিং পয়েন্ট এবং এয়ারপোর্টে তার ব্যক্তিগত ফোনের মাধ্যমে এ্যাবটেইলাং-এর (চার নম্বর) সঙ্গে যোগাযেগ করলো।

রাত তখন দশটা। শেষ বারের মতো ম্যাকক্রেডিকে ফোন করলো আর্কিমিডিস।

'আমার আশঙ্কা, সব শেষ,' বললো, ডিউটি অফিসার, 'না, তারা এখনো তাকে খুঁজে পায়নি বটে, তবে তারা ঠিক পাবেই। তাদের গতিবিধি দেখে মনে হয়, একটা কিছু তারা পেয়ে থাকবে এরফুট গ্যারাট থেকে। প্রচুর রেডিও ট্রাফিক, সাংকেতিক ভাষায়, এরফুট থেকে পূর্ব বার্লিনে। সমস্ত সীমান্ত পথে দ্বিগুণ প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছে, সতর্ক করে দেখা হয়েছে তাদের। এতো সবের হাত থেকে সে কি রেহাই পাবে বলে মনে হয়?'

সাড়ে-দশটার সময় টিমোথি এডওয়ার্ডের ফোন এলো। 'দ্যাখো, আমরা সবাই অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু সব শেষ এখন,' বললো সে, 'সাম, পত্রপাঠ লণ্ডনে চলে এসো।'

পরমুহূর্তেই রেঞ্জ রোভার ছুটে চললো ফ্রাঙ্কফুট বিমান বন্দরে। খুব করিতকর্মা ছেলে এই জনসন, ম্যাকক্রেডিকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়ে রেঞ্জ রোভার এবং তার সব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলো বনে। পরদিন ভোরে প্রথম প্লেন ধরে ঠিক আটটার পরে হীথ্রো বিমানবন্দরে গিয়ে পৌঁছোলো। এবং গাড়ি চালিয়ে তাকে সোজা সেঞ্চুরি হাউসে নিয়ে এলো ডেনিস গ্যান্ট। গাড়ির মধ্যেই রেডিও-সংবাদের ফাইলটা পড়ে নিলো সে।

সেদিন বৃহস্পতিবার ভোর সকালে ঘুম থেকে উঠলো মেজর লুদমিলা ভ্যানাভাস্কি, নিজের ঘরে এই সময়টা ব্যায়াম করে কাটায় সে, দুপুরে তার প্লেন। তাই সে চায় প্লেন ধরার আগে একবার কে.জি.বি. হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, যে লোকটিকে খুঁজছে সে, শেষ বারের মতো তার ভ্রমণসূচীটা নিজের চোখে একবার দেখে নিতে চায় সে।

'সব ঠিক মতো চলছে তো?'

'হ্যাঁ, নাইট শিফটের কাজ হচ্ছে?' মেজর লুডমিলার পদবী ধরে সম্বোধন করলো না সে। কারণ সে জানতো, ভদ্রমহিলা এখন সাদা পোষাকে রয়েছে, এবং পূর্ব জার্মান ভাষায় কথা বললেও, সেটা খুব একটা মার্জিত নয়। রুশরা সবাই এরকম করে থাকে।

'কেন?'

'ওহো জানো না, একটা পশ্চিম জার্মান গাড়ি আটক করা হয়েছে। এবং তার মধ্যে থেকে ব্যাটারির নিচে একটা গর্ত আবিষ্কার করেছে তারা। খবর পাওয়া গেছে, সেই গাড়িটা তাদের একজন এজেন্ট নাকি ব্যবহার করেছিলো।

'এ্যাবটেইলাং (দু নম্বর) কর্ণেল অটো ভস এই কেসটার একজন ভারপ্রাপ্ত অফিসার,' বললো তরুণ লেফটেনান্ট।

মেজর লুডমিলা তার অফিস ফোনটা ব্যবহার করলো। এস. এস. ডি.-র লিসেনবার্গ হেডকোয়ার্টারে কর্ণেল ভসের সঙ্গে একটা সাক্ষ্যাৎকারে ব্যবস্থা করলো সে দশটার সময়।

লণ্ডনের সময়ে সকাল ন'টা। সেঞ্চুরি হাউসের কনফারেন্স রুম চীফের অফিসের ঠিক নিচের তলায়। ম্যাকক্রেডি তার চেয়ারে বসেছিলো। তার ঠিক বিপরীত আসনে বসেছিলো ক্লডিয়া স্টুয়ার্ট, ম্যাকক্রেডির দিকে তাকিয়েছিলো সে, তার চোখে ভর্ৎসনা। সোভিয়েত ওয়ার বুক নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ল্যাংলে থেকে লণ্ডনে উড়ে এসেছিলো। ক্রিস এ্যাপলিয়ার্ড, সেও উপস্থিত, ধূমপানরত, তার দৃষ্টি স্থির ছাদের উপর। প্রধান আসনে বসেছিলো টিমোতি এডওয়ার্ড—তার ভূমিকা বিচারকের। আজকের একমাত্র না-বলা বিষয়সূচী হলো মূল্যনির্ণয়ে ক্ষতি।

'আচ্ছা সাম, ঐ অপদার্থটাকে কেন তুমি পাঠিয়েছিলে বলো তো?' ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া।

'সে তো তোমরা বেশ ভালো করেই জানো। কারণ তোমরা কাজটা করাতে চেয়েছিলে,' ম্যাকক্রেডি আরো বলে, 'কারণ তোমরা নিজেরা সে কাজ করতে পারতে না।'

'কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে,' টেনে টেনে কথা বলতে থাকে এ্যাপলিয়ার্ড 'সে তার প্রেমিপকাকে, প্রেমিকার দালালকে খুন করে বসেছে, এবং নিজেও সে প্রায় শেষ হতে বসেছে। তুমি তাকে থামাতে পারোনি।'

'আমাদের প্রভূত ক্ষতি হয়ে গেছে,' এবার ক্লডিয়া তাদের ক্ষতির ফিরিস্তি দেয়, 'আমরা প্যানক্রেটিনকে হারিয়েছি, জানিনা আর কতো ক্ষতি আমাদের অপেক্ষা করছে তার জন্য!'

'এখন প্যানক্রেটিন কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো এডওয়ার্ড।

কর্মসূচী অনুযায়ী ঠিক এই মুহূর্তে সে এখন একটা মিলিটারি ফ্লাইটে চড়ে পটাসডাম থেকে মস্কোর পথে রওনা হয়ে গেছে।'

'তা ওয়ার বুকের খবর কি?' জিজ্ঞেস করলো এডওয়ার্ড।

'আমার ধারণা সেই ম্যানুয়েলটা ঐ হল্লাবাজটার কাছেই রয়ে গেছে।'

'আর এর যদি ঠিক বিপরীত হয়ে থাকে, যদি সেই ম্যানুয়েলটা বি.এম.ডব্লু সেলুনে রাখা থাকে, তদন্তের সময় সেখানকার পুলিশের হাতে গিয়ে পড়তে বাধ্য। তখন এর ফল কি হবে ভেবে দেখেছো? যাইহোক, দশ মিনিটের মধ্যেই এস.এস. ডি'র কাছ থেকে ফোন আসবে, তখন ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।'

'এখনো সেখানকার পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি সে,' এডওয়ার্ড বলে, 'তাই মনে হয় সে নিশ্চয় কোথাও আছে। আর কোথায়ই বা যেতে পারে সে? তার কোনো বন্ধু বান্ধব সেখানে আছে বলে কি তোমার মনে হয়? একটা নিরাপদ আশ্রয়? কিংবা সেরকম কিছু?'

ম্যাকক্রেডি মাথা নাড়লো। পূর্ব বার্লিনে একটা নিরাপদ বাড়ি আছে। অনেক আগে থেকেই এ খবরটা জানতো সে। আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কোনো যোগাযোগ ছিলো না।

'আমারও তাই আশঙ্কা,' তাকে সমর্থন করলো এডওয়ার্ড। 'জি.ডি. আর পুলিশ এখন ছোটো-বড় অলি গলি সব রাস্তা ব্লক করে দিয়ে চিরুণী অভিযান চালাবে। সম্ভবত আজ দুপুরেই তারা তাকে ধরে ফেলতে পারে।'

ম্যাকক্রেডি তার অফিসে ফিরে এসে ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা তার চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে ভাবতে বসলো পরিস্থিতিটার কথা। ক্লডিয়াকে সে যতই বোঝাক না কেন, তার ওপর বড্ড বেশী চাপ সৃষ্টি করছে তারা। আসলে সত্যি দোষ তো তারই। শেষ পর্যন্ত অনেক বিতর্কের পর সেই তো তার বন্ধু ব্রুনো মরেঞ্জর ওপর এই ঐতিহাসিক কাজটার ভার দিয়েছিলো। মরেঞ্জর উপর বড় বেশী আস্থা রেখে ফেলেছিল সে। ক্লডিয়ার কথাই হয়তো ঠিক,

ওয়ার বুকটা হারিয়ে ফেলেছে সে। সম্ভবত প্যানক্রেটিনও সরে পড়ে থাকবে। মরেঞ্জ নিজে তো ডুবলো সেই সঙ্গে সে তার বন্ধুকেও ডোবালো।

প্রতারক! এ কথাটা সে জেনে গেলো, কিন্তু অনেক দেরিতে। তার চোখে ঘুম নেই, এই মুহূর্তে সে যেন দেখতে পাচ্ছে ব্রুনো মরেঞ্জকে, হোটেল রুমে খেপাটে চোখের চাহনি.......

ম্যাকক্রেডি চেষ্টা করলো নিজের মন থেকে অপরাধবোধটা সরিয়ে ফেলবার জন্য, কিন্তু পারলো না। মানুষ যখন সম্পূর্ণ বিধবস্ত, নার্ভ যখন কোনো কাজ করে না, বোধহয় তখন সে এমনি দিশেহারা হয়ে পড়ে। ব্রুনো মরেঞ্জর পছন্দ এখন কি হতে পারে? তার বর্তমান পরিস্থিতিতে তার মনের প্রতিক্রিয়াই বা কি হতে পারে? তার মাথাটা কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তার মনে হলো, এখন একজন সাইকিয়াট্রিস্ট-এর পরামর্শ নেওয়া দরকার। ডঃ এ্যালান কারের উইমপোল স্ট্রীটের চেম্বারটা খুঁজে বার করলো সে। কিন্তু ডঃ কার জানিয়ে দিলো, সকাল থেকে খুব ব্যস্ত সে। মধ্যাহ্নভোজে ম্যাকক্রেডির সঙ্গে মিলিত হতে পারলে খুব খুশি হবে সে। মন্টোকাম হোটেল বুক করলো ম্যাকক্রেডি বেলা একটায়।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় এস.এস. ডি'র হেডকোয়ার্টারে গিয়ে ঢুকলো মেজর লুডমিলা ভ্যানাভাস্কি। তার জন্য অপেক্ষা করছিলো কর্ণেল ভস। মেজর লুডমিলাকে সে তার প্রাইভেট অফিসে নিয়ে এলো। 'বলো কমরেড মেজর, তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?'

'জেনা এলাকার কেসটা শুনেছি তুমিই দেখা শোনা করছো,' বললো ভ্যানাভাস্কি, 'একজন পশ্চিম জার্মান এজেন্ট তার গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে পালিয়ে গেছে পুলিশের গাড়ি চালিয়ে। এই কেসটার সম্পর্কে বিস্তারিত খবর দিতে পারবে।'

কর্ণেল ভস যা বললো, 'রুশীরা ইতিমধ্যে সবই জেনে ফেলেছে, নতুনত্ব কিছু নেই।'

'এখন অনুমান করা যাক,' তার বক্তব্য শেষ হলে পরে ভ্যানাভাস্কি বলতে শুরু করলো, 'এই গ্রউবার এজেন্ট এসেছিলো কোনো কিছু সংগ্রহ করতে কিংবা কিছু দিতে....আর তাই যদি হয় তাহলে এমন কিছু কি পাওয়া গেছে, যা দেখে মনে হতে পারে সেটা সে এখান থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছিলো, কিংবা এখানে কাউকে দেওয়ার জন্য তার দেশ থেকে নিয়ে এসেছিল?'

'না, সেরকম কিছুই নয়। কাগজপত্র সবই তার ব্যক্তিগত ব্যবসা সংক্রান্ত।'

অটো ভসের নিরুত্তাপ মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। মনে মনে ভাবলো সে, তাহলে এই সুন্দরী রুশী মেয়েটির সন্দেহ, পশ্চিম জার্মান এজেন্ট সম্ভবত পূর্ব-জার্মানীতে এসেছে কোনো রুশীর সঙ্গে যোগাযেগ করার জন্য, কোনো পূর্ব জার্মান বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে দেখা করার জন্য নয়। মজার ব্যাপার তো!

'আচ্ছা কর্ণেল, তুমি কি বিশ্বাস করো, ব্যক্তিগত যোগাযোগের জন্য গ্রউবার এখনে এসেছিলো নাকি ডেড লেটার-বক্স ব্যবহার করার জন্য?'

'আমাদের বিশ্বাস, ব্যাক্তিগত সাক্ষাৎকারের জন্য,' বললো ভস, 'সংঘর্ষটা ঘটে সকাল সাড়ে বারোটার সময়, অথচ সীমান্ত পেরিয়ে সে এখানে এসেছিলো মঙ্গলবার এগারোটায়। ডেড লেটার-বক্সে কোনো প্যাকেজ ফেলা কিংবা সংগ্রহ করার জন্য যদি সে এসে থাকতো তাহলে তার জন্য চাবিবশ ঘন্টা সময় তাকে খরচ করতে হতো না, মঙ্গলবার রাতের মধ্যেই কাজটা সারতে পারতো সে। মঙ্গলবার বাতের মধ্যেই কাজটা সারতে পারতো সে। মঙ্গলবার রাতটা সে জেনার ব্লাক বীয়ার হোটেলে কাটানোর দরুন স্বভাবতই আমাদের বিশ্বাস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের জন্যই তার এখানে আসা।'

হৃৎ-স্পন্দন দ্রুত হলো ভ্যানাভাস্কির। ব্যাক্তিগত সাক্ষাৎকার, জেনা-ওয়েমার এলাকায়। আরে, সে তো এই লোকটাকেই ঠিক ঐ সময়ে খোঁজ করছিলো। বেজন্মা। তাহলে তুমিই সেই লোক? আমি তো তোমাকেই খুঁজছি!'

ভস তার বিজয়োচ্ছ্বাস চেপে গিয়ে একটা ফাইল খুলে শিল্পীর আঁকা একটা বড় সাইজের ফটোগ্রাফার মেলে ধরলো মেজর লুডমিলারের সামনে। জেনায় সেই দু'জন পুলিশম্যানের দেওয়া বর্ণনা মতো ছবিটা এঁকেছিলো

একজন শিল্পী। ব্ল্যাক বীয়ার হোটেলের কর্মচারীরাও সেই ফটোর অধিকারীকে চিনতে পারে। আসল ফটো এবং শিল্পীর আঁকা ফটো দুটি এক অভিন্ন।

ফটো দুটো দেখে ভস বলে, 'ঐ' লোকটার নাম মরেঞ্জ। ব্রুনো মরেঞ্জ। কোলনের বি.এন.ডি. শাখার পূর্ণ সময়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষী অফিসার।

বিস্মিত ভ্যানাভাস্কি। তাহলে এই অপারেশন পশ্চিম জার্মানের। সব সময়েই তার সন্দেহ ছিলো, তার এক বিশেষ লোক সি. আই. এ. কিংবা ব্রিটিশের হয়ে কাজ করছে।

'তা তোমার কি এখনো তাকে ধরতে পারোনি?'

'না মেজর।' আমি স্বীকার করছি, আমাদের দেরী হয়ে গেছে বটে কিন্তু সফল আমরা হবোই। লম্বা, হৃষ্টপুষ্ট, ধূসর রঙের চুল, হাতে তালগোল পাকানো বর্ষাতি। তার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই, কথায় রাইনল্যাণ্ডের টান, দেখতে খুব একটা সুশ্রী নয়।'

পাঁচ

সকাল ছ'টায় মার্কাস উলফ্-এর অফিসে গিয়ে হাজির হলো মেজর ভ্যানাভাস্কি। কর্ণেল ভসের অফিস থেকে দুটো ফ্লোর ওপরে। কোনো ভণিতা নয়, সরাসরি কথাটা পাড়লো ভ্যানাভাস্কি।

'কমরেড জেনারেল, শুনেছি ব্রুনো মরেঞ্জর সম্প্রতি তোলা ফটোটা আপনিই নাকি সরবরাহ করেছেন?'

চশমার আড়াল থেকে মেয়েটিকে লক্ষ্য করলো মার্কাস উলফ্ ভালো করে। সেই সঙ্গে মনে মনে ঠিক করে ফেললো সে, পশ্চিম জার্মানীতে মরেঞ্জর ফটো পাওয়ার উৎস সে কখনোই প্রকাশ করবে না তার কাছে। ভ্যানাভাস্কির প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলো না সে।

নিজের থেকেই সে আবার বললো, 'মবেঞ্জর পরিচয়লিপির একটা কপি আমাকে দিতে পারেন?'

'কিন্তু কেন তুমি চাইছো জানতে পারি?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো মার্কাস।

'আমি জানি, এটা কেবলই একটা সন্দেহের ব্যাপার,' ভ্যানাভাস্কি বলে, 'সঠিক কিছুই নয়, অনুমান মাত্র—একটা কিছু খোয়া গেছে আমাদের দেশ থেকে। তার অতীত গতিবিধির কথা জানতে পারলে ভালো হয়।'

তাকে সমর্থন করলো উলফ। ফাইলিং ক্যাবিনেট থেকে আটটা কাগজের একটা গুচ্ছ টেনে বার করলো ব্রুনো মরেঞ্জর জীবনী। পুলাখ থেকে একই জীবনী বুধবার পরীক্ষা করে দেখেছিলো লোথার হরম্যান। সেটা হাতে পেয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো ভ্যানাভাস্কি। হাসলো উলফ্।

বেশ কয়েক বছর ধরে পশ্চিম জার্মানীতে মন্ত্রী, সিভিল সার্জেন্ট এবং প্রতিরক্ষা কন্ট্রাক্টরদের প্রাইভেট সেক্রেটারীদের সম্পর্কে নানান স্ক্যাণ্ডালের খবর শোনা যাচ্ছে। অবশ্যই মার্কাস উলফ্-এর অর্ন্তদৃস্টি তেমন প্রখর নয়। আর সে এও জানে না, ১৯৯০ সাল নাগাদ পূর্ব জার্মানীদের অস্তিত্ব থাকবে কিনা।

মরেঞ্জর লাইফ স্টোরির ওপর চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে মেজর ভ্যানাভাস্কি বলে, 'তার একটা বোন আছে দেখছি।'

'হুঁ,' বললো উল্ফ, 'তোমার কি মনে হয়, সে কিছু জানতে পারে?'

'সে তো অনেক সময়ের ব্যাপার। যদি আমি সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে পারি.....'

বার্লিন এয়ারপোর্ট থেকে সকাল দশটায় পোলিশ এয়ালাইনের একটা ফ্লাইট ছাড়ার কথা। হাতে তখন মাত্র দশ মিনিট। দ্রুত তৈরী হয়ে নিল লুডমিলা ভ্যানাভাস্কি। তার কাছে পোলিশ স্কুল টিচারের কাগজপত্র, লণ্ডনে যাচ্ছে তার একজন আত্মীয়ের বাড়ীতে।

পোলিশ বিমান লণ্ডনের মাটি স্পর্শ করলো এগারোটায়। কাস্টমস্-এর বাধা পেরিয়ে এসে প্রিম্নরোজ হিল ডিস্ট্রিক্ট-এ যাওয়ার জন্য একটা ট্যাক্সি নিলে মেজর লুডমিলা ভ্যানাভাস্কি।

হার্জ মাউন্টেনের আর্কিমিডিস এবং পূর্ব জার্মানীর সেলটনহ্যামের কাছে নির্দেশ আছে ম্যাকক্রেডির কাছে একটা জরুরী খবর পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য, যেন কোনো রকম দেরী না হয় 'গ্রউবার' কিংবা 'মরেঞ্জ' শব্দ দুটি হলো খবরের প্রধান লক্ষ্য। খবর পাঠানোর সময় ও তারিখ—বিকেল চারটে বাইশ, বুধবার। খবরটা এইরকমঃ

এক্স—হরম্যান—গ্রে—ফিয়েটজাউ

বিশেষ জরুরী। মরেঞ্জর বোন মিসেস এ ফারকুয়ারসনের সঙ্গে যোগাযোগ করো, লণ্ডনে বসবাস করছে বলেই বিশ্বাস। তাকে জিজ্ঞেস করো গত চারদিনে সে তার ভাই মরেঞ্জরকে দেখেছে কিনা কিংবা তার কাছ থেকে কোনো খবর সে পেয়েছে কিনা।

আশ্চর্য মরেঞ্জর তো কোনোদিন তাকে বলেনি তার বোন আছে, কিংবা লণ্ডনে তার বোন থাকে, ভাবলো ম্যাকক্রেডি। ব্রুনো তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েও এ খবরটা কেন সে তার কাছে চেপে গেলো, ভেবে পায় না সে। টেলিফোন ডাইরেক্টরির পাতা উল্টিয়ে ফারকুয়ারসন নামের পাতার ওপর চোখ বুলোয়। ভাগ্যবান সে, রবার্ট ফারকুয়ারসন নামের ফোন নম্বরটা ডায়াল করতেই দূরভাষে একজন মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'হ্যাঁ, আমিই মিসেস এ ফারকুয়ারসন কথা বলছি।' তার কথায় জার্মান ভাষা টান।

'ফোন করার জন্য তাকে আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস ফারকুয়ারসন। আমি হীথ্রোর অভিবাসন বিভাগ থেকে কথা বলছি—ব্রনো মরেঞ্জর নামে আপনার কি একটা ভাই আছে?'

'হ্যাঁ, ব্রুনো মরেঞ্জর আমার ভাই।'

'তার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'না, ঠিক এই মুহূর্তে নয়।

আপনি কি আপনার ঐ ঠিকানায় এখন থাকবেন? ধরুন আমি যদি মিনিট পনেরোর মধ্যে যাই। একটা খুব জরুরী ব্যাপারে—'

'হ্যাঁ, আমি এখানে থাকবো।'

বিরাট স্টুডিও এ্যাপার্টমেন্ট। রিজেন্ট পার্ক রোডের ঠিক পিছনে—এডওয়ার্ডিয়ান ভিলা। একেবারে ওপরতলায় মিসেস ফারকুয়াসনের ফ্ল্যাট।

রীতিমতো সুন্দরী মহিলা, তার ভায়ের মতোই ধূসর রঙের চুল। তার বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে হবে, অনুমান করলো ম্যাকক্রেডি, ব্রুনোর থেকে কিছু ছোটই হবে।

'বলুন। আপনার জন্য আমি কি করতে পারি মিঃ......'

'জোন্স। আপনার ভায়ের সম্পর্কে আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে।'

'কেন?'

'এটা একটা অভিবাসনের ব্যাপার। মানে যেহেতু আপনার ভাই অন্য দেশ থেকে এখানে এসে বসবাস করতে চায়—

'কেন আমাকে মিথ্যে বলছেন মিঃ জোন্স।' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো মেয়েটি। 'আমার ভাই এখানে আসছে না। আর যদি একান্ত আসতেই চায়, তাহলে ব্রিটিশ অভিবাসন বিভাগের সমানে কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। সে একজন পশ্চিম জার্মামীর নাগরিক। তা আপনি কি পুলিশের লোক?'

'না, মিসেস কায়কুয়ারসন। তবে ব্রুনোর বন্ধু আমি। এটা আপনি সত্যি বলে ধরে নিতে পারেন। এর মধ্যে কোনো মিথ্যে নেই।

'সে কি কোনো গণ্ডোগোলে পড়েছে?'

'হ্যাঁ, আমার তাই আশঙ্কা আমি তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি। যদি পারি। তবে ব্যাপারটা খুব সহজ নয়।'

'কেন, সে কি করছে?'

'কোলনে সে তার এক মিস্ট্রেসকে খুন করেছে। তারপর থেকেই পলাতক। আমাকে একটা খবর দিয়েছে। মেয়েটিকে খুন করতে চায় নি সে। তারপর সেই যে সে উধাও, তার কোনো পাত্তা নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো সে, 'ওঃ ব্রুনো,' কি বোকা তুমি। বেচারা, খুব ভয় পেয়ে গেছে ব্রুনো। এক সময় ধীরে ধীরে ম্যাকক্রেডির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সে।

'গতকাল সকালে এখানকার জার্মান এমব্যাসি থেকে একজন লোক এসেছিল। স্রেফ জিজ্ঞেস করেছিলো,

ব্রুনোর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে কিনা। মিঃ জোন্স, এ ব্যাপারে আপনাকে আমি কোনো সাহায্য করতে পারবো না। আর আপনি তো আমার থেকেও বেশী জানেন। আপনি জানেন, কোথায় যেতে পারে সে?'

'সেটাই তো সমস্যা। আমার ধারণা, সীমান্ত পেরিয়ে পূর্ব জার্মানীর ওয়েমার এলাকায় চলে গিয়ে থাকবে সে। সম্ভবত তার বন্ধুর কাছে। কিন্তু আমি যতদূর জানি, জীবনে সে কখনো ওয়েমারে যায় নি।'

মেয়েটি স্তব্ধ, হতবাক।

'আপনি কি বলছেন? সে তো সেখানে দু'বছর ছিলো।'

অবাক হলো ম্যাকক্রেডি, এ খবর তো তার জানা নেই। 'আমি দুঃখিত। আমি জানতাম না, আর সেও কোনোদিন বলেনি আমাকে।'

'১৯৪৭ সালে রবার্ট ফারকুয়ারসন নামে একজন ব্রিটিশ সার্জেন্টের সঙ্গে আমি মিলিত হই। আমরা বিয়ে করে এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করি। আট বছর আগে মারা গেছে সে। ১৯৪৮ সালে হ্যামবুর্গ ছেড়ে আসার আগে রবার্ট, আমি আর ব্রুনো চশমার লেন্স তৈরীর একটা ফার্মে এ্যাপ্রেন্টিসশীপের কাজ যোগাড় করেছিলাম। তারপর তাকে আমি তিন কি চারবার মাত্র দেখি। শেষ দশ বছরে একবারও তার সঙ্গে দেখা হয়নি।'

'সে কথা আপনি কি সেই এমব্যাসির লোকটাকে বলেছিলেন?'

'ফিয়েটজাউকে? না, ব্রুনের ছেলেবেলার কথা জিজ্ঞেস করেনি সে। তবে একজন মহিলাকে আমি বলেছি।'

'মহিলা?'

'হ্যাঁ, মাত্র এক ঘন্টা আগে এখান বিদায় নেয় সে। পেনসন বিভাগের প্রতিনিধি বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলো ভদ্রমহিলা।'

'পেনসন?'

'হ্যাঁ, সে বলেছিল, ব্রুনো নাকি এখনো এখনো অপটিক্যাল গ্লাসওয়ারে কজ করে উরবার্গে বি. কে. আই ফার্মে।'

'আমার তাতে সন্দেহ আছে। মনে হয় ভদ্রমহিলা পশ্চিম জার্মান পুলিশের একজন, আমার আশঙ্কা তারাও ব্রুনোকে চাইছে। কিন্তু তাকে সাহায্য করার জন্য নয়।'

'আমি দুঃখিত। আমি খুব বোকার মতো কাজ করে ফেলেছি।'

'চিন্তা করে দেখুন অন্য আর কার কাছে আশ্রয় নিতে পারে সে?'

গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন মিসেস ফারকুয়ারসন। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আর একটি নাম, প্রাইমারি স্কুল শিক্ষয়ত্রী। নাম তার ফ্রওলেইন......ফ্রওলেইন। 'নিউবার্গ.........না, এবার মনে পড়েছে ফ্রওলেইন নিউম্যাম। তবে মনে হয় ভদ্রমিহলা এখন মৃত। চল্লিশ বছর আগের কথা।'

'আমার শেষ প্রশ্ন মিসেস ফারকুয়ারসন। সেই ভদ্রমহিলাকে আপনি সেই গ্লাস কোম্পানির নাম বলেছিলেন?

'না, শুধু বলেছিলাম ওয়েমার থেকে মাইল দশেক দূরে একটা ফার্মে কাজ করেছিলো সে।'

সেঞ্চুরি হাউসে ফিরে এসে প্রথমেই ইস্ট জার্মান ডেস্ক থেকে টেলিফোন ডাইরেক্টরি ধার করে নিয়ে এলো ম্যাকক্রেডি। পাতা উল্টিয়ে একটা ফোন নম্বরের সামনে ফ্রওলেইন নিউম্যানের নাম খুঁজে পেলো সে। অবিবাহিতা, বয়স কুড়ির নিচে হলে তার পক্ষে এ্যাপার্টমেন্ট এবং ফোনের অধিকারিণী হওয়া অসম্ভব, অন্তত পূর্ব জার্মানীতে। তবে কি সে যুবতী কুমারী, পেশাদার মহিলা হতে পারে। মরেঞ্জ কি তার স্কুল শিক্ষয়ত্রীর কাছে আশ্রয় নিয়েছে শেষ পর্যন্ত?

অফিস থেকে বেরোতে যাবে ম্যাকক্রেডি, ফোনটা বেজে উঠলো ঝনঝন করে। টিমোথি এডওয়ার্ড-এর ফোন।

'সাম, পূর্ব জার্মানীতে যাওয়ার অনুমতি তুমি কিন্তু নাও নি আমার কাছ থেকে। তোমার যাত্রাপথ পরিষ্কার তো?

'সম্পূর্ণ ভাবে টিটোথি।'

'ভালো,' বলেই ফোনটা নামিয়ে রাখে এ্যাসিস্টেন্ট চীফ।

গান্টকে পছন্দ করতে শুরু করেছিলো ম্যাককেড্রি। ডেস্কে যোগ দিয়েছে সে মাত্র ছ'মাস আগে, কিন্তু ম্যাককেড্রির ধারণা, লোকটার মধ্যে ভবিষ্যৎ আছে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তাকে বিশ্বাস করা যায়। ধরে নেওয়া যেতে পারে তার মুখ থেকে কোনো গোপন কথা কেউ টেনে বার করতে পারবে না।

ম্যাকক্রেডির আসন থেকে মাত্র দু'গজ দূরে বসেছিল যুবতী লুডমিলা ভ্যানাভাস্কি। হ্যানোভারগামী লুফ্‌ৎহানসা বিমান ধরার জন্য তার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে ফিরেও তাকালো না সে এই সোনালী চুলের মহিলাটির দিকে। লুডমিলাও প্রয়োজন মনে করলো না তার দিকে ফিরে তাকাতে। নিজের কাজেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলো সে। অন্য কারোর দিকে তাকানোর ফুরসতই বা তার কোথায়!'

ম্যাকক্রেডির প্লেনটা ঠিক সময়েই আকাশে উড়লো এবং আটটায় পৌঁছে গেলো হ্যানোভারে। মেজর ভ্যানাভাস্কির প্লেন ছ'টায় ছেড়ে পূর্ব বার্লিন—সোনফেল্ডের মাটি স্পর্শ করলো ন'টায়। একটা ভাড়া গাড়িতে চড়ে ম্যাকক্রেডি ছুটলো তার গন্তব্যস্থল গোসলারের বাইরে গভীর অরণ্যে। আর কে.জি. বি'র গাড়িতে চড়ে ভ্যানাভাস্কি গেলো ২২ নরম্যানেস্ট্রেসে। কর্ণেল ভসের জন্য এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাকে। ভস তখন স্টেট সিকিউরিটি মিনিস্টার এরিক মাইকের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলো।

ম্যাকক্রেডির হোস্ট এ্যাড্রে কুর্জলিংগার ১৯৮১ সালে চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পর পূর্ব বার্লিনে তার ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় ব্ল্যাক মার্কেটীয়ার এবং গ্যাংস্টারের, মোটা টাকার বিনিময়ে ইচ্ছুক লোকেদের সীমান্ত পারাপারের কাজে প্রচুর অর্থ আয় হয় তার। তার একটা বিরাট দল ছিলো।

গুজব সে নামি ওয়েস্টার্ন ইনটেলিজেন্স-এর হয়ে কাজ করেছে। সেটা সত্যি নয়, যদিও প্রয়োজনে সি.আই.-এ. কিংবা এস. আই.এস-এর কারোর কারোর সঙ্গে তাকে যোগাযেগ রেখে চলতে হতো। আবার আর একটা গুজব ছিলো, কে.জি.বি. কিংবা এস. এস. জি'র সঙ্গে নাকি তার আঁতাত ছিলো। পূর্ব জার্মানীর অনেক ক্ষতি করেছিলেন সে। সীমান্ত প্রহরী এবং কমিউনিস্ট অফিসারদের ঘুষ দেওয়া তার কাছে ডাল-ভাতের মতো ছিলো। প্রবাদ আছে একশো পা এগোলেই সে নাকি এক একটা ঘুষখোর অফিসারদের সন্ধান পেয়ে যেতো।

'তাহলে প্রিয় বন্ধু সাম, অনেক বছর পরে আবার দেখা হলো তোমার সঙ্গে।'

বেল টিপে সে তার পরিচারককে ক্রিস্টাল গ্লাসে ক্রিস্প মোসেল মদ আনার জন্য হুকুম করে ম্যাকক্রেডির দিকে ফিরে বললো, 'বলো বন্ধু, আমি তোমার কি কাগজ লাগতে পারি এখন এই বৃদ্ধ বয়সে?'

ম্যাকক্রেডি কাজের কথা পাড়লো। ফায়ার প্লেসের দিকে স্থির চোখে তাকালো বৃদ্ধ কুর্জলিঙ্গার, তার শান্ত স্তিমিত চোখ দুটো হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য একবার জ্বলে উঠেই দপ করে আবার নিভে গেলো।

'আমি এখন এ-সবের বাইরে সাম। উভয় জার্মান এখন আমাকে নিশ্চিন্তে অবসর যাপন করতে দিয়েছে। তারা আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে, আমি যদি আবার কোনো বেআইনী রাজকর্ম শুরু করি, রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পেরিয়ে ভোরের আগেই ফিরে আসা, তারা তোমাকে ছেড়ে রাখবে না, কারণ অতীতে আমি তাদের অনেক ক্ষতি সাধন করেছিল।'

'জানি,' মাথা নাড়লো ম্যাকক্রেডি।

'তাছাড়া এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সীমান্তের ঘুষখোর লোকগুলো বিতাড়িত। স্বভাবতই আমার আগের সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।' ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লো সে। 'এসো সাম, আমরা এখন ডিনারের কাজে মন দেবো। সেই সঙ্গে আমার ছেলের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেবো। ও আমার পালিত পুত্র। সেইগফ্রিয়েডকে আমি পূর্ব জার্মানী থেকে [illegible] করে নিয়ে এসেছি। কোথাও যাওয়ার মতো জায়গা তার ছিলো না। তাই এখন সে আমার কাছে থাকে।'

'সেইগফ্রিয়েড এ.জি.জি.'র হয়ে কাজ করে, কুর্জলিংগার তার পালিত পুত্রের সঙ্গে পরিচয় দিয়ে এবার তার ছেলের দিকে ফিরে বলে, 'শোনো সেইগফ্রিয়েড, আমার এই বন্ধুটি সীমান্ত পেরিয়ে ওপারে যেতে চায়, তুমি ওকে সাহায্য করতে পারবে?'

একটু সময় ভাবলো সেইগফ্রিয়েড। তারপর সে বলে, 'একটা পথ অবশ্য আছে, সেখানকার তারের বেড়া আমি নিজে কেটে রেখেছি। কাজটা খুবই বিপজ্জনক ছিলো, জানেন তো বিদ্যুৎবাহিত সেই তারের বেড়া। প্রয়োজনে

সেই পথটা আমি নিজে ব্যবহার করে থাকি, তাই আমি আমার রিপোর্টে সেই পথের হদিশ দিইনি।'

'তোমার কাগজপত্রগুলো দেখতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো কুর্জলিংগার। তার হাতে সেগুলো তুলে দেয় ম্যাকক্রেডি। চোখ বুলোয় সেগুলোর ওপর সেইগফ্রিয়েড।

'কাগজপত্র দেখছি ভালোই,' বললো সে, 'কিন্তু আপনার একটা রেলওয়ে পাস দরকার। আমার একটা আছে। এখনো সেটা বৈধ।'

'যাওয়ার সময় ভালো কখন?' জানতে চাইলো ম্যাকক্রেডি।

'চারটেয়, ভোর হওয়ার আগে। ছদ্মবেশে যেতে হবে আমাদের। আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি তাদের চোখে ধরা পড়ে যাই, ছদ্মবেশ আমাদের রক্ষা করতে পারবে। বুঝলেন?'

'বুঝেছি,' বললো ম্যাকক্রেডি, 'আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।'

নির্দিষ্ট সময়ে বেরিয়ে পড়লো তারা।

ঘুমন্ত শহর ব্যাড সাকা দিয়ে নির্বিঘ্নে গাড়ি চালিয়ে গেলো তারা এবং টাউনের বাইরে একটা নির্জন জায়গায় গাড়িটা পার্ক করে রাখলো সেইগফ্রিয়েড। রাতের অন্ধকারে গুটি গুটি পায়ে অরণ্যের পথে পূর্ব দিকে এগিয়ে চললো সেইগফ্রিয়েড। তাকে অনুসরণ করলো ম্যাকক্রেডি।

কর্ণেল ভসের অফিসে তার সামনে বসে আলোচনা করছিলো মেজর ভ্যানাভাস্কি।

'তার বোনের খবর অনুযায়ী ওয়েমারে লুকিয়ে থাকতে পারে সে।' যুদ্ধের পর জার্মানী ছেড়ে ব্রুনোর চলে যাওয়ার কথা ব্যাখ্যা করছিল সে কর্ণেল ভসের কাছে। 'তবে বছর দুই ওয়েমারে একটা ফার্মে কাজ করেছিল সে।'

'একটা ফার্ম?' জিজ্ঞেস করলো ভস, 'কোনো ফার্ম? সেখানে তো শত শত ফর্ম আছে।'

'তার বোন সেই ফার্মের নাম জানে না। ওয়েমার থেকে দশ মাইল দূরে সেই ফার্ম, স্রেফ এটুকুই জানে সে। সেখানে সৈন্য নামান, দেখবেন ঠিক একদিনের মধ্যে তার হদিশ আপনি পেয়ে যাবেন।'

'ওয়েমারের চারদিক ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা হয়ে গেছে,' মাঝরাতে বললো ভস, 'তারা ওয়েমারের প্রতিটি ফার্ম তল্লাশি করবে, তাদের সেই তল্লাশির বেষ্টনী হবে দশ মাইল ঘিরে। মেজর ভ্যানাভাস্কি, এখন আমার মনে হচ্ছে তুমি ঠিকই বলেছো। এখন বোঝা যাচ্ছে, বহু লোক এর সঙ্গে জড়িত।'

মেজর ভ্যানাভাস্কিকে সঙ্গে নিয়ে কর্ণেল ভস্ তার গাড়িতে চড়ে বেরিয়ে পড়লো দক্ষিণে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে তারা তাদের শত্রুর সন্ধানে।

ছয়

পূর্ব জার্মান সীমান্তে এসে ওরা থামলো একটা গাছের নিচে। সামনে মাইন-ফিল্ড।

সামনে একটা ট্যানেল দেখিয়ে সেইগফ্রিয়েড বলে 'এই খনি-অঞ্চল পেরিয়ে গেলেই ঐ ট্যানেলটা পাবেন। দু'ফুট চওড়া পথ।'

পেটের ওপর ভর করে, অর্থাৎ খনি-অঞ্চলের ওপর প্রায় হামাগুড়ি দেওয়ার মতো সামনে ট্যানেলটার দিকে এগিয়ে চললো সে। লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে গেলেও তার পুরো শরীরটাকে ঠিক আড়াল করতে পারলো না। নাইলনের সুতোর পথ ধরে মাইনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললো সে অতি সন্তর্পণে। আসলে কোনো মাইনই তখনো পর্যন্ত তার চোখে পড়েনি। খুব বড় আকারের প্লেট-মাইন সেখানে ছিলো না যা দিয়ে একটা ট্রাক শূন্যে উড়িয়ে দেওয়া যায়। ছোটো ছোটো মাইন, প্লাস্টিকের তৈরী মেটাল-ডিটেকটরে ধরা পড়ে না। গেছো-ইঁদুর কিংবা শৃগালের চাপে এই সব ছোটো ছোটো মাইনগুলোর বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা নেই, তবে মানুষের দেহের পক্ষে যথেষ্ট স্পর্শকাতর বটে, এবং বিস্ফোরণে মানুষের হাত-পা কিংবা বুক খণ্ড-দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে পারে।

ট্যানেল পেরিয়ে এক মাইল হেঁটে আসার পর একটা রাস্তায় এসে পড়লো সে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সামনে এলরিচ গ্রামের লুখেরান চার্চের চূড়াটা। নর্ডহাউসেনে যাওয়ার পথটা চোখ না পড়া পর্যন্ত পাঁচ মাইল হেঁটে এলো সে গ্রামের ক্ষেতের উপর দিয়ে। নর্ডহাউসেনের বাইরে পথে শ্রমিকদের যাতায়াত চোখে পড়লো তার। ছ'টা বাজতে তখনো পাঁচ মিনিট বাকি ছিলো, রেল স্টেশনে পৌঁছলো সে। এরফুর্টে যাওয়ার জন্য প্রথম ট্রেন পনেরো মিনিটের মধ্যে আসার কথা।

বেশ কয়েক ডজন শ্রমিক অপেক্ষারত প্ল্যাটফর্মের ওপর। পুরনো আমলের স্টিম লোকো হলেও নির্দিষ্ট সময়েই ট্রেন এলো। লাগেজ-ভ্যানে সে তার বাইসাইকেলটা তুলে দিয়ে যাত্রী কামরায় উঠে বসলো। ট্রেন ছেড়ে দেয়। ছ'টা একচল্লিশে এরফুর্ট স্টেশনে পৌঁছে যায় সে।

শহর থেকে পূবে বেশ কয়েক মাইল পেরিয়ে আসার পর ঠিক সাড়ে সাতটার পর একটা ট্রাক্টার তার পিছনে এসে থামলো। একটা ফ্ল্যাট-ট্রেলার যুক্ত ছিলো সেই ট্রাক্টারের সঙ্গে। চালক বৃদ্ধ। এরফুরটে আখ ডেলিভারি দিয়ে ফার্মে ফিরে যাচ্ছিলো ট্রাক্টারটা। ট্রাক্টারের ইঞ্জিনের যান্ত্রিক শব্দ ছাপিয়ে বৃদ্ধ চালকের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে ম্যাকক্রেডির কানে। সে তাকে বলো, তার বাইসাইকেলটা পিছনের ট্রেলারে তুলে দিয়ে ট্রাক্টারের ওপরে উঠে বসতে তার এই বদান্যতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ম্যাকক্রেডি।

রোড-ব্লকের দরুণ বৃদ্ধ চালক তার ট্রাক্টরের গতি মন্থর করে দেয় এবং অবশেষে একেবারে থেমে যায়। চালকের উদ্দেশ্যে একজন সার্জেন্ট চিৎকার করে উঠলো, তাকে তার ইঞ্জিন বন্ধ করতে হুকুম করলো।

'দেখি তোমার কাগজপত্র।' ম্যাকক্রেডি তার আই. ডি. সার্জেন্টের হাতে তুলে দেয়। এখানে তার পরিচয় হলো, ফার্মের শ্রমিক, নাম মার্টিন হান, ওয়েমার এ্যাডমিনিসট্রেটিড ডিস্ট্রিক্ট-এর দেওয়া ছাড়পত্র। আই.ডি. কার্ডটা পরীক্ষা করে দেখে সেটা ম্যাকক্রেডির হাতে ফেরত দিতে গিয়ে বৃদ্ধ চালকের উদ্দেশ্যে সার্জেন্ট বলে, সে এবার তার গন্তব্যস্থলে যেতে পারে।

ইতিমধ্যে ট্রাক্টারটা আবার চলতে শুরু করেছিলো। ওয়েমার শহরের তিন মাইল দূরে পৌঁছে সেটা একটা বাকি নিতেই চালককে তার ট্রাক্টার থামানোর জন্য অনুরোধ করলো ম্যাকক্রেডি। ট্রাক্টার থেকে ঝাঁপ দিলো সে, তারপর সে তার বাইসাইকেলটা নামিয়ে নিয়ে অজস্র ধন্যবাদ জানালো বৃদ্ধ ফার্মার-কাম-চালককে,।

ইস্ট জার্মান ডেক্স থেকে সংগ্রহ করা ওয়েমারের মানচিত্রটা দেখে নেয় সে। স্কুল শিক্ষয়িত্রী ফ্রওলেইন নিউম্যানের বাড়িটা ঠিক কোথায়।

র‍্যাথেনেউ প্লাজার কাছে এসে রেনারস্ট্রেসের খোঁজ করতে শুরু করলো সে, এবং পেয়ে গেলো স্কোয়ারের একেবারে শেষ প্রান্তে। ১৪ নম্বর বিল্ডিংটা বহু পুরনো, ঝরঝরে, মেরামতি প্রয়োজন বলে মনে করলো সে। দোতলা। প্রতি তলায় দু'টি করে ফ্ল্যাট। নিচে ফ্ল্যাট মালিকদের একটা তালিকা ঝোলানো ছিলো। একক নাম, শুধুই 'নিউম্যান'। এবং দরজার সামনে গিয়ে কলিং বেল টিপলো।

দরজার পাল্লা দু'টো ধীরে ধীরে খুলে যেতে থাকে। ফ্রওলেইন নিউম্যানের অনেক বয়েস হয়েছিল। ম্যাকক্রেডির মনে হলো, তার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধা বলে, 'তোমার পরিচয়?'

এক গাল হাসলো সে, যেন বৃদ্ধা তাক চিনতে না পারলেও সে কিন্তু ঠিক তাকে চিনতে পেরেছে, ভাবখানা এমনি। 'হ্যাঁ, আপনিই, আপনিই তো ফ্রওলেইন। অনেক বদলে গেছেন আপনি। তবে আমার থেকে বেশী নয়। আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না। আ-আমি মার্টিন হান। চল্লিশ বছর আগে একটা প্রাইমারি স্কুলে আপনি আমাকে পড়াতেন।' স্থির চোখে তার দিকে তাকালো বৃদ্ধা, তার সোনার-ফ্রেমের চশমার আড়ালে নীল চোখ দুটো কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'তুমি বলছো, হেইনরিখ হেইন স্ট্রেস প্রাইমারি স্কুলে আমি তোমাকে পড়াতাম। সে কখন বলো তো?'

'১৯৪৩-৪৪ সালে হবে। বোমার ভয়ে বার্লিন ছেড়ে আমরা চলে যাই। মনে আছে ব্রুনো মরেঞ্জ আমার সহপাঠী ছিলো।'

ব্রুনো মরেঞ্জের নাম শুনেই এক মুহূর্তের জন্য স্থির চোখে তার দিকে তাকালো বৃদ্ধা। তারপর উঠে

দাঁড়িয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। একটা ট্রাক ভর্তি জি.ডি. আর পুলিশ তার বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেলো। তাদের বেল্টে ঝুলছে হাঙ্গেরিয়ান এ.পি.-৯।

'সব সময়ে ইউনিফর্ম,' নিজের সঙ্গে যেন কথা বললো বৃদ্ধা, 'প্রথমে নাজিরা এখন কমিউনিস্টরা। সঙ্গে বন্দুক। প্রথমে গেস্ট্যাপো, আর এখন এস.এস.ডি.। ওঃ জার্মানী, তোমাদের কি করে আমরা সহ্য করবো?'

'যুদ্ধের সময় ও পরে সেই প্রাইমারি স্কুলে যে সব ছাত্রদের আমি পড়িয়েছিলাম, তাদের প্রত্যেকের নাম আমার মনে আছে; কিন্তু তাদের মধ্যে মার্টিন হান বলে কোনো ছাত্র আমার ছিলো না। দ্বিতীয় কারণ হলো, স্কুলটা হেইনরিখ হেইন স্ট্রেসে ছিলো না। হেইন ছিলো ইহুদি; নাজিয়া সমস্ত রাস্তা ও মনুমেন্ট থেকে তার নাম মুছে ফেলেছিল।'

নিজের বোকামোর জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হলো ম্যাকক্রেডির। হেইনের মতো জার্মানীর অমন একজন বিখ্যাত লেখকের নামটা তার আগেই জানা উচিত ছিলো, কেবল যুদ্ধের পরে ঐ নামটা তার পুনঃপ্রচারিত হতে শুরু করে।

'আপনি যদি চিৎকার করেন, কিংবা পুলিশকে সতর্ক করে দেন,' শান্ত ভাবে বললো সে, 'আমি আপনার কোনো ক্ষতি করবো না। কিন্তু তারা আমার খোঁজে এখানে ছুটে আসবে, আমাকে তারা ধরে নিয়ে যাবে, এবং আমাকে তারা গুলি করে মারবে। এখন আপনার যা পছন্দ।'

বৃদ্ধা একটা চেয়ারের ওপরে বসে পড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলতে থাকে, ১৯৩৪ সালে হামবোল্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলাম। আমি কনিষ্ঠ এবং একমাত্র মহিলা প্রফেসর। নাজিরা ক্ষমতায় এলো। আমি তাদরে অবজ্ঞা করি। আমার সৌভাগ্য, ওরা আমাকে ক্যাম্পে পাঠাতে পারতো। কিন্তু ওরা আমার প্রতি একটু নরম ভাব দেখিয়ে আমাকে এখানে পাঠিয়ে দেয় প্রাইমারি স্কুলে খামার বাড়ির শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্য। যুদ্ধের পর হামব্যোল্ড ফিরে যাইনি। আংশিক ভাবে এখানকার শ্রমিকদের ঠিক মতো শিক্ষা দিয়ে ভবিষ্যৎ বার্লিনের মাথা উঁচু করা স্মার্ট যুবক যুবতী হিসেবে গড়ে তুলতে চাই; আর আমি এও চাই যে, কমিউনিস্টদের মিথ্যা ভাষণ আমি তাদের শেখাতে চাই না। অতএব মিঃ স্পাই, তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো, পুলিশকে খবর আমি দেবো না।'

'ইয়ংম্যান, তোমার যখন বয়স ৮৮ হবে, দেখবে তারা তোমার কিছুই করতে পারবে না। এখন বলো, কেন তুমি এখানে এসেছো?'

'ব্রুনো মরেঞ্জ। চেনেন তাকে?'

'হ্যাঁ, খুব চিনি। আজও তাকে আমার মনে আছে। কেন, সে কি কোনো বিপদে পড়েছে?'

'হ্যাঁ, ফ্রওলেইন, খুব বিপদ তার। এখানেই কোথাও সে আছে। খুব বেশী দূরে নয়। আমার জন্য একটা উদ্দেশ্যে নিয়ে সে এখানে এসেছিল। অসুস্থ হয়ে পড়ে সে এখানে, মাথায় খুব যন্ত্রণা। একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। মনে হয় এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে সে। তারা সাহায্যের দরকার।'

'পুলিশ, এবং সৈন্য, তারা সবাই কি ব্রুনোকে খুঁজছে?'

'হ্যাঁ, তার সঙ্গে দেখা হলে আমি তাকে সাহায্য করতে পারি। সময় থাকতে তাকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যেতে পারি।'

'তা আমার কাছেই বা এলে কেন তুমি?'

'লণ্ডনে তার এক বোন থাকে। তার মুখ থেকে শুনেছি, ব্রুনো খুবই অসুখী। সে মনে করে তার একমাত্র বন্ধু বা আপনজন বলতে তার স্কুল শিক্ষয়ত্রী, ফ্রওলেইন নিউম্যান।'

'সে এখন কোথায় লুকোতে পারে বলে আপনার মনে হয় ফ্রওলেইন? বলুন দয়া করে।'

'গোলাবাড়িতে। মাত্র একদিনই আমার সঙ্গে দেখা করেছিল সে।'

'সেই গোলাবাড়িটা ঠিক কোথায় বলতে পারেন?'

'এরফুট-এর দিকে এগিয়ে যাবে, মাইল চারেক হাঁটার পর বাঁদিকের পথ ধরবে। সেখানে একটা সাইনবোর্ড দেখতে পাবে। ফার্মের নাম, 'মুলার ফার্ম' তবে নামটা এখন বদলে গেলেও যেতে পারে। তোমার কি মনে

হয়, তুমি তাকে সাহায্য করতে পারবে?' উঠে দাঁড়ালো ম্যাকক্রেডি। 'সে যদি এখনো সেখানে থাকে আমি চেষ্টা করবো। এই সাহায্যের জন্য আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

বি.এফ.ডি'র ইন্টারনাল সিকিউরিটি সার্ভিস থেকে ডঃ হরম্যানের কাছে খবর আসে, হ্যানোভার বিমানবন্দরের একজন তীক্ষ্নদৃষ্টি সম্পন্ন এজেন্ট লক্ষ্য করে লণ্ডন ফ্লাইটে জার্মানী প্রবেশ করেছে। তার নাম মেইটল্যাণ্ড। বি.এফ.ডি. তার কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখার পর তার সনাক্তকরণের দলিলপত্র কোলনের হেড অফিসে পাঠিয়ে দেয়। আবার কোলন পাঠিয়ে দেয় পুলাখে। এই মেইটল্যাণ্ড লোকটি হলো স্যামুয়েল ম্যাকক্রেডি।

ডঃ হরম্যানের চারপাশে বসেছিল তার অনুগামীরা। তার মতে ন্যাটোর সদস্য হলেও একজন সিনিয়র অফিসার হিসেবে না জানিয়ে এদেশে প্রবেশ করাটা সমর্থনযোগ্য নয়। অস্বাভাবিক, যদি না... জেলার পুলিশী রিপোর্ট-এর ওপর চোখ বুলোয় সে, উদ্দেশ্য ব্রুনোর গ্রেপ্তার হওয়ার কোনো খবর আছে কিনা দেখার জন্য। সে নিশ্চয়ই দুঃসাহসী হবে না, ভাবলো সে। হ্যাঁ, সে যাইহোক না কেন, ফল ভালোই করবে সে। ফোন তুলে ডঃ হরম্যান তার হস্তান্তরের ব্যবস্থা করতে শুরু করলো।

গোলাবাড়িতে নিঃশব্দে প্রবেশ করলো ম্যাকক্রেডি। চারদিকে ছড়ানো শস্য। ওপরতলায় ওঠার জন্য আড়াআড়ি ভাবে একটা মই লাগানো রয়েছে। সেই মই বেয়ে ওপবে উঠলো ম্যাকক্রেডি। নরম স্বরে ডাকলো, 'ব্রুনো।'

কোনো উত্তর নেই। গোলাবাড়ির একেবারে শেষ প্রান্তে একটা রেনকোটের সামান্য একটু অংশ দেখা যাচ্ছিলো। দু'পাশে দুটো খড়ের গাঁট। খুব আলতো করে একটা গাঁট সরালো সে। আর তখনি ব্রুনো মরেঞ্জর মুখটা ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। তার নিরাপদ আশ্রয়ে শায়িত। তার চোখ দুটো খোলা, কিন্তু তার নড়েচড়ে বসবাস কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না।

'ব্রুনো, আমি সাম। তোমার বন্ধু। আমার দিকে তাকাও ব্রুনো।'

ম্যাকক্রেডির দিকে দৃষ্টি ফেরালো ব্রুনো। মুখ ভর্তি দাঁড়ি গোঁফ, ধূসর রঙের মুখ। তিন দিন তার পেটে কিছু পড়েনি, কেবল জলা ছাড়া। তার চোখ দুটো ঘোলাটে, ঝাপসা। কোনো রকম চোখ মেলে ম্যাকক্রেডির দিকে তাকাবার চেষ্টা করলো সে।

'সাম?'

'হ্যাঁ, সাম, সাম ম্যাকক্রেডি।'

'ওদের তুমি বলো না সাম, আমি এখানে আছি। তুমি না বললে ওরা আমার হদিশ পাবে না।'

মরেঞ্জকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু ব্যর্থ হলো। তার পা দু'টো কাজ করছে না। ম্যাকক্রেডি এখন বেশ বুঝে গেছে, ব্রুনোকে সীমান্তের ওপারে নিয়ে যেতে পারবে না সে। সব শেষ।

বর্ষাতির বোতামগুলো এক এক করে খুলে লাল প্লাস্টিকে মোড়া একটা ম্যানুয়েল বার করে ম্যাকক্রেডির দিকে এগিয়ে দেয় মরেঞ্জ। হাত বাড়িয়ে নিলো সেটা ম্যাকক্রেডি।

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলো ম্যাকক্রেডি, সৈন্যরা দু'ভাগ হয়ে গিয়ে একদল গোলাবাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে, আর একদল মাঠের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

'আমি এখানেই আমার জীনের বাকিটা সময় থেকে যেতে চাই সাম,' বললো মরেঞ্জ।

'হ্যাঁ, তাই হবে বন্ধু।' তাকে সান্ত্বনা দেয় ম্যাকক্রেডি বিদায় বন্ধু বিদায়। ভালো করে ঘুমিও। তোমাকে কেউ আর আঘাত করবে না।'

'আর কখনো নয়,' নিজের মনে বিড়বিড় করে বললো ব্রুনো, এবং ঘুমিয়ে পড়লো অচিরেই। চলে আসার সময় নিচু হয়ে ব্রুনোর গলা থেকে সুতোয় ঝোলানো চাবিটা একটানে ছিঁড়ে নিয়ে তার টোট-ব্যাগে চালান করে দিলো, তার আগে ম্যানুয়েলটাও চালান করেছিলো সেখানে। তারপর মই বেয়ে নিচে নেমে এলো। একটু পরেই বাইরে বেরিয়ে এসে ভুট্টা-ক্ষেতে হারিয়ে গেলো ম্যাকক্রেডি।

দু'মিনিট পরেই সেনাবাহিনী ঘিরে ফেললো সেই গোলাবাড়িটা।

এলরিচ গ্রামে পৌঁছোতে তার চব্বিশ ঘন্টা সময় লেগে গেলো। সেই বিরাট পাইন গাছের নিচে সে আবার ছদ্মবেশ ধারণ করলো। তখন সাড়ে তিনটে হবে। তারপর সে তার পেন্সিল টর্চটা তিন-তিনবার জ্বেলে আবার সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে দিলো। সেইগফ্রিয়েড তার জন্য অপেক্ষা করছিলো সীমান্তের ওপারে।

গোসলারে যেতে গিয়ে পেন্সিল টর্চের আলোয় ব্রুনোর কাছ থেকে নিয়ে আসা চাবিটা দেখছিল ম্যাকক্রেডি। স্টীলের এবং পিছন দিকে খোদাই করে লেখা ঃ ফ্লুঘাফেন কোলন।'

কুর্জলিঙ্গার এবং সেইগফ্রিয়েডকে বিদায় জানিয়ে গাড়ি চালিয়ে উত্তরে হ্যানোভারের পরিবর্তে দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে ছুটে চললো ম্যাকক্রেডি।

সেই শনিবার দুপুর একটার সময় সেনারা কর্ণেল ভসের সঙ্গে যোগাযোগ করলো, স্টাফ কারে এসে পৌঁছলো সে, সঙ্গে একজন মহিলা, সাদা পোষাকে। মই বেয়ে উপরে উঠে খড়ের গাদায় মৃতদেহটা পরীক্ষা করে দেখলো তারা। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসন্ধান চালালো তারা। গোলাবাড়ি তখন প্রায় বিধ্বস্ত, কিন্তু লিখিত কোনো কাগজ কিংবা বস্তুর চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেলো না, অন্তত মোটা আকারের ম্যানুয়েলটা। যাইহোক, তারা নিজেরাই এখন জানে না, আসলে কি চাইছে তারা।

মৃত লোকটির হাত থেকে ছোটো সিলভার ফ্লাস্কটা নিয়ে কর্ণেল ভসের হাতে তুলে দিলো একজন সৈনিক। তর মুখটা খিঁচিয়ে উঠলো এবং বিড়বিড় করে বললো সে, 'সায়েনাইড'। সেটা নিয়ে উল্টে দেখলো মেজর ভ্যানাভাস্কি। ফ্লাস্কের পিছন দিকে লেখা ছিলো ঃ হ্যারলডস, লণ্ডন।

রবিবার

হাতে সময় থাকতে কোলন বিমান বন্দরে ঢুকলো ম্যাকক্রেডির একটায় ফ্লাইট। হ্যানোভার থেকে লণ্ডনের টিকিট বদলে কোলন থেকে লণ্ডনে ফিরে চলেছে ম্যাকক্রেডি।

ম্যাকক্রেডি, আমার মনে হয় ব্যাগটা আমি নিয়ে যেতে পারবো।

ফিরে দাঁড়ালো সে। বি.এন.ডি'র অপারেশন ডাইরেক্টরেটের ডেপুটি হেড দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়েছিলো।

'জানো ডঃ হরম্যান, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়াতে কতো ভালোই না লাগছে। আচ্ছা তুমি কোলনে এলে কি জন্য?'

ঐ ব্যাগটা তার হাতে তুলে দেওয়া হলো। হরম্যান আবার সেটা তার টিমের একজনের হাতে তুলে দিলো।

'এসো ম্যাকক্রেডি, আমরা জার্মানরা অতিথি সেবাপরায়ণ লোক। চলো তোমাকে তোমার প্লেন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। তুমি নিশ্চয়ই চাও না প্লেনটা মিস করো।'

বিমানের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে অবশেষে হাসি ফুটে উঠলো হরম্যানের মুখে। 'সীমান্তের ওপারের রেডিওর টুকিটাকি খবর আমরাও রাখি। তোমার যাত্র শুভ হোক মিঃ ম্যাকক্রেডি। লণ্ডনের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইলো।'

সপ্তাহখানেক পরে খবরটা পেলো ল্যাংলে। জেনারেল প্যানক্রেটিনকে বদলি করা হয়েছে। কাজাখাস্তানে সামরিক আটক বন্দীদের একটা জেল ক্যাম্পের কমপ্লেক্স গড়ে তোলার দাবি করবে সে।

খবরটা ক্লডিয়াস স্টুয়ার্ড শোনে তার মস্কো এমব্যাসির লোকের কাছ থেকে। সোভিয়েত যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পড়তে গিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো সে। ক্রিস এ্যাপলিয়ার্ডের কাছে মন্তব্য করে সে;'সে তার গায়ের চামড়া ও পদমর্যাদা দুটোই জীইয়ে রেখেছে। ইয়াকুটসিয়ার হেড-মাইনের মৃত্যু-ফাঁদের চেয়ে ভালো। আর আমাদের ক্ষেত্রে, সাস্তা বারবারায় এ্যাপার্টমেন্ট ব্লাকের থেকে এটা অনেক অনেক বেশী সস্তা।'

এক

বন্ধুর দাম

কুয়াশার চিহ্ন রয়ে গেছে এখনো। কুয়াশা সরে গিয়ে পরিষ্কার উষ্ণ দিন আসতে এখনো দেরী আছে।

একটা কাল্পনিক যুদ্ধ ও যুদ্ধের কৌশল দেখানোর মহড়া হতে চলেছে বিস্তৃত ক্ষেত্র ফ্রগ হিলে, জয়েন্ট সামরিক অফিসারদের একটা গ্রুপের সমাবেশ ঘটেছে সেখানে, দু'টি বিপক্ষ দলের মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। দু'টি দলই ব্রিটিশ সৈনিকদের, কূটনীতিক দৌত্যের খাতিরে বিভক্ত, 'মিত্র' কিংবা 'শত্রু' হিসাবে নয়, কিন্তু নীল এবং সবুজ সংকেত বহন করে। এমনকি সেই চিরাচরিত 'লাল' দলটিরও পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

সলিসবারির উত্তরখণ্ড ব্রিটিশ সৈনিকদের খুবই প্রিয় যুদ্ধের নিখুঁত কৌশল প্রদর্শনের, যা সেন্ট্রাল জার্মান ভূখণ্ডের সঙ্গে মিল আছে। এর থেকে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলেও হতে পারে, আম্পায়ারদের মধ্যে একটা ইতস্তত ভাব, যারা পয়েন্ট দেবে, যা প্রসঙ্গক্রমে যুদ্ধের ফলাফল থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সেদিন কোনো মানুষের মৃত্যু হবে না; স্রেফ একটা প্রস্তুতি মাত্র।

গ্রুপের মধ্যমণি হলো সিনিয়র ব্রিটিশ জেনারেল সাউদার্ন কম্যাণ্ডিং অফিসার। তার পিছনে তার ব্যক্তিগত অতিথি, দর্শনার্থীদের উচ্চপর্যায়ের জেনারেল। ব্রিটিশ দলের অফিসারদের সংখ্যাই সব থেকে বেশী ওপর। এ আয়োজন 'পেরেস্ত্রোয়িকার' প্রথম বর্ষপূর্তি হিসাবে। এর আগে সেভিয়েত অফিসাররা জার্মানীতে ব্রিটিশ সৈনিকদের কলাকৌশল লক্ষ্য করলেও এই প্রথম তারা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অতিথি হিসাবে ইংলণ্ডের প্রাণকেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয়েছে।

ব্রিটিশদের মতো রুশরাও সাহসী যোদ্ধা, কিংবা তাদের থেকে বেশীও হতে পারে। তারা সংখ্যায় সতেরো এবং তারা সবাই সুনির্বাচিত। তার সবাই চলতি ইংরাজী বলতে অভ্যস্ত।

ওদিকে ব্রিটিশ দলে তিরিশজন সদস্যদের মধ্যে চারজন আসলে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের লোক, নজরদার। তাদের নির্দেশ দেওয়া আছে কেবল রুশদের ওপর নজর রাখার জন্য, নিজের দেশের লোকদের ওপর নয়।

রাশিয়ান দলে আছে দু'জন জেনারেল, একজন পূর্ণ মর্যাদার কর্ণেল, জেনারেল স্টাফের, মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের একজন কর্ণেল, একজন মেজর এবং একজন ক্যাপ্টেন, সবাই ঘোষিত, এর অর্থ, তারা স্বীকার করে নিয়েছে, তারা সত্যিকারের মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের লোক।

সোভিয়েত মিলিটারি ইনটেলিজেন্স কর্প 'জি. আর. ইউ' নামে পরিচিত এবং তিনজন ঘোষিত জি.আর.ইউ. লোকের ইউনিফর্মে উপযুক্ত তক্মা আঁটা আছে। তারা ছাড়া সিগ্‌নালের মেজর এবং অপারেশন স্টাফের একজন ক্যাপ্টেনও জি.আর.ইউ'র. লোক, তবে অঘোষিত। বাকি রুশ সদস্য কিংবা ব্রিটিশ সদস্যরা কেউই জানে না কি তাদের পরিচয়।

ব্রিটিশ সিকিউরিটি স্টাফের কুড়িজন অপারেটরদের নিয়োগ করা হয়েছে রুশ সদস্যদের উপর নজর রাখার জন্য।

ছদ্মায়া যুদ্ধের সূচী অনুযায়ী সকাল ন'টায় শুরু হয়। এবং সারাদিন ধরে চলে। মধ্যাহ্নভোজের পর সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ান থেকে প্যারাট্রুপ, প্যারাসুট রেজিমেন্টদের ফেলে দেওয়া হলো। দুটি প্যারাট্রুপার বাহিনীর মেজর এক সময় দেখতে পেলো সোভিয়েত এয়ারবর্ণ কর্ণেলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, খুব আগ্রহ সহকারে যুদ্ধের খেলা প্রত্যক্ষ করছিলো সে।

'ওহো', রুশ কর্ণেল লক্ষ্য করে বলে, 'তুমি দেখাছ এখনো দু'ইঞ্চি কোম্পানি মর্টারের অনুকূলে।'

'কার্যকরী যন্ত্র' নিজের সমর্থনে বললো ব্রিটিশ মেজর, 'এখনো বিশ্বাসযোগ্যও বটে।'

'আমি একমত,' ধীরে অতি সাবধানে ইংরিজীতে বললো রুশ কর্ণেল, 'আমিও ফক্‌ল্যাণ্ড যুদ্ধে ব্যবহার করেছি,' বললো ব্রিটিশ মেজর। 'আর তফাতটা হচ্ছে, ফক্‌ল্যাণ্ড যুদ্ধে আমরা জয়ী হই, আর তোমরা খুব বাজে ভাবে হারছো আফগানিস্থানে।'

কষ্টের হাসি হাসলো রুশ। মনে মনে তার অসহায় ভাব দেখে হাসলো ব্রিটিশ মেজর। বেজন্মা কোথাকার,

মনে মনে ভাবলো রুশ কর্ণেল, তবে তাকে সে এও ভাবছে সত্যি তো কি খারাপ ফলই না করছে তারা আফাগানিস্থানে।

যুদ্ধের খেলা শেষে নৈশভোজের আয়োজন বেশ ভালোই। গান দিয়ে খেলা শেষ রাত এগারোটায়। পরদিন আবার খেলা, খেলা ভাঙ্গার খেলা।

পরদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙ্গে যায় মেজর কুসেনকোর। লেসের পর্দা ঝোলানো জানালার সামনে সে বসে থাকে দু'ঘন্টা। তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে অফিসারদের মেসের প্রধান গেটের, টিডওয়ার্থ রোড দিয়ে প্রবেশ করতে হয় সেই মেসে। তিনজন লোককে এই ভোর সকালে সেখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখে ভাবলো সে, ওরা হয়তো নরজরদার হতে পারে।

সে আরো দেখে, মেসের প্রধান দরাজ থেকে আবির্ভূত হলো কর্ণেল আরবাথনট। এবং সে তার অভ্যাস মতো তার পরিচিত পথ ধরে চলে যায়। তার বিশ্বাস সকালে কর্ণেলের নিয়মিত জগিং-এর অভ্যাস আছে হয়তো। কর্ণেল আরবাথনটকে লক্ষ্য করা খুব একটা কষ্টকর ব্যাপার নয়। কারণ তার বাঁ হাতটা নেই। কয়েক বছর আগে ওম্যানের সুলতানকে কমিউনিস্টদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়েই তার বাঁ-হাতটা খোয়া যায়।

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধের খেলায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো না। শেষ পর্যন্ত উভয় দেশের অফিসাররা একমত 'সবুজ' দলটিকে বিজয়ী হিসেবে আম্পায়ারদের ঘোষণা যথোপোযুক্ত হয়েছে। 'নীল' দলের ওপর যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার করেছিলো তারা। নৈশভোজে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করলো উভয় দেশের সদস্যারা। বিশেষ করে তরুণ রুশ অপারেশন স্টাফ ক্যাপ্টেনের 'মালিনকা' গান খুবই উপভোগ্য হলো সবার কা ছ। পরদিন সকাল ন'টায় রুশ সদস্যদের হীথ্রো বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে বিদায় সম্মর্ধনা জানানো হবে। 'মালিনকা' গান হওয়ার সময় কারোর নজরে পড়লো না কর্ণেল আরবাথনটের ঘরটা, সেই ঘরে কে যেন প্রবেশ করে এবং ষাট সেকেণ্ড পরে আবার বেরিয়ে আসে নিশ্বঃব্দে, পরে সে তার দলের সঙ্গে পুনরায় যোগ দেয় পুরুষদের টয়লেট রুমের দিক থেকে বেরিয়ে এসে।

পরদিন সাদা ট্রাক সুট পরিহিত একজন লোককে মেস থেকে বেরিয়ে প্রধান দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেলো। দু'শো গজ দূরে অপর এক বিল্ডিং-এর ওপরতলার জানালা দিয়ে একজন নজরদার লক্ষ্য করলো লোকটাকে। ঘটনাটা নোট করে নিলেও কোনো ব্যবস্থা নিলো না সে।

গেটে গার্ডরুম থেকে প্রহরীদের কর্পোরাল বেরিয়ে এসে সেই আগন্তুককে স্যালুট করলো। লোকটা তখন প্রায় ছোটার মতো করেই হাঁটছিলো। প্রত্যুত্তরে সে তাকে স্যালুট জানালো না। তবে তার হাতটা একটু উঠলো মাত্র। তারপর জগিং করার মতো টিডওয়ার্থের পথে ছুটে চললো সে।

রাস্তা থেকে আধ মাইল দূরে মেজর কুসেনকো একাট গাছের আড়ালে গিয়ে চুরি করা সাদা ট্রাক সুটটা খুলে ফেললো এবং গভীর অরণ্যে লুকিয়ে রাখলো সেটা। তারপর রাস্তায় ফিরে এসে দেখা গেলো তার পরণে ধূসর ফ্ল্যানেল স্ল্যাক্স এবং টুইড জ্যাকেটের নিচে শার্ট ও টাই।

সাতটা বাজতে তখনো মিনিট দশেক বাকি, নর্থ টিউওয়ার্থের একটা টেলিফোনবুথে প্রবেশ করতে দেখা গেলো তাকে। পঞ্চাশ পেন্স-এর একটা মুদ্রা ফেলে লণ্ডনের একটা ফোন নম্বর ডায়াল করলো সে।

'মিঃ হেইয়েজ, মানে মিঃ রথের সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বললো কুসেনকো।

'হ্যাঁ, জো রথ কথা বলছি,' অপর প্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'দেখ, সত্যি কথা বলতে কি আসলে কিস হেইয়েজ-এর সঙ্গেই কথা বলার ছিলো আমার।'

ছোটো হলেও আভিজাতপূর্ণ মেফেয়ার এ্যাপার্টমেন্টে মাত্র কুড়ি মিনিট হলো ঘুম থেকে উঠেছিল জো রথ। আমেরিকান এমব্যাসি এ্যাসিসটেন্ট পাবলিক এ্যাফায়ার্স অফিসার সে। গ্রসভেনার স্কোয়ার থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে। সি.আই.-এর লোক জো রথ। তবে কোম্পানির লণ্ডন স্টেশনের প্রধান সে নয়। এ সম্মানের অধিকারী হলো উইলিয়াম কার্ভার, এবং ওয়েস্টার্ন হ্যাম্পশায়ার ডিভিসনেরও। ব্রিটিশ জয়েন্ট ইনটেলিজেন্স কমিটির অফিসেও বসে থাকে সে কোম্পানির লণ্ডন প্রতিনিধি হিসাবে।

সাত সকালে এই লোকটা ইংরেজী বললেও তার কথায় অ-ব্রিটিশ টান, অলক্ষ্যে কে যেন সতর্কবাণী

উচ্চারণ করলো তার কানে কানে।

'আমি দুঃখিত,' সাবধানে বললো সে, 'তুমি এখানে জো রথকেই পেয়েছো। তা তুমি কে কথা বলছো?'

'কান খাড়া করে শোনো সে তুমি রথ হও কিংবা হেইয়েজই হও না কেন, আমার নাম পিওটর আলেকজেন্দ্রোভিজ ওরলোভ। আমি একজন পুরো মাত্রায় কে.জি.বি.-র কর্ণেল।'

'দেখো, এটা যদি ঠাট্টা হয় তো......'

'শোনো মিঃ রথ, তোমার পেশাদার নামে ডেকে তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। শোনো, এখন কাজের কথায় আসা যাক, অমি আমেরিকায় চলে যেতে চাই, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। এখন আমার যা অবস্থা, তাতে আমার দেশে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। কোনো অজুহাত শুনবে না ওরা। মিঃ রথ, তোমার এজেন্সির জন্য আমার কাছে প্রচুর গোপন খবর ও তথ্য আছে। তোমাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

সাম ম্যাকক্রেডি খবরটা জানতে পারলে লুফে নেবে সঙ্গে সঙ্গে, ভাবলো রথ। সঙ্গে সঙ্গে মনঃস্থির করে ফেলে জিজ্ঞেস করলো সে, 'কর্ণেল, এই মুহূর্তে তুমি ঠিক কোথায় আছো বলো তো?

'সালিসবারি প্লেনের একটা ছোট্ট বুথে।'

সাম ম্যাকক্রেডির মতো ঠাট্টা করছে না তো সে। তাই বা কি করে হয়?

আজ তো আর এপ্রিল ফুল নয়, আজ তিন তারিখ।

'তিন দিন হলো সোভিয়েতে রাশিয়ার প্রতিনিধি হয়ে সালিসবারিতে এসে উঠেছি ব্রিটিশ মিলিটারির কলাকৌশল দেখা'র জন্য। থাকছি টিউওয়ার্থ ব্যারাকে। সেখানে আমার পরিচয় হলো জি.আর.ইউ.-র প্যাভেল কুসেনকো। আমি এখানেই থাকছি। আধঘন্টায় তোমার সিদ্ধান্ত আমাকে জানিয়ে দিতে হবে।'

'ওকে কর্ণেল আমি ভেবে দেখছি। পনেরো মিনিট পরে আবার ফোন করো। তোমার প্রশ্নের উত্তরটা আমি জানিয়ে দেবো।'

ওয়াল ক্যাবিনেট থেকে সে তার ব্যক্তিগত কমপিউটারটা বার করে গ্রোসভেনর স্কোয়ারে আমেরিকান এমব্যাসির কমপিউটরের মুখ্য-কাঠামো ট্যাপ করলো তার নিজের কমপিউটরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। তারপর সেই মুখ্য-কাঠামোটাকে প্রশ্ন করলো পশ্চিম কে.জি.বি.-র সিনিয়র অফিসারদের সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য। তারপর সে জিজ্ঞেস করলো ঃ পিওটর আলেকজান্দ্রোভিচ ওরলোভ কে? কি তার পরিচয়?

লণ্ডনের সি.আই.এ কমপিউটরে সরাসরি ল্যাংলে, ভার্জিনিয়ার কমপিউটরের সঙ্গে সংযুক্ত। রথের প্রশ্নের উত্তরে ছোটো ছোটো সার্কিটগুলো সি.আই.এ.-র পরিচিত কে.জি.বি.-র অফিসারদের তালিকার ওপর কাজ করতে শুরু করে দিলো। এই নামের তালিকায় কয়েকশো নাম স্বীকৃত, তবে আরো হাজার হাজার নাম অসমর্থিত কিংবা সন্দেহজনক। আবার এই সব নামের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে কে.জি.বি.-র দলত্যাগী সদস্যদের কাছ থেকে। রথ জানে এ ব্যাপারে ব্রিটিশরা গত চার বছরে অনেক সাহায্য করেছে তাদের কয়েকশো নাম সরবরাহ করে, আর এসব নামগুলো পাওয়া গেছে রাশিয়ার দলত্যাগীদের কাছ থেকে, যেমন ভ্লাদিমার কুজিসকিন এবং অবৈধ ডাইরেক্টরেটের লোকদের কাছ থেকে। যাই হোক, ল্যাংলের ডাটাব্যাঙ্ক যেখান থেকেই আসল খবর পাক না কেন, অযথা সময় নষ্ট করে না। ওদিকে রথের ছোট্ট পর্দায় সবুজ অক্ষরগুলো ভেসে উঠতে থাকে এক এক করে ঃ

> *পিওটর আলেকজেন্দ্রোভিচ ওরলোভ কে.জি.বি'র পূর্ণ মর্যাদার কর্ণেল। বিশ্বাস করা যেতে পারে গত চার বছর ধরে থার্ড ডাইরেক্টরটে রয়েছে সে। জি.আর.ইউ-র মুখোসধারী মেজর মস্কোর আভ্যন্তরীণ রেড আর্মি জয়েন্ট প্ল্যানিং স্টাফ। আগে ছিলো মস্কো সেন্টারের অপারেশন প্ল্যানিং-এ এবং ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টরেট (অবৈধ ডাইরেক্টরেট) ইয়েজেনেভা।"*

ওরলোভের পরিচয় পাওয়া মাত্র আনন্দে শিস্ দিয়ে উঠলো সে। তার যা জানার প্রয়োজন ছিলো সেটা পাওয়া মাত্র সে তার ব্যক্তিগত কমপিউটরের সুইচ অফ্ করে দিলো। ওরলোভ যে কে.জি.বি.'র একজন এনসাইক্লোপিডিয়া তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। ন্যাটো-ওয়ারম চুক্তি অনুযায়ী সলিসবারিতে ব্রিটিশ

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার প্রত্যক্ষ করার জন্য সোভিয়েত গ্রুপ অফিসারদের সঙ্গে ওরলোভও আমন্ত্রিত।

সে তার ঘড়ির ওপর চোখ রাখলো। সাতটা চোদ্দ। ল্যাংলের সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় নেই। তাকে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে মাত্র ষাট সেকেণ্ডের মধ্যে। এক, দুই তিন....ষাট সেকেণ্ড পেরোতে না পেরোতেই ফোনটা বেজে উঠলো।

'মি রথ, টেলিফোন বুথের বাইরে একটা বাস অপেক্ষা করছে। টিডওয়ার্থ ব্যারাকে যাবে। ঠিক সময়ে আমি ফিরে যেতে পারি, যদি আমাকে....'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো রথ। বৎস, তোমার ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে এই টেলিফোন লাইনে.....

'ও, কে. কর্ণেল ওরলোভ, আমরা তোমাকে আশ্রয় দেবো। আমি আমার ব্রিটিশ সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো—মিনিট তিরিশেকের মধ্যে তারা তোমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাবে।'

'না।' রুক্ষ কণ্ঠস্বর, আমি কেবল আমেরিকানদের কাছে এসেছি। আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই এবং আমেরিকায় যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। এই হলো আমার চুক্তি মিঃ রথ, অন্য কোনো চুক্তি নয়।'

'ঠিক আছে কর্ণেল। তাই হবে।'

দশ মিনিটের মধ্যে পোষাক বদল করে পাসপোর্ট, সি.আই.এ. পরিচয়পত্র, টাকা এবং গাড়ির চাবি পকেটে চালান করে দিয়ে নিচে বেসমেন্টে নেমে এলো রথ গাড়ি বার করার জন্য।

ন'টা দশে এ্যাণ্ডোভার রেলস্টেশন। যাত্রীদের আনাগোনা। একটা ফাঁক জায়গায় দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে একটি লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো রথ, তার দিকে এগিয়ে গেলো রথ।

'আমার অনুমান, আমি তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি,' নরম গলায় বললো রথ। চোখ তুলে তাকালো মধ্য চল্লিশের কঠিন মুখ।

'সেটা নির্ভর করছে তোমার পরিচয় জানার ওপর,' উত্তরে বললো লোকটা। সেই কণ্ঠস্বর, মনে মনে ভাবলো রথ, হ্যাঁ, এরকম কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছিল দূরভাষে। তাকে সি.আই.এ.-র পাসটা দেখালো রথ। সেটা পরীক্ষা করার পর মাথা নাড়লো ওরলোভ। তারপর আর কোনো কথা না বলে রথের অনুরোধে স্টেশন থেকে বেরিয়ে তার গাড়িতে উঠে বসলো।

এ্যামব্যাসি ডিউটি অফিসারকে বলে রেখেছিল রথ আপার হোফার্ডকে সতর্ক করে দিতে। একজন অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে সে। দু'ঘন্টা পরে সোজা বেস কমাণ্ডারের অফিসে গিয়ে ঢুকলো। সেখান থেকে প্রথমে দুটো ফোন কল ওয়াশিংটনে। তারপর ল্যাংলেতে, পেন্টাগণের ছাড়পত্র নিয়ে বেস কমাণ্ডারকে নির্দেশ দেওয়া হলো আপার হোফোর্ড থেকে মেরিল্যাণ্ড এ্যান্ড্রুজ এয়ার ফোর্স বেসে রথ ও ওরলোভকে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। সেদিন বিকেল তিনটের ফ্লাইটে দুটি বাড়িতে যাত্রী টিকিটের ব্যবস্থা করা হলো।

সেইদিন প্লেন ছাড়ার অনেক আগেই ব্রিটিশ আর্মি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, সিকিউরিটি সার্ভিস এবং রাশিয়ান এমব্যাসির মধ্যে ঘন ঘন বৈঠক শুরু হয়ে যায়।

তারও অনেক আগে, সকাল প্রায় আটটার সময় সোভিয়েত দলের সদস্যারা প্রাতঃরাশ সারতে গিয়ে সেই প্রথম মেজর কুসেনকোর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করলো। ন'টা বাজতে প্রায় দশ মিনিট আগে ষোলোজন রুশ সদস্য প্রধান লবিতে জমায়েত হলো তাদের মালপত্র সঙ্গে নিয়ে মস্কোর পথে রওনা হওয়ার জন্য। সেখানেও মেজর কুসেনকোর অনুপস্থিতি নজরে পড়লো সবার। একজন স্টুয়ার্ড ছুটে গেলো কুসেনকোর ঘরে তাকে তাড়া দেওয়ার জন্য। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো তাদের কোচ।

ফিরে এসে রিপোর্ট করলো স্টুয়ার্ড, মেজর কুসেনকোর ব্যবহৃত জিনিসপত্র সব ঘরে থাকলেও তাকে খুঁজে পাওয়া গেলো না সেখানে।

ওদিকে ব্রিটিশ অফিসররাও চিন্তিত। সিকিউরিটি সার্ভিসের লগবুক থেকে জানা গেলো ট্রাক সুট পরিহিত দু'জন অফিসার ভোর সকালে জগিং করতে বেরোয়, কিন্তু মাত্র একজনই ফিরে আসে।

রাশিয়ান জেনারেল দারুণ ক্রুদ্ধ, হুকুম করলো এখুনি স্টাফ কারে তাকে লণ্ডনে রাশিয়ান এমব্যাসিতে পৌছে দেওয়ার জন্যে। অশুভ খবরটা ছড়িয়ে পড়ে পনেরোজন রুশ ডেলিগেটের মধ্যে দারুণ ভয় পেলো তারা।

দশটার পর থকে শুরু হলো টেলিফোনে যোগাযোগ। ব্রিটিশ জেনারেল থেকে শুরু করে লণ্ডনে চীফ অফ স্টাফ পর্যন্ত। রিপোর্ট গেলো প্রধান নজরদারের কাছ থেকে লণ্ডনের কার্জন স্ট্রীটে সিকিউরিটি সার্ভিসের হেডকোয়ার্টারে। কার্জন স্ট্রীট থেকে সেঞ্চুরি হাউসে এ্যাসিসটেন্ট চীফ টিমোথি এডওয়ার্ডের সাহায্য চাওয়া হলে তারা সরাসরি অস্বীকার করে জবাব দিয়ে এস.আই.এস.-এর কিছুই করার নেই এ ব্যাপারে। ফোনটা নামিয়ে রেখেই সে তার সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠলো, 'সাম ম্যাকক্রেডিকে এখুনি আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।'

দুপুর নাগাদ একজন জি.আর.ইউ. কর্ণেলকে সঙ্গে নিয়ে রাশিয়ান জেনারেল ছুটলো কেনসিংটন প্যালেস গার্ডেনে সোভিয়েত এমব্যাসিতে। সেখানে সোভিয়েত ডিফেন্স এ্যাটাসে, মেজর জেনারেলের মতো ভান করলেও পদমর্যাদায় জি. আর. ইউ-এরই সমান, তিনজনের মধ্যে কেউই জানতো না মেজর কুসেনকো আসলে কে. জি. বি.-র কর্নেল ওরলোভ।

মধ্যাহ্নভোজের সময় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত লিওনিড জামিয়াসিন ব্রিটিশ ফরেন অফিসে তীব্র প্রতিবাদপত্র জমা দিলো, অভিযোগ মেজর কুসেনকোকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, তাদের দাবি, এখুনি তাকে খুঁজে বার করার ব্যবস্থা করতে হবে। ফরেন অফিস থেকে সমস্ত ব্রিটিশ এজেন্সিকে জানিয়ে দেওয়া হলো মেজর কুসেনকোর খোঁজ করার জন্য। তারা তাদের নির্দোষিতার কথা জানিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলো ইংলণ্ডের মাটিতে অন্য কোনো এজেন্সির হাত থাকতে পারে এ ব্যাপারে।

ওদিকে লণ্ডনে সি.আই.এ. স্টেশনের প্রধান বিল কার্ভারের অবস্থা তখন উভয় সঙ্কটে পড়ার মতোন। এয়ারবেস থেকে ল্যাংলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বাধ্য করে তাকে, ইউ.এস.এফ. ফ্লাইটের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য। ল্যাংলে কার্ভারকে নির্দেশ দেয় রথের ইচ্ছা মতো কাজ করার জন্য। এ্যাংলো-আমেরিকান চুক্তির কথা কার্ভার জানতো—ব্রিটিশকে না জানিয়ে তাদের নাকের ডগা দিয়ে একজন রুশকে ইংলণ্ড থেকে বার করে নিয়ে যাওয়াটা যে দারুণ একটা অপরাধ, সে কথাও তার অজানা নয়। কিন্তু কার্ভারকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল লণ্ডনের মাটি ছেড়ে তাদের প্লেনটা আকাশে না ওড়া পর্যন্ত খবরটা যেন ব্রিটিশদের না দেওয়া হয়। যাইহোক, তার এই অক্ষমতার কথা বুঝিয়ে বলার জন্য। তিনটের সময় টিমোথি এডওয়ার্ড-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার কামনা করলো সে, তার আবেদন মঞ্জুর করা হল।

রথের বিমান ইংলণ্ডের আকাশ-পথ পেরিয়ে যখন মেরিল্যাণ্ডের মাটি স্পর্শ করলো তখন তিনটে বেজে দশ। রেডিও মারফত খবরটা পাওয়ার পর তবেই দেখা করতে গেলো টিমোথি এডওয়ার্ডের সঙ্গে। সাম ম্যাকক্রেডির সঙ্গে আলোচনা করে এডওয়ার্ড জানতে পারে, কে এই কর্ণেল ওরলোভ ওরফে মেজর কুসেনকো।

ওদিকে খাস মস্কোয় ওরলোভের ব্যাপারে কে.জি.বি. এবং জি.আর.ইউ. পরস্পরের ওপর দোষারোপ করতে শুরু করে। উভয় সংস্থার বক্তব্য ওরলোভের মতো বিশ্বাসঘাতক লোকের ওপর তেমন কোনো নজর দেওয়া হয়নি কিংবা তার কাজকর্মে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়নি। এর ফলে পরবর্তী কালে ওরলোভের স্ত্রী যতোই সাফাই গাক না কেন সে কর্তৃপক্ষ তাকে এবং ওরলোভের ঘনিষ্ট সহকর্মী, তার উর্দ্ধতন অফিসার, বন্ধু এবং সহযোগীদের জিজ্ঞাসদাবাদ করতে শুরু করলো কঠোর ভাবে।

ওদিকে ওয়াশিংটনে স্টেট সেক্রেটারির কাছ থেকে ফোন এলো সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের ডাইরেক্টরের কাজে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ সে। স্যার জিওফ্রে হাওয়ের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছিল সে, এই কেসটা পরিচালনা করার ব্যাপারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ফোনটা নামিয়ে তার ডেপুটি ডাইরেক্টর (অপারেশন) এবং স্পেশাল প্রোজেক্টের প্রধান কালভিন বেইলির দিকে তাকালো সে। তারপর কালভিনের উদ্দেশ্যে বললো সে। 'শুনেছো, তোমার ঐ তরুণ ছোকরা মিঃ রথ ভিমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়েছে। তুমি বলছো, সে তার নিজের ক্ষমতায় এ কাজ করেছে?'

'হ্যাঁ, সেটা সে করতে বাধ্য হয়েছে। আমি জেনেছি, আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার সময় দেয়নি এই রুশ লোকটা।

'কিন্তু এদিকে যে ব্রিটিশদের সব ওলট-পালট করে দিয়েছি আমরা।'

ডি.সি.আই. প্রশ্ন করলো, 'তুমি হলে কি এই একই ধরনের ঝুঁকি নিতে?'

'জানি না,' বললো বেইলি, 'ওরলোভের সঙ্গে সত্যিকারের কথা না বলা পর্যন্ত আমরা কিছুই জানতে পারবো না।'

মাথা নাড়লো ডি.সি.আই.। 'রথের দায়িত্ব তুমি তাহলে নিচ্ছ? ভালোর কিংবা মন্দের জন্য?'

'হ্যাঁ, বললো বেইলি, 'নেবো বৈকি! কাজ এখন সারা হয়ে গেছে। এখন দেখতে হবে তার কাছ থেকে কি আমরা পাই।' ছ'টার পর এ্যাণ্ড্রুজ বিমান বন্দরে পৌঁছুতেই তৎপর হলো এজেন্সির লোকেরা। টারম্যাকে পাঁচটা এজেন্সি গাড়ি অপেক্ষা করছিলো। কালো কাঁচে ঢাকা সেডান গাড়িতে তাদের দু'জনকে তুলে নেওয়া হলো চট্‌জলদি। ওরলোভের সঙ্গে মিলিত হলো বেইলি ঠাণ্ডা মেজাজে। রথের দিকে ফিরলো সে।

'ওকে আমি তোমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি জে। তুমি ওকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসেছো, আর তোমাকেই মোকাবিলা করতে হবে ওর সঙ্গে। হয়তো তোমার কাছেই সে মন খুলে তার সব কথা প্রকাশ করতে পারবে। তোমার অভিজ্ঞতা আছে, সব জায়গার লোকেদের চরিত্র তোমার ভালোই জানা আছে আশাকরি। রান্স-এ নিয়ে যাও ওকে, তারা আশাা করছে তোমাদের আর জো, আমি চাই কাজটা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলো। আমার দৃষ্টি পড়ে রইলো তোমাদের ওপর। ও, কে?'

মাথা নাড়লো রথ। সতোরো ঘন্টা আগে পিওটর ওরলোভ, ওরফে এখানে যার সংকেতিক নাম হলো মিনিস্ট্রেল, যদি মুখ না খোলে ডাইরেক্টার তখন আমায় এক হাত না নিয়ে ছাড়বে না। যাই হোক, তোমার ভাগ্য যেন ভালো হয়।'

রান্স কেন্দ্র সি.আই.এ.-র একটা নিরাপদ আশ্রয়, কাউকে জিজ্ঞাসাবাদের পক্ষে আদর্শ জায়গা সেটা। একটা ভালো হোটেলে ওরলোভকে একটা দুই-কামরার সুইট দেওয়া হলো। টি.ভি. ভি.ডি.ও. টেপপ্লেয়ার, ইজিচেয়ার ছোটো একটা ডাইনিং টেবিলে সাজানো সুইট। বিমানে আসার সময় তারা পরস্পর একমত হলো এ ওকে পিটার এবং জো নামে সম্বোধন করবে।

'কাল সকাল থেকে আমার শুরু করবো পিটার,' আমাদের অনেক কথা বলতে হবে, সত্যিকারের কথা। তোমাকে একটা পলিগ্রাফ টেস্ট নিতে হবে। তুমি যদি সেটা পাশ করে যাও, তখন আমাকে তোমায় বলতেই হবে...অনেক অনেক কথা। সত্যি কথা বলতে কি সব কিছু যা তুমি জানো কিংবা সন্দেহ করো। একবার, দু'বার বারবার।'

হাসলো ওরলোভ। 'দ্যাখো, জো, আমরা দু'জনেই এক অদ্ভুত জগতে বাস করছি, বা করতে পারি। তোমাকে বলে দিতে হবে না আমাকে কি করতে হবে, আর কিই বা করতে হবে না। আমার জন্য তুমি যে ঝুঁকি নিয়েছো, তার মর্যাদা তো আমাকে দিতেই হবে। ঐ যে তোমরা যাকে বলে বধূর দাম। হ্যাঁ, তাই না?'

হাসলে রথ। 'হ্যাঁ, পিটার, এখন আমরা ঠিক সেটাই চাই। বধূর দাম।'

লণ্ডনে সিক্রেট ইনটেলিজেন্স সার্ভিস একেবারে নিষ্কর্মা হয়ে বসে নেই। নিরুদ্দেশ হওয়া লোকটার নাম তারা দ্রুত জানতে পারলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে, প্যাভেল কুসেনকো। তাদের নিজস্ব ডাটা ব্যাঙ্ক থেকে তারা তার ছদ্মনামটাও জেনে নিলো, কর্নেল পিওটর ওরলোভ, কে.জি.বি. থেকে এসেছে সে। আর তখনি সাম ম্যাকক্রেডিকে ডেকে পাঠানো হলো।

পরদিন সকালে কালো রঙের একটা গাড়ি ডব্‌ল হলুদ লাইনের ওপর পার্ক করা ছিল। একটুও ইতস্ততঃ না করে ট্রাফিক ওয়ার্ডেন টিকিটের ওপর লিখতে শুরু করলো, তারপর সেটা একটটা পলিথিনের খামের মধ্যে পুরে কালো গাড়ির উইণ্ডস্ক্রীনে আটকে দিলো ঠিক তখনি কাছাকাছি একটা দোকান থেকে ধূসর সুট পরা স্লিম চেহারার একটি লোক বেরিয়ে এসে টিকিটটা দেখা মাত্র প্রবিাদ করে উঠলো। রোজকারের ঘটনা, কেউ নজর দেয় না, এমন কি লণ্ডন স্ট্রীটেও।

দলত্যাগীদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা হবে সেটা নির্ভর করে থাকে তাদের চরিত্রের ওপর, দেখতে হবে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে দলত্যাগ করছে কিনা, সে, কিংবা আশ্রিত এজেন্সি তাদের নিজেদের দেশের স্বার্থে তকে দলত্যাগী তথা দেশদ্রোহী হতে বাধ্য করেছে কিনা। তবে একটা সহজ সরল ব্যাপারে হলো, সেটা সব সময়েই স্পর্শকাতর এবং জটিল হয়ে থাকে।

ওরলোভের আগে ভিটালি উরসেনকোর ক্ষেত্রে একটা ভুল করেছিল আমেরিকা। তারা তাকে ওয়াশিংটনের জর্জটাউনে একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে যায় তাকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করার জন্য। হঠাৎ সেখানে তার মনের পরিবর্তন ঘটে যায়, টয়লেটেরুমে জানালা গলে পালিয়ে যায় সে, সেখান থেকে সোজা সোভিয়েত এমব্যাসিতে এবং নিজেকে সমর্পণ করে সে তাদের কাছে। তাতে তার ফল ভালো হয় না, তাকে মস্কোয় নিয়ে যাওয়া হয়, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং তাকে গুলি করে হত্যা করা হয় অবশেষে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে সি.আই.এ. ওরলোভের জন্য কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে।

দেশদ্রোহীরা অনেক সময় তার হোষ্ট এজেন্সিতে যে সত্য খবর পরিবশেন করে থাকে তা নয়, মিথ্যেও বলতে পারে; তাদের খবর কতখানি নির্ভরযোগ্য কিংবা তাদের কতোটা মিথ্যের আশ্রয় নেবে, সেটা নির্ভর করে আমন্ত্রিত দেশ সেই সব খবরের বিনিময়ে তার পারিশ্রমিক কতোটা দেবে। দেখা যায়, তাদের দেশের একটা ছোটো খাটো খবর তার শত্রু দেশের কাছে ফাঁস করতে গিয়ে তার কি পরিণাম হতে পারে এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান থাকে না।

একটা ব্যাপারে তার প্রশংসা করতে হয়, একেবারে শুরু থেকে সে শান্ত ভাবে ঠাণ্ডা মাথায় জো রথের প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে থাকে। ওরলোভ তার জন্মক্ষণ থেকে শুরু করে যে মুহূর্তে সে সিদ্ধান্ত নেয়, তার দেশের গোপন তথ্য আমেরিকার স্বার্থে ফাঁস করে দেব, এ সময়ের সব ঘটনা এক এক করে বলে যায় রথকে। মস্কোয় ছ'মাস আগে তার মনে হয়, তার দেশের ও সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো আর সহ্য করতে পারবে না সে, তখন তার মনে হয়, তার দম বন্ধ হয়ে আসবে লৌহ যবনিকার আড়ালে পড়ে থেকে, দিনের পর দিন আত্মমর্যাদা বিকিয়ে দিয়ে, ব্যক্তি স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে রাজনৈতিক অনুশাসনে জর্জরিত হয়ে। আর তখুনি তার মনে হয়েছিল, একটা পরিবর্তন আনা দরকার! তার মাতৃভূমি রাশিয়ার প্রতি তার এতো দিনের গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা যে এক নিমেষে উবে গেছে, সে কথা স্বীকার করে না সে আজও। অকপটে স্বীকার করে সে, গেইয়ার সঙ্গে তার বিবাহিত জীবন কখনো সুখের হয় নি। তার স্ত্রী ছিলো মস্কোর একজন সরল নাট্য পরিচালক, কিন্তু বিয়ের পরে পরেই ওরলোভ বুঝতে পারে নাটকের মতো তার স্ত্রী তাদের বিয়েটাকেও স্রেফ অভিনয় বলে ধরে নিয়েছে। বিয়ের পরেও তার স্ত্রীর সুপুরুষ তরুণ অভিনেতাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা তাকে প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ করে তোলে।

লাই ডিটেক্টর পরীক্ষায় মুখোমুখি হতে হয় তাকে। তার অতীত জীবন, উন্নতি, ব্যক্তিগত জীবন, রাজনৈতিক দিক থেকে হৃদয়ের পরিবর্তন, এ সবের সততার পরীক্ষা দিতে হয় তাকে। আর সেইসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই সে তার দেশের গোপন তথ্য জো রথের কাছে ফাঁস করতে শুরু করে।

ওরলোভের কার্যক্ষেত্রে মাত্র চার বছরের অভিজ্ঞতা হলে হবে কি, সে যেন একাই একটা এনসাইক্লোপিডিয়া, একদা যে নেট ওয়ার্কের প্রবর্তন করে সে, প্রধানত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায়, যা তার আগের কর্মক্ষেত্রে ছিলো, সেই সব গোপন তথ্যের বোমা ফাটাতে যাচ্ছে সে এখন।

এই সব দেশদ্রোহীদের খবরগুলো যদি মনে হয় বিতর্কমূলক, স্বভাবতই হোস্ট এজেন্সির মধ্যে অফিসাররা তখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, তারা ভিন্ন ভিন্ন দু'টি ক্যাম্পের সদস্য হয়ে যায়। একদল নতুন দেশদ্রোহীর সমর্থক হয়, অন্যদল যারা সন্দেহ করে এবং তার বিরোধীতা করে। সি.আই.এ.-র ইতিহাসে অত্যন্ত কুখ্যাত কেস হলো গোলিৎসিন এবং নোসেনকো।

১৯৬০ সালে আনতোলি গোলিৎসিন দেশদ্রোহী বনে যায় এবং সি.আই.এ.-কে সতর্ক করে দিয়ে বলে,

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সারা বিশ্ব যেখানেই সবকিছু গোলমেলে অবস্থা, ভালো করে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, তার পিছনে কে.জি.বি.-র হাত অবশ্যই আছে। এদিকে সি.আই.এ.-র কাউন্টার ইনটেলিজেন্স-এর প্রধান জেমস এ্যাঙ্গলটন চক্রান্তের গন্ধ পেয়ে গেলো গোলিৎসিনের বিরুদ্ধে সে তার ওপরওয়ালাদের সতর্ক করে দিয়ে আসছিলো বেশ কয়েক বছর ধরে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না, আমেরিকানদের কাছে গোলিৎসন তখন অনেক দামী হয়ে উঠেছিল।

১৯৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট কেনেডি খুন হন, আপাতদৃষ্টিতে খুনীকে বিরোধী দলের লোক বলে মনে হয়েছিলো, তার নাম লী ওসওয়াল্ড এবং স্ত্রী রাশিয়ান, এক সময় দেশত্যাগী হয়ে রাশিয়ায় চলে যায়, এক বছরেরও বেশী সময় থাকে সেখানে। ১৯৪৬ সালে য়ুরি নোসেনকো দেশ ছেড়ে পালিয়ে আছে আমেরিকায় এবং ঘোষণা করে ওসওয়াল্ডের কেস অফিসার ছিলো সে। সে আরো বলে, কে.জি.বি.-র কাছে ওসওয়াল্ড ছিলো গলার কাঁটার মতোন, এবং তার সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে তারা, আর এও জানা যায় যে, কেনেডি হত্যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই ছিলো না।

কিন্তু পিওটর ওরলোভের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো বিতর্কের প্রশ্ন ওঠেনি। এবং স্পেশাল প্রোজেক্টের প্রধান কালভিন বেইলি এর জন্য সব কৃতিত্বের অধিকারী, কারণ সেই তাকে আমেরিকায় এনেছিলে।

ম্যাকক্রেডির টেবিলের ঠিক উল্টোদিকে বসেছিল একজন ভদ্রলোক, সে তখন একটা বইয়ের ওপর চোখ রেখে গভীর মনযোগ সহকারে পড়ছিলো এবং মাঝে মাঝে তার রাইটিংপ্যাডে কি সব নোট করে নিচ্ছিলো। তার অনুমতি নিয়েই বসেছিল সে সেই টেবিলের সামনে। একটা বই সে ফরমাস দিয়েছিল, কিছুক্ষণের মধ্যে রিডিং-রুম স্টাফ সেই বইটা তার টেলিবের সামনে রেখে আর দাঁড়ায় না সেখানে। সে চলে যাওয়ারর পর টেবিলের মুখোমুখি দু'জন মাঝে মাঝে মুখ তুলে এ ওর দিকে তাকায়, কি যেন বোঝার চেষ্টা করে।

ম্যাকক্রেডিই প্রথমে ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো টেবিলের উল্টোদিকের লোকটিকে, 'কেমন আছো নিকোলাই? কোনো খবর-টবর আছে?'

'ভালো', বললো সে।

'আমরা একজনের আগমনের প্রতীক্ষায় আছি, রেজিডেনসিয়ার।'

'মস্কো সেন্টার থেকে?'

'হ্যাঁ। জেনারেল ড্রোজডোভ নিজেই আসছেন।'

'ব্রিটেনে অবৈধ কার্যকলাপের ব্যাপারে তিনি কি তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে আসছেন বলে মনে হয়?'

'না, আমার সন্দেহ আছে। তাছাড়া অবৈধ কাজ তিনি সরাসরি করে থাকেন। আমার মনে হয় ওরলোভের ব্যাপারে হতে পারে। এরই মধ্যে দু'জন জি.আর.ইউ. অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে গেছে মস্কোয়। তাদের কাজের গাফিলতির জন্য হয়তো কোর্টমার্শাল হতে পারে।'

'শোনো নিকোলাই, এভাবে বেশীদিন চলতে পারে না, আমরা তা জানি। অনেক ফাঁক-ফোঁকর থেকে যাচ্ছে, একটা ঘটনা আর একটা ঘটনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। যাই হোক, তুমি কি এখন বেরিয়ে আসতে পারো?'

'এখন নয়, পরে যোগাযোগ করবো। আর ভালো কথা ড্রোজডোভকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করো না তোমরা। যদি তাঁর সন্দেহ হয় তাহলে ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে তার আভাস তিনি পেয়ে যাবেন।'

'তা না হয় হলো, এখন বলো কি পরিচয়ে তিনি এখানে আসছেন?'

'একজন সুইস ব্যবসায়ীর পরিচয়ে,' রুশী লোকটি বললো, 'জুরিখ থেকে আসছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে। মঙ্গলবার।'

'ওরলোবের ব্যপারে কোনো খবর থাকলে জানিও।'

'দেখি কি করতে পারি,' বললো রুশী লোকটি।

এমব্যাসিতে রুশের অবস্থা এখন এমনি জটিল যে, তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করাটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। তাই তাদের পরবর্তী সাক্ষাতকারের স্থান নির্ধারিত হলো লণ্ডনের ইস্ট এণ্ডে শোরডিচের একটা কাফেতে।

কালভিন বেইলি রান্স-এ ছুটে গেলো জো রথের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। তার সুইটেই আলোচনা হলো। জো-কে খুব ক্লান্ত দেখলো বেইলি। দেশত্যাগীদের পেট থেকে সত্যিকারের খবর বার করা সত্যিই খুব ক্লান্তিকর ব্যাপার বটে, বুঝলে বেইলি। তবু এ পর্যন্ত জো যা করেছে, তাতে তার প্রশংসা করতেই হয়।

'খুবই খুশি ওয়াশিংটন,' তাকে বললো বেইলি। 'যা যা সে বলেছে সব যাচাই করে দেখা হয়েছে। সোভিয়েত আর্মি, নেভি এবং এয়ারফোর্সের বিন্যাস, বিস্তৃতি স্যাটেলাইট মারফত সমর্থিত। অস্ত্রসম্ভার, প্রস্তুতি, আফগান ঝামেলা—খুবই ভালো লেগেছে পেন্টাগনের। জো, খুব ভালো কাজ করেছো তুমি। অত্যন্ত ভালো।'

'এখনো অনেকটা পথ যেতে হবে,' বললো রথ, লোকটা যেন একটা এনসাইক্লোপিডিয়া। অদ্ভুত তার স্মরণশক্তি।'

এরপর বেইলি তাকে তার সেই শুভ খবরটা দিলো। সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের ডাইরেক্টার তাকে ডেপুটি ডাইরেক্টার অপারেশনের জন্য পদটা দিতে চান। 'তাই যদি হয় জো, তাহলে দ্বিতীয় আর একটা পদ শূন্য হবে—স্পেশাল প্রোজেক্টের প্রধান। আমার সুপারিশ হবে তোমার জন্যই। পদটা তুমিই পাবে। আমি তোমাকে সেই খবরটা দিতে এসেছি।'

কৃতজ্ঞ হলেও রথের মধ্যে ঠিক তেমনি ভাবাবেগ লক্ষ্য করা গেলো না। আগের থেকেও তাকে আরো বেশী ক্লান্ত বলে মনে হলো। মনে হয়, তার মনে অন্য আরো কিছু আছে।

সেদিন সন্ধ্যায় ওরলোভের ঘরে ফিরে যেতেই জো রথের কানে ভেসে এলো মেরি হপকিনের সুরেলা কণ্ঠস্বর, ঘরটা গমগম করছিলো তার গানের সুরে।

'এ গান তুমি পছন্দ করো?' বললো ওরলোভ, 'খুব মন দিয়ে শোনো...

কান পেতে শোনো রথ।

'সেই দিনগুলো, ফেলে আসা দিনগুলো কি মধুরই না ছিলো, জানো বন্ধু। তখন আমাদের মনে হয়েছিল, বুঝি সেই দিনগুলো শেষ হবে না কখনো...'

'এ গানের সুর কার বলো তো?' জিজ্ঞেস করলো ওরলোভ। তোমার নিশ্চয়ই ধারণা কোনো ব্রিটিশ সুরকারের। সম্ভবত বিটল্-এর।'

'তাই তো মনে হয়।'

'ভুল।' ওরলোভের ঠোঁটে জয়ের হাসি 'এটা রুশদের পুরনো দিনের গান। জ্যোৎস্নার রাত, সামনে প্রশস্ত রাস্তা। জানো না তুমি?'

'না, সত্যিই আমি জানতাম না।' জো রথের মুখ দেখে মনে হলো, সেই গানে তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। সে চায় এখন...

সেদিনই রাত দেড়টার সময় ওরলোভের ঘরের সব আলোগুলো জ্বলে উঠলো। এবং তিনটের কিছু আগে কে.জি.বি.-র মার্ডার স্কোয়ার্ডের সদস্যরা ওরলোভকে খুন করার চেষ্টা করে, যদিও তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। পরে ওরলোভ জানতে পারে, তারা নাকি দু'জন আমেরিকান প্রহরীকে গুলি করে হত্যা করেছে।

রথ এবং ওরলোভ দু'জনেই ওপরতলায় সাব-মেসিন কারবাইন বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলো। শব্দটা বাড়ির পিছনে থেকে নিচে রান্নাঘর পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে' সিঁড়িতে আগন্তুকের পায়ের শব্দ। বেড়ালের মতো ঘুম থেকে উঠে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ওরলোভ। সিঁড়ির মাঝ পথে কালো পোষাক এবং মুখোসের আড়ালে তরতর করে উপরে উঠে আসছে। কিন্তু মাঝ পথে আমেরিকান প্রহরী বুক লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল, অভ্যর্থ লক্ষ্য। লোকটা সিঁড়ির রেলিং আঁকড়ে ধরতে চাইলো, কিন্তু পারলো না। তার ভারি রক্তাক্ত দেহটা আছড়ে পড়লো সিঁড়ির ওপরে।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই দরজার আর্গল ভেঙ্গে পড়লো কে.জি.বি.-র মার্ডার স্কোয়ার্ডের জোড়ালো পায়ের ধাক্কায়। ওরলোভ দেখলো কে.জি.বি.-র লোকটা তার হাতের খালি মেসিন-পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নয় মি.মি. ম্যাকারোভ অটোমেটিকটা তার কোমরের বেল্টের নিচ থেকে টেনে নিয়ে সোজা ওরলোভ-এর মুখ লক্ষ্য করে তাক করলো। এবং হিস্‌হিস্ শব্দে কেবল একটা কথা সে উচ্চারণ করলো ওরলোভ-এর উদ্দেশ্যে, 'বিশ্বাসঘাতক...'

ঠিক সেই সময়ে কোয়ান্টিকো সিকিউরিটি টিম লিডার তার বসবার ঘরে ঢুকে সময় একটুও নষ্ট না করে তার হেভিকোল্ট পয়েন্ট ফরটিফোর ম্যাগনাসম থেকে দু'দুবার গুলি চালালো কালো সুটের লেকাটার পিঠের ওপর। মুখ থুবড়ে পড়লো লোকটা মেঝের ওপর।

কে.জি.বি. এজেন্টের হত্যাকারী ক্রোল বসবার ঘর পেরিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো ওরলোভ-এর কাছে।

একটা নিরাপদ বাড়িতে ওরলোভ এবং জো রথকে আনা হলো। রথ এলো হেলিকপ্টারে। তারা যখন মিলিটারি পাহারায় সময় কাটাচ্ছিলো কালভিন বেইলি তখন রান্স-এ ফিরে গেছে। ইতিমধ্যে ফোনে রথের কাছ থেকে বিস্তারিত খবর জেনে নিয়েছিলে কালভিন। তার আগে প্রথম জবানবন্দী নেয় যে ক্রোলের। তবে সত্যিকারের প্রমাণ হিসেবে যে লোকটার সাক্ষ্য সে নিতে চাইছিল, সে হলো কালো পোষাকে কালো চশমার আড়ালে একজন রুশ, কালো রঙের স্কি-মাস্ক-এ মুখটা তার অনেকখানি ঢাকা ছিলো। ওদিকে গ্রীন বেয়েটর কেবল তরুণ অফিসার আহত গুপ্তচরের তদারকি কাজে ব্যস্ত ছিলো।

আমেরিকা ও ব্রিটেনে সোভিয়েতের অবৈধ কার্যকলাপের দায়িত্বে ছিলো ওরলোভ, সেই সূত্রে বহু লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, সাংকেতিক নাম সব। নতুন জায়গায় রথ ও ওরলোভ দু'দিন কাটালো। স্মৃতির পাতা ওল্টাতে গিয়ে শেষ দিন একটা কিছু তার মনে এলো। হোয়াইট হলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন সিভিল সার্জেন্ট। কিন্তু ক্রোয়েডন হাই স্ট্রীটে মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কে তার একাউন্টে টাকা জমা দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ লণ্ডনে মফঃস্বলে অঞ্চলে ব্যাঙ্ক মিডল্যাণ্ড। ব্যাঙ্কের নিয়ম মতো একাউন্ট হোল্ডারের নাম অন্য কারোর কাছে প্রকাশ হয় না। তবে সরকারী ইনস্টিটিউশন, ইনল্যাণ্ড রেভিনিউ-এর কাছে ব্যাঙ্কের যে কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য তারা। মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের ম্যানেজার নবাগত হলেও তার কমপিউটার কিন্তু নতুন নয়। ইনল্যাণ্ড রেভিনিউ ইন্সপেক্টারের সামনেই বসে ছিলো সিকিউরিটি সার্ভিসের লোক। আশ্চর্য, অনুসন্ধানের কাজ খুবই দ্রুত হলো। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাত্র একজন সিভিল সার্জেন্ট-এর একাউন্ট ছিলো সেই ব্যাঙ্কে। কারেন্ট একাউন্ট এবং টাকা জমার অঙ্কটা বিরাট এক'বছরে কুড়ি হাজার পাউণ্ডেরও বেশী হবে। সেই লোকটার নাম এ্যান্থনি মিলটন-রাইস।

'কে এই মিঃ মিলটন-রাইস?' ডেপুটি ডাইরেক্টর এম.আই.-৫ তার নোটের ওপর চোখ বুলিয়ে দেখে।

'প্রোকিওরমেন্ট অফিসে গ্রেড টু সিভিল সার্জেন্ট।'

'খুবই নিচু মানের।'

'তা হলেও তার কাজ ছিলো খুবই স্পর্শকাতর। অস্ত্রের প্রয়োজন, নতুন নতুন অস্ত্রের উদ্ভাবন এবং তৈরী করার পদ্ধতি, এ সব নিয়েই তার কাজ এবং বলা বাহুল্য তার কাজটা ছিলো অত্যন্ত গোপনীয়।'

'তাহলে আমরা সেই অন্ধকারের লোকটাকে প্রথমে আড়াল করে রাখবো,' বললো, ডি.জি. 'আর ভেতরে ভেতরে তার ওপর নজর রাখবো চব্বিশ ঘন্টা। তাতে দেখা যায় যদি সে একবার রুশদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কখনো, তখন সে আমাদের ঝুলির মধ্যে ধরা পড়ে যাবে, স্বীকারোক্তি করুক বা না করুক।'

অন্য সব অফিস যাত্রীদের মতো অফিসে নির্দিষ্ট সময়ে হজির হওয়াটাই তার অভ্যাস। লণ্ডন থেকে ট্রেনে উঠে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে নেমে যাওয়া। সেখানে থেকে পার্লিয়ামেন্ট স্কোয়ার দিয়ে হেঁটে গিয়ে হোয়াইটহলে তার মন্ত্রণালয়ে যাওয়া।

তার ব্যাপারে যেদিন আলোচনা সভা হলো পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট সহকারী বিভাগের সঙ্গে, প্রতিদনের অভ্যাস মতো অফিস যাওয়ার জন্য ট্রেনে চেপে বসলো সে নির্দিষ্ট সময়ে। সে কিন্তু লক্ষ্য করলো না, নরউড জংশন থেকে কালো চামড়ার কয়েকজন যুবকও উঠলো তার কামরায়। আসলে তারা এসেছিল ট্রেন লুটের নামে যা খুশি করার জন্য। লুঠ-পাট করে নিয়ে পরবর্তী স্টেশনে ট্রেনের কামরা থেকে লাফিয়ে পড়লো তারা। তাদের অনুসরণ করলে ফল ভালো হবে না। যে কোনো অঘটন ঘটে যেতে পারে। হ্যাঁ, সেই অঘটন ঘটে গেলো ট্রেনে। ভিড়টা একটু পাতলা হতেই এ্যান্থনি মিলটন-রাইসের মৃতদেহটা আবিস্কৃত হলো। ক্রুগুলং স্ট্রীটে আইভ্যানের

কাফেতে সাম ম্যাকক্রেডি মিলিত হলো তার রাশিয়ান দোস্ত-এর সঙ্গে। কাফেতে ঢুকেই আলোচনায় বসলো সে।

'আচ্ছা, বন্ধু, তুমি কখনো এ্যান্থনি মিলটন-রাইসের নাম শুনেছো? প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন সিভিল সার্জেন্ট!'

'না, কখনো নয়। কিন্তু কেন এ প্রশ্ন?'

'সে যাই হোক, এখন সে মৃত। তাকে কে চালাতো, এ প্রশ্ন এখন অতীত। তবে জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, মস্কো কি সরাসরি তাকে পরিচালনা করতো, নাকি অবৈধ ডাইরেক্টরেটের মাধ্যমে?'

'আমাদের হয়ে কাজ সে করতে কিনা, একমাত্র সেটাই এখন ব্যাখ্যার বিষয়।' বিড়বিড় করে বলে রুশ লোকটা, 'আমাদের হয়ে কাজ সে কখনো করেনি। এমন কি লণ্ডন স্টেশনের বাইরেও নয়। সে নিশ্চয়ই এমব্যাসির বাইরে কেস অফিসারের মাধ্যমে মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করতো। কেন সে মারা গেলো বলতে পারো?'

'জানি না তো।' দীর্ঘশ্বাস ফেললো ম্যাকক্রেডি।

তাকে কেউ জানতোও না বোধহয়, যদি না তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনাচক্রের উদয় হতো। কেউ নিশ্চয়ই সিভিল সার্জেন্টের প্রতিদিনের গতিবিধি লক্ষ্য করে থাকবে। এবং কয়েকজন গুণ্ডা এবং বিশ্বাসঘাতক তার ট্রেনে উঠে বসে থাকবে। খতম করে থাকবে তাকে। সম্ভবত মিলটন-রাইস আদৌ রাশিয়ানদের হয়ে কাজ করেনি। তাহলে কেন এই ভীতি-প্রদর্শন? কেন এই হিসাব-বহির্ভূত অর্থ? কিংবা হয়তো মস্কোর সঙ্গে অন্য কোনো সূত্রে যোগাযোগ ছিলো তার, যা জানা ছিলো না কীপসেকের, যে কিনা মস্কোর অবৈধ কার্যকলাপের ডাইরেক্টরেটে সরাসরি রিপোর্ট করে থাকে। এবং জেনারেল ড্রোজডোভ সবেমাত্র তখন টাউনে এসেছিল। আর এই লোকটাই সেই সব বে-আইনী অবৈধ কাজ চালিয়ে থাকে।

'আমাদের কাছে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল,' বললো ম্যাকক্রেডি, 'আর তারপর সে এখন মৃত।'

'কে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল?' চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো কীপসেক, 'জানতে পারি!'

'কর্ণেল পিওটর ওরলোভ', শান্তভাবে বললো ম্যাকক্রেডি।

'আঃ,' ফিস্‌ফিসিয়ে বললো কীপসেক, 'এ ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলার আছে। পিওটর আলেকজান্দ্রোভিচ ওরলোভ একজন বিশ্বস্ত ও মনপ্রাণ সঁপে দেওয়া কে.জি.বি. অফিসার। তার দেশত্যাগের ব্যাপারটা মিথ্যে, জাল তিন-ডলার বিলের মতোন। খবর বিকৃত করার জন্য এ কাজ সে করেছে। এবং এর জন্য বেশ ভালো ভাবেই প্রস্তুত সে।'

তাহলে এখন, ভাবলো ম্যাকক্রেডি, সত্যিকারের সমস্যার একটা কারণ হতে যাচ্ছে।

তিন

দুপুর তিনটে নাগাদ এডওয়ার্ডের কাছ থেকে ফোন পেলো ম্যাকক্রেডি, তার সঙ্গে আবার তাকে দেখা করতে বললো, 'প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে,' আরো বললো এডওয়ার্ড, 'আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক, কীপসেফ সত্যি কথাই বলেছে। আমেরিকানরাও ঠিক সন্তুষ্ট নয় ওরলোভের কথায়। তারা বলেছে সমস্যা হলো, ওরলোভ কি জন্য সে এখানে এসেছে, আমরা তা জানি না। এই ধারণা থেকেই আমাদের ওপর আমেরিকান ভাইদের বিশ্বাস জন্মেছে। এখনো বলো কি ভাবে ব্যাপারটার মোকাবিলা করা যায়।'

'আমার ওপর ছেড়ে দিন তাকে,' বললো ম্যাকক্রেডি, 'আমরা তাকে প্রশ্ন করবো। বোকা নয় জো রথ। ওরলোভকে আমি প্রশ্ন করতে পারি, পারি ধাক্কা দিতে তার বিবেককে।'

'ঠিক আছে,' এডওয়ার্ড বলে, 'কেসটা তুমি গ্রহণ করতে পারো।'

এয়ারবেসের প্রধান গেটে ম্যাকক্রেডি তার পরিচয় পত্র দেখালো (তার সত্যিকারের নামে নয়) এবং বললো সে, জো রথের সঙ্গে দেখা করতে চায়। কয়েক মিনিট পরে জো হাজির হলো এয়ারফোর্স জীপে চড়ে।

'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে ভালোই হলো সাম।'

'আর তোমাকে ফিরে আসতে দেখে আমিও খুশি জো।'

'আমি দুঃখিত। এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগ ছিলো না। তখন আমার সামনে কেবল একটাই প্রশ্ন, সেই রুশ দেশত্যাগীকে কি করে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া যায়, কিংবা তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায়।'

'সেটা তুমি ঠিকই করেছো,' বললো ম্যাকক্রেডি, 'আমি সব শুনেছি। এসো, এখন তোমার সঙ্গে আমার দু'জন সহকর্মীর পরিচয় করিয়ে দিই। গান্ট এবং ডালট্রির সঙ্গে করমর্দন করলো জো রথ।

এয়ার বেসের একটা পরিত্যক্ত ব্লকে সি.আই.এ. টিমের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ গার্ড কম্যাণ্ডারের অনুমতি নিয়ে জো রথ তাদের নিয়ে গেলো তার সেই ব্লকে।

ব্রিটিশ পার্টিকে বসবার ঘরে বসিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো সে। রথ চলে যাওয়ার পর গ্যান্ট এবং ডালট্রির দিকে ফিরে বললো ম্যাকক্রেডি, 'দেওয়াল ঘেঁষে বসে তোমরা। আমাদের ওপর নির্দেশ আছে; দেখা, শোনা এবং জানা, কোনো কিছুই যেন বাদ না পড়ে।' দরজাটা খুলে রেখে গিয়েছিলো জো। করিডোর থেকে একটা গানের করুণ সুর ভেসে আসতে শুনলো ম্যাকক্রেডি ঃ 'অশান্ত জলের ওপর সেতু'র গান। সুরটা কেটে যায়, কেউ বোধ হয় টেপরেকর্ডারের স্যুইচটা অফ্ করে দিয়ে থাকবে। তারপরেই ফিরে এলো রথ, তার সঙ্গে একজন রুক্ষ চেহারার চাঙ্কি, পরণে তার ট্রেলার স্ন্যাক্স এবং পোলো সোয়েটার।

'কর্ণেল পিওটর ওরলোভকে তোমার সামনে হাজির করছি সাম। পিটার, এ হলো ম্যাকক্রেডি।'

ভাবলেশহীন চোখে ম্যাকক্রেডির দিকে তাকিয়ে রইলো ওরলোভ। কে.জি.বি.-র উচ্চপদস্থ অফিসারদের মুখে তার নাম অনেক শুনেছে সে। কিন্তু সেটা প্রকাশ করলো না। তার দিকে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করতে গিয়ে বললো ম্যাকক্রেডি, 'তোমার সাথে মিলিত হতে পেরে আমি খুব আনন্দিত প্রিয় কর্ণেল ওরলোভ।'

'দেখো ম্যাকক্রেডি, তোমাদের এখানে আর আমেরিকাতেও বহুবার আমি বলেছি, চার বছর আগেই অবৈধ ডাইরেক্টরেটের বে-আইনী কাজকারবার বন্ধ হয়ে গেছে। আর আমি ছিলাম মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। পশ্চিম ইউরোপ, ব্রিটেন কিংবা আমেরিকার কোনো এজেন্টদের ফাইল দেখার অবসর আমি পাইনি। আর তাদের জন্য ছিলো কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা। আমি নিশ্চিত, তারা এখানেই আছে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললো ম্যাকক্রেডি, 'কিন্তু আমি ভাবছিলাম কি তোমার সময়ের পরিকল্পনার কথা, কতগুলো বিলি-ব্যবস্থার কথা। যেমন ধরা যাক না কেন, এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, খবর আদান-প্রদান করা...এজেন্টদের পাওনা টাকা দেওয়া। মনে হয়, এসব তুমি একেবারেই ভুলে গেছো।'

'আট বছর আগেকার কথা। তখনকার সেই সংখ্যায় আটটি ব্যাঙ্ক একাউন্টের নম্বর কে মনে রাখতে পারে বলো, অসম্ভব!'

'অন্তত একটি নম্বর,' নিচুগলায় জিজ্ঞেস করলো ম্যাকক্রেডি, 'কিংবা একটি ব্যাঙ্কের নাম?'

'সাম!' তার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবার পাল্টা প্রশ্ন করলো রথ, 'কোন্ পথে যাচ্ছো তুমি?

'আমি স্রেফ একটা জিনিষ দাঁড় করতে চাইছি, কর্ণেল ওরলোভ গত ছ'বছর ধরে তোমাদের ও আমাদের যে সব গোপন তথ্য পরিবেশন করেছে, সে সব সোভিয়েতের ক্ষেত্রে অপূরণীয় বিরাট কিছু ক্ষতি হয়েছে কি না।'

'কি ব্যাপারে বলতে চাইছো তুমি?' এবার উঠে দাঁড়িয়ে ফুঁসে উঠলো ওরলোভ, 'ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আমি সোভিয়েত মিলিটারি প্ল্যানিং, ছোটো ছোটো দলে সোভিয়েত সৈন্যের সংখ্যা, সমরাস্ত্র, অফিসারদের ব্যক্তিত্ব, আফগান যুদ্ধের বিস্তারিত খবর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার কার্যক্রমের কথা আমি প্রকাশ করেছি। আর এখন তুমি আমার সঙ্গে অপরাধীর মতোন ব্যবহার করছো?'

রথ এবার উঠে দাঁড়ালো। 'আমি তোমার সঙ্গে একটা জরুরী আলোচনা করতে পারি সাম? ঘরোয়া ভাবে এবং এখান থেকে বাইরে কোথাও!'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো তারা দু'জন। ওরলোভ ফিরে আবার তার আসনে বসে পড়ে। ভাবে, তরুণ

সি.আই.এ.-র টেপ মেসিনটা বন্ধ করে রেখে যায় নি তো। তারা তখন বিল্ডিং-এর বাইরে গিয়ে ঘাসের উপর বসলো। ম্যাকক্রেডির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো জো রথ। 'তোমার কি মতলব বলো তো সাম? কি করছো তুমি, জানো?'

ওরলোভের সত্যিকারের পরিচয়টা আমি যাচাই করতে চাই,' উত্তরে বললো সে, 'আর সেই জন্যই এখানে আসা।'

'দেখো সাম, এ ব্যাপারে তোমাকে সোজাসুজি জানিয়ে রাখি,' একটু কঠিন সুরেই বললো, রথ, 'ওর আসল পরিচয় যাচাই করে দেখবার কোনো প্রয়োজন নেই তোমার, সেটা আমরা আগেই করে নিয়েছি। ও যে একেবারে খাঁটি, এ ব্যাপারে আমরা সন্তুষ্ট। ডি.সি.আই.-এর সৌজন্যে তুমি এখানে এসেছো ওরলোভের দেওয়া গোপন খবর-খবরের অংশ নিতে। ব্যাস এই পর্যন্ত।'

'আর তুমি কি মনে করো জো, সেই সব খবরগুলো সত্যি দামি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই অনেক দামি তো বটেই। যেমন ধরা যাক, সোভিয়েতের সৈন্য সংখ্যা, তাদের পোস্টিং, অস্ত্র সম্ভার, পরিকল্পনা...'

'এ সবেরই পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে।' বিড়বিড় করে বললো সাম, 'দ্রুত ও সহজ ভাবেই। তবে সে তোমায় কি বলছে যদি তারা জানতে পারে....'

'আর আফগানিস্থানের ব্যাপারে?' বললো রথ। নীরব হলো ম্যাকক্রেডি। চব্বিশ ঘন্টা আগে কাফেতে কীপসেক তাকে কি বলেছিলো, সে কথা সে তার সি.আই.এ.-র সহকর্মীকে বলতে পারলো না, কিন্তু তার মনের প্রতিক্রিয়া যেন [illegible] পাচ্ছিলো ম্যাকক্রেডি।

'শোনো সাম, মস্কোর এই নতুন লোক গরবোচভ সম্পর্কে খুব কমই তুমি জানো। কিন্তু আমি তাকে খুব ভালোভাবেই জানি। জেনারেল সেক্রেটারি হওয়ার আগে সে যখন মিসেস থ্যাচারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এখানে আসে, তখন সে শুধু পলিটব্যুরোর সদস্য ছিলো। আমার ওপর তার নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিলো। আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি। লোকটার মধ্যে লুকোছাপা বলতে কিছু নেই, খোলা মন নিয়ে স্পষ্ট কথা বলতে অভ্যস্থ সে। পেরেসস্ত্রৈকা, গ্লাসনট'র ব্যাপারে অনেক কথাই সে বলেছে। জানো, এর অর্থ কি বন্ধু? দু'বছরের মধ্যে ১৯৮৮ কিংবা ১৯৮৯ সালের মধ্যে এই সব বিস্তারিত সামরিক খবরাখবরের কোনো প্রয়োজন আর থাকবে না। মধ্য জার্মান পেরিয়ে অন্য কোনো দেশের ওপর সামরিক অভিযান সে চালাবে না। সোভিয়েতের সমস্ত অর্থনীতি এবং সমাজের আমূল পরিবর্তন আনতে চায় সে সে তার দেশকে নতুন করে গড়তে চায়। অবশ্যই সে অকৃতকার্য হবে, তবে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। আফগানিস্তান ও ইউরোপ থেকে সরে আসবে সে। এই সব তথ্য সরবরাহ করতে গিয়ে ওরলোভ বলেছে, দু'বছরের মধ্যে মহাফেজখানায় পরিণত হবে আমেরিকা, এ হলো কে.জি.বি.-র ধারণা। কিন্তু সেই মিথ্যা ভাষনের যাচাই করার সময় যখন আসবে, সেটাই হবে খুব জরুরী। বন্ধু, এক দশক অপেক্ষা করো সেই মিথ্যা ভাষণের পরিণতি দেখার জন্য।'

'তাদের মধ্যে সত্যিকারের রাশিয়ানের এরকম বক্তব্য হতেই পারে না। এরা সব লোভি এজেন্ট, নিম্নমানের সব খবরদাতা। সস্তায় বিক্রয়যোগ্য।'

কঠিন দৃষ্টি দিয়ে তাকালো রথ।

'হায় ঈশ্বর, জোরে জোরে নিঃশ্বস নিয়ে সে বলে, 'তুমি কি মনে করো, জালি লোক সে? তোমার ধারণা, ডাবল এজেন্ট সে? এ সব খবরের উৎস তোমার কি জানা আছে? আমাদের অন্তত জানা নেই।'

'না,' সোজাসজি বললো ম্যাকক্রেডি। সে তাকে মিথ্যে বলতে চায়নি। কিন্তু উপরওয়ালার উপদেশ তাকে মানতেই হবে। কীপসেকের কাছ থেকে সি.আই.এ. অনেক তথ্য পেয়ে থাকে, কিন্তু এমন ভাবে দেখায়, যেন তাদের কোনো সম্পর্কই নেই। এই কারণেই সেও তার কাছে চেপে গেলো কীপসেকের কথাটা। 'যাইহোক,' ম্যাকক্রেডি তাকে আরো বলে, 'আমি তার ওপর একটু বেশী করে চাপ দিতে চাই। আমার ধারণা, একটা কিছু চেপে যাচ্ছে সে। তুমি বোকা নও জো। আমার বিশ্বাস, অন্তর দিয়ে তোমার মধ্যেও এই একই ধারণা এখন কাজ করছে।'

তাতে কাজ হলো। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো রথ। 'ঠিক আছে। আমরা তাকে চাপ দিয়ে তার পেট থেকে কথা বার করবার চেষ্টা করবো। ছুটি কাটাতে সে এখানে আসেনি। চলো, এবার ফিরে যাওয়া যাক।'

পৌনে বারোটা নাগাদ তারা আবার তাদের আলোচনা শুরু করলো। ব্রিটেনে সোভিয়েত এজেন্টের প্রশ্নে ফিরে এলো ম্যাকক্রেডি।

'একজনের নাম তো আমি আগেই দিয়েছি,' বললো ওরলোভ, 'দেখো, পারো যদি তাকে চিহ্নিত করতে। তারা তাকে এজেন্ট জুনো বলেই ডাকতো। ক্রোয়ডনে মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কে তার একাউন্ট আছে।'

'হ্যাঁ, আমরা তার খোঁজ পেয়েছি', সঙ্গে সঙ্গে বললো ম্যাকক্রেডি, 'তার নাম হলো বরং বলা যেতে পারে এক সময়ে ছিলো—এ্যান্থনি মিলটন-রাইস।'

'তাহলে তোমরা তার হদিশ পেয়েছো?' বললো ওরলোভ।

'আচ্ছা সাম, 'ছিলো' বলতে কি বোঝাতে চাইছো তুমি?' জানতে চাইলো রথ।

'সে মৃত।'

'আমি জানতাম না,' বললো ওরলোভ 'অনেক বছর আগেকার কথা তো!'

'সেটা আবার আর একটা সমস্যা,' দুঃখের সঙ্গে বললো ম্যাকক্রেডি, 'অনেক বছর আগে মারা সে যায় নি। কাল সকালে মারা গেছে সে। খুন, মানে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, খুন হওয়ার ঠিক এক ঘন্টা আগে একটা সন্দেহভাজন দলকে তার চারপাশে ঘিরে থাকতে দেখা যায়।'

'সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত নীরবতা নেমে এলো সেখানে। তারপর আবার উঠে দাঁড়ালো রথ। রাগে থর থর করে কাঁপছিল সে তখন। দু'মিনিটের মধ্যে তারা আবার সেই বিল্ডিং-এর বাইরে এসে দাঁড়ালো।

'এটা তোমার কি রকম চাল সাম?' চিৎকার করে উঠলো রথ, 'এ কথা তুমি আমাকে বলতে পারতে!'

'ওরলোভের প্রতিক্রিয়া আমি দেখতে চেয়েছিলাম।' সোজাসুজি বললো সাম, 'তার প্রতিক্রিয়া তুমি লক্ষ্য করেছো?'

'না, আমি তখন তোমাকে লক্ষ্য করছিলাম।'

'শুধু তাই নয়,' বললো ম্যাকক্রেডি, 'ভেবেছিলাম, খুব অবাক হবে সে। এমন কি চিন্তিতও হবে ঘটনার জটিলতার কথা ভেবে। কিন্তু তা হলো কই?'

'তার নার্ভটা ইস্পাতের মতো কঠিন,' বললো রথ, 'ভালো কথা, লোকটা কি কেবলই খুন হয়েছে? না কি এ খুন সুপরিকল্পিত?'

'আঃ জো, ধরেই নাও সে মৃত। কাজের জায়গায় যেতে গিয়ে একদল টিনএজারদের হাতে ছুরিবিদ্ধ হয়েছিলো সে। আমরা এটা 'অস্পষ্ট' 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' বলে থাকি;আর তোমরা বলো 'আদিম প্রবৃত্তি'। এটাই আমাদের কাছে একটা সমস্যা, তাই না?'

'ব্রিটিশের দিক থেকে খবরটা ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকবে।'

'না, তার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় থাকা দরকার। চব্বিশ ঘন্টা গোয়েন্দাগিরি করার পর মাত্র গত পরশু রাতে আমরা তার পরিচয় জানতে পারি। তারা তাকে ট্রেনের কামরায় পায় গতকাল সকালে। প্রয়োজনীয় সময় ছিলো না।' একটু থেমে ম্যাকক্রেডি জিজ্ঞেস করলো, 'আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে গুপ্তচরের কথাটা কখন ফাঁস করলো ওরলোভ?' রথ বললো তাকে।

'পাঁচ দিন,' বিড়বিড় করলো ম্যাকক্রেডি! 'আমাদের কাছে খবরটা পৌঁছনোর আগে। সময় যথেষ্ট...হয়তো এটা একটা কাকতালিয় ব্যাপার। কিন্তু আমাদের যা পেশা, তাতে আমরা সেটা বিশ্বাস করি না। তাই মনে হয়, তোমার টেলিটাইপ অপারেটারে মধ্যে এই খবরটা নিয়ে আলোচনা করার সময় তোমাদের এজেন্সি কেউ আড়ি পেতে শুনে থাকবে। আর সেই হয়তো....'

'আমাদের এজেন্সির মধ্যে ফাঁক আছে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।' কঠিন সুরে বললো রথ, 'আর আমি এও বিশ্বাস করি না, ওরলোভ একজন জালি লোক।'

'তাহলে কেনই বা খোলসা করে সব কিছু বলছে না সে? চলো, তার কাছে ফিরে যাওয়া যাক,' শান্ত

ভাবে বললো ম্যাকক্রেডি।

'কর্ণেল ওরলোভ,' কোনো ভূমিকা না করেই বললো ম্যাকক্রেডি, 'এই নতুন জায়গায় তুমি একজন আগন্তুক। তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তুমি নিশ্চয়ই চিন্তিত। তাই তুমি তোমার নিরাপত্তার জন্য কিছু তথ্য তুমি লুকিয়ে রাখতে চাও। আমরা মস্কোয় গিয়ে পড়লে তোমার মতো আমরাও ঠিক তাই করতাম। কিন্তু আমার যে সেই তোমার না বলা কিছু তথ্য জানা দরকার কর্ণেল। বলো, আর কোনো সত্যিকারের নাম তুমি দিতে পারো কিনা।'

ঘরের মধ্যে একটা পুরোপুরি নীরবতা নেমে এলো। তারই মাঝে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো ওরলোভ।

'পিটার,' মিষ্টি সুরে বললো রথ, 'বলো পিটার, সব কিছু খুলে বলার এটাই সত্যিকারের উপযুক্ত সময়।'

'রেমান্টস,' বললো পিওটর ওরলোভ, 'জেনাডি রেমান্টস।'

রথের উত্তেজনা প্রকাশ পেলো। 'রেমান্টস-এর ব্যাপারে আমরা জানি', এই বলে ম্যাকক্রেডির দিকে তাকালো সে, 'ওয়াশিংটন-কেন্দ্রভূত এয়ারফ্লোটের প্রতিনিধি। এফ.বি.আই. তাকে সংগ্রহ করে বছর দুই আগে। সেই থেকে আমাদের হয়েই কাজ করছে সে।'

'না,' বাধা দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো ওরলোভ, 'তুমি ভুল করছো। ডবল এজেন্ট নয় রেমান্টস। তোমাদের কাছে তার প্রকাশ মস্কোই আয়োজন করেছিলো। তাকে তোমাদের সংগ্রহ ইচ্ছাকৃত। তোমাদের দিকে তার ফেরাটাও নকল। যা কিছু সে করেছে, সবই মস্কোর নির্দেশে। এই ক্ষতির জন্য একদিন আমেরিকার লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করতে হবে। কে.জি.বি.-র অবৈধ ডাইরেক্টরেটের মেজর হলো এই রেমান্টস। আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে চারটে ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রম চালায় সে, এবং অনেকের সঙ্গেই তার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে।'

শিস দিয়ে উঠলো রথ। 'সেটা যদি সত্যি হয়, তাহলে এটা সত্যিকারের নোংরা খেলা।'

'এখন একটাই উপায় আছে,' ম্যাকক্রেডি পরামর্শ দেয়, 'রেমান্টসকে তুলে নিয়ে এসো। কঠোর ভাবে তাকে জেরা করলেই তার পেট থেকে সব সত্যি কথা বেরিয়ে আসবে। যাইহোক, আমার বিশ্বাস, এখন আমাদরে মধ্যাহ্নভোজের সময় হয়ে গেছে, এবার ওঠা যাক, কি বলো!'

সেই দিনই লণ্ডন সময় অনুযায়ী রাত আটটায় ওয়াশিংটনে কালভিন বেইলির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলো জো রথ। আজ সকালে এ্যালকনবারিতে ব্রিটিশ এজেন্টের সঙ্গে কাটালাম। ওরলোভ-এর সঙ্গে তার এই প্রথম সাক্ষাৎকার।'

'কি রকম হলো?'

'খুব খারাপ।'

'তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো। অকৃতজ্ঞ বাস্টার্ড! গণ্ডগোলটা কোথায় শুনি?'

'কালভিন, সত্য তথ্যটা প্রকাশ করেছে ম্যাকক্রেডি। আমেরিকনা বিরোধী নয় সে, আর বোকাও নয় সে। তার বিশ্বাস ওরলোভ জালি লোক। আর এটা একটা পূর্ব পরিকল্পিত ফাঁদও ধরে নেওয়া যেতে পারে।'

'তুমি ওকে বলেছো, আমাদের এখানে অনেকগুলো টেস্টের মুখোমুখি হতে হয়েছে ওরলোভকে, যার মধ্যে পলিগ্রাফ টেস্ট অন্যতম। সেই সব টেস্টে আমরা সন্তুষ্ট, খাঁটি লোক সে। তার সব খবরই সত্যি।

'হ্যাঁ, বলেছি, পাল্টা যুক্তি দেখিয়েছে ম্যাকক্রেডি। যেমন ধরা যাক, সোভিয়েতের সামরিক শক্তি, অস্ত্রসম্ভার, যুদ্ধ পরিকল্পনা, এ ব্যাপারে সামের অভিমত হলো, যে কোনো সময় এ সব বদলে দিতে পারে মস্কো।'

'তার যুক্তির স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ আছে তার?' জিজ্ঞেস করলো কালভিন।

'না, আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মস্কোয় তার নিজস্ব কোনো লোক আছে কিনা। অস্বীকার করেছে সে। বলেছে সে এটা তার দেশের বুদ্ধিজীবিদের অভিমত। ওরলোভ-এর খবরের ব্যাপারে তাদের এই বিরূপ ধারণা।'

এক মুহূর্তের জন্য নীরবতা, মনে হলো, গভীরভাবে কি যেন ভাবছে বেইলি। তারপর আবার মুখ খুললো সে, 'তার সেই অস্বীকারের কথাটা তুমি বিশ্বাস করবে জো?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমি তার কোনো কথাই বিশ্বাস করি না। মনে হয়, মিথ্যে বলেছে সে। আমার সন্দেহ, অন্য কারোর কথায় তারা এখন ওঠা-বসা করছে, যাকে আমরা জানি না, চিনি না, দেখিও নি কোনোদিন।'

'ঠিক আছে জো, সাম ম্যাকক্রেডিকে বলে দাও, আমাদের ব্যাপারে তাকে নাক গলাতে হবে না, আর এ ব্যাপারে সে যেন তার মুখ বন্ধ করে রাখে। ওরলোভ-এর কাছ থেকে যে সব তথ্য আমরা পেয়েছি, সবই সত্য এবং মূল্যবান বলে মনে করি। আমাদের দেশের বাইরে অন্য কারোর অযাচিত উপদেশ আমরা নিতে পারবো না, যতক্ষণ না সে সত্যিকারের প্রমাণ দেখাতে পারছে।'

'ও.কে.।'

কফি পান করার জন্য সাম ম্যাকক্রেডিকে আহ্বান জানালো জো রথ। সে এলো।

ম্যাকক্রেডি আসতেই রথ তাকে বলে, 'ল্যাংলের কালভিনকে ফোন করেছিলাম সাম। সব শুনে তিনি বলেন, ওরলোভকে আমরা অনেক ভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। পলিগ্রাফ টেস্টও হয়েছে, ওরলোভ-এর মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই বললেই তার ধারণা। সত্যি কথাই বলেছে সে আমাদের।

'আচ্ছা সাম, মস্কোয় কোথাও তোমাদের কোনো এজেন্ট আছে? যিশুর দোহাই দিয়ে বলছি, তার নাম কি বলতে পারো? আমি সরকারী ভাবেই জানতে চাইছি। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে চাই। কারণ ওরলোভকে তিন-তিনবার পলিগ্রাফ টেস্ট করা হয়েছে। ঈশ্বরের দোহাই, সেটাই তো যথেষ্ট প্রমাণ।'

উত্তরের জন্য ম্যাকক্রেডি তার বুক বুক-পকেট থেকে একটা কাগজের স্লিপ বার করে মেলে ধরলো রথের সামনে। তাতে লেখা ছিলো এই রকম ঃ

> *আমরা আবিষ্কার করেছি, কিছু পূর্ব ইউরোপীয়রা যে কোনো সময়ে পলিগ্রাফ টেস্ট বানচাল করে দিতে পারে। এ ব্যাপারে আমেরিকানরা খুব একটা ভালো নয়। কারণ আমরা জোর গলায় সত্যি কথাটা প্রকাশ করতে জানি, আবার যখন মিথ্যে বলি, তখন আমরা অতি সহজেই স্বীকার করে নিই, মিথ্যে বলছি। কিন্তু আমরা দেখেছি, বহু ইউরোপীয় আছে, যারা কিনা অনায়াসে পলিগ্রাফ টেস্টে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে। পৃথিবীতে এমন কিছু লোক আছে যারা অনর্গলি মিথ্যে কথা বলে যায় সব সময়, জীবনে মিথ্যে ছাড়া সত্যি কথা কখনো বলেনি। তাদের ক্ষেত্রে মিথ্যেটাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে পলিগ্রাফ কিংবা লাই-ডিটেক্টরে তাদের মিথ্যেটা ধরা পড়বেই বা কি করে। সেক্ষেত্রে মিথ্যেটাই সত্য বলে পরিগণিত হয়ে থাকে...*

নাক সিঁটকে কাগজটা ফেরত দিতে গিয়ে বললো রথ, 'এ হলো অর্ধেক গাধার গবেষণার ফসল, ল্যাংলের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই এ ব্যাপারে।'

ওয়াশিংটনে ডি.সি.আই. এবং এফ.বি.আই. একমত হলো। রেমান্সট-এর ব্যাপারে ওরলোভ-এর জবানবন্দী সত্য হলে, তাকে তুলে নিয়ে এলেই হাতে নাতে প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে রথ ও ম্যাকক্রেডি মতলব আঁটলো, বিকেলে, পাঁচটায় ছুটির পর রেমান্টস যখন এয়ারোক্রাফ্ট অফিস থেকে বেরুবে তখন তাকে তুলে নিয়ে আসা হবে। রেমান্টস তার গাড়িতে উঠে বসলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। কাজটা খুব তাড়াতাড়ি এবং তৎপরতার সঙ্গে করতে হবে। তাহলে কাকপক্ষীও কেউ জানতে পারবে না।

রেমান্টস ঠিক পাঁচটায় অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হতে গেলো। বেঞ্চে বসে একজন কালো চামড়ার লোক এবং একজন কিউবার লোক একটা কারবারের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করতে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো তারা। কিউবার লোক গুলিবিদ্ধ হলো। আর্ত চিৎকার শুনে পুলিশ ছুটে এলো ঘটনাস্থলে। ততক্ষণে রক্তের হোলি খেলা প্রায় শেষ, দু'পক্ষেরই প্রায় সবাই সরে পড়লো।

রেমান্টস-এর তখন উভয়সঙ্কট অবস্থা। তার মাথায় একটা গুলি বিদ্ধ হলো। ওদিকে নিজেদের মধ্যে মারামারি করার ফলে যুদ্ধের হোলি খেলা শেষে দেখা গেলো রাস্তার ওপর দুটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, একজন রুশ—রেমান্টস এবং অন্যজন হলো কিউবার লোক।

আমেরিকার সব কাজই হলো প্রযুক্তি বিদ্যা নির্ভর, এবং সময় সময় এ-নিয়ে সমালোচিতও হয় তারা কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যা যখন সর্বোচ্চ ক্ষমতা বলে বিরাট কিছু করে বসে তখন তার ফলাফল কেউ অস্বীকার করতে পারে না। রেমান্টসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা আর সম্ভব হলো না। এই অধ্যায়টা অসময়ে শেষ হয়ে গেলো, তার সম্পর্কে ওরলোভ-এর জবানবন্দীর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হলো না।

'আর কোনো পথ নেই,' শান্ত ভাবে বললো ম্যাকক্রেডি, 'ওয়াশিংটনে রেমান্টস আক্রান্ত হওয়ার সময় ও জায়গাটা জানতে হবে। আমার অনুমান, এটাও ওরলোভ-এর একটা চাল, রেমান্টস-এর নামটা ফাঁস করে দিয়েই সে তার লোকদের খবর দেয় তাকে খতম করার জন্য। তা না হলে তোমার এজেন্সির কোনো লোক এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে, সম্ভবত নিচু স্তরের ক্লার্ক, ক্রিস্টোগ্রাফার, সেক্রেটারি...'

রথ এ্যালকনবারিতে ফিরে আসার পরেই পিওটর ওরলোভ লক্ষ্য করলো তার চারপাশের লোকেদের পরিবর্তন ঘটেছে। স্বীকারোক্তি নেওয়ার পরে তার সামনে এসে বসলো রথ। তার সামনে পলিগ্রাফ মেসিন। তার মানে আবার পলিগ্রাফ টেস্ট।

'কোনো গণ্ডগোল জো?' শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করলো ওরলোভ।

'হ্যাঁ, পিওটর, ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল।'

প্রতিবাদ করলো না ওরলোভ। এই নিয়ে চতুর্থবার পলিগ্রাফ টেস্টের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাকে।

'তুমি কি কে.জি.বি.-র হয়ে ডবল এজেন্টের কাজ করছো?'

'না।'

এ পর্যন্ত যে সব খবর তুমি দিয়েছো, সব সত্য?'

'হ্যাঁ।'

'এমন কোনো জরুরী খবর আছে যা তুমি দাও নি?'

প্রথমে কোনো উত্তর নেই ওরলোভ-এর, নীরব থাকে সে। চেয়ারের হাতল দুটো দু'হাতে আঁকড়ে ধরলো সে। অবশেষে কোনো রকমে বললো সে, না।'

সূক্ষ্ম কলমটা দ্রুত ওপর-নিচে ওঠা-নামা করতে থাকে বারবার। বড় অস্থির, বড় চঞ্চল, উত্তরটা তার মনঃপুতঃ হয় নি। অপারেটারের দিকে তাকিয়ে ইশারায় পলিগ্রাফ মেসিন মারফত উত্তরটা সংগ্রহ করতে বললো। তারপর সে নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে মেসিন থেকে কাগজটা সংগ্রহ করে নিয়ে মেসিন বন্ধ করার নির্দেশ দিলো অপারেটরকে।

'আমি দুঃখিত পিটার, তোমার উত্তরটা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে।'

ঘরের মধ্যে আবার নেমে এলো নীরবতা। পাঁচজন আমেরিকান তাকিয়ে থাকে ওরলোভের দিকে। এবং ওরলোভের দৃষ্টি ঘরের মেঝের ওপর স্থির নিবদ্ধ। শেষ পর্যন্ত চোখ তুলে তাকালো সে রথের দিকে।

'বন্ধু জো, আমি তোমার সঙ্গে একা কথা বলতে পারবো? কোনো মাইক্রোফোন নয়। কেবল আমি আর তুমি।'

তার প্রস্তাব আইন বিরুদ্ধ এবং ঝুঁকিও আছে। রথ ভাবলো, সব শেষ। কেন? কে এই বিভ্রান্তিকর লোকটা? এই প্রথম লাই-ডিটেক্টর টেস্টে ফেল করলো সে। এখন সে একা কেবল তার কাছে কিছু বলতে চায়। যা অন্য কেউ শুনতে পাবে না। যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সে তার সম্মতি জানালো। যখন ঘরে কেবল তারা দু'জন, সমস্ত প্রযুক্তিবিদ্যা। বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো, সে তখন মুখ খুললো, 'আচ্ছা জো, আমার দেশ ত্যাগের সময় সেই ভয়ঙ্কর ব্যস্ততা দেখে তুমি আশ্চর্য হও নি? ওয়াশিংটনের সঙ্গে কথা বলার অবসরও দিইনি তোমাকে।'

'হ্যাঁ, হয়েছি বৈকি। এ ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার উত্তরে আমি সন্তুষ্ট হতে পারি না। কেন তুমি ও ভাবে দেশত্যাগ করে আসতে চাইলে?'

'কারণ ভলকোভের মতো শেষ হয়ে যেতে চাইনি আমি।'

কনস্টানটাইন ভলকোভের দুরাবস্থার কথা কে না জানে। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে

ভলকোভ তখন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে আপাত দৃষ্টিতে সোভিয়েতের ভাইস কনসাল, ব্রিটিশ কনসুলেট-জেনারেলের অফিসে এসে একজন অফিসারকে বিস্মিত করে দিয়ে সে বলে, তুরস্কের কে.জি.বি.-র প্রধান সে, সে দেশত্যাগ করে সোভিয়েতের কিছু গোপন তথ্য প্রকাশ করতে চায়। তুরস্কে ৩১৪ এবং ব্রিটেনে ২৫০ জন কে.জি.বি.-র এজেন্টদের উড়িয়ে দিতে চায় সে। ভলকোভ আরো একটা খবর দেয়, ফরেন অফিসের দু'জন ব্রিটিশ ডিপ্লোম্যাট, আর. এস. আই. এস.-এর একজন অফিসার নাকি রাশিয়ার হয়ে কাজ করছে।'

খবরটা লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, ভলকোভ তখন কনসুলেটে ফিরে গিয়েছিলো। লণ্ডনে রাশিয়ান প্রধানকে বিষয়টা জানিয়ে দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সোভিয়েত এজেন্ট ইস্তাম্বুলে উড়ে যায়। ইস্তাম্বুলে শেষবারের মতো সোভিয়েত বিমানে উড়তে দেখা যায় ভলকোভকে, তার সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ। মস্কোয় ফিরে গেলে লুবিয়াঙ্কায় তার ওপর আমানুষিক অত্যাচার করা হয়, কয়েকদিন পরে মারা যায় সে।

চার

১৯৪৮ সালে সি.আই.এ.-র গোড়াপত্তনের পর থেকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে সি.আই.এ.-র প্রতিটি স্টাফকে লাই ডিটেক্টরের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাদের সততা যাচাই করে দেখার জন্য, এবং তাতে সুফলও পাওয়া গেছে, সি.আই.এ.-র মধ্যে কোনো বিশ্বাসঘাতকের স্থান নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে কেমন যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেলো পিওটর ওরালোভের শেষ জবানবন্দীতে। তার কথা যদি একান্তই সত্য হয়, তাহলে আমেরিকার প্রতি সেটা যে কতো ক্ষতি তার হিসাব-নিকাশ সারতে একটা দশক কেটে যাবে। হাজার হাজার এজেন্টদের নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে, বদলাতে হবে তাদের সাংকেতিক-নাম, বৈদেশিক কার্যক্রমের পরিবর্তন এবং আরো অনেক কিছুরই বদল করতে হবে। আর তার জন্য খরচ হবে কোটি কোটি ডলার। তাছাড়া এজেন্সির সুনামও সাংঘাতিকভাবে ক্ষতি হবে, বেশ কয়েক বছর লাগবে সেই দুর্নাম ঘোচাতে। রথের মনে এখন একটাই প্রশ্ন কেবল, কার কাছে যাবে, কার সঙ্গে পরামর্শ করবে। ঠিক ভোর হওয়ার আগে মনঃস্থির করে ফেলে সে। বিছানা থেকে উঠে পোষাক বদলে করে নেয়। চলে যাওয়ার আগে ওরলোভের দিকে তাকালো, সে তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ক্রোলকে বললো সে, 'আমার হয়ে ওর প্রতি নজর রেখো। দেখো, কেউ যেন ওর ঘরে না ঢোকে। ঐ লোকটা হঠাৎ আমাদের কাছে অত্যন্ত দামী হয়ে উঠেছে।'

নিজে গাড়ি চালিয়ে রথ তার লণ্ডনের এ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে অন্য নামের একটা পাসপোর্ট সঙ্গে নিলো। প্রাইভেট ব্রিটিশ বিমানে শেষ টিকিটটা সংগ্রহ করলো বোস্টনে যাওয়ার জন্য। শর্টরুটের দরুণ পাঁচ ঘন্টা সময় কম লাগলেও বোস্টনে পৌঁছোতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। ভাড়া গাড়িতে বিমান বন্দর থেকে জর্জটাউন। জর্জটাউন ইউনিসার্ভিটি ক্যাম্পাসের অদূরে কে. স্ট্রিটে এসে ভাড়া গাড়ি ছেড়ে দিয়ে হাঁটা পথে এগিয়ে চললো রথ।

তার গন্তব্যস্থল এখন ডি.সি. আই.-র বাড়ি। ডি.সি.আই. তখন নৈশভোজ সারছিলেন। প্রবেশ পথে সিকিউরিটিকে একটা জরুরী বার্তা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করলো সে। মিনিট খানেক পরেই তার ডাক পড়লো।

বছর সত্তর বয়স ডি.সি.আই.-র। এই পদের পক্ষে বয়সটা তাঁর অস্বাভাবিক বেশী, কিন্তু লোক হিসাবে অস্বাভাবিক তিনি। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ও.এস.এস.-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি, নাজি-অধিকৃত ফ্রান্সে এজেন্ট ছিলেন। যুদ্ধের পর ও.এস.এস. বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর সি.আই.এ.-র গোড়াপত্তনের শুরুতে ফার্স্ট ডাইরেক্টর এ্যালান ডালাস তাঁকে সুযোগ দেয় সি.আই.এ.-তে যোগ দেওয়ার জন্য। কিন্তু তখন তিনি তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেন। পরে বেশ কয়েক বছর পরে রোনাল্ড রেগন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি যখন তাঁর অতি বিশ্বস্ত লোকদের সি.আই.এর. কার্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন তখনি তিনি সি.আই.এ.-তে যোগ দেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিপত্নিক এবং ক্যাথলিক।

জো রথের মুখ থেকে সব শুনলেন তিনি মন দিয়ে তবে কোনো মন্তব্য করলেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি সোজা আমার এখানে এসেছো? অন্য আর কারোর কাছে এ কথা বলো নি তো?'

রথ ব্যাখ্যা করে বললো, নিজের দেশে, রাতের অন্ধকারে কি ভাবে চোরের মতোন এসে ঢুকেছে জাল

পাসপোর্ট ব্যবহার করে। মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, এক সময় হিটলারের দৃষ্টি এগিয়ে তাঁকেও ঠিক এই ভাবে পালিয়ে আসতে হয়েছিলো।

'বৎস, খুব ভালো কাজ করছো তুমি,' বললেন তিনি। রথকে ব্রাণ্ডি পান করতে দিলেন। তারপর বললেন, 'তুমি বলছো সতেরো বছর ধরে আমাদের লোক কে.জি.বি.-র হয়ে কাজ করছে?'

'হ্যাঁ, ওরলোভের মতে তাই। সবাই আমার সুপিরিয়র অফিসার, ফ্রাঙ্ক রাইট পর্যন্ত দীর্ঘ দিন ধরে এজেন্সিতে রয়েছে তারা। জানি না, এদের মধ্যে কে সেই বিশ্বাসঘাতক।'

অবশেষে বৃদ্ধ মন্তব্য করলেন, 'সিকিউরিটি অফিসের কেউ হবে। তবে চীফ নয়, নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত সে, কিন্তু চবিবশ বছর ধরে কাজ করছে সে। আমি তাকে ছুটিতে পাঠাবো। তার ডেপুটি হিসেবে একজন প্রতিভাবান যুবক কাজ করছে, চমৎকার ছেলে সে। আগে ওকালতি করত। আমার সন্দেহ, তার কার্যকলাপ পনেরো বছরের বেশী হবে না।'

আলেকজান্দ্রিয়ায় তার বাড়ি থেকে তাকে ডেকে পাঠানো হলো। সি.আই.এ.-তে যোগ দেয় সে পনেরো বছর আগে। তার বয়স এখন একচল্লিশ, নাম ম্যাক্স কিলোগ। সে তখন সবে শুতে যাচ্ছিলো। মাঝ রাতের কিছু পরে ফোনে খোদ ডি.সি.আই.-র ডাক পেয়ে ছুটে এলো।

রথ তার কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করলো। সব শুনলো সে, কোনো কিছু বাদ দিলো না, তবে কোনো নোট করলো না। বাড়তি দুটো প্রশ্ন করলো। সব শেষে ডি.সি.আই.-কে প্রশ্ন করলো সে, 'তা আমাকে কেন স্যার? হ্যারি তো শহরেই রয়েছে।'

'কারণ, একমাত্র তুমিই কেবল পনেরো বছর আমাদের সঙ্গে রয়েছো,' বললেন ডি.সি.আই.।

তারপর জোর দিয়ে তিনি বললেন, 'সকালেই তুমি উড়ে যাচ্ছো সেখানে....' তিনি তাঁর ঘড়ির সময় দেখলেন..., 'এখন থেকে তোমরা দু'জন আমার জন্য কাজ করবে, কেবল আমার জন্য। সরাসরি আমাকে রিপোর্ট দেবে। কোনো কাট-ছাঁট নয়। কোনে প্রশ্ন নয়। আমাকে সব জানাবে। এখন থেকে সব কিছুর মোকাবিলা আমিই করবো।'

স্পেশাল প্লেনে এ্যালকনবারির সেই নিরালা বিল্ডিং-এ এসে হাজির হলো জো রথ এবং ম্যাক্স কিলোগ। কর্ণেল ওরলোভের ঘরে ঢুকতে গিয়ে টেপ থেকে অতি পরিচিত গারফুঙ্কেলের গানের সুর ভেসে এলো রথের কানে। হ্যাঁ, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সুরটা উপযুক্তই বটে, ভাবলো রথ।

'তোমার সঙ্গে আবার কথা বলার জন্য আমরা এলাম। কিন্তু এবার আর চুপ করে থেকো না।'

সঙ্গে সঙ্গে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিলো ওরলোভ। বধূর পুরো দাম তাকে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়ে গেছে এখন কেবল একটাই প্রশ্ন, সেটা সে গ্রহণ করবে কি না।

নতুন করে ওরলোভের জবানবন্দী নেওয়ার সময় কোনো মাইক্রোফোন নয়, কোনো টেপরেকর্ডার নয়, সি.আই.এ.-র কোনো স্টাফ নয়, কিলোগ তাই চায়। ঘরের মধ্যে থাকবে কেবল সে আর রথ এবং তার পোর্টেবল রেকর্ডার এবং তার হাতে লেখা নোট।

'কে.জি.বি.-র হয়ে সি.আই.এ.-র যে লোকটা কজ করছে আজ সতেরো বছর ধরে, তার নাম কি বলতে পারো পিটার?' জিজ্ঞেস করলো রথ।

'না, তার নাম তো আমি কখনো শুনিনি,' উত্তরে বললো ওরলোভ, 'আমি শপথ নিয়ে বলছি, এজেন্ট স্প্যারোহোয়াক নামেই পরিচিত সে। জেনারেল ড্রোজডোভ ব্যক্তিগত ভাবে পরিচালনা করে থাকে তাকে।'

'কখন ও কোথায় তাকে নিয়োগ করা হয়?'

'আমার বিশ্বাস ভিয়েতনামে, ১৯৬৮ কিংবা ১৯৬৯ সালে হবে। আমি তখন প্ল্যানিং-এ ছিলাম, সায়গনের কাছাকাছি আমাদের একটা বিরাট অপারেশনের কাজ চলছিলো তখন। অবশ্যই সেই নিয়োগের ব্যাপারে স্থানীয় ভিয়েতনামীরা যথেষ্ট সাহায্য করেছিলো। তাদের মধ্যে একজন ভিয়েতকং তাকে নিয়ে আসে। ১৯৬১ সালে জেনারেল ড্রোজডোভ নিজে টোকিওতে যায় সেই আমেরিকান এজেন্টের সঙ্গে কথা বলার জন্য। আর তখন তার সাংকেতিক—নাম দেওয়া হয় স্প্যারোহোয়াক।'

'তা তুমি এ সব জানলে কি করে?'

'যোগাযোগ, টাকা হস্তান্তর, আমি তখন এ সব কাজের ইনচার্জ ছিলাম। তারপর ড্রোজডোভের পরিচালনায় অবৈধ ডাইরেক্টরেটের কাজকর্ম দেখাশোনা করার সময় স্প্যারোহোয়াকের সংস্পর্শে এসেছিলাম। আমাদের বিরুদ্ধে কোনো এজেন্ট কাজ করে থাকলে খবর পেতাম তার কাছ থেকে। আমি তখন সঠিক ডিপার্টমেন্টে খবরটা জানিয়ে দিতাম। তারা তখন তাকে খতম করার ব্যবস্থা করতো। এই ভাবেই কাস্ত্রো-বিরোধী চারজন কিউবানকে আমরা আমাদের হাতের মুঠোয় পাই।'

ম্যাক্স সব কিছু লিখে নিলো এবং সারারাত ধরে টেপটা চালিয়ে শুনেছিলো। অবশেষে রথকে বললো সে, 'কেবল একজনের চরিত্রই এই সব অভিযোগের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তবে সঠিক কে সে, ঠিক এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, কিন্তু রেকর্ডই প্রমাণ করে দেবে। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ক্রস-চেকিং করতে হবে। আর সে কাজ কেবল ওয়াশিংটনে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রিতে করা সম্ভব। তাই আমাকে ফিরে যেতে হবে।'

পরদিনই বিমানে উড়ে গেলো সে। ডি.সি.আই.-র সঙ্গে তাঁর জর্জটাউনের ম্যানসনে কাটালো সে দীর্ঘ পাঁচটি ঘন্টা। ডি.সি.আই.-র ব্যক্তিগত ফরমাসে সমস্ত রেকর্ড-পত্র দেখার সুযোগ পেয়ে গেলো সে।

উত্তর লণ্ডনে একটা ছোট্ট পার্ক গোল্ডার্স হিল। একটা মিনি চিড়িয়াখানাও বলা যেতে পারে। ম্যাক্স কিলোগ ওয়াশিংটনে ফিরে যাওয়ার দিন সেখানে কীপসেকর সঙ্গে মিলিত হতো ম্যাকক্রেডি।

'রাশিয়ান এমব্যাসির অবস্থা ভালো নয়,' খবর দেয় কীপসেক। 'মস্কোর নির্দেশ মতো কে-লাইনের লোকেরা পুরনো ফাইলগুলো তলব করেছে। সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেসন, সম্ভবত পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত এমব্যাসিগুলো শুরু করে দিয়েছে।'

'আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?'

'সম্ভবত পারো। ওরলোভের ব্যাপারে কিছু ভালো খবর যদি তাদের দিতে পারতাম,' সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ নিলো কীপসেক, 'তা ওরলোভের খবর কি বলো?'

'সব কিছু বেশ শান্ত ভাবেই চলছে,' উত্তরে ম্যাকক্রেডি বলে, 'আমি তার সঙ্গে আধ-বেলা কাটিয়েছি। জো রথের মনে ওরলোভের ব্যাপারে কিছু সন্দেহের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছি। বলেছি, ওরলোভ লোকটা কে.জি.বি.-র আসল এজেন্ট নয়, জালি লোক সে। নকল পাসপোর্ট ব্যবহার করে ফিরে গেছে সে ওয়াশিংটনে রাতের অন্ধকারে। লণ্ডনে ফিরে এসেছে কিনা জানি না, এলেও নিয়মিত বিমানবন্দর দিয়ে আসেনি সে। হয়তো মিলিটারি ফ্লাইটে সরাসরি এ্যালকনবারিতে উড়ে এসে থাকবে। এক সপ্তাহ হলো কোনো খবর নেই।'

'তাহলে ওরলোভ একটা বিরাট মিথ্যে কথা রটিয়ে দিতে পেরেছে। সি.আই.এ.-র মধ্যেই গণ্ডগোল।'

'এর পরিণতি কি হতে পারে, তোমার কোনো ধারণা আছে।'

কীপসেক তার গাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় বলে, 'সি.আই.এ. হঠাৎ যে লোকটার ওপর নিরুৎসাহ বোধ করতে শুরু করবে, সেই লোকটাই হবে তাদের টার্গেট, সন্দেহের কারণ, অথচ সেই লোকটা প্রকৃতপক্ষে নির্দোষ।'

আতঙ্কে শিউরে উঠলো এডওয়ার্ড। 'তুমি বলছো, এ্যালকনবারিতে ওরলোভের অবস্থানের খবরটা মস্কোতে জানিয়ে দেওয়ার জন্য। লাংলে জানতে পারলে যুদ্ধ অনিবার্য। ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি, এতো বড় একটা অন্যায় কেন করতে যাবে বলো?'

'একটা পরীক্ষা। কীপসেককে আমি বিশ্বাস করি। সে যে একজন খাঁটি লোক, তাতে আমরা কোনো সন্দেহ নেই। আমি তাকে বিশ্বাস করি, অতএব আমার ধারণা, ওরলোভ জালি লোক। মস্কোর মধ্যে যদি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়, ওরলোভের কোনো ক্ষতি যদি তারা না করে, তাতেই প্রমাণ হয়ে যাবে আমাদের ধারণা নির্ভুল। এমন কি আমেরিকানরাও বিশ্বাস করে নেবে।'

'আর যদি তারা ওরলোভকে হত্যা করে? তুমি কি তখন কালভিন বেইলিকে খবর দিতে যাবে?'

'না, তারা সে ভুল করবে না।' ম্যাকক্রেডি জানায়, 'ভালো কথা, কালভিন এখানে আসছে, ছুটি কাটাতে।'

সি.আই.এ.-র হেডকোয়ার্টারে স্তূপাকার ফাইলের মধ্যে দু'রাত্রি ডুবে থাকার পর ম্যাক্স কিলোগ তার ফাইল, নোট, ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট-এর কপি এবং ফটোগ্রাফ সঙ্গে নিয়ে ডি.সি.আই.-এর জর্জটাউন ম্যানসনে এসে হাজির হলো রিপোর্ট করার জন্য। তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো।

লাইব্রেরী রুমে পুরনো ও কাঠের টেবিলের সামনের মুখোমুখি বসেছিলো তারা। বৃদ্ধ ডি.সি.আই. স্থির দৃষ্টি রেখে ম্যাক্স-এর রিপোর্ট শুনছিলেন মন দিয়ে, মাঝে মাঝ ম্যাক্স-এর দেওয়া নথিপত্রগুলোর ওপর চোখ বুলোচ্ছিলেন। ম্যাক্স তার বক্তব্য শেষ করতেই বললেন তিনি, 'এর পর আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না, কি বলো?'

মাথা নাড়লো ম্যাক্স। 'প্রমাণ হিসেবে ওরলোভ সাতাশটা পয়েন্ট দিয়েছে তার মধ্যে ছাব্বিশটা মিলিয়ে দেখেছি।'

'সবই কি আনুষঙ্গিক?'

'অবশ্যই।'

'আনুষঙ্গিক নজির বা প্রমাণ দিয়ে কাউকে কি অভিযুক্ত করা যায়?'

'হ্যাঁ, স্যার। শুধু প্রমাণ নয় প্রচুর নথিপত্রও হাতে পেয়েছি। কাউকে খুনের অভিযোগ অভিযুক্ত করার জন্য সব সময় যে খুনীকে ঘটনাস্থলে হাতে-নাতে ধরতেইত হবে, আইনে সেরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।'

'স্বীকারোক্তির কোনো প্রয়োজন নেই?

'না। তার আর অবশ্যই সম্ভাবনাও নেই। আসামী অত্যন্ত চতুর, দক্ষ, রুক্ষ এবং অভিজ্ঞ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডি.সি.আই.।

জর্জটাউনে গ্রীষ্মের রাতে অন্ধকারের ছায়াটা ক্রমশঃ গভীর হতে থাকে। এবং বৃদ্ধের মনেও তার ছায়া পড়ে। একা বসেছিলেন ডি.সি.আই., ভাবছিলেন ফেলে আসা দিনগুলির কথা, ভাবছিলেন তার বন্ধু ও সহকর্মীদের কথা—উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কতো যুবক-যুবতীদের যাদের তিনি পাঠিয়েছিলেন আটলান্টিক প্রাচীরের বাইরে এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর যাদের মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছিল। শত্রুপক্ষকে গোপন খবর ও নথিপত্র পাচারের অভিযোগে, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অপরাধে। সেই সময়ে কোনো ক্ষমা ছিলো না। বিশ্বাসঘাতকদের একমাত্র শাস্তি, মৃত্যু। টেবিলের ওপর রাখা ফটোটার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকেন তিনি।

'বেজন্মা,' নরম গলায় নিজের মনে বললেন, তিনি, 'বিশ্বাসঘাতক, বেজন্মা!'

পরের দিন সেঞ্চুরি হাউসে ম্যাকক্রেডির অফিসে একজন দূত প্রবেশ করে একটা চিরকূট দিয়ে গেলো। সাম তখন কাজে ব্যস্ত, ইশারায় ডেনিস গান্টকে পড়তে বললো সেই চিরকুটটা। গান্ট পড়লো সেটা, সঙ্গে সঙ্গে শিষ দিয়ে উঠে সেটা এগিয়ে দিলো সামের সামনে। ল্যাংলের সি.আই.এ. থেকে অনুরোধ করা হয়েছে সেই চিরকূটে : ইউরোপে কালভিন বেইলির অবসর যাপনের সময় তাকে ছুটি উপভোগের সব রকম সুযোগ-সুবিধা দিলেও সরকারী কোনো খবর যেন তাকে দেওয়া না হয়, বিশেষ করে আমাদের এজেন্সির ব্যাপারে।'

'ওরলোভ?' প্রশ্ন চোখে তাকালো গান্ট।

'আমার ভোটটা পেলো সে তাহলে,' বললো ম্যাকক্রেডি, 'কি করে বোঝাই আমি তাদের?'

এ ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নিলো সে। কীপসেককে খবর দেওয়ার জন্য একটা ডেড-লেটার বক্স ব্যবহার করলো সে। জরুরী সাক্ষাৎকারের জন্য কীপসেককে অনুরোধ করে চিরকূটটা ফেলে এলো সেখানে ম্যাকক্রেডি।

মধ্যাহ্নভোজের সময় বিমান বন্দরের নজরদার তাকে খবর দিলো : জো রথ আবার লণ্ডন থেকে বোস্টনে পাড়ি দিয়েছে, এবারেও সেই নকল পাসপোর্ট ব্যবহার করেছে সে।

সেই দিনই সন্ধ্যায় পাঁচ ঘন্টায় আটলান্টিক পেরিয়ে এসে ডি.সি.আই.-এর ম্যানসনে ওক কাঠের টেবিলের সামনে বসে থাকতে দেখা গেলো জো রথকে। তার ঠিক উল্টোদিকে বসেছিলেন ডি.সি. আই. এবং তাঁর ডান পাশে ম্যাক্স কিলোগ। ভয়ঙ্কর হিংস্র দেখাচ্ছিলো বৃদ্ধকে। আর কিলোগকে কেমন যেন একটু নার্ভাস বলে মনে হচ্ছিলো। তার চোখের সামনে সমস্ত নথিপত্র ছড়ানো ছিলো টেবিলের ওপরে।

ম্যাক্স, আবার শুরু করো, একেবারে গোড়া থেকে। 'ঠিক যেমন ভাবে আমাকে বলেছিলে।'

'১৯৬৭ সালে কালভিন বেইলিকে ভিয়েতনামে জি-১২ প্রভিসনাল অফিসার হিসেবে পাঠানো হয়েছিলো।

ফোয়েনিক্স প্রোগ্রামের কাজে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তর ওপর। জো, তুমি নিশ্চয়ই সেই প্রোগ্রামের কথা শুনে থাকবে।'

মাথা নাড়লো রথ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে আমেরিকা মরীয়া হয়ে ওঠে টেরোরিস্টদের দমন করার জন্য। উপায়ন্তর না দেখে তারা তখন টেরোরিস্টদের রুখবার জন্য একটা পাল্টা টেররিস্ট বাহিনী সৃষ্টি করলো। উদ্দেশ্য একদল ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে আর একদল ভিয়েতনামীদের উস্কে দেওয়া। এমনিতেই সব দেশে সব সময়ে এ ওর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রেষারেষি লেগেই থাকে, চরিত্র হনন, সম্পত্তি, জমি-জমা সংক্রান্ত মামলা এবং আরো অনেক কিছু। সেই সুযোগটাই নিতে চাইলো আমেরিকানরা। আর এরই নাম হলো ফোয়েনিক্স প্রোগ্রাম। সেই প্রোগ্রাম রূপায়ণ করে দেখা গেলো, অচিরেই ভিয়েতনামীরা নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিতে থাকে শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে। এই ভাবেই হয়তো আসল ভিয়েতনাম যুদ্ধের মোড় ঘোরানো সম্ভব হতে পারে, ভাবলো আমেরিকা।

'সেই সময় আমেরিকা থেকে সদ্য পাঠানো একজন আমেরিকান যুবক দেখলো, ভিয়েতনামে তখন যে অবস্থা চলছিলো, নিজের দেশে নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা, মারামারি, রেষারেষি, খুনোখুনি, সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য কোনো শান্তিকামি মানুষ দেখে সহ্য করতে পারবে না। নিপীড়িত, অত্যাচারিত ভিয়েতনামীদের তখন পেশাগত সাহায্যের প্রয়োজন ছিলো। সেই দর্শন তার মাথা ঘুরিয়ে দেয়, তার মনেরও পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। কালভিন বেইলি হলো সেই আমেরিকান যুবক, যেমন ভাবে কোরিয়ার যুদ্ধে জর্জ ব্লোকের মনের পরিবর্তন ঘটেছিলো। জর্জ ব্লোকের ক্ষেত্রে আমাদের হাতে কোনো প্রমাণ বা নজির ছিলো না, কারণ সেটা ঘটেছিলো একজন মানুষের বিবেকের কাছে তার মস্তিষ্কে নাড়া দিয়েছিলো ভয়াবহ সেই পরিস্থিতি; কিন্তু কালভিনের বেলায় ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম, সে তার নবলব্ধ দর্শন কার্যকর করার জন্য কাজে নেমে পড়েছিলো, তার এই রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। আমাদের কাছে এমন সব প্রমাণ ও নজির আছে, তার থেকে সহজেই তাকে সন্দেহ করা যেতে পারে।'

'১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে মাইলাই গ্রামে যায় বেইলি। সেই বীভৎস হত্যাকান্ড হওয়ার ঠিক চার ঘন্টা পরে। মাইলাই গ্রামের কথা তোমার মনে আছে তো?'

আবার মাথা নাড়লো রথ। এ সবই তার যৌবন কালের ঘটনা। বেশ ভালোই মনে আছে তার। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে আমেরিকান ইনফ্যান্ট্রি কোম্পানি সেই ছোট্ট গ্রাম মাইলাইতে গিয়ে হাজির হয়। তাদের সন্দেহ ছিলো, ভিয়েতকং কিংবা কিছু সহানুভূতিশীল ব্যক্তি লুকিয়ে ছিলো সেখানে আর ঠিক সেই কারণেই আমেরিকানরা বার বার সেখানে তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছিল। তাদের প্রশ্নের কোনো সদুত্তর না পেয়ে তারা তখন গুলি করতে শুরু করে দেয়, আর একবার শুরু হলো থামে না যতক্ষণ না ৪৫০ জন নিরস্ত্র নাগরিক, নারী পুরুষ ও শিশু সহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। সেখানে মৃতের পাহাড় জমে যায়। সেই দুঃসংবাদ আমেরিকায় ফাঁস হতে আঠারো মাস সময় লেগে যায়, ঠিক যেদিনটি লেফটেনান্ট উইলিয়াম ক্যালিকে কোর্ট মার্শাল করা হয়। কিন্তু রেকর্ড থেকে দেখা যায়, ঘটনার ঠিক চার ঘন্টা পরই ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছোয় কালভিন বেইলি, আর নিজের চোখে সব সে দেখেছিলো।'

'এই সেই রিপোর্ট,' বললো কিলগো, বেশ কয়েকটা পৃষ্টা রথের দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে সে আরো বলে, 'তার নিজের লেখা রিপোর্ট। দেখেই তুমি বুঝতে পারবে, ভয়ার্ত মানুষের কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা রিপোর্ট। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অভিজ্ঞতা বেইলিকে একজন কমিউনিস্ট সহানুভূতিশীলে পরিণত করে থাকবে।'

'ছ'মাস পরে বেইলি রিপোর্ট করে, দু'জন ভিয়েতনামী ভাইকে নিয়োগ করেছে সে, নুগুয়েন ভান ট্রোক এবং ভো নুগুয়েন কান, এবং ক্রমে ক্রমে তাদের ভিয়েতকংদের নিজস্ব ইনটেলিজেন্স সেট-আপে অনুপ্রবেশ ঘটায়। বেইলির মতে, দু'বছর ধরে সে তাদের চালান করে ছিলো। কিন্তু ওরলোভের ধারণা অন্য বকম। বরং তারাই বেইলিকে চালান করে। দেখো, এই ফটোগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে, কার কথা ঠিক!'

রথের হাতে দুটো ফটোগ্রাফ তুলে দেয় ম্যাক্স। তাতে দেখা যায় দু'জন তরুণ ভিয়েতনামী পুরুষের ছবি, পিছনে জঙ্গল। একজনের মুখ তার হাত দিয়ে ঢাকা, এর থেকে বোঝা যায়, সে মৃত। আর একটা ফটো অনেক পরে তোলা, একটা বাড়ির বারান্দায় পুরনো চেয়ার ইতস্তত ছড়ানো, একদল ভিয়েতনামী অফিসারদের ছবি। তাদের চা পরিবেশন করার দৃশ্য। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছিল স্টুয়ার্ড।

ফটোটা ভালো করে দেখে রথ। নুগুয়েন ভান ট্রোক, আরো দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে তার, কিন্তু সেই একই লোক। তার পরনে সিনিয়ার অফিসারের পোষাক।

'এখন সে ভিয়েতনামি কাউন্টার-ইনটেলিজেন্স-এর প্রধান ডেপুটি,' বললো কিলোগ, ' নোট, করে রাখো।'

'এরপর ওরলোভের অনুমানের কথাই ধরা যাক না কেন, তার মতে, ঠিক সেই সময়ে সায়গনে কে.জি.বি.-র কাছে যাতায়াত ছিলো বেইলির। ওরলোভ আরো বলেছে, ১৯৭০ সালে সায়গনে একজন সুইডিস ব্যবসায়ী কে.জি.বি.-র স্থানীয় এজেন্ট হিসেবে যায়, এখন যদিও সে মৃত। কিন্তু আদৌ সে সুইডেনের ব্যবসায়ী ছিলো না, সুইডিস কাউন্টার-ইনটেলিজেন্স পরে খবরটা ফাঁস করে দেয়। তাহলে এর থেকে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে, সম্ভবত লোকটা মস্কো থেকেই এসেছে। যখনি সে চাইতো তার সঙ্গে দেখা করতো বেইলি।'

'এরপর চলে এসো টোকিওতে। ওরলোভ বলেছে সেই একই বছরে, ১৯৭০ সালে ড্রোজালোভ টোকিওয় যায়, বেইলির সঙ্গে গোপন সলাপরামর্শ করে তার সাংকেতিক নাম রাখে স্প্যারোহোয়াক। ড্রোজেডোভ যে টোকিওয়র গিয়েছিলো তার প্রমাণ আমাদের কাছে না থাকলেও বেইলি যে সেখানে গিয়েছিলো তার প্রমাণ আমাদের কাছে অবশ্যই আছে। আমাদের নিজস্বে এয়ারলাইনের মুভমেন্ট রেকর্ড বলছে, সেই সময়ে বেইলি টোকিওয় গিয়েছিলো। ১৯৭১ সালে গিয়ে ফিরে আসে সে আমেরিকায়, একজন অনুগত মন প্রান সঁপে দেওয়া কে.জি.বি.এজেন্ট হিসাবে।'

'ওরলোভ চারটি ব্যাঙ্কের নাম বলেছে, যেখানে মস্কোয় তার ডিপার্টমেন্ট, সেই বিশ্বাসঘাতকের নামে নগদ টাকা ট্রান্সফার রয়েছে। এই হলো সেই চারটি ব্যাঙ্কের একাউন্ট—ফ্রাঙ্কফুর্ট, হেলসিঙ্কি, স্টকহোম ও ভিয়েনা। আর এই হলো ডিপোজিট স্লিপ, মোটা অঙ্কের নগদ টাকা। চারজন টেলরকে ফটো দেখানো হয়, তিনজন সনাক্ত করে সেই ফটো। রক্ত-মাংসের মানুষটিকে, যে কিনা, সেই সব ব্যাঙ্কে একাউন্ট খুলেছিলো।'

কালভিন বেইলির ফটোটা রথের হাতে তুলে দেয় ম্যাক্স। তার মুখের দিকে অবাক চোখে তাকাতে গিয়ে রথের মনে হয় যেন কোনো অজানা অচেনা আগন্তুকের মুখ ভেসে উঠেছে তার চোখের সামনে। আশ্চর্য, এই লোকটার সঙ্গে তার পরিবার মেলামেশা করেছে। এ যেন এক রহস্যময় মুখ, জটিল, অনেক সংশয় ভরা সেই মুখ।'

'সবশেষে সম্প্রতি দু'জন এজেন্ট খুন হওয়ার প্রসঙ্গে আসা যাক। এই দুটি নামই উল্লেখ করেছিলো ওরলোভ। বেইলি তোমাকে বলে রেখেছিলো ওরলোভের কাছ থেকে নতুন কোনো খবর পেলেই তাকে জানাবার জন্য।'

'হ্যাঁ, সেটা তো গতানুগতিক ব্যাপার। স্পেশাল অপারেশন প্রোজেক্টের ইনচার্জ হিসেবে সবার আগে তারই তো সব কিছু প্রথমে দেখা উচিত।'

ম্যাক্স তার শেষ ফাইলটা বন্ধ করতেই ডি.সি.আই. তাকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর রথের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি মনে হয় জো?'

'জানেন, ব্রিটিশদের ধারণা, ওরলোভ একজন জালি লোক?'

ডি.সি.আই.-র মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠতে দেখা যায়। 'প্রমাণ কোথায় জো? তুমি তাদের প্রমাণ করতে বলো। তারা তোমাকে কোনো প্রমাণ দেখাতে পেরেছে?'

মাথা নাড়লো জো।

'তারা কি বলেছে মস্কোয় তাদের উঁচু মহলের একজন মুরুব্বি আছে, ওরলোভের সততার ব্যাপারে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছে?'

'না স্যার। সেটা অস্বীকার করেছে সাম ম্যাকক্রেডি।'

'তাহলে তাদের সব অনুমানই মিথ্যে,' বললেন, ডি.সি.আই. 'কোনো প্রমাণই তাদের কাছে নেই জো। আসলে ওরলোভকে তারা তাদের হাতের মুঠোয় না পেয়ে এই ভাবেই তার নামে দুর্নাম রটাচ্ছে। অথচ আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে, পাতার পর পাতায় ভরা সব প্রমাণ।'

স্টিমারটা মাঝ-নদীতে গিয়ে পড়তেই হাল্কা ধূসর সুটের লোকটা শান্ত ভাবে উঠে দাঁড়ালো এবং অনমনীয় মনোভাব নিয়ে এগিয়ে গেলো। এক মিনিট পরে আর একটি লোক, হাল্কা গ্রীষ্মকালীন রেনকোট গায়ে, অন্য আর একটা বেঞ্চ থেকে উঠে প্রথম লোকটির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এগিয়ে গেলো।

'তোমার এমব্যাসির খবর কি?' শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করলো ম্যাকক্রেডি।

'খুব একটা ভালো নয়,' বললো কীপসেক, 'একটা কেসের পুরো ফাইল বেপাত্তা।'

'বন্ধু, সাবধান হও। আর একটা পেনকোভস্কির ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা চাই না।'

'চিন্তা করো না। পেনকোভস্কির ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। যাইহোক, তোমার এদিককার খবর কি বলো?'

'ভালো নয়। আমাদের বিশ্বাস, কালভিন বেইলির নাম প্রকাশ করে দিয়েছে ওরলোভ। মিথ্যে বলছে।'

'আমি আর পারবো না', বললো ম্যাকক্রেডি, 'আমি অনেক চেষ্টা করেছি ওদের ভুল ভাঙ্গানোর জন্য। হেরে গেছি।'

'আবার চেষ্টা করো। একজনের জীবন-মরণের সমস্যা।'

'কেন সম্ভব নয়, বুঝতে পারছো না তুমি?'

'হ্যাঁ, জানি, ডি.সি.আই. বড় আবেগপ্রবণ লোক। আমার মনে হয় না আর একটা বড় দরের স্ক্যাণ্ডাল সে ছড়াতে দেবে। বেইলিকে একেবারে নীরব করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে সে। তবে পারবে না। খবরটা তখন লুফে নেবে কে.জি.বি.। বরং তারাই পাল্টা প্রচারে নামবে বেইলির সমর্থনে, সে কথা ডি.সি.আই. বেশ ভালো করেই জানে। এ সব ব্যাপারে কে.জি.বি. সিদ্ধহস্ত। তাই বলছি কি, ওদের সঙ্গে তোমার তো দোস্তি আছে, বোঝাও ওদের—'

'বললাম তো, অনেক চেষ্টা করেছি, হবে না। ওরা এখনো মনে করে, ওরলোভের প্রোডাক্ট খাঁটি ও মূল্যবান। ওরা তাকে বিশ্বাস করে অন্ধের মতো।'

'ভুল, ওরলোভ, সব কথা খুলে বলেনি আমেরিকানদের, না বলা কথা এখনো পেটের মধ্যে জমা করে রেখেছে সে। এ পর্যন্ত চারজন দেশত্যাগীর নাম সে প্রকাশ করেছে, যারা কে.জি.বি.-র হয়ে কাজ করেছে। কিন্তু আরো একজন আছে পঞ্চম ব্যক্তি। তার নামটা জিজ্ঞেস করতে বলো ওরলোভকে। তবে বলবে না সে। অথচ জানে সে। আগের চারজন—ডোনাল্ড ম্যাকলিন, গাই বারজেস, এ্যান্থনি ব্লান্ট আর সব থেকে সফল কিম ফিলবি, এদের রেকর্ড থাকে মেমারি রুমে। তবে ফিফথ্ ম্যানের রেকর্ড কেবল ব্ল্যাক বুক থেকেই পাওয়া যেতে পারে।'

পরদিন সকালে ওয়াশিংটন থেকে উড়ে এলো জো রথ।

ঠিক আড়াইটের সময় সে তার জগুয়ার গাড়িতে তুলে নিলো জো রথকে।

সোভিয়েত এমব্যাসির কাছে এসে গাড়ি থামালো ম্যাকক্রেডি। রথের দিকে ফিরে বললো সে, 'তুমি আমাকে দু'দুবার জিজ্ঞেস করেছিলে, মস্কোয় আমাদের কোনো মুরুব্বি আছে কিনা। আমি তখন অস্বীকার করেছিলাম। তবে একেবারে মিথ্যে বলিনি দোস্ত—মস্কোয় নয়, আমাদের সেই মুরুব্বি এখানে এই লণ্ডনেই আছে। ঐ দেখো, ঐ যে লোকটা রাস্তার ওপারে তার গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে, দেখতে পাচ্ছো?'

'আমি কি দেখেছি নিজেই সেটা বিশ্বাস করতে পারছি না,' ফিস্‌ফিসিয়ে বললো রথ। 'ঐ লোকটা তো নিকোলাই গোরোদোভ সে তো ব্রিটেনের কে.জি.বি.-র প্রধান পরিচালক।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আজ চার বছর ধরে আমাদের হয়ে কাজ করে যাচ্ছে সে। তোমরাও তার অনেক প্রোডাক্ট পেয়েছো ছদ্মপরিচয়ে, তবে একেবারে খাঁটি। ওরলোভ তোমাদের মিথ্যে বলেছে।'

'বেশ তো প্রমাণ করো,' বললো রথ, 'তুমি তো সব সময় আমাকে বলে আসছো, ওরলোভকে প্রমাণ করতে বলো, সে আসল লোক কিনা। এখন তুমি প্রমাণ করো, ঐ লোকটা আসলে তোমার কি না!'

'দেখবে প্রমাণ দেবো? যদি দেখো গাড়িতে ওঠার আগে গোরোদোভ ডান হাত দিয়ে বাঁ কান চুলকোয়, তাহলে ধরে নেবে, সে আমাদের লোক', বললো ম্যাকক্রেডি।

কালো রঙের লিমোসিন এমব্যাসির পোর্টিকো থেকে বেরিয়ে এসে গোরোদোভের সামনে এসে দাঁড়ালো ঠিক সেই সময়ে গাড়িতে ওঠার আগে ডান হাতটা তুলে গোরোদোভ তার বাঁ-কানের ওপর রাখলো, তারপরেই সে উঠে বসলো তার গাড়িতে, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা দ্রুত ছুটে বেরিয়ে গেলো তাদের চোখের সামনে দিয়ে।

বিস্মিত রথ বলে উঠলো, 'ডি.সি.আই.-কে খবরটা দিতে হবে। দরকার হলে ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে পারি।'

'তার আগে ওরলোভকে জিজ্ঞেস করো মস্কোর অনুগত আমাদের পঞ্চম গুপ্তচরটি কে? সে তার নাম জানে, কিন্তু বলবে না। না বলুক। কীপসেক আমাদের কথা দিয়েছে, মস্কো থেকে জেনে আসবে সেই পঞ্চম ব্যক্তিটির নাম। তবে তার জন্য কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

'কয়েক সপ্তাহ?' বললো রথ, 'কিন্তু এদিকে বেইলি যে এক সপ্তাহের মধ্যে ভিয়েনায় পাড়ি দিচ্ছে। ডি.সি.আই.-র আশঙ্কা, হাঙ্গেরীতে পালিয়ে যেতে পারে সে।'

'বেশ তো, এক কাজ করো না, জরুরী প্রয়োজনে তাকে ওয়াশিংটনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। সে যদি কথা শোনে তাহলে আরো কিছু দিন দেরী করা যেতে পারে। আর প্রত্যাখ্যান করলে তার জন্য ব্যবস্থা তো আছেই।' তার প্রস্তাবটা সমর্থন করলো রথ।

'আমি চেষ্টা করে দেখবো।' বললো জো। 'প্রথমে কাল সকালে এ্যালকোনবারিতে যাচ্ছি। ওরলোভ যদি সেই পঞ্চম ব্যক্তিটির নাম জানাতে অস্বীকার করে আমি তখন ডি.সি.আই.-এর কাছে টেলিগ্রাম পাঠাবো, বেইলিকে লাংলেতে ফেরত নেওয়ার জন্য, যাচাই-এর প্রয়োজন। মনে হয় ডি.সি.আই. অনুমতি দেবেন। এর ফলে কয়েক সপ্তাহ দেরী করা যেতে পারে।'

'সেটাই যথেষ্ট,' বললো ম্যাকক্রেডি, 'পুরনো বন্ধু, যথেষ্টর থেকেও অনেক বেশী হবে সেটা। সেই অবসরে কীপসেকও ফিরে আসবে, তখন আমরা সন্তুষ্ট করতে পারবো ডি.সি.আই.-কে। আমাকে বিশ্বাস করো।'

সূর্যাস্তের ঠিক পরে পরেই এ্যালকোনবারিতে এসে পৌঁছেলো রথ। ওরলোভকে তার ঘরেই পাওয়া গেলো।

ওরলোভের সঙ্গে নৈশভোজ সারলো রথ। খাবার ফাঁকে মস্কোর মেমারি রুমের প্রসঙ্গ তুললো রথ তার কাছে। আচ্ছা পিটার, সেখানে তো সেই চমৎকার পাঁচজন ভাড়াটে এজেন্টের ছবি আছে, তাই না?'

মাথা দোলালো ওরলোভ, 'না পাঁচজন নয়, কেবল চারজনের ফটো আছে, বারজেস, ফিলবি, ম্যাকলিন আর ব্লান্ট।'

কিন্তু একটা পঞ্চম ফ্রেম আছে তার মধ্যে স্রেফ একটা কালো কাগজ,' আভাষ দিলো রথ।

'হ্যাঁ,' এবার স্বীকার করতো ওরলোভ, 'একটা ফ্রেম, তবে তাতে কোনো ছবি নেই।'

'অবৈধ কার্যকলাপের ডাইরেক্টরেটে তুমি তো ছিলে। পূর্ণ সময়ের একজন মেজর, ব্ল্যাক বুকে সেই পঞ্চম ব্যক্তির নামটা তুমি নিশ্চয়ই দেখে থাকবে তাই না?'

'না, ওরা কখনো আমাকে সেই ব্ল্যাক বুকটা দেখায় নি।'

'পিটার সেই পঞ্চম ব্যক্তির নামটা কি বলো, প্রিজ—

'জানি না দোস্ত আমি তোমাকে শপথ করে বলতে পারি, আমি তার নাম জানি না।' আবার সে হাসলো আকর্ষণীয় হাসি। 'তুমি কি আমাকে এখন লাই-ডিটেক্টরের সামনে নিয়ে যেতে চাও?'

রথ তার হাসিটা ফিরিয়ে দিলো। না পিটার, আমি জানি চাইলে তুমি অনায়াসে হারিয়ে দিতে পারো লাই ডিটেক্টারকে।'

ঠিক করলো সে, কাল সকালেই লণ্ডনে ফিরে গিয়ে ডি.সি.আই.-র কাছে একটা কেবল্ পাঠাবে, বেইলিকে ওয়াশিংটনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

পরদিন সকালে ঘরদোর পরিষ্কার করার জন্য পরিচারিকা এলো। আজ তাকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিলো, নজর এড়ালো না ওরলোভের দেহরক্ষী ক্রোলের। সে তার পিছু নিতে ভুললো না। ওরলোভ তখন রুমে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে, মেয়েটি এগিয়ে যায় সেদিকে। তার হাতে ঘর পরিষ্কার করার ডাস্টার, ডাস্টারের নিচে লুকনো ছিলো সাইলেন্সার লাগালো অটোমেটিক। ওরলোভের ঘরের দরজা খুলে যায়, বেরিয়ে আসে সে দরজা পেরিয়ে। হাঁটু মুড়ে করিডোরের মেঝে পরিষ্কার করছিলো মেয়েটি। এবার সে তৎপর হলো, অটোমেটিকটা তুললো সে। ওদিকে ক্রোলও

প্রস্তুত, দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিলো সে। তার হাতের কোল্টটা গর্জে উঠলো মুহূর্তে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে, দ্বিতীয়বার ট্রিগার টেপার প্রয়োজন হলো না।

তখনো দরজার সামনেই থমকে দাঁড়িয়েছিলো ওরলোভ, সাদা ফ্যাকাশে মুখে।

'আরো খেলা চাও?' চিৎকার করে উঠলো সে, 'অনেক খেলাই তো হলো সি.আই.এ.-র।'

'এ খেলা সি.আই.এ.-র নয়? সহজ হওয়ার চেষ্টা করলো রথ, 'এ খেলা কে.জি.বি.-র।'

এ্যালকোনবারি আর নিরাপদ নয় ওরলোভের পক্ষে। ওরলোভ এবং তাদের পুরো দলটাকে আমেরিকায় ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে দু'ঘন্টা সময় লাগলো রথের। তাদের আমেরিকার উদ্দেশ্যে গাড়িতে চড়িয়ে রথ এবার তার গাড়িতে উঠে বসলো লণ্ডনে ফিরে যাওয়ার জন্য। সে এখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। সে এখন ভাবছে, মস্কোয় উধাও হয়ে গিয়ে বেইলি তো অনেক আগেই ওরলোভকে সরানোর ব্যবস্থা করতে পারতো, কে.জি.বি.-র কর্ণেল তার নামটা ফাঁস করে দেওয়ার আগে। সম্ভবত সে আশা করে থাকবে, ওরলোভ তার নাম দিতে পারবে না কখনো, সে খবর তার কাছে নেই। এটা বেইলির মারাত্মক ভুল। সবই ভুলে ভরা, বুঝি ভুল করার প্রবণতা থেকে গেছে সবার মধ্যে।

ওরলোভ হত্যার ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা দারুণ ভাবে বিচলিত করে তুললো টিমোথি এডওয়ার্ডকে। সেই ঘটনার পর সে এবার সাম ম্যাকক্রেডিকে এক হাত নিতে কসুর করলো না।

'সাম, অতি দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই মাত্র চীফের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে, কীপসেকের কাছে মোটেই তিনি সন্তুষ্ট নন। এখানে কীপসেকের অস্বাভাবিক চালচলন শুরু থেকেই সোভিয়েতের একটা মস্ত বড় চাল। দীর্ঘ চারবছর ধরে যে সব খবর সে আমাদের দিয়েছে সব ভূয়ো, মিথ্যে। আর তার সেই ভূয়ো খবরের জন্যই আমাদের আমেরিকান ভাইদের সঙ্গে একটা বিরোধ ঘটতে যাচ্ছে। চীফ তা চান না কখনোই। তার কাজে সন্তুষ্ট নন তিনি।'

এক সময়ে কীপসেকের প্রোডাক্টগুলো ভালো ফসল বলে মনে হয়েছিলে তাদের কাছে, এখন সে সব ভুয়ো খবর বলে মনে হচ্ছে। ভাগ্যের এ কি পরিহাস, ভাবলো সে, প্রতারকের পুরোপুরি ভুলের জন্য এই পরিণতি।

'মস্কো থেকে কবে ফিরে আসছে কীপসেক?' জানতে চাইলো টিমোথি।

'দু-তিন সপ্তাহ পরে।'

'মনে হয় না সে আর ফিরে আসবে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেছে। আমাদের কাছে খবর আছে, হীথ্রো বিমান বন্দরে বিনা বাধায় বিমানে উঠেছে সে। এর থেকে আমরা ধরে নিতে পারি, মস্কোই তার আসল বাড়ি।'

'না, আমি এখনো তা বিশ্বাস করি না।' ম্যাকক্রেডি জোর দিয়ে বলে, 'ফিরে সে আসবেই এক সুটকেস নথীপত্র সঙ্গে নিয়ে, প্রতিশ্রুতি মতো এটাই হবে তার শেষ কিস্তি। চীফকে আমি বুঝিয়ে বলতে চাই। যদি কিছু মনে না করো, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'ওঁর হয়ে আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তবে আমার মনে হয় না, কীপসেকের ব্যাপারে তাঁর মতের কোনো পরিবর্তন হতে পারে।'

যাই হোক চীফের সঙ্গে দেখা করলো ম্যাকক্রেডি। স্যার খ্রিস্টোফার মন দিয়ে শুনলো তার সব কথা। তারপর বললো সে, 'ধরো, শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো মস্কোর প্রতিই অনুগত সে?'

'তাহলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমি জেনে যাবো।'

'তারা তোমাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে,' চীফের পরবর্তী প্রশ্ন।

'আমার সেরকম মনে হয় না। এই মুহূর্তে কূটনৈতিক যুদ্ধ কখনোই চাইবে না মিঃ গরবোচভ। আর আমি ছাড়া অন্য আর কাউকে বিশ্বাস করে না কীপসেক। তাই ভাবছি মস্কোয় একবার ঘুরে আসবো।'

সামের প্রস্তাবটা ভেবে দেখলো চীফ। কীপসেককে হারালে, তাদের ক্ষেত্রে একটা বিরাট আঘাত আসবে। শতকরা দশ ভাগও যদি সম্ভাবনা থাকে তাহলে ম্যাকক্রেডিই ঠিক, আর গরোদোভ মস্কোর লোক নয় আদৌ। আমাদের কর্তব্য হলো, সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা, যদি সে রকম কোনো দূরাবস্থায় পড়ে থাকে সে। তবে এ কথাও ঠিক যে, রাজনৈতিক পতন একটা বড় দরের স্ক্যাণ্ডাল, প্রতারক যদি মস্কোয় হাতে-নাতে ধরা পড়ে যায় একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে সে।

'ঠিক আছে সাম, তুমি যেতে পারো। তবে তুমি একা যাবে। এখন থেকে আমি মনে করবো তোমার নাম কোনোদিনও শুনিনি। তুমি তোমার খুশি মতো যাচ্ছো সেখানে। আমার শুভ কামনা রইলো তোমার জন্য।'

এই চুক্তিতে প্রস্তুত হতে থাকলো ম্যাকক্রেডি মস্কো যাওয়ার জন্য। তিন দিন সময় লাগলো তার পরিকল্পনা করার জন্য।

বিভিন্ন ফ্লাইটে মস্কোয় প্রবেশ করলো তিনজন। প্রথমে র‍্যাবি বার্ণবয়ুম। সুইডিস প্লেনে জুরিখ থেকে আসছে সে। পাসপোর্ট কন্ট্রোল অফিসার কে.জি.বি.-র একজন বিশ্বস্ত তরুণ, সোনালী চুল নীল চোখ। অনেকক্ষণ ধরে র‍্যাবির দিকে তাকিয়ে রইলো সে, তারপর চোখ ফেরালো তার পাসপোর্টের দিকে। আমেরিকান, পরিচয় নরম্যান বার্ণবুয়ুম, বয়স ছাপান্ন। পাসপোর্ট অফিসারের বয়স বেশী হলে তার নিশ্চয়ই মনে পড়তো এক সময়ে কেবল মস্কোয় কেন সারা রাশিয়ায় গোঁড়া ইহুদিদের বসবাস ছিলো, যাদের অনেকেই র‍্যাবি বার্ণবয়ুমের মতো দেখতে। ভিসা নিখুঁত, নিউ ইয়র্কের সোভিয়েত কনসুলেট জেনারেলের অফিস থেকে ইস্যু করা হয়েছিলো।

'মস্কোয় তোমার আসার প্রয়োজন?'

'আমার ছেলের সঙ্গে কিছুদিন থাকতে চাই। এখানে আমেরিকান এমব্যাসিতে কাজ করে সে।'

সত্যি কথা বলতে কি র‍্যাবি বার্নবয়ুব র‍্যাবিও নয়, কিংবা আমেরিকানও নয়। আসলে সে একজন ব্রিটিশ ফিল্ম-এর মেক-আপ আর্টিস্ট, তার আসল নাম ডেভিড থর্নটন। সে আবার ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সংগঠিত বাহিনীর একজন অভিজ্ঞ লোক।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো ডেনিস গান্ট, লণ্ডন থেকে এসেছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে পনেরো বছর বয়স বাড়িয়ে, ধূসর রঙের চুল। পবি[illegible] বাণীর বিশেষ দূত হিসেবে।

এবং তৃতীয় ব্যাক্তি হলো সাম ম্যাকক্রেডি, হেলিসিঙ্কি থেকে আসছে সে ফাইনেয়ার ফ্লাইটে। তার কাছেও বৈধ ব্রিটিশ পাসপোর্ট ছিলো নকল নামে। এবং ছদ্মবেশে এসেছে সে। তবে বিমানের উত্তাপে একটু গড়বড় হয়ে গেছে, ঠোঁটের ওপরে নকল গোঁফটা যেন একটু টেরে-বেঁকে গেছে, স্পিরিট-গাম গলে যাওয়ার দরুণ হয়তো।

পাসপোর্ট অফিসার ম্যাকক্রেডির পাসপোর্টের ছবির সঙ্গে তার চেহারাটা ভালো করে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে একটু হোঁচট খেলো। পরচুলো অনেকেই পরে থাকে, এমন কি রাশিয়াতেও টেকো-মাথার লোক পরচুলো ব্যবহার করে থাকে টাক ঢাকার জন্য। কিন্তু গোঁফ? নকল গোঁফ কেউ কি লাগায় আসলে ছিঁড়ে দিয়ে? এতেই তার কেমন যেন সন্দেহ হলো। ম্যাকক্রেডিকে তখনকার মতো ছেড়ে দিলেও সঙ্গে সঙ্গে মস্কোয় কে.জি.বি.-র হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করলো ফোনে।

পড়ন্ত বিকেলে সেই আগন্তুকের ফটোটা পেলো কে.জি.বি.-র হেডকোয়া[illegible]ার। ডেস্কের ডেপুটি প্রধান জেনারেল ভাদিম ভি কিরপিসেনকো ম্যাকক্রেডির ফটো এবং পাসপোর্ট অফিসারের রিপোর্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলো। রিপোর্টে তার পরচুল এবং বেঁকে যাওয়া গোঁফ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। ফটোটা ল্যাবরেটারিতে নিয়ে গিয়ে একজন টেকনিসিয়ানকে হুকুম করলো যে, 'দেখতো এই ফটোটা থেকে পরচুল আর গোঁফটা সরাতে পারো কিনা।' 'টেকনিসিয়ান কাজ শুরু করে দেয়। কিছুক্ষণ পরে পরচুল এবং গোঁফ বিহীন ফটোটার দিকে তাকিয়েই হেসে উঠলো সে শব্দ করে।

'সাম ম্যাকক্রেডি, তুমিই তাহলে এই ফটোর আসল লোক?' সঙ্গে সঙ্গে সেকেণ্ড চীফ ডাইরেক্টরেটকে ফোন করে সে নির্দেশ দেয়, তাদের নিজস্ব লোক যেন ম্যাকক্রেডির সঙ্গে মোকাবিল[illegible] করে। সে যদি কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করে, দু'জনকেই তুলে নিয়ে আসবে; সে যদি কোনো জায়গা থেকে কোনো কিছু সংগ্রহ করে তাহলেও তাকে তুলে নিয়ে আসবে; সে যদি লেনিনের মূর্তির আশেপাশে ঘোরা[illegible]ুরি করে, সেক্ষেত্রেও তাকে তুলে দিয়ে আসবে।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে পাসপোর্ট অফিসারের রিপোর্টটা আবার পড়তে বললো সে। হেলিসিঙ্কি হয়ে লণ্ডন থেকে আসছে সে একজন ইলেকট্রনিক বিশেষজ্ঞের পরিচয়ে, ব্রিটিশ এ্যামব্যাসির শ্রুতিযোগ্য ডিভাইস চেক-আপ করার জন্য।

'কিন্তু আসলে তুমি এখানে কি করতে এসেছো সাম?' ম্যাকক্রেডির ফটোটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো সে।'

ওদিকে ব্রিটিশ এ্যামব্যাসিত নৈশভোজ সারলো ম্যাকক্রেডি, গান্ট এবং থর্নটন এক সঙ্গে। সেই তিনজন অতিথির ব্যাপারে খুব একটা সুখি নয় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত। ক্যাবিনেট অফিস থেকে অনুরোধ না এসে সে তাদের অতিথির মর্যাদা কখনোই দিতো না। সে এখন ভাবছে এই তিন মূর্তি যতো তাড়াতাড়ি এখান থেকে বিদায় হয় ততোই মঙ্গল।

ছয়

ন'টা আঠারোয় কর্ণেল নিকোলাই গরোদোভ তার প্যাবোলোভস্কি স্ট্রীটের এ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে হাঁটা পথে এগিয়ে চললো ডেরডজিনিস্কি স্কোয়ার এবং কে.জি.বি. হেডকোয়ার্টারের দিকে। আর ঠিক তখনই তার পাশে এসে দাঁড়ালো একটা কালো মার্সিডিজ। জানালা গলিয়ে একটা মুখ থেকে ইংরেজী সম্ভাষণ বেরিয়ে এলো ঃ 'সুপ্রভাত কর্নেল। আপনি কি আমার পথেই যাচ্ছেন?'

থমকে দাঁড়ালো গরোদোভ, তার দু'চোখে গভীর বিস্ময়, দৃষ্টি আটকে যায় মার্সিডিজের জানালায়। অদূরে রাস্তার ওপারে দু'জন কে.জি.বি.'র লোক শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তাদের দিকে, তাদের দেখেই চিনতে পারলো কীপসেক। এবং সাম ম্যাকক্রেডিকে দেখে বিস্মিত হলেও উৎফুল্ল হতে পারলো না, যদিও ভাবলো সে, এই ম্যাকক্রেডিকেই দেখতে চাইছিলো সে মনে মনে।

'সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সেই কে.জি.বি.-র দু'জন লোককে শুনিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো সে। ধন্যবাদ কমরেড, আপনার কি দয়া।'

তারপর সে গাড়িতে প্রবেশ করতেই সেটা উধাও হয়ে গেলো নিমেষে। তিন সেকেণ্ডের জন্য কে.জি.বি.-র দু'জন লোক অবাক বিস্ময়ে অপসৃয়মান মার্সিডিজের দিকে তাকিয়ে রইলো। তাদের সেই অবাক হওয়ার কারণ, মার্সিডিজের নম্বর প্লেটে লেখা ছিলো—এম.ও.সি. এবং তার পরে দু'টি সংখ্যা। এম.ও.সি. নম্বর প্লেট কেবল সেন্ট্রাল কমিটির সদস্যরাই ব্যবহার করতে পারে। তবে নম্বরটা টুকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হেড অফিসে জানিয়ে দিলো।

মার্টিনের পছন্দের তারিফ করতে হয়। মার্সিডিজের নম্বরটা ছিলো একজন পলিটব্যুরো প্রার্থী সদস্যের, সে থাকে একেবারে সুদূর পূব দিকে, খাবারোবস্কের কাছাকাছি কোথাও। তাকে খুঁজে পেতে চার ঘন্টা সময় লাগবে, আর কেবল তখনি জানা যাবে, সে কেবল চেইকা গাড়ি ব্যবহার করে, মার্সিডিজ নয়, আর সেটা দেরী হয়ে যাবে ততক্ষণে ব্রিটিশ এমব্যাসিতে ফিরে যাবে মার্সিডিজ।

আসনের পিছন দিকে ঠেসান দিয়ে ভালো করে বসলো গরোদোভ।

'তুমি যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য সোভিয়েতের হও, আমি মরে গেছি দোস্ত,' মন্তব্য করলো ম্যাকক্রেডি। তার মন্তব্যটা বিবেচনা করলো গরোদভ।

'আর তুমি যদি এখানে এসে দীর্ঘ সময়ের জন্য সোভিয়েতের হয়ে থেকে যাও, তাহলে আমিও মরে গেছি বন্ধু', উত্তরে বললো সে।

'এখন বলো, কেন তুমি ফিরে এলে?' এবার কাজের কথায় এলো ম্যাকক্রেডি।

'কারণ একটা ভুল হয়ে গেছে,' বললো গরোদোভ, 'আমি তোমাকে একটা কিছুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কিন্তু লণ্ডনে সেটা আবিষ্কার করতে পারিনি। তুমি তো জানো বন্ধু আমি যখন কাউকে কথা দিই, সেটা রাখতে আমি ভালোবাসি। তারপর একটা জরুরী আলোচনার জন্য মস্কো আমাকে ডেকে পাঠায়। তাদের কথা অমান্য করার অর্থ তো তুমি জানো। ভেবেছিলাম, এক সপ্তাহের জন্য আসবো, আমার প্রয়োজনীয় জিনিষটা খুঁজে দেখবো, আর লণ্ডনে ফিরে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে যাবো।

'কিন্তু কেবল এখানে এসেই জানতে পারি অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমি তখন তাদের সন্দেহের তালিকায়। আমার এ্যাপার্টমেন্ট অফিসে আড়ি পাতা হচ্ছে, সর্বত্র আমাকে অনুসরণ করা হচ্ছে, হেডকোয়ার্টার ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া আমার নিষেধ, মস্কো সেন্টারে অর্থহীন কাজের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে হচ্ছে। ভালো কথা, তোমার জন্য সামান্য কিছু আমার হাতে এসেছে।'

এ্যাটাচিকেস খুলে একটা পাতলা ফাইল ম্যাকক্রেডির হাতে তুলে দেয় সে। ফাইলে পাঁচটা শীট আছে, প্রতিটি

শীটে ছবি ও নাম লেখা আছে। প্রথম ছবিটার তলায় নাম লেখা ছিলো ঃ ডোনাল্ড ম্যাকলিন এবং দ্বিতীয়টি গাই বারজার্স। দু'জনেই তখন মৃত এবং মস্কোর সমাধিতে সমাহিত। তৃতীয় শীটে অতি পরিচিত ফটো এবং নাম ঃ কিম ফিলবি, সে তখনো মস্কোয় জীবিত। চতুর্থ শীটের ফটোটা দেখতে কতকটা কঠোর তপস্বীর মতো, নাম তার এ্যান্থনি ব্ল্যান্ট, সে তখন লণ্ডনে একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। এবার পঞ্চম শীটে চোখে রাখলো ম্যাকক্রেডি।

খুব পুরনো ফটো। পাতলা রোগাটে চেহারার তরুণ, বড় বড় বন্যা চুল, চোখে চশমা। ফটোর নিচে দুটি শব্দ—জন কেয়ারনক্রেশ। পিছন দিকে হেলান দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো ম্যাকক্রেডি।

নামটা জানে সে। যুদ্ধের আগে ও পরে কেয়ারনক্রেশ ছিলো সিনিয়র সিভিল সার্জেন্ট। বিভিন্ন পদে কাজ করে সে, ওয়ারর ক্যাবিনেটে মন্ত্রী লর্ড হ্যাঙ্কির প্রাইভেট সেক্রেটারি থেকে শুরু করে ট্রেজারি এবং ওয়ার অফিসেও তার কাজের অভিজ্ঞতা ছিলো। চল্লিশ দশকের শেষ দিকে গোপন নিউক্লিয়ার অস্ত্র ভাণ্ডারেও তার গতিবিধি লক্ষণীয়। পঞ্চাশ দশকের শুরুতে তাকে সন্দেহ করতে শুরু করা হয়। তবে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই তাকে রোমে খাদ্য ও কৃষি সংস্থায় যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৮৬ সালে ফ্রান্সে অবসর জীবন কাটাতে চলে যায় সে। পঞ্চম ব্যক্তি। কীপসেক তার প্রতিশ্রুতি বেশ ভালোভাবেই রেখেছে। পঁয়তিরিশ বছরের অন্বেষণ এখানেই শেষ, এবং আর কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করতে হবে না।

'সাম,' নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো গরোদোভ, 'আমরা এখন ঠিক কোথায় যাচ্ছি বলো তো।'

'আমার হরোস্কোপ বলছে,' উত্তরে ম্যাকক্রেডি জানালো, 'আজ আমাকে পশ্চিমে ভ্রমণ করতে হবে। আর তোমাকেও আমার সাথী হতে হবে দোস্ত।'

পশ্চিমে হীথ্রো বিমান বন্দরে অবতরণ করলো তারা ঠিক সাতটায়। মস্কো থেকে সেঞ্চুরি হাউসকে সতর্ক করে দিয়েছিলো মার্টিন, তাই একটা টিম এসেছিলো বিমান বন্দরে তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

টিমোথি এডওয়ার্ডের অনুমতি নিয়ে নিকোলাই গরোদোভকে এ্যাবিংডন ভিলায় তার আগের এ্যাপার্টমেন্ট ফিরিয়ে দেওয়া হলো সেদিন সন্ধ্যার জন্য।

'আমার আশঙ্কা, কাল সকালেই আসল জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে। তার জন্য একটা সুন্দর কান্ট্রি হাউসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তোমাকে আমি আশ্বাস দিতে পারি, সেখানে তোমার কাছ থেকে কিছু চাওয়া হবে না।'

'ধন্যবাদ বন্ধু,' গরোদোভ বলে, 'আমি বুঝেছি।'

ম্যাকক্রেডির কাছ থেকে ফোন পেয়ে ঠিক দশটার পর জো রথ এসে হাজির হলো। ম্যাকক্রেডির আধুনিক ফ্ল্যাটে প্রবেশের মুখে এস.আই.এস.-র দু'জন বলিষ্ঠ চেহারার লোককে হলওয়েতে, আরো দু'জনকে করিডোরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলো জো।

কলিংবেলের উত্তরে দরজার সামনে এসে হাজির হলো ম্যাকক্রেডি, পরণে স্লাক এবং সোয়েটার, হাতে হুইস্কির গ্লাস।

'এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ জো, এসো, ভেতরে এসো। দীর্ঘদিন দরে একজনরে সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিলো আমার।' বসবার ঘরে সে তাকে নিয়ে গেলো। জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিলো সেই লোকটি, ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসলো সে।

'সুপ্রভাত মিঃ রথ,' বললো গরোদোভ, 'অবশেষে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি খুব আনন্দিত জো।'

হুইস্কির গ্লাসেস চুমুক দিতে গিয়ে গরোদোভ ওরফে কীপসেক ভাবে, কি ভাবে শুরু করা যায়। তারপর এক সময় বলতে শুরু করলো সে।

'আট বছর আগে প্রোজেক্ট পোটেমকিন শুরু হয়। মূল মতলবটা একজন জুনিয়র অফিসারের তবে পরে জেনালে দ্রোজডোভ তার কার্যভার নিজের হাতে তুলে নেয়। সেটা তার নিজের সন্তানের মতো হয়ে যায়। উদ্দেশ্য ছিলো সি.আই.এ.-র একজন সিনিয়র অফিসারকে সোভিয়েতের লোক বলে চালিয়ে দেওয়া। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা এমন নিখুঁত ভাবে সাজানো হবে, প্রমাণ, নজির সব খাড়া করা হবে, যাতে করে বোঝা না যায় যে, এটা একটা সাজানো ব্যাপার, কারণ যাকে টার্গেট করা হবে, আদৌ সে জড়িত নয়।'

'আর আমরা কালভিন বেইলিকে টার্গেট করি দুটি কারণে, প্রথমে সে নিজের এজেন্সির ভেতরে খুব একটা সমাদৃত ব্যক্তি ছিলো না। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, ভিয়েতনামে কাজ করেছিলো সে, সম্ভাব্য নিয়োগের পক্ষে আদর্শ জায়গা বটে। ভিয়েতনামে সি আই.এ.-র এজেন্ট হিসাবে চিহ্নিত করা হয় কালভিন বেইলিকে। আমরা দেখেছি কালভিনের পদোন্নতির কোনো সুযোগ নেই, এই ধরনের লোককে সহজেই ভোলানো যায়। আমরা সেই সুযোগটা নিই তার নামে অপবাদ রটানোর ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ সালে সায়গণের পতন হয়। তোমাদের বেশীর ভাগ কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়, তবে বিতর্কমূলক কিছু কাগজ থেকে যায়। একটা নথিপত্রে নুগুয়েন ভান ট্রকের নাম পাওয়া যায়, কিনা আমেরিকার হয়ে কাজ করেছিলো। আর সেই কাগজটাই ভান ট্রক ভাইদের জীবনে ইতি টেনে এনেছিলো। তাকে এবং তার খুড়তুতো ভাইকে তুলে আনা হয়, তারা পালাতে পারেনি। দৈহিক অত্যাচার করার পর ভান ট্রকের মুখ থেকে জানা যায়, ভিয়েতকং-এর মধ্যে থেকে কালভিন বেইলির হয়ে কাজ করেছিলো সে। তাকে লেবার ক্যাম্পে পাঠানো হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামে সেই লেবার ক্যাম্প আবিষ্কার করে ড্রোজডোভ ১৯৮০ সালে।'

'হ্যানয় সরকার সহযোগিতা করতে রাজিও হয়ে যায়। এবং বিভিন্ন ভাবে ফটো তোলার ব্যবস্থা হয়। লেবার ক্যাম্প থেকে ভান ট্রককে তুলে নিয়ে আসা হয়। তাকে কর্নেলের পোষাকে সাজানো হয়। অন্য অফিসারদের সঙ্গে চা পানরত অবস্থায় তার ফটো তোলা হয় কম্বোডিয়া অবরোধ পর। তারপর সেই ফটো পশ্চিমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ভান ট্রককে খতম করে ফেলা হয়। কারণ তখন তার প্রয়োজন শেষ।

'একটা কপি আমরা ল্যাংলেতে পাঠাই', ম্যাকক্রেডি বলে, 'স্রেফ সৌজন্য প্রকাশের জন্য। মনে হয়েছিলো তার মূল্য আছে।'

'ড্রোজডোভ তার জানতো, ফোয়েনিক্স প্রোগ্রামের সঙ্গে জড়িত ছিলো কালভিন বেইলি,' তার কথায় পুনরাবৃত্তি করে গরোদোভ বলে, 'সায়গানে আমাদের লোক তাকে চিহ্নিত করে, মদ আমদানিকারক একজন সুইডিস ব্যবসায়ী হিসাবে। ড্রোজডোভ এও জানতে পারে মাইলাই গ্রামে বেইলি গিয়েছিলো সেই তরুণ অফিসারের কোর্ট মার্শাল হওয়ার সময় সাক্ষী দেওয়ার জন্য। ১৯৭০ সালে কালভিনের টোকিওতে যাওয়ার সময় রটিয়ে দেয়া হয় ড্রোজডোভ সেখানে যায় বেইলির সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য। ১৯৭০ সালে ড্রোজডোভ আদৌ সেখানে যায় নি।

'এর থেকে সহজেই ধরে নিতে পারো, কালভিন বেইলির বিরুদ্ধে একটার পর একটা মিথ্যে অভিযোগ খাড়া করার চেষ্টা করা হয়েছে সুপরিকল্পিত ভাবে। আর এর জন্য দায়ী কে.জি.বি.। ড্রোজভোভ একজন অভিনেতা খাড়া করে, অবিকল কালভিন-এর মতো দেখতে মুহূর্তের নোটিশে চার চারটে ব্যাঙ্কে গিয়ে একাউন্ট খোলায় তাকে দিয়ে যাতে করে পরে বেইলির ছবি দেখে ব্যাঙ্ক ট্রেলররা বলতে পারে, হ্যাঁ, এই লোকটাই তো তাদের ক্লায়েন্ট। পরে বিরাট অঙ্কের টাকা জমা দেওয়া হয় নগদে, আর ভালো ইংরিজী জানা লোককে টাকা জমা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়।'

'শেষ পর্যন্ত ওরলোভ এখানে আসার অনুমতি দেওয়া হয় বেইলির সম্পর্কে অপবাদ দেওয়ার জন্য— কে.জি.বি.-র লোকে সে নকল প্রমাণ তো আগেই দিয়ে রেখেছিলে। ইংলণ্ডে থাকতে চায়নি সে, কারণ তারা আরো অনেক প্রশ্ন করতে পারতো যার উত্তর জানা ছিলো না তার। ফলে বেকায়দায় পড়তে হতো তাকে।'

'তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমেরিকায় গিয়ে প্রথমেই তোমাদের দু'জন এজেন্টকে কে.জি.বি.-র লোক বলে চিহ্নিত করে, এবং পরে তারা খুন হয়। কে.জি.বি.-র লোকেরা তাদের খুন করে কিন্তু ততক্ষণে বেইলির নামেও সন্দেহ জাগিয়ে দেয় ওরলোভ আমেরিকানদের মনে। ওদিকে ব্রিটিশরা ওয়াশিংটনকেই দোষী সাব্যস্ত করে, কারণ সেই দু'জনের নাম ওরলোভের মারফত সেখান থেকেই প্রকাশ পেয়ে থাকবে। আর.সি.আই.এ.-র প্রধান ও অন্য সদস্যরা দায়ী করে বেইলিকে;তাদের সন্দেহ মতো যেহেতু বেইলি কে.জি.বি.-র লোক, তাই সে তার দুই সহকর্মীকে সরিয়ে দেয় পাছে তাদের মুখ থেকে আরো বেশী কিছু গোপন তথ্য প্রকাশ পেয়ে যায়, এই ভয়ে।

'ড্রোজডোভ একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলে, নিজেকে বড় বেশী বুদ্ধিমান বলে মনে করেছিলো। সেই যে কথায় আছে না, অতি চালাকের গলায় দড়ি। ড্রোজডোভেরও তাই হলো শেষ পর্যন্ত। সে জানতো না তার অভিনীত নাটকে আমারও একটা ভূমিকা ছিলো, একেবারে শেষ দৃশ্যে। আর সেই মাত্র একটা দৃশ্যেই কিস্তি মাত।

আমার কাছে আগেই খবর ছিলো ওরলোভকে খুন করতে যাচ্ছে তার পরিচারিকা! তার পরের ঘটনা তো তুমি জানোই জো, তাই না?'

এরপর গভীর নীরবতা নেমে এলো ঘরের মধ্যে। জো রথ উঠে দাঁড়ালো। 'আমাকেই যেতেই হবে।' সংক্ষেপে বললো সে।

সিঁড়ি পর্যন্ত তার সঙ্গে নেমে এলো ম্যাকক্রেডি। হলে এসে রথের পিঠ চাপড়ে বললো সে, 'মনকে উৎফুল্ল করার চেষ্টা করো জো। ধরে নাও এই খেলার সবাই কিছু না কিছু ভুল করে থাকে। অতীতে আমার ফার্ম সত্যিকারের কিছু ভালো কাজ করেছিলো। উজ্জ্বল দিকটার দিকে তাকিয়ে দেখো। এমব্যাসিতে ফিরে গিয়ে ডি.সি.আই.-র কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বলে দাও, সব কিছু দেখা হয়ে গেছে। বেইলি নির্দোষ, তার সব কিছু পরিষ্কার, কোনো দোষ ত্রুটি নেই।'

ম্যাকক্রেডি তার ঘরের দরজার সামনে ফিরে এসে দেখলো দু'জন দেহরক্ষী সরে গিয়ে তাকে ঘরে ঢোকার পথ করে দিলো। বসবার ঘরে গরোদোভ তখন 'সান্ধ্য স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকাটা পড়ছিলো! সেটা চাইতে গরোদোভ এগিয়ে দিলো তার দিকে এবং পঞ্চম পৃষ্ঠায় সারি সারি কয়েকটা ফটোর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো কোনো কথা না বলে।

টেডিংটন লকের কাছে টেমস নদী থেকে একজন আমেরিকান ভ্রমণার্থীর দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। একজন সরকারী মুখপাত্রর মতে গতকাল সন্ধ্যায় ইটনের কাছে লোকটি জলে ডুবে গিয়ে থাকবে। মৃত ব্যাক্তিকে সনাক্ত করা গেছে, নাম তার কালভিন বেইলি, একজন আমেরিকান সিভিল সার্জেন্ট, লণ্ডনে এসেছিলো ছুটি কাটাতে।

এদিকে আমেরিকান এমব্যাসির খবর হলো, মিঃ বেইলি ইটনে এক বন্ধুর সঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হয়, এমব্যাসির সেকেণ্ড সেক্রেটারি। নৈশভোজের পর মিঃ বেইলি একটু অসুস্থবোধ করে এবং মুক্ত বাতাস নেওয়ার জন্য সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। তার বন্ধু সেখানে থেকে যায় বিল মেটানোর জন্য। তারপর সে যখন মিঃ বেইলির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সেখান থেকে বেরিয়ে আসে, তখন তাকে দেখতে পায়নি সে। এক ঘন্টা অপেক্ষা করার পর সে তখন ধরে নেয়, মিঃ বেইলি হয়তো একাই ফিরে গেছে লণ্ডনে। পরে একটা ফোন এলে যখন প্রমাণিত হয়, তার অনুমান ঠিক নয়, তখন সে ইটন পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। রাতের অন্ধকারে অনুসন্ধান চলে শহরে, কিন্তু কোনো ফল পাওয়া যায় নি।

সকালে ইটনে একজন পুলিশ মুখপাত্র বলে, তাদের ধারণা অসুস্থ মিঃ বেইলি টেমস নদীর ধার দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সম্ভবত পা পিছলে গিয়ে থাকবে ও নদীতে পড়ে যায়। সাঁতার জানতো না মিঃ বেইলি। মন্তব্যের জন্য মিসেস বেইলিকে পাওয়া যায়নি। ভাড়া করা ফ্ল্যাটে সে এখন স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে কাতর।

কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে দরজার দিকে স্থির চোখে তাকালো ম্যাকক্রেডি। 'ওঃ, বাস্টার্ড তুমি,' ফিস্‌ফিসিয়ে বললো সে, 'ব্লাডি বাস্টার্ড তুমি....'

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি

লিবিয়া থেকে খবরটা পেলেন ফাদার ডরমোট ও'ব্রিয়েন—প্রথম খবর ডাকযোগে। সাধারণ চিঠি, যে কেউ খুলতে পারে, কারণ ডাকে আসা চিঠি আটক করার রেওয়াজ নেই আয়ারল্যাণ্ড রিপাবলিকের। চিঠিটা আসছে জেনেভা থেকে, তাছাড়া খামের ওপর ওয়ারলড্ কাউন্সিলে চার্চের ছাপ দেখে মনে হচ্ছে পত্র প্রেরক সেই চার্চের হয়ে কাজ করে।

চিঠির শুরুতেই উষ্ণ ও বন্ধুসুলভ সম্ভাষণ ঃ 'প্রিয় ডরমোট...' জেনেভার বন্ধুটি তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করেছে, আশা করেছে তাঁর স্বাস্থ্য ভালোই আছে এবং তৃতীয় বিশ্বে ডাব্লু সি.সি.-র কাজকর্ম নিয়ে দু'চার কথায় আলোচনা সেরেছে। পত্রপ্রেরক জানিয়েছে, ফাদার ও'ব্রিয়েনের সঙ্গে বিশপের আগের সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার কতো না আনন্দদায়ক ছিলো। চিঠির প্রান্তসীমার ভাষাও অতি সহজ, সরল—'তোমার সৎ বন্ধু হ্যারি।'

চিঠিটা তাঁকে বিহ্বল করে তুললো। অনেকদিন, তা প্রায় দু'বছর আগে কর্ণেল মুয়ামার গদ্দাফি, লিবিয়া জামাহারিয়ার মহান নেতার সঙ্গে দেখা করার জন্য ট্রিপোলিতে গিয়েছিলেন তিনি। আল্লাহার কথা রাখার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই মহান নেতা গদ্দাফি।

আসলে সাংকেতিক ভাষায় লেখা এই চিঠিটা একটা সমন। কোনো নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়নি; তবে তার সইটা একটা রূপক মাত্র, 'হ্যারি'র অর্থাৎ কোনো রকম দেরী না করে চটপট...' আর সে তাদের 'বিশপ' উল্লেখ করার অর্থ মানে তাদের বিশপ 'গদ্দাফি'র জরুরী তলব। ওদিকে আমেরিকা অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে, অস্ত্র সাহায্যও বন্ধ। ফাদার ও'ব্রিয়েনকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করা হয়। কিন্তু তাই বলে থেমে থাকতে পারেন না তিনি। ট্রিপোলির আহ্বান অগ্রাহ্য করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই তিনি ছুটলেন তাঁর সুপিরিয়রের কাছে।

তীর্থযাত্র তখনো এক সপ্তাহ বাকি ছিলো। ফাদার ও'ব্রিয়েন জানেন, আর্মি কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের অনুমতি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং লণ্ডনে লিবিয়া পিপলস ব্যুরোয় একটা জরুরী চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। তিনদিনের মধ্যে চিঠিটা লিবিয়ায় পৌঁছে যাবে।

১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসের সেই দিনটিতে হাকিম আল্-মনসুর তার নেতাকে আইরিশ যাজকের লিবিয়ায় আগমনের খবরটা জানিয়ে দিলো, এবং তাদের আলোচনার কথাও বললো সে। নেতা অসুস্থ, তাঁর চিকিৎসক তাঁকে ওষুধ খাইয়ে কয়েক মিনিট পরে তাবু ছেড়ে চলে যায়।

এক বছর হলো আমেরিকান বোমারু বিমান তাঁর থাকবার কোয়ার্টারে বোমা বর্ষণ করার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি এখনো তিনি। রাতের দুঃস্বপ্নে এখনো তিনি ছটফট করে ওঠেন এক এক সময়ে।

'জিনিষ আধা-আধি করতে হবে রাজি তো?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'সেই শর্তের ব্যাপারে রিপোর্ট করবেন যাজক।' আল্-মনসুর বলে, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আর্মি কাউন্সিল ঠিক রাজি হয়ে যাবে।'

'আর আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের ব্যাপারটা?'

'সে ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, একজনের কাঁধের ওপর সারা বিশ্বের বোঝা চাপানো হয়েছে।

'যথেষ্ট নয়,' স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বললেন তিনি, 'আরো বেশী কিছু দরকার। আমেরিকার মূল ভূখণ্ড...'

'সন্ধান চলছে। সেই সমস্যাই থেকে গেছে। ব্রিটেনে অস্থায়ী আই.আর.এ.-র অস্তিত্ব এখনো রয়েছে, যারা আপনার জন্য প্রতিশোধ নেবে। শত্রুকে দিয়েই শত্রু খতম করতে হবে। মতলবটা চমৎকার।'

অস্থায়ী আই.আর.এ.-কে ব্যবহার করার মতলবটা আসলে ব্রিটেনের ওপর গদ্দাফির প্রতিশোধ নেওয়ার একটা পদক্ষেপ, এবং এই মতলবটা আসে আল্-মনসুরের মাথা থেকে, কিন্তু এখন গদ্দাফির বিশ্বাস, ধারণাটা আসলে তাঁর আল্লাইর প্রেরণা। আল্-মনসুর বলে চলে ঃ কিন্তু হায়, আমেরিকায় বিভেদ সৃষ্টির জন্য কোনো কার্যক্রম নেই আমাদের, যা একই ভাবে ব্যবহার করা যেতো। যাইহোক, সন্ধান চলছে। আপনার প্রতিহিংসার রসদ অচিরেই পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।'

ঘন ঘন মাথা নাড়লেন, তারপর জানালেন, সাক্ষাৎকার শেষ।

গদ্দাফির সেই চিকিৎসক ব্রিটিশের এজেন্ট। একজন শিক্ষিত হয়েও ব্রিটিশের দালালি কেন করছে, তার একটা ইতিহাস আছে। ডাক্তারের এক ছেলে ছিলো, খুব ভালোবাসতো তাকে সে। ইংলণ্ডে পড়াশোনা করতো সে, ইচ্ছে ছিলো ইঞ্জিনিয়ার হোক সে। গদ্দাফির লোকেরা তার কাছে প্রস্তাব রাখে, সে যদি তার বাবাকে ভালোবাসে, তাহলে তার দেশের নেতার স্বার্থে একটা সৎ কাজ করতে হবে তাকে। যে বোমাটা তারা তাকে ব্যবহার করতে দেয়, সেটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে আসার আগেই ফেটে যায়, একটা ফুলের মতো সুন্দর যুবক অসময়ে ঝরে পড়ে যায়। বাবা তার মনের বেদনা, পুত্র হারাবার যাতনা অতি গোপনে লুকিয়ে রাখলেও তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে যায় সাংঘাতিক ভাবে। দুঃখে ঘৃণায় মুয়ামার গদ্দাফির কোর্ট থেকে যে খবরই সে পাক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের কাছে চালান করে দিতে থাকে সে।

গদ্দাফির তাঁবুতে থাকাকালীন তাদের আলোচনা যতটুকু শুনেছিলো সে, তার রিপোর্ট তৈরী করে ট্রিপোলির ব্রিটিশ এ্যামবেসিতে সরাসরি না পাঠিয়ে এক সপ্তাহ পরে কায়রোয় পৌছে সেখান থেকে সোজা লণ্ডনে সেঞ্চুরি হাউসে পাঠিয়ে দেয় সে।

বক্স ফাইভ হাণ্ড্রেড এম.আই. ৫-এর ডাইরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে বৈঠক করলো। টেবিলে তৃতীয় ব্যাক্তি ছিলো জয়েন্ট ইনটেলিজেন্স কমিটির চেয়ারম্যান, তার কাজ হলো ক্যাবিনেট অফিসকে সতর্ক করে দেওয়া। দু'দিন পরে এম.আই.৫ অপারেশন দ্বিতীয় ঘটনার মুখোমুখি হলো। আগে থেকে তার কোনো পূর্বাভাষ কিংবা কোনো গোপন খবর ছিলো না। একজন আই. আর.এ. তরুণ বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলো, গাড়ির বুটে বে-আইনী অস্ত্র-শস্ত্র মজুত ছিলো। কিন্তু অভাবনীয়ভাবে হঠাৎ রয়্যাল আলস্টার কস্‌টাবুলারি রাস্তা ব্লক করে দেয়। প্যাট্রল পুলিশের ক্রমাগত গুলি চালানোর ফলে তরুণ চালকের মাথায় একটা গুলি এসে বিদ্ধ হয়। এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে।

আই.আর.এ. সংগঠনের মধ্যে সেই ছিলো একমাত্র তরুণ, বয়ঃকনিষ্ঠ। কিন্তু তা হলেও পূর্ণ মর্যাদায় তার আন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিলো আই.আর.এ. এবং তরুণের জন্মভূমি দক্ষিণ আরমাঘ টাউনে তাকে সমাহিত করার ব্যবস্থা করা হলো।

তারা যা বলেছিলো সব টেপ করা হয় পাহাড়ের ওপর থেকে। সেখান থেকে লারগানে, তারপর আল্ডারগ্রোভ বিমানবন্দরে, এবং তারপর লণ্ডনে। এটা হলো রুটিন অপারেশন, তবে খাঁটি সোন হিসাবে এলো। কর্ণেল গদ্দাফির প্রস্তাবটা আর্মি কাউন্সিলের কাছে রিপোর্ট করলেন ফাদার ও'ব্রিয়েন বিস্তারিত ভাবে।

দু'দিন পরে লণ্ডনে জয়েন্ট ইনটেলিজেন্স কমিটির চেয়ারম্যান স্যার এ্যান্থনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কতো?'

'কুড়ি টন, টনি। এটাই তার প্রস্তাব।'

এম.আই. ৫-এর ডাইরেক্টর জেনারেল তার সহকর্মীর সবে মাত্র পড়া শেষ করা ফাইলটা বন্ধ করে তার ব্রীফকেসে চালান করে দেয়। আসল টেপটা কিন্তু ছিলো না। ব্যস্ত মানুষ স্যার এ্যান্থনি, একটা লিখিত সংক্ষিপ্তসার পেলেই যথেষ্ট, তার সব প্রয়োজন মিটে যাবে।

'আর শর্ত?' জানতে চাইলো স্যার এ্যান্থনি, 'সেগুলোর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই তো?'

'কিছুই নয়,' বললো ডি.জি.। কুড়ি টনের মধ্যে থাকবে মেসিন-গান, রাইফেল, গ্রেনেড, রকেট-লঞ্চার, মর্টার, পিস্তল। সেই সঙ্গে দু-টন সিমটেক্স-এইচ। এগুলোর মধ্যে অর্ধেক অবশ্যই ব্যবহার করা হবে ব্রিটেনের মূল ভূখণ্ডে বম্বিং ক্যাম্পেনের জন্য। এর সঙ্গে থাকবে হত্যার তালিকার নির্বাচিত কয়েকজন আমেরিকার রাষ্ট্রদূতসহ। প্রত্যক্ষভাবে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতকে খতম করার জন্য লিবিয়য়ানরা খুবই আগ্রহী।'

'ববি, আমি চাই এগুলো সব এস.আই.এস.-এ দিয়ে যাও।' অবশেষে স্যার এ্যান্থনি বলে, 'আন্ত-সার্ভিসেসের মধ্যে কোনো অন্তর্দ্বন্দ নয়, এ দিকটা অবশ্যই তোমাকে দেখবে, প্লিজ। আমি চাই সম্পূর্ণ সহযোগিতা, সব দিক থেকে। যেন দেখে মনে হয়, এটা একটা ওভারসিজ অপারেশন। একেবারে লিবিয়া থেকে আয়ারল্যাণ্ডের উপকূল পর্যন্ত, এটা হবে বিদেশী অপারেশন। আমি চাই, তুমি যেন ওদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করো। একেবারে নিচতলা থেকে শুরু করে...'

রাত নামার আগেই এস.আই.এস.-এর চীফ এবং তার ডেপুটি টিমেথি এডওয়ার্ড তাদের কার্জন স্ট্রীটের হেডকোয়ার্টারে দীর্ঘ আলোচনা করলো। তাদের সেই আলোচনায় লিবিও চিকিৎসকের রিপোর্টও স্থান পেলো। সেই সঙ্গে সমস্ত সার্ভিসেসের সহযোগিতা কামনা করা হলো। এম.আই. ৫-এর নজরদারীর বাড়ানোর প্রস্তাব গৃহীত হলো, আই.আর.এ. আর্মি কাউন্সিল-এর লোকেদের ওপর আরো কঠোর হতে হব তাদের, প্রয়োজনে তাদের ওপর দৈহিক অত্যাচার আরো বাড়াতে হবে। উত্তরে ফাদার ওব্রিয়েন যতদিন থাকবে, এই কঠোর ব্যবস্থা তাঁর ওপরেও প্রয়োগ করা হবে। আইরিশ রিপাবলিকে তিনি ফিরে এলে, এস.আই.এস. তাঁর ভার নেবে। কবরক্ষেত্রের পাশে আলোচনারত ব্রিটিশ ফোর্সের সুপরিচিত সেই লোকটির ওপর নজরদারী দ্বিগুন করতে হবে, এখনো পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনো চার্জ আনা হয়নি, কিংবা কারারুদ্ধও করা যায় নি।

আইরিশ রিপাবলিকে চীফ তার নিজস্ব নেটওয়ার্কের প্রতি হুকুম করলো ফাদার ও'ব্রিয়েনের ফেরার দিকে কড়া নজর রাখার জন্য।

সেঞ্চুরি হাউসে ফিরে এসেই সাম ম্যাকক্রেডিকে ডেকে পাঠালো চীফ।

'এসব বন্ধ করো সাম,' সংক্ষেপে একটু আগে তাদের আলোচনার কথা বলে শেষ পর্যন্ত জোর দিয়ে চীফ বললো, 'লিবিয়ায় কিংবা মাঝপথে রুখে দাও, দেখো ঐ কুড়িটন সমর-সম্ভার যেন কিছুতেই সেখানে না পৌঁছোয়।'

অন্তেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের সেই দৃশ্যর ছবি ভিডিওতে দীর্ঘ চারঘন্টা ধরে অন্ধকার ঘরে বসে পলক-পতনহীন চোখে দেখলো ম্যাকক্রেডি। পর্দায় ফাদার ও'ব্রিয়েনের দৃশ্য কুড়ি মিনিট ধরে দেখলো সে। এই মুখ সে আর কোথাও দেখেছে কিনা, খেয়াল করার চেষ্টা করলো। এই যাজকের লিবিয়া সফরের রিপোর্টটাও বারবার পড়ে দেখলো সে। পরে নিজের অফিসে বসে ফটোগুলোর ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে দেখতে থাকলো।

মুয়ামার গদ্দাফির কালো কুচকুচে চুল সবটা ঢাকতে পারে নি তার মাথার আর্মি ক্যাপটা। কথা বলার সময় অর্ধেক খোলা থাকে তার মুখ। আর একজন হাকিম আল্-মনসুর, প্যারিসে গাড়ি থেকে নামছে, পোষাকে চাকচিক্য আছে, ইংরিজী ও ফরাসী দুটো ভাষাতেই ভালো দখল আছে, শিক্ষিত, সুপুরুষ উদার এবং চূড়ান্ত বন্দুকবাজ। তৃতীয় ব্যাক্তি আই.আর.এ. আর্মি কাউন্সিলের চীফ স্টাফ। চতুর্থ জন, কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই লোকটি যাকে ব্রিটিশরা ভালো ভাবেই চেনে। পরে যাকে-হাকিমম আল্-মনসুরের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়ে যায় ফাদার ও'ব্রিয়েন। ব্রিটিশ জানে, এই লোকটা আই.আর.এ.-র দক্ষিণ আরমাঘ ব্রিগেডের প্রাক্তন কমাণ্ডার, এখন তাকে স্থানীয় কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে স্পেশাল প্রোজেক্টের প্রধান করে দেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে, এবং নিষ্ঠুর খুনী একজন। নাম তার কেভিন ম্যাহোনি।

ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ফটোর মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে ম্যাকক্রেডি চেষ্টা করে সেই সব মুখগুলোর পিছনে তাদের ঠিক কি ধররেন ব্রেন কাজ করতে পারে, সেটা উপলব্ধি করার জন্য। প্রথমজনকে সে জানে, কিন্তু জানে না দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়জনকে।

তার দুটো প্লাস পয়েন্ট আছে। তাদের মনে কি আছে সে জানে। কিন্তু সে তাদের মনের খবর পেয়ে গেছে, এ খবরটা তারা কেউই জানে না। আর সে তাদের চিনতে পারে, কিন্তু তাকে চেনে না। কিংবা আল্-মনসুর কি তার মুখ চেনে? লিবিওরা কে.জি.বি.-র সঙ্গে কাজ করেছে। আবার রুশরা চেনে ম্যাকক্রেডিকে। তাহলে রুশরা কি লিবিওদের তার কথা বলেছে, তার চেহারার বিবরণ দিয়েছে তাদের কাছে? প্রতারক কেমন দেখতে...

কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না চীফ। 'আমি দুঃখিত সাম, তুমি নিজে কখনোই যেতে পারো না, যদি বলো তাদের ফাইলে তোমার ফটো শতকরা মাত্র এক ভাগ থাকার সম্ভাবনা আছে, তাহলেও আমি তোমাকে যেতে দিতে পারি না। ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দিতে পারি না আমি।'

রিচার্ড বাকলে, বেরুটে স্টেশনের সি.আই.এ.-র চীফ ছিলো সে। হেবোল্লাহ তাকে জীবিত অবস্থায় ধরে নিয়ে যায়, কিন্তু সেখানে তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে ধীরে ধীরে।

'তাই বলছি, অন্য কাউকে খুঁজে বার করতে হবে তোমাকে,' চীফ বলে 'লর্ড ফ্যামিলির সদস্যদের মতো যেন দেখতে হয় তাকে।' অতএব দিনের পর দিন ফাইল ঘেঁটে অবশেষে একটা সম্ভাব্য মুখের সন্ধান পেতেই টিমোথি এডওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করলো সে।

ম্যাকক্রেডি অফিস থেকে চলে গেলে, এডওয়ার্ড তার লুকোনো টেপডেকের স্যুইচটা অফ করে দেয়, তাদের আলোচনার শেষ শব্দটাও ততক্ষণে টেপ হয়ে গিয়েছিলো।

গেট পেরিয়ে এসে বাঁশের দরজার সামনে গাড়ি থামাতেই সে দেখলো একজন সুন্দরী মহিলা উঠে দাঁড়ালো ব্যাস্তভাবে।

'হ্যাঁলো,' তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললো মেয়েটি, 'তুমি কি কম্বলের জন্য এসেছো?' বলে হাসলে সে।

তার মানে সে তার স্থায়ী কাজের ফাঁকে কম্বলের ব্যবসাও করে নাকি, মনে মনে ভাবলো ম্যাকক্রেডি। পরক্ষণেই জবাবে বললো সে, 'না, আসলে টমের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

মেয়েটির মুখ থেকে হাসিটা মিলিয়ে গেলো, তার পরিবর্তে তার চোখে কেমন একটা সন্দেহ ঘনিয়ে উঠতে দেখা যায়। এই কারণে যে, আগে তার মতো অনেক লোককে দেখেছে সে তার স্বামীর জীবনে প্রবেশ করতে, এবং সে এও জানে তার মানেই একটা গণ্ডগোল ঠিক বাধবেই।

মেয়েটি তাকে কফি পান করতে দিলো। কফি পান করতে করতে তারা গল্পগুজব করতে থাকে। এক ঘন্টা পরে কিচেনের ভেতর দিয়ে একজোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে দেখেই লাফিয়ে উঠলো মেয়েটি।

'নিকি...'

দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ো পড়লো টম রাউজ। তার হাসিটা তেমন উজ্জ্বল নয়, তবে সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে সে দেখে ম্যাকক্রেডিকে।

'প্রিয়তম, এই ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

মেয়েটির দিকে তাকালো না সে। দর্শনাথীর মুখের ওপর তার দৃষ্টি পড়ে রইলো।

মেয়েটি কফি তৈরী করতে চলে গেলো কিচেনে।

এবার ম্যাকক্রেডি নিজের পরিচয় দিলো তার কাছে। বসলো টম। রেকর্ড বলে, টমের বয়স এখন তেত্রিশ। স্পেশাল এয়ার সার্ভিস রেজিমেন্টে ক্যাপ্টেন ছিলো টম। বছর তিনেক আগে আর্মির চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে নিকিকে বিয়ে করেছিল সে। একটা উপন্যাস লিখতে পারতো সে, গল্পবিহীন নভেল, অফিসিয়াল সিক্রেট আইনে তার সেই বইটা নিষিদ্ধ হতে পারতো। তার প্রথম বইটা ছিলে নর্দান আয়ারল্যাণ্ডের। এবং এম.আই. ৫-এর কাউন্টার ইনটেলিজেন্স প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় এই বইটার জন্য। প্রকাশক তাকে দিয়ে দ্বিতীয় বইটা লিখিয়ে নিচ্ছে এখন। এর ফলে কার্জন স্ট্রীটের হেডকোয়ার্টার-এর ধারণা হয় টম রাউজ, প্রাক্তন এস.এ.এস.-এর একজন বহিরাগত ক্যাপ্টেন মাত্র। টম জানে সে কথা, কিন্তু গ্রাহ্য করে না। সে জানে এস.এ.এস. তাকে কিছু দিতে পারে নি। নিজের প্রচেষ্টায় একটা নতুন পৃথিবী তৈরী করেছে সে, নতুন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে।

রাউজের সন্দেহ গাড়ির বুটে একটা শক্তিশালী বোমা লুকানো আছে। বোমাটা অকেজো করে দেবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এতো সহজে তা কি করে সম্ভব!

দশ মিনিট কথা বললো ম্যাকক্রেডি। শুনলো রাউজ। তার কথা শেষ হতেই প্রাক্তন সৈনিক বললো, 'এখানে আমি নতুন করে জীবন শুরু করেছি, নোংরা ঘাঁটতে চাই না ম্যাকক্রেডি। কার্জন স্ট্রীটে সে কথা তোমাকে বলিনি? তাছাড়া নতুন করে ঐ আইরিশ কুত্তাগুলো আমার পিছনে ঘেউ ঘেউ করুক আমি তা চাই না। এই তো বেশ আছি। একটা নতুন জীবন, সঙ্গে স্ত্রী, নতুন নতুন লেখার সৃষ্টি, এ সব ফেলে কেনই বা আমি আবার সেই নোংরা জীবনে ফিরে যাবো বলো?'

'আমি একটা লোক চাই টম। আমাদের ভেতরের লোক। যে কিনা মধ্য প্রাচ্যে ভালো কাজ দেখাতে পারবে। বিশেষ করে যার মুখ তারা এর আগে কখনো দেখেনি, তোমার পক্ষে নির্বিঘ্নে কাজ করা সুবিধে হবে, কারণ কেউ তোমাকে চেনে না সেখানে।'

'না, তা না সাম, তুমি বরং অন্য কারোর খোঁজ করো।'

'একবার ভেবে দ্যাখো টম, সেই দশ মেট্রিক টন সিমটেক্স-এইচ'এর অর্ধেক যদি ইংলণ্ডে প্রবেশ করে, কি সর্বনাশ আমাদের হতে পারে। এখানে আসার আগেই আমি সেটা রুখে দিতে চাই টম।'

'না ম্যাকক্রেডি, না, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন আমি আবার নতুন করে নিজেকে জড়াতে যাবো বলো?'

'তারা তাদের নিজেদের লোককে এ কাজের ভার দিচ্ছে। আমার ধারণা তুমি তাকে চেনো। কেভিন ম্যাহোনি।'

এবার রাউজের মুখটা কেমন কঠিন হয়ে উঠলো, যেন হঠাৎ তাকে কেউ অতর্কিতে আঘাত করে বসেছে।

'সে কি সেখানে থাকবে?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'আমাদের বিশ্বাস, সে হবে এ-কাজের ইনচার্জ। সে যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে সে।

অদূরে ল্যাণ্ডস্কেপের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো রাউজ। এক সময় উঠে দাঁড়ালো সে তারপর বাইরে চলে গেলো। নিচুগলায় কথা বলার শব্দ ভেসে এলো ম্যাকক্রেডির কানে, সেই সঙ্গে তার কানে ভেসে এলো নিকির কান্নার আওয়াজ।

কাজ বুঝে নিতে এক সপ্তাহ লাগলো রাউজের। ম্যাকক্রেডি নিজে তাকে সব বুঝিয়ে দিলো ভিডিও ফিল্ম দেখিয়ে, টেপ চালিয়ে আই.আর.আই.-র সদস্যদের ফটোগুলো দেখিয়ে। ফিল্ম এবং টেপ শুনতে শুনতে আইরিশ যাজকের মুখটা দেখে গভীর ভাবে চিন্তা করতে থাকে সে। তার সেই চিন্তার মধ্যে একটা মুখ কেবল ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে—কেভিন ম্যাহোনি।

বর্তমানে ফিরে এসে রাউজ জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যিই কি সে এই অপরেশনের ইনচার্জ হতে যাচ্ছে?

'আমরা তাই মনে করি। তবে আমরা ঠিক জানি না, স্থলপথে, সমুদ্র পথে নাকি আকাশপথে সেটা পাচার হবে। কিংবা এও জানি না, কোথায়ই বা তার দেখা পাওয়া যাবে। টেপটা তুমি শুনেছো তো? তাতে এরকমই একটা আভাষ দেওয়া আছে।

ম্যাকক্রেডি তার কভার স্টোরির সংক্ষেপে বর্ণণা দিয়ে বলে, তার ঝুলিতে দুটো কভার স্টোরি আছে, একটা নয়। প্রথমটা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে অতি স্বচ্ছ, ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যায়। ভাগ্য সহায় হলে তদন্তকারীরা মিথ্যেটাকে ফাঁস করে দেবে এবং তারপর কাহিনী আবিস্কার করবে। আবার বলছি ভাগ্য ভালো হলে দ্বিতীয় কভার স্টোরি তাদের অবশ্যই সন্তুষ্ট করতে পারবে।

'বেশ তো আমি কোত্থেকে শুরু করবো বলো?' জিজ্ঞেস করলো রাউজ। গড়িয়ে সপ্তাহটা তখন শেষ হতে চলেছে।

'তা তুমিই বা কোত্থেকে শুরু করতে চাও বলো।'

'যে কেউ তার পরবর্তী উপন্যাসের খোরাকের জন্য আন্তর্জাতিক আর্মস ট্রাফিক নিয়ে গবেষণা করে, তারা খুব শীগ্‌গীর সেই ট্রাফিকের জন্য দুটি ইউরোপিয়ান বেসের সন্ধান পেয়ে যাবে—এ্যান্টরেপ এবং হামবুর্গ,' উত্তরে বললো রাউজ।

'এ কথা সত্যি,' বললো ম্যাকক্রেডি, 'এই দুটো সিটির মধ্যে যে কোনো একটা সঙ্গে তোমার কোনো যোগাযোগ আছে?'

'হামবুর্গে একজন লোককে আমি জানি, ভয়ঙ্কর জেদী বিপজ্জনক লোক, তবে আন্তর্জাতিক আণ্ডারগ্রাউণ্ডের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকতে পারে।'

'তার নাম?'

'ক্রেইস্ট। আলরিচ ক্রেইস্ট।' আগে সে এতো বিপজ্জনক কিংবা জেদী ছিলো না। তার পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হলো তার ছেলে ড্রাগ এ্যাডিক্টেড হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায়।'

'ও হ্যাঁ,' বিজ্ঞের মতো বললো ম্যাকক্রেডি, 'তার একটা প্রভাব অবশ্যই পড়তে পারে। তাহলে ঐ ঠিক রইলো। হামবুর্গ থেকেই কাজ শুরু করো তুমি। সব সময় আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো। তুমি আমাকে সামনা-সামনি দেখতে না পেলেও আমি তোমার কাছে কাছেই থাকবো।

মাথা নাড়লো রাউজ। সে জানে। এ সবই মিথ্যে আশ্বাস, তবে বেশ ভালো। তার কাজের নিয়মিত অগ্রগতির খবরের প্রয়োজন হবে ম্যাকক্রেডির কারণ হঠাৎ যদি রাউজকে এই গ্রহ ছেড়ে চলে যেতে হয় এস.আই.এস. জানবে কতো দূর পর্যন্ত সে এগিয়েছে। আর রাউজের গুণাগুণ? স্লাইমাস্টারের কাজের কদর? কাজের বেলায় কাজী, আর কাজ ফুরোলেই পাজী, কতকটা সেই রকম আর কি। তখন তার কথা না ভাবলেই চলবে।

মে মাসের মাঝামাঝি হামবুর্গে এসে পৌছোলো রাউজ একা, অঘোষিত ভাবে। সে জানে এস.আই.এস.-র দু'জন লোক তার কাছাকাছি কোথাও আছে। তাদের কাজ হলো তার ওপর নজরদারি করা, এবং কতদূর সে এগুলো তার খবর ম্যাকক্রেডিকে পাঠানো।

দশ বছর পরে হামবুর্গের বন্দরে একটা জেটির ধারে দাঁড়িয়েছিলো উলি ক্রেইস্ট। মাথার ওপর প্রখর সূর্য। টমকে দেখে সে বলে ওঠে, 'টম, তুমি এখানে কি করতে এসেছো বলো তো?'

'তার আগে চলো কোনো রেস্তোরাঁয় ঢুকে কিছু খাওয়া যাক। খেতে খেতে আলোচনা করা যাবেখন।'

খাবার টেবিলে রাউজ বলতে শুরু করলো, খুব মন দিয়ে তার কথা শুনলো ক্রেইস্ট।

'দারুণ শুনতে ভালো লাগলো তোমার প্লটটা,' প্রসঙ্গক্রমে বললো ক্রেইস্ট, 'এখনো পর্যন্ত তোমার বই আমি পড়িনি। তোমার বইগুলো কি জার্মান ভাষায় অনুদিত?'

'না, এখনো হয়নি,' বললো রাউজ, 'আমার এজেন্ট একটা জার্মান কন্ট্রাক্ট পেয়ে যাওয়ার আশা রাখে। জার্মানি একটা বড় বাজার।'

'তাহলে এই থ্রীলার ফ্রিকসন উপন্যাস লিখে জীবন-ধারণ করা যায়?'

শ্রাগ করলো রাউজ।

'আর এই নতুন ব্যাপারে, মানে এই সব টেরোরিস্টদের, অস্ত্র ব্যবসায়ীদের আর হোয়াইট হাউস-এর সম্পর্কে তুমি তো অনেক বাজে বকবক করেছো আমার কাছে, তা কিছু সঠিক খবর পেলে?'

'এখনো পাইনি বন্ধু,' বিবেচনা করে দেখার প্রতিশ্রুতি দিলো জার্মান, 'তোমাকে কিছু খবর দেওয়ার চেষ্টা আমি করবো। কেবল গবেষণার প্রয়োজনে, হ্যাঁ, স্রেফ তোমাদের গবেষণার কাজের জন্য। আমাকে চব্বিশ ঘন্টা সময় দাও, আমি আমার কয়েকজন বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলবো। দেখা যাক, যদি তারা এ সব ব্যাপারে কোনো খবর-টবর সংগ্রহ করতে পারে। তোমার এতে আগ্রহ দেখে মনে হচ্ছে, আর্মি ছাড়ার পর থেকে ভালো কাজই তুমি করছো...'

মাঝ রাতে তারা বিদায় নিলো এ ওর কাছ থেকে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে চললো রাউজ। একটা মোটর সাইকেলের একক আরোহী সারাটা পথ তাকে অনুসরণ করে এলো। মোটর সাইক্লিস্ট দু দু'বার কথা বললো দূর থেকে। রাউজ ট্যাক্সি ভাড়া মেটাতেই ছায়াপথ থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো ম্যাকক্রেডি।

'লেজটা তুমি এখনে স্পর্শ করতে পারো নি,' নিজের থেকেই বললো সে আবার। 'যাই হোক, এখনো নয় নিশ্চয়ই। নাইটক্যাপের মতো অনুভব করো, বুঝলো?'

পরদিন সন্ধ্যায় সে আবার মিলিত হলো ক্রেইস্টের সঙ্গে। তার সঙ্গে করমর্দন করলো জার্মান। কথায় কথায় ক্রেইস্ট জিজ্ঞেস করে বসলো হঠাৎ, 'ভালো কথা, 'তোমার এই উপন্যাসে... আই.আর.এ.-র কোনো স্থান আছে?'

'কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছো বলো তো?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রাউজ। আশ্চর্য সে তো কখনো আই.আর.এ.-র প্রসঙ্গে আলোচনা করেনি তার সঙ্গে।

শ্রাগ করলো ক্রেইস্ট। তাদের একটা ইউনিট আছে এখানে, একটা বারে, প্যালেস্টাইনরা চালায়। আন্তর্জাতিক কমিউনিটিতে অন্য আরো গ্রুপের টেরোরিস্টদের সঙ্গে সংযোগ-রক্ষাকারী হিসাবে কাজ করে তারা। তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাও তুমি?'

'ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি, এ প্রশ্ন কেন?'

হাসলো ক্রেইস্ট, সামান্য হলেও বেশ জোরে। 'হয়তো বা ঠাট্টা,' বলো সে।

'এই সব প্যালেস্টাইনরা জানে, এক সময়ে তুমি তাদের চারজন সদস্যকে গুলি করে উড়িয়ে দিয়েছিলে, মনে পড়ে?' জিজ্ঞেস করলো রাউজ।

'সম্ভবত আমাদের এই পৃথিবীতে সবাই সবাইকে চেনে। বিশেষ করে তাদের শত্রুদের তো বটেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই বারে আমি ড্রিঙ্ক করতে যাই।'

'কেন?'

'ঠাট্টা বলেও ধরে নিতে পারে। হয়তো ফিরে আবার ট্রিগার টেপার জন্যও হতে পারে।'

সত্যি তুমি জেদী একজন, ভাবলো রাউজ।

পরদিন সন্ধ্যায় উলি ক্রিয়েস্ট ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে রাউজকে সঙ্গে নিয়ে সেই বারে গিয়ে ঢুকলো। ডোরম্যান এবং ডিনার জ্যাকেট পরিহিত দু'জনেই আরব।

'শুভ সন্ধ্যা মিঃ আবদাল্লাহ্,' জার্মান ভাষায় হাসতে হাসতে বললো ক্রিয়েস্ট। 'আমি খুবই তৃষ্ণার্থ, ড্রিঙ্ক করতে চাই।'

চকিতে একবার রাউজের দিকে তাকালো সে। সেটা লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে ক্রেইস্ট বলে উঠলো, 'ওহো, ঠিক আছে। ও আমার একজন দোস্ত।' ডোরম্যানের দিকে তাকায় আবদাল্লাহ্। দরজা খুলে দিয়ে পথ করে দেয়

সে, তাদের ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

আবদাল্লাহ তাদের একটা টেবিলের সামনে নিয়ে গিয়ে বসালো। ওয়েটারকে ডেকে তাদের দেখাশোনা করার জন্য অনুরোধ করলো।

'আমি তোমাকে বলেছিলাম না কোনো সমস্যা নয়।' বললো ক্রেইস্ট, 'এখন আমার কথা তোমার বিশ্বাস হলো তো?' তারপর তারা ড্রিঙ্ক করতে বসলো। ওদিকে রাউজ ড্রিঙ্ক করতে করতে ঘরের ভেতরটা জরীপ করতে থাকলো।

সেই বেলফাস্ট কাফেতে সীমাস ও' কীফ তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলো ক্রেইস্ট রাউজের টেবিলের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে, 'ঐ লোকটা কে বলো তো?'

'একজন জার্মান। নাম তার ক্রেইস্ট।'

'না আমি ওর কথা বলছি না,' ওকীফ বলে, 'তার ঐ সঙ্গীটির কথা বলছি আমি।'

'আমার কোনো ধারণা নেই সীমাস, আমি আগে কোথাও দেখেছি।'

ও' কীফের সঙ্গীটির চেহারা হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানের মতো। স্বভাবেও তাই, প্রতিদ্বন্দী কাউকে দেখলেই বুঝি তার হাত দুটো অস্থির হয়ে ওঠে পরখ করে দেখার জন্য। এবং হলোও তাই। রাউজ গিয়েছিলো টয়লেট রুমে। সেখান থেকে বেরুতেই লোকটা অহেতুক তাকে ধাক্কা দেয় পিছন থেকে। ঘুরে দাঁড়ায় রাউজ। চকিতে তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে জরীপ করে, চেহারার তুলনায় তার শক্তি কতটুকু। সামলে ওঠার আগেই রাউজের হাঁটুটা উপরে উঠে আসে লোকটার চোয়াল লক্ষ্য করে, তারপরেই সে তার হাঁটুর গুঁতো মেরে লোকটাকে ফেলে দেয় মাটিতে। চোয়ালের নীচের দাঁত ভেঙ্গে যায় লোকটার, রক্তের ধারা নামে মুখ দিয়ে। যন্ত্রণায় নুইয়ে পড়ে তার শরীরটা। তার তৃতীয় ঘুঁষিতে লড়াই থেমে যায়। রাউজ এবার তার সঙ্গীর দিকে ফিরে তাকায়।

'বন্ধু সহজ হও,' সীমাস নামের লোকটা বলে, 'ও তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলো।'

'আমার সঙ্গে আলাপ?' ভ্রুকুঁচকে ওঠে রাউজের 'কেন? তোমরা আমাকে চিনলেই বা কি করে?'

'প্রথম কারণ তোমার সারা অঙ্গে লেখকের ছাপ ছড়িয়ে আছে। আর একটা কারণ তোমার প্রতিটি উপন্যাসের পিছনে তোমার ছবি ছাপানো থাকে। সেই ছবি দেখে চিনেছি, বিশেষ করে আমি তোমার লেখার খুব ভক্ত। তৃতীয় কারণ, কয়েক বছর আগে বেলফাস্টে এস.এ.এস.এ.-র লোক হিসেবে কাজ করতে এসেছিলে তুমি।'

'তাতে কি হয়েছে?' বললো রাউজ, 'আমি তো সে কাজ ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি আমার জীবিকা হিসেবে উপন্যাস লিখি, সাহিত্য করি। ব্যাস এই যথেষ্ট। ওদের হয়ে আমি আর কখনো কাজ করবো না।'

'আমিও তাই শুনেছি। ঠিক আছে এস.এ.এস. ম্যান, চলো আমার এ্যাপার্টমেন্টে, চুটিয়ে ড্রিঙ্ক করা যাক। পুরনো দিনের খাতিরে অন্তত।'

উলি ক্রেইস্ট তখন তার সঙ্গিনীকে ছেড়ে তার টেবিলে ফিরে এসেছিলো। তার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে রাউজ বলে, 'সব ঠিক আছে উলি, শান্ত হয়ে থাকো। সময় হলেই বাড়ি চলে যেও। পরে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো।'

ও' কীফ তাকে তার এ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গেলো। তারা সেখানে জেমসনের জল মিশিয়ে পান করলো আকণ্ঠ।

'এস.এ.এস.ম্যান, এবার বলো, তোমার এই গবেষণার বিষয়বস্তুটা কি?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো ও'কীফ।

কোনো সংঘর্ষে যেতে চাইলো না রাউজ। সে তার পরবর্তী উপন্যাসের প্লটের কথা বললো তাকে।

'তাহলে বেলফাস্টের সেই ছেলেটির ব্যাপারে কিছু লিখছো না?'

'একই প্লট দু'বার ব্যবহৃত করতে পারি না,' বললো রাউজ, 'প্রকাশক তা চায় না। এই প্লটটা আমেরিকার।'

মধ্যাহ্নভোজের সময় রাউজকে জিজ্ঞেস করলো ম্যাকক্রেডি, 'তোমার কি মনে হয় ও'কীফ তোমাকে বিশ্বাস করে?'

'হয়তো বিশ্বাস করেছে। থ্রীলার স্টোরির লেখককে তার লেখার রসদ সংগ্রহ করার জন্য অনেক অজানা, অখ্যাত জায়গা ঘুরতে হয়, এটাই স্বাভাবিক। তবে মনে হয় না, ও'কীফ অতো বোকা। তার মনে সন্দেহ যে জাগে নি তা নয়।'

'আর ক্রেইস্ট তোমাকে বিশ্বাস করে বলে মনে হয়?' ম্যাকক্রেডির পরবর্তী প্রশ্ন।

'না, না,' হেসে উঠলো রাউজ, 'উলি অতো বোকা নয়। প্রথমেই সে ধরে নিয়েছে, কোনো মক্কেলের হয়ে অস্ত্রের সন্ধানে আমি এখানে এসেছি। উপন্যাসের মালমশালা সংগ্রহের গল্পটা তাকে বোকা বানাতে পারেনি।'

'আঃ জববর খবর শোনালো তুমি আমাকে,' ম্যাকক্রেডি হাসতে হাসতে বলে, 'ভালো কথা, সম্ভবত কাল রাতটা তাদের কাছে বোনাস পয়েন্ট এনে দিয়েছে, তুমি নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ্য করেছো। যাই হোক, এখন দেখা যাক, ভিয়েনায় তারা তোমার পিছু নেয় কিনা। ভালো কথা, কাল সকালের ফ্লাইটে তুমি তো যাচ্ছো। বিমান বন্দরে টিকিটের দামটা নগদে দিয়ে দিও।'

প্রথম প্রচেষ্টায় ফোনে সোভিয়েত এমব্যাসিতে মেজর কারিয়াগিনের লাইটা পেয়ে বিস্মিত হলো রাউজ। এতো সহজ তাকে যে সে পাবে, ভাবতে পারে নি সে। বিভিন্ন দেশ থেকে অস্ত্রের জন্য আবেদনপত্র যাচাই করা হলো তার কাজ। কিছু কিছু আবেদনপত্রে অনুমোদন করার ক্ষমতা রাখে সে। জটিল আবেদনপত্র থাকলে মস্কোর সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। আবেদনপত্রগুলো আসে ভিয়েনায় ওমনিপোলে, বিদেশ দপ্তরের অফিসে। সেদিন সন্ধ্যায় সাচারের রাউজের সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজী হয়ে গেলো সে।

রাউজ তাকে বলে তার পরবর্তী উপন্যাসের জন্য কিছু খবরের প্রয়োজন। ধৈর্য ধরে তার সব কথা শুনলো কারিয়াগিন।

'এই সব আমেরিকান টেরোরিস্টরা...' রাউজ তার বক্তব্য শেষ করতেই বললো সে।

'কল্পনাবিলাসী টেরোরিস্ট আর কি,' তার কথার জের টেনে বললো রাউজ।

অবশ্যই. কিন্তু তাদের খোঁজই বা করছো কেন তুমি?'

রাউজ তখন তার পকেট থেকে টাইপ করা একটা কাগজের শীট বার করে তার হাতে তুলে দেয়। নামের তালিকায় চোখ রাখতে গিয়ে রুশ মেজরের ভ্রু কুঁচকে ওঠে।

'অসম্ভব! ভুল লোকের সঙ্গে কথা বলছো তুমি। এ ব্যাপারে আমার কাছে কেন তুমি এলে?'

'আমার হামবুর্গের এক বন্ধু বলেছে, অনেক অনেক খবরই তোমার জানা আছে।'

'আমি আমার প্রশ্নটা বদল করছি, এ ব্যাপারে তুমি অন্য কোনো লোকের কাছে গেলেই তো পারতে। গল্প উপন্যাস লেখার জন্য যে কেউ তোমার প্রয়োজনীয় খবর সরবরাহ করতে পারতো।'

'কিন্তু আজকের পাঠকরা নির্ভরযোগ্য খবর চায়।'

'আমার মনে হয় তুমি এখনো ভুল পথে রয়েছো মি রাউজ। তোমার তালিকা দেখে মনে হচ্ছে, এগুলো মামুলি গতানুগতিক অস্ত্রশস্ত্র নয়। বুডি-ট্র্যাপড্, ব্রীফকেস, ক্লেমোর মাইন...এগুলো সোস্যালিস্ট ব্লক দেয় না। তা তোমার উপন্যাসে সাধারণ অস্ত্রের ব্যবহার দেখাচ্ছো না কেন?'

'কারণ স্বপ্ন বিলাসী, কাল্পনিক টেরোরিস্টরা আপাত দৃষ্টিতে হোয়াইট হাউসের বিরুদ্ধে এতোই ক্রুদ্ধ যে, সাধারণ মামুলি অস্ত্র নিয়ে তারা বিপ্লব করে না। টেক্সাসের বন্দুকের দোকান থেকে যে সব রাইফেল সহজে পাওয়া যায়, আমার উপন্যাসের টেরোরিস্টরা মোটেই তা ব্যবহার করবে না।

'তাহলে আমি অপারগ, সাহায্য করতে পারবো না রুশ মেজর সরাসরি অনিচ্ছা প্রকাশ করে বলে, 'এখন 'গ্লাসনস্ত'র যুগ, ক্লেমোর মাইনের মতো মারাত্মক অস্ত্র পাওয়া যায় না সরকারী মাধ্যম ছাড়া, আর যা-ও বা পাওয়া যায়, সে কেবল ন্যায্যত প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে। কোনো বন্ধু-ভাবাপন্ন দেশ সেরকম অস্ত্র-শস্ত্র অন্য কোনো দেশকে সরবরাহ করুক, আমার দেশ কখনোই তা চাইবে না।'

পরদিন সকালে লিবিয়ান এয়ারওয়েজ ফ্লাইটে ভ্যালেটা থেকে ট্রিপোলির পথে রওনা হয়ে গেলো সে। ম্যাকক্রেডির কথাও ভাবলো সে, ভ্যালেটা বিমানবন্দরে বিদায় জানাতে এসে সে তাকে বলেছে, 'আমার আশঙ্কা, ট্রিপোলিতে আমি তোমাকে অনুসরণ করতে পারবো না। সেখানে তোমাকে একা পথ চলতে হবে।'

প্রথমে মনে হয়েছিলো কোনো সমস্যাই দেখা দেবে না। দিনের শেষ ফ্লাইটের ইকোনোমি ক্লাসে বসে লিবিয়ার পথে উড়ে যেতে গিয়ে ভাবছিলো রাউজ। কিন্তু লিবিয়ার বিমানবন্দরে অবতরণ করার পর একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির

মুখোমুখি হতে হলো তাকে। সবুজ ইউনিফর্ম পরা তরুণ পাসপোর্ট অফিসার তার পাসপোর্ট দেখে ভ্রু-কুঁচকোয়, তার মুখের ভাব দেখে মনে হয়, তার পাসপোর্ট দেখে সন্তুষ্ট নয় সে। তখন সে তাকে এয়ারপোর্টের একটা ঘরে নিয়ে যায়। দেওয়ালে গদ্দাফির ছবি টাঙানো। রাউজকে বসতে বলে সেই অফিসার তার বিপরীত চেয়ারে বসে তার পাসপোর্টটা এবার ভালো করে দেখতে থাকে।

'আমি বুঝতে পারছি না, এই পাসপোর্টের মধ্যে কি এমন ত্রুটি থাকতে পারে।' একটু বিরক্ত হয়ে রাউজ বলে, 'গতকালই ভ্যালেটায় তোমাদের পিপলস্ ব্যুরো আমার এই ভিসা মঞ্জুর করে। অবশ্যই এই ভিসা বৈধ।'

অফিসার তার কোনো যুক্তি মানতে রাজী নয়। তার সেই একটাই কথা, লিবিয়া থেকে ফেরত যাওয়ার জন্য প্লেন অপেক্ষা করছে, সেই প্লেনই তাকে এখুনি লিবিয়া ত্যাগ করে চলে যেতে হবে।

পিছন থেকে দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলো রাউজ। তরুণ অফিসারর আগন্তুককে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করলো, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো কোনো কথা না বলেই।

'তাহলে মিঃ রাউজ, অবশেষে তুমি এখানে এসে হাজির হলো!'

ঘুরে বসলো রাউজ। কিন্তু তাকে যে সে চিনতে পেরেছে, বুঝতে দিলো না রাউজ। তার ছবিও দেখেছিলো সে। ম্যাকক্রেডি সাবধান করে দিয়েছিলো তাকে। সতর্ক থেকো হাকিম আল্ মনসুর সম্পর্কে।'

এক্সটার্নলি ইনটেলিজেন্সের প্রধান হাকিমকে সামনাসামনি দেখে তার ছবি থেকে বয়স অনেক কম বলে মনে হয়। রেকর্ড বলছে তার বয়স তেত্রিশের কিছু কম বেশী। ১৯৬৯ সালে লণ্ডন স্কুলে পড়ার সময় তার বসয় ছিলো মাত্র পনেরো। বিত্তবান, বাবার প্রচুর ধন-সম্পত্তি। শুধু তাই নয়, লিবিয়ার সম্রাট ইদ্রিসের অত্যন্ত আস্থাবান লোক ছিলো তার বাবা।

সেই বছরই কিছু তরুণ বিপ্লবী অফিসাররা তাদের দলের সেই বেদুইন সম্প্রদায়ের কর্ণেল গদ্দাফি লিবিয়ায় অভ্যুত্থান ঘটায়। সম্রাট তখন দেশের বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে তারা পিপলস্ অভ্যুত্থান ঘটায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা পিপলস্ জামাহারিয়া গঠনের কথা ঘোষণা করে। সম্রাট এবং তার দলের লোকেরা তখন বিপুল পরিমাণের অর্থ সঙ্গে নিয়ে জেনেভায় আশ্রয় নেয় এবং পশ্চিমী দেশগুলোর কাছে আবেদন জানায় তাঁকে তাঁর দেশে সম্রাটের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য। কিন্তু কোনো দেশই সে আবেদনে সাড়া দেয়নি। স্কুলে পড়ার সময়েই দেশের পরিস্থিতির কথা আন্দাজ করে লণ্ডনের হ্যারো স্কুল ছেড়ে লিবিয়ায় ফিরে এসে সেখানকার র‍্যাডিক্যাল ছাত্রদের সঙ্গে সোস্যালিস্ট রিভেলিউশনে যোগ দেওয়ার জন্য মনঃস্থির করে ফেলে সে। তার কাজ দেখে খুব খুশি হয় গদ্দাফি, এবং নিজে তার সঙ্গে দেখা করে তার পদোন্নতি ঘটায়। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বিদেশে থেকে ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্স-এর সঙ্গে আলোচনা চালায় হাকিম তার দেশের স্বার্থে, এই তরুণ অফিসারের কাজ দেখে তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়। তার খ্যাতি তখন তুঙ্গে। পূর্ব প্রাচ্যে সে একজন আরব বনে যেতে পারবে। বিদেশে গদ্দাফির তিনজন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করে সে এবং পি.এস.ও.-র সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হয় সে। পরে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের প্রবর্তক ও নেতা আবু হাসান সালেমের নেক নজরে পড়ে যায়, অচিরেই তার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে সে।

১৯৮৪ সালে গদ্দাফি তাকে বিদেশের সমস্ত টেরর অপারেশন পরিচালনা করার ভার দেয়। দু'বছর পরে লিবিয়ায় আমেরিকার বিধবংসী রকেট অভিযানে ভয়ঙ্কর ভীত ও দুর্বল হয়ে পড়ে গদ্দাফি। প্রতিশোধ নিতে চাইলো সে, আর সেটা কার্যকর করত আল্-মনসুর। ব্রিটিশের তরফ থেকে তার কোনো সমস্যা ছিলো না, যা কিছু সমস্যা আমেরিকা অভ্যন্তরে। আর এ হলো সেই তরুণ ব্রিটিশ, যে কিনা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। তবে আই.আর.এ.-র লোকদের ব্যক্তিগত ভাবে পশু বা জানোয়ার হিসাবে গণ্য করে থাকে সে।

আল-মনসুর সতর্ক করে বলল,'দয়া করে আমাকে বলতে দাও রাউজ। ব্রিটিশ স্পেশাল ফোর্সের তুমি একজন প্রাক্তন সৈনিক, আপাত দৃষ্টিতে তুমি এখন একজন লেখকে পরিণত হয়েছো। এখানে তুমি এসেছো তোমার উপন্যাসে আমাদের দেশের বর্ণনা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় খবর ও ফটো সংগ্রহ করার জন্য। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, প্রকৃত পক্ষে তুমি লিবিও মানুষের চিত্র তুলে ধরবে নাকি, নিজেরা নিজেদের ঢাকঢোল পেটাবে। না, মিঃ রাউজ, তুমি এখানে কিছুতেই থাকতে পারো না। এসো, মাল্টায় ফিরে যাওয়ার বিমানে তুলে দিয়ে আসি তোমাকে।'

লিবিও বিমান তখন আকাশে ওড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলো।

সৌভাগ্যবশতঃ একজন এস.এ.এস. সার্জেন্ট রাউজকে লক্ষ্য করলো, ভ্যালেটা বিমানবন্দরের মাধ্যমে ফিরে যাওয়ার তোড়জোর করছে সে। তারপর সে দেওয়াল ফোনটা ব্যবহার করলো তার সহকর্মীকে হোটেলে জানাবার জন্য।

'হতভাগ্য,' খিঁচিয়ে উঠলো ম্যাকক্রেডি, 'এতো তাড়াতাড়ি ফিরে আসছে, কি ভেবেছে সে?'

'কিন্তু বস,' সার্জেন্ট বলে, 'ড্যানির মতে, সাইপ্রাস এয়ার-ডেস্কে খোঁজখবর নিতে দেখা গেছে তাকে।'

ক্রুদ্ধ হয়ে ম্যাকক্রেডি ভাবে, তার আশা ছিল ট্রিপোলিতে কিছুদিন থাকবে রাউজ, তার কভার স্টোরির জন্য ভয়ঙ্কর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজ খবর নেবে সেখানে আমেরিকান কল্পানবিলাসী টেরোরিস্টদের শায়েস্তা করার জন্য, হয়তো তার আসল উদ্দেশ্যের কথা জেনে ফেলে আল্-মনসুর তাকে গ্রেপ্তার করে নিজে সে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এখন মনে হচ্ছে, তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে। কিন্তু সাইপ্রাসেই বা যাচ্ছে কেন সে? তবে কি রাউজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে! এখন মনে হচ্ছে, সে নিজে ট্রিপোলিতে গিয়ে তাঁর খোঁজ নেবে। কিন্তু হোটেল থেকে বেরিয়ে গেছে সে এখন। সম্ভবত সে হয়তো ভেবে থাকবে, অনুসরণকারীরা তার ওপর কড়া নজর রাখছে, লক্ষ্য করছে তার গতিবিধি।

'শোনো বিল,' দূরভাষে তাকে নির্দেশ দেয় ম্যাকক্রেডি, 'ড্যানিকে বলো, সে যেন রাউজের সঙ্গে থাকে। উপকূল পরিষ্কার হলে সাইপ্রাস এয়ার ডেস্কে গিয়ে খোঁজ নিতে তারা কোথায় গেছে। তারপর একই ফ্লাইটে আমাদের জন্য দু'টো টিকিট বুক করার ব্যবস্থা করো।

এয়ারপোর্ট হোটেল থেকে সোজা গাড়ি চালিয়ে সাইপ্রাসে এসে পৌঁছোলো রাউজ। আন্দাজ করলো সে এস.এ.এস.-এর লোকেরা নিশ্চয়ই তার পিছু নিয়েছে। আগের দিন সন্ধ্যায় ইচ্ছাকৃতভাবে পাসপোর্ট এবং কাস্টমস্ চেকিং-এর ব্যাপারে অযথা সময় নষ্ট করেছিলো সে। আসলে সময় কাটানোর জন্য। ওদিকে ট্রিপোলির লোকেরা লিভোসিয়ার ফ্লাইটে যোগ দিলো না। লিভোসিয়া এয়ারপোর্ট কমপ্লেক্সের বাইরে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। রাউজ ভাবলো, এস.এ.এস.-র লোকেরা ধারে কাছেই কোথাও থেকে থাকবে। কিন্তু কোনো সময়েই কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি সে।

এ্যাপোলেনিওয় একটা ঘর পাওয়া গেলো। সম্ভবত এই ঘরটা আল্-মনসুরই ব্যবস্থা করে থাকবে। হাল্কা মধ্যাহ্নভোজ করলো রাউজ।

ওদিকে সার্জেন্ট বিলকে সঙ্গে নিয়ে আলস্টারে এসে ঢুকলো ম্যাকক্রেডি। এটা যে কোনো চারতারা হোটেলের সামিল হতে পারে।

'হ্যালো,' বিড়বিড় করে বললো বিল।

টেরেসে এসে ঢুকলো একটি মহিলা। তাকে একটা টেবিল দেখায় ওয়েটার, মেয়েটির পোষাক সুরুচিপূর্ণ। সোনালী চুল কাঁধ ছুঁই ছুঁই।

'তোমার কাজের ওপর নজর দাও,' মেয়েটির ওপর থেকে বিলের দৃষ্টি ফেরাতে ম্যাকক্রেডি তাকে খোঁচা দিয়ে বলে, 'রাউজ কোথায় বলো তো?'

দাঁত বার করে হাসলো সার্জেন্ট। 'ঐ তো সামনে টেরেসে। তিন নম্বর জানালার নিচে।' আঙুল দিয়ে দেখালো স।

ওদিকে রাউজ তখন মেয়েটির টেবিলের সামনে গিয়ে বসার সময় নক্ করলো তাকে, 'শুভ সন্ধ্যা।' মেয়েটিও প্রতি-সম্ভাষণ জানালো তাকে। তারপর অন্ধকার দূরে পাহাড়ী-উপত্যাকার দিকে তাকালো জানালা পথে। তার দেখাদেখি রাউজের ইচ্ছে হলো রাতের উপত্যকার শোভা দেখার। কিছুক্ষণ পরে সে বলে, 'আমি তোমাকে টোস্ট খাওয়ানোর প্রস্তাব করছি।'

'টোস্ট?' অবাক চোখে তাকালে মেয়েটি। রাউজ তার কাছে অচেনা অজানা পুরুষ। অথচ, ঠোঁটটা সামান্য ফাঁক করে হাসলো সে। 'বেশ তো আমার জন্যও বলুন।'

ওয়েটারকে টোস্টের ফরমাস দিলো রাউজ। তারপরেই মেয়েটির চোখে চোখ রেখে সে আবার জিজ্ঞেস করলো, নৈশভোজে তোমার সঙ্গে যোগ দিতে পারি?'

'কেন নয়? তবে স্রেফ নৈশভোজের জন্য।' বলে হাসলো মেয়েটি। হাতে মদের গ্লাসটা নিয়ে রাউজ এবার যুতসই হয়ে বসলো মেয়েটির ঠিক মুখোমুখি।

'আমার নাম টম রাউজ,' নিজের পরিচয় দিলো সে।

'আর আমি।' উত্তরে বললো, মেয়েটি, 'মোনিকা ব্রাউন।'

পরিচয়ের পালা শেষ হতেই তারা গল্পগুজবে মেতে উঠলো। টুকরো টুকরো কথাবার্তা। রাউজ তার এখানে আসার উদ্দেশ্যর কথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে। সফল লেখক সে। এখানে সে তার পরবর্তী উপন্যাসের রসদ জোগাড় করার জন্য লেভানটাইন এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি দিয়ে লিখতে চায় সে। রাউজ এও বলে, এখানকার সফর শেষ করতে চায় সে এই হোটেলে একটু সময়ের জন্য থাকার পর। তার এক বন্ধু বলেছে, এখানকার পরিবেশ বেশ শান্ত আর খাবারও খুব সুস্বাদু।

'আর তুমি?' জানতে চাইলো রাউজ।

'উত্তেজিত হওয়ার মতো তেমন কিছু নয়। ঘোড়ার বংশবৃদ্ধি করা আমার নেশা। এখানে এসেছি প্রজননের জন্য তিনটি পুরুষ ঘোড়া কিনতে। সময় কাটাতে এখানে চলে এলাম বন্দরের ঘিঞ্জি এলাকায় না গিয়ে।

'পুরুষ ঘোড়া? সাইপ্রাসে?' অবাক চোখে তাকালো রাউজ?'

'না। সিরিয়াস ঘোড়া চাই। বছরে একবার মেলা বসে হামায়। খাঁটি আরবের ঘোড়া। সব থেকে ভালো ঘোড়া। ব্রিটেনে রেসের ঘোড়া যায় আরব দেশগুলো থেকে, জানো? তবে একটু অপেক্ষা করতে হবে, এই যা—'

'কতো দিন?'

'যে কোনো দিনে পেয়ে যেতে পারি। তার জন্য আমি একটু চিন্তিত। ঘোড়াগুলো এখান থেকে রপ্তানি করার জন্য হয়তো তাদের সঙ্গে আরো কিছুদিন আমাকে সিরিয়ায় থাকতে হতে পারে।'

টেরেসে রাউজ তখন মোনিকা ব্রাউনের সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এক সময় মেয়েটির মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অদূরে একটা টেবিলের দিকে তাকাতেই তার মনে হলো, যেন এই রকমটিই চাইছিলো সে। সেই টেবিলটা দখল করে বসেছিলো দু'জন আইরিসম্যান, যাদের সে এর আগে কখনো দেখেনি। তৃতীয় জন, স্পষ্টতই ইঙ্গিত করেছিলো তাদের গ্রুপ লিডার—কেভিন ম্যাহোনি। রাউজের দৃষ্টি থমকে যায় তাদের দিকে তাকাতে গিয়ে।

'ঐ লোকগুলোকে তুমি চেনো নাকি?' মেয়েটির কথায় অন্তরঙ্গতার সুর ধ্বনিত হয়।

'না এর আগে কখনো দেখিনি ওদের।'

'ওদের মধ্যে একজন মনে হয় ফিরে ফিরে দেখেছিলো তোমাকে।'

মেয়েটির মন্তব্যে কেমন যেন সন্দেহ হলো রউজের। ভালো করে তাকাতে গিয়ে লক্ষ্য করলো সে। কেভিনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির তার মুখের ওপর। তার বুকের রক্ত চলকে উঠলো। লোকটাকে কোথায় যে দেখেছে সে এর আগে। এবার তার মনে পড়লো, কিন্তু ঠিক খেয়াল করতে পারছে না।

'ওদের কথা শুনে আন্দাজ করতে পারো, ওরা কোথাকার লোক হতে পারে?' জানতে চাইলো রাউজ।

'আইরিশ,' উত্তরে বললো মেয়েটি, 'উত্তর আইরিশ।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছো মোনিকা।' তারপর মেয়েটিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে রাউজ গদগদ হয়ে বলে। 'তুমি চলে যাচ্ছে চমৎকার নৈশভোজ হলো আজ। আশা রইলো আবার আমরা দু'জনে একসঙ্গে খেতে পারবো।' এই বলে মেয়েটির চোখে চোখ রাখলো সে, ভেবেছিলো, মেয়েটি তাকে সঙ্গ দিতে বলবে, কিন্তু তার কোনে ইঙ্গিতই সে লক্ষ্য করলো না। তার বদলে মেয়েটি তার মুখে একটা উজ্জ্বল হাসি ফুটিয়ে বেরিয়ে গেলো টেরেস থেকে। আর এক কাপ কফি নিলো রাউজ। অতঃপর। একা, নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য।

'আমি তোমাকে বলেছিলাম না, জায়গাটা আকর্ষণীয়। পিছন থেকে একটা ভরাট কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকালো সে দিকে রাউজ। তখনি তার নজরে পড়লো হাকিম আলি-মনুসর একটা টেবিল দখল করে বসে আছে সেখানে।

এবং কফির কাপে চুমুক দেওয়ার অপেক্ষায়। উপত্যকার ধারে জানালার সামনে বসেছিলো ড্যানি, তার চোখের সামনে ভাসছিলো রাউজ ও হাকিমের মুখ। ড্রিঙ্কস-এর গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে ড্যানি তার পোর্টেবল ফোনে মুখ রেখে জরুরী খবর পাঠালো তার বসের উদ্দেশ্যে। এ্যাপোলোনিয়ার প্রবেশ পথের রাস্তার ওপর পার্ক করে রাখা ওরিয়ন গাড়ির মধ্যে বসে থেকে সব শুনলো ম্যাকক্রেডি। হোটেলে লিবিওদের প্রবেশ করতে দেখেনি সে, কিন্তু সে সেখানে বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে নজর রাখছিলো।

'আমি তাহলে এখন এখানেই থাকি বস?' জিজ্ঞেস করলো ড্যানি। সায় দিলো ম্যাকক্রেডি।

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছিলে আজিজ,' শান্ত ভাবে তার কথার জবাবে বললো রাউজ, 'আমার সঙ্গে তুমি কথা বলতে চেয়েছিলে যদি, তাহলে কেনই তুমি আমাকে লিবিয়া থেকে বহিষ্কার করলে?'

'ওঃ প্লিজ তুমি সেটা বহিস্কার বলে মনে করো না 'কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে আল্ মনসুর, 'তোমাকে সেখানে গ্রহণ করাতে একটা বাধা ছিলো। তাছাড়া তোমার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চেয়েছিলাম বলেই সাইপ্রাসে আসতে বলি তোমাকে। আমার দেশে তোমার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে দেখলে আমার অফিসারদের মনে সন্দেহ জাগবে। সন্তুষ্ট করতে হতো তাদের। আর এখানে...একটা শান্ত ও শান্তির পরিবেশ...'

'তাহলে,' রাউজ বলে, 'আমার গবেষণার কাজে তোমার এই সাহায্যের জন্য অবশ্যই তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়, কি বলো!'

নরম হাসি হাসলো আল্ মনুসর।

'আমার মনে হয়, বোকামো করার সময় চলে গেছে মিঃ রাউজ। দ্যাখো, কয়েকটা জানোয়ার...তাকে তার দুঃখ থেকে রেহাই দেওয়ার আগে, তোমার মৃত বন্ধু ক্রেইস্ট সহজেই অনেক কিছু বলে ফেলতে পারতো?'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রাউজ বলে, 'কিন্তু কাগজ বলছে ড্রাগের লোকেরা তাকে খুন করেছে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, হয়তো কোনো অপরাধ করে থাকবে সে।'

'হায়, তা কিন্তু নয়। তার হত্যাকারী অবশ্যই ড্রাগের কারবার করতো। কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো প্রকাশ্য জনপথে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো, নীতিগত ভাবে ব্রিটেনে।'

'কিন্তু কেন? কেন যে ঐ সব অবিবেচক লোকগুলো তার পিছনে লাগাতে গেলো বুঝতে পারছি না।'

'প্রিয় রাউজ, তাহলে শোনো। আসলে তোমার হামবুর্গে আসার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে, সেটা জানার খুব আগ্রহ ছিলো তাদের। তারা ভেবেছিলো তোমার বন্ধু সে কথা জানে কিংবা সন্দেহ করে। এবং করেওছিলো সে। সম্ভবত সে বিশ্বাস করেছিলো, কল্পনাবিলাসী আমেরিকান টেরোরিস্টদের ব্যাপারে তোমার জানার আগ্রহের পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থেকে থাকবে, আর ভিয়েনার খবর থেকে সেই সন্দেহটা একেবারে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। আমার কেন জানি না মনে হয়েছে, তুমি একজন উল্লেখযোগ্য লোক, তোমার সঙ্গে কথা বলা দরকার, আর তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় এসে গেছে। কিন্তু এখানে নয়।'

রাউজের পিছনে দু'জন লোক এসে হাজির হয়। গায়ে গতরে তারা অনেক ভারি।

তাদের চকিতে একবার দেখে নিয়ে আল্ মনসুর বলে উঠলো, 'মনে হয় এখন আমাদের বাইরে একটু ঘুরে আসা দরকার।'

'সেখান থেকে ফিরে আসবে তো?' জিজ্ঞেস করলো রাউজ। উঠে দাঁড়ালো আল্ মনসুর।

'আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কয়েকটা সহজ প্রশ্নের উত্তর তুমি কি রকম দাও তার উপর সেটা নির্ভর করছে।'

এ্যাপোলোনিয়ার পেটিকো থেকে বেরিয়ে আসার মুখে ম্যাকক্রেডি অপেক্ষা করছিলো। উপত্যাকা ছাড়িয়ে লিবিও গাড়িতে চড়ে রাউজকে দেখলো ড্যানি, তার দু'পাশে ভারিক্কি চেহারার সেই দু'জন মস্তানকে বসে থাকতে দেখলো।

'বস, আমরা কি অনুসরণ করবো?' ওরিয়েনের পিছনের আসন থেকে জিজ্ঞেস করলো বিল।

'না,' বললো ম্যাকক্রেডি। বিনা লাইটে অনুসরণ করাটা আত্মহত্যারর সামিল। আবার হেডলাইট জ্বালালে খেলাও শেষ। আল্মনুসর তার খেলার জায়গাটা বেশ ভালোই বেছে নিয়েছে দেখছি। রাউজ ফিরে এলে নিজেই সে বলবে, এখানে কি ঘটেছিলো। আর যদি না আসে...যাইহোক, অবশেষে খেলার জগতে অন্তত ফিরে এসেছে সে।

এখন বাজীর ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। কাল সকালে জেনে যেতে পারবো সেটা গ্রহণ করা হয়েছে, নাকি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ভালো কথা বিল,' একটু থেমে ম্যাকক্রেডি জিজ্ঞেস করলো, 'সেই হোটেলে গোপনে ঢুকতে পারবে, কেউ যেন দেখতে না পায়?'

তার দিকে এমন ভাবে তাকালো বিল, যেন সে তাকে অপমান করলো।

এক ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে প্রায় মাঝরাতে তারা এসে পৌঁছোলো একটা ভিলায়, ভারি চেহারার সেই দু'জন লিবিওর মধ্যে একজন গাড়ির দরজা খুলে দেয়, অন্য আর একজন বলতে গেলে একরকম ধাক্কা দিয়ে গাড়ি থেকে নামালো রাউজকে। আল্ মনসুরও নামলো তাদের সঙ্গে।

'ও, কে. বৎস, এসো এবার আলোচনা করা যাক। অস্ত্রের সন্ধানে তুমি নাকি ইউরোপ ঘরে বেড়াচ্ছো। বাছাধন এখন বলো তো, তোমার সত্যিকারের উদ্দেশ্যটা কি? তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করলো আল্-মনসুর।

'একটা নতুন উপন্যাসের গবেষণার কাজ করাই হলো আমার উদ্দেশ্য। এ কথা আমি তো অনেকবার বলেছি। এটাই আমার কাজ এখন। একটা ভালো থ্রীলার উপন্যাস লিখতে চাই—সৈনিকদের, গুপ্তচরদের, টেররিস্ট তথা স্বপ্নবিলাসী টেররিস্টদের জীবনী নিয়ে—'

তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে তার মুখের ওপর সজোরে আবার আঘাত করলো টেরিপিল, উদ্দেশ্য তাকে সমঝে দেওয়া, এ সব ছেঁদো কথায় বিশ্বাসী নয় তার। তারা তার মুখ থেকে আসল ঘটনার কথা শুনতে চায়, যাকে বলে একেবারে সত্যকাহিনী।

'ওসব বাজে কথা রাখো তো। কোনো রকম বিদ্বেষ মনোভাব না দেখিয়েই আল্-মনসুর জিজ্ঞেস করলো সত্যি করে বলো, কার কাজ করছো তুমি?'

রাউজ ভাবলো, ধীরে ধীরে কাহিনী শুরু করা যাক এবার। সে এখন মুখ খোলার জন্য প্রস্তুত এখানে যে কাজের জন্য আসা তার একটা বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করলো রাউজ।

'বলো কোন্ ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিলো?' জিজ্ঞেস করলো টেরিপিল।

'সোলজার অফ ফরচুনে' গত মে সংখ্যায় একটা বিজ্ঞাপন ছিলো। ....অস্ত্র বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন, ইউরোপ এলাকায়—আকর্ষণীয় কাজের জন্য...এই রকম একটা কিছু বক্স নাম্বারে।'

'বাজে কথা। প্রতি মাসেই এই ম্যাগাজিন আমি কিনে থাকি। সেরকম কোনো বিজ্ঞাপনই ছিলো না।'

'হ্যাঁ, ছিলো বৈকি। মিলিয়ে দেখতে পারো।'

'ঠিক আছে, তাই করবো,' ঘরের একটা কোণ থেকে বিড়বিড় করে বলে উঠলো আল্-মনসুর।' সোনার কলমে দামী কাগজের প্যাডে নোট করছিলো সে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

রাউজ জানে টেরিপিল ধাপ্পা দিচ্ছে। বিজ্ঞাপনটা ঠিকই বেরিয়েছিলো 'সোলজার অফ ফরচুন' ম্যাগাজিনে। এবং সেই বিজ্ঞপনের জবাবে রাউজ তার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে আবেদন করেছিলো। ম্যাকক্রেডি সেই বিজ্ঞাপনটা দেখেছিলো, আর এ ব্যাপারে সি.আই.এ. ও এফ.বি.আই.-এর তার কয়েকজন বন্ধুও সেটা সমর্থন করেছিলো। রাউজ সর্বান্তকরণে আশা করে, ইংলণ্ডের থমাস রাউজের কাছ থেকে বিজ্ঞাপনদাতা উত্তর পেয়েছিলো, সেটা সে অস্বীকার করতে পারবে না।

'তাহলে, তুমি বলছো, সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে জবাব দিয়েছিলে তুমি? তা কোন্ কাগজে?'

'লণ্ডন ডেইলি টেলিগ্রাফে। সেই কাগজে আমার জবাবটা প্রকাশ হতেই তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে।'

'ঠিক আছে মিঃ রাউজ,' নরম গলায় আল্-মনসুর বলে, 'তুমি এখন যেতে পারো। তবে আমরা অবশ্যই তোমার এই স্টেটমেন্ট মিলিয়ে দেখবো সত্যি না মিথ্যে, পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো। ফিরে আবার আমি কিংবা আমার লোক তোমার সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত আপাতত তুমি এ্যাপোলোনিয়াতেই থাকবে, বুঝলে?'

সেই হেভীওয়েটের লোকজন তাকে হোটেলের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলো গাড়িতে করে। রাউজ তার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাতেই তার চোখে পড়লো মেঝের কার্পেটের ওপর একটা ব্রোসিওর পড়ে রয়েছে। নিচু হয়ে সেটা হাতে তুলে নিতেই দেখতে পেলো সে, তাতে দর্শনার্থীদের আহ্বান করা হয়েছে ঐতিহাসিক কাইকো সন্ন্যাসীদের

মঠ পরিদর্শন করার জন্য। পেন্সিলে লেখা একটা ছোট্ট চিরকূট, লেখার শেষে সময় দেওয়া হয়েছে সকাল দশটা।

রাউজ তার ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখে তিন ঘন্টা ঘুমোবার জন্য। এটা একটা ম্যাকক্রেডির মোচড় বা চাপ, ঘুমোতে যাওয়ার আগে মনে মনে বললো সে।

মধ্যাহ্নভোজের একটু পরেই সাইপ্রাস থেকে পশ্চিমে উড়ে আসা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমানটা এয়ারপোর্টের মাটি স্পর্শ করলো। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ইউনিফর্ম পরা একজন বিমান-সেবিকা তার সামনে এসে একটা কার্ড তার হাতে তুলে দিতে গিয়ে বললো, 'মিঃ রাউজ এয়ারপোর্ট ইনফরমেশন ডেস্কে আপনার এই মেসেজটা ছিলো।'

মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিলো সে। এবং পাসপোর্ট কনট্রোলের দিকে এগিয়ে গেলো। নিকিকে চমকে দেওয়ার জন্য ফিরে আসার খবর আগে থেকে দিয়ে আসেনি রাউজ। নিকির মেসেজটা পড়লো সে।

লণ্ডনের ওয়েস্ট এণ্ড থেকে যাওয়া-আসার জন্য একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলো রাউজ। তার আগে প্রথমে নিকিবে ফোন করলো সে। উত্তেজিত নিকির গলা কাঁপছিলো, তার স্বামী ফিরে এসেছে, একটা দুর্ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার আনন্দে তার গলা কাঁপছিলো কথা বলতে গিয়ে।

'প্রিয়তম, তুমি ঠিক আছো তো?'

'হ্যাঁ, চমৎকার।'

'আর তুমি তোমার সব কাজ চুকিয়েই এসেছো তো?'

'হ্যাঁ, গবেষণার কাজ শেষ। এবার ইংলণ্ডে বসে লেখাগুলো মনের মতো করে সাজাতে হবে। তা তুমি কেমন ছিলে বলো?'

'ওঃ চমৎকার। সব কিছু চমৎকার। আন্দাজ করে দ্যাখো তো কি ঘটতে পারে?'

'আমাকে চমকে দেবে?'

'জানো প্রিয়তম, তুমি চলে যাওয়ার ঠিক দু'দিন পরে একটা লোক আসে আমাদের বাড়িতে। সে বলে, লণ্ডনে একটা বিরাট কোম্পানির ফ্ল্যাট সাজাচ্ছে সে, আর তার জন্য কার্পেট ও কম্বলের খোঁজ করছে সে। আমাদের সব স্টক কিনে নিয়ে গেছে সে। নগদ ষোলো হাজার পাউণ্ড দিয়ে গেছে সে, জানো প্রিয়তম! আমাদের হাতে এখন অনেক, অনেক টাকা। উঃ কি আনন্দ যে হচ্ছে—'

খবরটা শুনে চমকে উঠলো রাউজ, সে তার স্ত্রীর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারলো না।

'এই ক্রেতা লোকটা কোত্থেকে এসেছিলো জানো?'

'মিঃ দা কোস্টা। পোর্তুগাল থেকে। কিন্তু কেন বলো তো?'

'কালো চুল? অলিভ-স্কিনড্?'

'হ্যাঁ, তাই মনে হয়।'

আরব, ভাবলো রাউজ, আরব মানেই লিবিয়ান। তার মানে গোলাবাড়ি থেকে নিকি যখন কার্পেটের স্টক আনতে যায়, সেই সময় কেউ একজন বাড়িতে ঢুকে সম্ভবত তার ফোনে আড়িপাতার যন্ত্র বসিয়ে গিয়ে থাকবে। সব আট-ঘাট বেঁধে রাখতে চেয়েছিলো আল্-মনসুর। ভিয়েনা, মাল্টা কিংবা সাইপ্রাস থেকে সে যদি নিকির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ঘুণাক্ষরেও লিবিয়া পাড়ি দেওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্যের ব্যাপারে ব্যক্ত করতো, তাহলে আল্-মনসুর অবশ্যই তাকে খতম করে ফেলতো, সেই সঙ্গে তার সেখানে যাওয়ার সব উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়ে যেতো।

'ঠিক আছে,' এবার সে খুশি হয়েই বললো, 'কোত্থেকে সে এসেছিলো, এ নিয়ে আমি এখন আর মাথা ঘামাবো না। সে যদি নগদ দিয়ে থাকে তো খুবই ভালো।'

'তুমি কখন বাড়ি ফিরে আসছো প্রিয়তম?' উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো নিকি।

'কাল সকালে। প্রায় ন'টার সময়।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে সে তখন ছুটলো মাউন্ট স্ট্রীটের সেই চমৎকার রেস্তোঁরার দিকে। আটটা দশে সেখানে পৌঁছে দেখলো সে, একেবারে কোণের একটা টেবিলের সামনে বসে আছে সাম ম্যাকক্রেডি। কর্ণার টেবিলই পছন্দ তার।

চিংড়ি মাছের ফরমাস দিলো রাউজ। তারপর ম্যাকক্রেডির দিকে তাকাতেই সে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার হোটেলের ফোন ট্যাপ করার আগে সাইপ্রাস থেকে তুমি কি নিকিকে কখনো ফোন করেছিলে?'

'একেবারে আদৌ নয়?' উত্তরে সে বললো, 'ওর সঙ্গে আমি প্রথমে ফোনে কথার বলি, এখানে এসে গেস্ট হাউস হোটেল থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে।'

'ভালো। আবার মন্দও হতে পারে। ভালোর অর্থ হলো, সাইপ্রাস থেকে নিকির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উল্টো-পাল্টা কিছু বলে ফেলার সম্ভাবনার কথা এখন আর ভাবতে হবে না। আর মন্দর ব্যাপার হলো, তোমাদের অজান্তে আল্-মনসুর কতো জঘন্য বন্দোবস্ত না করে রেখেছিলো, তোমার বাড়ির ফোন ট্যাপ করার ব্যবস্থা করে।'

রাউজ এবং ম্যাকক্রেডি আলোকিত পোর্টিকো দিয়ে হেঁটে আসছিলো, ঠিক সেই সময়ে পাশে একটা পোলট্রির দোকানের অলিন্দ থেকে লুকিয়ে ম্যাকক্রেডির ফটো তুলে নিয়েই দ্রুত ছুটে পালালো সেখান থেকে। কুইক শট্ কোনো ফ্ল্যাশ নয়। পোর্টিকোর আলোই যথেষ্ট ছিলো। দৃশ্যটা ম্যাকক্রেডির দৃষ্টি এড়ালো না, তবে তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো না ঠিক সেই মুহূর্তে।

'ওরা যা চেয়েছিলো তা পেয়ে গেলো,' শান্ত গলায় বললো ম্যাকক্রেডি, 'যে কোনো সময়ে তারা আমার আসল পরিচয় প্রকাশ করে দেবে। যাইহোক, কিছু সময়ের জন্য তাদের কৌতূহল জেগে থাকুক সেখানে।'

রাউজকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাকক্রেডি তার জগুয়ার গাড়িতে উঠে প্রথমেই তার গাড়ির ফোনটা ব্যবহার করলো। অপর প্রান্ত থেকে দূরভাষে স্পেশাল ব্রাঞ্চে তার এক বন্ধুর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। ম্যাকক্রেডি তাকে বলে, 'টেররিস্টরা, সম্ভবত প্যাগোডার কাছে বাটারসী পার্কে জমায়েত হবে।' পরক্ষণেই ফোনটা নামিয়ে রাখলে সে।

একটু পরেই দুটি অচিহ্নিত পুলিশ গাড়ি ম্যাকক্রেডির জাগুয়ার গাড়ির আগে ও পরে চলতে থাকে সমান গতিতে।

'এ পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও,' ম্যাকক্রেডিকে জিজ্ঞেস করলো রাউজ, 'ওরা কি আমার খোঁজে, নিকির খোঁজে আসবে?'

'এখনো পর্যন্ত সেরকম কিছু তারা করেনি,' বললো ম্যাকক্রেডি, 'হাকিম আল্-মনসুর একজন প্রো, আমার মতো আমাদের এই খেলাটাকে খেলা হিসেবেই গ্রহণ করেছে সে, এ খেলায় তুমি কিছু জিতেছো, কিছু হারিয়েছো। শ্রাগ করবে সে ব্যাস এই পর্যন্ত, তারপর সে প্রস্তুত হবে তার নতুন অপারেশনের জন্য।'

'ম্যাহোনি দারুণ ফন্দিবাজ লোক, কিন্তু কুড়ি বছর ধরে আই.আর.এ. কেবল তাদের নিজস্ব ইনফরমারদের আর উর্দ্ধতন অফিসারদের টার্গেট করে এসেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে এখন আয়ারল্যাণ্ডে ফিরে যাবে এবং আই.আর.এ. আর্মি কাউন্সিলের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে থাকবে। তারা অন্তত তাকে তাদের মিশনের একান্ত আপনজন কনে মরে সাদর সম্ভাষণ জানাবে। অতএব, কিছু দিনের জন্য ওদের চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলো, বুঝলে রাউজ।' বললো ম্যাকক্রেডি।

সাতদিন পরে। কালো রঙের একটা গাড়ি থেকে নেমে এলো একজন তরুণ রাউজের কোর্ট ইয়ার্ডে।

'টম,' ডাকলো নিকি, 'কে যেন দেখা করতে এসেছে তোমার সঙ্গে।'

বাড়ির পিছনের বাগান থেকে ছুটে এলো রাউজ। যুবকের মুখে তেমন কোনো নম্রতার ছাপ সে দেখতে পেলো না, তবে তাকে চিনতে পারলো সে।

এই যুবকই ট্রিপোলি থেকে ভ্যালেটায় অনুসরণ করেছিলো। তারপর দু'সপ্তাহ আগে সাইপ্রাস-গামী বিমানে ওঠার পর থেকে তাকে আর দেখতে পায়নি সে।

'মিঃ রাউজ?'

'হ্যাঁ, আমিই রাউজ।'

'মিঃ আজিজের একটা মেসেজ আছে।' খুব সাবধানে ইংরিজীতে কথা বললো সে। আজিজের খবরটা সে কতকটা আবৃত্তি করার মতো করে উচ্চারণ করে গেলো।

'আপনার কারগো ব্রেমারহাফেনে পৌঁছেছে। তিনটি ক্রেট। সবগুলোই অফিস মেসিনারি হিসাবে চিহ্নিত করা আছে। আপনার স্বাভাবিক সইতে সেগুলো ডেলিভারি নেওয়া যেতে পারে। বে জিরে নাইন। ওয়ারহাউস নুবার্গ

রোসম্যানস্ট্রেস। পৌঁছোনোর ছব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই মালগুলো সরানোর ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। তা না হলে সেগুলো উধাও হয়ে যাবে। ব্যাপারটা পরিস্কার হয়েছে তো?'

'একটা কথা, কখন কোন্ তারিখে পৌঁছোচ্ছে?'

চব্বিশ তারিখ 'বেলা একটায়।' কথাটা বলার পরে সে আর দাঁড়ায় না। গাড়ি চালিয়ে উধাও হয়ে যায় নিমেষে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে রাউজ অপস্য়মান গাড়িটার দিকে।

'চব্বিশ তারিখের মানে বলতে কি বোঝাতে চেয়েছে ওরা? ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলো ম্যাকক্রেডি রাউজের মুখ থেকে খবরটা শোনার পর, 'তার মানে তিন দিন পরে। ব্লাডি তিন দিন...'

তৃতীয় দিন অর্থাৎ চব্বিশ তারিখে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। সেই আলোয় ক্যাপ্টেন হোলস্ট তার কেবিনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে সমুদ্র দেখলো। সেখান থেকে এক কি দু'মাইল দূরে একটা হলুদ আলোর সংকেত চোখে পড়লো তার। ইঞ্জিন-রুমকে হুকুম করলো সে, জাহাজের গতি অর্ধেক করে দেওয়ার জন্য।

সমুদ্রের শান্ত জল কেটে ৪০ ফুট মোটর ফিশিং ভেসেল মাতালের মতো টলতে টলতে ছুটে আসছিলো জাহাজটার দিকে।

'আমরা এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো স্টিফেন জনসন।

'উত্তর সাগরে, ইয়র্কশায়ার ও ডাচ উপকূলের মাঝখানে।' বললো হোলস্ট, 'আমাদের জাহাজটা থামাতে হবে, জলপথ আইনে এটাই নিয়ম।'

সে জানে না আসলে কি জিনিষ বহন করে নিয়ে আসছে সে, আর জানতেও চায় নি সে। তার নিয়োগকর্তার হুকুম মতো কাজ করেছে সে। অতিরিক্ত বোনাসের আশায়। খুব শীগ্‌গীর অবসর নিয়ে সে হোমপোর্ট লিমাসোলে ফিরে যাবে অনেক টাকা কামিয়ে নিয়ে। তার গ্রীক স্ত্রীর পক্ষে টাকাটা যথেষ্ট বলেই মনে করে সে।

জনসনের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্থ ভাব। 'আমরা কখনোই জাহাজ থামাতে পারি না।' বললো সে।

'থামাতেই হবে।'

এবার সেই আলোটা আগের থেকে অনেক বেশী স্পষ্ট, অনেক বেশী উজ্জ্বল। সেই ভেসেল একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো সে।

একজন আই.আর.এ. অফিসার হোলস্ট-এর পিছনে এসে দাঁড়ালো সে তার বুকে রিভলবারের নলটা ঠেকাতেই আঁতকে উঠলো ভয়ে উত্তেজনায়।

'জাহাজ থামাও', কড়া হুকুম আই.আর.এ. অফিসারের।

হোলস্ট তার রিভলবারটা অবজ্ঞা করতে পারলো না। সে তখন জনসনের দিকে তাকালো।

জনসন এবার একটু নরম হলো, 'ঠিক আছে, তোমাদের কথা মতোই কাজ হবে, তার আগে ওর বুকের ওপর থেকে রিভলবারটা সরিয়ে নাও।'

ওদিকে টম রাউজও প্রস্তুত ছিলো তার দলবল নিয়ে। শান্ত সমুদ্র তখন অশান্ত হয়ে উঠেছে আসন্ন খণ্ড-যুদ্ধের আশঙ্কায়।

চারজন সাইপ্রাস ক্রুম্যান তখন মূল ডকে এসে হাজির হয়েছিলো। তাদের মধ্যে একজন গ্রীক ভাষায় চিৎকার করে হুকুম করলো আই.আর.এ. লোকগুলোকে।

চারজন-এর হাতেই বন্দুক ছিলো। কিন্তু ভারী অস্ত্র হেকলার এবং সাব-মেসিনের কাছে তাদের হাতের বন্দুক যে কিছুই নয়, এই ভেবে তাদের মধ্যে দু'জন তাদের হাতের বন্দুক ডেকের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো। একজন ভাগ্যবান, তার পায়ে পান্টা গুলি লাগতে প্রাণে বেঁচে গেলো সে, বাকী জীবন তার হুইলচেয়ারে কাটাতে হবে। কিন্তু চতুর্থ আই.আর.এ. ম্যান মোটেই ভাগ্যবান ছিলো না, চার চারটে বুলেটের আঘাতে তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেলো।

ওদিকে রাউজের হাতে পিস্তল দেখে হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়লো স্টিফেন জনসন।

'এস.এ.এস. ম্যান, আমাকে গুলি করো না। সব শেষ এখন।'

রাউজ তাকে ক্ষমা করলো বটে, তবে সে তাকে হুকুম করলো, নিচে নেমে চলো।'

বৃদ্ধ আই.আর.এ. ম্যান মূল ডেকে নামতে শুরু করলো। আর তারপরেই রাউজের পিছনে ছোটাছুটি আবার শুরু হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালো সে। আগন্তুকের হাতে পিস্তল। রাউজকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো সে। বুলেট এসে বিঁধলো তার কাঁধে। তেতে উঠলো রাউজ সঙ্গে সঙ্গে। সৈনিক জীবনে তার শিক্ষা হলো, শত্রু সে যেই হোক না কেন, তাকে খতম না করা পর্যন্ত থামতে নেই। রাউজ তার সেই শিক্ষাটা কাজে লাগালো দ্রুত হাতে। তার মেসিন-পিস্তল থেকে চার চারটে বুলেট বেরিয়ে এসে তার সম্ভাব্য হত্যাকারীর বুকে গিয়ে বিঁধলো। স্টীলের ডেকের উপর তার রক্তাক্ত দেহটা লুটিয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে।

'খুব ভালো কাজ করলে তুমি। ওয়েল ডান,' রাউজ তার পাশ থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠে ফিরে তাকালো। 'ঐ মেয়েটি, এই মাত্র যাতে তুমি খতম করলে সে হলো মোনিকা ব্রাউন—'

'বাস্টার্ড,' ধীরে ধীরে রাউজ বলে, 'তুমি জানতে, জানতে না তুমি?'

'ঠিক জানতাম না, তবে আমি ওকে প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলাম,' সাদা পোষাকে এসেছিলো ম্যাকক্রেডি। 'তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার পরেই মেয়েটিকে আমরা অনুসরণ করি। তবে মেয়েটির জন্ম ডাবলিনে। ওর প্রথম বিয়ে হয় কুড়ি বছর বয়সে, ওর স্বামী ওকে কেনটুকিতে নিয়ে যায়। তার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর বিয়ে করে ও মেজর এরিক ব্রাউনকে, ওর থেকে ওর স্বামীর বয়স অনেক বেশী হলেও বিত্তবান সে। লোকটা পাড় মাতাল হওয়ার দরুণ তার স্ত্রী যে আই.এ.-র প্রতি অনুরক্ত, সে খবর একেবারেই টের পায়নি সে। যাইহোক, এখন সব শেষ টম। তোমার এসব জানার কথা নয়। আর তোমার দোষও নেই। বরং ও সব কিছু জেনেশুনেও তোমাকে খুন করতে গিয়েছিলো।'

'আমি যদি জানতাম, ও এখানে আছে, তাহলে আমি ওকে খুন করতাম না,' আহত স্বরে বললো রাউজ।

'তাহলে ও তোমাকে ঠিক হত্যা করতো। সেই ধরণের মানুষ ও।'

'এখন কি হবে?' জিজ্ঞেস করলো রাউজ।

ম্যাকক্রেডি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'উকিলরা কেসটা দেখাশোনা করবে টম। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।'

'আর তুমি?'

'ওহো, আমি এখন সেঞ্চুরি হাউসে ফিরে যাবো, নতুন করে আবার কাজ শুরু করবো। আর তুমি ফিরে যাবে তোমার নিকির কাছে। হ্যাঁ বন্ধু, ফিরে গিয়ে ওকে তোমার বুকে টেনে নিও শক্ত করে। আর তোমার পরবর্তী উপন্যাস লিখতে লিখতে এসব দুঃস্বপ্নের কথা একেবারে ভুলে যেও! ভুলে যেও হামবুর্গ, ভিয়েনা, মাল্টা, ট্রিপোলি, সাইপ্রাস—এসব ভুলে যেও। সব শেষ এখন।'

স্টিফেন জনসন দু'জন ইংরেজের পাশ দিয়ে হাতে হাতকড়া পরা অবস্থায় যেতে গিয়ে বলে, 'আমাদের দিন একদিন আসবেই,' তার কথায় ওয়েস্ট কোস্টের টান। অস্থায়ী আই.আর.এ.-র স্লোগান এটা।

তার দিকে মুখ তুলে ম্যাকক্রেডি মাথা নাড়লো।

'না, না মিঃ জনসন, তোমাদের সূর্য অস্ত গেছে, আর ফিরে আসতে পারে না।'

'মেয়েটি এ কাজ করতে গেলে কেন সাম?' জিজ্ঞেস করলো রাউজ।

মোনিকা ব্রাউনের মুখের ওপর একটা চাদর ঢেকে দেয় ম্যাকক্রেডি। আর্দালিরা ওর মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যায়।

'কারণ ও বিশ্বাস করতো,' উত্তরে ম্যাকক্রেডি বলে, কিন্তু ওর সেই বিশ্বাস, আর ওর পথে ভুল ছিলো অবশ্যই। কিন্তু তবুও ওর ভুলটা ঠিক বলে বিশ্বাস করতো।'

সূর্যের এক টুকরো উজ্জ্বল আলো

দলে ছিলো তারা ছয়জন। কফি পরিবেশন করে চলে যায় জেফারসন। তারা সেখানে কি করছে, খোঁজ নেয়নি সে, সেটা তার এক্তিয়ারের মধ্যেও পড়ে না।

নিউসন এবং সিনক্লেয়ার দু'জন এস.এ.এস. সার্জেন্ট দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাদের পরনে ছিলো মাখন রঙের ট্রাকসুট। লেফটেনান্ট হ্যাভারস্টক তার ইউনিফর্ম বদল করেনি। ব্রোকেডে মোড়া চেয়ারে বসেছিলো সে। এডি ফ্যাভারোর পাশে সোফার ওপর বসেছিলো রেভারেণ্ড ড্রেক। আর দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলো চীফ ইন্সপেক্টর জোন্স।

সমনটা নিয়ে হ্যাভারস্টকের হাতে তুলে দেয় ম্যাকক্রেডি। এস.এ.এস.-র সাম ম্যাকক্রেডি, একটা সেমিনারে যোগ দেওয়ার জন্য আমেরিকায় এসেছিলো।

'আজ ভোরে এটা লণ্ডন থেকে এসেছিলো,' বললো সে, 'পড়ো, শেখার কিছু থাকলে শিখে নাও আর ভেতরে ভেতরে হজম করে নাও।'

সমনটা পড়লো হ্যাভারস্টক।

'ঠিক আছে তাহলে,' এই বলে চীফ ইন্সপেক্টর জোন্স-এর হাতে সেটা তুলে দিলো সে। পড়তে গিয়ে তার চোয়াল দুটো কঠিন হলো, বললো সে, 'হ্যাঁ স্যার।' তারপর সার্জেন্টের হাতে তুলে দিলো সেটা সে। এবার নিউসন বলে, 'আমি বলছি, এটা ঠিকই আছে।' সিনক্লেয়ারও পড়লো সমনটা এবং কোনো ভ্রুক্ষেপ না করেই বললো সে, 'কোনো সমস্যাই নেই।'

এবার সমনটা পড়লো ফ্যাভারো। পড়ার পর বিড়বিড় করে কি যেন বললো সে, ঠিক বোঝা গেলো না। রেভারেণ্ড ড্রেকের চোখে বিপদের সংকেত দেখে সমনটা তার হাতে তুলে দিলো সে। পড়ার পর গর্জে উঠলো সে, 'প্রশংসা করতে হয় লর্ডকে।'

'আমার প্রথম কাজ হলো,' বললো ম্যাকক্রেডি, 'চীফ ইন্সপেক্টর জোন্স ছাড়া তোমাদের সকলকে স্পেশাল কনস্টেবলের ক্ষমতা দেওয়া। অতঃপর প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করা হলো তোমাদের। দ্বিতীয়ত, আমরা কি করতে যাচ্ছি তার একটা ব্যাখ্যা আমি করছি।'

তিরিশ মিনিট ধরে আলোচনা করলো সে। তারপর হ্যাভারস্টকের দিকে তাকাতেই তারা পোষাক বদল করার জন্য চলে গেলো।

নতুন পোষাকে সবাই প্রস্তুত।

'চলো, এখনি যাওয়া যাক মিঃ জনসন,' বললো ম্যাকক্রেডি, 'রাণীর কাজে আমাদের সবার লাগা উচিৎ।'

রাণীর কাজটা কি, সেটা অবশ্য কেউ তাকে জিজ্ঞেস করেনি। সরকারী জাগুয়ারের পিছনে পিছনে চলতে থাকে অস্কার, চালক একজন পুলিশম্যান। পিছনের আসনে বসেছিলো ম্যাকক্রেডি এবং হ্যাভারস্টক। তাদের পিছনে এলো ল্যাণ্ড-রোভার, চালক দ্বিতীয় কনস্টেবল, তার পাশে বসেছিলো জোন্স, এবং পিছনের আসন ফ্যাভারো ও রেভারেণ্ড ড্রেকের দখলে। গভর্ণমেন্ট হাউস ছেড়ে আসার আগে সার্জেন্ট সিনক্লেয়ার সবার চোখের আড়ালে একটা লোডেড কোল্ট কোবরা আমেরিকান গোয়েন্দার হাতে তুলে দেয়।

বাকী দুটি ভ্যান চালাচ্ছিলো অন্য দু'জন কনস্টেবল। নিউসন এবং সিনক্লেয়ার গুটিসুটি মেরে বসেছিলো তাদের গাড়িতে।

বিরাট রিসেপশন রুম। দরজা জানালাগুলোর সামনে পুলিশ প্রহরা। একটা দরজা খোলা ছিলো, আর সেই দরজা পথ দিয়ে প্রবেশ করলো হোরাসিও লিভিংস্টোন। প্রচণ্ড চাপা রাগে হঠাৎ এই পুলিশী অভিযানে ঘরের ভেতরটা জরীপ করে নিলো সে।

'আপনারা এখানে আসতে পারেন না। এ সবের মানে কি?' রাগে, উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলো সে।

তার সমনটা মেলে ধরলো তার চোখের সামনে ম্যাকক্রেডি। তারপর বললো, 'দয়া করে এটা একবার পড়ে

দেখবেন?'

সমনটা পড়ার পর অবজ্ঞা ভরে সেটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো লিভিংস্টোন।

'আমি আপনার সমস্ত বাহামিয়ান স্টাফদের তলব করছি এখানে, তাদের পাসপোর্ট সহ। যদি আপনি দয়া করে—আপনি যদি অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তাহলে চীফ ইন্সপেক্টর জোন্সকে হুকুম করবো আপনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য। মিঃ জোন্স, তুমি তোমার কর্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত আছো তো?'

'হ্যাঁ স্যার।'

শক্ত কথায় কাজ হলো। লিভিংস্টোনের নির্দেশে এক এক করে সব বাহামিয়ানরা এসে হাজির হলো; তাদের পাসপোর্টগুলো একে একে ফ্যাভারো, ম্যাকক্রেডির হাত ঘুরে অবশেষে হ্যাভারস্টকের হাতে এসে পড়লো। সেগুলো দেখতে গিয়ে লেফটেনান্ট-এর চোখে ভৎর্সনা ফুটে উঠতে দেখা গেলো।

'এই সব পাসপোর্টগুলো ভুয়ো,' বললো ম্যাকক্রেডি। 'দেখতে ভালো হলে হবে কি এগুলো নকল।'

'এ কথা সত্যি নয়,' চিৎকার করে উঠলো লিভিংস্টোন, 'এগুলো সম্পূর্ণ বৈধ।'

'না,' বললো ম্যাকক্রেডি, 'এই লোকগুলো বাহামিয়ানও নয়। আর আপনিও গণতান্ত্রিক সোস্যালিস্ট নন। আসলে আপনি একজন খাঁটি কম্যুনিস্ট, ফিদেল কাস্ত্রোর হয়ে কাজ করেছেন বহু বছর ধরে। আপনার সামনে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা সবাই কিউবিয়ান অফিসার। ঐ যে লোকটা, ও হলো ক্যাপ্টেন হারম্যান মোরিনো, প্রচার বিভাগের ডি.জি.। কে.জি.বি. ধাঁচের। বাকী সবাইকে কিউবার ডি.জি. আই. অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।'

ওদের মধ্যে হারম্যানই প্রথমে তার সাফারির পকেটে হাত ঢোকাতে যায় রিভলবারের খোঁজে। কিন্তু যথা সময়ে লিভিংস্টোনের ইঙ্গিতে বিরত হলো সে।

'এই সাতজন লোক আশা করি প্রাণ হারাতে চাইবে না,' ম্যাকক্রেডি হুকুম করার ভঙ্গিতে বললো, 'মিঃ লিভিংস্টোন, ওদের বলুন, হাত তুলে দাঁড়াক ওরা। তিন সেকেণ্ড সময় দিচ্ছি, তারপর আমি সেই ভয়ঙ্কর কাজটা করতে বাধ্য হবো—'

'উনি যা বলেছেন, তাই করে,' কর্কশ কণ্ঠে আদেশ দিল লিভিংস্টোন।

চোদ্দটা হাত উপরে উঠলো এবং দাঁড়িয়ে রইলো তারা স্থির হয়ে। তিনজন পুলিশ তাদের হাতে থেকে রিভলবারগুলো সংগ্রহ করে নিতে থাকলো।

তারা সবাই একে একে নিরস্ত্র হওয়ার পর লিভিংস্টোনের দিকে ফিরে বললো ম্যাকক্রেডি, 'মিঃ লিভিংস্টোন, মিঃ জোন্সকে আমি বলবো, ব্রিটিশ আইনে নানান অপরাধে আপনার সঙ্গীদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য, যথা ভুয়ো, পাসপোর্ট, বে-আইনী প্রবেশ, বিনা লাইসেন্সে বন্দুক বহন করা, এ সব ছাড়াও অপরাধের তালিকা আরো বিরাট। সবগুলো বলতে গেলে একটা বিরাট তালিকা হয়ে যাবে। তার বদলে আমি এদের সবাইকে এখান থেকে বহিষ্কার করতে চাই, এক ঘন্টার মধ্যে। সত্যি কথা বলতে কি যে দেশের লোক আপনি সেই কিউবায় ফিরে গেলেই সব দিক থেকে ভালো হবে আপনার।'

'আমি সেটা সমর্থন করছি,' ম্যাকক্রেডির কথায় সায় দি'লো রেভারেণ্ড ড্রেক। মাথা নেড়ে সায় দেয় লিভিংস্টোন।

মাছধরা উপকূলে 'গালফ্ লেডি' অপেক্ষা করছিলো তখন, অলস তার ইঞ্জিন।

'মিঃ ডোবস' বললো ম্যাকক্রেডি 'দয়া করে এই সব ভদ্রলোকদের কিউবা অঞ্চলের জলসীমানা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করো, কিংবা যদি দ্যাখো কিউবায় প্যাটরল বোট তোমার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন ওদের হাতের হাতকড়ার বাঁধন আলগা করে দিও যাতে করে এঁরা এদের দেশের মানুষের সঙ্গে ঘরে ফিরে যেতে পারে।

মিঃ ডোবস তির্যক দৃষ্টিতে তাকালো কিউবানদের দিকে। দলে তারা সাতজন এবং লিভিংস্টোন।

'লেফটেনান্ট হ্যাভারস্টক তোমার সাথী হবে,' জিমিকে আশ্বাস দিয়ে ম্যাকক্রেডি বলে, 'অবশ্য তার কাছে অস্ত্র একটা থাকবে, যদি প্রয়োজন হয় এই আর কি!'

হ্যাভারস্টকের হাতে একটা কোল্ট কোবরা তুলে দিল সার্জেন্ট সিনক্লেয়ার রেভারেন্ট ড্রেক সেটা ব্যবহার

করতে অস্বীকার করেছিলো। 'গালফ্ লেডির ওপর চড়ে বসলো হ্যাভারস্টক। এবং কেবিনের ছাদের ওপর গিয়ে বসলো সে।

'চিন্তা করো না ডোবস,' বললো হ্যাভারস্টক, 'ওদের মধ্যে কেউ যদি এখান থেকে সরে পড়ার কিংবা এমন কি একটু নড়াচড়াও করেছে, তাহলে আমি তখন বন্দুকের গুলিতে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।'

'মিঃ লিভিংস্টোন,' লঞ্চে সারিবদ্ধ ভাবে আটজন কিউবিয়ানের দিকে এক এক করে তাকিয়ে অবশেষে লিভিংস্টোনের দিকে স্থির দৃষ্টি ফেলে ম্যাকক্রেডি বলে, 'একটা শেষ কথা বলি, আপনি যখন কিউবায় পৌঁছোবেন, সেনর কাস্ত্রোকে বলবেন, নির্বাচনে একজন প্রার্থী হয়ে, তারপর সম্ভবতঃ পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলো কিউবার সঙ্গে যুক্ত করে তাদের আন্তর্জাতিক বিদ্রোহীর ট্রেনিং ক্যাম্পের সদস্য করার হয়তো একটা অভিনয় ফন্দি থাকতে পারে, কিন্তু তাকে এও বলবেন সেটা কার্যকরী হবে না। এখন তো নয়ই, কোনো দিনও সেটা সম্ভব হবে না। অন্য কোনো ভাবে তার রাজনৈতিক জীবনের অবসান তাঁকে ঘটাতেই হবে একদিন না একদিন। বিদায় মিঃ লিভিংস্টোন। ফিরে আর কখনো আসবেন না এখানে।' এই বলে জেটি পেরিয়ে জাগুয়ার গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলো ম্যাকক্রেডি।

রিসেপশন রুমের টালি পাতা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো মার্কাস জনসন। ম্যাকক্রেডিকে ফিরে আসতে দেখে কৈফিয়ত চাইলো তার কাছ থেকে জনসন, 'এ সবের মানে কি জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই!' ম্যাকক্রেডি তাকে সমনের নোটিশটা পড়তে দিলো। পড়ার পর সেটা আবার ম্যাকক্রেডির হাতে ফিরিয়ে দিলো সে।

'তাহলে? আমি কোনো অপরাধ করি নি। তুমি আমার বাড়িতে বলপূর্বক ঢুকে পড়ে...এ খবর লণ্ডনে যাবে। আজকের সকালের ঘটনার ব্যাপারে শেষে তোমাকে অবশ্যই দুঃখ করতে হবে! আমার উকিলরা আছে।'

'সে তো খুব ভালো কথা', হাসতে হাসতে বলে ম্যাকক্রেডি, 'তাদের যে তোমার এখন খুব দরকার! যাইহোক, তোমার কর্মচারীদের জবানবন্দী আমি নেবো। তোমার জবানবন্দীও নিতে চাই, প্রথমে একাই যথেষ্ট। দয়া করে একজনকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে এসো...তারপর...'

পাসপোর্টগুলো আর একবার ভালো করে দেখলো ম্যাকক্রেডি।

'এগুলো মোটেই জাল বা ভূয়ো নয়,' ম্যাকক্রেডিকে আশ্বস্ত করার জন্য বললো জনসন, 'আরে দ্যাখো, আমার প্রতিটি সঙ্গী প্রকাশ্য দিবালোকে আইন সম্মত ভাবেই প্রবেশ করেছে। ঘটনাটা হলো তারা যে জামাইকার অধিবাসী বলে তোমরা চার্জ করছো, সেটা অবান্তর।'

'ঠিক তা নয়, বললো ম্যাকক্রেডি, 'ইমিগ্রেসন অ্যাক্ট'র সেকসন চার এর সাব-সেকসন বি-১ ধারা অনুযায়ী তারা যে অপরাধী নয়, সেটা তার প্রমাণ করতে পারে নি। আসলে তারা ষড়যন্ত্রকারী, তারা 'ইয়ার্ডবার্ডের' সদস্য। কিংস্টনে এদের জন্ম। এরা এখানকার শত্রু—'

তার কথা শেষ হওয়ার আগে একজন 'ইয়ার্ডবার্ড' সদস্য হঠাৎ পকেটে হাত ঢোকাতে যায়, উদ্দেশ্য রিভলবার বার করা। কিন্তু ঠিক সময়ে দেখে ফেলে রেভারেণ্ড ড্রেক তাকে নিরস্ত্র করে।

'হ্যালেলুজা,' শান্তবাবে সম্বোধন করে আঘাত করলো সে তাকে, মাত্র একবারই কঠিনভাবে। চোখ কপালে তুলে মাটির ওপর পড়ে গেলো সে।

ঘটনাটা সংকেতের মতো কাজ করলো। বাকী চারজন 'ইয়ার্ডবার্ড' সদস্যরাও তৎপর হতে যায়, তারা তাদের শার্টের নিচে হাত ঢোকাতে যায়—কিন্তু তার আগেই নিউসন এবং সিনক্লেয়ার বাধা দিলো তাদের। তাদের হাতে উদ্যত পিস্তল—

'ওরা মৃত্যুকে ভয় করে না,' খিঁচিয়ে উঠলো জনসন এবার, 'ওরা তোমাদের সবাইকে আঘাত করবে, দেখো—
'

এবার ফ্যাবারো এগিয়ে এলো তাদের সামনে, 'হয়তো বা', বললো সে তীক্ষ্ণস্বরে, 'কিন্তু তার আগে তোমাকে যেতে হবে।'

'তোমার হাত দু'টো ওপরে তোলো জনসন,' হুকুম করলো ম্যাকক্রেডি।'

'আমার মনে হয়,' বাধা দিয়ে জনসন বলে, 'তোমরা আমাকেও একজন 'ইয়ার্ডবার্ড' বলে ধরে নিয়েছো।

ভুল করছো, এই দ্বীপপুঞ্জের আমি একজন নাগরিক, একজন সম্মানিত ব্যবসায়ী...'

'না,' বাধা দিয়ে ম্যাকক্রেডি বলে, 'তুমি তা নও। তুমি একজন কোকেন ডীলার, আর তাতেই তোমার এখন ভাগ্য ফিরে গেছে। বেশীরভাগ সময় তুমি কাটিয়েছো কলম্বিয়ায়। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় তোমার এই বে-আইনী ব্যবসা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আমি তোমাদের কলম্বিয়ান চীফ একজিকিউটিভ সেনর মেণ্ডেজের সঙ্গে দেখা করবো।'

'আমি তার কথা কখনো শুনিনি,' অস্বীকার করলো জনসন।

'এই সেনর জনসন, কিংবা নিজেকে সে যে নামেই পরিচয় দিক না কেন, এই দ্যাখো তার ফটো ভালো করে দ্যাখো, চিনতে পারো কিনা! জনসনের চোখের সামনে ম্যাকক্রেডি মেলে ধরলো সেই ফটোটা।

ফটোটা দেখা মাত্র স্তব্ধ, হতবাক জনসন।

'আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনতে পারতাম বর্তমান আইন অনুযায়ী, কিন্তু তা করবো না,' বললো ম্যাকক্রেডি শান্ত ভাবে, নাসাউ যাওয়ার ফ্লাইটে ন'টা আসন আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি তোমাদের জন্য। আমার ধারণা সেখানে বাহামিয়ান পুলিশ তোমাদের সবাইকে কিংস্টন ফ্লাইটে তুলে দেওয়ার জন্য সব রকম ব্যবস্থাই করে রেখেছে। আর কিংস্টনে তোমাদের আশা করা হচ্ছে। যাও ফিরে যাও কিংস্টনে। গুডবাই। এ মুখো আর হবে না কখনো, বুঝলে?'

দশ মিনিট পরে ম্যাকক্রেডির এয়ার-ট্যাক্সি মিয়ামিতে এসে পৌঁছোলো।' লণ্ডনে ফিরে যাওয়ার আগে সে তার পোর্টেবল টেলিফোনে তার ফ্লোরিডা বন্ধুদের ধন্যবাদ জানিয়ে যেতে চায়।

লণ্ডন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রীজ ম্যাকক্রেডির চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ব্রীজ পেরিয়েই পার্লামেন্ট হাউস। যেখানে দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে স্বাধীনভাবে কাটিয়েছে সে, সেখানকার আকাশ, বাতাস কলুষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। সদ্য পরিষ্কার করা বিগবেন সূর্যের আলোয় সোনার মতো জ্বলজ্বল করছিলো, পাশ দিয়ে টেমস নদীর জল কলকল শব্দে বেয়ে যাচ্ছে। ব্রীজটা অর্ধেক যাওয়ার পর একজন কাগজ বিক্রেতা তার পাশে এসে দাঁড়ালো, তার হাতে এক গাদা 'ইভিনিং-স্ট্যাণ্ডার্ড'। তার পায়ের সামনে একটা প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা ছিলো ঃ 'বুশ-গরভোচভ ঠাণ্ডা লড়াই সরকারী ভাবে শেষ।' একটা কাগজ কেনার জন্য দাঁড়াল ম্যাকক্রেডি।

'ধন্যবাদ,' বিক্রেতা বললো। সে তার সেই প্ল্যাকার্ডটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'সব শেষ, তাই না।'

'শেষ হয়ে গেছে, তাই কি?' প্রশ্ন চোখে তার দিকে তাকালো ম্যাকক্রেডি। 'হ্যাঁ, সব, সব আন্তর্জাতিক সমস্যা শেষ হয়ে গেছে। এখন সে সব অতীত।'

'কি চমৎকার চিন্তা-ভাবনা,' কথাটা সমর্থন করে এগিয়ে গেলো ম্যাকক্রেডি।

চার সপ্তাহ পরে কুয়েত দখল করলো সাদ্দাম হোসেন। ডোভোন উপকূলে মাছ ধরার সময় খবরটা শুনলো ম্যাকক্রেডি। তখন সে যেন অন্য এক মানুষ, একটা নতুন চিন্তাধারা কজ করছিলো তার মনে, তাই সে খবরটা শোনার পর মনে মনে ঠিক করলো, এবার বঁড়শির টোপ বদল করার সময় হয়েছে।